ওঁ

বেদঃ।

✻

ভূমিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাভাষ।

[বেদ-বিষয়ে অনন্তকালের গবেষণা;—বেদ কি—তদ্বিষয়ে মতভেদ, এবং বেদ কি—তাহার সার সিদ্ধান্ত;—কাল ও রচনা-প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক;—বিতণ্ডার নিরসনে শাস্ত্র ও যুক্তি;—বেদের সহিত মানব-জাতির ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের সম্বন্ধ,—বেদের স্বরূপ ও বিভাগাদি।]

বেদ-বিষয়ে অনন্ত গবেষণা।

'বেদ' লইয়া, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া, কত যে আলোচনা—কত যে গবেষণা চলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। মানব-জাতির ইতিহাসে,—শিক্ষার ও সভ্যতার অভ্যুদয়ের ও বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে,—বেদ-বিষয়ে কত মস্তিষ্ক কতভাবে আলোড়িত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এ জগতে বোধ হয় এমন কোনও জনপদ নাই, এ পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোনও জাতির অভ্যুদয় ঘটে নাই— যাহাদের শিক্ষিত গর্ব্বোন্নত সম্প্রদায় কোন-না-কোনও আকারে বেদ-বিষয়ে আলোচনা করে নাই। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, ভারতে ও ভারতের বহির্দ্দেশে, যেখানেই মনুষ্য-সমাজ যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানেই, স্বপক্ষেই হউক আর বিপক্ষেই হউক, তাহাদিগকে বেদ-বিষয়ে আলোচনায় উদ্বুদ্ধ দেখিতে পাই। সম্মুখে ঐ যে অনন্ত শাস্ত্র-সমুদ্র বিদ্যমান, উহার বিশাল বক্ষে কি সাক্ষ্য উদ্ভাসিত রহিয়াছে? শাস্ত্র-রত্নাকর যে রত্নরাজি গর্ভে ধারণ করিয়া আপন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, তাহাই বা কি বিজ্ঞাপিত করিতেছে? সে কি বেদ নহে? ফলতঃ, বেদ-বিষয়ে যিনিই যাহা আলোচনা করিবেন, পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি ভিন্ন, অভিনবত্বের দাবী কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

'বেদ' কি'— মতভেদ ও সার-সিদ্ধান্ত।

'বেদ' কি?—এ সম্বন্ধে কতই মতভেদ দেখিতে পাই। বেদ কি—এই মুদ্রিত বা পুঁথি আকারে অবস্থিত গ্রন্থখণ্ড? অথবা, বেদ কি ঐ কয়েকটি শ্লোক বা মন্ত্র মাত্র? অথবা, বেদ কি সেই উদাত্তাদি স্বর—যে স্বরে বেদ মন্ত্র উচ্চারিত হয়? অথবা, বেদ কি যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম মাত্র? কত জনে কত ভাবেই বেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বেদ কি? ধাত্বর্থের অনুসরণ করিলে, জ্ঞানমূলক 'বিদ্'-ধাতু হইতে "বেদ" শব্দের উৎপত্তি উপলব্ধি হয়। 'বিদ্'-ধাতুর অর্থ 'জানা'। 'জানা' বলিলেই 'কি জানা' ভাব আসে। জানা—ধর্ম্ম জানা, অধর্ম্ম জানা। জানা—সত্য জানা, অসত্য জানা। জানা—স্বরূপ জানা। ফলতঃ, যাহা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্যাসত্যের জ্ঞানলাভ হয়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা স্বরূপ জানা যায়; এক কথায়, যাহা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই 'বেদ'। সেই সর্ব্ববিধ জ্ঞানেরই নামান্তর—পরমেশ্বরের জ্ঞান। ধাত্বর্থের অনুসরণেও (বিদ্যতে জ্ঞায়তে পরমেশ্বরোঽনেন ইতি বিদ্ ধাতোঃ করণে ঘঞ্) এই অর্থই সিদ্ধ হয়। জ্ঞান সত্য, জ্ঞান নিত্য, জ্ঞান সনাতন, জ্ঞান অপৌরুষেয়; সুতরাং জ্ঞানই ধর্ম্ম; যাহা জ্ঞানের বিপর্য্যয়, তাহা অধর্ম্ম। বেদ সেইজন্যই ধর্ম্ম; বেদ-বিপর্য্যয় তজ্জন্যই অধর্ম্ম। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মোহধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" বেদ যে সনাতন, বেদ যে নিত্য, বেদ যে সত্য, এই বাক্যেই তাহা প্রতীত হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় না, বেদ তাহা সপ্রমাণ করে। অনুমান ও প্রমাণের অজ্ঞাত সামগ্রীর সন্ধান করে বলিয়াই বেদের বেদত্ব।'

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিন্দতি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা ॥'

যাহা স্বপ্রমাণ, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যাহার প্রমাণের আবশ্যক করে না, তাহাই 'বেদ'। মহর্ষি আপস্তম্বের মতে—মন্ত্র-রূপ ও ব্রাহ্মণ-রূপ শব্দরাশিই 'বেদ'। মন্ত্র—জ্ঞানমূলক; ব্রাহ্মণ—কর্ম্মবিধি-প্রবর্ত্তক। মন্ত্রের অর্থজ্ঞান না হইলে, বৈদিক কর্ম্মে জ্ঞান হয় না; কর্ম্মজ্ঞানের অভাবে, কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব সঙ্ঘটিত হয়; কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি-নিবন্ধন, কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে না; কর্ম্মের অননুষ্ঠানে, কর্ম্মের ফললাভ কদাচ সম্ভবপর নহে; এই জন্যই মন্ত্র জ্ঞান-মূলক। এ বিষয়ে 'নিরুক্ত' নামক বেদাঙ্গগ্রন্থরচয়িতা মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন যে, "মননাৎ মন্ত্রাঃ।" অর্থাৎ, স্বর (উদাত্তাদি) এবং ছন্দ (অনুষ্টুভাদি) সহযোগে উচ্চার্য্যমাণ শব্দসমূহ বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি-রূপ জ্ঞানের মনন (অর্থাৎ বোধ) করায় বলিয়া ইহার নাম 'মন্ত্র'। অর্থোপলব্ধি হইলে, মন্ত্র কর্ম্মজ্ঞান-প্রবর্ত্তক হয়; কিরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথোক্ত ফললাভ করিয়া, ঐহিক সুখ ও পারত্রিক মোক্ষফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণ, ইত্যাকার কর্ম্ম-বিধির বিধান করেন। জ্ঞানলাভ-হেতু যে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, অথবা কর্ম্ম-সম্পাদন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকেই কহে—বেদ। এখানে কর্ম্মে ও জ্ঞানে যেন পারম্পারিক সম্বন্ধ। ফলতঃ, ইহাতেও বুঝা যায়, যে মন্ত্রে যে প্রক্রিয়ায় পরম জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বেদ। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়া গিয়াছেন,—'বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষিতঃ।' অর্থাৎ, যে শব্দরাশি প্রমাণের অপেক্ষা করে না, তাহাই 'বেদ'। যাহা সত্য, তাহা প্রমাণ করার

কখনও প্রয়োজন হয় না। যাহা সনাতন, তাহার পরিবর্ত্তন কখনও সম্ভবপর নহে। যাহা অপৌরুষেয়, মানুষের কি সাধ্য—তাহার প্রবর্ত্তনার অধিকারী হইবে? সত্য যেমন আজি একরূপ এবং কালি আর একরূপ হয় না; সত্য যেমন চিরদিনই অপরিবর্ত্তিত অব্যয় ভাবে বিরাজমান থাকে; যাহা প্রকৃত 'বেদ', যাহা যথার্থ জ্ঞান, তাহা সেইরূপ অবিকৃত, অচঞ্চল ও অবিনাশী হইয়া চিরকাল বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানও যাহা, ব্রহ্মও তাহাই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়া থাকেন,—"ন বেদা বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।" অর্থাৎ, মন্ত্রাদিসম্বলিত পুস্তকখণ্ড মাত্র বেদ নহে; সনাতন ব্রহ্মকেই বেদ কহে। 'বেদ' তাহারই নাম—যাহা সত্যরূপে, জ্ঞানরূপে ও প্রমাণরূপে চিরবিদ্যমান আছে।

বেদ ও তাহার উৎপত্তি বিষয়ে বিতর্ক।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বেদ-নামে প্রচারিত যে গ্রন্থ-সমূহ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় তবে কি? ঐ যে ঋগ্বেদ, ঐ যে সামবেদ, ঐ যে যজুর্ব্বেদ, ঐ যে অথর্ব্ববেদ—এ সকল কি তবে বেদ নহে? আর, যদি এই সকল গ্রন্থকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাদের অনাদিত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব কি প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ই কঠিন। এ প্রশ্নের সমাধান জন্য দর্শনকারগণের মস্তক বিশেষভাবে আলোড়িত হইয়াছে। এই সংশয়ের নিরশন উদ্দেশেই অনন্ত শাস্ত্রের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বিষয়টী হৃদয়ে ধারণা করিবার উপযোগী; উহা ভাষায় বুঝাইবার সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। তথাপি আমরা এস্থলে স্থূলভাবে প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছি। এই যে মন্ত্রাদি—ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব্ব বেদের মধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে, আমরা মনে করি, হিন্দুমাত্রেই মনে করেন, এই মন্ত্রগুলি—নিত্য সনাতন স্বপ্রমাণ ও অপৌরুষেয়; আর, ঐ মন্ত্রগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, উহা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে ভাবে, যে অবস্থায়, যে স্বরে, যে অধিকারীর যে মন্ত্র উচ্চারণ করা প্রয়োজন, সকলে তাহা পারে না বলিয়াই সে মন্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ হয় না। অনুষ্টুভাদি যে ছন্দ আছে, উদাত্তাদি যে স্বর আছে, মন্ত্রোচিত সংযমাদির যে যজ্ঞবিধি আছে, তাহার অনুবর্ত্তন না করিয়া, তৎসমুদায়ে সিদ্ধি-লাভে সমর্থ না হইয়া, বিকৃত মন্ত্রে, বিকৃত ব্যবহারে, সুফল-লাভের আশা দুরাশা মাত্র। একটা স্থূল দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন—কাহারও নাম—'জগদীশ'; যদি কেহ জগদীশকে 'জ্যোতিষ' বলিয়া ডাকে—'জগদীশ' কি তাহার উত্তর দিবেন? কে কাহাকে ডাকিতেছে মনে করিয়া, তিনি নিশ্চয়ই সে ডাকে উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু যদি কেহ জগদীশকে তাঁহার প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই জগদীশ সে ডাকে কর্ণপাত করিবেন। অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গও এই সূত্রে উত্থিত হইতে পারে। মনে করুন, জগদীশ—সম্ভ্রান্ত লোক; পথে কতকগুলি নীচ-লোক তাঁহার নাম উল্লেখে যদি আহ্বান করে, তিনি তাহাতে কখনই কর্ণপাত করিবেন না,—তাহারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে বলিয়া মনে করিতেই পারিবেন না। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারে। এই সাধারণ জ্ঞান হইতেই বুঝিতে পারি না কি,—বেদমন্ত্রাদি যাঁহার

উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে যে জন, সেই জনই তাঁহাকে ডাকিবার অধিকারী,—সেই জনের আহ্বানই, তাঁহার স্থানে পৌঁছিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে, মন্ত্রাদির নিত্যত্ব এবং প্রামাণ্য-বিষয়ে সকল সংশয় দূরীভূত হয়। স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না বলিয়াই, বেদ-বিষয়ে নানা সংশয়-প্রশ্ন জাগরূক হয়,—বেদের উৎপত্তি ও রচনা-সম্বন্ধে নানা মত পরিদৃষ্ট হয়। অপিচ, যে বস্তু যত দূর-অতীতের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, যে দূর-অতীতে স্মৃতি পৌঁছিতে পারে না, তাহার বিষয়ে কল্পিত কথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার, যাঁহার দৃষ্টি যাদৃশ সীমাবদ্ধ, পুরাতন সনাতন সামগ্রীর উৎপত্তি-বিষয়ে তিনি সেইরূপ সময় নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পান্। পাশ্চাত্যমতাবলম্বী প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা-ক্রমে বেদের বয়স তাই চারি সহস্র বৎসরের অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে বেদের জন্ম হইতে পারে, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অধিকাংশ পণ্ডিত তাহা অনুমান করিতেই সঙ্কুচিত হন। তাঁহাদের সেই দৃষ্টির ফলে, বেদের উৎপত্তিকাল গণনাঙ্কের গণ্ডীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই কালনির্ণয়ে এতই মতভেদ দেখিতে পাই যে, তাহার কোনও মতের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। কেহ কহেন,—২০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ কহেন ৫০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ কহেন,—স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইরূপ নানা শ্রেণীর লোকের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের বয়স সম্বন্ধে যেমন বিতণ্ডা, উহার রচয়িতা-সম্বন্ধেও সেইরূপ বিতণ্ডা দেখিতে পাই। অধুনা-প্রচলিত ঋগ্বেদাদি যে সকল শাস্ত্র দেখিতে পাই, তাহার সূক্ত-বিশেষের রচয়িতা বলিয়া এক এক ঋষির নাম প্রকাশিত হইতেছে। পুরাতন পুঁথি-পত্রে সূক্তের সঙ্গে সঙ্গে, মন্ত্রের বিনিয়োগকর্ত্তা এক এক ঋষির নাম সন্নিবিষ্ট আছে; তদ্দৃষ্টে তাঁহারাই সেই সেই সূক্ত রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে। বেদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে, বেদের রচনা-সম্বন্ধে, এইরূপ নানা জনের নানা মত দেখিতে পাই। যেখানে এত মতবিরোধ, সেখানে কোন্ মতে কে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন?

বেদের বয়স ও রচয়িতা-প্রসঙ্গে।

* * *

এ ক্ষেত্রে, 'বেদ' যে কি—তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? যেখানে মানুষের গবেষণা প্রতিহত হয়, সেখানে ঋষি-বাক্যের শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা মানিতে হয়। যাহা পুরাতন, যাহা সনাতন, অধুনাতন তাহার কি সাক্ষ্য দিবে? মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন,—"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।" (পরাশর-সংহিতা)। অর্থাৎ, বেদের রচনাকর্ত্তা কেহ নাই; চতুর্ম্মুখ যে ব্রহ্মা, তিনিও বেদের রচয়িতা নহেন,—স্মরণকর্ত্তা মাত্র। তবেই বুঝা যায়, ব্রহ্মা যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া বিঘোষিত হন, তাঁহারও পূর্ব্বে—সৃষ্টিরও পূর্ব্বে, বেদমন্ত্র তাঁহার স্মৃতিমূলে বিদ্যমান ছিল। মহর্ষি মনু (মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ২১ম শ্লোক) কহিয়াছেন,—

বিতণ্ডার নিরসনে শাস্ত্র ও যুক্তি।

"সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥"

অর্থাৎ,—'সৃষ্টির আদিতে সেই পরমাত্মা, বেদের উপদেশ অনুসারে, পৃথক্ পৃথক্ নাম, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম, পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি-বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।' ইহাতেও বুঝা যায়, এই পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্ব্বেও বেদ ছিল; আর সেই বেদ-অনুসারে সৃষ্ট-পদার্থের নাম কর্ম্ম ও বৃত্তি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যে বেদকে অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই ঋগ্বেদেও (পুরুষ-সূক্তে) উক্ত আছে,—

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত॥"

অর্থাৎ,—'সৃষ্টির আদিভূত যে পুরুষ, তাঁহা হইতে ঋক্ ও সাম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহা হইতেই ছন্দসকল ও যজুঃ জন্মিয়াছিল।' এ উক্তি অপেক্ষা প্রাচীনত্বের প্রমাণ অধিক আর কি হইতে পারে? সৃষ্টির আদিতে 'বেদ' ছিল, এ সংবাদ সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিতেছেন। আবার সৃষ্টি যখন অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন বেদও অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বেদের জন্মকাল কে নির্ণয় করিবে? তার পর, বেদের যে কেহ রচয়িতা আছেন, অর্থাৎ সূক্ত-বিশেষ যে ঋষি-বিশেষের রচনা, তাহাও সপ্রমাণ হয় না। যে যে মন্ত্র যে যে ঋষির নামে প্রচারিত, তাঁহারা সেই সেই মন্ত্রের প্রয়োগকর্ত্তা বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদিগকে রচয়িতা বলিতে পারা যায় না। অধুনা দেখিতে পাই, অনেক সংসারে পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে অনেক মন্ত্র প্রচলিত আছে। পিতা বা পিতামহ, পুত্র বা পৌত্রকে সেই সেই মন্ত্র শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; অথবা পুত্রের বা পৌত্রের শিক্ষার জন্য তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহারা সে মন্ত্রের রচয়িতা নহেন। পিতা বা পিতামহ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে সেই সকল মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে অনেক মন্ত্রের আদি—অনুসন্ধানের অতীত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্থলে, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। পুত্র পিতার নিকট হইতে, পিতা-প্রপিতামহক্রমে, ঐ মন্ত্রের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। সন্ধান করিতে গেলে, ঐ মন্ত্র প্রথম কাহার নিকট হইতে কোন্ জন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কখনই তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। এইরূপে বুঝিতে পারি, যে বংশে যে মন্ত্র চলিয়া আসিতেছে, সেই বংশের পূর্ব্বপুরুষ যাঁহার অস্তিত্ব যখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তাঁহাকেই তখন স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ সেই মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করে; পরন্তু, তিনি রচয়িতা নহেন, প্রয়োগকর্ত্তা মাত্র। এইরূপে আমরা বলিতে পারি, সৃষ্টির আদি-কাল হইতে প্রচলিত ভগবানের উপাসনা বা স্তোত্র-বাক্য যাঁহাদের রচনা বলিয়া পরিচিত হয়, তৎসমুদায় তাঁহাদের রচনা নয়, তাঁহাদের প্রবর্ত্তনা মাত্র। এইরূপে বুঝা যায়, বেদ—যাহা প্রকৃত বেদ, তাহা মনুষ্যের রচিত নহে, তাহা কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। কাষ্ঠাদির মধ্যে যেমন সূক্ষ্মভাবে বহ্নি অবস্থিত আছে এবং বাহ্য দৃষ্টিতে যেমন সে অগ্নি প্রত্যক্ষ হয় না, পরন্তু পরস্পর সংঘর্ষে সেই অগ্নির অস্তিত্ব যেমন প্রকাশ পায়; গায়ত্র্যাদি মন্ত্রও সেইরূপ স্বতঃশক্তি-সম্পন্ন;—যথাযথ বিনিয়োগ-ক্রমে উহার বিকাশ হয় মাত্র। ভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; শব্দ রূপান্তরিত হইতে পারে; ধ্বনি বিপর্যস্ত হইয়া আসিতে পারে; আর,

সেই হেতু শক্তি বিকাশ পাইতে না পারে, সুতরাং ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু যাহা বেদ, যাহা জ্ঞান, তাহা অনাদি অব্যয় অবিকৃত।

* * *

বেদের স্বরূপ ও বিভাগাদি।

সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটি শ্রুতি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সেই শ্রুতির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বেদ-বিষয়ে একটা বিশেষ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রগ্রন্থাদির সহিত বেদের যে কি সম্বন্ধ, তদ্দ্বারা তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইতে পারে। ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে সেই শ্রুতি; যথা,—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

উপমার ভাষায় আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির সহিত সম্বন্ধ-বিষয়ে বেদ এইরূপ ভাবেই সম্বন্ধ-সম্পন্ন। একই অগ্নি যেমন প্রতি পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই পদার্থের প্রতিরূপ ধারণ করেন, একই বায়ু যেমন প্রতি পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই পদার্থের প্রতিরূপ প্রাপ্ত হন; অনন্ত শাস্ত্র-সমুদ্রের মধ্যে বেদ সেইরূপ ওতঃপ্রোতঃভাবে বিরাজমান্ রহিয়াছেন। অন্য কথায়, বেদ-রূপ আকর হইতেই শাস্ত্ররত্ন-সমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে। বেদ—এক ও অদ্বিতীয়। কালক্রমে শাস্ত্রাকারে বেদ, প্রথমে ত্রিধা বিভক্ত হয়; সেই কারণে বেদের এক নাম—'ত্রয়ী'। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চারিভাগে বিভক্ত করিয়া 'বেদব্যাস নামে অভিহিত হন। যুগ-ধর্ম্মের সুবিধার জন্য তৎকর্ত্তৃক চারিভাগে বেদ বিভক্ত হইয়াছিল, ইহাই সাধারণতঃ প্রকাশ। যখন বেদের নাম ছিল 'ত্রয়ী'; তখন ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বিভাগে উহা বিভক্ত হইত। ঋক্‌ভাগে পদ্য, সাম-ভাগে গীত, এবং যজুঃ-ভাগে গদ্য বিন্যস্ত ছিল। যজ্ঞকর্ম্মে সুবিধার জন্য বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়। তখন যজ্ঞ-বিধিতে প্রয়োজনীয় অংশ ভিন্ন অন্য অংশ অথর্ব্ববেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। যজ্ঞে অপ্রয়োজন, সুতরাং অথর্ব্ব,—এই হেতুই উহার অথর্ব্ব নাম হইয়াছিল। কেহ আবার বলেন,—অথর্ব্ব ঋষি যজ্ঞে সুবিধার জন্য যজ্ঞে অব্যবহার্য্য সূক্তগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, ঋষির নামানুসারে ঐ অংশের নাম অথর্ব্ব-বেদ হইয়াছিল। ফলতঃ, একই বেদ যে চারিভাগে বিভক্ত হয়, এবং ক্রমশঃ উহার শাখা-প্রশাখা-রূপ শাস্ত্র-সমূহের অভ্যুদয় ঘটে, তদ্বিষয়ে মতবিরোধ নাই। এক হইতেই বহু, কাণ্ড হইতেই শাখা-প্রশাখা। একই অগ্নি যেমন আধার-ভেদে ভিন্ন রূপে ভিন্ন নামে অভিহিত হন; একই বেদ সেইরূপ বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন নামে সংসারে বিস্তৃত হইয়া আছেন। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে সেই রত্নই উত্থিত হয়—যাহার নাম 'বেদ'। সকল শাস্ত্রের, সকল জ্ঞানের, সকল ধর্ম্মের যাহা সারভূত; তাহাকেই কহে—'বেদ'। সকল সমাজের, সকল লোকের, সকল জীবের যাহা প্রাণস্থানীয়; তাহাকেই কহে—'বেদ'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেদ-বিষয়ে দর্শন-শাস্ত্র।

[বেদ-বিষয়ক বিতর্কে দর্শন-শাস্ত্র ;—শব্দের নিত্যত্ব-বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের আপত্তি ;—মীমাংসকগণ কর্ত্তৃক সেই আপত্তির খণ্ডন ;—মীমাংসাদর্শনে বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ক যুক্তি ;—বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে গৌতমের পূর্ব্বপক্ষ-রূপে বিতর্ক ও উত্তরপক্ষ-পক্ষে উত্তর ;—বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ-রূপে অপরাপর বিতর্ক এবং উত্তরপক্ষ-রূপে তাহার উত্তর ;—বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক ও মীমাংসা ;—বেদবিষয়ে সাংখ্য, বৈশেষিক ও বেদান্তাদির মত।]

বেদ-বিষয়ক বিতর্কে।

সকল শাস্ত্রেই বেদ-বিষয়ে আলোচনা দেখিতে পাই। বেদ যে নিত্য, বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদ যে অনাদি, এ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্কের অবধি নাই। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ—সর্ব্বত্রই বেদ-বিষয়ক আলোচনা আছে। তৎসম্বন্ধে দর্শন-শাস্ত্রের বিচার ও মীমাংসা, জ্ঞানার্থিমাত্রের কৌতূহলোদ্দীপক। সুতরাং অন্যান্য শাস্ত্রে বেদের বিষয় কিরূপভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখের পূর্ব্বে, বেদ-বিষয়ে দর্শন-শাস্ত্রের গবেষণার আভাষ প্রদান করা যাইতেছে। বিচারে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ রূপে বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা মীমাংসা হইয়া থাকে। এক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করেন না ; এবং তৎপক্ষেই যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। অপর সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের যুক্তি-পরম্পরাকে পূর্ব্বপক্ষরূপে পরিগ্রহণ করিয়া, উত্তরপক্ষ রূপে তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের ও মীমাংসকগণের বিচার-প্রণালী বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়।

১। বেদ নিত্য কি না—তদ্বিষয়ে বিতর্ক ও মীমাংসা।

শব্দের নিত্যত্ব-বিষয়ে আপত্তি।

নৈয়ায়িকগণ বলেন,—'শব্দ কখনও নিত্য হইতে পারে না। বেদ যখন শব্দসমষ্টি, তখন উহার নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটিতেছে।' এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের ছয়টী প্রসিদ্ধ সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম,—"কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ।" অর্থাৎ, যত্নদ্বারা শব্দ উচ্চারিত হয়; যাহা প্রযত্ন-সাপেক্ষ, তাহা কর্ম্ম। কর্ম্ম ধ্বংসশীল, সুতরাং শব্দও অনিত্য। দ্বিতীয়,—"অস্থানাৎ।" অর্থাৎ, উৎপত্তি মাত্র শব্দ নষ্ট হয় ; শব্দ অস্থায়ী ; সুতরাং শব্দে নিত্যত্ব সম্ভবে না। তৃতীয়,—"করোতি শব্দাৎ।" অর্থাৎ,—'শব্দ করিয়া থাকে' অর্থাৎ লোকে শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। যাহা কৃত (লোক-কৃত), তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না। চতুর্থ,—"সত্ত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ।" অর্থাৎ, শব্দ এক কালে নিকটস্থ এবং দূরস্থ বহু ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়। সুতরাং শব্দ এক ও নিত্য হইতে

পারে না। পঞ্চম,—"প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ।" অর্থাৎ, প্রকৃতি-প্রত্যয়-হেতু শব্দ রূপান্তরিত হইয়া থাকে; যাহার রূপান্তর বা বিকৃতি ঘটে, তাহাকে কখনই নিত্য বলা যাইতে পারে না; ষষ্ঠ,—"বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাস্য।" অর্থাৎ, একই শব্দ একাধিক ব্যক্তি উচ্চারণ করিলে, একাধিক-বার সেই শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে। শব্দকর্ত্তার সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি-হেতু শব্দেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যাহা হ্রাসবৃদ্ধিশীল, তাহা নিত্য হইতে পারে না। এইরূপে নৈয়ায়িকগণ বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ে প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়া থাকেন।

* * *

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির খণ্ডন।

মীমাংসকগণ ঐরূপ আপত্তির খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষরূপে ঐ সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়া, মীমাংসা-দর্শনের নিম্নলিখিত সূত্র-পঞ্চকে তাহার নিরসন করা হইয়াছে। প্রথম,—"স্বতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ।" অর্থাৎ, শব্দ উচ্চারিত হইলেও শব্দকারীর সহিত উহার সম্বন্ধ থাকে না। পরন্তু যে শব্দে যে জ্ঞান, তাহা সমভাবেই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং শব্দ অনিত্য নহে, নিত্য। 'রাম' এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে, ঐ শব্দের একটা জ্ঞান থাকিয়া যায়; পূর্ব্বে ঐ শব্দ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার সহিত উহার অভিন্নতা সূচিত হয়। সুতরাং, শব্দের নিত্যত্ব ও একত্ব অনুভবসিদ্ধ। দ্বিতীয়,—"প্রয়োগস্য পরমং।" অর্থাৎ, 'শব্দ করে' ইহার তাৎপর্য্য—শব্দের নির্ম্মাণ নহে, শব্দের উচ্চারণ মাত্র। তৃতীয়,—"আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং।" অর্থাৎ, সূর্য্য যেমন নিকটস্থ ও দূরস্থ সকল ব্যক্তির পরিদৃশ্যমান, অথচ তিনি যেমন এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন; শব্দও সেইরূপ বহু ব্যক্তির কর্ণে ধ্বনিত হইলেও এক, ভিন্ন দ্বিতীয় হয় না। চতুর্থ,—"বর্ণান্তরমবিকারঃ।" অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় সহযোগে বর্ণের পরিবর্ত্তনে বর্ণের বিকার হয় না; বর্ণান্তরে বর্ণের অবস্থিতি ঘটে মাত্র। যেমন, 'ই'-কার স্থানে 'য'-কার হইলে, বর্ণান্তর আদেশ হয় বটে; কিন্তু 'ই'-কারের কোনও অসদ্ভাব ঘটে না। পঞ্চম,—"নাদবৃদ্ধিঃ পরা।" অর্থাৎ, একই শব্দ বহুবার উচ্চারিত হইলে ধ্বনি-মাত্র বৃদ্ধি হয়; শব্দ বা শব্দ-কথিত বস্তুর বৃদ্ধি ঘটে না। পুনঃপুনঃ গো-শব্দ উচ্চারিত হইলে, নাদ বা কোলাহল বৃদ্ধি হয় বটে; কিন্তু বস্তুপক্ষে কোনরূপ সংখ্যাধিক্য হয় না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব অবিসম্বাদিত।

* * *

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অন্যান্য যুক্তি।

মীমাংসা-দর্শন শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণের জন্য আরও কতকগুলি যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহারও পাঁচটী যুক্তি এস্থলে প্রকটন করা যাইতেছে। প্রথম,—"নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" অর্থাৎ, যখন উচ্চারণ মাত্র শব্দের অর্থ পরিগ্রহ হয়, শব্দ বিনষ্ট হয় না, তখন শব্দকে নিত্য বলাই সঙ্গত। শব্দ যদি নিত্য না হইত, শব্দের যদি অর্থবোধ কেহ না করিতে পারিত, তাহা হইলে শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সুতরাং অনিত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত। শব্দের স্থিতি মানিলেই নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। দ্বিতীয়,—"সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।" অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি শব্দের একরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারেন; সমভাবে অভ্রান্তরূপে ভিন্ন ভিন্ন জনের অর্থবোধ ঘটে; এই জন্যই শব্দ নিত্য ও এক। তৃতীয়,—"সংখ্যাভাবাৎ।" অর্থাৎ,

শব্দের ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইলেও শব্দ একই থাকে। চতুর্থ,—"অনপেক্ষত্বাৎ।" অর্থাৎ,—শব্দ বিনষ্ট হইবার কোনও হেতুবাদ দেখা যায় না। সুতরাং শব্দ অনিত্য নহে—নিত্য। পঞ্চম,—"লিঙ্গদর্শনাচ্চ।" বেদাদি শাস্ত্রে শব্দকে নিত্য বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে বলিয়া, শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। শ্রুতি যাহাকে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, শাস্ত্র যাহার নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন, তাহাই নিত্য। * সুতরাং শব্দ-মূলাধার 'বেদ' নিত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়। শব্দের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আরও বিবিধ বিতর্ক উত্থিত হয়। বেদে "ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত" ইত্যাদি মন্ত্র আছে। কেহ কেহ উহার অর্থ এইরূপ ভাবে নিষ্পন্ন করেন যে, ববর নামক কোনও মনুষ্য প্রাবাহণি বায়ুকে কামনা করিয়াছিল। এবম্বিধ অর্থের ফলে, সেই অনিত্য ববরের পরবর্ত্তী কালে বেদমন্ত্র রচিত হইয়াছিল, প্রতিবাদকারী এইরূপ প্রতিপন্ন করেন। তাহা হইলে, বেদের নিত্যত্ব স্বতঃই অপ্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু মীমাংসকগণ এ সংশয়ের নিরসন করিয়া গিয়াছেন। অনিত্য-দর্শন-রূপ উক্ত আশঙ্কার উত্তরে তাঁহারা সূত্র করিয়া গিয়াছেন,—"পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্"; অর্থাৎ, ববরাদি শব্দ দ্বারা কোনও মনুষ্যকে বুঝাইতেছে না, পরন্তু উহা ধ্বনিমাত্র; অর্থাৎ, বর্বর-ধ্বনি-বিশিষ্ট প্রবহমাণ বায়ুকে ঐস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বায়ুপ্রবাহের অনিত্যত্ব কে খ্যাপন করিবে? সুতরাং এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নেও বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। বেদের নিত্যানিত্য প্রশ্ন-মীমাংসা-প্রসঙ্গে আর একটী গুরুতর তর্ক উঠিয়া থাকে। বেদে ইন্দ্র মরুৎ আদিত্য রুদ্র প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। কাহারও উৎপত্তি না হইলে, তাহার নাম হইবে কি প্রকারে? মনে করুন, দেবদত্তের পুত্রের নাম যজ্ঞদত্ত; পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার নামকরণ হয়। সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবগণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। উৎপত্তি স্বীকার করিলে, অনিত্যত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই সকল অনিত্য দেবাদির নাম যখন বেদে দৃষ্ট হয়, তখন বেদ কেন না অনিত্য হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন,—নিত্য ও অনিত্য দুই ভাবেই দেবগণের অধিষ্ঠান সপ্রমাণ হয়। তাঁহারা যখন দেহধারণ করেন, তখন তাঁহাদিগকে অনিত্য বলিতে পারি। যাহা আকৃতি-অবয়ব-বিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই বিনাশশীল। কিন্তু যখন ইন্দ্রাদি দেব-বিষয়ক স্মৃতি বা জ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন তাহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। পদার্থ ও পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞানে স্বাতন্ত্র্য আছে। পদার্থ ধ্বংসশীল; কিন্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান অবিনাশী—নিত্য। 'রাম' বলিয়া সম্বোধন করিলাম; উহা ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইল; রাম নামধারী কোনও ব্যক্তি সম্মুখে আসিলেন। সে ব্যক্তি নশ্বর, সে ব্যক্তি ধ্বংসশীল। কিন্তু সেই 'রাম' ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে, তাঁহার বিষয়ে একটি জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। সে জ্ঞান—তিনি কেমন রূপবান গুণবান বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার কেমন আকৃতি-প্রকৃতি ছিল, ইত্যাদি। ব্যক্তি 'রাম' ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে সেই যে জ্ঞান, তাহা

* শব্দের নিত্যত্ব-বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রের উক্তি,—(১) "তস্মৈ নূনং অভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিং" (ঋগ্বেদ, ৮।৬৪।৬); (২) "বচো হবীরূপং নিত্যম্" (শ্রুতি); (৩) "অত্র এব চ নিত্যত্বং" (দেবতাধিকরণে ব্যাসদেব); (৪) "অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা" (স্মৃতি)।

ধ্বংস হয় না। এই হিসাবে রাম ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলেও, 'রাম' নাম অবিনাশী নিত্য। বেদে যে ইন্দ্রাদি দেবতার নামোল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা ইন্দ্রাদি দেব-বিষয়ক জ্ঞান। সুতরাং তাহা নিত্য হইবে না কেন? অতএব বেদের নিত্যত্ব অবিসংবাদিত।

* * *

২। বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে বিতর্ক ও মীমাংসা।

বেদ-প্রামাণ্যে বিতর্ক ও মীমাংসা।

বেদ-বাক্যের প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য বিষয়ে দর্শনকারগণের মস্তিষ্ক নানা প্রকারে আলোড়িত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর-পক্ষ-রূপে সে সন্দেহের নিরসন করিয়া গিয়াছেন। গৌতম-সূত্রে পূর্ব্ব-পক্ষ-রূপে বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করা হইয়াছে,—"তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ।" অর্থাৎ,—বেদ যে অপ্রমাণ, তাহার কারণ, উহাতে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাবাদ, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি-দোষ আছে। বেদবাক্য যে অনৃত, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ টীকাকারগণ কহেন যে, বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্রসন্তান লাভ হইবে; কিন্তু কার্য্যতঃ সর্ব্বত্র তাহার সাফল্য দৃষ্ট হয় না; সুতরাং বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বেদ-বাক্য যে ব্যাঘাতমূলক, তাহার দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করা হয় যে, বেদের কোথাও উক্ত হইয়াছে,—'উদয় কালে হোম করিবে', কোথাও উক্ত হইয়াছে,—'অনুদয় কালে হোম করিবে'; এবং তাহাতে এক কালের প্রসঙ্গে অন্যকালের নিন্দাও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঘাত-দোষ ঘটিতেছে। এইরূপ আরও দেখা যায়, পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রুতিবাক্যের ঐক্য নাই। শ্রুতিতে কোথাও আছে,—"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", আবার কোথাও আছে,—"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ।" অর্থাৎ,—একটীতে অদ্বৈতবাদ, অপরটীতে দ্বৈতবাদ বিঘোষিত হইয়াছে। পুনরুক্তির তো কথাই নাই। একই কথা বেদে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিয়া, মহর্ষি গোতম নিজেই তাহা খণ্ডন করিতেছেন। বেদবাক্য যে মিথ্যা নহে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"ন কর্ম্মকর্তৃসাধনবৈগুণ্যাৎ।" তাঁহার মতে, তিন কারণে বৈদিক কর্ম্মে ফল লাভ হয় না। প্রথমতঃ, কর্ম্মকর্ত্তা অনধিকারী; দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রের উচ্চারণে দোষ; তৃতীয়তঃ, বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান। এই তিনটীই অভীষ্ট ফলের অন্তরায়-সাধক। উপযুক্ত কর্ম্ম না করিলে, ফলের আশা কিরূপে করা যাইতে পারে? সুতরাং বেদবাক্য মিথ্যা নহে; কর্ম্মকারীর কর্ম্মদোষেই কর্ম্মানুষ্ঠান পণ্ড হইয়া থাকে। কালাকাল-ঘটিত ব্যাঘাত-দোষ বিষয়ে গোতমের উত্তর,—'উদয় ও অনুদয় উভয় কালই হোমাদির পক্ষে প্রশস্ত বটে; কিন্তু এককালে সঙ্কল্প করিয়া, অন্যকালে কার্য্য করিলে অভীষ্ট লাভে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। মন্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য।' ব্রহ্ম-সম্পর্কেও 'তিনি এক' 'তিনি দুই' এই যে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ দৃষ্ট হয়, তাহারও কারণ,—জীবের জ্ঞান-বৈগুণ্য। জীবের যখন অজ্ঞান অবস্থা, জীব যখন আত্মা-পরমাত্মার অভেদভাব বুঝিতে পারে না; তখন আপনাকে ও ব্রহ্মকে দুই বলিয়া মনে করে। যখন তাহার তত্ত্ব-জ্ঞান উপস্থিত হয়, সে তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-ভাব উপলব্ধি করে। জীবের সেই অবস্থাদ্বয় বুঝাইবার জন্যই, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-প্রসঙ্গ।

বেদের প্রামাণিক বিষয়ে উহাতে ব্যাঘাত ঘটিবার কি আছে? পুনরুক্তি-সম্বন্ধে গোতম বলিয়াছেন,—'প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য যে বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়, তাহা কদাচ পুনরুক্তি-দোষ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। পাছে ভ্রান্তি-বশে জীব কর্তব্য-ভ্রষ্ট হয়, তাই তাহাকে উদ্বোধিত করিবার জন্য বেদে কোনও কোনও বিষয় একাধিকবার উক্ত হইয়াছে। উহা জীবের মঙ্গলার্থ-প্রযুক্ত, সুতরাং উহা পুনরুক্তি-দোষ-দুষ্ট নহে। যাহা আবশ্যক বা যাহা একান্ত করণীয়, তৎসম্বন্ধে একাধিক বার উপদেশ প্রদত্ত হইলে, সে উপদেশ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা সফলতা আনয়ন করে। সেই উদ্দেশ্যেই এক এক উপদেশ পুনঃপুনঃ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাকে দোষ বলা যায় না।'

বেদের প্রামাণ্য ও নিত্যত্ব বিষয়ে।

অনৃত, ব্যাঘাত, পুনরুক্তি—ত্রিবিধ দোষ খণ্ডন করিয়া, গোতম স্বমত খ্যাপন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ চ তৎপ্রামাণ্যং আপ্তপ্রামাণ্যাৎ।" অর্থাৎ, প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রমাণ মধ্যে গণ্য হয়। সেইরূপ বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী বলিয়া বেদের বাক্য প্রামাণ্য বলিতে হয়। এ বিষয়ে বৃত্তিকারের উক্তি পাঠ করিলে, বিষয়টী পরিস্ফুট হইতে পারে।

"আপ্তস্য বেদকর্ত্তুঃ প্রামাণ্যাৎ যথার্থোপদেশকত্বাৎ বেদস্য তদুক্তত্বমর্থাৎলব্ধং। তেন হেতুনা বেদস্য প্রামাণ্যমনুমেয়ং। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। মন্ত্রো বিষাদিনাশকঃ। আয়ুর্ব্বেদভাগশ্চ বেদস্য এব। তত্র সংবাদেন প্রামাণ্যগ্রহাৎ তদ্দৃষ্টান্তেন বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমনুমেয়ং।"

যথার্থ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সত্যবাণী বিঘোষিত আছে, এইজন্য বেদবাক্য প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্র—বিষাদি-নাশক; আয়ুর্ব্বেদ—বেদেরই অন্তর্গত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত। বেদও সেইরূপ প্রমাণ। বেদকে যে নিত্য ও প্রমাণ বলা হয়, তাহার আরও কারণ এই যে, বেদে অতীত অনাগত মন্বন্তর যুগান্তর সম্প্রদায় অভ্যাস ও প্রয়োগ অবিচ্ছিন্ন আছে। বেদের উপদেশ যথার্থ। বহুকালপ্রচারিত হেতু বেদের নিত্যত্ব এবং উহাতে সত্যবাক্য আছে বলিয়া, উহা প্রামাণ্য। এ বিষয়ে বৃত্তিকার বাচস্পতি মিশ্রের উক্তি; যথা,—

"মন্বন্তরযুগান্তরেষু চ অতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং। আপ্তপ্রামাণ্যাৎ চ প্রামাণ্যং। লৌকিকেষু শব্দেষু চৈতৎ সমানং।"

এইরূপে ন্যায়দর্শন বেদের প্রামাণ্য খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। মীমাংসকগণ বেদের নিত্যত্ব ও প্রামাণ্য বিষয়ে আরও একটী যুক্তির অবতারণা করেন। অনেক সময় বিতর্ক উঠিয়া থাকে,—শব্দের সহিত অর্থের একটা কল্পিত সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ সঙ্কেতাত্মক, অর্থাৎ বোধ্য-বোধক ভাবমূলক। কল্পিত সেই সম্বন্ধ লইয়াই শব্দ ব্যবহৃত হয়। কল্পিত সেই সম্বন্ধ যে অনেক সময় ভ্রান্তিমূলক হয়, শুক্তিকাদিতে রজতাদির জ্ঞানই তাহার প্রমাণ। শব্দে যখন সত্যের অপলাপ অসম্ভব নয়, তখন বেদবাক্য-সকল কল্পিত সঙ্কেতাত্মক শব্দ বলিয়া নিরর্থক ও অপ্রামাণ্য হইতে পারে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ খ্যাপন করিয়া, মীমাংসকগণ তাহার খণ্ডন জন্য একটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। 'এ

সম্বন্ধে মীমাংসা-দর্শনের একটী সূত্র ও তাহার ভাষ্য নিম্নে প্রকটিত হইল; যথা,—

'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ
অব্যতিরেকশ্চ অর্থে অনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্য।'

শব্দস্য নিত্যবেদঘটকপদস্য অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদেরর্থেন সম্বন্ধঃ ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকো নিত্য ইতি যাবৎ। অতস্তস্য ধর্ম্মস্য ইতি শেষঃ। জ্ঞানমত্র করণে লুট্ জ্ঞপ্তের্যথার্থজ্ঞানস্য করণং উপদেশঃ অর্থপ্রতিপাদনং। অব্যতিরেকঃ অব্যভিচারী দৃশ্যতে। অনুপলব্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণৈরজ্ঞাতে অর্থে তৎবিধিঘটিতবাক্যং ধর্ম্মে প্রমাণং বাদরায়ণাচার্য্যস্য সম্মতমিতি ভাষ্যং।"

শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্য-বোধক ভাব স্বাভাবিক ও অনিত্য। তাহাতে যে অস্বাভাবিকতা বা অনিত্যতা সূচিত হয়, তাহা বিভ্রম বা অজ্ঞানতানিবন্ধন। শুক্তিতে রজতজ্ঞান বিভ্রমেরই পরিচায়ক। শুক্তি শব্দে ও রজত শব্দে যে অর্থ উপলব্ধি হয়, সে শব্দের অর্থ অবিকৃতই আছে; ভ্রান্তি তাহার অর্থ-বৈপরীত্য ঘটাইয়াছে মাত্র। এ ভাবে বিচার করিলে, শব্দ ও তাহার অর্থ নিত্য ও স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বেদবাক্য প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়। বেদবাক্য—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নিরপেক্ষ অজ্ঞাত বিষয়ের অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করে। সুতরাং বেদ নিত্য ও প্রামাণ্য।

প্রামাণ্যে অন্যান্য সংশয়।

বেদের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য বিষয়ে আরও যে সকল বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহারও কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি। প্রমাণের দুইটী লক্ষণ সাধারণতঃ উক্ত হয়। যদ্দ্বারা সম্যক্ অনুভব সাধন হয়, অর্থাৎ যাহা ভ্রমশূন্য পূর্ণজ্ঞানের প্রকাশক, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণের এই এক লক্ষণ। আর এক লক্ষণ,—যাহা অনধিগত বা অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপন করে, তাহাকেই প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণ-সম্বন্ধে এই দুই লক্ষণ, দুই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষ-রূপে নৈয়ায়িকগণ বেদে ঐ দুই লক্ষণেরই অভাব ঘোষণা করেন। কতকগুলি বেদমন্ত্র বোধগম্য হয় না। যাহা বোধগম্যই নহে, তাহাতে আর কি জ্ঞান উন্মেষ সম্ভবপর? মন্ত্রে আছে,—(১) "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরী তূ", (২) "অম্যকসাৎ ইন্দ্রঋষ্টিঃ", (৩) "যাদৃশ্মি-ন্ধায়ি তমপস্যয়াবিদদ্", (৪) "আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্ম্মা", ইত্যাদি। এই সকলের অর্থ পরিগ্রহ হয় না। যাহার অর্থবোধ হয় না, তাহার প্রামাণ্য কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? একটী মন্ত্র আছে,—"অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ"; অর্থাৎ,—উপরে কি নীচে? মন্ত্রে এই ভাব ব্যক্ত থাকিলেও, উহা স্থাণু-সম্বন্ধে কি পুরুষ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ আসে। সুতরাং ঐ মন্ত্র প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। আবার অনেক স্থলে অচেতন পদার্থকে চেতনের ন্যায় সম্বোধন করা হইয়াছে; যথা,—(১) "ওষধে ত্রায়-স্বৈনম্"; অর্থাৎ—'হে ওষধে! ইহাকে উদ্ধার কর'; (২) "স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ"; অর্থাৎ,—'হে ক্ষুর! ইহার প্রতি হিংসা করিও না'; (৩) "শৃণোত গ্রাবাণ"; অর্থাৎ, হে পাষাণগণ তোমরা শ্রবণ কর'; (৪) "আপ উন্দন্তু"; অর্থাৎ,—'হে জল! মস্তকের ক্লেদ দূর কর'; (৫) "শুভিকে শির আরোহ শোভয়ন্তী মুখং মম"; অর্থাৎ,—'হে শুভিকে (টোপর)!

আমার মুখের শোভা বর্দ্ধন করিতে মস্তকে আরোহণ কর।' এই সকল স্থলে অচেতন পদার্থকে চেতন পদার্থ-রূপে সম্বোধন করায়, মন্ত্রসমূহ অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন হয়। কোথাও 'দুই চন্দ্র' (দ্বৌ চন্দ্রমসৌ), কোথাও 'রুদ্র এক—দ্বিতীয় নাই' (এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে), কোথাও 'সহস্র সহস্র রুদ্র পৃথিবীতে আধিপত্য করিতেছেন' (সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্);—এইরূপ উক্তি আছে। এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য প্রমাণ পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করে। যদি কেহ কহেন,—"আমি যাবজ্জীবন মৌনী আছি;" তাঁহার সেই বাক্য যেমন তাঁহার মৌনতার বিঘ্ন-সাধক, ঐ সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবদ্যোতক মন্ত্রসকলও সেইরূপ প্রমাণের ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। অতএব, বেদবাক্য প্রামাণ্য নহে।

সকল সংশয় নিরসনে।

পূর্ব্বোক্ত সংশয়-প্রশ্ন-সমূহের উত্তর মীমাংসক-সম্প্রদায়গণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া, উত্তরপক্ষরূপে তাঁহারা যে তাহার উত্তরদান করিয়াছেন, তাহারই আভাষ এক্ষণে প্রদান করা যাইতেছে। যে সকল মন্ত্রের অর্থ হয় না বলিয়া বেদ-বিরোধিগণ নির্দ্দেশ করেন, সেই সকল মন্ত্রের অর্থ যাস্কের "নিরুক্তি" গ্রন্থে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা তাহা অবগত নহেন, তাঁহারাই ঐ সকল মন্ত্রের উল্লেখে বেদের প্রমাণ্য-পক্ষে দোষ প্রদর্শন করেন। এই উপলক্ষে মীমাংসকগণের একটি সূত্র দৃষ্ট হয়। সূত্রটি এই;—"সতঃ পরমবিজ্ঞানম্।" অর্থাৎ, পরম জ্ঞান লাভ হইলেই, বিদ্যমান পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়; অজ্ঞজন অজ্ঞানতা-নিবন্ধন সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। 'জর্ভরী তুর্ফরী তু' শব্দের অর্থ—পালনকর্ত্তা সংহারকর্ত্তা। 'জর্ভরী তুর্ফরী' অশ্বিদ্বয়কে বুঝাইয়া থাকে। ঐ কারণেই সূক্তটির নাম আশ্বিন সূক্ত। অন্ধব্যক্তিগণ যে বিশাল-স্তম্ভ পর্য্যন্তও দৃষ্টি করিতে সমর্থ নয়, সে দোষ স্তম্ভের নহে,—সে দোষ অন্ধেরই। কেহ অর্থ বুঝিল না বলিয়া, বেদবাক্য যে অর্থহীন হইবে, তাহার কোনই হেতু নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। "অধঃস্বিদাসীৎ" ইতি মন্ত্রের অর্থ—পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়। ঐ অংশের স্থূল অর্থ—উপরে বা নীচে। উহা পরম পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। উহাতে উর্দ্ধে ও অধঃদেশে সর্ব্বত্র তাঁহার বিদ্যমানতা প্রকাশ পাইতেছে। ওষধি, ক্ষুর, পাষাণ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া যে সকল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়ে জড় বা অচেতন পদার্থকে লক্ষ্য করা হয় নাই; পরন্তু উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উদ্দেশেই ঐ সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ সকল মন্ত্র তন্ময়ত্ব-ভাব-জ্ঞাপক। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপে বিরাজমানতাই উহার লক্ষ্য। যদি কেহ আপন স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপট লক্ষ্য করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করেন, সে প্রণাম কখনই চিত্রপটের উদ্দেশে নহে; সে প্রণাম, তাঁহার পূজ্যপাদ পিতার উদ্দেশেই বিহিত হয়। সেইরূপ ওষধি, পাষাণ বা ক্ষুর প্রভৃতির সম্বোধনে যে সকল মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহাদের অধিষ্ঠান-ভূত বিশ্বপাতাই সেই সকল মন্ত্রের লক্ষ্য। উত্তর-মীমাংসায় মহর্ষি বাদরায়ণ "অভিমানিব্যপ-দেশস্তু"—এই সূত্রে এই সংশয়ের নিরসন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ-দৃষ্টিতে দুইটী মন্ত্র পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, সে ভাব দূর

হইতে পারে। শব্দের ও বাক্যের অর্থ দুইরূপ দৃষ্ট হয়। এক অর্থ—লৌকিক; অপর অর্থ—ব্যবহারিক। 'পিতা' ও 'মাতা' এই দুই শব্দের সাধারণ অর্থ সকলেই অবগত আছেন। ঐ দুই শব্দে পালনকর্তা পিতা এবং স্নেহময়ী জননী অর্থাৎ পুরুষ ও নারী স্বতন্ত্রভাবে দুই জনকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আবার এমনও দেখা যায়, ঐ দুই শব্দ একই উদ্দেশ্যে একই ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। লোকে সাধারণতঃ আপন উত্তমর্ণকে ও ভূস্বামীকে "আপনি আমার মা-বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে আমরা 'মা-বাপ' (মাতা-পিতা) শব্দদ্বয়ের কি অর্থ গ্রহণ করি? সম্বোধিত ব্যক্তি কি একাধারে স্ত্রী ও পুরুষ? কখনই নহে। শব্দদ্বয়ের লৌকিক অর্থ স্ত্রী ও পুরুষ-রূপে পরিকল্পিত হইলেও, ঐরূপ ক্ষেত্রে সম্বোধিত ব্যক্তিতে পিতার পালকতা ও মাতার স্নেহ-মমতা একাধারে বিদ্যমান আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ, 'এক রুদ্র দ্বিতীয় নাই' এবং 'সহস্র সহস্র রুদ্র আধিপত্য করিতেছেন' এবম্বিধ বিপরীত-ভাবসম্পন্ন মন্ত্রে কখনই বেদ-প্রমাণ্যে বিঘ্ন ঘটিতেছে না। কেন-না, ঐ অংশের সূক্ষ্ম অর্থ এই যে, সেই যে ব্রহ্ম—যিনি রুদ্ররূপে সম্পূজিত হন, তিনি এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। যোগ-প্রভাবে মানুষ বহুরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেখানে একে যেমন বহুত্বের প্রকাশ অসম্ভব হয় না, এ ক্ষেত্রে সেরূপ বিবেচনাও করা যাইতে পারে। অতএব, তাঁহাকে কখনও একরূপে, কখনও বহুরূপে পরিচিত করায়, বেদপ্রামাণ্যে কোনই দোষ ঘটিতেছে না।

৩। অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে বিতর্ক ও মীমাংসা।

বেদ যে পৌরুষেয়, তৎপক্ষে যুক্তি।

বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ-পক্ষে প্রধানতঃ ত্রিবিধ যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাই। এক পক্ষ বেদকে সাধারণ মনুষ্যের রচিত বলিয়া ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় পক্ষ উহাকে অভ্রান্ত পুরুষের রচনা বলেন। তৃতীয় পক্ষ উহা ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কালিদাস 'রঘুবংশাদির' রচয়িতা; 'উত্তররাম-চরিত' প্রভৃতি ভবভূতির রচনা; বেদও সেইরূপ পুরুষ-বিশেষের রচনা বলিয়া বিতর্ক উত্থাপিত হয়। সাধারণ গ্রন্থাদি দেখিয়া যেমন তাহার প্রণেতার বিষয় মনে আসে, বেদ দেখিয়াও সেই ভাব মনে না আসিবে কেন? ইহাই প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত। আবার, নৈয়ায়িকগণ এক ভাবে, বৈশেষিক-দর্শন আর এক ভাবে এবং বেদান্ত অন্য আর এক ভাবে এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ বলেন,—'বেদকর্তা যথার্থবাদী হইতে পারেন, বেদ অভ্রান্ত-পুরুষের প্রণীত হইতে পারে; কিন্তু উহা যে কাহারও রচনা নহে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিল; সে স্থলে 'ঘট প্রস্তুত করিল' এই বাক্য নিশ্চয়ই সত্য। বেদে সেইরূপ সত্য আছে বলিয়া, উহা অভ্রান্ত-পুরুষের রচনা বলা যাইতে পারে; কিন্তু উহা অপৌরুষের অর্থাৎ কাহারও রচিত নহে বলা যাইতে পারে না। বাক্য অভ্রান্ত হইলেই যে তাহা নিত্য ও অপৌরুষেয় হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। তবে বেদ যখন অভ্রান্ত ও সত্যস্বরূপ, উহা ভ্রান্ত

মানুষের রচনা হইতে পারে না; উহা অভ্রান্ত-পুরুষের—ঈশ্বরের রচনা। ঈশ্বরের রচনা বলিয়াই উহার প্রামাণ্য। তদ্ব্যতীত উহার অপৌরুষেয়ত্ব নাই। বৈশেষিক-দর্শনের মতও অনেকাংশে ঐরূপ ভাবদ্যোতক। দর্শনকার সূত্রে (প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক, তৃতীয় সূত্র) বলিয়াছেন,—"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" অর্থাৎ, বেদ ঈশ্বরবাক্য, অতএব প্রমাণ। অর্থান্তরে, বেদ ধর্ম্ম-প্রতিপাদক ঈশ্বরবাক্য, সুতরাং প্রমাণ। বৈশেষিক-দর্শনের অন্য আর এক সূত্রে বিষয়টী আরও স্পষ্টভাবে বিবৃত দেখি। সে সূত্র (ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক, প্রথম সূত্র)—"বুদ্ধিপূর্ব্বাবাক্যকৃতির্বেদে।" অর্থাৎ, বেদবাক্য রচনা বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়াছে। বেদে বিধি-নিষেধ-রূপ যে সকল বাক্য আছে, তাহা ধর্ম্ম-মূলক। ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ তাই বেদ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সে বেদ রচনা করিয়াছেন বলিয়াই তাহার অভ্রান্ততা। 'স্বর্গকামো যজেৎ'; অর্থাৎ, যাগযজ্ঞই স্বর্গকামী জনের ইষ্টসিদ্ধির কারণ; 'গাং মা বধিষ্ঠাঃ'; অর্থাৎ, গো-বধ করিও না; কেন-না, ইহা স্বর্গকামী ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধির অন্তরায়;—এবম্বিধ যে বেদোক্ত বিধি-নিষেধ, ইহা কি কখনও মনুষ্যে রচনা করিতে পারেন? স্বর্গাপবর্গের কথা সাধারণ মনুষ্যের অধিগম্য নহে। এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া, বৈশেষিক-দর্শন ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য বেদকে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। যাহার অসংখ্য শাখা, যাহার অশেষ সম্মান, বৈশেষিকের মতে, তাহা অভ্রান্ত-পুরুষের—ঈশ্বরের রচনা ভিন্ন অন্য কাহারও রচনা হইতে পারে না। এতদনুসারে, বেদ ঈশ্বর-প্রেরিত এবং মহাজন-গৃহীত; আর, তজ্জন্যই উহার প্রামাণ্য। বেদ-বিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের যে সিদ্ধান্ত, তাহাতেও এবংবিধ অভিমতই অভিব্যক্ত। বেদ যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (বেদান্ত-দর্শন, প্রথম পাদ, তৃতীয় সূত্র) সূত্রে এ তত্ত্ব ব্যক্ত। বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মই বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা; উক্ত সূত্রে এই অর্থ প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, সাধারণ পুরুষ বা মনুষ্য নহে; পরম-পুরুষ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। বেদের পুরুষ-সূক্ত মন্ত্র-অনুসারেও বেদকে পৌরুষেয় বলা যাইতে পারে। কেন-না, উক্ত সূক্তে বেদ-বিধাতা ভগবানকে 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' অর্থাৎ সহস্র-মস্তক সহস্র-চক্ষু ও সহস্র-পাদ-বিশিষ্ট পুরুষ বলা হইয়াছে। সেই পুরুষ হইতেই যখন বেদ উৎপন্ন, তখন বেদকে অবশ্যই পৌরুষেয় বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হয়।

বেদের অপৌরুষেয়ত্বে প্রমাণ।

এবম্প্রকারে বেদের পৌরুষেয়ত্ব-খ্যাপনে যে সকল বিতর্ক উত্থাপিত হয়, বিবিধ যুক্তি দ্বারা তৎসমুদায় খণ্ডনের প্রয়াস দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, কালিদাস ভবভূতির ন্যায় কোনও মনুষ্য যে বেদ-রচয়িতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কালিদাস 'রঘুবংশ' প্রণয়ন করিয়াছিলেন; ভবভূতি কর্ত্তৃক 'উত্তররামচরিত' বিরচিত হইয়াছিল;—এ সাক্ষ্য পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু বেদ-প্রণেতার কোনই পরিচয় নাই। কেহ হয় তো মনে করিতে পারেন, মধুচ্ছন্দা ঋষি প্রভৃতি যাঁহাদের নামে বৈদিক সূক্তসমূহ প্রচারিত আছে, তাঁহারই বুঝি সেই সেই সূক্তের রচয়িতা। কিন্তু এ বিষয় পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে

মন্ত্রের রচয়িতা বলা যাইতে পারে না; তাঁহারা মন্ত্রের প্রবর্ত্তক মাত্র। তার পর, বৈশেষিক-দর্শনের এবং বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্তের আলোচনায় বেদ যে পরমেশ্বর-রচিত বলিয়া সূচিত হয়, তদ্দ্বারাও উহার পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কেন-না, পুরুষ বলিতে—মানুষ বলিতে, কর্ম্মফল-হেতুভূত এই জন্মজরামরণশীল দেহধারী জীবকেই বুঝাইয়া থাকে। কর্ম্মের ফলে জীবকে নরদেহ ধারণ করিতে হয়। সেই নরদেহধারী জীবই সাধারণতঃ পুরুষ নামে খ্যাত। কিন্তু জগৎপাতা জগদীশ্বর সেরূপ পুরুষ নহেন। আবশ্যক-অনুসারে পুরুষ-রূপে আবির্ভূত হইলেও, তিনি সাধারণ পুরুষের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না; কেন-না, কর্ম্মফলের অধীন হইয়া, কর্ম্মফলভোগ-হেতু তাঁহাকে সংসারে আসিতে হয় নাই; সুতরাং পুরুষ হইয়াও তিনি পুরুষাতীত। আর, তদনুসারে পৌরুষেয় হইয়াও তাঁহার রচনা অপৌরুষেয়। এই পৌরুষেয়-অপৌরুষেয়-প্রসঙ্গে সাংখ্যমতাবলম্বিগণের যুক্তি আবার আর প্রকার। তাঁহারা বলেন,—'পুরুষ নিষ্ক্রিয় মুক্ত সৎস্বরূপ। কোনও বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছাই আসিতে পারে না। সুতরাং তিনি যে বেদ রচনা করিয়াছেন, তাহা কি প্রকারে বলিতে পারি?- ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও কার্য্য করা—বদ্ধ-পুরুষের লক্ষণ। অতএব, বুদ্ধিপূর্ব্বক বেদ রচিত হইয়াছে যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষকে পরমেশ্বরকে বদ্ধ-জীব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বদ্ধজীবে মুক্ত-সত্য-ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। পুরুষ মুক্ত সত্য; সুতরাং বেদ তাঁহার রচনা হইতে পারে না।' তবে তাঁহা হইতে বেদ কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? সাংখ্যগণ উত্তরে বলেন,—'অদৃষ্টবশতঃ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিশ্বাসের ন্যায় বেদের উৎপত্তি হইয়াছে।' পুরুষ হইতে অনুসৃত হইলেই যে তাহা পৌরুষেয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। সুষুপ্তি-কালে, নিদ্রিত অবস্থায়, মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হয়। তাহাকে কি ইচ্ছাকৃত পৌরুষেয় বলিতে পারি? কখনই না। যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক করা যায়, তাহাই পৌরুষেয় সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। পুরুষ—যিনি পরমপুরুষ, তাঁহাতে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা কিছুরই আরোপ করা যায় না। সুতরাং বেদ পৌরুষেয় নহে। তবে বেদ কোথা হইতে আসিল? সাঙ্খ্যগণ উত্তরে বলেন,—'বেদ অনাদি; বীজাঙ্কুরবৎ। বৃক্ষ আদি, কি বীজ আদি—ইহা যেমন নির্ণয় হয় না; জ্ঞান-রূপ বেদেরও সেইরূপ উৎপত্তি ও লয় নির্ণয় হয় না। যাহা পুরুষ (সাধারণ মনুষ্য) কৃত, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু জ্ঞানের আদি-অন্ত কে নির্ণয় করিতে পারে?' সুতরাং বেদ অনাদি অপৌরুষেয়।

——‡*‡——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেদ-পরিচয়।

[পল্লবগ্রাহিতার কুফল ;—বেদাধ্যয়নে অশেষ জ্ঞান আবশ্যক ;—ষড়বেদাঙ্গ ;—শিক্ষা—উহাতে কি জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার মর্ম্ম ;—কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ,—ঐ সকলের সার মর্ম্ম ;—পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি ;—বেদে সাম্যভাব,—ঋগ্বেদের মন্ত্রে সাম্যভাবের বিকাশ ;—বেদ-বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থের অভিমত—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত পরিব্যক্ত ;—বেদ বিভাগ,—তদ্বিষয়ে বিবিধ পদ্ধতি ;—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ ;—কোন্ বেদে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে ;—বেদ-পরিচয়ে বিবিধ বক্তব্য।]

পল্লবগ্রাহিতার কুফল।

পল্লবগ্রাহিতা মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি। বিষয়-বিশেষে গভীরভাবে নিবিষ্টচিত্ত হওয়া—সাধারণতঃ মানুষের রুচি-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মানুষ সকল বিষয়ই ভাসাভাসা উপর-উপর বুঝিয়া লইতে চায়। এই যে বেদ—যে বেদ লইয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া অনন্ত-কোটী মানুষের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া গেল, সেই বেদ-বিষয়েও মানুষের সেই পল্লবগ্রাহিতা-প্রবৃত্তির অসদ্ভাব নাই। বেদ কি এবং বেদে যে কি আছে, সকলেই এক কথায় তাহার স্থূল-মর্ম্ম জানিতে চাহেন। বেদ কি—এক কথায় উত্তর পাইলেই অনুসন্ধিৎসু চিত্ত যেন শান্তি লাভ করে। তাই উত্তরও অনেক সময় যথেচ্ছভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাহার যতটুকু অভিজ্ঞতা, তিনি সেইরূপ উত্তরই দিয়া থাকেন। বিশাল মহাসাগরের গভীরতা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে অভিগমন করিয়া যে জন অর্দ্ধপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, মহাসাগর সম্বন্ধে সে একরূপ উত্তর দিবে; যে বেলাভূমে পৌঁছিয়াছিল, সে অন্য আর একরূপ উত্তর দিবে; আবার যে মধ্য-সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছিল, সে আসিয়া আর এক প্রকার উত্তর করিবে। এইরূপ বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন প্রকার উত্তরই পাওয়া যাইবে। তার পর, সে উত্তর যদি এক কথায় পাইবার আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাতে যে স্বরূপ-তত্ত্ব কতটুকু প্রকাশ পাইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এই সকল কারণেই, এক কথায় উত্তর দিতে গিয়া, পৃথিবীর পরম-পূজ্য বেদকে কেহ বা 'চাষার গান' বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এতই দুর্ভাগ্য আমাদের!

বেদাধ্যয়নে অশেষ-জ্ঞান আবশ্যক।

বেদ বিষয়টী এতই জটিল, এতই গুরুতর যে, যতই সঙ্ক্ষেপে তাহার বিষয় আলোচনা করা যাউক, যতই এক-কথায় তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া যাউক; বক্তব্য বিষয় স্বতঃই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি, বেদ শব্দের অর্থ—জ্ঞান। বেদ কি—এক-কথায় তাহার সংজ্ঞা প্রকাশ করিতে গেলে, জ্ঞান ভিন্ন তাহাকে অন্য আর কি বলিতে পারি? তবে সে জ্ঞান—কি জ্ঞান, কেমন জ্ঞান, সেইটীই বিশেষ অনুধাবনার অনুভাবনার বিষয়। সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—সে জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলে, বড় আয়াস—

খড় প্রযত্ন প্রয়োজন। সে আয়াস—সে প্রযত্ন মানব-সাধারণের অধিগম্য নহে। তাই বেদ আলোচনায় বেদ অধ্যয়নে অশেষ প্রতিবন্ধক কল্পনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে; —স্ত্রী-শূদ্র-অব্রাহ্মণ বেদপাঠে অনধিকারী। জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে; স্বয়ং বেদই সে সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে স্ত্রী-শূদ্র-অব্রাহ্মণ কাহারও বেদপাঠে অনধিকার নাই সত্য। কিন্তু তথাপি কেন, বেদাধ্যয়ন পক্ষে নানা প্রতিবন্ধকের প্রশ্রয় দেওয়া হয়? কেনই বা অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গ লইয়া মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইয়া থাকে? তাহার কারণ যথেষ্ট আছে। গিরিশিরে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমে সানুদেশে উপস্থিত হইতে হয়; পরে মধ্যভাগে, পরিশেষে শীর্ষদেশে উঠিবার প্রয়াস প্রয়োজন হয়। কেহই একেবারে তুঙ্গশৃঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হন না। বেদরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সেইরূপ স্তরে স্তরে অগ্রসর হওয়ার আবশ্যক হয়। হঠাৎ একটী সূক্ত বা ঋক্ কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই এবং সেই অংশের একটা যথেচ্ছ অর্থ স্থির করিতে পারিলেই যে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হয়, তাহা নহে। বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বেদাঙ্গ অভিজ্ঞতা-লাভ প্রয়োজন। বেদ যে অনাদি অনন্তকাল হইতে অভ্রান্ত প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, আর যে উহা অক্ষত অপরিবর্ত্তিতভাবে বিদ্যমান রহিয়া গিয়াছে, বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ হইতে পারিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। অক্ষয় বেদাঙ্গ-সূত্র, অক্ষয় মণি-মালার ন্যায়, বৈদিক সূক্ত-সমূহকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং বেদাঙ্গ-তত্ত্ব অগ্রে অনুশীলন করিতে না পারিলে বেদ-মধ্যে প্রবেশ করিবে—সাধ্য কি?

ষড়বেদাঙ্গ। বেদকে বুঝিবার জন্যই বেদাঙ্গের প্রবর্ত্তনা। উহা 'ষড়ঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ —এই ষড়ঙ্গের মধ্য দিয়াই নিগূঢ় বেদতত্ত্ব নিষ্কাষিত করিতে হয়। এই ষড়ঙ্গ ভিন্ন বেদ-পাঠের সহায়তাকারী আরও কতকগুলি পাঠ্য-গ্রন্থ আছে। পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান সেই সকল গ্রন্থে লাভ করা যায়। তার পর, ব্রাহ্মণ আছে, আরণ্যক আছে, উপনিষৎ আছে; দর্শন আছে, পুরাণ আছে, উপপুরাণ আছে। জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে উহাদের এক একটীর মধ্য দিয়া বেদ-রূপ অনন্ত রত্নাকরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যাহারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, যাহারা বেলাভূমেও পৌঁছাইতে পারে নাই, তাহারা কি করিয়া সে জ্ঞান-রত্নাকরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার আশা করিতে পারে? বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, অভিজ্ঞ হইতে হইবে—ষড়ঙ্গে। ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গ—শিক্ষা। শিক্ষা—শিখাইবে বর্ণ; শিক্ষা—শিখাইবে স্বর; শিক্ষা—শিখাইবে মাত্রা; শিক্ষা—শিখাইবে বল; শিক্ষা—শিখাইবে সাম। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম—শিক্ষা এই বিষয়-পঞ্চক শিক্ষা দেয়। যদি অকারাদি বর্ণের জ্ঞান না থাকে; যদি উদাত্তাদি ত্রিবিধ স্বর অনুধাবন করিতে অনভিজ্ঞ হও; হ্রস্ব মাত্রা, দীর্ঘ মাত্রা প্রভৃতির জ্ঞান যদি না জন্মে; উচ্চারণ-স্থানাদির এবং সাম্য-গুণাদির অভ্যাস যদি তুমি না করিয়া থাক; বৃথাই তোমার বেদাধ্যয়ন হইবে। অ আ ক খ ইত্যাদি স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে

বর্ণ দ্বিবিধ। শিক্ষা-গ্রন্থ এই বর্ণজ্ঞানের শিক্ষা দেয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ—স্বর এই ত্রিবিধ। উদাত্ত—উচ্চ স্বর; অনুদাত্ত—নীচ স্বর; স্বরিৎ—উভয় স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্বর। এই ত্রিবিধ স্বরের জ্ঞান না থাকিলে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে গেলে, স্বর-বিকৃতি দোষ ঘটে। সে দোষে শুভ কামনায় মন্ত্রোচ্চারণে অশুভ ফল সঙ্ঘটিত হইতে পারে। শাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। "ইন্দ্র শত্রুর্বর্দ্ধস্ব"—পাঠ-বিপর্য্যয়-হেতু ঐই মন্ত্র বিপরীত ফল প্রদান করিয়াছিল। আদ্যোদাত্ত পাঠে এই মন্ত্রে এক ফল; আর অন্তোদাত্ত পাঠে এই মন্ত্রে আর এক ফল। প্রথমোক্ত পাঠে তৎপুরুষ সমাস বিধায়, অর্থ হয়—ইন্দ্রের শত্রু বৃদ্ধি হউক। আর শেষোক্ত পাঠে, আদ্যোদাত্ত হেতু, বহুব্রীহি সমাস বিধায়, অর্থ হয়—ইন্দ্রের শত্রু বিনষ্ট হউক। উচ্চারণের বিভিন্নতা-হেতু এমনই অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে! এই জন্যই ঋক্-সমূহের উচ্চারণের উপযোগী চিহ্ন—স্বরলিপি-সমূহ—ব্যবহৃত হইতে দেখি। এখনকার স্বর-বিজ্ঞানে স-ঋ-গ-ম-প-ধ-নি অর্থাৎ ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সপ্ত স্বর প্রচলিত। অধুনা-প্রচলিত এই সপ্ত স্বর সেই বৈদিক স্বরত্রয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। উদাত্ত হইতে নিষাদ ও গান্ধার, অনুদাত্ত হইতে ঋষভ ও ধৈবত, স্বরিৎ হইতে ষড়জ মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের উৎপত্তি পরিকল্পিত হয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ—এই তিন প্রকার উচ্চারণ-ভেদ বুঝাইবার জন্য বৈদিক গ্রন্থ-সমূহে অনেক স্থলে শব্দান্তর্গত বর্ণের উপরে ও নিম্নে বিবিধ রেখা-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতের স্বরলিপিতে যে সকল চিহ্নাদি প্রচলিত আছে, তাহা ঐ বৈদিক উচ্চারণ-মূলক রেখা-চিহ্নের অনুসৃতি বলিয়াই মনে হয়। নিম্নে উদাহরণচ্ছলে ঋগ্বেদের আগ্নেয়-সূক্তান্তর্গত প্রথম ঋক্‌টী রেখাচিহ্নাঙ্কিতরূপে যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি :—

ওঁ অগ্নিমিলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।

হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

উদ্ধৃত ঋকের বর্ণ-বিশেষের শীর্ষদেশে যে লম্বমান রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সেই সেই বর্ণের উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। আর, বর্ণবিশেষের নিম্নভাগে যে শায়িত রেখা দৃষ্ট হইতেছে, তদ্দ্বারা সেই সেই বর্ণের অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারণ বুঝাইতেছে। যে যে বর্ণের নিম্নে কোনরূপ রেখা অঙ্কিত হয় নাই, সেই সেই বর্ণের উচ্চারণ স্বরিৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ উচ্চারণ-প্রণালী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, মাত্রাদি বুঝাইবার জন্য আরও নানারূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ত্রিবিধ;—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। 'কি' হ্রস্ব, 'কী' দীর্ঘ, 'কি-ই-ই' প্লুত। রোদনে গানে প্লুত-স্বর বিহিত হয়। উহাকে অতি-দীর্ঘ স্বর বলা যাইতে পারে। 'বল' বলিতে প্রযত্ন ও উচ্চারণ-স্থান বুঝায়। উচ্চারণ-স্থান অষ্টবিধ;—কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা ইত্যাদি। মতান্তরে উচ্চারণ-স্থান আরও অধিক পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেগুলিকে যৌগিক উচ্চারণ-স্থান বলা যাইতে পারে।

যেমন, কণ্ঠ ও তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ—কণ্ঠতালব্য ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। প্রযত্ন বলিতে 'চেষ্টা' বুঝাইয়া থাকে। ঈষৎ, অস্পৃষ্ট ভেদে প্রযত্ন বিবিধ। সাম অর্থাৎ সাম্য বলিতে উচ্চারণ-সাম্য বুঝায়। অতি-দ্রুত, অনতি-দ্রুত প্রভৃতি দোষরহিত এবং মাধুর্য্যগুণ-যুক্ত উচ্চারণই সাম্য। ফলতঃ, যাহাতে সুস্বরে সকল ভাব ব্যক্ত হয়, উচ্চারণে কোনও বৈষম্য না ঘটে, তাহাকেই সাম্য বলে। শিক্ষা-গ্রন্থ এই সকল শিক্ষা প্রদান করে।

কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি।

শিক্ষার পর কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত সূত্র-সমূহ কল্প-গ্রন্থ নামে অভিহিত হয়। উহাতে যাগ-প্রয়োগ-বিধি কল্পিত আছে। এই জন্যই উহার নাম—কল্প-গ্রন্থ। কিরূপ প্রণালীতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে, কোন্ মন্ত্র কখন উচ্চারণ করিতে হইবে, যজ্ঞের কোন্ কার্য্য, ঋত্বিক হোতা বা পুরোহিত, কে কি ভাবে সম্পন্ন করিবেন;—কল্পসূত্রে তাহারই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বেদ-রূপ দেহের হস্তস্থানীয় বলিয়া কল্প-সূত্রের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হয়। ব্যাকরণকে বেদের মুখস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্যাকরণ ভিন্ন বেদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, সাধ্য কি? ব্যাকরণ ভিন্ন অর্থ-নিষ্কাষণ সম্ভবপর নহে। অর্থজ্ঞান না হইলে, বেদাধ্যয়ন বৃথা, ক্রিয়াকর্ম্ম পণ্ড। বেদের স্বরূপ জানিতে হইলে, বেদ কি তাহা বুঝিতে হইলে, ব্যাকরণ-জ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। সে ব্যাকরণ আবার যে-সে ব্যাকরণ নহে। অধুনা-প্রচলিত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনি, মুগ্ধবোধ, কলাপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু বৈদিক-সাহিত্যের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন ব্যাকরণ প্রবর্ত্তিত ছিল। 'প্রতিশাখা' (প্রতিশাখ্য) তাহাদের আদিভূত। প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশাখা ছিল। সে সকল এখন বিলুপ্তপ্রায়। এখন মাত্র তিন বেদের তিনটি প্রতিশাখা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রতিশাখা—মহামুনি সনক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের প্রতিশাখা কাত্যায়ন প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের একটী শাখা-প্রবর্ত্তকের মধ্যে বাল্মীকির নাম দেখিতে পাই। উচ্চারণ, ছন্দঃ প্রভৃতির প্রসঙ্গ প্রতিশাখায় উত্থাপিত। প্রতিশাখাই প্রকারান্তরে বৈদিক ব্যাকরণ। প্রতিশাখা-সমূহের অনুসরণে পাণিনি, কাত্যায়ন, বাড়ি, গালব, ভাগুড়ী, পাতঞ্জল, বর্ষ প্রভৃতি বৈয়াকরণ ব্যাকরণ-রচনায় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। তবে তাঁহাদের ব্যাকরণানুসারে পরবর্ত্তি কালে যে ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়, সে ভাষা বেদের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। পাণিনি প্রভৃতির পূর্ব্বেও বহু বৈদিক বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অপিশালী, কাশ্যপ, গার্গ্যেয়, গালব, শক্রবর্ম্মণ, ভারদ্বাজ, সাকল্য, সেনাকাশ, স্ফোটায়ন প্রভৃতির নাম অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। কথিত হয়, তখন সন্ধি, সুবন্ত, তদ্ধিত প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে হইত। পাণিনি সেই সমুদায় বিষয় একত্রে সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেন। বেদাঙ্গের অপর গ্রন্থের নাম—নিরুক্ত। বৈদিক শব্দের ও বৈদিক বাক্য-সমূহের অর্থ নিরুক্ত গ্রন্থে বিশদীকৃত হইয়াছে। অর্থ-বোধের

জন্য নিরুক্তকারগণের মধ্যে যাস্ক ঋষিই অধুনা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। স্থৌলাষ্ঠীবী, ঔর্ণবাভ, শাকপুণি প্রভৃতি প্রণীত নিরুক্ত গ্রন্থেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্ত-গ্রন্থকে বেদের শ্রবণেন্দ্রিয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন। নিরুক্তের পর ছন্দঃ-গ্রন্থ। শিক্ষা বা স্বর-বিজ্ঞানের পর ছন্দঃ-জ্ঞানের উপযোগিতা অনুভূত হয়। ছন্দঃ-গ্রন্থের বীজ—বেদে, অঙ্কুরোদ্গম—আরণ্যকে, শাখা-প্রশাখা—উপনিষদে। ছন্দঃ-জ্ঞান ভিন্ন, রস-গুণ-দোষ উপলব্ধি হয় না; ছন্দঃ-জ্ঞান ভিন্ন উচ্চারিত শব্দ-সমূহ হৃদয়ে প্রবেশ করে না; তাই ছন্দের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হয়। বেদে প্রধানতঃ সাতটী ছন্দের উল্লেখ দেখিতে পাই;—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী। সন্ধ্যাবন্দনায় ব্রাহ্মণ-মাত্রেই এই সকল ছন্দের পরিচয় পাইয়া থাকেন। চব্বিশ অক্ষরে (বা স্বরবর্ণে) তিন চরণে নিবদ্ধ যে ছন্দঃ, তাহাই গায়ত্রী। উষ্ণিক ছন্দে আটাশটী অক্ষর, অনুষ্টুপে বত্রিশটী, বৃহতীতে ছত্রিশটী, পংক্তিতে চল্লিশটী, ত্রিষ্টুভে চুয়াল্লিশটী এবং জগতীতে আটচল্লিশটী অক্ষর আছে। বেদ-ব্যবহৃত এই সাতটী ছন্দঃ 'দৈবিক ছন্দঃ' নামে অভিহিত। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার 'সর্ব্বানুক্রমণিকা' গ্রন্থে এই সাতটী দৈবিক ছন্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি বিরচিত ছন্দঃ-গ্রন্থ এককালে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল। পিঙ্গলাচার্য্যের ছন্দঃ-গ্রন্থ—ছন্দঃ-মঞ্জরী—প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ ঐ গ্রন্থকে বেদের পদস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদ-ব্যবহৃত ছন্দের নাম—দৈবিক ছন্দঃ; আর বেদের পরবর্ত্তিকালে যে সকল ছন্দঃ বিরচিত হইয়াছে, তাহার নাম—লৌকিক ছন্দঃ। মহর্ষি বাল্মীকি লৌকিক ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া উক্ত হন। 'মা নিষাদ' ইত্যাদিই লৌকিক ছন্দের আদিভূত। তাহার পর হইতে সংস্কৃত-সাহিত্যে অধুনা দুই শতাধিক ছন্দঃ প্রচলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চাশ প্রকার ছন্দঃ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক, বেদাধ্যয়নে ছন্দঃ প্রভৃতির জ্ঞান যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। ষষ্ঠ বেদাঙ্গ—জ্যোতিষ। যদ্দ্বারা সূর্য্যাদি গ্রহের অবস্থান বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়,—গ্রহাদির গতিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহারই নাম—জ্যোতিষ শাস্ত্র। বেদবিহিত যজ্ঞ-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ বিশেষ প্রয়োজন। কোন্ সময়ে কোন্ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ কর্ম্ম সমাপন করার আবশ্যক, জ্যোতিষ শাস্ত্র সেই জ্ঞান শিক্ষা দেয়। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্ম আরম্ভ না হইলে এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্ম সমাপ্ত না হইলে কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। তাই জ্যোতিষের এত প্রয়োজন। পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞের কালাকাল নির্ণয় জন্য জ্যোতিষের সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতগণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বেদের চক্ষুস্থানীয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি।

পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে বেদাধ্যায়ীর অভিজ্ঞতা-লাভ আবশ্যক। মন্ত্রে সন্ধি-সূত্রে বহু পদ পরস্পর গ্রথিত আছে। সন্ধিসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই সকল পদকে স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত করাকেই পদ, পদপাঠ বা পদবিশ্লেষণ বলে। পদবিশ্লেষণ ভিন্ন, কোন্ শব্দ কি ভাবে

অবস্থিত আছে,—সে জ্ঞান লাভ ব্যতীত, কেমন করিয়া বেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে? আগ্নেয়-সূক্তের যে প্রথম ঋক্, তাহারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। স্বর-প্রসঙ্গে ঋক্‌টী উদ্ধৃত করিয়াছি। পদবিশ্লেষণ করিলে, তাহা নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে। যথা,—

ওঁ অগ্নিং। ঈলে। পুরঃহিতং। যজ্ঞস্য। দেবং। ঋত্বিজং।

হোতারং। রত্নঃধাতমং। ১ ॥

সন্ধি-বিচ্ছেদের পর কোন্ পদ কিরূপ ভাবে অবস্থিত ও উচ্চারিত হয়, উক্ত দৃষ্টান্তে তাহা বোধগম্য হইবে। ক্রম, জটা ও ঘন বিষয়ে জনৈক প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাতা তাঁহার গ্রন্থের অনুক্রমণিকা অংশে সঙ্ক্ষেপে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে সেই অংশ উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—"ক্রম।—কোন্ পদের পর কোন্ পদ উচ্চারণ করিতে হইবে এবং কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ শেষ হইলে কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ উচ্চারিত হইবে, তাহা ক্রম-গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে। ক্রম-পাঠ বহুবিধ;—পদক্রম, বর্ণক্রম প্রভৃতি। যথা, ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র—'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং' ক্রমানুসারে পঠিত হইলে 'অগ্নিং ঈলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য দেবং দেবং ঋত্বিজং' ইত্যাদি পদক্রম এবং 'অগ্নি গ্নিমী মীলে লেপু পুরো রোহি' ইত্যাদি বর্ণক্রম। জটা।—জটাপাঠ ক্রমপাঠ অপেক্ষাও কৃত্রিম এবং আয়াসরচিত। যথা,—পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র 'অগ্নিং ঈলে ঈলে অগ্নিং অগ্নিং ঈলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং ঈলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য ইত্যাদি।' প্রত্যেক পদদ্বয়ের তিন বার আবৃত্তি হইবেক এবং দ্বিতীয় বার আবৃত্তিকালে দ্বিতীয় পদটী প্রথমে ও প্রথম পদটী তৎপরে পাঠ করিতে হইবেক। ঘন।—পূর্ব্বোক্ত সদৃশ আর এক প্রকার বৈদিক মন্ত্রের পাঠ আছে, তাহাকে ঘনপাঠ বলে। 'অগ্নিং ঈলে, ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং ঈলে অগ্নিং অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং। ১। ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য। ২। পুরোহিতং যজ্ঞস্য, ইত্যাদি প্রত্যেক পদ হইতে এক একটী ঘনপাঠ হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য নানা পাঠ-নিয়ম থাকিতে পারে। ইত্যাদি কারণ-সমূহ বশতঃ বেদের পাঠভেদ দূরে থাকুক, অক্ষর-মাত্রেরও ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

বেদে সাম্যভাব।

বেদতত্ত্ব যে অতি জটিল, বেদের স্বরূপ বুঝাইতে গেলে যে তদ্বিষয়ে অনেক আলোচনার আবশ্যক হয়, উপরি-উক্ত ষড়ঙ্গাদির প্রসঙ্গ অনুধাবন করিলেই তাহা হৃদগম্য হইতে পারে। সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিলে, সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন ভূলোকের দ্যুলোকের সকল তত্ত্ব অধিগত হইলে,

উদ্ধৃত অংশ—রমানাথ সরস্বতী কৃত ঋগ্বেদ অনুক্রমণিকার অন্তর্গত।

তবে বেদাধ্যয়নে সফলকাম হওয়া যায়। বেদপাঠে যে বহু প্রতিবন্ধকতার বিষয় খ্যাপন করা হয়, বেদপাঠ-ব্যপদেশে অধিকারী অনধিকারী প্রসঙ্গে যে গভীর কূটতত্ত্ব উত্থিত হয়, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নয়। তাহার একমাত্র কারণ—অপব্যবহারের আশঙ্কা। যে জন যে সামগ্রীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাহার নিকট সে সামগ্রী প্রদান করিয়া কি ফল আছে? দুগ্ধপোষ্য শিশু মণি-মাণিক্য পাইলে গলাধঃকরণ করিতে প্রয়াস পায়। সে জানে না, সে বোঝে না—সে মণিমাণিক্য কি জন্য সমাদৃত হয়। অজ্ঞান শিশু বহু-মূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইলেও অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। বেদমর্ম্ম বুঝিবার যাহাদের সামর্থ্য নাই, পরন্তু যাহারা বেদমার্গে অগ্রসর হইবার সামান্য সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে বেদাধ্যয়নে বিরত করাই বিধেয়। কেন-না, হিতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে। অমৃতের অথবা বিষের ব্যবহার যাহারা না জানে, তাহাদের নিকট দুই সামগ্রী দুই বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকে। যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর ছিলেন বলিয়া, আপনাদেরই মধ্যে জ্ঞানের আলোক আবদ্ধ রাখিবেন বলিয়া, বেদাধ্যয়নে আপামর সাধারণ সকলকে অধিকার দেন নাই; তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারি। এ বিষয়ে বেদবিৎ জনৈক মনস্বীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ব্রাহ্মণগণ কীদৃশ সাম্যবাদী ছিলেন, জগজ্জনের হিতের জন্য সমভাবে তাঁহারা কিরূপ প্রয়াস পাইতেন। সে উক্তি—"ইদানীন্তন সভ্যগণ যে সাম্যভাবের পক্ষপাতী—যে সাম্যভাবের অভাব দেখাইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করিতে বদ্ধপরিকর—যে সাম্যভাবের ব্যত্যয় ঘোষণার ফলে বৃহত্তর শূদ্রবংশধর আজি ব্রাহ্মণগণকে মূল শত্রুভাবে দেখিয়া থাকেন; সেই সামরূপ অতুল্য রত্ন বৈদিককালে এই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কিরূপ বিমুক্তকণ্ঠে বিগীত হইত, তৎপক্ষে অথর্ব্ব-সংহিতার উনবিংশ কাণ্ডের সপ্তমানুবাকের অষ্টম স্থক্তের প্রথম মন্ত্রটীই যথেষ্ট নিদর্শন। যথা,—

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যতঃ উত শূদ্র উতার্য্যে ॥

অর্থ,—'হে জগদীশ্বর! দেবদলের মধ্যেই প্রিয়বিধান করিও না, রাজন্যবর্গেই যেন তোমার প্রীতি আবদ্ধ না থাকে; প্রত্যুত সকলের প্রতিই সমভাবে প্রীতিদৃষ্টি কর—কি শূদ্রজাতিতে, কি আর্য্যজাতিতে।' এতাদৃশ স্থল-সমূহে 'দেব' শব্দে তপোবিদ্যাদি প্রভাবে দীপ্তিশালী ব্রহ্মণ্যানুরক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জ্ঞানী বুঝায়; রাজ শব্দে সামান্য ভূস্বামী প্রভৃতি সম্রাট পর্য্যন্ত ধনী বুঝাইয়া থাকে, এবং আর্য্য শব্দে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই ত্রিবিধ মাননীয় জাতি বুঝায়; আর শূদ্র শব্দে দাস ও দস্যু এই দ্বিবিধ জাতি বুঝিতে হইবে। সেকালে ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি দস্যুরই প্রকারভেদ ছিল। আর্য্য-মতে, মানবজাতি এই পঞ্চবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়াই 'পঞ্চজন' শব্দটীও মনুষ্য শব্দের পর্য্যায় রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরি-প্রদর্শিত মন্ত্রটী আলোচিত হইলে ইহা অনবগত থাকে না যে, প্রাচীন কালের অর্থাৎ বৈদিককালের ব্রাহ্মণগণ কদাপি কিছু-মাত্র স্বার্থপর ছিলেন না;—এ জগতে, কেবল জ্ঞানীর বা ব্রাহ্মণ-জাতিরই প্রিয়কাঙ্ক্ষী

সংসাধিত হউক, অথবা কেবল বলী ও ধনী বা ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরই প্রিয় হউক, কিম্বা একমাত্র আর্য্য-জাতিরই মঙ্গল হউক,—তাঁহাদের এরূপ প্রার্থনীয় ছিল না; প্রত্যুত সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত, মহাসভ্য সেই ব্রাহ্মণগণের এক সময়ে ইহাই প্রার্থনীয় হইয়াছিল যে,—"কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, কি বলী, কি দুর্ব্বল, কি ধনী কি নির্ধন, কি আর্য্য, কি অনার্য্য—মানুষ-মাত্রের প্রিয় অর্থাৎ অভীষ্ট সংসিদ্ধ হউক। অতঃপর বিবেচনীয়, এই-রূপ বচনগুলি যাঁহাদের হৃদয়-কন্দর হইতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং যে সমাজে চিরদিন মন্ত্ররূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, সেই মহাত্মগণকে এবং সেই সমাজকে স্বার্থপর ও বিজাতি-সমুচ্ছেদক বলিয়া নির্ণয় করা কতদূর সঙ্গত ?" * ঋগ্বেদের মন্ত্রেও এই সাম্য-ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। সেখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন,—হে জগজ্জন! তোমরা অভিন্ন-হৃদয় হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর, তোমাদের বাক্য অবিরোধ ও অভিন্ন হউক, তোমাদের মন অবিরোধে পরম জ্ঞান লাভ করুক; সমান মন্ত্র, সমান মন, সমান সমিতি, সমান চিত্ত হইয়া তোমরা কার্য্য কর; তোমাদের আকূতি (মনোভাব—আশা আকাঙ্ক্ষা) এক হউক, হৃদয় এক হউক, অন্তর এক হউক; আর তোমাদের সেই একত্ব-প্রভাবে তোমাদের সাহিত্য সুশোভন হইয়া উঠুক। পরম সাম্যভাব-মূলক ঋগ্বেদের (দশম মণ্ডল দ্রষ্টব্য) সেই মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসিজানতাং।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানাহউপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানে নবোহবিষা জুহোমি॥
সমানীবহআকূতিঃ সমানাহৃদয়ানিবঃ।
সমানমস্তু বো মনোয়থাবঃ সুহাসতি॥"

জ্ঞান কখনও কাহারও একায়ত্ত হইবার নহে। জ্ঞান-স্বরূপ বেদ কখনও তদ্রূপ বাণী ঘোষণা করিয়া যান নাই। সকলেই সমান হউক, সকলেই সমান জ্ঞানে জ্ঞানী হউক, সকলেই জ্ঞানময়ের দিব্য প্রভাব দর্শন করুক, ভগবানের ইহাই অভিপ্রায়। কিন্তু একটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া, একটা ক্রমবিকাশের ধারা বাহিয়া, সকলকেই অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র একেবারেই কেহ বাক্-শক্তি, চলচ্ছক্তি ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করে না। স্তরে স্তরে, আরোহণীর পর আরোহণী অতিক্রম করিয়া, জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাই বিশ্ববিধাতার বিধান-বৈচিত্র্য। 'তিনি সমান ব্যবস্থা রাখিয়াছেন—সকলের জন্য; তিনি সাম্যভাবের বিধান' করিয়াছেন—সকলের পক্ষে; 'তিনি সমভাবে কৃপাপরায়ণ আছেন—সকলের প্রতিই। কিন্তু তাঁহার বিধান এই যে, সকলকেই একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। সে নিয়ম অতিক্রম

---

* ১২৯৯ সালের ৩০এ ফাল্গুনের অনুসন্ধানে পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ।

করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সে নিয়মানুসারে চলিয়াই জড় অজড় হইবে, অচেতন চেতন হইবে, মনুষ্যেতর প্রাণী মনুষ্যত্ব পাইবে, মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বেদ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, সেইরূপ একটী নিয়মের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। আর সেই নিয়ম-নিবহে পরিচালিত হইতে হইতেই বেদ-রূপ পরম-জ্ঞান অধিগত হইয়া আসিবে।

বেদ-বিষয়ে শাস্ত্র-গ্রন্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বেদ জানিতে হইলে, জানিতে হইবে—ষড়বেদাঙ্গ, জানিতে হইবে— ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষৎ, জানিতে হইবে—সংহিতা দর্শন পুরাণ। ফলতঃ, তিনিই বেদাধ্যয়নে অধিকারী, তাঁহারই বেদাধ্যয়ন সার্থক,—যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন এবং যাঁহার সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। সকল শাস্ত্রই বেদের অনুসারী; সুতরাং সকল শাস্ত্রেই বেদের আলোচনা দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, দর্শন এবং পুরাণ প্রভৃতির আলোচনায় বেদ সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাই। অনেক স্থলে তাহার এক মতের সহিত অন্য মতের সাদৃশ্যাভাবও পরিলক্ষিত হয়। শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখি, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—সেই পুরুষ প্রজাপতি, প্রজাসৃষ্টির কামনা করিলেন; তাঁহার কঠোর তপস্যার ফলে ত্রয়ীবিদ্যা সৃষ্ট হইল। সেই ত্রয়ীবিদ্যাই ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ। ব্রহ্মই সেই ত্রয়ীবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই বেদত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিল। রূপকে এই বিষয়টী আবার আর এক ভাবে বর্ণিত আছে,—"মনো বৈ সমুদ্রঃ। মনসো বৈ সমুদ্রাৎ বাচাভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্। মনঃ বৈ সমুদ্রঃ। বাক্ তীক্ষ্ণাভ্রিঃ। ত্রয়ী-বিদ্যা নির্ব্বপণং।" অর্থাৎ,—'মনোরূপ সমুদ্র। সেই মনোরূপ সমুদ্র হইতে বাক্‌রূপ অভ্রি দ্বারা দেবগণ ত্রয়ীবিদ্যা খনন করিয়াছিলেন। পুনশ্চ মনোরূপ সমুদ্র; বাক্‌রূপ তীক্ষ্ণ অভ্রি; তাহা দ্বারা ত্রয়ীবিদ্যা নির্ব্বপণ করা হইয়াছিল।' ফলতঃ, সৃষ্টিকাম প্রজাপতি পৃথিবী-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিন বেদ সৃষ্টি করেন;—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ নিঃসৃত হয়। ব্রাহ্মণে এই মতই প্রকট দেখিতে পাই। উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐ মতেরই প্রতিধ্বনি দেখি। পুরাণ-পরম্পরায় মত নানারূপ পল্লবিত। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়,—ব্রহ্মার প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দঃ, ঋগ্বেদ, রথন্তর নামক সামবেদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুভ ছন্দ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাঁহার পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতী ছন্দঃ প্রভৃতি নির্গত হয়। তাঁহার উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ, অনুষ্টুপ ছন্দ প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মা বেদের উপদেশ অনুসারেই সৃষ্ট-পদার্থের নাম-রূপ-কর্ম্মাদির ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন এ সকল উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য থাকিলেও স্থূলতঃ বেদ যে সৃষ্টির আদিভূত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাপর যুগে, বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—চারি বেদ ইহলোকে প্রতিষ্ঠাপন্ন। রূপকের ভাষায় নানারূপে বেদের উৎপত্তি-তত্ত্ব পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত

থাকিলেও বেদ যে সৃষ্টির আদিভূত, বেদ যে অনাদি অনন্ত কাল নিত্য-সত্যরূপে বিরাজমান, সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। সকল মতেরই সার-নিষ্কর্ষে বেদের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হয়।

বেদ-বিভাগ। বেদের বিভাগ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। এক বেদ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া 'ত্রয়ী' নামে পরিচিত হইয়াছিল, এবং বেদব্যাস কর্ত্তৃক উহা ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব চারি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল,— এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বেদকে আর এক ভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে—(১) কৃৢপ্ত ও কল্প্য ভেদে বেদ দ্বিবিধ; (২) কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে দ্বিবিধ; (৩) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে দ্বিবিধ। এ হিসাবে তিন ভাগের মধ্যে ছয় বিভাগ পরিকল্পিত হয়। প্রথম বিভাগের অন্তর্গত কৃৢপ্ত ও কল্প্য বলিতে কি বুঝা যায়? "যা-তু প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে সা কৃৢপ্তা।" যাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাই কৃৢপ্ত। যে স্তবস্তুতি অক্ষর-গ্রথিত অর্থাৎ লিখিত হইয়াছে, তাহারই নাম—কৃৢপ্ত শ্রুতি; কেন-না, সেগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব— এই চতুর্ব্বেদ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ দেখি। ইহা কৃৢপ্ত শ্রুতির অন্তর্গত। কৃৢপ্ত শ্রুতি গ্রন্থভেদে চতুর্ব্বিধ এবং মন্ত্রভেদে ত্রিবিধ। গ্রন্থ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ; আর মন্ত্র—ঋঙ্মন্ত্র, যজুর্ম্মন্ত্র ও সামমন্ত্র। ঐরূপ কৃৢপ্ত শ্রুতি ব্যতীত আর এক প্রকারের শ্রুতির বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। যাহা কিছু সত্য সংসারে আছে, যাহা কিছু সৎকর্ম্ম সংসারে সম্ভবপর, সেগুলি চিরকাল অপরিবর্ত্তিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সে সকল নিত্য-সত্য ঐ চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও সেগুলিও বেদ মধ্যে গণ্য। সেই সকলের নাম— কল্প্য-শ্রুতি। বেদ অনন্ত বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, ঐ চতুর্ব্বেদের মধ্যে যাঁহারা বেদকে সীমাবদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাই কল্প্য-শ্রুতির পরিপোষক। তাঁহাদেরই নাম— অনন্তবাদী। তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—"যা তু স্মৃতিসদাচারাভ্যাং অনুমীয়তে সা কল্প্য-শ্রুতিঃ।" স্মৃতি আর সদাচার দ্বারা যাহা অনুমান করা যায়, তাহাকেই কল্প্যশ্রুতি কহে। দেশভেদে, সমাজভেদে, অবস্থাভেদে বিবিধ সদাচার প্রচলিত আছে। সেই সকল সদাচারকে কল্প্য-শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। লোকপাবন মহর্ষিগণ সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য বহু বিধি-নিষেধ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল জনহিতকর বিধান-পরম্পরা কল্প্যশ্রুতি মধ্যে গণ্য হয়। দ্বিতীয় বিভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া। যাগযজ্ঞের উপযোগী চতুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণসমূহ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত; এবং উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডের পর্য্যায়ভুক্ত। যাহাতে কর্ম্মের উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা কর্ম্মকাণ্ড; আর যাহা কেবল জ্ঞানোন্মেষকর, তাহাই জ্ঞানকাণ্ডান্তর্ভুক্ত। তৃতীয় বিভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়া। "মননাৎ মন্ত্র"; অর্থাৎ যদ্দ্বারা ইষ্টবস্তুর মনন বা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাই মন্ত্র। দেবাদির উপাসনার উপযোগী যে বাক্য বা পদ, তাহাকেই মন্ত্র কহে। "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি যে ঋক্, উহা উপাসনা-মূলক; সুতরাং মন্ত্র-মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণ—

মন্ত্র-সকলের ব্যাখ্যা-মূলক। যজ্ঞের বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ বা অর্পণ, ব্রাহ্মণ শিক্ষা দেয়। বেদের ব্রাহ্মণভাগ দ্বিবিধ;—(১) বিধিবাদ ও (২) অর্থবাদ। বিধিভাগ অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেয়, অপ্রবৃত্ত অননুষ্ঠিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। স্তুতিবাদেরই নামান্তর—অর্থবাদ। যে অংশ স্তবস্তুতিমূলক, তাহাই অর্থবাদের অন্তর্নিবিষ্ট। এই সকল আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতি লইয়া বেদ সম্পূর্ণ। উপনিষদাদিও বেদের অন্তর্ভুক্ত।

শ্লোকাদির সংখ্যা-বিষয়ে।

ঋগ্বেদাদি যে চতুর্ব্বেদ বিভাগ, এক্ষণে তৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করা যাইতেছে। এই চারি বেদ আবার বিভিন্ন পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সে সকল বিভাগে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বেদের ঋকের ও মন্ত্রের সংখ্যা উল্লেখ করিতে পারি। ঋকের ও মন্ত্রের সংখ্যা-গণনায় বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক ঋগ্বেদের ঋক্-সংখ্যার বিষয় আলোচনা করিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। সাধারণতঃ ঋগ্বেদের ঋক্-সংখ্যা ১০ হাজার ৪০২ হইতে ১০ হাজার ৬৬২টী উক্ত হয়। চরণব্যূহ গণনা করিয়া নির্দ্দেশ করেন,—দশ হাজার পাঁচ শত আশীটী ঋক্ ঋগ্বেদে সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—

"ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ। ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ তৎপারায়ণমুচ্যতে॥"

কিন্তু অধুনাতন সংস্করণে পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দশ হাজার চারি শত সতেরটী ঋক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ হিসাবে, এক শত তেষট্টি ঋক্ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য বেদ সম্বন্ধেও মন্ত্র-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সামবেদের মন্ত্র-সংখ্যা বিষয়ে চরণব্যূহের মত—"অষ্টসামসহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ।" অর্থাৎ, সাম-মন্ত্রের সংখ্যা আট হাজার চৌদ্দ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-সংখ্যা-আঠার হাজার। তন্মধ্যে শুক্লযজুর্ব্বেদের মন্ত্র-পরিমাণ—উনিশ শত। অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-পরিমাণ—বার হাজার তিন শত। এ সম্বন্ধে চরণব্যূহের (শৌনকের) উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

"দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ।
গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শতপাঠকং॥"

কিন্তু অধুনা অথর্ব্ববেদের শৌনক-শাখাতে মাত্র ছয় হাজার পনেরটী ঋক্ পাওয়া যায়। প্রতি বেদ আবার বিভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভিন্ন সময়ে বিভক্ত হইয়াছিল, বুঝিতে পারি। শাখা, উপনিষৎ প্রভৃতি ভেদেও বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এক এক বেদের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিলে, কোন্ বেদ কি ভাবে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

ঋগ্বেদ।

প্রথম—ঋগ্বেদ-সংহিতা। সূক্ত, বর্গ, অধ্যায়, অষ্টক, মণ্ডল, অনুবাক্—প্রধানতঃ এই ছয় ভাগে উহা বিভক্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি বেদমন্ত্র একত্র সমষ্টিবদ্ধভাবে অবস্থিত হইলে, তাহাকে সূক্ত বলা হয়। এক এক দেবতার স্তবমূলক একত্রনিবদ্ধ যে ঋক্‌মন্ত্র, তাহাই সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া

থাকে। কোনও কোনও স্থলে একই সূক্তে দুই তিন দেবতারও স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসূক্ত, ক্ষুদ্রসূক্ত, মধ্যমসূক্ত ভেদে সূক্ত বহুবিধ। দশাধিক ঋক্ একত্র নিবদ্ধ থাকিলে মহাসূক্ত, পাঁচটী পর্য্যন্ত ঋক্ একত্র থাকিলে ক্ষুদ্রসূক্ত, পঞ্চাধিক অথচ অনধিক দশ-মন্ত্র-বিশিষ্ট ঋক্ মধ্যম সূক্ত। মহা-সূক্তের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঋগেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্ব্বিংশ, পঞ্চবিংশ, ষড়বিংশ, সপ্তবিংশ, ত্রিংশ, এক-ত্রিংশ, দ্বাত্রিংশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ প্রভৃতি সূক্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র-সূক্তের দৃষ্টান্ত ঐ প্রথম মণ্ডলের একঋকৃমূলক নবনবতি সূক্ত, ত্রিঋক্-মূলক অষ্টনবতি সূক্ত এবং পঞ্চঋকৃমূলক পঞ্চসপ্ততি, ষড়সপ্ততি, অষ্টসপ্ততি প্রভৃতি সূক্ত নির্দ্দেশ করা যায়। মধ্যম-সূক্তের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম মণ্ডলের প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ প্রভৃতি সূক্ত উল্লিখিত হয়। ঋষিসূক্ত, দেবতাসূক্ত, ছন্দঃসূক্ত প্রভৃতি ভেদে ঋক্-সমূহকে আরও এক প্রকার তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এক এক সূক্তের প্রবর্ত্তক বলিয়া এক এক ঋষির নাম আছে। যেমন, ঋগ্বেদের প্রথম কয়েকটী সূক্তে মধুচ্ছন্দা ঋষির নাম দেখিতে পাই। তিনি ঐ সূক্ত-কয়েকটীর প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচারিত আছে। এই ভাবে অর্থাৎ যাঁহাদের নামে সূক্ত-বিশেষ প্রচারিত, তাঁহাদের অনুসরণে সূক্তগুলি ঋষিসূক্ত নামে পরিচিত হয়। দেবতা-সূক্ত বলিতে দেবতার স্তুতিমূলক সূক্তগুলিকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন অগ্নি-দেবতার স্তুতিমূলক সূক্ত—আগ্নেয়-সূক্ত, বায়ু-দেবতার স্তুতিমূলক সূক্ত—বায়বীয় সূক্ত, ইত্যাদি। এইভাবে সূক্তের বিচার করিলে সূক্তগুলিকে দেবতাসূক্ত বলা যায়। ছন্দঃ-সূক্ত বলিতে, একসূত্রে একছন্দে বিরচিত পর্য্যায়ক্রমে বিন্যস্ত সূক্তকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন, গায়ত্রী-ছন্দে প্রথম নয়টী সূক্ত রচিত হইয়াছে বলিয়া, ঐগুলিকে গায়ত্রী-ছন্দান্তর্গত ছন্দঃ-সূক্ত বলা যায়। এ হিসাবে, সকল সূক্ত উল্লিখিত ত্রিবিধ সূক্তের (ঋষি-সূক্ত, দেবতা-সূক্ত, ছন্দঃ-সূক্ত) অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ হইতে নবম সূক্ত উল্লেখ করিতে পারি। ঐ সূক্ত-কয়টীর প্রবর্ত্তক মধুচ্ছন্দা ঋষি। সুতরাং ঐ কয়েকটী সূক্ত ঋষি-সূক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। তাহার পর, ঐ কয়টী সূক্ত গায়ত্রীছন্দে বিরচিত; সুতরাং উহা ছন্দঃ-সূক্ত মধ্যে গণ্য হইল। তৃতীয়তঃ, ঐ কয়েকটী সূক্তে ইন্দ্র-দেবতার স্তুতি আছে; এইজন্য উহা দেবতা-সূক্ত হইল। ঋগ্বেদের দশটী মণ্ডলে সর্ব্বসমেত ১৯১+৪৩+৬২+৫৮+৮৭+৭৫+১০৪+১০৩+১১৪+১৯১=১০২৮টী সূক্ত আছে। মহর্ষি সনক প্রণীত 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে সূক্ত ও তাহার লক্ষণাদি বিবৃত রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সূক্তে ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও বিনিয়োগ দেখিতে পাই। যে ঋষির বাক্য বলিয়া যে মন্ত্র পরিচিত, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। যে ছন্দে সূক্ত-সমূহ গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই সেই সূক্তের ছন্দঃ। আর যে যজ্ঞে যে সূক্ত বিনিযুক্ত হয়, তাহাই সেই সূক্তের বিনিয়োগ। ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও বিনিয়োগ বিষয়ে নিরুক্তকার যেরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ। যা তেনোচ্যতে সা দেবতা। যদক্ষরপরিমাণং
তচ্ছন্দঃ। অর্থেপ্সব ঋষয়ো দেবতাশ্ছন্দোভিরভ্যধাবন্"।

অধুনা-প্রচলিত সাধারণ গ্রন্থাদিতে যেরূপ খণ্ড, পরিচ্ছেদ, অধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ দৃষ্ট হয়; ঋগ্বেদ সেইরূপ মণ্ডল, অনুবাক, বর্গ, সূক্ত প্রভৃতিতে বিভক্ত আছে। বোধ হয়, আধুনিক পরিচ্ছেদাদি গ্রন্থ-বিভাগের উহাই আদিরূপ। অধ্যায়, বর্গ ও অনুবাক্ প্রভৃতি কি নিয়মে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কোনও বিশেষ লক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তবে মণ্ডলের সম্বন্ধে একটী লক্ষণ উক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে বুঝিতে পারি, বহুসংখ্যক ঋষির পরিদৃষ্ট মন্ত্রসমূহ একজন ঋষি কর্ত্তৃক একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক একটী মণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছিল। মণ্ডলের লক্ষণ; যথা,—"তত্তদৃষিদৃষ্টাণাং বহুনাং সূক্তানামেকর্ষিকৃতঃ সংগ্রহো মণ্ডলং"। সৌনক ঋষির সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে প্রকাশ আছে,—ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল গৃৎসমদ ঋষি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে দশ মণ্ডলের সংগ্রহকার ঐরূপ দশ জন ঋষির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"শতর্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রো বামদেবোঽত্রির্ভরদ্বাজো
বাসিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাচ্যমানাঃ ক্ষুদ্রসূক্তাঃ মহাসূক্তাশ্চ।"

এ মতে শতর্চ্চি প্রথম মণ্ডল সংগ্রহ করেন; গৃৎসমদ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় মণ্ডল; বামদেব কর্ত্তৃক চতুর্থ মণ্ডল, অত্রি কর্ত্তৃক পঞ্চম মণ্ডল, ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক ষষ্ঠ মণ্ডল, বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সপ্তম এবং প্রগাথা কর্ত্তৃক অষ্টম মণ্ডল সংগৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন, নবম মণ্ডল পাচ্যমান-ঋষিগণ কর্ত্তৃক এবং দশম মণ্ডল ক্ষুদ্রসূক্তীয় ও মহাসূক্তীয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। বর্গ শব্দের অর্থ—স্বজাতীয়-সমূহ। এ অর্থ অনুসারে এক এক জাতীয় ঋক্ এক এক বর্গ মধ্যে স্থান পাইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। অনুবাক্-বিভাগেও এক শ্রেণীর ঋক্‌কে লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে। অধ্যায়-ভাগে এক এক অংশে বিভিন্ন দেবতার স্তব পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ, ঋষিগণ আপন-আপন কার্য্যসৌকর্য্যের জন্য অধ্যায়াদি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের মণ্ডল-সংখ্যা—দশটী; অধ্যায়-সংখ্যা চৌষট্টিটী, বর্গ-সংখ্যা দুই হাজার ছয়টি, অনুবাক-সংখ্যা পঁচাশীটী, সূক্তের সংখ্যা এক হাজার সতেরটী। মণ্ডল, অনুবাক্, সূক্ত প্রভৃতির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে ঋগ্বেদের ঋক্-সংখ্যা, প্রতি ঋকের পদসংখ্যা ও শব্দাংশের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। অধিক বলিব কি, প্রতি সূক্তে অকারান্ত, আকারান্ত, ইকারান্ত, নান্ত, সান্ত প্রভৃতি যে সকল পদ আছে, সেই সকল পদের পরিচয় ও সংখ্যা কত, শাস্ত্রকারগণ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদিও সকল পদসংখ্যা ও শব্দসংখ্যা এখন মিলাইয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু এক সময়ে যে বেদ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

* *

ঋগ্বেদের শাখাদি।

ঋগ্বেদের শাখা বিষয়ে বিবিধ মত প্রচলিত। ঋষি শৌনক প্রণীত প্রতিশাখ্যে ঋগ্বেদের পাঁচটী শাখার নাম দৃষ্ট হয়। শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক—সেই পাঁচ শাখার নাম। সে মতে প্রকাশ,—শাকল ঋষি প্রথমে ঋগ্বেদ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন; তৎপরে বাস্কলাদি উহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাকলাদি পঞ্চ ঋষি একবেদী এবং ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের

আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে এ বিষয়ে অন্য মত দৃষ্ট হয়। ঐ দুই পুরাণে বর্ণিত আছে,—বেদব্যাস বেদবিভাগ করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা, জৈমিনিকে সামবেদ-সংহিতা এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ-সংহিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পৈল আবার ঋক্-সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলি (বাস্কল) নামক আপন শিষ্যদ্বয়কে তাহা প্রদান করেন। বৌধ, অগ্নিমাঠার (অগ্নিমিত্র), যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামক বাস্কলির চারি জন শিষ্য ছিলেন। বাস্কলি আপনার অধীত বেদ-সংহিতাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই চারি ভাগ আপনার চারি শিষ্যকে শিক্ষা দান করেন। ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আপন পুত্র মাণ্ডুকেয়কে তাহা অধ্যয়ন করান। মাণ্ডুকেয় হইতে ক্রমশঃ তাঁহার পুত্র সাকল্য এবং শিষ্য বেদমিত্র (মতান্তরে দেবমিত্র) ও সৌভরী প্রভৃতির মধ্যে উহা প্রচারিত হয়। সাকল্য আবার পাঁচখানি সংহিতা সঙ্কলন করিয়া, মুদ্গল, গ্লবল, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির নামক পাঁচ জন শিষ্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। এইরূপে ঋগ্বেদ-সংহিতা নানাভাবে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। শাখা-অনুসারে মণ্ডল ও অনুবাক প্রভৃতিরও নাম-পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। সৌনক মুনির মতে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদের শাখা পাঁচটী;—আশ্বলায়নী, সাঙ্খ্যায়নী, শাকলা, বাস্কলা ও মাণ্ডুকা। পঞ্চ ঋষির নাম অনুসারে যে পঞ্চ শাখার নামকরণ হইয়াছিল, তদনুসারে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কোথাও কোথাও আবার একুশটী শাখার উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাঁচ শাখাও এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। মাত্র শাকলের শাখাই এখন প্রচলিত আছে,—ইহাই বেদাধ্যায়ীদিগের বিশ্বাস। কথিত হয়, শাকল-শাখার কবিতা-সংখ্যা—১৫,৩৮১ টী; এবং বাস্কল-শাখায় ১০,৬২২টী কবিতা ছিল। যাগ-যজ্ঞের নিয়মাবলী এবং ক্রিয়া-প্রণালী বিবৃত করিয়া ঋগ্বেদের দুইখানি শাখা প্রণীত হয়। সেই শাখাদুইখানি দুই 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত। সেই দুই ব্রাহ্মণের একখানির নাম—ঐতরেয় এবং অপরখানির নাম—কৌষিতকী বা সাঙ্খ্যায়ন। মহিদাস ঐতরেয় নামক জনৈক ঋষি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং কুষিতক নামক ঋষি কৌষিতকী ব্রাহ্মণের প্রণেতা বলিয়া কথিত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—কিয়দংশ গদ্যে এবং কিয়দংশ পদ্যে লিখিত। উহা আট পঞ্জিকায় বিভক্ত। তাহার প্রতি পঞ্জিকায় পাঁচটী করিয়া অধ্যায় আছে এবং তাহার প্রতি অধ্যায়ে অন্যূন সাতটী করিয়া কাণ্ড আছে। এইরূপ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাণ্ড-সংখ্যা—২৮৫টী। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ত্রিশটী অধ্যায় আছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন ঋগ্বেদের আর দুই অংশের বা শাখার বিষয় জানিতে পারা যায়। তাহা আরণ্যক ও উপনিষৎ নামে অভিহিত। ঐতরেয় আরণ্যক এবং ঐতরেয় উপনিষৎ বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ঐতরেয় উপনিষৎ 'বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ উপনিষৎ' নামেও অভিহিত হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে ঋগ্বেদের প্রত্যেক ঋষির পরিচয় আছে। ঐতরেয় আরণ্যকেই ঋগ্বেদের সূক্ত, পদ, পদাংশ, শব্দ, শব্দাংশ প্রভৃতি দেখিতে পাই। প্রাচীনকালে ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে যে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, এ সকল তাহারই নিদর্শন।

সামবেদ। সামবেদ-সংহিতা-সম্বন্ধেও বহু মতান্তর আছে। পুরাণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, সামবেদের সহস্রাধিক শাখা ছিল। ইন্দ্রদেব বজ্রাঘাতে সে সকল শাখা বিনষ্ট করেন। শেষ অবশিষ্ট থাকে—সাতটী শাখা। সে সাতটী শাখার নাম—কৌথুমী (কৌথুম), রাণ্যায়ণ (রাণ্যায়ণীয়), শাট্যমুগ্র, কাপোল, মহাকাপোল লাঙ্গালিক ও শার্দ্দূলীয়। এই সাতটী শাখার মধ্যে দুইটী শাখার এখন পরিচয় পাওয়া যায় ;—কৌথুমী ও রাণ্যায়ণ। কৌথুম ঋষি—প্রথম শাখার এবং রাণ্যায়ণ ঋষি—দ্বিতীয় শাখার প্রবর্ত্তক। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশে আবার সামবেদের কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শাখার ব্রাহ্মণ আদৌ নাই। বঙ্গদেশে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ যাঁহারা আছেন, প্রধানতঃ তাঁহারা সকলেই কৌথুমী শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল শাখার আবার নানা উপাশাখা ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। পূর্ব্ব ও উত্তর ভেদে সামবেদের দুই বিভাগ। প্রপাঠক নামধেয় পরিচ্ছেদ দ্বারা সামবেদ বিভক্ত। পূর্ব্ব অংশে ছয়টী এবং উত্তর অংশে নয়টী প্রপাঠক আছে। সামবেদের পূর্ব্ব অংশ বা পূর্ব্বসংহিতা —'ছন্দআর্চ্চিক' নামেও অভিহিত হয়। ছন্দজ্ঞ পুরোহিতগণ ঐ অংশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই অংশই প্রধানতঃ গেয়। গ্রামিকগণ অর্থাৎ সংসারাশ্রমবাসিগণ সামবেদের এই পূর্ব্বাংশ (পূর্ব্ব-সংহিতা) গান করিবার অধিকারী। সামবেদের উত্তরভাগ (পরসংহিতা)—'উত্তরার্চ্চিক' নামে পরিচিত। ঐ অংশ আরণ্যকগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। সামবেদের ব্রাহ্মণভাগ আটটী। সে আট ব্রাহ্মণের নাম,—সামবিধান ব্রাহ্মণ, মন্ত্র মহাব্রাহ্মণ, আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ, দৈবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, তলবকার ব্রাহ্মণ, তাণ্ডব ব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ। অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামে সামবেদের আর একখানি ব্রাহ্মণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সামবেদের প্রধান উপনিষৎ—দুই খানি ;—ছান্দোগ্য উপনিষৎ এবং কেনোপনিষৎ। আরুণি, মৈত্রারুণি এবং মৈত্রেয়ী উপনিষৎ—এই উপনিষৎত্রিতয় সামবেদেরই অন্তর্গত। অধুনা যে ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রচলিত আছে, তাহা মন্ত্র-ব্রাহ্মণেরই শেষ আটটী প্রপাঠক। কেনোপনিষৎ—তলবকার ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কোনও কোনও মতে তলবকার ও কেন উপনিষৎ পরস্পর অভিন্ন। সামবেদীয় উপনিষৎ সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হয়। ব্রহ্ম যে কি বস্তু, সামবেদের উপনিষৎ, প্রশ্নোত্তর ছলে, তৎসম্বন্ধে নিগূঢ় উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপনিষৎ প্রথমে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন ; যথা,—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১॥"

আবার উপনিষৎ আপনিই তাহার উত্তর দিতেছেন ; বুঝাইতেছেন,—ব্রহ্ম কি ?—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥
যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৬॥
যচ্ছ্রোত্রেন ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৭॥
যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৮॥"

যজুর্ব্বেদ। যজুর্ব্বেদ দুই অংশে বিভক্ত;—কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ ও শুক্ল-যজুর্ব্বেদ। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' নামে এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদ 'বাজসনেয়ী সংহিতা' নামে অভিহিত হয়। যজুর্ব্বেদের বহু শাখা ছিল বলিয়া প্রচার আছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এক শত শাখার এবং শৌনকের চরণব্যূহে ছিয়াশী শাখার উল্লেখ আছে। আমরা এক্ষণে তিনটী শাখার মাত্র পরিচয় পাই। সে তিন শাখা—তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। কিন্তু বেদানুক্রমণিকায় উহার বার শাখার ও তের উপশাখার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই দ্বাদশ শাখার নাম—"চরক, আহ্বায়ক, কঠ বা কাঠক, প্রপচ্যকঠ, কাপিষ্ঠ কঠ, চারায়ণীয়, বারতন্তবীয়, শ্বেত, শ্বেততর, ঔপমন্যব, পাতাণ্ডিনেয় এবং মৈত্রায়ণীয়।" উপশাখা-সমূহের নাম—ঔখীয় ও খাণ্ডিকীয় (চরক-শাখার অন্তর্গত); মানব, বারাহ, ছাগলেয়, হারদ্রবীয়, শ্যামায়নীয় ও দুন্দুভ (মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্গত)। মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ লইয়া যজুর্মন্ত্রের সংখ্যা—আঠার হাজার। মন্ত্রভাগ—তৈত্তিরীয় সংহিতা-নামে পরিচিত। উহা সাতটী অষ্টকে বিভক্ত। তাহার প্রতি অষ্টকে পাঁচ হইতে আট পর্য্যন্ত অধ্যায় আছে। উহার প্রতি অধ্যায়ে বহু অনুবাক। অনুবাক সংখ্যা—সাড়ে ছয় শতেরও অধিক। কাণ্ড এবং প্রশ্ন অনুসারেও যজুর্ব্বেদ বিভক্ত হয়। অষ্টকের পরিবর্ত্তে কাণ্ড এবং অধ্যায়ের পরিবর্ত্তে প্রশ্ন ব্যবহৃত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রজাপতি, অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মধ্যে পরিগণিত। রাজসূয়, অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম-প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ উহাতে বিবৃত আছে। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের চারি খানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, বল্লভী ব্রাহ্মণ, সত্যায়নী ব্রাহ্মণ ও মৈত্রায়ণী ব্রাহ্মণ। ইহার আরণ্যকের নাম—তৈত্তিরীয় আরণ্যক। উহা দশ কাণ্ডে বিভক্ত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষ অংশই তৈত্তিরীয় আরণ্যক নামে পরিচিত। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের উপনিষৎ অনেকগুলি। যথা,—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, নারায়ণীয় উপনিষৎ, কঠ উপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ব্রহ্মোপনিষৎ, কৈবল্য উপনিষৎ। ইহার মধ্যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম অষ্টম ও নবম কাণ্ড তৈত্তিরীয় উপনিষৎ নামে এবং দশম কাণ্ডটী নারায়ণীয় উপনিষৎ নামে অভিহিত হয়। অন্যান্য উপনিষদের শাখা ও ব্রাহ্মণাদির বিষয় এখন অবগত হওয়া সুকঠিন। শুক্লযজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়ী সংহিতা নামে অভিহিত হয়। ইহার মন্ত্র-সংখ্যা উনিশ শত। ইহার ঋষি—যাজ্ঞবল্ক্য। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখা—এই শুক্ল-যজুর্ব্বেদের শাখা বলিয়াই অভিহিত হয়। তদ্ভিন্ন শুক্ল-যজুর্ব্বেদের আরও কয়েকটী শাখা আছে; যথা,—মাধ্যন্দিন, জাবাল, শাকেয়, বুধেয়, তাপনীয়, কাপিল,

পৌণ্ড্রবৎসল, আচটিক, পরমাবাটিক, বৈনেয়, বৌধেয়, গালব, ঔধেয়, পারাশরীয়। বাজসনেয়ী সংহিতার ব্রাহ্মণের মন্ত্র-পরিমাণ—১৭০০। ইহাতে চল্লিশটী অধ্যায়, দুই শত ছিয়াশীটী অনুবাক ও বহু কাণ্ডিকা আছে। নামে যজুর্ব্বেদ বটে; কিন্তু অনেক ঋঙ্মন্ত্র ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। যজুর্ব্বেদে কেবল যজ্ঞের বিষয় লিখিত আছে। অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, পিতৃমেধ, রাজসূয়, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ, যজুর্ব্বেদের মন্ত্রের অন্তর্গত। ইহার উপনিষদের মধ্যে ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল ও মন্ত্রিকা প্রসিদ্ধ। ঈশোপনিষৎ এই সংহিতার চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ঐ অধ্যায় মাধ্যন্দিনীয় সংহিতার শেষ অধ্যায়। অবশিষ্ট উপনিষৎগুলির শাখার পরিচয় সঠিক পাওয়া যায় না। জাবাল-শাখায় জাবাল উপনিষৎ, এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে। শুক্লযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে শতপথব্রাহ্মণ সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। শতপথব্রাহ্মণ—কাণ্বায়ন শাখা এবং মাধ্যন্দিন শাখা ভেদে দুইখানি। কাণ্বায়ন শাখার শতপথ সপ্তদশ কাণ্ডে এবং মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ চতুর্দ্দশ কাণ্ডে বিভক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণেরই চতুর্দ্দশতম কাণ্ড। মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে দুই বিভাগ। তাহার প্রথম বিভাগে দশ কাণ্ড এবং দ্বিতীয় বিভাগে চারি কাণ্ড। উহাতে সর্ব্বসমেত মোট সাত হাজার ছয় শত চল্লিশ কাণ্ডিকা আছে।

অথর্ব্ববেদ। অথর্ব্ব-বেদ বহু শাখায় বিভক্ত। কেহ কেহ উহার শাখার সংখ্যা পঞ্চাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু নয়টী শাখার নাম মাত্র এখন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ আবার উহার পাঁচটী শাখা ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই সকল শাখার নাম পৈপ্পলাদ (পৌপ্পলাদ), শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাশ, কুনখা, দেবদর্শী ও চারণবিদ্যা। যাঁহারা নয়টী শাখার উল্লেখ করেন, তাঁহারা নয় শাখার ঐরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও আবার মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ঐ নয় শাখার নাম অন্যরূপ; যথা,—পৈপ্পলাদ, স্তৌদ, মৌজা, শৌনকীয়, যায়ল, জলদ, ব্রহ্মবদা, দেবদর্শ ও চরণবৈদ্য (চারণ-বিদ্যা)। যাঁহারা পাঁচটী শাখার বিষয় ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মতে সেই পঞ্চশাখার নাম,—আস্ত্র, প্রদাত্ত, স্নাত, স্নৌত, ব্রহ্মদাবন। এখন কিন্তু এক শৌনক শাখা ভিন্ন অন্য শাখা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শৌনক শাখায় ছয় হাজার পনেরটী মাত্র ঋক্ আছে। অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম—গোপথ-ব্রাহ্মণ। শৌনকাদি চারি শাখার ব্রাহ্মণ বলিয়া গোপথ ব্রাহ্মণ পরিচিত। অন্যান্য শাখার ব্রাহ্মণ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের উপনিষদের মধ্যে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্ব্বশির, অথর্ব্বশিখা, বৃহজ্জাবল ও নৃসিংহতাপনী প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, নৃসিংহতাপনীয়—এই চারি খানি উপনিষৎ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ঐ চারি খানি উপনিষদের প্রাধান্যই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রশ্নোপনিষৎ-খানিকে পৈপ্পলাদ শাখার এবং মুণ্ডকোপনিষৎখানিকে শৌনকেয় শাখার উপনিষৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রশ্নোপনিষদে পিপ্পলাদ প্রশ্নকর্ত্তা এবং মুণ্ডকোপনিষদে শৌনক প্রশ্নকর্ত্তা

আছেন বলিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। মাণ্ডুক্য ও নৃসিংহতাপনীয় এক শ্রেণীর উপনিষৎ বটে; কিন্তু উহা কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেন-না ঐ দুই উপনিষদে প্রজাপতি বক্তা এবং দেবতাগণ প্রশ্নকর্তা। মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রশ্নোত্তর নাই; উহা কেবল বর্ণনা মাত্র। কোনও কোনও মতে অথর্ব্ববেদের উপনিষৎ-সংখ্যা বায়ান্ন খানি। সেই বায়ান্ন-খানি উপনিষদের নাম যথা,—(১-২) অথর্ব্বশিরস দুইখানি, (৩) অমৃতবিন্দু, (৪) আত্মান্, (৫) আরুণীয় (৬) আনন্দবল্লী, (৭) আশ্রম, (৮) উত্তরতাপনীয়, (৯-১০) কঠবল্লী,—পূর্ব্ব ও উত্তর দুই ভাগ, (১১) কণ্ঠশ্রুতি, (১২) কালাগ্নিরুদ্র, (১৩) কেনেষিত, (১৪) কৈবল্য, (১৫) ক্ষুরিক, (১৬) গর্ভ, (১৭) গারুড়, (১৮) চুলিকা, (১৯) জাবাল, (২০) তেজোবিন্দু, (২১) নারায়ণ, (২২-২৭) নৃসিংহতাপনীয়—পূর্ব্ব তাপনীয় পাঁচ খণ্ড, উত্তর তাপনীয় এক খণ্ড, (২৮) নাদবিন্দু, (২৯) নীলরুদ্র, (৩০) ধ্যানবিন্দু, (৩১) পরমহংস, (৩২) পিণ্ড, (৩৩) প্রাণাগ্নিহোত্র, (৩৪) ব্রহ্ম, (৩৫) ব্রহ্মবিদ্যা, (৩৬) ব্রহ্মবিন্দু, (৩৭-৩৮) বৃহন্নারায়ণ—দুই খণ্ড, (৩৯) ভৃগুবল্লী, (৪০) মুণ্ডক, (৪১) প্রশ্ন, (৪২) যোগতত্ত্ব, (৪৩) যোগশিক্ষা, (৪৪-৪৭), মাণ্ডুক—চারিভাগ, (৪৮) সন্ন্যাস, (৪৯) সর্ব্বোপনিষৎসার, (৫০-৫১) রামতাপনীয়—পূর্ব্ব ও উত্তর দুই খণ্ড, (৫২) হংস। অথর্ব্ববেদ বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত। অনুবাক, সূক্ত, ঋক্—উহার অন্যরূপ বিভাগ সূচিত করিয়াছে। উহার আর এক বিভাগের নাম—প্রপাঠক। চরণব্যূহের মতে—অথর্ব্ববেদে বার হাজার তিন শত মন্ত্র ছিল; কিন্তু এখন অথর্ব্ববেদের মন্ত্র সংখ্যা—পাঁচ হাজার আট শত ত্রিশটী মাত্র। অথর্ব্ববেদের সঙ্কলয়িতা সম্বন্ধে তিনটী মত প্রচলিত। কাহারও মতে অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষির বংশধরগণ, কাহারও মতে ভৃগু-বংশীয়গণ অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করেন। অন্য মতে যজ্ঞকার্য্যে অব্যবহার্য্য হেতু অথর্ব্বের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তত্তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

* * *

বেদে কি আছে।

কোন্ বেদে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্ভবপর নহে। যাহার একটী ঋঙ্মন্ত্রের অশেষ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, যাহার প্রতি সূক্তের অভ্যন্তরে অশেষ সার সামগ্রী বিদ্যমান আছে, সমষ্টিভাবে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করা, কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? এক কথায় বলিয়াছি—বেদ জ্ঞান। যাহা দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ হয়, যাহা দ্বারা সেই পরাৎপর পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে জানিতে পারা যায়, তাহাই বেদ। কি উপায়ে কি প্রণালীতে তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘটে, তাঁহাতে লীন হওয়া সম্ভব হয়, বেদে সেই তত্ত্বই বিবৃত আছে। যিনি বেদবিৎ নহেন, তিনি বিরাট ব্রহ্মকে দেখিতে পান না। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—"নাবেদবিদং মনুতে তংবৃহন্তম্।" বৃহত্তম অর্থাৎ সকলই বেদের মধ্যে আছে। সমাজের সকল অবস্থার চিত্র—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের প্রতিচ্ছবি—বেদরূপে বীজরূপে সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই বেদ মধ্যে আধুনিক আধুনিকত্ব দেখিতে পান; পৌরাণিক পুরাতন সামগ্রীর সন্ধান করেন; ভবিষ্যৎ

অতীতের অঙ্কে আপন প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বিস্মিত হন। বেদে আছে—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা; বেদে আছে—ধর্ম্মের কথা; বেদে আছে—আর্য্যগণের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি ও সভ্যতার কথা; বেদে আছে—হিন্দুর, অহিন্দুর, আস্তিকের, নাস্তিকের সকলের সর্ব্ববিধ প্রতিচ্ছবি। এতদ্বিষয়ে মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থে যাহা সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, নিয়ে তাহাই উদ্ধৃত করা হইল।

* *

বেদে ধর্ম্মের বিষয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—বেদই হিন্দুর ধর্ম্ম, বেদই হিন্দুর কর্ম্ম, বেদই হিন্দুর হিন্দুত্ব। এক কথায়, যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন,—তিনিই হিন্দু-নামে অভিহিত হন। হিন্দু হইতে হইলে, বেদ মানিয়া চলিতে হয়। বেদ মানিয়া চলার অর্থ—

বেদোক্ত ধর্ম্ম।

বর্ণাশ্রম মানিতে হয়, অদৃষ্ট মানিতে হয়, মন্ত্রশক্তি মানিতে হয়। বেদ-মানার ইহাই তাৎপর্য্য। যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মানেন; যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই অদৃষ্টে বিশ্বাস করেন; যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই মন্ত্র-শক্তিতে আস্থাবান আছেন। ইহাই হিন্দুর লক্ষণ—ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। শাস্ত্রে এমনও দেখা যায়,—কেহ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; তিনিও আস্তিক হিন্দুর উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন; আবার কেহ বেদ মানেন নাই, অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন,—তিনি নাস্তিক অহিন্দু নামে অভিহিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে, সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল এবং বৌদ্ধমত-প্রচারক গৌতম মুনির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহর্ষি কপিল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও, একমাত্র বেদ মানিয়াই হিন্দুর আদর্শ-আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর গৌতম মুনি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও, বেদ অমান্য করায়, নাস্তিক-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। স্থূলতঃ বেদ-মানাই হিন্দুর ধর্ম্ম। বেদোক্ত ধর্ম্মই—হিন্দুধর্ম্ম। বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া চলিতেন বলিয়াই হিন্দুগণ আর্য্য-হিন্দু নামে অভিহিত। বর্ণাশ্রম, অদৃষ্ট, মন্ত্রশক্তি,—সকলই বেদানুগত। হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জাতি-বর্ণ কখনই মনুষ্যের সৃষ্ট নহে,—উহা ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন। হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জন্মান্তরের কর্ম্মফলই অদৃষ্ট-রূপে প্রতিভাত হয়। মনুষ্য যখন মৃত্তিকা-মধ্যে বীজ বপন করে, মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজ কিছুকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টির অগোচরে অ-দৃষ্ট থাকে; ক্রমশঃ, অঙ্কুরাদি উদ্গত হইলে, সেই অ-দৃষ্ট বীজের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর বিশ্বাস—মনুষ্যের কর্ম্মফল মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজ-রূপেই অ-দৃষ্ট থাকে এবং যথা-সময়ে মনুষ্য তাহার ফলভাগী হয়। এইরূপ, মন্ত্রশক্তিও হিন্দুর দৃষ্টিতে অলৌকিক শুভফলপ্রদ। হিন্দুর বিশ্বাস,—বিশুদ্ধ-চিত্তে বিশুদ্ধ মন্ত্রে অভীষ্ট-দেবতাকে আহ্বান করিলে, নিশ্চয়ই তিনি সদয় হইয়া মনুষ্যের ইহ-পরকালের সকল মঙ্গল বিধান করেন। বেদ হইতে হিন্দু প্রধানতঃ এই শিক্ষাই পাইয়া থাকেন। তাঁহার অন্যান্য যে কিছু শিক্ষা, তাহাও এই শিক্ষারই অন্তর্ভূত। তাঁহার অধিকারিভেদের

বীজমন্ত্রও এই বেদেই নিহিত আছে। বৈদিক স্তোত্র-সমূহে দেখিতে পাই,—হিন্দু ইন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু বায়ুর উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু অগ্নির উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু জলের উপাসনা করিতেছেন,—হিন্দু কত কত দেবতার উপাসনা করিতেছেন। আরও দেখিতে পাই,—হিন্দু যাগ-যজ্ঞ করিতেছেন, হিন্দু বলি-প্রদান করিতেছেন, হিন্দু যজ্ঞাহুতি কার্য্যে ব্রতী আছেন। এক দিকে হিন্দুর—এই ভাব। অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই,—হিন্দুর ঈশ্বর—অবাঙ্মনসগোচর; হিন্দুর ঈশ্বর—অনাদি, অনন্ত; হিন্দুর ঈশ্বর—চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত, ধারণার অতীত ফলতঃ, হিন্দু কখনও সাকাররূপে নাম-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন আবার কখনও বা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তন্ময় হইয়া আছেন। হিন্দু কখনও ইহ-সংসারেই তাঁহার স্বরূপ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন; হিন্দু কখনও অগণ্য অসংখ্য—তেত্রিশ কোটি দেবতার—অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা প্রভৃতির—উপাসনা করিতেছেন; আবার কখনও বা তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। এইরূপে নানা শ্রেণীর জন্য নানা পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে বলিতে গেলে, বুঝিতে গেলে, ইহাই অধিকারিভেদ। যাঁহার যেরূপ শক্তি, যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, যাঁহার যেরূপ ধ্যান-ধারণা, তিনি তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অধিকারী। ইহাই হিন্দুর অধিকারিভেদ। বেদে সকল শ্রেণীর সকল হিন্দুর সকল উপাসনার সার-সামগ্রী নিহিত আছে। পরবর্ত্তি-কালে সংসারে যত কিছু উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, সকলই বৈদিক উপাসনার অনুকৃতি মাত্র। তাই বেদে দেখিতে পাই,—বৈদিক ঋষিগণ, প্রকৃতির তৃণাদপি তৃণতুচ্ছ সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া, মহৎ হইতে মহত্তর মহত্তম পথে আপনাদের লক্ষ্য সঞ্চালন করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও নদ-নদীর উপাসনা করিতেছেন; তাঁহারা কখনও আলোক-অন্ধকারের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন; তাঁহারা কখনও ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতের আরাধনায় ব্রতী রহিয়াছেন; আবার কখনও বা তাঁহারা প্রকৃতির যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের যিনি আদিভূত, তাঁহারই অনুধ্যানে ব্যাকুল হইয়া আছেন। দুই একটী বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি; তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিলেও, আর্য্যগণের সেই উপাসনা-পদ্ধতির আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের প্রথম শ্লোকের অধুনা-প্রচলিত অর্থ—"যজ্ঞের পুরোহিত অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বহুরত্নপ্রদাতা ঋত্বিক অগ্নিকে আমরা স্তুতি করি। প্রাচীন এবং আধুনিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক অগ্নি স্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন। দেবগণকে তিনি যজ্ঞন-কার্য্যে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করুন।" এইরূপ দ্বিতীয় সূক্তের বায়ু দেবতার উপাসনায় দেখিতে পাই, মধুচ্ছন্দা ঋষি স্তুতি করিতেছেন,—"হে বায়ু! আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, আমাদিগের এই সোমরস পান করুন।" অষ্টম সূক্তে ইন্দ্রের উপাসনায় দেখিতে পাই, সেই ঋষিই আবার প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে ইন্দ্র! আমাদিগের সম্ভোগের উপযুক্ত শত্রুবিজয়ক্ষম প্রচুর ধন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আপনার কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা যেন বজ্রের ন্যায় কঠোর অস্ত্র ধারণ করিতে পারি এবং উন্নতশির শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ হই।" এক দিকে যেমন

এইরূপ ব্যষ্টিভাবে এক এক স্তোত্রে এক এক দেবতার স্তুতি-গান দেখিতে পাই, অন্য দিকে আবার সেইরূপ সমষ্টি-ভাবেও ভগবদারাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলেরই উন-নবতি সূক্তের শেষে ঋষি কণ্ব বিশ্বদেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—"তুমি অদিতি, তুমি আকাশ, তুমি অন্তরীক্ষ, তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পুত্র, তুমি সর্ব্বদেব, তুমি গন্ধর্ব্ব, তুমি দেবতা, তুমি অসুর, তুমি রাক্ষস, তুমি পিতৃদেব, তুমি জন্ম ও জন্মের মূল কারণ।" এইরূপ, দশম মণ্ডলের দ্ব্যশীতি সূক্তে আর এক ঋষি স্তব করিতেছেন,—"যিনি আমাদিগকে জীবন-দান করিয়াছেন, যিনি আমাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল অবস্থাই যাঁহার গোচরীভূত; যিনি এক, যিনি অদ্বিতীয়,—অথচ যিনি সংসারে বহু নামে বহু দেবদেবীর আকারে বিরাজমান; তাঁহাকে জানিবার জন্য সংসার ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে।" ঐ মণ্ডলেরই আর এক সূক্তে আছে,—"যখন মৃত্যু ছিল না, তখন সেই একমাত্র তিনিই আপনাতে অবস্থিত হইয়া, আপনিই বিরাজমান ছিলেন। তখন তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; ছিলেন কেবল তিনি।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে আপন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন, তখন অর্জ্জুন যেমন দেখিতেছেন,—"ভগবানের দেহের মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই বিদ্যমান; কমলাসন ব্রহ্মা, রুদ্র, সমস্ত ঋষি-মণ্ডল এবং বাসুকী প্রভৃতি দিব্য উরগগণ—সকলেই তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহাতে অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য বক্ত্র, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য প্রাণী বিরাজমান রহিয়াছে;—চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার নেত্ররূপে, মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন, আদি-অন্ত-মধ্য-বিরহিত বিশ্বরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন;"—ঋগ্বেদের উল্লিখিত সূক্তদ্বয়ে এবং অন্যান্য স্থানেও ভগবানের সেই বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? যদি কেহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায় এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অংশবিশেষ মিলাইয়া পাঠ করেন, তাঁহার প্রাণে এই একই ভাবের উন্মেষ হইতে পারে।* ফলতঃ, ভগবানকে নানারূপে কল্পনা করিয়া বেদে যে তাঁহার নানা উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারি না কি,—সকল মনুষ্যের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সামর্থ্য সমান নহে; মহৎ হইতে মহত্তর ও মহত্তমের ধারণা করিতেও সকল মনুষ্য সমভাবে ক্ষমবান্ নহে। সুতরাং পর-পর স্তর-পর্য্যায়-অনুসারে মনুষ্যের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সূচিত হইয়াছে। আর সেই জন্যই—হিন্দু-ধর্ম্ম বিজ্ঞান-সম্মত। যিনি যে ভাবে যে পথ দিয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহার জন্য সেই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই—বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

---

* গীতার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ হইতে একত্রিংশ শ্লোকে ভগবানের এই বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥"

এইরূপ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই,—

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥" ইত্যাদি

তাহাতেই হিন্দু ধর্ম্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টি, স্রষ্টা, আত্মা;—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম;—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান;—ইহকাল, পরকাল, অদৃষ্ট;—সকল বিষয়েরই সম্বন্ধ-তত্ত্ব বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এই ধর্ম্মের সার-সম্পৎ অধিগত হইলে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্বন্ধ মানুষ অবশ্যই বুঝিতে পারে; এবং তাহা বুঝিয়া, তন্নির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়। যাঁহারা সেই সার-সামগ্রী উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাঁহারাই ভিন্ন ভিন্ন পথে ঘুরিয়া বেড়ান। একই বৈদিক-ধর্ম্মের অনুসরণকারী হইয়াও, পরিবর্ত্তি-কালে যে বিভিন্ন-সম্প্রদায় ধর্ম্মমত লইয়া পরস্পর শত্রুতাচরণ করিয়া গিয়াছেন, বৈদিক ধর্ম্মের সার মর্ম্ম উপলব্ধি না হওয়া—অথবা কোনও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান-পদ্ধতির প্রতি অধিকতর আস্থাবান হওয়াই,—তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভৃতির দ্বন্দ্বের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই হিন্দু—সকলেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; অথচ, কর্ম্ম-পদ্ধতির এক-এক অংশের প্রতি তাঁহাদের কাহারও কাহারও লক্ষ্য নিপতিত হওয়ায়, অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায়, তাঁহারা সময় সময় ভ্রান্তবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া থাকেন। প্রকারান্তরে ইহারও মূল—অধিকারিভেদ। অধিকার-ভেদ-তত্ত্বটুকু হৃদয়ঙ্গম হইলে, হিন্দুর সহিত হিন্দুর বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বেদে আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গ।

আর্য্যগণের আচার ব্যবহার সভ্যতা প্রভৃতি।

বেদে আর দেখিতে পাই,—আর্য্য-হিন্দুগণের উচ্চ-সভ্যতার উজ্জ্বল প্রতিকৃতি। অধুনা সংসার, সভ্য-সমুন্নত জাতির পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া যে সকল গুণ-পরম্পরার আরোপ করেন, আর্য্য-হিন্দুগণের তাহার কোন্ গুণের অভাব ছিল? যাঁহারা বলেন,—ধর্ম্মই সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন; বেদ তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারেন,—পৃথিবীতে এমন নূতন ধর্ম্ম আজি পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই, বেদে যাহার উপাদান-সামগ্রী বিদ্যমান নাই! যাঁহারা বলেন,—বেদে প্রকৃতি-পূজা বা পৌত্তলিক-ধর্ম্মের প্রাধান্য আছে; তাঁহাদিগকেও নিঃসন্দেহে দেখাইতে পারা যায়,—অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা বেদে বিবৃত রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন,—হিন্দুর মধ্যে উদার বিশ্বজনীন ভাবের অভাব; বেদ তাঁহাদিগকেও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে পারেন,—হিন্দুর ন্যায় উদার বিশ্বজনীন প্রাণ কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন,—'বেদ কৃষকের গান'; বেদে কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য উপাসনা আছে,—বৈদিক ঋষিগণ কৃষি-কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং ঋষিগণ কৃষক ছিলেন; তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তিকেও বেদ দেখাইতে পারেন,—কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের করুণা-প্রার্থনা উদার-বিশ্বজনীন ভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র। কৃষির উন্নতি হইলে, বসুন্ধরা শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণ হইলে, জনসাধারণ সকলেরই সুখ-সৌভাগ্যে দেশ সমুন্নত শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে;—আর্য্য-হিন্দুগণ মনে প্রাণে তজ্জন্যই কৃষির উন্নতি প্রার্থনা করিতেন। ইহা তাঁহাদের স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতি-হিতৈষণারই পরিচায়ক। আর্য্য

ঋষিগণ কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন *;—গো-মেষাদি পশুর এবং কৃষি-যন্ত্রাদির শুভকামনা করিতেছেন;—ইহাতে কদাচ তাঁহাদিগকে কৃষক-পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না। যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনা-পদ্ধতি বিভিন্ন আকারে বিদ্যমান ছিল, বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতিও তেমনি বিভিন্ন লোকের বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিহিত হইয়াছিল। একই ব্যক্তি ভূমিকর্ষণ করিতেছেন, যজ্ঞ-কর্ম্মে ব্রতী রহিয়াছেন, শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিতেছেন,—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহার কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। কৃষক এবং কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া, আর্য্য-হিন্দু-মাত্রকে কখনই কৃষক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত যদি যজমানের ব্যাধি-শান্তি-কামনায় দেবতার আরাধনা বা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেন; তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে,—পুরোহিত ব্রাহ্মণ স্বয়ংই সেই রোগাক্রান্ত? এ সিদ্ধান্তও যেরূপ ভ্রমমূলক; আর্য্য-হিন্দুগণ কৃষক ছিলেন এবং বেদ কৃষকের গান,—এ সিদ্ধান্তও তদ্রূপ ভ্রান্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক। পাঠের এবং অর্থোদ্ধারের ব্যতিক্রমেও অনেকের ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। সাধারণ সংস্কৃত-সাহিত্যে একই শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সূক্তের অর্থ-পরিগ্রহ—আরও দুরূহ ব্যাপার। অর্থ-বিপর্য্যয় যে কতই ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টির অন্যতম কারণও—বৈদিক সূক্তের অর্থান্তর-গ্রহণ। পরবর্ত্তি-কালে, কেহ যে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কেহ যে কর্ম্মের প্রাধ্যান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আবার কেহ যে ভক্তির মাহাত্ম্যে বিভোর হইয়াছেন;—বৈদিক সূক্তের অংশবিশেষের সাহায্য-গ্রহণে আপনাপন মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই তাহার হেতুভূত। যাহা হউক, ধর্ম্মবিষয়ে আর্য্যহিন্দুগণ কতদূর উন্নত হইয়াছিলেন, সকল ধর্ম্মের সার সামগ্রী কিরূপভাবে তাঁহাদের অধিগত হইয়াছিল,—বেদে তদ্বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। আর্য্য-হিন্দুগণের আচার ব্যবহারের পরিচয়ও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা বেদের যে সকল সংস্করণ এতদ্দেশে প্রচারিত ও ভাষান্তরিত হইয়া বিরাজমান আছে, তাহা হইতেই সকল বিষয়ের আভাষ পাইতে পারি। অধুনা সভ্যজাতির সংসার-বন্ধন যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণই তাহার আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। এখন যেমন সংসারের প্রধান ব্যক্তিই সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তখনও সেই ভাবই বিদ্যমান ছিল। এখন যেমন সংসার ও বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহারও আদর্শ—প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের সংসারে ও বিবাহ-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই। এখন যেমন সভ্যজাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তখনও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যথেচ্ছাচার-সম্বন্ধ তদ্রূপ দোষাবহ ছিল। এখন যেমন বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণে সতী সহধর্ম্মিণী-রূপে স্বামীর সহিত যাগযজ্ঞে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন, বৈদিক কালেও তাহার আদর্শ দেখিতে পাই; ঋগ্বেদের প্রথম ও পঞ্চম মণ্ডলে, হিন্দু-দম্পতি ইন্দ্রের উপাসনায় ব্রতী রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া

* ঋগ্বেদের চতুর্থ এবং দশম মণ্ডলে কৃষির উন্নতি-বিষয়ক স্তোত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

যায়। পিতার পরিচয়ে পুত্রের পরিচয়; বৈদিক কালের আর্য্য-হিন্দু-গণেরই অনুস্মৃতি মাত্র। হিন্দুর সংসারে এখন যেমন পিতাই ভরণ-পোষণ-দাতা রক্ষাকর্ত্তা, তখনও তাহাই ছিল। এখন যেমন জননী সন্তান-পালনে ও সংসার-পরিচর্য্যায় ব্রতী আছেন, তাহাও সেই বেদোক্ত কালের আর্য্য-হিন্দুগণের পদাঙ্ক অনুসরণ মাত্র। এখন যেমন হিন্দুর সংসারে পুত্র-পৌত্রাদি-সহ একান্নভুক্ত পরিবারের ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; প্রথম মণ্ডলের শততম চতুর্দ্দশ সূক্তে দেখিতে পাই, কুৎস ঋষি রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে অমর রুদ্র! আমাকে এবং আমার পুত্র-পৌত্রদিগকে সুখে রাখ এবং অন্নদান কর।" এখন যেমন পিতা উপযুক্ত পাত্রে আপন সালঙ্কারা কন্যা সমর্পণ করেন, বৈদিক কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তাহার উল্লেখ আছে। এখন যেমন উত্তরাধিকার-বিধি প্রবর্ত্তিত আছে; পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হন এবং পুত্র না থাকিলে দৌহিত্র সে সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহারও মূল সূত্র—ঋগ্বেদের তৃতীয় ও সপ্তম মণ্ডলে দেখিতে পাই। এখন যেমন সতীত্বের গৌরব আছে, বৈদিক কালেও সেই গৌরবের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন যেমন হিন্দুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেইরূপ দাহ-সংকার-প্রথাই বিদ্যমান ছিল। বৈদিক যুগের রমণীগণ যেমন গৃহ-কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন, সুশিক্ষার দিব্য-জ্যোতিও তাঁহাদের হৃদয়ে তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা যেমন রন্ধন-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন, বিদুষী বলিয়াও তাঁহাদের অনেকের সেইরূপ খ্যাতি ছিল। দেবহুতি, অদিতি, যমী, উর্ব্বশী, অপালা, রোমাশা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদুষী রমণী-মণিগণের কাহিনী স্মরণ করিলেও হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। কেহ কেহ বলেন,—বৈদিক সূক্তের সঙ্কলন কার্য্যেও ঐ সকল রমণী সহায়তা করিয়াছিলেন। বৈদিক কালে—রাজা, নগরপতি, গ্রামপতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদের উল্লেখ দেখা যায়। সুনিয়মে রাজ্য-শাসনের, রাজকর-সংগ্রহের এবং যুদ্ধাদির সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থার আভাষ— বৈদিক সূক্তে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন, বীরত্বের আদর ছিল; কেহ ধন-গৌরবে উন্মত্ত, কেহ অন্নের জন্য লালায়িত, কেহ বা বাণিজ্যাদির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। তখন, কামার, কুমার, ছুতার, কাঠুরিয়া, নাপিত, মাঝি, বৈদ্য, পুরোহিত,—সভ্য-সমাজের উপযোগী কিছুরই অভাব ছিল না। তখনও বয়ন-কার্য্য সূত্র-বস্ত্র প্রচলিত ছিল; তখনও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি ব্যবহৃত হইত; তখনও নগর ছিল, গ্রাম ছিল, অট্টালিকা ছিল, পান্থনিবাস ছিল, রাজপথ ছিল, শকট ছিল, যুদ্ধাস্ত্র ছিল, যোদ্ধা ছিল, আনন্দ ছিল, নৃত্য ছিল, গীত ছিল, বাণিজ্য ছিল, অতিথি-সৎকার ছিল, সংসারীর যাহা কিছু আবশ্যক—সকলই ছিল। আবার অন্যদিকে, ধর্ম্ম ছিল, কর্ম্ম ছিল, যাগযজ্ঞ ছিল, সত্য ছিল, সরলতা ছিল। এ কথা যে কেবল আমরা বলিতেছি, তাহা নহে; পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও এ সকল কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কেবল যে সংসার-ধর্ম্মেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়—এমন নহে। এক কথায় কহিতে গেলে, সভ্যতার পরিচায়ক যে কিছু-সম্পৎসামগ্রী, তাঁহারা তাহার সকলেরই অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের অজ্ঞাত কোনও

নূতন তত্ত্ব আজি পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। কয়েকটী দৃষ্টান্তই উল্লেখ করি না কেন? আধুনিক পণ্ডিতগণের মত,—সভ্যতার আদিকালে বিনিময়-মুদ্রার প্রচলন ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদের চতুর্থ ও পঞ্চম মণ্ডলে এই বিনিময়-মুদ্রার উল্লেখ আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য ব্যবহারের অভিজ্ঞতাও যে আর্য্য-হিন্দুগণের ছিল,—বেদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরের ও বাবিলনের প্রস্তর-স্তম্ভ প্রভৃতির নিদর্শন পাইয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের আনন্দের অবধি নাই; কিন্তু আর্য্য-হিন্দুগণ পূর্ত্তকার্য্যে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন,—সহস্রস্তম্ভযুক্ত বিশাল অট্টালিকার প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম মণ্ডলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি,—মিশরের সভ্যতার কত কোটী-কল্প বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ প্রচলিত ছিল। সেই ঋগ্বেদে যখন এতাদৃশ অট্টালিকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে, তখন বিচার করিয়া দেখুন, আদিকালেও আর্য্য-হিন্দুগণ পূর্ত্তকার্য্যে কীদৃশ পারদর্শী ছিলেন! অধুনাতন সভ্য-জাতি-মাত্রেরই মত,—"পৃথিবী দিন দিন সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে।" সেই মত সমর্থনের ব্যপদেশে তাঁহারা পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদিগের সভ্যতার নানা স্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আদিম জাতিগণ প্রথমে অস্ত্রশস্ত্র ও অগ্নির ব্যবহার করিতে জানিত না, তাহারা আম-মাংস ও অপরিপক্ক দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন-যাপন করিত, গিরিগুহা ও বৃক্ষ-কোটর প্রভৃতি তাহাদের আবাস-স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল; পরে ক্রমশঃ ধাতব পদার্থ অস্ত্র-শস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে তাহারা অভ্যস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ব্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করে। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের মত—উহার সম্পূর্ণ বিরোধী। শাস্ত্রের মতে,—মনুষ্য প্রথমে সভ্য-সমুন্নত ছিল; সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি প্রভৃতি যুগ-বিবর্ত্তনে দিন দিনই তাহাদের অধঃপতন সাধিত হইতেছে। অন্য দেশের ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তুলনা করিলে, আপাতঃ-দৃষ্টিতে উভয় সিদ্ধান্তই প্রমাদশূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে প্রথমে অসভ্য-বর্ব্বর জাতির বসতি ছিল,—তত্তদ্দেশের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ তাহাই অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষ আদিকাল হইতেই সভ্য-সমুন্নত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং উভয় দেশের সিদ্ধান্তে মতদ্বৈধ ঘটিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, যখন ভারতবর্ষের কথাই কহিতেছি;—আর্য্য-হিন্দুগণের ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হইয়াছি; তখন তাঁহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির যে পরিচয় তাঁহাদের গ্রন্থপত্রে পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায়, তাঁহাদের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে সিদ্ধান্তে, আদিকালে আর্য্য-হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চ সোপানে সমারূঢ় ছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে ক্রমশঃ তাঁহাদের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে,—ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

* *
*

বেদে জাতিভেদ প্রসঙ্গ।

আর্য্য-হিন্দুগণের সমাজ-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, জাতি-বর্ণের কথা না বলিলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের জাতিবর্ণের প্রসঙ্গ

বেদে জাতিভেদ।

লইয়া বহু দিন হইতেই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রানুশাসন পরিচালিত হিন্দুগণের মত,—"জাতি-বর্ণ-ভেদ সৃষ্টির আদিকাল হইতেই অব্যাহত আছে; উহা সর্ব্বথা বেদ-বিহিত।" তৎপক্ষে তাঁহারা বেদ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেও ত্রুটি করেন না। এ দিকে কিন্তু দেখিতে পাই,—অন্য পক্ষ বলেন,—"বেদে জাতিভেদ নাই; সৃষ্টির আদি-কালেও জাতিভেদ ছিল না; উহা ব্রাহ্মণগণের গূঢ় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কল্পনা মাত্র।" যখন এতাদৃশ মতদ্বৈধ, তখন দেখা উচিত নহে কি—বেদে জাতি-বর্ণের বিষয় বাস্তবিক কিছু আছে কি না? অথবা, জাতিবর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত কি না? এ বিষয়ে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে মীমাংসা আছে। প্রথমে প্রশ্ন করা হইয়াছে,—"পুরুষ যখন বিভক্ত হন, তখন তিনি কয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার মুখ, বাহু উরু, পদ—কি আকার ধারণ করিয়াছিল?" পরক্ষণেই তাহার উত্তর দেখিতে পাই,—"তাঁহার মুখে ব্রাহ্মণ, বাহু-যুগলে রাজন্য, উরুদ্বয়ে বৈশ্য এবং পদ-যুগলে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।"* তবেই বুঝা যায়,—পুরুষ সৃষ্টির আদিকালেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের সৃষ্টি। পরবর্ত্তী শাস্ত্রাদিতে এই বিষয় অধিকতর বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই জাতি-বর্ণ-ভেদই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও, সকল দেশের অধিবাসিগণই আপনাদিগকে এক-জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য-হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—প্রধানতঃ তাঁহাদের এই চারি বর্ণ। তাহা হইতেই অসংখ্য শাখা-উপশাখা উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের সমাজ-শরীর পুষ্ট করিয়া আছে। ভারতবর্ষের জল-বায়ুর সহিত বুঝি বা এই জাতিভেদ-প্রথার ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন মতের অভিঘাতে ভারতের সমাজ-শরীর এখন জীর্ণ-শীর্ণ; কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা এখনও এমনিভাবে মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, কোনক্রমেই তৎপ্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শনের ক্ষমতা সমাজের নাই। এখনও, ব্রাহ্মণ দেখিলে, সৎ-শূদ্র মাত্রেই প্রণাম না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। এখনও—এতাদৃশ সাম্য-স্বাধীনতার দিনেও, এক বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। এখনও, সমাজে, ধর্ম্মে, ক্রিয়া-কর্ম্মে, আচারে-ব্যবহারে, বর্ণগত-পার্থক্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এ পার্থক্য যদি মনুষ্য-কৃত হইবে, তাহা হইলে এত কাল ধরিয়া এমন অবিসম্বাদিত সত্য-রূপে ইহা কখনই

---

* ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের দশম মণ্ডলে জাতিভেদ বিষয়ক এই ঋক্‌দ্বয় দৃষ্ট হয়,—

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরুপাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ॥"

বেদে জাতিভেদের কথা নাই বলিয়া যাঁহারা অন্যকে ভ্রান্তপথে পরিচালনার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য দশম মণ্ডলের এই সূক্ত উদ্ধৃত করা হইল।

অব্যাহত থাকিতে পারিত না। যাহা মনুষ্য-সৃষ্ট, তাহা বিনশ্বর—অস্থায়ী। অপিচ, যাহা অবিনশ্বর, অনাদি অনন্তকাল হইতে বিরাজমান, ঈশ্বরের সৃষ্ট ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিতে পারি? যাঁহারা বেদ মানেন, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন,—তাঁহারা কখনই জাতিবর্ণ-সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারিবেন না। তবে যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে এ বিষয়ে অন্যমত প্রকাশ করিবেন,—তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? অধিক বলিব কি, তাঁহারা ঐ বৈদিক-সূক্তটীকেই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিত মিঃ কোলব্রুক ঐ বৈদিক সূক্তটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—বৈদিক-ভাষার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, ঐ সূক্তটী পরিবর্ত্তি-কালে বেদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সাহেব কোলব্রুক যখন এই কথা বলিতে সাহসী হন, পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী অন্যান্য পণ্ডিতগণও অমনি তাহার প্রতিধ্বনি আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এখন, ঐ সূক্তটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মানিয়া লইয়া, তাঁহারা জাতিভেদ-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমার আবশ্যকানুযায়ী আমার বুদ্ধি-বৃত্তির সহায়তাকারী যাহা, তাহাই ঠিক—আর, অন্যান্য সকল প্রক্ষিপ্ত, ইহা বড়ই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নহে কি? যদি মানিতেই হয়, সমস্তই মানিয়া লও; যদি না মানিতে হয়, কোনটীই মানিবার প্রয়োজন নাই। উহাতে কেবল লোকের মনে প্রমাদ-সংশয় উপস্থিত করে; সত্য তথ্য অল্পই নির্ণীত হইয়া থাকে। যাঁহারা জাতি-ধর্ম্মের বিরোধী, তাঁহারা শাস্ত্রের অংশ-বিশেষের দোহাই দিয়া আপনাদের সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—'গুণকর্ম্ম-বিভাগ অনুসারেই জাতি সৃষ্টি হইয়াছে।' এই শাস্ত্রোক্তির দোহাই দিয়া, জাতি-ধর্ম্মের প্রতিপক্ষগণ বলিয়া থাকেন,—'কর্ম্ম ও গুণ অনুসারেই তো জাতি হইবার কথা! যে যেমন উচ্চ কর্ম্ম করিবে, সেই সেইরূপ উচ্চ-জাতি হইবে; যে যেরূপ নীচ-কর্ম্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ নীচ-জাতি হইতে হইবে।' এক হিসাবে, এ সিদ্ধান্তও ভ্রম-সঙ্কুল;—শাস্ত্রের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া অপরাংশ গ্রহণের ফল। ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম্ম সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—আগে জাতি, পরে কর্ম্মবিভাগ। ভারতবর্ষের ইহাই চিরন্তন প্রথা। যাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—তাঁহারা কি বলিতে পারেন,—'আগে যজ্ঞকর্ম্মোপাসনা—না, আগে ব্রাহ্মণের জন্ম? আগে বিপ্রসেবা;—না আগে শূদ্রের উৎপত্তি? আগে যুদ্ধবিগ্রহ;—না, আগে ক্ষত্রিয়ত্ব? ফলতঃ, জাতি-বর্ণ-ক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াই মানুষ এক-এক কর্ম্মের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরন্তু অধিকার প্রাপ্ত হইবার পর কেহই জন্মগ্রহণ করে না। আর এক কথা, যদি আগে গুণ-কর্ম্মের বিচারই হইবে, তাহা হইলে, চতুর্ব্বর্ণ না হইয়া অসংখ্য বর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কি? ইহ-সংসারের গুণ-কর্ম্মের কি কখনও সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়? গুণকর্ম্মানুসারে জাতি-বিভাগ হইলে, বংশানুক্রমিক জাতি-বর্ণ কেনই বা অব্যাহত থাকিবে? তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র

বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র,—এরূপ নিয়ম-পদ্ধতিই বা কেন চলিয়া আসিবে ?' ভগবান বলিয়াছেন,—'গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ অনুসারে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।' * ইহাতে সৃষ্টি-শব্দের উল্লেখ থাকায়, বুঝা যায়,—সৃষ্টির আদি হইতেই, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, জাত-ব্যক্তির জাতিধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে; জন্মগ্রহণের পর, বৃত্তি-গ্রহণানন্তর, তাহার জাতিধর্ম্ম-প্রাপ্তির বিষয় কোনক্রমেই প্রতিপন্ন হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, এতদিন কোন্ কালে কত শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিত, আবার কত ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত। এ কথার উত্তরে, কেহ কেহ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া থাকেন; কেহ বা, অন্য দুই একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিবারও চেষ্টা পান। বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বুঝিবার প্রয়োজন হয়—কোন্ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন? আমরা ঋগ্বেদেই একাধিক বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাই। পুরাণাদিতেও নানা সময়ে নানা আকারে বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। সুতরাং বিশ্বামিত্র নাম দেখিলেই তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না। ঋগ্বেদে কোথাও বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন, কোথাও সূক্তসঙ্কলয়িতারূপে পরিচিত আছেন, কোথাও বা তাঁহার নামের শেষে 'গাথিন' শব্দের সংযোগ আছে। ঋগ্বেদের সত্যযুগে বিশ্বামিত্র আছেন, আবার রামায়ণের ত্রেতাযুগেও বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বিশ্বামিত্র যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। সে হিসাবে, বেদোক্ত বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। বেদে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার কোনই প্রমাণ দেখা যায় না। তার পর, যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহার যে জন্ম-বিবরণ বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ-বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই প্রতীত হয়। † যদি অতিরঞ্জিত উপাখ্যান বলিয়া সে পৌরাণিক প্রসঙ্গে কেহ আস্থা-স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হন, এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আরও একটী কথা বলা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্র, কর্ম্মবলে, তপঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব-জীবনের কর্ম্মফলের সহিত ইহজীবনের প্রবল কর্ম্মফল সংযুক্ত হওয়ায়, বিশ্বামিত্র আপন অ-দৃষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। এক বিশ্বামিত্রই তাহা পারিয়াছিলেন,—আর কেহ তাহা পারেন নাই;—ইহা বিশেষত্ব, ইহা দৃষ্টান্ত-মাত্র; কিন্তু ইহা প্রচলিত সামাজিক রীতি-পদ্ধতি নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আরও কত কত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত। তাহা যখন হয় নাই, সেরূপ দৃষ্টান্ত যখন আর খুঁজিয়া পাই না; তখন, একটী মাত্র বিশেষ দৃষ্টান্তে কি করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? বিশেষতঃ সে বিশ্বামিত্র কখনই তোমার-আমার ন্যায় সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি অলৌকিক অনানুষিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন; সুতরাং তিনি অলৌকিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তেমন, শক্তি-সম্পন্ন যদি কোনও মহাপুরুষ কখনও জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া,

* "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

† মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন-পর্ব্ব, বিশ্বামিত্রের জন্ম-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভে, শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধবাদ আছে,—ইহা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। বেদের আর একটী ঋষির কথা উল্লেখ করিয়া, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণেতর বর্ণও বৈদিক সূক্তের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহাদের সে প্রয়াসও বিড়ম্বনা মাত্র। বেদের নবম মণ্ডলের সূক্ত-বিশেষের ভাষান্তরে তাঁহারা বলেন,—একজন বেদ-রচয়িতা ঋষি, সোমের আরাধনার সময় বলিতেছেন,—"আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা যাঁতায় শস্য পেষণ করেন; কিন্তু দেখুন, আমি বৈদিক-মন্ত্র রচনা করিয়াছি।"* ঋষিপ্রবরের এই মাত্র কথার উপর নির্ভর করিয়া, জাতিভেদের প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ করিতে চাহেন, —'ঋষি বর্ণসঙ্কর ছিলেন; অথচ, তিনি বৈদিক-মন্ত্রের রচয়িতা, সুতরাং ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য।' ইহা বড়ই হাস্যকর সিদ্ধান্ত। আমাদের মনে হয়, বৈদিক সূক্ত-রচয়িতা ঋষির ঐরূপ উক্তিতে পুরুষানুক্রমিক বর্ণধর্ম্মেরই প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। ঋষি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন, তিনি কোথাও তাহা বলেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—তাঁহার পিতামাতার জীবিকার কথা। সে হিসাবে, হয় তো তাঁহার পিতামাতা কোনরূপ পাতিত্য-দোষে দুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে তিনি যে ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত নহেন,—তাহা কোনমতেই প্রমাণিত হয় না। বরং, এখন যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির পাতিত্য-দোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্তির পক্ষে ইহা এক দৃষ্টান্ত-রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, এ দৃষ্টান্ত জন্মগত বর্ণ-ধর্ম্মেরই প্রতিপোষক; ইহা কখনই তাহার অন্তরায়-সাধক নহে। এইরূপ, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'কবষ' ও 'লুশ' ঋষির প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—'তাঁহারা শূদ্র ছিলেন; অথচ, বৈদিক সূক্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন।' এই সম্বন্ধেও, আমাদের সেই একই উত্তর। 'কবষ ও লুশ' ঋষি যে শূদ্র ছিলেন, বেদে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। অন্যত্রও, যেখানে যেখানে বর্ণান্তরের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, কোথাও দৃঢ়-ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নহে। মন্বাদি সংহিতা—বেদের অনুবর্ত্তিনী। সুতরাং মন্বাদি সংহিতায় যদি ঐরূপ কোনও প্রসঙ্গ আছে দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-বিরোধিগণের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইতে পারে। তাই তাঁহারা, সময়ে সময়ে, মনুসংহিতার একটী শ্লোকের দোহাই দিয়াও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের পঞ্চষষ্টি শ্লোকে লিখিত আছে,—ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে।' মনুসংহিতায় যে এই ধর্ম্মের কোনও প্রসঙ্গ আদৌ নাই, তাহা আমরা কখনই বলি না। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই,—ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে ও পরে কি কি বিষয়ের উল্লেখ আছে, এবং সে হিসাবে এই শ্লোকটী সম্পূর্ণ কি না,—তাহা বিবেচনা করিয়া, তৎপরে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে বোধ হয় ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন কার্য্য হইত। কিন্তু তাহা না করায় একদেশদর্শিতা—প্রকারান্তরে শ্লোকার্দ্ধের অনুবর্ত্তিতা—প্রকাশ পাইতেছে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে যে বর্ণ-সঙ্করের অথবা এক বর্ণের বর্ণান্তর-প্রাপ্তির বিষয়

* নবম মণ্ডলের ১১২শ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

লিখিত আছে, বলা বাহুল্য, প্রোক্ত শ্লোকটী তাহারই অংশ-বিশেষ। সে সকল মিলাইয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়, শূদ্রাদি বর্ণের যে ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির কথা সেখানে লিখিত আছে, তাহাই সপ্ত জন্মের পরে; * অপিচ, সেরূপভাবে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ কখনই প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। আর এক কথা, একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই জাতিভেদ-প্রথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াও কোনও সমাজ এ পর্য্যন্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন নাই। বরং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন নূতন জাতির (বা সম্প্রদায়ের) সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধগণ এক-জাতি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে দাঁড়াইয়াছিল,—তাঁহারাই পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ, খৃষ্টানগণ, ব্রাহ্মগণ, যিনিই যখন একাকার বা একজাতি-সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তদ্দ্বারা আর এক নূতন জাতির বা নূতন সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন মাত্র। অধিক বলিব কি, হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত এই হিসাবে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। তার পর, যাঁহারা ঐ সকল নূতন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন, তাঁহারাই কি আপনাপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? হয় তো কোথাও কোথাও আহারে ব্যবহারে বা লৌকিকতায় তাঁহাদের এক-জাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে, এখনও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত সংস্কারের ফল বিশেষরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয় না কি? সে সংস্কার—আমরা কোথায় না দেখিতে পাই? এক-জাতি মধ্যে পরিগণিত হইলেও, পূর্ব্বে যিনি ব্রহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি নিঃসঙ্কোচে কখনও চণ্ডালাদি অন্ত্যজ বর্ণের সহিত বিবাহাদি-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন কি? হয় তো তিনি তাঁহার দৃষ্টিতে শিক্ষিত-সভ্য-ভব্য কোনও নীচ জাতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে কুণ্ঠিত না হইতে পারেন; কিন্তু অসভ্য কদাচারী ব্যক্তির সহিত কখনই তিনি সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না। আধুনিক বহু সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার দেখিয়া, অন্ততঃ এই কথাই আমাদের মনে হয়। ফলতঃ, একাকারের পক্ষপাতী হইলেও, সকলেরই মধ্যে জাতিভেদের ফল্গু-প্রবাহ প্রবাহিত রহিয়াছে। কেবল এ দেশে বলিয়া নহে;—পাশ্চাত্য ইউরোপেও এ ভাবের অসদ্ভাব নাই। যদিও এ দেশের সহিত সে দেশের তুলনা হইতে পারে না এবং সে তুলনা করিতেও চাহি না; তথাপি মোটামুটি দেখিতে পাই,—এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, সেখানকার কোনও অভিজাত ব্যক্তি কখনও কোনও নীচ-বংশীয়ের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহেন না; সময় সময়, এক পংক্তিতে ভোজনেও তাঁহাদের আপত্তি দেখা যায়। কি হিন্দু, কি অহিন্দু, কি আর্য্য, কি অনার্য্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কোন-না-কোনও আকারে এই জাতিভেদ-প্রথার বীজ নিহিত আছে। আর সেই জন্যই, জাতিভেদ যে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা স্বতঃই মনে হয়। তবে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,—ভারতবর্ষ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, তাই ভারতীয় হিন্দুগণের

* মনুসংহিতার দশম অধ্যায়, ৬১—৬৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জাতিভেদ-প্রথার সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। জন্মগত অধিকার-ভেদ—আর্য্য-হিন্দুগণের সেই সর্ব্বাঙ্গীণ সভ্যতারই পরিচায়ক। আমরা প্রধানতঃ দেখিতে পাই—জন্মাগত জাতি-বর্ণানুক্রমে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত নিম্নতম বর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির তারতম্য—কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? কৃষক-পুত্রের কৃষিকার্য্যে সংস্কার আপনিই সঞ্চিত হয়; কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি বৃত্তি-জীবিদিগের সন্তান-সন্ততির উপর বংশানুক্রমিক প্রভাব আপনি আসিয়া পড়ে; অন্যান্য জাতিবর্ণ-সম্বন্ধেও সেই একই ভাব দেখিতে পাই। ইহাই বংশানুগত বর্ণ-ধর্ম্মের ভিত্তি। সেই জন্যই, ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াও, মানুষ আপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিপদে বা প্রলোভনে পতিত হইয়া, মানুষ অনেক সময় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে; কিন্তু সর্ব্বথা তাহার পূর্ব্বসংস্কার দূর হয় কি? তাই দেখিতে পাই, মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও, এ দেশের বহু অধিবাসী আজিও হিন্দু-দেবদেবীর উপাসনায় যোগ দেয়। তাই দেখিতে পাই, মাদ্রাজী খৃষ্টানগণ অনেকেই এখন শিখা ধারণ করে এবং দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধারণা,—তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু জাতিত্যাগ করে নাই। বর্ণ, ব্রাহ্মণ, বিপ্র, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শব্দ—বেদে একাধিক বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্র দেবতার উপাসনা-স্তোত্রে বলিতেছেন,—"হত্বী দস্যূন প্র আর্য্যং বর্ণং আবৎ।" ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য তাহার অর্থ করিয়াছেন,—"হে ইন্দ্র, আপনি দস্যুদিগের বধ-সাধন করিয়া আর্য্যবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিকে রক্ষা করুন।" যাঁহারা জাতি-ভেদ মানিতে চাহেন না, তাঁহারা কৌশলে উক্ত সূক্তান্তর্গত 'বর্ণ' শব্দটিকে একরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বলেন,—"সায়ণের অর্থ ঠিক নহে; ঋগ্বেদের সময় দুই জাতি ছিল—আর্য্যজাতি ও অনার্য্য-জাতি। এখানে 'বর্ণ' শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে।" * ইহার উপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি বাহুল্য মাত্র। বেদ-ব্যাখ্যায় যাঁহারা সায়ণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্পর্দ্ধায় বলিহারি যাই! বিপ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, তাঁহারা করিয়াছেন—স্তোত্র-রচয়িতা। ক্ষত্রিয়-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—বীর্য্যবান্। অথচ, বেদে যে যে স্থলে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, তত্তৎস্থলে সায়ণাচার্য্যের অর্থ গ্রহণ করিলে, ঐ সকল শব্দে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের ভাবই মনে উদয় হয়। সপ্তম মণ্ডলের ঊননবতি সূক্তে বরুণের উপাসনা আছে। সেই উপাসনায় তাঁহাকে 'রাজা' বলা হইয়াছে এবং তিনি 'সুক্ষত্র' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। সূক্তটী পাঠ করিলে, সেই বরুণ রাজাকে কোনও ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু, আছে 'ক্ষত্রিয়' বর্ণের সৃষ্টির কথা স্বীকার করিতে হয়,—এই

---

* ম্যাক্সমুলার প্রথমে এই অর্থ (সুক্ষত্র=Almighty) করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুসরণে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ঐ শব্দে 'অতিশয় বলবান' অর্থ গ্রহণ করেন। 'বর্ণ' শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থও বোধ হয়, রমেশ বাবুরই কল্পনা-প্রসূত।

জন্য, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ 'স্বক্ষত্র' শব্দের অর্থ—'বলবান' করিয়াছেন। * ইহাও বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? যাহা হউক, সায়াণাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ যে-কেহ গ্রহণ করিবেন,—তাহা কখনই মনে হয় না। যিনিই যাহা বলুন, ফলে দেখা যায়,—বর্ণ-ভেদ-প্রথা বৈদিক কাল হইতেই এদেশে প্রচলিত আছে; এবং ঐ প্রথা এ দেশের প্রকৃতির সহিত মজ্জাগত-ভাবে অবস্থিত।

* * *

বেদ-মূল।

বেদই সর্ব্ব-শাস্ত্রের মূল।

বেদ হইতেই যে অন্যান্য শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, হিন্দুকে তাহা বুঝাইবার আবশ্যক হয় না; অপরেও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। যাহা বেদানুগত—তাহাই শাস্ত্র। শাস্ত্র—বেদেরই অভিব্যক্তি মাত্র। বেদ হৃদয়ের সামগ্রী; বেদ হৃদয়েই অধিষ্ঠিত ছিল। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, বেদ প্রথমে লিপিবদ্ধ হয় নাই; বৈদিক সূক্ত-সমূহ তখন ঋষিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে সংগ্রথিত ছিল। পিতা, পুত্রকে সে স্তোত্র কণ্ঠস্থ করাইতেন; পুত্র, প্রপৌত্রকে সে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। * পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই বৈদিক স্তোত্র-সমূহ সংসারে চলিয়া আসিতেছিল। বেদের অপর নাম—শ্রুতি; শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল,—সেই জন্যই বেদের অপর নাম—'শ্রুতি'। কালধর্ম্মে মনুষ্যের ধৃতি-শক্তির হ্রাস হইতেছে—উপলব্ধি করিয়া, জনহিত-ব্রতধারী ঋষিগণ বেদের সূক্ত-সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন; এবং তাঁহারই কিছুকাল পরে, কোন্ সূক্ত কিরূপভাবে যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হইবে,—তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগ—গদ্যে রচিত। বেদের শাখা-অনুসারে ব্রাহ্মণ-ভাগের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল,—পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভাগকে পরবর্ত্তি-কালে বেদের উপসংহার-ভাগ বলিয়াও কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের পর, আরণ্যক ও উপনিষদের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মচর্য্য-গ্রহণে অরণ্যাশ্রমে বাস করিবার সময়, গুরুর নিকট বেদ-বিষয়ক যে আলোচনা ও শিক্ষালাভ হইত, আরণ্যক-গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ হয়। অরণ্যাশ্রমে উহা সূচিত হইয়াছিল বলিয়াই, উহার নাম—আরণ্যক। বেদ-সংহিতা পাঠের পর, সেই আরণ্যক অর্থাৎ বেদ-সংক্রান্ত আলোচনা পাঠ করার রীতি ছিল। আরণ্যকের পর—উপনিষৎ। কাহারও কাহারও মতে,—আরণ্যক ও উপনিষৎ একই সময়েই রচিত হইয়াছিল। উপনিষৎ শব্দের অর্থ—[উপ+নি+সদ(গমন)+ক্বিপ] সমীপে গমন; অর্থাৎ যদ্দ্বারা ব্রহ্মের সমীপত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আত্মভাব উপলব্ধি হয়,—তাহাই উপনিষৎ। ব্রাহ্মণ-ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড; উপনিষৎ—জ্ঞানকাণ্ড। ব্রাহ্মণ-ভাগে কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যলাভের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে; উপনিষদে জ্ঞানের

* ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

দ্বারা আত্মতত্ত্ব-নিরূপণের বীজ নিহিত আছে। অধুনা উপনিষৎ নামে বহু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আদি উপনিষৎ বারখানি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তৎসমুদায়, বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের অংশ-মধ্যে পরিগণিত। উপনিষদের পর—দর্শন। দর্শন-শাস্ত্র প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং ষড়দর্শন নামে উহা অভিহিত। বেদে যাহার আভাষ ছিল; আরণ্যক ও উপনিষদে যাহার বিবৃতি হইয়াছিল; দর্শন-শাস্ত্রে তাহারই প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শিত হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগের অপর অঙ্গ—স্মৃতি। স্মৃতি শব্দের অর্থ—[স্মৃ (স্মরণ)+তি] পূর্ব্বানুভূতি। বেদে যাহা আছে, মন্বাদি ঋষিগণের স্মৃতি, তাহারই মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে গ্রন্থ রচনা করেন,—তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি—সম্পূর্ণরূপ বেদানুবর্ত্তিনী। স্মৃতি-সমূহ—মন্বাদি-প্রণীত সংহিতা নামে অভিহিত। স্মৃতি এবং দর্শন-শাস্ত্রের প্রণয়ন-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। অনেকেই বলেন,—দর্শনের পূর্ব্বে স্মৃতি বিরচিত হইয়াছিল। স্মৃতির পর,—পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি। পুরাণের সংখ্যা—অষ্টাদশ; উপ-পুরাণের সংখ্যা—অনেকগুলি। বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দৃষ্টান্ত উপদেশাদি দ্বারা জন-সাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যেই, প্রধানতঃ পুরাণ-পরম্পরা প্রণীত হয়। ইহাতে সময়-বিশেষের আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কলাপ প্রভৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এক হইতে যেমন বহুতর পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এক বৃক্ষ হইতে যেমন বহুতর বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; এক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হইতে যেমন বহুতর দীপ-শিখার উদ্ভব হইয়া থাকে। এক বেদ হইতে তদ্রূপ বেদাঙ্গ বেদান্ত প্রভৃতির সৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

বৈদিক ধর্ম্মের মৌলিকত্ব প্রসঙ্গে।

বৈদিক-ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আদিভূত।

ভগবদনুসরণই—মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই অনুসরণের ফলেই—মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন, মনুষ্যের সভ্যতা, মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি। যে জাতি যতটুকু পরিমাণে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, তাহার ধর্ম্ম ততদূর সমুন্নত, তাহার সভ্যতা ততদূর পরিমার্জ্জিত। আর্য্য-হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বেদাদি শাস্ত্র—তাহার জীবন্ত নিদর্শন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জাতি—যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সার সামগ্রী—বৈদিক-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত আছে, দেখিতে পাই। ফলতঃ, এমন কোনও অবিসম্বাদিত তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কেহ অবিষ্কার করিতে পারেন নাই, বৈদিক-ধর্ম্মে যাহার অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম-সমূহের আলোচনা করিলে, আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই না কি,—আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক ধর্ম্ম হইতেই অন্যান্য ধর্ম্মের সার-সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে? আমরা দেখিতে পাই না কি,—অনেক সামগ্রী দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু সকলেরই মূল—সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম। কোনও এক সময়ে, আর্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার ও কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত পৃথিবীর প্রাচীন জাতি-সমূহের অনেকেরই আচার-ব্যবহার এবং কর্ম্ম-পদ্ধতির সামঞ্জস্য ছিল। পুরাবৃত্তে

তাহার ভূয়োভূয় পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও নীতি-তত্ত্বের অনেক অংশ আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শের অনুসরণকারী। এক জ্যোতিঃ হইতে যেন সকল জ্যোতির উৎপত্তি হয়; অথচ, সেই জ্যোতিঃ-সমূহের কোনটী উজ্জ্বল, কোনটী ক্ষীণপ্রভ, কোনটী বিমল হইয়া থাকে; ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে। আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শ বৈদিক-ধর্ম্মের দিব্য-জ্যোতিঃ এককালে দিগ্দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; এখনও তাহার অংশ-মাত্র কোথাও কোথাও সঞ্চিত আছে; আর্য্য-ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর ধর্ম্ম-সমূহের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, "পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণকারী, সে ধর্ম্ম এই ভারতবর্ষেরই।" তাহা যদি অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, প্রোক্ত সিদ্ধান্তে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং এখন দেখাইতেছি,—পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এখনও কি প্রকারে ভারতীয় ধর্ম্মের অনুসরণকারী! মনুষ্যের গণনায় যতদূর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই,—পৃথিবীতে এখন মোটামুটি এক শত কোটী লোকের বসতি আছে। এই এক শত কোটী লোকের মধ্যে তিপ্পান্ন কোটী লোক হিন্দু-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী; অবশিষ্ট সাতচল্লিশ কোটী লোক অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসক। বলা বাহুল্য, সেই সাতচল্লিশ কোটীর মধ্যে—খৃষ্ট-ধর্ম্ম আছে, মুসলমান-ধর্ম্ম আছে, জোরাষ্ট্রিয়ানিজম (প্রাচীন পারসীকগণের ধর্ম্ম) আছে, জুডাইজম্ (মোজেস-প্রবর্ত্তিত ইহুদিগণের ধর্ম্ম) আছে, আরও কত ধর্ম্ম আছে। কিন্ত যতই যাহা থাকুক, আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারি,—তাহার কোনটীই আদিভূত নহে। কোন্ ধর্ম্মের কোন্ সময় অভ্যুদয় হইয়াছিল,—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান আছে। সে প্রমাণ-পরম্পরা দেখিয়া, কেহই কখনও বলিতে সাহসী হন নাই যে, আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের পূর্ব্বে ঐ সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল।

* * *

বেদে ইতিহাস প্রসঙ্গ।

বেদে পুরাবৃত্ত।

বেদে যেমন হিন্দুর পারলৌকিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাতে ইহলৌকিক সমাচারও সেইরূপ নিহিত আছে। বৈদিক-কালের রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার শাসন-প্রণালী প্রভৃতির আভাষ, বেদেই দেখিতে পাই। সে হিসাবে, পক্ষান্তরে, বেদকে পুরাবৃত্ত-ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। তবে, পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস শব্দে অধুনা যে সামগ্রীটিকে বুঝাইয়া থাকে, বেদে বা অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে হয় তো ঠিক সেটুকু না বুঝাইতে পারে; কিন্তু ইতিহাসের যাহা সার-সামগ্রী, পুরাবৃত্তের যাহা উপাদানভূত, বেদ বা শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। হইতে পারে,—সময়-কাল-নির্দ্দেশে ধারাবাহিক ঘটনাবলীর বা রাজন্যবর্গের বিবরণ উহাতে নাই; হইতে পারে,—দিবা-দান-দণ্ড-নিরূপণে যুদ্ধ-বিগ্রহের

বর্ণনাও উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না; হইতে পারে,—বর্ত্তমান ইতিহাসের ভাবাভাসে ও শাস্ত্র-বর্ণিত কাহিনী-কলাপে, আরও শত-পার্থক্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু তথাপি বলিতে সাহস করিতেছি,—বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ, হিন্দুজাতির ইতিহাস;—একটী সভ্য-সমুন্নত জাতির যে ইতিহাস হওয়া উচিত, তাহা সেই ইতিহাস। যাহা লোকশিক্ষার অনুকূল, অর্থাৎ যদ্দ্বারা মানুষ আপনার জীবনগতি নির্ণয় করিয়া লইতে পারে, তাহাই ইতিহাস। ইতিহাসে অতীতের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত দেখি; ইতিহাসে বর্ত্তমানের ভাব-পরম্পরা বিশদীকৃত হয়; ইতিহাসে ভবিষ্যতের গন্তব্য-পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। অতীত ঘটনার ফলাফল দর্শনে, বর্ত্তমানকে কিরূপভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে সুফল লাভ হয়,—ইতিহাস তাহাই নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই ইতিহাস—কখনও দর্শন, কখনও বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থনিচয়—তাই আর্য্য-হিন্দুগণের সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ইতিহাস। জীবনগতি নির্দ্ধারণে মনুষ্যের যাহা কিছু আবশ্যক, যে পথে যে আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিলে শ্রেয়ঃ-লাভ সম্ভবপর,—শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসে সদসৎ পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মেরই প্রাধান্য-প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। কিন্তু শাস্ত্র, লোক-শিক্ষার উপযোগিতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে, অসতের ন্যূনতা এবং সতের প্রাধান্য, অধর্ম্মের পরাজয় এবং ধর্ম্মের জয়—এই চিত্র হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার জন্য, তদুপযোগী উপাদান-সমূহ সংগ্রহ করিয়া লোক-লোচনের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসের এবং শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের ইহাই পার্থক্য। রাজার কিরূপ প্রজাপালক হওয়া প্রয়োজন, তাঁহার কিরূপ ত্যাগশীলতা-আত্মোৎসর্গ আবশ্যক—শ্রীরামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির শত শত চিত্রে শাস্ত্র সে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির পতি-ভক্তির আদর্শে সংসার অনুপ্রাণিত হউক; লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, অর্জ্জুন প্রভৃতির ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়া জগৎ সৌভ্রাত্র শিক্ষা করুক; পিতৃভক্তি, স্বজন-প্রীতি, আত্মত্যাগ, বীরত্ব, সত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতির আদর্শ-চিত্র নয়নে নয়নে প্রতিভাত থাকুক;—শাস্ত্র তদনুরূপ উপাদান-সামগ্রীই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা অনাবশ্যক, যাহাতে লোক-শিক্ষার কোনও বীজ নিহিত নাই,—শাস্ত্রে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের ইহাই বিশেষত্ব। আরও এক কথা!—জলোচ্ছ্বাসের প্রবল প্লাবনে নগর-জনপদ ভাসমান হইলে, সে স্মৃতি অনেকেই বিস্মৃত হইতে না পারেন; কিন্তু কাল-সাগরের তরঙ্গ-প্রবাহে কত কত জলবুদ্বুদ্ উত্থিত হয়, কে তাহা গণনা করিয়া রাখিতে সমর্থ হন? ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরাও অনেকটা সেইরূপ বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান ইতিহাসে যাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকে, ভবিষ্যতের ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চয়ই তাহার ঔজ্জ্বল্য কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যায়। এইরূপে কমিতে কমিতে, কালক্রমে অত্যুজ্জ্বল স্মৃতির চিহ্ন-মাত্র অবশিষ্ট থাকে; সাধারণ ঘটনা-পরম্পরা কেহই আর তখন গণনার মধ্যে আনিতে চাহেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ও ইংরেজ-রাজত্বের সেদিনের ঘটনাই উল্লেখ করি না কেন? মামুদ ঘোরীর ভারতলুণ্ঠন-কাহিনী

স্মৃতি-পটে যতটা উজ্জ্বল হইয়া আছে, দাসবংশীয় রুকুনুদ্দীন বা নসিরুদ্দীনের কথা কি ততদূর মনে থাকিবে? পলাশীর যুদ্ধ-কাহিনী, অথবা সিপাহী-যুদ্ধের পর ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণী যতদূর স্মরণ থাকা সম্ভবপর, রিস্তাম্বর বা পলিলুরের যুদ্ধ-কথা অথবা সেগৌলীর সন্ধি-কথা ইতিহাসে তাদৃশ প্রশস্ত স্থান লাভ করিবে কি? ফলে, পরবর্ত্তিকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী একে একে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অন্তর্হিত হইবে;—গুরুত্ব অনুসারে প্রসিদ্ধ ব্যাপার-পরম্পরাই ইতিহাসে স্থানলাভ করিবে। কয়েক দিনের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোড়ন করিলেই, এই তথ্য সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে, কত কালের—কত কোটী কোটী বৎসরের—আর্য্য-সভ্যতার ইতিহাস, কিরূপে ধারাবাহিক সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় সমর্থ হইবে? বিশেষতঃ, তাহার আবশ্যকতাও উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া মনে হয়। যাহা বিশিষ্ট, যাহা সারভূত, যাহা প্রয়োজনীয়;—শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসে তাহাই স্থান পাইয়াছে। ইতিহাস-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা করিলেও অধুনা পাশ্চাত্য-জাতিগণ যাহাকে ইতিহাস বলেন, আমাদের ইতিহাস তাহা হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামগ্রী ছিল। তাহাতে, ইতিহাস শব্দে—[ইতিহ (পরম্পরাগত উপদেশ) + অস্ (হওয়া) + অ] যাহাতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে—তাহাই বুঝাইয়া থাকে। মহাভারতে ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—"যাহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশসহ পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাই ইতিহাস।" * সে হিসাবে, শাস্ত্রমাত্রকেই প্রকারান্তরে ইতিহাস বলা যাইতে পারে। বেদ সেই ইতিহাসের আদিভূত। বেদ—হিন্দুর পুরাবৃত্ত।

* * *

বেদে রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গ।

বৈদিক-কালের রাজন্যবর্গ।

কিন্তু সেই পুরাবৃত্তে—বেদে—প্রাচীন রাজন্যবর্গের ও আচার-ব্যবহারের কি পরিচয় প্রাপ্ত হই? বলিয়াছি তো, ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই। প্রাচীন কালে অন্য কোনও আকারে ইতিহাসের অস্তিত্ব হয় তো বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুগ-যুগান্তরের বিপ্লব-বিবর্ত্তনে তৎসমুদায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। বেদ কণ্ঠে কণ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। আর সেই জন্যই মনে হয়, বেদে ইতিহাসের সারভূত কয়েকটী তত্ত্বের উল্লেখ ব্যতীত বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদে যে সকল রাজন্যবর্গের নাম উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি কখনও বজ্র-অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দস্যুদিগের সংহার সাধন করিতেছেন; তিনি কখনও দেবতাদিগের রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন; তিনি কখনও পূজা-

---

* "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

উপচার প্রাপ্ত হইতেছেন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্রেই দেবরাজ ইন্দ্রের গুণ-কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের ঘোর যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত বহু বিবরণ বেদে বর্ণিত আছে। সেই বর্ণনা হইতে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,—বৃত্র বা অহি মেঘের নামান্তর মাত্র। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা মেঘকে আঘাত করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়াছিলেন, বৃত্রাসুর-বধ-বর্ণনায় তাহাই উপলব্ধি হয়। পুরাণাদিতে বৃত্রাসুর-বধের যে উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, এই রূপক হইতেই তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা।" * মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—"বাবিলন-নগরে সেমিটিক-জাতীয় এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র ঘোর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সেই হইতেই বৃত্রাসুর-বধের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে।" পারসিকগণের 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থেও উক্ত ঘটনার আভাষ পাওয়া যায়। 'জেন্দ আভেস্তায়' বৃত্রকে 'বেরেথ্র' এবং ইন্দ্রকে 'বেরেথ্রঘ্ন' (বৃত্রঘ্ন) বলিয়া উল্লিখিত আছে। বেদে যেরূপ ইন্দ্রের মহিমা পরিকীর্ত্তিত; 'জেন্দ আভেস্তার' অন্তর্গত 'বহ্রাম যহ্‌ৎ' অংশ তদ্রূপ বেরেথ্রঘ্নের স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ। বৃত্রের 'অহি' নামের আভাষও 'জেন্দ আভেস্তায়' পাওয়া যায়। এই জন্য বেদের 'ইন্দ্র' এবং জেন্দ আভেস্তার "বেরেথ্রঘ্নকে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকেই এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের 'জিয়স' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও দেবতাদিগের রাজা ছিলেন; ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্র ধারণ করিতেন। দানব-দমনে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, আর সেই বজ্রে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন; গ্রীকদিগের 'জিয়স'-সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। জিয়সের পুত্র 'হিফেষ্টস,' পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাতে 'টিটান'-কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। গ্রীকদিগের 'আপোলো' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। † ইন্দ্রের ন্যায় আপোলোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত তূণীর ছিল। 'আপোলো' সূর্য্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক-দেবতা 'ফোয়েবসের' অশ্ব ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের 'হেলিয়স' দেবতা অগ্নিময় রথে পরিভ্রমণ করিতেন;—এইরূপ নানা বিষয়ে ইন্দ্রের সহিত গ্রীক-দেবতাদিগের সাদৃশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের হস্তী—ঐরাবত; ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা; ইন্দ্রের পুরী—অমরাবতী; ইন্দ্রের উদ্যান—নন্দন; ইন্দ্রের প্রাসাদ—

* ম্যাক্সমূলার বলেন,—"বেদের এই বৃত্রাসুর বধ হইতেই হোমারের ইলিয়দ-গ্রন্থে ট্রয়-যুদ্ধের কল্পনা। বেদের সরমা ট্রয়-যুদ্ধের হেলেন (Helen), বেদের পণিগণ (Pannis)—ট্রয়ের পারিস (Paris) নাম পরিগ্রহ করাই সম্ভবপর।"

† গ্রীকদিগের জিয়স (Zeus) লাটিন ভাষায় জুপিটর (Jupiter) নামে অভিহিত। টিটান (Titan) আপোলো (Apollo), ফোয়েবস (Phoebus), হেলস (Halos) প্রভৃতির বিবরণ যে কোনও ইংরেজী অভিধান দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

বৈজয়ন্ত; ইন্দ্রের পত্নী—শচী; ইন্দ্রের পুত্র—জয়ন্ত। এ সকলের সহিতও গ্রীকদিগের অনেক দেবতার ঐশ্বর্য্য-সম্পদের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সকল দেখাইয়া ইন্দ্রের সহিত পারসিকদিগের এবং গ্রীকদিগের দেবদেবীর একত্ব-প্রতিপাদনে অনেকে প্রয়াস পান। তাঁহাদের সহিত আমরা অবশ্য একমত হইতে পারি না। প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের দেবরাজ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য-কথা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহা হইতেই অন্যান্য জাতি আপন আপন দেবদেবীর আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন,—এই সকল সামঞ্জস্যে তাহাই বরং মনে হইতে পারে। দেবরাজ ইন্দ্রের পর, যে সকল নরপতির প্রসঙ্গ বেদে উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে 'রাজা সুদাস' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। স্বয়ং ইন্দ্র সুদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ সেই বলে বলীয়ান হইয়া, রাজা সুদাস বহুদেশে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' লিখিত আছে,—রাজা সুদাস সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে সুদাসের যে বীরত্ব-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সুদাসকে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া মনে হয়। অনু এবং দ্রুহ্যু নামক দুই বীরের অধিনায়কত্বে এক সময়ে ষষ্টি শত এবং ষট্‌সহস্র ষড়ধিক ষষ্টিসংখ্যক যোদ্ধা, রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু সুদাস তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুদাসের এই বীরত্ব-বর্ণনা—ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে রাজা সুদাস দশ জন স্বাধীন নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া, বেদে উল্লিখিত আছে। সুদাসের একটী প্রধান প্রতিষ্ঠার পরিচয়—তিনি সাহিত্য-সেবী কবিগণের উৎসাহদাতা ছিলেন। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বংশধর কবিগণ তাঁহার নিকট যে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন নানা স্থানে তাহা বর্ণিত আছে। এক সময়ে কবি ত্রিৎসু বা বসিষ্ঠ, রাজা সুদাসের নিকট দুই শত গাভী, দুইখানি রথ, চারিটি অশ্ব এবং বহু স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যান্য কবিগণও রাজা সুদাসের নিকট সর্ব্বদা বিবিধ প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে অষ্টাদশ সূক্তের দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে মহর্ষি বসিষ্ঠ সুদাসের গুণ-গাথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কেবল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বংশধরগণকে বলিয়া নহে;—বিদ্যা এবং ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ-দানের জন্য রাজা সুদাস সর্ব্বদাই অর্থ-সাহায্য করিতেন। তিনি প্রজাপালক, তিনি অতিথিবৎসল ছিলেন। সুদাসের পিতার নাম—দিবোদাস (পিজবন); তাঁহার পিতামহ ছিলেন—রাজা দেববান্। সুদাসের ন্যায় আরও বহু রাজার বিবরণ বেদে নিবদ্ধ আছে;—কোনও নৃপতি দূরদেশে অধিকার-বিস্তারে ব্রতী আছেন, কোনও নৃপতি যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিতেছেন, কোনও নৃপতি সৎকর্ম্ম-প্রভাবে রাজর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন, কোনও নৃপতি প্রজাপালনে যশোসম্মান লাভ করিতেছেন। সেই প্রসিদ্ধ রাজগণের মধ্যে তুর্ব্বসু, ত্রসদস্যু, যদু, তুর্ব্বেতি, বৃহদ্রথ, পুরু, বরুণ, অতিথিগ্ব, ঋজিশ্বান, সুশ্রবা, তূর্য্যবান, কুৎস, আয়ু, নর্য্য-প্রভৃতির নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। কোনও রাজা একচ্ছত্র সম্রাট-পদ লাভ করিয়াছিলেন; কোনও রাজা করদ-মিত্র রাজ-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

* * *

বেদে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বিষয়।

বৈদিক-কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ।

রাজা সুদাস প্রভৃতির সমর-প্রসঙ্গে বৈদিক কালের যুদ্ধ-প্রণালীর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তখনও রাজন্যবর্গ, সুসজ্জিত হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি লইয়া, পাত্র মিত্র সহ, মহা সমারোহে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। তখনও, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ এবং তরবারি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। তখনও রণবাদ্য, ভেরি এবং পতাকা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। তখনকার দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র—এখনকার গোলাগুলি কামান প্রভৃতিকেও উপেক্ষা করে না কি? তখনকার তীর-পরিচালনার কি অপূর্ব্ব চিত্রই দেখিতে পাই! তীরই কত প্রকারের? কোনও তীর অগ্নি উদ্গীরণ করে; কোনও তীর হইতে বিষ উদ্গীর্ণ হয়; কোনও তীরের অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ-ধার লৌহময় শলাকা; কোনও তীরে সুতীক্ষ্ণ হরিণ-শৃঙ্গাগ্র বিরাজমান। * এক একটী যুদ্ধের ভীষণতাই কি ভয়ানক। রাজা সুদাস, একটী যুদ্ধে ষষ্টি সহস্রাধিক শত্রু-সৈন্যকে ভূতল-শায়ী করিয়াছিলেন। বীরবর কুৎস, দস্যুগণের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য নিহত করেন। ইন্দ্রের এক দিনের একটী যুদ্ধে সহস্রাধিক পাঁচ লক্ষ শত্রু-সৈন্য প্রাণদানে বাধ্য হয়। † এইরূপ আরও কত কত যুদ্ধের কত কত লোমহর্ষণ কাহিনী বেদে বর্ণিত আছে। সে তুলনায়, কোথায় লাগে—বর্ত্তমান অনলবর্ষী কামানের ভীষণতা! সে তুলনায়, কোথায় লাগে—শত্রু-সংহারে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া! সমর-প্রাঙ্গণে কামানের ব্যবহার এবং ক্ষিপ্রগতিতে শত্রু-সংহার,—যাঁহারা সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, ঋগ্বেদের কোন্ স্মরণাতীত যুগের ইতিহাস, তাঁহাদিগকে সে দৃশ্য দেখাইতে পারে! তবে এখনকার যুদ্ধে ও তখনকার যুদ্ধে পার্থক্য কি কিছুই নাই? পার্থক্য অবশ্যই আছে। প্রধান পার্থক্য—উদ্দেশ্যগত। তখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল—ধর্ম্ম-রক্ষা, প্রজারক্ষা; আর এখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য—আত্মপ্রাধান্য-রক্ষা। তখনকার রাজন্যবর্গ প্রধানতঃ ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী দস্যুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন;—প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে, যত কিছু যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইত; কিন্তু এখনকার যুদ্ধ প্রায় স্থলেই স্বার্থসিদ্ধি-মূলক অথবা অভিমান-সঞ্জাত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কোনও কোনও পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিত, আর্য্য-হিন্দুগণকে কোনও এক অভিনব দেশের আগন্তুক বলিয়া মনে করিয়া লইয়া, এই যুদ্ধ-ঘটনা-সমূহকে অন্য রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন! তাঁহারা বলেন,—"আর্য্য ও অনার্য্যের এই যুদ্ধের সহিত স্পেনীয়গণের আমেরিকা অধিকারের তুলনা করা যাইতে পারে। স্পেনীয়গণ আমেরিকায় গিয়া আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণকে যেরূপ নির্ম্মূল করিয়াছিল, আর্য্যগণও ভারতে আসিয়া ভারতীয় অনার্য্য-

* ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তে সুসজ্জিত গজস্কন্ধারূঢ় রাজার যুদ্ধ-গমনের দৃষ্টান্ত আছে। 'ঐরাবত' হস্তী এবং 'উচ্চৈঃশ্রবা' ও 'দধিকা' (চতুর্থ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে) প্রভৃতি অশ্ব তৎকালে কি প্রসিদ্ধিই লাভ করিয়াছিল! ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে ঘোটক ও ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

† সপ্তম মণ্ডলে ১৮শ সূক্তে সুদাসের এবং চতুর্থ মণ্ডলের ১৬শ ও ২৮শ সূক্তে কুৎসের ও ইন্দ্রের শত্রু সংহার বিবরণ লিখিত আছে।

জাতির তদ্রূপ মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধ-ব্যাপারে তাহাই প্রতীত হয়।" এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু, আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—আর্য্য-হিন্দুগণ এদেশেরই অধিবাসী, তাঁহারা কখনই অন্য দেশের আগন্তুক নহেন। বেদে যে সকল ধর্ম্মদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী দস্যুর বিবরণ লিখিত আছে, তন্মধ্যে কুযব, অয়ু এবং কৃষ্ণ-নামা দস্যু বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত দস্যুদ্বয় প্রধানতঃ সিফা, অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী নদী-সমূহের নিকটস্থিত বন্য-প্রদেশে বসবাস করিত; এবং একটু সুযোগ বুঝিলেই দলবলসহ নগর-গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। কৃষ্ণ-নামা দস্যু অংশুমতী নদীর তীরে অবস্থিতি করিত; তাহার দলে দশ সহস্র সৈন্য সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। ঐ সকল দস্যুর উপদ্রবে নিরীহ জনসাধারণ বড়ই উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইন্দ্র ঐ দস্যুদলের সংহার-সাধন করেন। কেবল দস্যুদল বলিয়া নহে,—আর্য্য-রাজগণের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্মাচারবিরোধী ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন, ইন্দ্র তাঁহাদিগেরও যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। সরযূ-নদীর তীরের যুদ্ধে ইন্দ্রের হস্তে অর্ণ ও চিত্ররথ নামক আর্য্য-নরপতিদ্বয় নিহত হন।* প্রজাপালক রাজা দিবোদাসকে ইন্দ্র শতসংখ্যক প্রস্তরনির্ম্মিত পুরী দান করিয়াছিলেন। তিনি কুযবাচকে নিহত করিয়া দুর্য্যোণি রাজাকে রাজ্য দিয়াছিলেন; এবং অনার্য্য-জাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া আর্য্য-রাজগণকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বহু অবাধ্য ব্যক্তি বহুজনের বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল।* এক কথায়, দেশপতি সম্রাট যেরূপ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, তিনি যেরূপ দুর্ব্বিনীত করদ রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া আশ্রিত অনুগত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইয়া থাকেন,—এই সকল ঘটনাপরম্পরা দর্শনে, তাহাও সেই বেদোক্ত কালেরই অনুসরণ বলিয়া মনে হয়।

* * *

বেদ বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গ।

বেদ-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

বেদ-বর্ণিত সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই,—তখন অধিকাংশ লোকই ধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। এক দস্যুভীতি ভিন্ন তাঁহাদের অপর কোনরূপ কষ্টের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবী ধনধান্যে পরিপূর্ণা ছিলেন; দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্টের বিভীষিকা কদাচিৎ উপস্থিত হইত; ক্রিয়া-কর্ম্ম যাগ-যজ্ঞের প্রভাবে ঋষিগণ দেবরোষ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন, রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থা ছিল; প্রজা-পুঞ্জের সুখ-সাধনেই রাজা নিয়ত নিরত থাকিতেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিতে শস্যহানি, অথবা অকাল-বার্দ্ধক্য অকাল-মৃত্যুর কথা আদৌ শুনা যাইত না। কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে

* কুযব, অয়ু ও কৃষ্ণ দস্যুর বিবরণ যথাক্রমে প্রথম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্য্যোণি রাজার বিবরণ প্রথম মণ্ডলের ১৭৪ সূক্তে এবং নববাস্ত্বাদির ও অন্যান্য ব্যক্তির বশ্যতা-স্বীকার-প্রসঙ্গ দশম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে দ্রষ্টব্য।

নিযুক্ত থাকিত; বৈশ্যগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, ক্ষত্রিয়গণ শান্তি-রক্ষায় এবং ব্রাহ্মণগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরারাধনায় ব্রতী থাকিতেন। তখনও, সৌষ্ঠব-সম্পন্ন গ্রাম-নগর ছিল; ইষ্টক প্রস্তরাদি দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত; গতিবিধির সুবিধার জন্য সুপরিসর রাজপথ ছিল; দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণের নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত হইত; অশ্বযোজিত শকট, নৌকা, অর্ণবপোত এবং অন্যান্য যানাদির কিছুরই অভাব ছিল না। তৎকালে, বাণিজ্য-ব্যপদেশে, রাজ্যাধিকার-উদ্দেশ্যে, আর্য্যগণ দেশে-বিদেশে গমন করিতেন; দূর সমুদ্র-পথেও তাঁহাদের গতিবিধির অবধি ছিল না। * উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য. যব, কলাই, তিল এবং নানাবিধ ফলমূলের উল্লেখ দেখা যায়। ঘৃত, দুগ্ধ, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের কিছুরই অভাব ছিল না। আর্য্যগণ 'সোমরস' পান করিতেন ও দেবতাদিগকে 'সোমরস' দান করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই 'সোমরস' যে কি, এখন তাহা কোনপ্রকারেই নির্ণীত হয় না। কেহ কেহ বলেন,—"চন্দ্র-দেব 'সোম'-নামে এবং চন্দ্রের সুধা 'সোমরস' নামে অভিহিত হইত।" কাহারও কাহারও মতে,—"সোমরস, সিদ্ধি-পত্রের রসের ন্যায়; আর্য্যগণ এবং তাঁহাদের দেবতাবৃন্দ সেই রস পান করিতেন।" সে হিসাবে তাঁহারা সোমরসকে মাদক-সামগ্রী বলিয়াই মনে করেন। বৈদিক কালের আর আর আচার-ব্যবহারের মধ্যে দেখিতে পাই,—তৎকালে পশুবলি প্রচলিত ছিল, এবং আর্য্যগণের কেহ কেহ পশ্বাদির মাংস ভক্ষণ করিতেন। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে কূপ হইতে জল তুলিয়া সময়ে সময়ে যেরূপ ভাবে চাষ-আবাদ করা হয়, ঋগ্বেদের সময়েও কোথাও কোথাও সে প্রথা প্রচলিত ছিল। কোথাও কোথাও ঘোটকের দ্বারা চাষ-আবাদ হইত বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। সভ্য আর্য্য-হিন্দুগণ তখন সংস্কৃত-ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন; অসভ্য অনার্য্যগণ অনার্য্য-ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিত। তবে সে ভাষা এখনকার ভাষা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বৈদিক-ভাষার সহিত পরবর্ত্তি-কালের সংস্কৃত-ভাষার প্রায়ই ঐক্য নাই। বর্ত্তমান-কালের সংস্কৃত-ভাষা ব্যাকরণের নিয়মানুবর্ত্তী। কিন্তু বৈদিক-ভাষা সে ব্যাকরণের নিয়মাধীন নহে। ভাষার গতি দিন দিনই পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং বেদের অর্থ-পরিগ্রহ দিন দিনই দুঃসাধ্য হইয়া আসিতেছে;—বিকৃত অর্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সেই অর্থ-বিপর্য্যয়-হেতু, আর্য্য-হিন্দুগণের প্রাচীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধেও ভ্রান্তমতের প্রচলন হইয়াছে। প্রথমতঃ, শব্দার্থের কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন যে শব্দে যে অর্থ উপলব্ধি হইত, এখন সে শব্দের অর্থান্তর দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, পদার্থাদির নাম কতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন যে পদার্থ যে নামে পরিচিত হইত, এখন সে পদার্থের সে নাম প্রায়ই অন্য আকার ধারণ

---

* ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১১৬শ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজর্ষি 'তুগ্র' আপন পুত্র ভুজ্যুকে সসৈন্যে সমুদ্র-পথে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে দেখিতে পাই, ধনলাভেচ্ছু বণিকগণের সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ উল্লিখিত আছে।

করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাক্য-সমাবেশেও বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তখন যে বাক্য যে ভাবে অবস্থিত হইলে যে অর্থ প্রতীত হইত, এখন সে বাক্যে সে অর্থ প্রায়ই উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তখন যে ঋকের যে অর্থ হইত, এখন সে ঋকের সে অর্থ প্রতিপাদন করা বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ। সেইজন্য বেদ-ব্যাখ্যায় এখন পরবর্ত্তী শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক; সেইজন্য, বেদ-ব্যাখায় এখন নিরুক্তকার ভাষ্যকার প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি,—বেদ কিরূপে বংশ-পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি,—বেদব্যাস ও অথর্ব্ব ঋষি কিরূপে বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময় কোন্ ঋকের কিরূপ অর্থ প্রচলিত ছিল, যদি কেহ তাঁহাদের গ্রন্থ-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই সে অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু সকলের পক্ষে সে শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থন সম্ভবপর নহে;—সেই জন্য সাধারণতঃ যাস্কের নিরুক্ত এবং সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারেই অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত—বেদাঙ্গ-গ্রন্থ বিশেষ; বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা নিরুক্তে লিখিত আছে। যাস্কের নিরুক্তই এখন প্রচলিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—"মহামুনি যাস্ক খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।" কিন্তু যাস্কই যে প্রথম নিরুক্তকার, তাহা নহে। তাঁহার পূর্ব্বে বেদ-ব্যাখ্যাতা অন্যান্য নিরুক্তকার বর্ত্তমান ছিলেন, যাস্কের গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শাকপূর্ণি (শাকপুণি), ঔর্ণবাভ (ঊর্ণবাভ) স্থৌলাষ্টিবী (স্থুলোষ্টিবি) প্রভৃতি নিরুক্তকারগণের এখন নাম-মাত্রের উল্লেখ দেখি; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ-পত্র কিছুই এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকারগণের গ্রন্থ-সমূহের উদ্ধার সাধন হইলে, বৈদিক ঋক-সমূহের আদি-অর্থ অনেকাংশে উপলব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তার পর, যাস্কের তুলনায় সায়ণাচার্য্য—সে-দিনের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন,—"বিজয়-নগরের রাজার দরবারে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাধব বিদ্যারণ্য নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য, এবং তাঁহারই ভাষ্যানুসারে অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।" পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সকলেরই এখন অবলম্বন—সেই সায়ণাচার্য্যের টীকা বা ভাষ্য। * সেই ভাষ্য ব্যতীত বেদ বুঝিবার অন্য উপায় এখন আর কিছুই নাই। সুতরাং সে দিনের সায়ণাচার্য্য বেদ-ব্যাখ্যায় যদি কোনও ভুল-ভ্রান্তি করিয়া

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮২১ খৃঃ—১৮৫২ খৃঃ) ইউরোপে বেদের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। সার উইলিয়ম জোন্স্, কোলব্রুক, ডাক্তার উইলসন, প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে ফরাসী-পণ্ডিত বার্ণুফ, 'জেন্দ' ও বৈদিক-ভাষার শব্দ-তত্ত্বের আলোচনায় সাহিত্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সমসাময়িক রোসেন, এই সময়েই ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক (আট অধ্যায়ে এক অষ্টক; ঋগ্বেদে আট অষ্টকে চৌষটি অধ্যায় আছে) 'লাটিন'-ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার পর, ফরাসী-পণ্ডিত লাঙ্লো, ফরাসী-ভাষায় সমগ্র ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্চবিংশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া (১৮৪৯ খৃঃ—১৮৭৪ খৃঃ) অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সায়ণের টীকা-সহ সমগ্র

গিয়া থাকেন, সকলই এখন সেই ভ্রান্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। বুঝি বা সে ভ্রান্তি অপনোদনের আর সম্ভাবনাও নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের অভ্যুদয়-কালে, মাধব বিদ্যারণ্য বা মাধবাচার্য্য, বিজয়-নগরের রাজা বুক্কার্য্য এবং হরিহরের মন্ত্রী ছিলেন; সায়ণাচার্য্য নাম তাঁহার কেন হইল, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু, মতান্তরে বুঝা যায়,—তাঁহার বহু পূর্ব্বে বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারাই অস্থি-কঙ্কালের উপর বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া মাধবাচার্য্য সেই ভাষ্যকে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য-নামে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণমাধব' এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণাচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ আছে; তাহাতে দুই টীকাকারকে দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়। মাধবাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সায়ণাচার্য্যের সহিত তাঁহার তুলনাচ্ছলে, লোকে হয় তো 'সায়ণমাধব' বলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিত, এবং তাহা হইতেই হয় তো তিনি পরবর্ত্তিকালে সায়ণাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ আবার বলেন,—"সায়ণাচার্য্য, মাধবাচার্য্যের সহোদর ছিলেন। মাধবাচার্য্য, ব্রাহ্মণের টীকা প্রণয়ন করেন, আর সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্য লিখিয়া যান।" যাহা হউক, কাল-বিপর্য্যয়ে বেদের এবং বেদ-ব্যাখ্যার যে বহু বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। এখন যাহা বেদ বলিয়া পরিচিত, অথবা এখন যাহা বেদের ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচারিত, তাহা যে বহুরূপে বিকৃত হইয়া আছে, অনেক স্থলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদের দেবতা ও ঋষি।

বেদোক্ত দেবতা ও ঋষি।

বেদ-চতুষ্টয়ে নানা দেবতা ও নানা ঋষির নাম উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায়—অগ্নি, অদিতি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, দুর্গা, পৃথিবী, গঙ্গা, বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, সবিতা, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যূন তেত্রিশ হাজার দেবতার নাম দৃষ্ট হয়। ঋষি-মহর্ষির সংখ্যা—অগণ্য, অসংখ্য। অগস্ত্য, অদিতি, কশ্যপ, অঙ্গিরস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, নারদ, কণ্ব, যযাতি, মান্ধাতা, প্রস্কন্ন, কুৎস, হিরণ্যগর্ভ

ঋগ্বেদ সংহিতা প্রকাশ করেন। তৎপূর্ব্বে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সংস্করণ আর মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক অফ্রেট, বার্লিন-সহরে বেদের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লর্ড উইগ এবং গ্রাসমান নামক দুই জন জর্ম্মণ-পণ্ডিত জর্ম্মণ-ভাষায় ঋগ্বেদ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে অধ্যাপক বেন্‌ফি, অধ্যাপক ওয়েবার, অধ্যাপক রথ ও হুইটনী প্রভৃতি, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদের অংশ-বিশেষ প্রকাশ করেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই রোমান্ অক্ষরে বেদ-প্রচার করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন, ডাক্তার ষ্টিভেন্‌সন এবং অধ্যাপক হোগ ভারতবর্ষে বেদ-প্রচারে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। পরিশেষে, অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত-প্রবর রমানাথ সরস্বতী, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক বেদের অংশ-বিশেষ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। শেষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সামবেদ প্রকাশে এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

ইত্যাদি এক এক নামেই কত কত ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। এক 'আঙ্গিরস' নামে অন্যূন পঁয়তাল্লিশ জন ঋষির উল্লেখ আছে; অযাস্য আঙ্গিরস, পবিত্র আঙ্গিরস, ধ্রুব আঙ্গিরস, কৃষ্ণ আঙ্গিরস, ভিক্ষু আঙ্গিরস, শিশু আঙ্গিরস ইত্যাদি। এইরূপ কাণ্ব নামে অন্যূন পনের জন (আয়ু কাণ্ব, বৎস কাণ্ব, মেধাতিথি কাণ্ব, সৌভরী কাণ্ব ইত্যাদি) এবং কাশ্যপ নামে অন্যূন পাঁচ জন ঋষির (অবৎসার কাশ্যপ, রেভ কাশ্যপ, ভূতাংশ কাশ্যপ ইত্যাদি) উল্লেখ দেখা যায়। পুনঃপুনঃ একই নামের এইরূপ উল্লেখ থাকায়, পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ সময় নিরূপণে নানা ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ঐ সকল নাম যে তাঁহাদের পারিবারিক পরিচয় চিহ্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ, অঙ্গিরস (অঙ্গিরাঃ) ঋষির বংশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গিরস নামে তাঁহারাই অভিহিত হইয়াছেন; কশ্যপ বংশ হইতে বহুতর কাশ্যপ এবং কণ্ব বংশ হইতে বহুতর কাণ্বের উৎপত্তি। এই বিষয়টি বিশদরূপে বোধগম্য না হইলে, কাল-পরিমাণ নির্দ্দেশে পদে পদে প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কোন্ ঘটনা কোন্ কাশ্যপের বা কোন্ আঙ্গিরসের সময় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সুতরাং, সকল বিষয়েরই সময় নির্দ্দেশে নানা জনের নানা মত দেখিতে পাই। বৈদিক সূক্তে যে পঁয়তাল্লিশ জন বিভিন্ন আঙ্গিরস ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে, যদি সেই ঋষিগণই বিশেষ বিশেষ সূক্তের রচয়িতা হন, তাহা হইলে প্রথম যে আঙ্গিরস ঋষি সূক্ত রচনা করেন,—শেষের রচয়িতা তাঁহার বংশধর আঙ্গিরস হইতে কত অধিক পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, সহজেই তাহা বুঝা যায় না কি? আর এক কথা, এক এক বংশের প্রসিদ্ধ পুরুষগণের নামই বেদে স্থান পাওয়া সম্ভবপর। তাহা হইলে, কয় পুরুষ পরে এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাও চিন্তার বিষয় নহে কি? কেবল ঋগ্বেদ বলিয়া নহে,—অন্যান্য বেদ-সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। চারি বেদেই প্রায় একরূপ দেবতা ও ঋষিগণের নাম দৃষ্ট হয়। বেশীর ভাগ, অথর্ব্ব বেদে যম, মৃত্যু, কাল, দানব প্রভৃতির স্তবগুলি স্তোত্র আছে। বৈদিক দেবতাগণের উপাসনা-পদ্ধতি—প্রধানতঃ দুই প্রকার। কোনও কোনও দেবতার মহিমা বর্ণনা করিয়া স্তোত্র পাঠ হইয়া থাকে; কোনও কোনও দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি আহুতি প্রদান করা হয়। এই হিসাবে, প্রথমোক্ত দেবতাগণ 'যাগাঙ্গ' দেবতা, এবং শেষোক্ত দেবতাগণ 'স্তোত্রাঙ্গ' দেবতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জৈমিনির মতে,—"দেবতা কখনও শরীরী জীব হইতে পারেন না।" তিনি বলেন,—"মন্ত্রই দেবতা। দেবতা শরীরী হইলে, স্তুতিকারীর প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। তাঁহার অপ্রত্যক্ষ অবস্থান কল্পনা করিলেও, একই সময়ে নানা স্থানে তাঁহার উপস্থিতি অসম্ভব! কিন্তু মন্ত্রই যদি দেবতা হন, তাহা হইলে একই সময়ে সর্ব্বত্রই কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবপর।" জৈমিনির এই মত যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা নহে। দেবতা ও ঋষি—অসংখ্য ও অগণ্য। তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতিও তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকারের। অন্ততঃ শাস্ত্রানুশাসন-পরিচালিত হিন্দু তাহাই মান্য করিয়া থাকেন।

* * *

বেদে অধিকারী অনধিকারী প্রসঙ্গ।

বেদ-ব্যাখ্যায় অধিকারী অনধিকারী।

বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্মের সার মর্ম্ম আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে তৎসম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বিশেষ বিশেষ সত্য-তথ্যের আবিষ্কার-সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই,—প্রথম যে স্থান হইতে তাহা আবিষ্কৃত হয়, প্রাধান্য—সেই স্থানেরই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে 'সার আইজাক নিউটন' মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির তত্ত্ব-কথা প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন; তাই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার নাম দেশে-বিদেশে বিঘোষিত। এখন যদি অপর কেহ, নিউটনের কথা না জানিয়াও, মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিলাম বলিয়া প্রচার করেন, কখনই তিনি নিউটনের উচ্চ-আসন লাভ করিতে পারিবেন কি? ধর্ম্ম-প্রচারকগণ সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে সেই কথাই বলিতে পারি। যদি এক ধর্ম্মের কোনও সার-তত্ত্বের সহিত অপর ধর্ম্মের সার-তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে, প্রথমে যে ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, শেষোক্ত ধর্ম্ম কখনই তদ্বিষয়ে উচ্চ-স্থান লাভ করিতে পারিবে না। নিরপেক্ষভাবে যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই দেখিতে পাইয়াছেন,—বৈদিক-ধর্ম্ম হইতে কিরূপভাবে কোন্ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তার পর, খৃষ্ট-ধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম অথবা ইহুদী ও পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থানের বিষয় আলোচনা করিলেও, ঐ সকল ধর্ম্মে আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যাবর্ত্তের (ভারতবর্ষের) সীমানা; সময়ে সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া, নানা স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের মতে,—'আরব, পারস্য, তুরস্ক ও মধ্য-এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত এককালে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' হিন্দু-সভ্যতায়, হিন্দু-গৌরবে—সে এক দিন গিয়াছে। সে দিনের কথা, কেহই অস্বীকার কবিতে পারেন না। যদি তাহাই হয়, তৎকালে ঐ সকল দেশে বৈদিক-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। যে দেশ, যে রাজ্য, যে জনপদ, একেবারে ভারতবর্ষের—এমন কি আর্য্যাবর্ত্তের—অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সে দেশে, সে রাজ্যে, সে জনপদে, আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম্মের প্রাধান্য-বিস্তৃতি কখনই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যে ধর্ম্ম রাজা মান্য করেন, যে ধর্ম্ম রাজ-ধর্ম্ম, প্রজার মধ্যে অনেকেই সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করে,—সকল দেশের সকল ইতিহাসেই তাহা দেখিতে পাই। যখন মুসলমানগণ কোনও দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন সে দেশের অনেকেই মুসলমান হইয়াছিল;—অন্ততঃ কতক মুসলমান সে দেশে গিয়া নিশ্চয় বসবাস করিয়াছিলেন। ইংরেজও যখন যে দেশে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছেন, সে দেশেও কতক লোক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে;—অন্ততঃ কতক খৃষ্টান সে দেশে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য, অধিক আলোচনার আবশ্যক হয় না। এক ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, এ তথ্য অবগত হওয়া যায়। ইহাই মনুষ্যের প্রকৃতি। আর্য্য-হিন্দুগণ যখন দেশ-বিদেশে রাজ্য-বিস্তার করেন, তখন তাঁহাদের অনেকে যে সেই সেই দেশে বসবাস করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং, রাজধর্ম্ম-রূপে তত্তদ্দেশে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কখনই অসম্ভব নহে। আর তজ্জন্যই আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের শেষ-স্মৃতি অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে দেখিতে পাই,—প্রাচীন পারসিকগণ অগ্নি-পূজক ছিলেন; তাহাই বা কি? তাঁহাদের সেই অগ্নি-পূজা—বৈদিক যাগযজ্ঞেরই অনুস্মৃতি নহে কি? আরবে, তুরস্কে, এসিয়া-মাইনরে এবং অন্যান্য স্থানে হিন্দুদিগের আধিপত্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের যে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিহাসে কত দিন পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। কোন্ দেশে সে পরিচয় বিদ্যমান নাই? ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়—যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেইদিকেই সে স্মৃতি ওতঃপ্রোত বিজড়িত আছে। প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম, প্রাচীন মিশর,—যে সকল দেবদেবীর পূজা করিতেন, তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষের দেবদেবীর রূপান্তর মাত্র। স্থান-ভেদে, কাল-ভেদে, উচ্চারণ-ভেদে, কোথাও কোথাও নামের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; কোথাও কোথাও উপাসনা-প্রণালী বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কাল-ধর্ম্মে একই দেশে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়! প্রদেশ-ভেদেও একই দেশে উচ্চারণের কত পার্থক্য দেখিতে পাই! এই বাঙ্গালারই বিভিন্ন-প্রদেশে, জল-বায়ুর তারতম্য-হেতু একই শব্দের উচ্চারণে কত রূপান্তর ঘটিয়া থাকে! সে হিসাবে, চট্টগ্রামের সহিত বিক্রমপুরের এবং বিক্রমপুরের সহিত নবদ্বীপের উচ্চারণে এতই তারতম্য দেখা যায় যে, একই শব্দ, উচ্চারণগত পার্থক্যে, অন্য শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একই দেশে, একই সময়ে, যখন এতাদৃশ পার্থক্য; বিদ্যমান তখন, কোন্ দূর অতীতের, কোন্ দূর-দেশে, কিরূপ উচ্চারণ-পার্থক্য হওয়া সম্ভবপর,—সহজেই বুঝা যায় না কি? সুতরাং আমাদের 'অগ্নি,' লাটিনে 'ইগ্নিজ,' শ্লাভোনিকে 'ওগ্নি'-রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনের ঝঞ্চাবাতে সকল পরিচয়-চিহ্ন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাই কি উপেক্ষার সামগ্রী? গভীর জলধির অতল-তলে প্রবেশ করিয়া অবগাহনকারী ব্যক্তি শুক্তির সন্ধান লাভ করে; জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ দূরবীক্ষণ সাহায্যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন; ঐকান্তিকতার সহিত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে, সকল বিষয়েরই স্বরূপ-তত্ত্ব অধিগত হয়। তখন, বুঝিতে পারা যায়,—সকল ধর্ম্মের সার-সামগ্রী এক, এবং সেই সামগ্রী বেদের মধ্যেই নিহিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই অনাদি বৈদিক ধর্ম্মের কিরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই আভাষ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা বলেন,—"প্রকৃতি-পূজাই বৈদিক ধর্ম্মের মূলীভূত। আর্য্য হিন্দুগণ যখনই প্রকৃতির যে বিভূতির বিকাশ দেখিয়াছেন, তখনই তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্ত-বিস্তৃত আকাশের বিশালতা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তাঁহারা আকাশের পূজা করিয়াছেন। সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির নিকট পৃথিবীর সকল জ্যোতিঃ পরাভূত দেখিয়া, তাঁহারা সূর্য্যের উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন। নৈশ-অন্ধকারের ভীষণতার পর উষার মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা উষার পদ-প্রান্তে মস্তক লুটাইয়াছেন। এইরূপে, পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবীর সকল সামগ্রীই

তাঁহাদের উপাস্য-দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা, অসংখ্য নাম ও অসংখ্য গুণের আরোপ করিয়া, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যাদির পূজা করিতেন। এক আকাশকেই তাঁহারা কত নামে কত প্রকারে পূজা করিয়া গিয়াছেন। 'দ্যু' (জ্যোতিঃ) রূপে আকাশের পূজা-কল্পনা অতি প্রাচীন-কালে বিদ্যমান ছিল। বহু প্রাচীন-জাতির পূজা-পদ্ধতির সহিত আর্য্য-হিন্দুগণের এই প্রথার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই 'দ্যু' হইতেই গ্রীক-দিগের 'জিয়স', জর্ম্মণ-দিগের 'জিও', স্যাক্সন-দিগের 'তিউ' এবং রোমান-দিগের 'জু' (জুপিটারের প্রথম শব্দাংশ) প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর। আর্য্য-হিন্দুগণের বরুণ এবং মিত্র দেবতাও—আকাশেরই নামান্তর মাত্র। তাঁহাদের বরুণ-দেবতা গ্রীক-দিগের 'ইউরেনাস' এবং জেন্দ-আভেস্তায় 'মিথ্‌রা' নামে পরিচিত। ইরাণের 'অহুরো মজ্‌দ্‌'—এই বরুণেরই অন্য নাম। * আকাশের অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল। সেই পরিবর্ত্তন অনুসারেই বিবিধ নামে আকাশের পূজা-পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত ছিল। ইন্দ্রের পূজাও সেই আকাশ-পূজারই অন্তর্ভুক্ত। সংসারে সুবৃষ্টি আনয়নের কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র ক্রমশঃ হিন্দুগণের পূজায় প্রধান আসন লাভ করেন। সূর্য্য, সাবিত্রী, অদিতি, গায়ত্রী, পূষণ, বিষ্ণু প্রভৃতি আকাশ-সংক্রান্ত আরও নানা দেবতার কল্পনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু, মরুৎ, রুদ্র, যম, সোম,—সে সকল ইয়ত্তা আছে কি? তবে দেবতার মধ্যে প্রধানতঃ তিন দেবতার সম্বন্ধে অধিক ঋক্ দৃষ্ট হয়। অগ্নি-দেবতার পরই ইন্দ্র-দেবতা এবং তৎপরে সূর্য্য-দেবতার স্তোত্রের প্রাধান্য।" ফলতঃ প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে, আর্য্য-হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা জগতের আদিভূত পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—বেদের আলোচনায়, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তার পর, আর আর সম্বন্ধে, যাঁহার যাহা মনে হইয়াছে, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন;—যাঁহার যাহা কল্পনায় উদয় হইয়াছে, তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সে হিসাবে, আর্য্য-হিন্দুগণকে কেহ গাছ-পাথর-পূজক জড়োপাসক, কেহ বা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বেদের এখন এতই বিকৃত অবস্থা,—বেদের এখন এতই অর্থ-বিপর্য্যয়,—বেদের এখন এমনই দুর্দ্দশার দিন উপস্থিত! বেদের এই দুর্দ্দশা হইবে বলিয়াই তো, ভবিষ্যদ্দর্শী শাস্ত্রকারগণ বেদ-পাঠের অধিকারী অনধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন! বেদের এইরূপ পরিণতি ঘটিবে আশঙ্কা করিয়াই তো, শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদ পাঠের ব্যবস্থা বিহিত করিয়া গিয়াছেন! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদে সকল শাস্ত্রের সার মর্ম্ম নিহিত আছে; সুতরাং শাস্ত্র-মর্ম্মানুসারে বেদ-মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, বহু সাধনার, বহু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু সেরূপভাবে শাস্ত্রস-মুদ্র মন্থন করিয়া বেদ-পাঠের ক্ষমতা এখন আর কাহার আছে? তাই,

* পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মত—"Dyu (দ্যুঃ) is the Zeus of the Greeks, Zio of the Germans, Tiu of the Saxons, Jupiter of the Romans; Varuna (বরুণ) is the Uranus of the Greeks and Mitra (মিত্র) is the Mithra of the Zend-Avesta and Ahura Mazd of the Irans, &c."

বেদ লইয়া এখন নানা জনে নানা কথাই কহিতে পারিতেছেন! তাই, লোকের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে, বেদের এখন নানা অর্থ সূচিত হইতেছে! কিরূপ চিত্ত-স্থির করিয়া, শুদ্ধ-শান্ত হইয়া, বেদ পাঠ করিলে অভীষ্ট লাভ হয়, মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কোন্ বেদের কি প্রতিপাদ্য বিষয়, মনু সংক্ষেপে তাহাও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"ঋগ্বেদে দেব দৈবত্ব অর্থাৎ দেবতার স্তুতিই প্রধানভাবে বিদ্যমান আছে। মনুষ্যগণ যজুর্ব্বেদের দেবতা, অর্থাৎ মনুষ্যগণের কর্ম্মকাণ্ডই যজুর্ব্বেদের মুখ্য বিষয়। সামবেদ পিতৃ-দেবতাক অর্থাৎ পিতৃলোকের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—সামবেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদ্বানগণ, তিন বেদের এইরূপ তিন অধিষ্ঠাতা জানিয়া, সকল বেদের সারভূত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ বেদাধ্যয়ন করিবেন।"

* * *

বেদে অধিকারী।

অধিকারী। বেদাধ্যয়নে অধিকারী-অনধিকারীর বিচার—বড় গুরুতর বিচার। সকল শাস্ত্রকারের মস্তিষ্ক এই প্রসঙ্গে আলোড়িত হইয়া আছে। বেদজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান—লাভ করিবার পূর্ব্বেই তুমি তাহার অধিকারী কি না, তাহা বুঝিতে হইবে। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অর্থাৎ,—'অনন্তর' ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসু হইবে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ঐ 'অথ' বা 'অনন্তর' শব্দের ভাষ্যে কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। 'অথ' শব্দের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন,—"বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসর নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা অধিকারী।" ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও তাঁহার অনুক্রমণিকা অংশে অধিকারী-অনধিকারীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র-মতে বেদ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ষড়-বেদাঙ্গে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। শিক্ষাদি ছয়টী বেদাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে অভিজ্ঞতা-লাভেরও আবশ্যক হয়। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি-সমূহ এবং ষড়বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যার স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ বিদ্যা-স্থানে অভিজ্ঞ না হইলে বেদার্থ-জ্ঞান সম্ভব নহে। পরন্তু সেস্থলে বেদের যথেচ্ছব্যবহারই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে তাই উক্ত হইয়াছে,—যিনি সরলতার সহিত বিদ্যাভ্যাস না করিবেন কিংবা স্নান-আচমনাদি আচার-বিশিষ্ট না হইবেন, তিনি অসৎশিষ্য; তাঁহার নিকট বেদার্থ প্রকাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বেদবাক্য অবিতথ অর্থাৎ সত্য। সেই সত্যবাক্যে অধিকারী হইতে হইলে সত্য-পরায়ণ হওয়া চাই। তবে কে বেদার্থ-জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারিবে? বেদার্থ অমৃত-স্বরূপ। সদ্‌গুরুর নিকট যথানিয়মে বৈদিক মন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে সৎশিষ্য সে অমৃতপানে অধিকারী হইতে সমর্থ হন! আর সে অমৃতপানে দেবত্ব বা মোক্ষত্ব অধিগত হয়।

* * *

সায়ণাচার্য্যকৃতা বেদানুক্রমণিকা।

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননং ॥ ১ ॥
যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং ॥ ২ ॥
যৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্বুক্কমহীপতিঃ।
আদিশন্মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে ॥ ৩ ॥
যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুর্ম্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥
আধ্বর্য্যবস্য যজ্ঞেষু প্রধান্যাদ্‌ব্যাকৃতঃ পুরা।
যজুর্ব্বেদোঽথ হৌত্রার্থমৃগ্বেদো ব্যাকরিষ্যতে ॥ ৫ ॥
এতস্মিন্ প্রথমোঽধ্যায়ঃ শ্রোতব্যঃ সম্প্রদায়তঃ।
ব্যুৎপন্নস্তাবতা সর্ব্বং বোদ্ধুং শক্নোতি বুদ্ধিমান্ ॥ ৬ ॥

অত্র কেচিদাহুঃ—ঋগ্বেদস্য প্রাথম্যেন সর্ব্বত্রাম্নাতত্বাদভ্যর্হিতং পূর্ব্বমিতি ন্যায়েনাভ্যর্হিতত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানমাদৌ যুক্তং। প্রাথম্যঞ্চ পুরুষসূক্তে বিস্পষ্টং। তস্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ

সর্ব্ববিধ প্রয়োজন-সিদ্ধির প্রারম্ভে যাঁহাকে প্রণাম করিয়া বৃহস্পতিপ্রমুখ দেববৃন্দ সফল-মনোরথ হয়েন, সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতিকে প্রণাম করি। ১।

বেদবৃন্দ যাঁহার নিঃশ্বাসস্বরূপ, যিনি বেদ হইতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বিদ্যার পুণ্য-ক্ষেত্র-স্বরূপ, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের বন্দনা করি। ২।

সেই মহাদেবের ভ্রূকুটি-বিভ্রমে বুক্কনরপতি শিবরূপ ধারণ করিয়া বেদার্থ প্রকাশ করিবার জন্য মাধবাচার্য্যকে আদেশ করেন। ৩।

বুক্কনরপতি কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দয়াপরায়ণ মাধবাচার্য্য, অতি যত্নসহকারে পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া বেদার্থ-নির্ণয়ে উদ্যত হন। ৪।

যজ্ঞে যজুর্ব্বেদবিৎ ঋত্বিকের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সর্ব্বপ্রথম যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপর হোমকরণসমর্থ ঋত্বিকের জন্য ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ৫।

ইহার প্রথম অধ্যায় গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন করা উচিত। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় ব্যুৎপত্তি জন্মিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তদ্দ্বারা সমস্তই বুঝিতে পারেন। ৬।

এস্থলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্বত্র ঋগ্বেদই প্রথমে পঠিত হয়। এ হেতু 'শ্রেষ্ঠই প্রথমে উল্লেখযোগ্য'—এই ন্যায়কে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত।

ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়তেতি। সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যুক্তত্বাৎ পরমেশ্বরাদ্ যজ্ঞাদ্ যজনীয়াৎ সর্ব্বহুতঃ সর্ব্বৈর্হূয়মানাৎ। যদ্যপীন্দ্রাদয়স্তত্র তত্র হূয়ন্তে তথাপি পরমেশ্বরস্যৈবেন্দ্রাদিরূপেণাবস্থানাদবিরোধঃ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সসুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুরিতি। বাজসনেয়িনশ্চামনন্তি। তদ্ যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যে-কৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবা ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপি পরমেশ্বর এব হূয়তে। ন কেবলমৃচাং পাঠপ্রাথম্যেন অভ্যর্হিতত্বং কিন্তু যজ্ঞাঙ্গদার্ঢ্য-হেতুত্বাদপি। তথা চ তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে তচ্ছিথিলং। যদৃচা তদ্দৃঢ়মিতি। তথা চ সর্ব্ববেদগতানি ব্রাহ্মণানি স্বাভিহিতেঽর্থে বিশ্বাসদার্ঢ্যায় তদেতদৃচাভ্যুক্তমিত্যৃচমেবোদাহরন্তি॥ মন্ত্রকাণ্ডেঽপি যজুর্ব্বেদগতেষু তত্র তত্রাধ্বর্য্যুণা প্রযোজ্যা ঋচো বহব আম্নাতাঃ। সাম্নাং তু সর্ব্বেষামৃগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আথর্ব্বণিকৈরপি

ঋগ্বেদেরই প্রথমস্থ পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে;—সর্ব্বহুৎ যজ্ঞস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রথমে ঋক্ ও সাম উৎপন্ন হইয়াছিল; তাঁহা হইতে ছন্দঃ সমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং তাঁহা হইতেই যজুঃ সঞ্জাত হইয়াছিল। সর্ব্বহুৎ শব্দ দ্বারা পরমেশ্বরকে কিরূপ বুঝায়, তাহা বলা যাইতেছে। যদিও সেই সেই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণের হোম করা হয়, তথাপি সেই একই পরমেশ্বর, ইন্দ্রাদি বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। (এই জন্য ইন্দ্রাদি দেব-ভাব তাঁহার আকৃতির বিকৃতি মাত্র, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।) সেই এক নিত্য সনাতন পরমেশ্বরই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ। তিনিই সুপর্ণ গরুড়, তিনিই অগ্নি, তিনিই যম, তিনিই বায়ু—এইরূপ মন্ত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ, "অমুং যজামুং যজ" অর্থাৎ ইঁহার পূজা কর, ইঁহার যজ্ঞ কর ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐরূপ বাক্যাবলী দ্বারা যে সকল দেবতার পূজা বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ইঁহার সৃষ্ট। ইনিই সর্ব্বদেবাত্মক শিবরূপী পরমেশ্বর। সুতরাং এই বিশ্ববীজ, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা, বিশ্বস্তর-রূপধারী, বিশ্বেশ্বর-প্রতিপাদ্য, অনাদি, নিত্য, সনাতন ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ বা পূজা করা বুঝাইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

সর্ব্বাগ্রে ঋকের পাঠ করা হয় বলিয়া যে উহার শ্রেষ্ঠত্ব বা উপাদেয়ত্ব, তাহা নহে। যজ্ঞের অঙ্গকে দৃঢ় করিবার ক্ষমতা ইহার আছে, সেইজন্য এই ঋক্ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণও (মুক্তকণ্ঠে) বলিয়া থাকেন যে, সাম ও যজুঃ মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞের যে অঙ্গ সম্পাদিত হয়, তাহা শিথিল অর্থাৎ দুর্ব্বল, আর ঋক্ মন্ত্র দ্বারা যে অঙ্গ নিষ্পাদিত হয়, তাহা দৃঢ় অর্থাৎ বলবান। সর্ব্ব-বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণ-সমূহ স্ব স্ব কথিত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন জন্য "তদেতদৃচাভ্যুক্তং" অর্থাৎ ঋগ্বেদের মধ্যে ইহা আছে,—এ কথা উদাহরণচ্ছলে বলিয়া থাকেন। যাহা যাহা অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজু-র্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিকের প্রয়োগ-যোগ্য, ইত্যাকার বহু বহু ঋক্‌মন্ত্র যজুর্ব্বেদান্তর্গত মন্ত্রকাণ্ডেও পঠিত হইতে দেখা যায়। সামবেদান্তর্গত সমুদ্য মন্ত্রই ঋকের আশ্রয়ীভূত,—এইরূপ প্রসিদ্ধি

স্বকীয়সংহিতায়ামৃচ এব বাহুল্যেনাধীয়ন্তে। অতোঽন্যৈঃ সর্ব্বৈর্বেদৈরাদৃতত্বাভ্যর্হিতত্বং প্রসিদ্ধং। ছন্দোগাস্তু প্রাথম্যেন সনৎকুমারং প্রতি নারদবাক্যমেবমামনন্তি। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চেতি। মুণ্ডকোপনিষত্যপ্যেবমাম্নায়তে। ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইতি। তাপনীয়োপনিষত্যপি মন্ত্ররাজপাদেষু ক্রমেণাধ্যয়নমেবমামনন্তি। ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বণশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাশ্চত্বারঃ পাদা ভবন্তীতি। এবং সর্ব্বত্রো-দাহরণীয়ং। তস্মাদৃগ্‌বেদস্যাভ্যর্হিতত্বাদাদৌ ব্যাখ্যানমুচিতমিতি তান্ প্রত্যেতদুচ্যতে॥

অস্ত্বেবং সর্ব্ববেদাধ্যয়নতৎপারায়ণব্রহ্মযজ্ঞজপাদাবৃগ্বেদস্যৈব প্রাথম্যং। অর্থজ্ঞানস্য তু যজ্ঞানুষ্ঠানার্থত্বাত্তত্র তু যজুর্ব্বেদস্যৈব প্রধানত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানমেবাদৌ যুক্তং। তৎপ্রাধান্যং তু কাচিদৃগেবাহ। ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ ইতি। এতস্যা ঋচস্তাৎপর্য্যং নিরুক্তকারো যাস্কঃ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি। ইতি ঋত্বিক্‌কর্ম্মণাং বিনিয়োগমাচষ্ট ইতি। পুনরপি স এব প্রথমং পাদং বিবৃণোতি। ঋচামেকঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ হোতর্গচনীতি। অস্যায়মর্থঃ। ত্বশব্দ একশব্দপর্য্যায়ো হোতৃবিশেষণং। হোতৃনামক এক ঋত্বিগ্‌যজ্ঞকালে স্বকীয়বেদগতানামৃচাং পুষ্টিং কুর্ব্বন্নাস্তে। ভিন্নপ্রদেশেষ্বাম্নাতানামৃচাং সংঘমেকত্র সংপাদ্য তাবদিদং শাস্ত্রমিতি ক্লৃপ্তিং করোতি। সেয়ং পুষ্টিঃ। অর্চ্চনীত্যমুমর্থমৃক্‌শব্দ আচষ্টে। অর্চ্চ্যতে প্রশস্যতেঽনয়া দেববিশেষঃ ক্রিয়াবিশেষস্তৎসাধনবিশেষো বেত্যৃক্‌শব্দব্যুৎপত্তিরিতি॥

আছে। অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণও স্বীয় বেদে (অথর্ব্ববেদে) ঋক্-মন্ত্র অধিক পরিমাণে পাঠ করিয়া থাকেন। অতএব ঋগ্বেদ যখন সকল বেদের নিকট হইতে আদর প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন তিনি যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দিহান হইতে পারা যায় না। সনৎকুমারের প্রতি নারদ-বাক্য-কথন প্রসঙ্গে সামবেদান্তর্গত ছন্দোগ-শাখাধ্যায়িগণও প্রথমেই বলিয়াছেন,—'ভগবন্! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিতেছি।' মুণ্ডকোপনিষদেও, "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ" ইত্যাকার পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাপনীয়োপনিষদেও মন্ত্ররাজপাদে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই বেদ-চতুষ্টয়, ষড়ঙ্গান্বিত, সশাখ ও চতুষ্পাদ-সম্বলিত,—এইরূপ ক্রমিক পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রথম ঋকের উল্লেখ থাকায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধানের ব্যাখ্যা প্রথমে হওয়া উচিত।

আচ্ছা, সর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন, পারায়ণ ও ব্রহ্মযজ্ঞজপাদি কার্য্য বিষয়ে ঋগ্বেদের প্রথমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে সত্য; কিন্তু মন্ত্রার্থজ্ঞান ব্যতীত যজুর্ব্বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি আসিতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রার্থ-জ্ঞান বিষয়ে ও অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তিকরণাংশে যজুর্ব্বেদেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। অতএব তাহার ব্যাখ্যাই প্রথমে করা উচিত। একটি ঋক্ যজুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পাদনে সহায়তা করিতেছে। সে ঋক্‌টী এই,—"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য বিমিমীতঽউত্বঃ।" নিরুক্ত-কার মহর্ষি যাস্ক ঐ ঋকের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ করিয়াছেন,—হোতৃ নামক এক ঋত্বিক্ যজ্ঞকালে নিজবেদান্তর্গত ঋক্-সকলের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। পুষ্টি শব্দ দ্বারা, বিভিন্ন

অথ দ্বিতীয়ং পাদং বিবৃণোতি। গায়ত্রমেকো গায়তি শক্করীষু দ্গাতা গায়ত্রং গায়তেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ শক্কর্য ঋচঃ শক্নোতেস্তদ্‌যদাভির্বৃত্রমশকদ্ধন্তুং তচ্ছক্করীণাং শক্করীত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইতি। অস্যায়মর্থঃ। উদ্‌গাতৃনামক এক ঋত্বিগ্‌ গায়ত্রশব্দাভিধেয়ং সাম শক্কর্য ইতি শব্দাভিধেয়াস্বৃক্ষু গায়তি। ধাতূনামনেকার্থত্বেন স্তুতিক্রিয়াবাচিনো গায়তিধাতোরুৎপন্নো গায়ত্রশব্দঃ। শক্করীশব্দস্ত শক্নোতিধাতোরুৎপন্নঃ। বৃত্রং শত্রুং হন্তুং শক্নোত্যাভির্ঋগ্‌ভিরিত্যেষা ব্যুৎপত্তিঃ কস্মিংশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণে বিজ্ঞায়ত ইতি॥ অথ তৃতীয়ং পাদং বিবৃণোতি ব্রহ্মৈকো জাতে জাতে বিদ্যাং বদতি। ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বং বেদিতুমর্হতীতি। অস্যায়মর্থ। ব্রহ্মনামক এক ঋত্বিক্‌ জাতে জাতে তদা তদোৎপন্নে যজ্ঞে প্রস্তুতে প্রণয়নাদি-কর্ম্মাণি বিদ্যামনুজ্ঞাং বদতি। ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামীত্যেবং সংবোধিতঃ সন্নোংপ্রণয়েত্যনু-জানাতি। স চ ব্রহ্মা বেদত্রয়োক্তসর্ব্বকর্ম্মাভিজ্ঞঃ। তস্মাদ্‌ যোগ্যতাং দৃষ্ট্বা তত্তদনুজ্ঞাতুং সতি প্রমাদে সমাধাতুং চ সমর্থ ইতি। তচ্চ সামর্থ্যং ছন্দোগা আমনন্ত্যেষ এব যজ্ঞস্তস্য মনশ্চ বাক্‌ চ বর্ত্তনী। তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতাধ্বর্য্যুরুদ্‌গাতাচান্য-তরামিতি। কৃতস্নো যজ্ঞঃ প্রমাদরাহিত্যায় মনসা সম্যগনুসংধেয়ঃ। বাচা চ বেদত্রয়োক্ত-মন্ত্রাঃ পঠনীয়াঃ। তত্র হোত্রাদয়স্ত্রয়ো মিলিত্বা বাগ্‌রূপং যজ্ঞমার্গং সংস্কুর্ব্বন্তি। ব্রহ্মা ত্বেক

স্থলে পঠিত ঋক্‌-সকলের একত্র সমবায় এবং সেই ঋক্‌গুলিই শাস্ত্র-নামধেয়, ইত্যাকার কল্পনা, এইরূপ অর্থ বুঝায়;—যদ্দ্বারা অর্চ্চন অর্থাৎ যে কোনও দেবতা, ক্রিয়া বা সাধন,—অর্চ্চিত (প্রশংসিত) হয়, তাহাই ঋক্‌-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ।

অতঃপর তিনি (যাস্ক) পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অর্থ বিবৃত করিয়া বলিতে-ছেন,—গাতা অর্থাৎ গায়ক শক্করীতে গান করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, এই ঋক্‌ (স্তুতিসূচক মন্ত্র) দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গানার্থ গৈ ধাতু হইতে গায়ত্র শব্দ ও সমর্থার্থ শক্‌ ধাতু হইতে শক্করী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপিচ "অনেকার্থা হি ধাতবঃ" অর্থাৎ ধাতুর প্রসিদ্ধার্থ ভিন্ন আরও অনেক অর্থ আছে,— এই ন্যায়ানুসারে স্তুতিবাচক গৈ ধাতু হইতে গায়ত্র শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে;—এই অর্থ বলে, ঐ গায়ত্র শব্দ দ্বারা স্তুতিসূচক ঋক্‌-মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে। শক্করী শব্দ, শক্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব ইন্দ্র বৃত্র-নামক শত্রুকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়েন, শক্করী শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি ব্রাহ্মণান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর মহর্ষি যাস্ক ঐ-মন্ত্রের তৃতীয় পাদের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেছেন; যথা,— এক ব্রহ্মা জাতে জাতে বিদ্যা বলিয়া থাকেন। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বেদত্রয়োক্ত সর্ব্বকর্ম্মাভিজ্ঞ সেই এক ব্রহ্ম নামক ঋত্বিক্‌ তত্তৎকালোৎপন্ন যজ্ঞাদিতে যোগ্যতানুসারে 'অপ্‌ প্রণয়ন কর' ইত্যাকার আদেশ করিয়া থাকেন। বাক্যরূপ ও মনোরূপ ভেদে যজ্ঞের দুইটি পথ আছে। তন্মধ্যে হোত্রাদিত্রয় অর্থাৎ হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতা এই তিনে মিলিত হইয়া বাক্‌-রূপ যজ্ঞমার্গের সংস্কার করেন, এবং ব্রহ্মা একাকীই মনোরূপ সমস্ত যজ্ঞমার্গের সংস্কার করিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান্‌; যেহেতু যোগ্যতানুসারে যাজ্ঞিককে যজ্ঞে অপপ্রণয়নাদি আদেশ-প্রদানের এবং যাজ্ঞিকের ভ্রমপ্রমাদাদি অপনয়নের শক্তি, তাঁহাতে একাধারে বিদ্যমান্‌।

এব মনোরূপং যজ্ঞমার্গং কৃৎস্নমপি সংস্করোতি। তস্মাদস্যাস্তি সামর্থ্যমিতি॥ অথ চতুর্থং পাদং বিবৃণোতি। যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত একোঽধ্বর্য্যুরধ্বরযুরধ্বর্য্যুরধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতেতি। অস্যায়মর্থঃ। অধ্বর্য্যুনামক এক ঋত্বিগ্ যজ্ঞস্য মাত্রাং স্বরূপং বিমিমীতে বিশেষেণ নিষ্পাদয়তি। মীয়তে নির্ম্মীয়ত ইতি মাত্রা স্বরূপং। তন্নিষ্পাদকত্বংচাধ্বর্য্যোর্নামনির্ব্বচনাদবগম্যতে। অধ্বর্য্যুরিত্যত্র ছান্দস্যা প্রক্রিয়য়া লুপ্তমকারং পুনঃ প্রক্ষিপ্যাধ্বরযুরিতি নাম সংপাদনীয়ং। অধ্বরং যুনক্তীত্যবয়বার্থঃ। অধ্বরস্য নেতেতি তাৎপর্য্যার্থ ইতি। এতদেবাভিপ্রেত্যাধ্বর্য্যুবেদস্য যাগনিষ্পাদকত্বদ্যোতকং নির্ব্বচনং যাস্কো দর্শয়তি। মন্ত্রা মননাৎ। ছন্দাংসি ছাদনাৎ। স্তোমঃ স্তবনাৎ। যজুর্যজতেরিতি। এবং সত্যাধ্বর্য্যুসম্বন্ধিনি যজুর্ব্বেদে নিষ্পন্নং যজ্ঞশরীরমুপজীব্য তদপেক্ষিতৌ স্তোত্রশস্ত্ররূপাবয়বাবিতরেণ বেদদ্বয়েন পূর্য্যেতে ইত্যুপজীব্যস্য যজুর্ব্বেদস্য প্রথমতো ব্যাখ্যানং যুক্তং। তত ঊর্দ্ধংসাম্নামৃগাশ্রিতত্বাদুভয়োর্ম্মধ্যে প্রথমত ঋগ্ব্যাখ্যানং যুক্তমিত্যৃগ্বেদ ইদানীং ব্যাখ্যায়তে॥

ননু বেদ এব তাবন্নাস্তি। কুতস্তদবান্তরবিশেষ ঋগ্বেদঃ। তথাহি। কোঽয়ং বেদো নাম। ন হি তত্র লক্ষণং প্রমাণং বাস্তি। ন চ তদুভয়ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদ্বস্তু প্রসিধ্যতি।

লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিরিতি ন্যায়বিদাং মতং। প্রত্যক্ষানুমানাগমেষু প্রমাণ-

---

অবশেষে ঐ মন্ত্রের চতুর্থ পাদের অর্থ বিশেষরূপে বলিতেছেন,—এক অধর্য্যুই যজ্ঞের মাত্রা নিরূপণ করেন। অতএব তিনিই যজ্ঞের নেতা। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, অধর্য্যু নামক এক ঋত্বিক যজ্ঞের স্বরূপ বিশেষরূপে নিষ্পাদন করেন। নির্ম্মাণার্থ মা-ধাতু হইতে মাত্রা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ—স্বরূপ। অধর্য্যু নাম হইতেই তাহার নিষ্পাদকত্ব শক্তি উপলব্ধি হইতেছে। ছান্দস প্রক্রিয়ানুসারে অধ্বর শব্দের অন্ত্য অ-কারের লোপ করিয়া অধ্বর্য্যু শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে—অধ্বরযু স্থলে অ-কারের লোপ হয় নাই। অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞকে যোজিত যিনি করেন—ইহাই অধ্বর্য্যু বা অধ্বরযু শব্দের যোগার্থ, এবং যজ্ঞের নেতা—এইটি তাৎপর্য্যার্থ। এই অভিপ্রায়ে যাস্ক ঋষি বলিয়াছেন যে, অধ্বর্য্যু অর্থাৎ ঋত্বিকের জ্ঞানই যাগ-নিষ্পাদনের সূচনা করিয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মনন হেতু মন্ত্র, ছাদন হেতু ছন্দঃ স্তব হেতু স্তোম, যাগ-নিষ্পাদন হেতু যজুঃ,—এইরূপ নাম হইয়াছে। তাহা হইলেই এখন দেখা যাইতেছে যে, যজুর্ব্বেদই অধ্বর্য্যু-সম্পর্কীয় সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং তন্নিষ্পাদিত যজ্ঞদেহ আশ্রয় করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্তোত্র শস্ত্ররূপ অবয়বদ্বয় ঋক্ ও সাম দ্বারা পূরণ করে। সুতরাং ঋক্ ও সামের আশ্রয়ীভূত যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা প্রথমেই করা উচিত। অতঃপর (যজুর্ব্ব্যাখ্যার পর) সামবেদ, ঋগ্বেদের আশ্রিত বলিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করা উচিত বিধায়, সম্প্রতি ঋগ্বেদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কেহ বলিতেছেন যে, বেদই মোটে নাই। অতএব তাহার অন্তর্গত ঋগ্বেদের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যদি কেহ বলেন যে, বেদ আছে বৈ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি বেদ থাকে, তাহা হইলে সেটি কি? বেদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণ বা লক্ষণ নাই। লক্ষণ ও প্রমাণ ব্যতীত কোনও বস্তুই প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

বিশেষেষস্তিসো বেদ ইতি, তল্লক্ষণমিতিচেৎ। ন। মন্বাদিস্মৃতিষতিব্যাপ্তেঃ। সময়বলেন সম্যক্‌পরোক্ষানুভবসাধনমিত্যেতস্যাগমলক্ষণস্য তাস্বপি সদ্ভাবাৎ॥ অপৌরুষেয়ত্বে সতীতি বিশেষণাদদোষ ইতি চেৎ। ন। বেদস্যাপি পরমেশ্বরনির্ম্মিতত্বেন পৌরুষেয়ত্বাৎ। শরীরধারিজীবনির্ম্মিতত্বাভাবাদপৌরুষেয়ত্বমিতি চেৎ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি শ্রুতিভিরীশ্বরস্যাপি শরীরিত্বাৎ কর্ম্মফলরূপশরীরধারিজীবনির্ম্মিতত্বাভাবমাত্রেণাপৌরুষেয়ত্বং বিবক্ষিতমিতি চেৎ। ন। জীববিশেষৈরগ্নিবায়্বাদিত্যৈর্বেদানামুৎপাদিতত্বাৎ। ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্ব্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাদিতিশ্রুতে রীশ্বরস্যাগ্ন্যাদিপ্রেরকত্বেন নির্ম্মাতৃত্বং দ্রষ্টব্যং॥

মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ শব্দরাশির্বেদ ইতি চেৎ। ন। ঈদৃশো মন্ত্রঃ। ঈদৃশং ব্রাহ্মণমিত্যনয়োরদ্যাপ্যনির্ণীতত্বাৎ। তস্মান্নাস্তি কিঞ্চিদ্বেদস্য লক্ষণং।

নাপি তৎসদ্ভাবে প্রমাণং পশ্যামঃ। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিত্যাদি বাক্যং প্রমাণমিতি চেৎ। ন। তস্যাপি বাক্যস্য বেদান্তঃপাতিত্বেনাত্মাশ্রয়ত্ব-

---

নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন যে, লক্ষণ ও প্রমাণ ব্যতীত কোনও বস্তুই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই প্রমাণত্রয়ের মধ্যে শেষোক্তটি অর্থাৎ আগমই বেদের লক্ষণ। যদি এ কথা বলা যায়, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, আগমই বেদের লক্ষণ,—এ কথা বলিলে মন্বাদি প্রণীত স্মৃতিতে এই লক্ষণের প্রতি ব্যাপ্তি-দোষ পড়ে। লক্ষ্যকে অতিক্রম করিয়া অলক্ষ্যে লক্ষণ সংক্রামিত হইলে, তাহাকে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ বলে। এ কারণ, সময়ের বল অনুসারে সম্যক্‌ভাবে পরোক্ষানুভব সাধন এই আগম লক্ষণ, মন্বাদি প্রণীত স্মৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব লক্ষ্য বেদকে অতিক্রম করিয়া অলক্ষ্য স্মৃত্যাদিতে আগম লক্ষণ যাইতেছে বলিয়া ঐ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ পড়িতেছে। যদি বলা যায় যে, বেদ অপৌরুষেয় (পুরুষ-রচিত নয়)—এই বিশেষণ দিলে কোনও দোষ পড়ে না। তাহাই বা হয় কৈ? পরমেশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে বলিয়া, বেদকে পৌরুষেয় বলিতে হইবে। যদি বল, পরমেশ্বর তো আর শরীরধারী সাধারণ জীব নহেন বা সাধারণ জীবের মত ব্যাপারও তাঁহার নহে! যেহেতু, তিনি অনাদি, অনন্ত ও অমানুষিক গুণসম্পন্ন। অতএব অপৌরুষেয়—এ বিশেষণ সঙ্গত হইবে না কেন? তাহাও বলিতে পার না। কারণ সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত বাক্য দ্বারা ঈশ্বরেরও শরীরত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি বল, ঈশ্বর কর্ম্মফলরূপ শরীর ধারণ করেন না, অতএব অপৌরুষেয়; তাহাও সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীবভাবাপন্ন শরীরধারী অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতেই যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ উৎপন্ন হইতেছে, এই কথা বেদই নিজে বলিয়াছেন। ঈশ্বরই যে-কোনও কার্য্য-সাধনের জন্য অগ্ন্যাদিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই অগ্ন্যাদি হইতে বেদত্রয় সঞ্জাত হওয়ায়, বেদ অপৌরুষেয়—ইত্যাকার লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারিল না।

যদি বল, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিই বেদ; তাহাও হইতে পারে না। কেন-না, মন্ত্র এইরূপ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ, ইহা আজি পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। এই কারণ, বেদের কোনও লক্ষণ নাই এবং ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণও দেখিতে পাই না।

আরও যদি বল যে, হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছি, যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন

প্রসঙ্গাৎ। ন খলু নিপুণোঽপি স্বস্কন্ধমারোঢুং প্রভবেদিতি॥ বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পর ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যং প্রমাণমিতি চেৎ। ন। তস্যাপ্যুক্তশ্রুতিমূলত্বেন নিরাকৃতত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদিকং শংকিতুমপ্যযোগ্যং। বেদবিষয়া লোকপ্রসিদ্ধিঃ সার্ব্বজনীনাপি নীলং নভ ইত্যাদিবদ্ভ্রান্তা। তস্মাল্লক্ষণপ্রমাণরহিতস্য বেদস্য সদ্ভাবো নাঙ্গীকর্ত্তুং শক্যত ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ॥

অত্রোচ্যতে। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকত্বং তাবদদুষ্টং লক্ষণং। অতএবাপস্তম্বো যজ্ঞপরিভাষায়ামেবমাহ। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়মিতি। তয়োস্ত রূপমুপরিষ্টান্নির্ণেষ্যতে। অপৌরুষেয়বাক্যত্বমিতীদমপি যাদৃশমস্মাভির্বিবক্ষিতং তাদৃশমুত্তরত্র স্পষ্টীভবিষ্যতি। প্রমাণান্যপি যথোক্তানি শ্রুতিস্মৃতিলোকপ্রসিদ্ধিরূপাণি বেদসদ্ভাবে দ্রষ্টব্যানি। যথা ঘটপটাদিদ্রব্যাণাং স্বপ্রকাশত্বাভাবেঽপি সূর্য্যচন্দ্রাদীনাং স্বপ্রকাশত্বমবিরুদ্ধং। তথা মনুষ্যাদীনাং স্বস্কন্ধারোহাসংভবেঽপ্যকুণ্ঠিতশক্তের্বেদস্যেতরবস্তুপ্রতিপাদকত্ববৎস্বপ্রতিপাদকত্বমপ্যস্তু। অত এব সম্প্র-

---

করিতেছি, সামবেদ অধ্যয়ন করিতেছি ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিতেছি ইত্যাদি বেদ-বাক্যই বেদের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ হউক; তাহা হইলে যেমন মস্তক না থাকিলে মস্তকের ব্যথা হইতে পারে না; তদ্রূপ বেদ যদি নাই থাকিত, তাহা হইলে তদন্তর্গত ঋগ্বেদাদি অধ্যয়ন করিতেছি,—এরূপ কথা আসে কোথা হইতে? তাহাও হইতে পারে না; যেহেতু, যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেছি ইত্যাদি বাক্য-সমূহ বেদের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় বেদান্তঃপাতী বাক্য দ্বারা বেদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইলেও আত্মাশ্রয় দোষ পড়ে। এস্থলে একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে;—যেমন কোনও ব্যক্তি স্কন্ধারোহণ কার্য্যে অতীব নিপুণ হইলেও নিজে কখনও নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না, বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেদ-বাক্যও তদ্রূপ। "বেদই দ্বিজাতিগণের পরম কল্যাণ সাধন করেন"—ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্যও বেদের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না"; যেহেতু, স্মৃতি-বাক্য শ্রুতিমূলক বলিয়া উহা পরাজিত হইতেছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যে বেদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে, ইহা চিন্তা করা যাইতেই পারে না। বেদ বলিয়া যে সর্ব্বজনকথিত জনশ্রুতি শ্রুতিগোচর হয়, তাহা নীলাকাশের অস্তিত্ব-স্বীকারবৎ ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ। সুতরাং লক্ষণ ও প্রমাণবিহীন বেদের অস্তিত্ব কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? এস্থলে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন।

ইহার উত্তর-করণচ্ছলে বলা যাইতেছে যে,—'মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপ শব্দরাশি বেদ। এইটিই নির্দ্দোষ লক্ষণ। এই জন্যই আপস্তম্ব ঋষি যজ্ঞ-পরিভাষা গ্রন্থে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নামই বেদ,—এই কথা বলিয়াছেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্দ্ধারণ পশ্চাতে করা যাইবে এবং যেরূপে বেদকে অপৌরুষেয় বলি, তাহাও পরে স্পষ্ট করিয়া বলা যাইবে। বেদের অস্তিত্ব-বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি ও লোকপ্রসিদ্ধি রূপ যথাযোগ্য প্রমাণ-সমূহ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইবে। ঘটপটাদি দ্রব্য নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য অন্যকে প্রকাশ করিতে করিতে নিজে স্বপ্রকাশ হন অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রকাশ করিবার জন্য দ্বিতীয় চন্দ্রের বা সূর্য্যের দরকার হয় না; সেইরূপ মনুষ্যাদির নিজস্কন্ধারোহণ অসম্ভব

দায়বিমোহকুণ্ঠিতাং শক্তিং বেদস্য দর্শয়ন্তি। চোদনা হি ভূতং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়মর্থং শক্নোত্যবগময়িতুমিতি। তথা সতি বেদমূলায়াঃ স্মৃতেস্তদুভয়মূলায়া লোকপ্রসিদ্ধেশ্চ প্রামাণ্যং দুর্ব্বারং। তস্মাৎ লক্ষণপ্রমাণসিদ্ধো বেদো ন কেনাপি চার্বাকাদিনাপোঢ়ুং শক্যত ইতি স্থিতং ॥

নম্বস্তু নাম বেদাখ্যঃ কশ্চিৎ পদার্থঃ। তথাপি নাসৌ ব্যাখ্যানমর্হতি। অপ্রমাণত্বেনানুপযুক্তত্বাৎ। ন হি বেদঃ প্রমাণং। তল্লক্ষণস্য তত্র দুঃসম্পাদত্বাৎ। তথাহি॥ সম্যগনুভবসাধনং প্রমাণমিতি কেচিল্লক্ষণমাহুঃ। অপরে ত্বনধিগতার্থগন্তৃ প্রমাণমিত্যাচক্ষতে। নচৈতদুভয়ং বেদে সংভবতি। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকো হি বেদঃ। তত্র মন্ত্রাঃ কেচিদবোধকাঃ। অম্যক্সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরিত্যেকো মন্ত্রঃ। যাদৃশ্মিন্ধায়ি তমপস্যয়াবিদদিত্যন্যঃ। সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরী তূ ইত্যপরঃ। আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মেত্যাদয় উদাহার্য্যাঃ। ন হ্যেতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ কশ্চিদপ্যর্থোঽববুধ্যতে। এতেষ্বনুভব এব যদা নাস্তি তদা তৎসম্যক্ত্বং তদীয়সাধনত্বং চ দূরাপেতং। অধঃস্বিদাসী৩ দুপরিস্বিদাসী৩ দিতি মন্ত্রস্য বোধকত্বেঽপি স্থাণুর্ব্বাপুরুষো বেত্যাদিবাক্যবৎ সন্দিগ্ধার্থবোধকত্বান্নাস্তি প্রামাণ্যং। ওষধে ত্রায়স্বৈনমিতি মন্ত্রো দর্ভবিষয়ঃ। স্বধিতে মৈনং হিংসীরিতি ক্ষুরবিষয়ঃ। শৃণোত গ্রাবাণ ইতি পাষাণবিষয়ঃ। এতেষ্বচেতনানাং দর্ভক্ষুরপাষাণানাং চেতনবৎ সংবোধনং শ্রূয়তে। ততো দ্বৌ চন্দ্রমসাবিতি বাক্যবদ্বিপরীতার্থবোধকত্বাদপ্রামাণ্যং। এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে। সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধি

হইলেও, অক্রটিতশক্তি বেদ বেদেতর বস্তু প্রতিপাদন করিতে করিতে স্বয়ং নিজকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব সম্প্রদায়বিদ্গণ বেদের অকুণ্ঠিত শক্তি দেখাইয়াছেন। কর্ম্মের বিধি বা প্রেরণা—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম, নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী সর্ব্বপ্রকার অর্থই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলে বেদমূলক স্মৃতির এবং বেদ ও স্মৃতিমূলক লোকপ্রসিদ্ধির প্রমাণ অনিবার্য্য। তাহা হইলে চার্ব্বাকাদি কেহই লক্ষণ ও প্রমাণপূর্ণ বেদের উচ্ছেদ করিতে পারেন না,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

আবার কোনও আপত্তিকারী বলিতেছেন যে, বেদ নামে কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না; অথবা তাহা থাকিলেও তাহার ব্যখ্যা হইতে পারে না। কারণ, বেদ যখন প্রামাণ্য নয়, তখন উহার লক্ষণ নিষ্পন্ন করা অতীব কষ্টকর। কেহ বলেন,—যাহা দ্বারা সম্যক্ অনুভব সাধিত হয় অর্থাৎ যাহা দ্বারা নির্ভুল জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই প্রমাণের লক্ষণ। অপর কেহ বলেন যে, যাহা দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়ের বোধ জন্মে, তাহাই প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিষয়ই বেদে থাকা অসম্ভব। যেহেতু, বেদ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে "অম্যক সাত ইন্দ্র ঋষ্টিঃ," "যাদৃশ্মিন্ধায়িতমপস্যয়া বিদদ্," "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু" ইত্যাদি কতকগুলি মন্ত্রের কোনও অর্থই হয় না।। উল্লিখিত মন্ত্রগুলি দ্বারা কোনও অর্থই উপলব্ধি হইতে পারে না। এই মন্ত্রগুলিতে যখন কোনও অর্থের অনুভব নাই, তখন তাহাদের সম্যক্সাধনত্ব কোনরূপেই থাকিতে পারে না। "অধঃস্বিদাসীৎ," "উপরিস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থবোধকত্ব থাকিলেও স্তম্ভবিষয়ক কি পুরুষবিষয়ক ইত্যাকার সন্দেহার্থই বুঝাইতেছে। সুতরাং বেদ প্রামাণ্য নহে। "হে ওষধে! ইহাকে ত্রাণ কর"—এই মন্ত্র কুশবিষয়ক। "হে

ভূম্যামিত্যনয়োস্তু মন্ত্রয়োর্যাবজ্জীবমহং মৌনীতি বাক্যবদ্ব্যাঘাতবোধকত্বাদপ্রামাণ্যং। আপ উন্দন্থিতি মন্ত্রো যজমানস্য ক্ষৌরকালে জলেন শিরসঃ ক্লেদনং ব্রূতে। শুভিকে শির আরোহ শোভয়ন্তী মুখং মমেতি মন্ত্রো বিবাহকালে মঙ্গলাচরণার্থং পুষ্পনির্ম্মিতায়াঃ শুভিকায়া বরবধ্বোঃ শিরস্যবস্থানং ব্রূতে। তয়োশ্চ মন্ত্রয়োর্লৌকিকপ্রসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদনধিগতার্থগন্তৃত্বং নাস্তি। তস্মান্মন্ত্রভাগো ন প্রমাণং॥

অত্রোচ্যতে। অম্যগাদিমন্ত্রাণামর্থো যাস্কেন নিরুক্তগ্রন্থেঽববোধিতঃ। তত্পরিচয়-রহিতানামনববোধো ন মন্ত্রাণাং দোষমাবহতি। অত এবাত্র লোকন্যায়মুদাহরন্তি। নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি পুরুষাপরাধঃ সংভবতীতি। অধঃস্বিদাসীদিতিমন্ত্রশ্চ ন সন্দেহপ্রবোধনায় প্রবৃত্তঃ। কিং তর্হি জগৎকারণস্য পরবস্তুনোঽতিগম্ভীরত্বং নিশ্চেতুমেব প্রবৃত্তঃ। তদর্থমেব হি গুরুশাস্ত্রসম্প্রদায়রহিতৈর্দুর্বোধ্যত্বমধঃস্বিদিত্যনয়া বচোভঙ্গ্যোপন্য-স্যতি। স এবাভিপ্রায় উপরিতনেষু কো অদ্ধা বেদ ইত্যাদি মন্ত্রেষু স্পষ্টীকৃতঃ। ওষধ্যাদি-

---

স্বধিতে! ইহাকে হিংসা করিও না।"—এ মন্ত্র ক্ষুরবিষয়ক। "হে পাষাণ-সমূহ শ্রবণ কর"—এই মন্ত্র প্রস্তর-বিষয়ক। এই মন্ত্রগুলিতে, চেতনবিহীন কুশ, ক্ষুর ও প্রস্তরকে সচেতনভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। ঐ মন্ত্র-সকল, "দুই চন্দ্র" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধার্থ বুঝাইতেছে। এ কারণ বেদের প্রামাণ্য নাই। "একই রুদ্র, দ্বিতীয় নাই," "হাজার হাজার রুদ্র ভূলোকে অবস্থিত"—এতদর্থপ্রকাশক মন্ত্রদ্বয়, "আমি যাজ্জীবনই মৌনী" এই বাক্যের ন্যায় প্রকৃতার্থ-লাভের প্রতি ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। সুতরাং বেদ অপ্রামাণ্য। "হে জল! ক্লিন্ন কর"—এই মন্ত্র দ্বারা, ক্ষৌরকর্ম্ম করিবার সময় জল দিয়া যজমানের মস্তক ভিজান হইতেছে,—ইহা বুঝাইতেছে। "হে শুভিকে! তুমি আমার মুখ-শোভা বর্দ্ধন করিতে করিতে, শিরোদেশে আরোহণ কর"—এই ভাবমূলক মন্ত্র দ্বারা বিবাহ-কালে মঙ্গলাচরণ করিবার জন্য পুষ্প-নির্ম্মিত টোপর, বর ও বধূর মস্তকে স্থাপিত হইতেছে,—ইহা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়, লৌকিক অর্থ বুঝাইয়া দিতেছে বলিয়া অবিজ্ঞাত অর্থ বুঝাইতেছে না। কাজেকাজেই বেদের মন্ত্রভাগ অপ্রামাণ্য হইবে না কেন?

এই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য মহর্ষি যাস্ক স্বীয় নিরুক্ত গ্রন্থে, "অম্যক্ সাত" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। যদি কেহ ঐ সমস্ত নিরুক্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিয়া বলেন যে, ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ হয় না, তাহা হইলে উহা মন্ত্রের দোষ কখনই হইতে পারে না। এস্থলে চলিত কথায় একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে;—অন্ধ যে স্তম্ভ দেখিতে পায় না, উহা স্তম্ভের দোষ নয়, সেটি অন্ধ পুরুষেরই অপরাধ,—ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। "অধঃস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্র সংশয়-বোধ জন্য প্রযুক্ত হয় নাই; পরন্তু উহা সেই জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের অতিগম্ভীরত্ব নির্ণয় করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। গুরুরহিত, শাস্ত্ররহিত ও সম্প্রদায়-রহিত ব্যক্তিগণ, মন্ত্রার্থ বুঝিতে সক্ষম হয় না বলিয়াই "অধঃস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি বাক্য-ভঙ্গীতে তাহার অবতারণা করা হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়েই পরে "কো অদ্ধা বেদ" ইত্যাদি মন্ত্র-সমূহে উহা সুস্পষ্ট-ভাবে বলা হইয়াছে। "ওষধে! ত্রায়স্ব"—ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধি, ক্ষুর ও পাষাণ অচেতন হইলেও সম্বোধন দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে

মন্ত্রেষপি চেতনা এব তত্তদভিমানিদেবতাস্তেন তেন নাম্না সংবোধ্যন্তে। তাশ্চ দেবতা ভগবতা বাদরায়ণেনাভিমানিব্যপদেশস্থিতি সূত্রে সূত্রিতাঃ। একস্যাপি রুদ্রস্য স্বমহিম্না সহস্রমূর্ত্তিস্বীকারান্নাস্তি পরস্পরং ব্যাঘাতঃ। জলাদিদ্রব্যেণ শিরঃক্লেদনাদের্লোকসিদ্ধত্বেঽপি তদভিমানিদেবতানুগ্রহস্যাপ্রসিদ্ধত্বাত্তদ্বিষয়ত্বেনাজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বং। ততো লক্ষণসদ্ভাবাদস্তি মন্ত্রভাগস্য প্রামাণ্যং ॥

এতদেবাভিপ্রেত্য ভগবান্ জৈমিনির্মন্ত্রাধিকরণে মন্ত্রাণং বিবক্ষিতার্থত্বমসূত্রয়ৎ। তানি চ সূত্রাণি ক্রমেণোদাহৃত্য ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি ॥

তদর্থশাস্ত্রাদিতি ॥ ১ ॥ যস্যার্থস্যাভিধানে সমর্থো মন্ত্রঃ স এবাভিধেয়ো যস্য শাস্ত্রস্য ব্রাহ্মণবাক্যস্য তদিদং বাক্যং তদর্থশাস্ত্রং। তস্মাচ্ছাস্ত্রাদবিবক্ষিতার্থো মন্ত্র ইত্যবগম্যতে। তথা হি। উরুপ্রথস্বেতি মন্ত্রেণ পুরোডাশ প্রথনমভিধীয়তে। পুরোডাশং প্রথয়তীতি ব্রাহ্মণেনাপি তদেবাভিধীয়তে। তথা সতি মন্ত্রেণৈব প্রতীতত্বাত্তদর্থবোধনায় প্রবৃত্তং ব্রাহ্মণমনর্থকং স্যাৎ। মন্ত্রস্যাবিবক্ষিতার্থত্বে তু বিনিয়োগবোধনায় ব্রাহ্মণমুপযুক্তং। তস্মান্মন্ত্রা উচ্চারণেনৈবানুষ্ঠানমুপকুর্ব্বন্তি ॥ ননূচ্চারণার্থত্বে সত্যদৃষ্টং প্রয়োজনং পরিকল্প্যেত। অর্থাভিধায়কত্বে তু দৃষ্টং লভ্যেত। তস্মাদ্ব্রাহ্মণস্যানুজ্ঞামভ্যুপেত্যাপি মন্ত্রস্যাভিধানার্থত্বমেবেত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

বুঝাইতেছে। "অভিমানি ব্যপদেশস্তু"—এই সূত্র দ্বারা, অচেতন পদার্থকে সম্বোধন করিলে তত্তদভিমানী অর্থাৎ তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝায়,—ভগবান্ বাদরায়ণ ইহা বলিয়া গিয়াছেন। স্বকীয় মাহাত্ম্য বলে; একই রুদ্র সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন,—ইহা যদি স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে পরস্পর কোনরূপ দোষ হয় না। জলাদি দ্রব্য দ্বারা মস্তক আর্দ্র করা যায়, জগতে এইরূপ চলিত ব্যবহারের অর্থ ই প্রসিদ্ধ আছে। তদধিষ্ঠাত্রী বরুণ-দেবের কৃপায় ঐরূপ হয়,—এ অর্থ প্রসিদ্ধ নয়। তাহা না হইলেও, অপ্রসিদ্ধার্থের জ্ঞাপকত্ব তো যে কোনও প্রকারে আছে? কাজেই অজ্ঞাতার্থরূপ লক্ষণ আছে বলিয়া বেদের মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য সুসিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ জৈমিনি, মন্ত্র-সমূহ বিবক্ষিতার্থ (যে মন্ত্রের যে অর্থটি প্রসিদ্ধ, সেইটিই তাহার প্রকৃত অর্থ)—মন্ত্রাধিকরণে এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। সেই সূত্রগুলিও আমরা উদাহরণচ্ছলে যথাক্রমে বর্ণন করিব। অতঃপর পূর্ব্বপক্ষের সূচনা করা হইতেছে।

"তদর্থশাস্ত্রাৎ"—এই সূত্র দ্বারা মন্ত্রার্থ-প্রকাশক ব্রাহ্মণ-বাক্যকে বুঝায়। তজ্জন্য মন্ত্র-সমূহের অবিবক্ষিতার্থ ই পাওয়া যাইতেছে। "উরু প্রথস্ব"—এই মন্ত্র দ্বারা হোমীয় ঘৃতের প্রকাশকরণ,—এই অর্থ বুঝাইতেছে। "পুরোডাশং প্রথয়তি"—এ কথা ব্রাহ্মণেও অভিহিত হইয়াছে। তাহা হইলে যদি মন্ত্র দ্বারাই মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি হয়, তবে মন্ত্রের অর্থ-বোধ জন্য প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণভাগ অনর্থক হইয়া যায়। কিন্তু মন্ত্র-সমূহের অর্থ অবিবক্ষিত হইলে, বিনিয়োগ-বোধের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয়। সুতরাং মন্ত্র-সমূহ উচ্চারিত হইবা মাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপকার করে। যদি উচ্চারণ-মাত্রই মন্ত্রার্থের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্ট প্রয়োজন পরিকল্পিত হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্র-সমূহ যদি অর্থের

বাক্যনিয়মাদিতি ॥ ২ ॥ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুদিত্যেবমেব বাক্যং পঠিতব্যমিতি মন্ত্রে নিয়ম উপলভ্যতে। অর্থপ্রত্যায়নং তু মূর্দ্ধাগ্নিরিত্যেবংব্যুৎক্রমপাঠেঽপি ভবত্যেব। তস্মান্নিয়তপাঠক্রমসাফল্যায়োচ্চারণমেব মন্ত্রপ্রয়োজনং। ননু পাঠক্রমনিয়মমাত্রস্যাদৃষ্টার্থত্বেঽপি মন্ত্রপাঠোঽর্থবোধার্থ এবেত্যাশঙ্ক্য তত্র দোষান্তরং সূত্রয়তি॥

বুদ্ধশাস্ত্রাদিতি ॥ ৩ ॥ অগ্নীদগ্নীন্‌বিহরেতি প্রৈষমন্ত্রঃ প্রয়োগকালে পঠ্যতে। তচ্চাগ্নিবিহরণাদিকর্ম্মাগ্নীধ্রেণাধ্যয়নকালএব স্বকর্ত্তব্যত্বেন বুদ্ধং। তস্য চ বুদ্ধার্থস্য পুনর্মন্ত্রোচ্চারণেন শাসনমনর্থকং। ন হি সোপানৎকে পাদে পুনরপ্যুপানহং প্রতিমুঞ্চতি। ননু বুদ্ধস্যার্থস্য প্রামাদিকবিস্মরণপরিহারায় মন্ত্রেণ স্মারণমস্ত্বিত্যাশঙ্ক্য দোষাংতরং সূত্রয়তি॥

অবিদ্যমানবচনাদিতি ॥ ৪ ॥ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্যেতি মন্ত্র আম্নায়তে। ন খলু চতুঃশৃঙ্গত্বাদ্যুপেতং কিঞ্চিদ্‌যজ্ঞস্যাসাধনং বিদ্যতে যন্মন্ত্রপাঠেনানুস্মর্যেত॥ নন্বীদৃশী কাচিদ্দেবতা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যান্যং দোষং সূত্রয়তি॥

অভিধায়ক অর্থাৎ বাচক হয়, তবে তাহারা দৃষ্টফল হয়। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ-ভাগের আদেশ স্বীকার করিয়াই মন্ত্রের অভিধানার্থ হইতে পারে,—এই আশঙ্কা নিরাসের জন্যই "বাক্য নিয়মাৎ"—এই সূত্র করিয়াছেন। বাক্যের নিয়ম অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ প্রয়োজন,—ইহাই ঐ সূত্রের অর্থ। (উদাহরণ দ্বারা ঐ অর্থ আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হইতেছে।) "অগ্নি মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ"—এইরূপ যথাক্রমে বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে,—মন্ত্রে ইহাই নিয়ম। অতএব ক্রমিক বাক্যোচ্চারণ মন্ত্রের নিয়ম অর্থাৎ প্রয়োজন হইল। মন্ত্রের উচ্চারণ প্রয়োজন না হইয়া যদি অর্থই প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে "মূর্দ্ধাগ্নি ককুদ্দিবঃ"—ইত্যাকার বিপরীতভাবে পাঠ করিলেও চলিতে পারিত। সুতরাং নিয়মিতভাবে ক্রমিক পাঠের সাফল্য-সম্পাদনের জন্য উচ্চারণই মন্ত্রের প্রয়োজন। ক্রমিক পাঠ নিয়মমাত্রেরই অর্থ, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দৃষ্ট বা বোধ বিষয়ীভূত হয় না। সুতরাং অর্থবোধের জন্যই মন্ত্র পাঠ আবশ্যক;—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য "বুদ্ধ শাস্ত্রাৎ" এই সূত্র দ্বারা দোষান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়, শাস্ত্র অর্থাৎ শাসন বা আদেশ করে, সেই হেতু—মন্ত্র, পূর্ব্ব-সংস্কার-সঞ্জাত বিষয়ের শাস্তা মাত্র, অর্থের বোধক নহে, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। যেমন পাদুকা-যুক্ত পদে পুনরায় পাদুকার দরকার হয় না, সেইরূপ "অগ্নীদগ্নীন্‌ বিহর" ইত্যাদি যে অনুজ্ঞাবোধক মন্ত্র, প্রয়োগকালে পঠিত হয়, তাহাতে অগ্নিধ্র অর্থাৎ ঋত্বিক্‌ অধ্যয়ন-কালেই অগ্নি-বিহরণাদি কার্য্য নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়া আছেন। সেই পূর্ব্বের বিষয় জানাইবার জন্য পুনরায় মন্ত্রোচ্চারণের দরকার হয় না। অধ্যয়ন-কালে কোনও বিষয়ের ফলিতার্থ সম্যক্‌ অবগত হইয়া থাকিলেও অনবধানতাপ্রযুক্ত ঋত্বিক্‌ কালক্রমে তাহা ভুলিয়া যাইতে পারেন; তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য মন্ত্র পাঠ করা হউক—এই আশঙ্কা করিয়া, "অবিদ্যমান বচনাৎ", এই সূত্র দ্বারা অন্য দোষ সূত্রিত করিতেছেন।

যাহা নাই, তাহা বলা; সুতরাং অর্থবোধ মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন নহে,—ইহাই সূত্রের ফলিতার্থ। "ইহার চারি শৃঙ্গ, তিন পা, দুই মাথা, সাতটি হাত"—এইরূপ মন্ত্র পঠিত হয় বটে; কিন্তু ঐ মন্ত্র পাঠ দ্বারা, চতুঃশৃঙ্গাদি-বিশিষ্ট যজ্ঞের কোনও জিনিষ

অচেতনেঽর্থবন্ধনাদিতি ॥ ৫ ॥ ওষধে ত্রায়স্বৈনং শৃণোত গ্রাবাণ ইত্যাদাবচেতনে দ্রব্যে চেতনোচিতরক্ষণশ্রবণাদ্যর্থং বধ্নাতি। স চাযুক্তঃ ॥ নম্বভিমানিব্যপদেশ ইতি বৈয়াসিকশাস্ত্রে স্ত্রিতত্বাদোষধ্যাদ্যভিমানিচেতনদেবতা বিবক্ষ্যতামিত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

অর্থবিপ্রতিষেধাদিতি ॥ ৬ ॥ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমিতি মন্ত্র আম্নায়তে। যদেব দ্যৌস্তদেবান্তরিক্ষমিত্যয়মর্থো বিপ্রতিষিদ্ধঃ। এক এব রুদ্রঃ সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা ইত্যাদিকমপ্যুদাহর্তব্যং ॥ নন্থ ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেবেত্যাদিবদন্তরিক্ষাদিরূপত্বেনা-দিতিঃ স্তূয়তে। এবমেকস্যাপি রুদ্রস্য যোগসামর্থ্যাদ্বহুমূর্তিস্বীকারোঽস্তু। ততোঽনর্থবি-প্রতিষেধ ইত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

স্বাধ্যায়বদবচনাদিতি ॥ ৭ ॥ পূর্ণিকা নাম কাচিদ্যোষিদবঘাতং করোতি। তৎসমীপে মাণবকঃ স্বাধ্যায়গ্রহণার্থং কদাচিদবঘাতমন্ত্রমধীতে। ন চ তস্যার্থপ্রকাশনবিবক্ষাস্তি। প্রতিমুষলপ্রহারং তস্য মন্ত্রস্যাপঠ্যমানত্বাৎঅক্ষরগ্রহণায়ৈব তং মন্ত্রমন্যাংশ্চ মন্ত্রানভ্যস্যতি। তত্র স্বাধ্যায়কালে পঠিতোঽপ্যবঘাতমন্ত্রো যথা পূর্ণিকাং প্রতি স্বার্থং ন ব্রূতে তথা কর্ম-

---

স্মরণ করাইয়া দেওয়া বুঝাইতেছে না। যদি বল, জিনিষ না হইতে পারে, চতুঃশৃঙ্গাদি বিশিষ্ট কোনও এক দেবতা আছেন, তাঁহারই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে,—এই আশঙ্কায়, "অচেতনেঽর্থ বন্ধনাৎ" দ্বারা দোষান্তর সূত্রিত করিতেছেন।

অচেতনে চেতনার্থ কল্পিত হইলে, 'মন্ত্র দ্বারা প্রকৃতার্থ বোধ হইতে পারে না,—ইহাই সূত্রের অর্থ। "হে ওষধে! ইহাকে ত্রাণ কর," "হে পাষাণগণ! শ্রবণ কর" ইত্যাদি স্থলে, অচেতন পদার্থ ওষধি ও প্রস্তরে, চেতনবৎ রক্ষণ ও শ্রবণাদি অর্থ সংযোজিত করা হইয়াছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ। ভগবান্ বেদব্যাস-কথিত "অভিমানি ব্যপদেশ"—এই সূত্রানুসারে ওষধাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণই এস্থলে বিবক্ষিত হইবে,—এই আশঙ্কায় "অর্থ বিপ্রতিষেধাৎ" সূত্র দ্বারা অন্য দোষ সূত্রিত করা হইতেছে। মন্ত্রার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া, মন্ত্র-পাঠ অর্থ-বোধের জন্য নহে,—ইহাই সূত্রের নিষ্কর্ষার্থ। "যে অদিতি দ্যৌ (দ্যুলোক), সেই অদিতি অন্তরীক্ষ" হইতেছে। অতএব এ অর্থ (বিপ্রতিষেধক বা পরস্পর-বিরুদ্ধ। এস্থলে "একই রুদ্র সহস্র সহস্র রুদ্র" এটিও উদাহরণরূপে দেওয়া যাইতে পারে। যেমন "তুমিই মাতা, তুমিই পিতা,"—এস্থলে মাতা ও পিতা রূপে এক ব্যক্তিরই স্তব করা হইতেছে; সেইরূপ একই অদিতিকে দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ রূপে স্তুতি করা যাইতেছে এবং যোগবলে একই রুদ্রের বহু মূর্তি স্বীকার করা হইয়াছে। 'তাহা হইলেই মন্ত্রার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারিল না,—এই আশঙ্কায় "স্বাধ্যায়বদচনাৎ" সূত্রে দোষান্তর সূত্রিত হইতেছে।

মন্ত্রাভ্যাস-কালে যেমন তাহার অর্থ-বোধ হয় না, প্রয়োগকালেও তদ্রূপ অর্থবোধ হয় না,—ইহাই সূত্রের অর্থ। পূর্ণিকা নাম্নী কোনও স্ত্রীলোক মুষলাঘাত দ্বারা ধান্যাদি হইতে তণ্ডুল বাহির করিতেছে, এবং স্বাধ্যায় গ্রহণ জন্য ব্রাহ্মণ বটু, কোনও সময় অবঘাত মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বটুর, অর্থ-প্রকাশনের বিবক্ষা নাই; কেন-না, প্রতি মুষল-প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ মন্ত্র পাঠ করিতেছেন না;—মন্ত্রস্থ অক্ষরগুলি মুখস্থ করিবার জন্যই সেই মন্ত্র ও তদ্ব্যতীত অন্য মন্ত্রও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছেন। স্বীয় অধ্যয়ন-কালে অবঘাত মন্ত্র পঠিত

কালেহপি স্বার্থং ন বক্ষ্যতি॥ নমু তত্র মাণবকস্যার্থে বিবক্ষা নাস্তি। পূর্ণিকাপ্যববোদ্ধু-মক্ষমা। কর্ম্মণি ত্বধ্বর্যোরর্থবিবক্ষা বিদ্যতে বোধশ্চ সংভবতীত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং স্বত্রয়তি॥

অবিজ্ঞেয়াদিতি॥ ৮॥ কেষাঞ্চিন্মন্ত্রাণামর্থো বিজ্ঞাতুং ন শক্যতে। তদ্‌যথা। অম্যক্সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে ইত্যেকো মন্ত্রঃ। স্বণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু ইত্যপরো মন্ত্রঃ॥ নম্বীদৃশমন্ত্রার্থ-বোধায়ৈব নিগমনিরুক্তব্যাকরণানি প্রবৃত্তানীত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি॥

অনিত্যসংযোগান্মন্ত্রানর্থক্যমিতি॥ ৯॥ কিংতে কৃণ্বন্তি কীকটেষিতি মন্ত্রে কীকটো নাম জনপদ আম্নাতঃ। তথা নৈচাশাখং নাম নগরং প্রমগন্দো নাম রাজেত্যেতেহর্থা অনিত্যা আম্নাতাঃ। তথা চ সতি প্রাক্‌প্রমগন্দান্নায়ং মন্ত্রোভূতপূর্ব্ব ইতি গম্যতে। তদেবমেতৈস্তদর্থ-শাস্ত্রাদিভির্হেতুভির্মন্ত্রাণামর্থপ্রত্যায়নার্থত্বং নাস্তি। কিন্তূচ্চারণাদদৃষ্টার্থা এবইতি পূর্ব্বপক্ষঃ॥

তত্র সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি॥ অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থ ইতি॥ ১০॥ তুশব্দেন মন্ত্রাণামদৃষ্টার্থ-মুচ্চারণমাত্রং বারয়তি। ক্রিয়াকারকসংবন্ধেন প্রতীয়মানো বাক্যার্থো লোকবেদয়ো-

---

হইলেও, সেই মন্ত্র যেমন পূর্ণিকাকে নিজের অর্থ বুঝাইতে পারে না; সেইরূপ ক্রিয়া-কালে অর্থাৎ যজ্ঞ সময়ে মন্ত্র পঠিত হইলেও তদ্দ্বারা মন্ত্রের অর্থবোধ হয় না। আচ্ছা, সেস্থলে না হয় মাণবকের অর্থ-বিবক্ষা নাই, পূর্ণিকাও মন্ত্রের অর্থবোধ করিতে অক্ষমা; কিন্তু যজ্ঞক্ষেত্রে তো অধ্বর্য্যুর (পুরোহিতের) মন্ত্রের অর্থবিবক্ষাও আছে,—মন্ত্রের অর্থবোধের সম্ভাবনাও আছে। কাজে কাজেই অধ্যয়ন-কালে না হইলেও, যজ্ঞক্ষেত্রে প্রয়োগ-কালে, মন্ত্রের অর্থ-বোধের প্রয়োজন হইতেছে। এই আশঙ্কা নিরাকরণ জন্য, "অবিজ্ঞেয়াৎ" সূত্রের দ্বারা দোষান্তর সূত্রিত হইতেছে।

অনেক মন্ত্র আছে, যাহাদের অর্থ বোধ হয় না, সুতরাং তাহারা অবিজ্ঞেয়ার্থ,—ইহাই সূত্রের অর্থ। অর্থবোধ হয় না—এরূপ মন্ত্র দুই একটি বলা যাইতেছে। যেমন "অম্যক্‌ সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে"—এই একটি মন্ত্র, এবং "স্বণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু"—এই একটি দ্বিতীয় মন্ত্র। এই দুইটি মন্ত্রের কোনও অর্থই নাই। যদি বল, ঐ সব মন্ত্রের অর্থ-বোধের জন্যই নিগম, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তবে অর্থবোধ কেন না হইবে;—এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য "অনিত্যসংযোগান্মন্ত্রানর্থক্যং" দ্বারা অন্য দোষ সূত্রিত করা হইতেছে। অনিত্য বিষয়ের সংযোগ করায় বলিয়া মন্ত্র-সমূহ অনর্থোৎ-পাদক। ইহাই সূত্রের অর্থ। "কিংতেকৃণ্বন্তি কীকটেষু"—এই মন্ত্রের মধ্যে যে কীকট শব্দটি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা কীকট নামক দেশকে বুঝাইতেছে, এবং "নৈচাশাখং নাম নগরং প্রমগন্দো নাম রাজা"—এই মন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত পদ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের অর্থ অনিত্য বলিয়া কথিত রহিয়াছে। যদি মন্ত্রের অর্থ এরূপ অনিত্যই হয়, তাহা হইলে প্রমগন্দ নামক রাজার পূর্ব্ব-সময়ে মন্ত্র ছিল না,—ইহা উপলব্ধি হয়। তাহা হইলে তদর্থশাস্ত্রাদি হেতুপুঞ্জ দ্বারা মন্ত্র-সমূহের অর্থবোধ প্রয়োজন হইল না; কিন্তু উচ্চারণ-হেতু উহারা অদৃষ্টার্থ,—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন।

এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া "অবশিষ্টস্তু বাক্যার্থ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার মীমাংসা করা হইতেছে;—সূত্রে যে তু শব্দ আছে তদ্দ্বারা উচ্চারণ করিবামাত্র মন্ত্র-সমূহের অদৃষ্টার্থ

রবিশিষ্টঃ। তথা সতি যথা লোকেঽর্থপ্রত্যায়নায়ৈব বাক্যমুচ্চার্য্যতে তথা বৈদিকযাগ-প্রয়োগেঽপি দ্রষ্টব্যং। মন্ত্রেণ প্রকাশিতস্বার্থোঽনুষ্ঠাতুং শক্যতে ন ত্বপ্রকাশিতঃ। তস্মান্মন্ত্রো-চ্চারণস্যার্থপ্রকাশনরূপং দৃষ্টমেব প্রয়োজনম্॥ নম্বভ্রিরসি নারিরসি ইত্যারভ্য ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা দদ ইতি মন্ত্র আম্নাতঃ। তেনৈব মন্ত্রেণ প্রতীতেঽভ্র্যাদানে পুনর্ব্রাহ্মণে তাং চতুর্ভির-ভ্রিমাদত্ত ইতি বিধীয়তে। তদেতদ্বিধানং ত্বৎপক্ষে ব্যর্থং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

গুণার্থেন পুনঃশ্রুতিরিতি॥ ১১॥ মন্ত্রেণ প্রতীতস্যৈবার্থস্য ব্রাহ্মণে যৎপুনঃশ্রবণং তদেতচ্চতুঃসংখ্যালক্ষণগুণবিধানার্থত্বেনোপযুজ্যতে। এতস্য বিধানস্যাভাবে চতুর্ণাং মন্ত্রাণাং মধ্যে যেন কেনাপ্যেকেনাভ্রিরাদীয়েত॥ নম্বিমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্যেত্যশ্বাভিধানীমাদত্ত ইত্যত্র মন্ত্রসামর্থ্যাদেব প্রাপ্তস্য রশনাদানস্য পুনর্ব্রাহ্মণবাক্যং বিনিযোজকমাম্নায়তে। তদেতত্ত্বন্মতে ব্যর্থমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

পরিসংখ্যেতি॥ ১২॥ গর্দ্দভাভিধানীং নাদত্ত ইতি নিষেধঃ পরিসংখ্যা। তদর্থমিদং ব্রাহ্মণবাক্যং॥ নমু পরিসংখ্যায়াং ত্রয়ো দোষাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ। আদত্ত ইতি রশনাদানলক্ষণং স্বার্থং জহ্যাৎ। তন্নিষেধলক্ষণঃ পরার্থোঽস্য শব্দস্য কল্প্যেত। রশনাত্বসামান্যেন চ প্রাপ্তং গর্দ্দভরশনায়ামাদানং বাধ্যেতেতি ত্রয়ো দোষাঃ। মৈবং। গর্দ্দভরশনায়া অপ্রাপ্তত্বাৎ। তথা হি। ত্বৎপক্ষে প্রকরণপাঠান্যথানুপপত্ত্যা মন্ত্রেণাদানং কুর্য্যাদিতি বাক্যং পরিকল্প্যতে। তেন চ বাক্যেন মন্ত্রাদানয়োঃ সংবন্ধে সতি পশ্চাৎ কিংবিষয়কমাদানমিতি বীক্ষায়াং লিঙ্গাদ্রশনামাত্র-স্যাদানমুপেত্য গর্দ্দভরশনায়াঃ প্রাপ্তির্বক্তব্যা। সা চ বিলম্ব্যতে ইত্যশ্বাভিধানীমিতি প্রত্যক্ষেণ

নিবারিত হইতেছে। ক্রিয়াকারক (কার্য্য ও তন্নিষ্পাদক) সম্বন্ধ দ্বারা যে বাক্যের অর্থ জানিতে পারা যায়, তাহা লৌকিক প্রয়োগে ও বেদে অবশিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন। তাহা হইলে লৌকিক ব্যবহারে, অর্থ-বোধের জন্য যেমন বাক্য উচ্চারিত হয়, সেইরূপ বৈদিক যাগের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ উপলব্ধির জন্যই মন্ত্র-সমূহের আবৃত্তি করা হয়,—ইহা বুঝিতে হইবে। মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত অর্থই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার যোগ্য; অপ্রকাশিত অর্থ কদাপি যোগ্য হইতে পারে না। তজ্জন্য মন্ত্রোচ্চারণের অর্থ-প্রকাশরূপ দৃষ্ট-প্রয়োজনও আছে। আচ্ছা, তাহা হইলে "অভ্রিরসি নারিরসি"—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দদ পর্য্যন্ত ত্রিষ্টুপ ছন্দে যে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, সেই মন্ত্র দ্বারা (অভ্রি শব্দ দ্বারা নৌকা-মার্জ্জনার্থ কুদ্দালাকৃতি কাষ্ঠ-খণ্ডকে বুঝায়) অভ্রি-গ্রহণের প্রতীতি হইতেছে এবং পুনরায় ব্রাহ্মণে (বেদের ব্রাহ্মণভাগ) "মন্ত্র-চতুষ্টয় দ্বারা অভ্রি গ্রহণ কর"—এইরূপ বিধি কথিত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ বিধান আপনার পক্ষে ব্যর্থ হইয়া যায়;—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। কিন্তু "গুণার্থেন পুনঃ শ্রুতিঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর সমর্থন করা যাইতেছে।

মন্ত্র দ্বারা যে অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থ ব্রাহ্মণে পুনরায় শ্রবণ করিলে, তাহাতে চতুঃসংখ্যক লক্ষণ গুণ বিধানের উপযোগিতা হয়। এইরূপ বিধান না থাকিলে, মন্ত্র-চতুষ্টয় মধ্যে যে কোনও একটি দ্বারা অভ্রি আদান সিদ্ধ হইতে পারিত।

"ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য" এই মন্ত্রে অশ্বাভিধানী অর্থাৎ অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিতে এই অর্থ বুঝাইতেছে। এস্থলে মন্ত্রের ক্ষমতানুসারে রশনা গ্রহণ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ-

প্রাক্যেন। মন্ত্রাদানয়োঃ সংবন্ধে সতি লিঙ্গাদ্রশনামাত্রে প্রাপ্তমাদানমশ্বাভিধানীমিতি শ্রুত্যা বিশেষে ব্যবস্থাপ্যতে। ততো মন্ত্রস্য নিরাকাঙ্ক্ষত্বাদ্‌গর্দ্দভরশনায়া অপ্রাপ্তত্বান্নাস্তি প্রাপ্তবাধঃ। অত এব নিষেধার্থো ন কল্প্যতে। বিধ্যর্থশ্চ ন ত্যজ্যতে। তত্র কুতো দোষত্রয়ং। ঈদৃশমপ্রাপ্তিরূপমেব গর্দ্দভরশনায়া নিবারণমভিপ্রেত্য পরিসংখ্যেতি সূত্রিতং॥ নন্‌রুপ্রথস্বেতি প্রথয়তীতি ব্রাহ্মণস্য বৈয়র্থ্যং তদবস্থমেবেত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

অর্থবাদোবেতি॥ ১৩॥ বাশব্দো বৈয়র্থ্যং বারয়তি। অস্ত্যত্রার্থবাদঃ। যজ্ঞপতিমেব তৎ

বাক্য তাহারই বিনিযোজক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং আপনার মতে ইহা ব্যর্থ— এই আশঙ্কা করিয়া "পরিসংখ্যা" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

গর্দ্দভরজ্জু গ্রহণ করিবে না, এইরূপ নিষেধের নামই পরিসংখ্যা—সুতরাং "ইমামগৃভ্‌ণন্‌" ইত্যাদি ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা অশ্বরজ্জুই গ্রহণ করিবে,—ইহা বুঝাইবার জন্যই ব্রাহ্মণ-বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু পরিসংখ্যা স্বীকার করিলে, শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের গ্রহণ ও প্রপ্তির বাধ-রূপ দোষত্রয় সম্ভাবিত হয়। উক্ত দোষত্রয়ের উদাহরণ যথাক্রমে বলিতেছি;—"আদত্তে" এই পদ দ্বারা রশনা-গ্রহণের লক্ষণ-বিশিষ্ট স্বীয় অর্থ পরিত্যক্ত হইতেছে। কারণ, রজ্জুগ্রহণ বলিলে রজ্জুধারণ—এই অর্থ বুঝায়। সুতরাং গ্রহণ শব্দের যে অর্থে শক্তি, তাহার পরিত্যাগ হইয়াছে। তাহা হইলেই শ্রুতার্থের পরিত্যাগ যে কি, তাহা বেশ বুঝা গেল। গ্রহণ শব্দের গ্রহণার্থ লক্ষণ ভিন্ন অপর একটী অর্থ কল্পিত হইতেছে, অর্থাৎ গ্রহণ শব্দ দ্বারা ধারণ—এই অর্থ বুঝাইতেছে। গ্রহণ শব্দের অর্থ ধারণ, ইহা কখনও শুনা যায় নাই। কিন্তু এস্থলে তাহার ঐ অর্থ হওয়ায় অশ্রুতার্থের গ্রহণও বুঝা গেল। সাধারণভাবে, রশনার কথা বলিলে, গর্দ্দভরশনাকেও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গর্দ্দভ রশনা এস্থলে উদ্দেশ্য নয় বলিয়া, প্রাপ্তিতে বাধা ঘটিতেছে। সুতরাং পরিসংখ্যার তিনটি দোষই এখন বেশ বুঝা গেল। এস্থলে গর্দ্দভ-রশনার প্রাপ্তিতে বাধরূপ যে পরিসংখ্যা-দোষের আশঙ্কা করা যাইতেছে, তাহা হইতে পারে না। কেন-না, গর্দ্দভ রশনার তো প্রাপ্তিই নাই! আপনার মতে গর্দ্দভরশনা প্রাপ্তি পক্ষে, রশনা-আদান প্রকরণে, ঐ মন্ত্র পাঠ করার কোনও সার্থকতা নাই বলিয়া তাৎপর্য্য-শূন্য হইয়া পড়ে। সেই হেতু মন্ত্র দ্বারা, "আদান করিবে"—এই বিধি-বাক্য কল্পনা করিতে হইতেছে। সেই কল্পনা-সিদ্ধ বাক্য দ্বারা, মন্ত্র ও আদানের যে কি সম্বন্ধ, তাহা নির্দ্ধারিত হইল। পশ্চাতে কোন্‌ বিষয়ের আদান অর্থাৎ গ্রহণ?—এই আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায়, মন্ত্রলিঙ্গানুসারে রশনা-মাত্রেরই আদান বুঝায়। সেই হিসাবে যে গর্দ্দভ-রশনার প্রাপ্তি, সে বহুদূরের কথা। সেই হেতু 'অশ্বাভিধানী'—এই প্রত্যক্ষ বাক্য দ্বারা অশ্বরশনা প্রাপ্তি বুঝাইতেছে। মন্ত্র ও আদানের সম্বন্ধ স্থির হইলে মন্ত্রলিঙ্গানুসারে সাধারণ রশনার আদান-প্রাপ্তিতে, 'অশ্বাভিধানীং'—অই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা বিশেষরূপে অশ্বরজ্জুকেই বুঝাইতেছে। এইরূপে মন্ত্র আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া পড়ে বলিয়া, গর্দ্দভ রশনার প্রাপ্তি হইল না। অতএব প্রাপ্তির বাধ, নিষেধার্থের কল্পনা এবং বিধ্যর্থের (প্রকৃতার্থের) পরিত্যাগরূপ দোষত্রয়ের মধ্যে কোনটিরই সম্ভব হইল না। সুতরাং গর্দ্দভ-রশনার—অপ্রাপ্তির নিষেধ জন্য "পরিসংখ্যা" সূত্রের যে উল্লেখ হইয়াছে,

প্রথয়ন্তীতি তেনার্থবাদেন সংবন্ধায় ব্রাহ্মণে বিধিঃ পঠ্যতে ॥ নমু প্রথয়তীত্যনেনৈব বিধি-শব্দেন প্রথনমনূদ্য যজ্ঞপতিমেবেত্যাদিনার্থবাদেন স্তোতব্যং। তদেব তু প্রথনং কুতঃ প্রাপ্ত-মিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

মন্ত্রাভিধানাদিতি ॥ ১৪ ॥ অধ্বর্য্যুঃ পুরোডাশমুদ্দিশ্য মন্ত্রে প্রথস্বেত্যেবমভিধত্তে। তস্মাদ-ভিধানাদধ্বর্য্যুকর্তৃকং প্রথনং প্রাপ্তং। যথা লোকে যঃ কুর্ব্বিতি ব্রূতে স কারয়তি তথাত্রাপি যঃ প্রথস্বেতি ব্রূতে স প্রথয়ত্যেব। যদুক্তং অগ্নির্মূর্দ্ধাদিব ইতি পাঠক্রমনিয়মাদদৃষ্টার্থো মন্ত্র ইতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

অবিরুদ্ধং পরমিতি ॥ ১৫ ॥ পরং দ্বিতীয়সূত্রোক্তমস্মৎপক্ষেঽপ্যবিরুদ্ধং। ন হি বয়ং পাঠক্রমনিয়মাদদৃষ্টং নিবারয়ামঃ। কিং তর্হি মন্ত্রোচ্চারণেন জায়মানমর্থপ্রত্যায়নং দৃষ্টপ্রয়োজন-ত্বান্নোপেক্ষিতব্যমিত্যেতাবদেব ব্রূমঃ॥ নমু প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি মন্ত্রবুদ্ধিমেবার্থং শাস্তি। তদযুক্তম্। সোপানৎকস্যোপাদদন্তরাসংভবাদিত্যুক্তমিতি চেৎ তস্য পরিহারং সূত্রয়তি ॥

উহা "উরুপ্রথস্ব" মন্ত্রে "পুরোডাশং প্রথয়তি" প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বাক্যের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। এইরূপ আপত্তি "অর্থবাদোবা" এই সূত্র দ্বারা ভঞ্জন করিতেছেন।

সূত্রে যে 'বা' শব্দ আছে, তদ্দারা বিফলতা দোষ নিবারিত হইতেছে। "যজ্ঞপতিমেব তৎপ্রথয়তি" অর্থাৎ যজ্ঞপতিকেই পুরোডাশ প্রথন করাইবে,—এস্থলে অর্থবাদ অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ কথন হইতেছে। এই অর্থবাদের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন জন্য ব্রাহ্মণে ঐরূপ বিধি পঠিত হইয়াছে। "প্রথয়তি" এই বিধি-শব্দ দ্বারা প্রথনের (প্রকাশ-করণের) পশ্চাতে উল্লেখ করিয়া "যজ্ঞপতিমেব" (যজ্ঞপতিকেই)—ইত্যাদিরূপ অর্থবাদ দ্বারা যে স্তব করা হইতেছে, সেই প্রথন কোথা হইতে পাওয়া যাইতেছে?

এই সন্দেহ নিরাসের জন্য "মন্ত্রাভিধানাৎ" এইরূপ সূত্র করিতেছেন। মন্ত্রেই উহা কথিত হইতেছে, ইহাই সূত্রের অর্থ। অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্), যজ্ঞীয় ঘৃতকে লক্ষ্য করিয়া, মন্ত্রে "প্রথস্ব" অর্থাৎ খ্যাত বা প্রকাশিত হও,—এইরূপ বলিতেছেন। ঐ ভাবে বলিতে দেখিয়া, অধ্বর্য্যুই প্রথনের কর্তা, ইহা পাওয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তি এক জনকে "কর" এই কথা বলে, সেই করাইয়া থাকে—ইহা যেমন জগতে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়; তেমনি এস্থলেও, যে অধ্বর্য্যু, "প্রথস্ব" অর্থাৎ প্রথিত হও—এ কথা বলিতেছেন, সেই অধ্বর্য্যুই প্রথিত করাইতেছেন। যথাক্রমে পাঠই মন্ত্রের প্রয়োজন। এই হেতু "অগ্নির্মূর্দ্ধাদিব" মন্ত্রের অবতারণা। এস্থলে, "মন্ত্র অদৃষ্টার্থ" অর্থাৎ মন্ত্রের অর্থ দর্শনবিষয়ীভূত নয়, পূর্ব্বে যে এরূপ বলা হইয়াছে, তদুত্তরে "অবিরুদ্ধং পরং"—এই সূত্র করা হইতেছে।

পরং অর্থাৎ—"বাক্য-নিয়মাৎ" এই দ্বিতীয় সূত্রোক্ত মন্ত্রের অদৃষ্টার্থতা সম্বন্ধে আমার মতও অবিরুদ্ধ। ক্রমিক পাঠের নিয়ম আছে বলিয়া আমরা মন্ত্রের অদৃষ্টার্থের নিষেধ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে কি মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা অর্থ বোধ সঞ্জাত হইলে, উহা দৃষ্ট প্রয়োজন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না,—ইহাই বলিতেছি? "প্রোক্ষণীরাসাদয়" অর্থাৎ প্রোক্ষণী পাত্র (যজ্ঞে জলসেকার্থ পাত্রবিশেষ) স্থাপন কর, এই মন্ত্রজ্ঞানই সেই অর্থ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। ইহা অসঙ্গত; কারণ, পাদুকাবিশিষ্ট পদের মধ্যে পাদুকা ধারণ অসম্ভব,—পূর্ব্বে যে এইরূপ

সংপ্রৈষকর্ম্মণোগর্হানুপলংভঃ সংস্কারত্বাদিতি ॥ ১৬ ॥ সংপ্রৈষকর্ম্মণো গর্হা স্বদুক্তদোষো নোপলভ্যতে। বুদ্ধস্যাপ্যর্থস্য মন্ত্রেণৈবানুস্মরণে সতি নিয়মাদৃষ্টলক্ষণস্য সংস্কারস্য সদ্ভাবাৎ ॥ যচ্চোক্তং চত্বারিশৃঙ্গেতি মন্ত্রোঽসন্তমেবার্থমভিধত্ত ইতি তস্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

অভিধানেঽর্থবাদ ইতি ॥ ১৭ ॥ অসতোঽর্থস্যাভিধানে বাক্যে গৌণস্যার্থস্যোক্তির্দ্রষ্টব্যা। তদ্‌যথা। চত্বারো হোত্রধ্বর্য্যুদ্‌গাতৃব্রহ্মণোঽস্য কর্ম্মণঃ শৃঙ্গাণি। প্রাতঃসবনাদয়স্ত্রয়ঃপাদাঃ। পত্নীযজমানৌ দ্বে শীর্ষে। গায়ত্র্যাদীনি সপ্তচ্ছন্দাংসি হস্তাঃ। ঋগ্বেদাদিভিস্ত্রিভিবৈর্দেবস্ত্রেধা বন্ধনং। কামান্ বর্ষতীতি বৃষভঃ। রোরবীতি স্তোত্রশস্ত্রাদিশব্দান্ পুনঃ পুনঃ করোতি। মহো দেবঃ সোঽয়ং প্রৌঢ়ো যজ্ঞরূপো দেবো মর্ত্যানাবিবেশেতি। লোকেঽপ্যেব গৌণ-প্রয়োগা দৃশ্যন্তে। চক্রবাকস্তনী হংসদন্তাবলী কাশবস্ত্রা শৈবলকেশিনীত্যেবং নদ্যাঃ স্তূয়মানত্বাৎ। এবমোষধে ত্রায়স্ব শৃণোতগ্রাবাণ ইত্যাদ্যচেতনসংবোধনানি স্তুতিপরত্বেন যোজনীয়ানি। যস্মিন্ বপন ওষধিরপি ত্রায়তে তত্র বপনকর্ত্তা ত্রায়ত ইতি কিমু বক্তব্যং।

আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহার পরিহার-করণ মানসেই "সংপ্রৈষকর্ম্মণোগর্হানুপলম্ভঃ সংস্কারত্বাৎ" —এই সূত্র করিয়াছেন। "প্রোক্ষণী আসাদন কর"—ইত্যাকার সংপ্রৈষ-কর্ম্মের জ্ঞাতার্থ-জ্ঞাপকরূপ যে দোষ আপনি বলিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না। কারণ, মন্ত্র-দ্বারাই জ্ঞাত অর্থের অনুস্মরণ হয়, এইরূপ নিয়ম থাকার জন্য, মন্ত্রার্থ, দৃষ্ট-লক্ষণ-বিশিষ্ট,—এইরূপ সংস্কার সঞ্জাত হইতেছে। পূর্ব্বে 'চত্বারিশৃঙ্গা' ইত্যাদিরূপ যে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অসদর্থ কথিত হইতেছে বলিয়া, "অভিধানেঽর্থবাদঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইয়াছে। যে বাক্যে অসদর্থ কথিত হয়, তাহাতে গৌণার্থের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে উহার অর্থ এইরূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে; যথা,—হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মারূপ ঋত্বিক্-চতুষ্টয়, এই যাগ-কর্ম্মের চারিটি শৃঙ্গ-স্বরূপ। প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নসবন ও সায়াহ্নসবন রূপ ত্রিসবন, উহার তিনটি পদ-স্বরূপ। যজমান ও তৎপত্নী, উহার দুই মস্তক-স্বরূপ। গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দঃ উহার সপ্ত হস্ত-স্বরূপ। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ—এই বেদত্রয়, উহার ত্রিবিধ বন্ধন-স্বরূপ। কাম অর্থাৎ মনের অভীষ্ট ফল, বর্ষণ (দান) করে বলিয়া যজ্ঞের নাম বৃষভ হইয়াছে। সেই যজ্ঞ পুনঃপুনঃ স্তোত্র-শাস্ত্রাদি রূপ শব্দ করিয়া থাকে। তেজ-উদ্দীপক ও বর্দ্ধনশীল সেই যজ্ঞরূপ দেবতা যজমানে আবিষ্ট হইলেন।

চক্রবাকস্তনী, হংসদন্তাবলী, কাশবস্ত্রা, শৈবালকেশিনী নদী,—এইরূপ গৌণ-প্রয়োগ লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে চক্রবাক পক্ষীকে স্তনরূপে, হংস-শ্রেণীকে দন্তাবলীরূপে, কাশতৃণকে বস্ত্ররূপে এবং শৈবাল অর্থাৎ শেঁওলা-সকলকে কেশরূপে কল্পিত করিয়া নদীর স্তব অর্থাৎ স্বরূপ-কথন হইয়া থাকে। এইরূপ, "হে ওষধে! ত্রাণ কর; হে প্রস্তরগণ! শ্রবণ কর"—ইত্যাদি স্থলে অচেতন-সম্বন্ধীয় সম্বোধন স্তুত্যর্থরূপে যোজিত করিতে হইবে। যে বপনে ওষধিও ত্রাণ করে, সে বপনে বপনকর্ত্তা যে ত্রাণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রস্তর-সমূহও যখন প্রাতরনুবাক্ (প্রাতঃকালীন স্তুতিব্যঞ্জক ঋক্) শ্রবণ করে, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যে শ্রবণ করিবেন, তাহাতে আর বেশী কথা কি? ইহাই মন্ত্রসকলের অভিপ্রায়। এইরূপ গৌণ-প্রয়োগ জগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

তথা গ্রাবাণোঽপি প্রাতরনুবাকং শৃণ্বন্তি। কিমুত বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ইত্যামন্ত্রাণামভিপ্রায়ঃ॥ যোঽপ্যদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমিতি বিপ্রতিষেধ উক্তস্তস্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

গুণাদবিপ্রতিষেধঃ স্যাদিতি ॥ ১৮ ॥ যথা ত্বমেব পিতা ত্বমেব মাতেত্যত্র গৌণপ্রয়োগাদবিরোধস্তদ্বৎ। এবমেকরুদ্রদেবত্যে কর্ম্মণ্যেকো রুদ্রঃ। শতরুদ্রদেবত্যে শতং রুদ্রা ইত্যবিরোধঃ॥ যদপ্যুক্তং স্বাধ্যায়মধীয়ানো মাণবকঃ পূর্ণিকায়া অবহতিং ন প্রকাশয়িতুমিচ্ছতীতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

বিদ্যাবচনমসংযোগাদিতি ॥ ১৯ ॥ বেদবিদ্যাগ্রহণকালেঽর্থস্য যদবচনং তদযজ্ঞসংযোগাদুপপদ্যতে। নহি পূর্ণিকায়া অবঘাতো যজ্ঞসংযুক্তঃ। নাপি মাণবকো যজ্ঞমনুতিষ্ঠতি। অতো যজ্ঞানুপকারান্ন তত্রার্থবিবক্ষা॥ যদপ্যুক্তং অম্যক্‌সাত ইন্দ্র ঋষ্টিঃ সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু ইত্যাদাবর্থস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বান্নাস্ত্যেবার্থ ইতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

সতঃ পরমবিজ্ঞানমিতি ॥ ২০ ॥ বিদ্যমান এবার্থঃ প্রমাদালস্যাদিভির্ন জ্ঞায়তে। তেষাং নিগমনিরুক্তব্যাকরণবশেন ধাতুতোঽর্থঃ পরিকল্পয়িতব্যঃ। তদ্‌ যথা। জর্ভরী তুর্ফরীতু ইত্যেবমাদীন্যশ্বিনোরভিধানানি। তেষু হি দ্বিবচনান্তত্বং লক্ষ্যতে। আশ্বিনং চেদং সূক্তম-

---

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষং" এস্থলে যে অদিতি দ্যুলোক, তিনি অন্তরীক্ষ হইতে পারেন না,—এইরূপ যে নিষেধ কথিত হইয়াছে। তাহার উত্তর সূত্রিত করিতেছেন,—"গুণাদপ্রতিষেধঃস্যাৎ। যেমন "তুমিই পিতা, তুমিই মাতা" বলিলে গৌণার্থহেতু মাতা-পিতারূপে এক ব্যক্তিকেই বুঝাইতেছে, তাহাতে কোনও বিরোধ থাকিতেছে না; সেইরূপ একরুদ্রদেবতা সম্বন্ধীয় কার্য্যে এক রুদ্র এবং শতরুদ্রদেবতা সম্বন্ধীয় কার্য্য শত রুদ্র হইবে, তাহাতে আর বিরোধ কি?

স্বাধ্যায় (স্বীয় বেদ) অধ্যয়নশীল মাণবক পূর্ণিকার অবহতি (আপ-পরিমাণে মুষলাঘাত দ্বারা ধান্যাদি বিতুষীকরণ ব্যাপার) প্রকাশ জন্য মন্ত্র পাঠ করিতেছেন না। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "বিদ্যা বচনমসংযোগাৎ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না বলিয়াই, বেদাধ্যয়নকালে, বেদ-মন্ত্রের অর্থ-বোধ হয় না। যেহেতু, পূর্ণিকার যে অবঘাত, (মুষলাঘাত), তাহার সঙ্গে যজ্ঞের কোনও সম্বন্ধ নাই এবং মাণবকও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন না। অতএব যজ্ঞের উপকার সাধিত হইতেছে না বলিয়া, অবঘাত-মন্ত্র-পাঠে মাণবকের অর্থবিবক্ষা নাই। পূর্ব্বে, "অম্যক্‌সাত ইন্দ্রঃ সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু" ইত্যাদি স্থলে অর্থ-বোধ হয় না বলিয়া তাহাদের কোনও অর্থ নাই—এই যে কথা বলা হইয়াছে, "সতঃ পরমবিজ্ঞানং" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর সমর্থন করা যাইতেছে।

অর্থ থাকিলেও, অনবধানতা ও আলস্যাদি দ্বারা তাহা জানা যায় না। নিগম, নিরুক্ত ও ব্যাকরণের সাহায্যে ধাতু হইতে তাহাদের অর্থ কল্পনা করা উচিত। "জর্ভরী তুর্ফরীতু," এইগুলি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম। ঐ নামগুলি দ্বিবচনান্ত,—ইহা দেখা যাইতেছে। এইটি আশ্বিন (অশ্বিনীকুমারদ্বয় সম্বন্ধীয়) সূক্ত অর্থাৎ বেদোক্ত স্তোত্র-মন্ত্র। "অশ্বিনোঃ কামমপ্রাঃ"—এই মন্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম দেখা যাইতেছে। এই অভিপ্রায়েই নিরুক্ত-

ম্বিনোঃ কামমপ্রা ইতি দর্শনাৎ। এতদেবাভিপ্রেত্য নিরুক্তকারো ব্যাচষ্টে জর্ভরী ভর্ত্তারাবিত্যর্থস্তুর্ফরীতু হন্তারাবিত্যর্থ ইতি। এবমম্যক্‌সাত ইত্যাদাবপ্যূহ্নেয়ং॥ যদপ্যুক্তং প্রমগন্দাদ্যনিত্যার্থসংযোগান্মন্ত্রস্যানাদিত্বং ন স্যাদিতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

উক্তশ্চানিত্যসংযোগ ইতি॥ ২১॥ প্রথমপাদস্যান্তিমাধিকরণে সোঽয়মনিত্যসংযোগদোষ উক্তঃপরিহৃতঃ। তথা হি। তত্র পূর্ব্বপক্ষে বেদানাং পৌরুষেয়ত্বং বক্তুং কাঠকং কালাপকমিত্যাদিপুরুষসংবন্ধাভিধানং হেতূকৃত্যানিত্যদর্শনাচ্চেতি হেত্বন্তরং সূত্রিতং। ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়তেত্যনিত্যানাং ববরাদীনামর্থানাং দর্শনাত্ততঃপূর্ব্বমসত্বাৎ পৌরুষেয়ো বেদ ইতি তস্যোত্তরংসূত্রিতং। পরংতু শ্রুতিসামান্যমাত্রমিতি। তস্যায়মর্থঃ। যৎকাঠকাদিসমাখ্যানং তৎ প্রবচননিমিত্তং। যত্তু পরং ববরাদ্যনিত্যদর্শনং তচ্ছব্দসামান্যমাত্রং। ন তু তত্রানিত্যো ববরাখ্যঃ কশ্চিৎপুরুষো বিবক্ষিতঃ। কিন্তু ববর ইতি শব্দানুকৃতিঃ। তথা সতি ববরেতি শব্দং কুর্ব্বন্ বায়ুরভিধীয়তে। স চ প্রাবাহণিঃ। প্রকর্ষেণ বহনশীলঃ। এবমন্যত্রাপ্যূহনীয়ং। তদেবং কস্যচিদপি দোষস্যাসম্ভবাদ্‌বিবক্ষিতার্থা মন্ত্রাঃ স্বার্থপ্রকাশনায়ৈব প্রয়োক্তব্যাঃ॥ নম্বর্থপ্রকাশনার্থত্বে সতি দৃষ্টং প্রয়োজনং লভ্যতইতি যুক্তিমাত্রমিদমুচ্যতে। ন ত্বেতদুপোদ্‌বলকং কিঞ্চিচ্ছ্রৌতং লিঙ্গং পশ্যাম ইত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

কার যাস্ক, "জর্ভরী" শব্দের অর্থ ভর্ত্তা অর্থাৎ ধারণকারী এবং "তুর্ফরী" শব্দের অর্থ হত্যাকারী,—এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। সেইরূপ "অম্যক্ সাত" ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ এক-একটা সঙ্গত অর্থ কল্পনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রমগন্দাদি (রাজা) অনিত্যার্থ প্রতিপাদক বলিয়া তৎপরবর্ত্তী কালভূত মন্ত্রের অনাদিত্ব হইবে কেন?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তর "উক্তশ্চানিত্যসংযোগঃ" সূত্র দ্বারা করিতেছেন। প্রথম পাদের শেষাধিকরণে সেই অনিত্যসংযোগ দোষ উক্তও হইয়াছে এবং পরিত্যক্তও হইয়াছে। সেস্থলে প্রশ্নকারী বলিয়াছেন যে, কঠশাখাধ্যায়ী ও কলাপজ্ঞ কর্ত্তৃক রচিত শাস্ত্র যেমন কাঠক ও কালাপরূপে অভিহিত হয়; সেইরূপ বেদও কঠকলাপাভিজ্ঞবৎ কোনও একজন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া পৌরুষেয় হইবে না কেন? এইরূপ প্রশ্নের "অনিত্যদর্শনাচ্চ" এই সূত্র দ্বারা অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিলেন।" এস্থলে অনিত্য ববরাদি পদার্থকে যখন বেদই প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন ববরাদির পরে বেদ,—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অনিত্যের পরবর্ত্তী বলিয়া বেদ যখন নিত্য নয়, তখন পৌরুষেয় (পুরুষ-রচিত)—এই আশঙ্কায় "পরংতু শ্রুতিসামান্যমাত্রং" এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন। প্রবচন (উত্তম বচন) জন্য কাঠকাদি এইরূপ নাম হইয়াছে। কঠরচিত বলিয়া "কাঠক" হয় নাই। পরে যে ববরাদি অনিত্য পদার্থের দর্শন বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা একটি সাধারণ শব্দমাত্রকে বুঝাইতেছে। সেস্থলে ববর নামক কোনও অনিত্য পুরুষ অভীষ্ট নহে। কিন্তু ববরশব্দ একটি শব্দের অনুকরণ মাত্র। তাহা হইলে 'ববর' এইরূপ শব্দকরণশীল বায়ুই অভিহিত হইতেছে। সেই ববর নামক বায়ু প্রাবাহণি অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল অর্থাৎ গতিশীল। এইরূপ অন্য স্থলেও অর্থ-যোজনা করিতে হইবে। সুতরাং কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়াই মন্ত্র-সমূহ অভীষ্টার্থপ্রদ এবং স্বীয় অভীষ্টার্থ-প্রকাশের

লিঙ্গোপদেশশ্চ তদর্থবদিতি ॥ ২২ ॥ আগ্নেয্যাগ্নীধ্রমুপতিষ্ঠেতেতি শ্রূয়তে। তস্যায়মর্থঃ। অগ্নির্দেবতা যস্যা ঋচঃ সেয়মাগ্নেয়ী। তয়াগ্নীধ্রস্থানমুপতিষ্ঠেতেতি। অত্র হ্যুপস্থানমুপদিশদ্‌-ব্রাহ্মণ অগ্নে নয়েত্যনয়োপতিষ্ঠেতেতি মন্ত্রপ্রতীকং পঠিত্বা নোপদিশতি। যদা তস্যামৃচ্যগ্নিঃ প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যতে তদা তস্যাঋচোঽগ্নির্দেবতা ভবতি। তথা সত্যাগ্নেয্যেতি দেবতাবাচি তদ্ধিতান্তনির্দেশাদুপপদ্যতে। তস্মাদয়মুপদেশস্তন্মন্ত্রবাক্যমর্থবদিতি বোধয়তি। অতো বিবক্ষিতার্থত্বাদর্থপ্রত্যায়নার্থং প্রয়োগকালে মন্ত্রোচ্চারণং ॥ তস্মিন্নেব বিবক্ষিতার্থত্বে লিঙ্গান্তরং সূত্রয়তি ॥

উহইতি ॥২৩॥ প্রকৃতাবাম্নাতস্য মন্ত্রস্য বিকৃতৌ সমবেতার্থত্বায় তদুচিতপদান্তরস্য প্রক্ষেপেণ পাঠ উহঃ। তদ্‌যথা। অম্বেনং মাতা মন্যতামনু পিতা ন ভ্রাতেতি প্রাকৃতঃ পশুবিষয়ো মন্ত্রপাঠঃ। তস্য চ মন্ত্রস্য বিকৃতৌ পশুদ্বয়ে সত্যন্বেতৌ মাতা মন্যতামিত্যূহঃ। পশুবহুত্বে সতি অন্বেতান্ মাতা মন্যতামিত্যূহঃ কর্তব্যঃ। এতন্মন্ত্রব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। ন মাতা বর্ধতে ন পিতেতি। তত্রেদং চিন্তনীয়ং। কিমত্র শরীরবৃদ্ধির্নিষিধ্যতে।

জন্যই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যদি অর্থ-প্রকাশের নিমিত্তই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রোচ্চারণ যে দৃষ্ট প্রয়োজন (যাহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে), ইহা পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু এরূপ কথা যুক্তি মাত্র। কারণ, কোনও বৈদিক কারণ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া দেখিতে পাই না;—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "লিঙ্গোপদেশশ্চ তদর্থবৎ" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

"আগ্নেয়ী দ্বারা অগ্নীধ্রস্থানে উপস্থান করিবে"—এইরূপ বাক্য শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—যে ঋকের দেবতা অগ্নি, তাহাকে আগ্নেয়ী কহে। সেই আগ্নেয়ী (ঋক্) দ্বারা অগ্নীধ্র-স্থানে (অগ্নি-গৃহে) উপাসনা করিবে। এস্থলে ব্রাহ্মণ (বেদের ব্রাহ্মণভাগ) উপাসনার উপদেশক হইলেও, "অগ্নে নয়," "অনয়া উপতিষ্ঠেত" ইত্যাদিরূপ মন্ত্রের একদেশ মাত্র পাঠ করিয়া উপদেশ করিতেছেন না। যখন অগ্নি সেই ঋকে প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হইতেছেন, তখন অগ্নিই তাহার দেবতা। তাহা হইলে, অগ্নি শব্দের উত্তর দেবতার্থে 'ঢেয়' এই তদ্ধিত প্রত্যয় ও স্ত্রীত্বে 'ঈপ' করিয়া "আগ্নেয়ী" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য এই উপদেশে, উক্ত মন্ত্র-বাক্য যে অর্থযুক্ত, তাহা উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং, মন্ত্র বিবক্ষিতার্থ (অভীষ্টার্থ প্রকাশক) বলিয়া, অর্থবোধের জন্য, প্রয়োগকালে মন্ত্রোচ্চারণ করা হইয়া থাকে। মন্ত্র যে বিবক্ষিতার্থ, "উহঃ" সূত্র দ্বারা তদ্বিষয়ে হেত্বন্তর সূত্রিত হইতেছে।

প্রকৃতভাবে পঠিত মন্ত্রের অর্থ, যদি বিকৃতপাঠেও সমবেত থাকে, তাহা হইলে তদুপযুক্ত অন্যপদ সংযোগ করিয়া যে পাঠ করা যায়, তাহাকে "উহ" বলে। একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—"অম্বেনং মাতা মন্যতামনু পিতা ন ভ্রাতা"—এই মন্ত্র প্রকৃতভাবে পশুবিষয়ে পঠিত হইয়াছে। ঐ মন্ত্র যখন পশুদ্বয়ে বিকৃতভাবে পঠিত হইবে, তখন "অম্বেনৌ মাতা মন্যতাং" এইরূপ দ্বিবচনান্ত পাঠের 'উহ' করিতে হইবে। বহু পশুবিষয়ে "অম্বেনান্ মাতা মন্যতাং" এই বহুবচনের উহ করিতে হইবে। উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণভাগে) এইরূপ

আহোস্বিচ্ছব্দবৃদ্ধিরিতি। একবচনান্তস্য মাতৃশব্দস্য মাতরাবিতি দ্বিবচনান্তত্বেন বা মাতর ইতিবহুবচনান্তত্বেন বা প্রয়োগঃ শব্দবৃদ্ধিঃ। ন তাবচ্ছরীরবৃদ্ধির্নিষেদ্ধুং শক্যতে। বাল্য-কৌমারযৌবনাদিবয়োঽনুসারেণ তদ্‌বৃদ্ধেঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। অতঃ শব্দবৃদ্ধিনিষেধ এব শিষ্যতে। মাতৃশব্দপিতৃশব্দয়োর্বিশেষাকারেণ বৃদ্ধিনিষেধাদিতরস্যৈনমিতিশব্দস্যার্থানুসারিণী বৃদ্ধিঃ সূচিতা ভবতি। তত্র যদ্যর্থো ন বিবক্ষ্যতে তদা পশুদ্বিত্বে দ্বিবচনং পশুবহুত্বে বহুবচনং চ কথমূহ্যতে। তস্মাদ্‌ বিবক্ষিতার্থা মন্ত্রাঃ॥ তস্মিন্নেবার্থে লিঙ্গান্তরং সূত্রয়তি॥

বিধিশব্দাচ্চেতি॥ ২৪॥ মন্ত্রব্যাখ্যানরূপো ব্রাহ্মণগতঃ শব্দো বিধিশব্দ ইত্যুচ্যতে। স চৈবমাম্নায়তে। শতং হিমাঃ শতং বর্ষাণি জীব্যাস্মেত্যেবৈতদাহেতি। তত্র শতং হিমা ইত্যেতদ্ব্যাখ্যেয়মন্ত্রস্যপ্রতীকং। অবশিষ্টংতু তস্য তাৎপর্য্যব্যাখ্যানং। মন্ত্রস্যাবিবক্ষিতার্থত্বে তু কিং নাম তাৎপর্য্যং মন্ত্রে ব্যাখ্যায়তে। তস্মাদ্বিবক্ষিতার্থা মন্ত্রাঃ প্রয়োগকালে স্বার্থপ্রকাশ-নায়ৈবোচ্চারয়িতব্যাঃ॥

তত্র সংগ্রহশ্লোকৌ॥

মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ।
যাগেষূত পুরোড়াশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ॥ ১॥
ব্রাহ্মণেনাপি তদ্‌ভানান্মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ।
ন তদ্ভানস্য দৃষ্টত্বাদ্দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ॥ ২॥

কথিত হইয়াছে; যথা,—"মাতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, পিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।" এস্থলে চিন্তা করা উচিত যে, এখানে কি তাহাদের শরীর-বৃদ্ধি নিষিদ্ধ হইতেছে?—অথবা, মাতৃপিতৃ এই শব্দ-বৃদ্ধি নিষিদ্ধ হইতেছে? একবচনান্ত মাতৃশব্দের "মাতরৌ" এইরূপ দ্বিবচন এবং "মাতরঃ" এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ হইলে শব্দবৃদ্ধি হয়। শরীরবৃদ্ধির নিষেধ করিতেও পারা যায় না। কেন-না, বাল্য-কৌমার-যৌবনাদি বয়সানুসারে শরীরের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং অবশেষে শব্দ-বৃদ্ধিরই নিষেধ হইল। মাতৃপিতৃ শব্দের বিশেষভাবে বৃদ্ধি-নিষেধ-হেতু "এনং"—এই অন্য একটি শব্দের অর্থানুসারে বৃদ্ধি সূচিত হইতেছে। সেস্থলে যদি অর্থ বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে পশু-দ্বিত্বে দ্বিবচন এবং পশু-বহুত্বে বহুবচনের কিরূপ 'উহ' হয়। অতএব মন্ত্র-সমূহ বিবক্ষিতার্থ,—ইহা স্থির নিশ্চয়। এই জন্যই "বিধিশব্দাচ্চ" সূত্র দ্বারা অন্য কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।

মন্ত্রব্যাখ্যারূপ ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী শব্দকে বিধি শব্দ বলে। সেই বিধি-বাক্য, "শতং হিমাঃ শতং বর্ষাণি জীব্যা স্মেত্যেবৈতদাহেতি"—এইরূপভাবে পঠিত হয়। এ-স্থলে "শতং হিমাঃ" এই যে অংশ, এটিতে যে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, তাহারই প্রতীক অর্থাৎ একদেশ। উক্ত মন্ত্রের অবশিষ্টভাগে ("শতং বর্ষাণি জীব্যা স্ম" এই অংশ) উহার তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা আছে। সে তাৎপর্য্য এই,—আমরা শত শত বৎসর জীবিত থাকি। মন্ত্রের অর্থ যদি অবিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রে কি তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতে পারে? অতএব মন্ত্রসমূহ বিবক্ষিতার্থ। মন্ত্রপ্রয়োগ-সময়ে সেই স্বীয় বিবক্ষিতার্থ প্রকাশ করিবার জন্যই মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে দুইটি সংগ্রহ-শ্লোক বিদ্যমান আছে। যথা;—

নম্বস্ত মন্ত্রভাগস্ত প্রামাণ্যং। ব্রাহ্মণভাগস্ত তু ন তদ্‌যুজ্যতে। তথাহি। দ্বিবিধং ব্রাহ্মণং। বিধিরর্থবাদশ্চেতি। তথা চাপস্তম্বঃ। কর্ম্মচোদনা ব্রাহ্মণানি। ব্রাহ্মণশেষোঽর্থবাদ ইতি। বিধিরপি দ্বিবিধঃ। অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনমজ্ঞাতজ্ঞাপনং চেতি। আগ্নাবৈষ্ণবং পুরোডাশং নির্বপতি দীক্ষণীয়ায়ামিত্যাদ্যাঃ কর্ম্মকাণ্ডগতবিধয়োঽপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তকাঃ। আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীদিত্যাদয়ো ব্রহ্মকাণ্ডগতা অজ্ঞাতজ্ঞাপকাঃ॥ তত্র কর্ম্মকাণ্ডগতানাং জর্ত্তিলযবাগ্বা বা জুহুয়াদ্‌গবীধুকযবাগ্বা বেত্যাদিবিধীনাং নাস্তি প্রামাণ্যং। প্রবৃত্ত্যযোগ্যদ্রব্যবিধানেন সম্যগনুভবসাধনত্বাভাবাৎ। অযোগ্যত্বং চ বাক্যশেষে সমাম্নাতং। অনাহুতির্বৈ জর্ত্তিলাশ্চ গবীধুকাশ্চেতি তত্র হি আরণ্যতিলানামারণ্যগোধুমানাং চাহুতিদ্রব্যত্বং নিষিদ্ধং। তস্মাদ্বাধিতো জর্ত্তিলাদিবিধিরপ্রমাণ্যং। এবমৈতরেয়তৈত্তিরীয়াদিব্রাহ্মণেষু তত্তন্নাদৃত্যং তত্তথা ন কার্য্যমিতি বাক্যাভ্যাং বহবো বিধয়ো নিষিদ্ধাঃ। অপি চৈতরেয়ব্রাহ্মণেঽনুদিতহোমং বহুধা নিন্দিত্বা তস্মাদুদিতে হোতব্যমিত্যসকৃন্নিগমিতং। তৈত্তিরীয়াশ্চ তথৈবামনন্তি। যদনুদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহুয়াৎ উভয়মেবাগ্নেয়ং স্যাৎ। উদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহোতীতি।' পুনরপি ত এবোদিতহোমে দোষমামনন্তি। যদুদিতে সূর্যে প্রাতর্জুহুয়াদ্‌ যথাতিথয়ে প্রদ্রুতায় পশূনপায়াবসথায়াহার্যং হরন্তি তাদৃগেব তদিতি। তথৈবাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতীতি বিধির্নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতীতি নিষেধেন বাধ্যতে। জ্যোতিষ্টোমাদিষপ্যনুষ্ঠানানন্তরমেব চ স্বর্গাদিফলং নোপলভ্যতে। ন হি ভোজনানন্তরং তৃপ্তেরনুপলম্ভোঽস্তি। তস্মাৎ কর্ম্মবিধিষু প্রামাণ্যং দুঃসম্পাদং॥

"মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ। যাগেঽমূত পুরোডাশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ॥ ১
ব্রাহ্মণেনাপি তদ্‌ভানান্মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ। ন তজ্ঞানস্য দৃষ্টত্বাদ্দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ॥" ২
ইহাদের অর্থ নিয়ে বিবৃত হইতেছে।

"উরুপ্রথস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র-সমূহ কি অদৃষ্টার্থমূলক?—অথবা, যজ্ঞে পুরোডাশ প্রথনের ব্যঞ্জক? ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র-সমূহের পুরোডাশ প্রথনাদি অর্থ প্রকাশিত হয় বলিয়া মন্ত্র-পাঠে যে পুণ্য হয়, তাহাও বলা যায় না। কেন-না, মন্ত্রের অর্থবোধ হইলে তাহার প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদৃষ্ট-প্রয়োজন অপেক্ষা দৃষ্ট-প্রয়োজন অঙ্গীকার করা ভাল। সুতরাং, অর্থবোধের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করা হইয়া থাকে,—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। উচ্চারণ-মাত্রই মন্ত্রের প্রকৃতার্থ উপলব্ধি হয় বলিয়া, যদি মন্ত্রভাগ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলে ব্রাহ্মণভাগের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বিধি ও অর্থবাদ ভেদে ব্রহ্মণভাগ দ্বিবিধ। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, কর্ম্মচোদনা 'অর্থাৎ কর্ম্মের বিধিই ব্রাহ্মণ-সমূহ এবং উক্ত ব্রাহ্মণ-সমূহের শেষভাগই অর্থবাদ। বিধিও আবার দ্বিবিধ; যথা,—অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তন ও অজ্ঞাতজ্ঞাপন। "দীক্ষণীয়েষ্টিতে (যজ্ঞ-বিশেষে) অগ্নিদেবতা ও বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ নির্ব্বপন (হবির্দান) করিবে।" কর্ম্মকাণ্ডগত এইরূপ বিধি-সকল অপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তক নামে অভিহিত হয়। "সর্ব্বাগ্রে এই দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র আত্মারূপেই ছিল"—ইত্যাদি ব্রহ্মকাণ্ডগত বিধি-সমূহকে অজ্ঞাত-জ্ঞাপক বিধি কহে। জর্ত্তিল যবাগূ (বনজাত তিলমিশ্রিত যবমণ্ড) দ্বারা হোম করিবে," "গবীধুক যবাগূ (অরণ্যগোধুম-মিশ্রিত যবমণ্ড) দ্বারা হোম করিবে" ইত্যাদি

অজ্ঞাতজ্ঞাপকেষু ব্রহ্মবিধিষ্বপি পরস্পরবিরোধান্নাস্তি প্রামাণ্যং। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীদিত্যৈতরেয়িণ আমনন্তি। অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি তৈত্তিরীয়কাঃ। সোঽয়ং বিরোধঃ। তস্মাদ্বেদে বিধিভাগঃ সর্ব্বোঽপ্যপ্রমাণমিতিপ্রাপ্তে ব্রূমঃ॥

অস্ত্বেব জর্ত্তিলাদিবিধেরপ্রামাণ্যং তদর্থস্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। অনুষ্ঠেয়স্বর্থ উপরিতনেঽ অক্ষীরেণ জুহোতীতি বাক্যে বিধীয়তে। তৎপ্রশংসার্থমত্র জর্ত্তিলাদিকমনূদ্য নিন্দ্যতে। যথা গবামশ্বানাংচ প্রশংসার্থমপশবো বা অন্যে গোঽশ্বেভ্য ইতি বাক্যেনার্থবাদরূপেণ অজাদীনাং পশুত্বং নিন্দ্যতে তদ্বৎ। এবং তর্হ্যজাদের্যথা বস্তুতঃ পশুত্বমস্তি তথা জর্ত্তিলাদিবিধিরত্র নিন্দ্যমানোঽপি ক্বচিচ্ছাখান্তরে ভবেদিতি চেৎ। ভবতু নাম প্রামাণ্যমপি

কর্ম্মকাণ্ডগত বিধির প্রামাণ্য নাই। কারণ, এস্থলে প্রবৃত্তির অযোগ্য দ্রব্যের বিধান হইয়াছে বলিয়া সম্যক্-জ্ঞান সাধিত হইতেছে না। উহা যে কোনও প্রবৃত্তির যোগ্য নয়, তাহা বিধিবাক্যের শেষে কথিত হইয়াছে। জর্ত্তিল ও গবীধুক আহুতিযোগ্য দ্রব্য নহে; যেহেতু, সে স্থলে জর্ত্তিল শব্দের অর্থ, আরণ্য তিল এবং গবীধুক শব্দের অর্থ, আরণ্য-গোধূম হওয়ায় তাহারা আহুতি-দ্রব্য হইতে পারে না। তজ্জন্য সেই জর্ত্তিলাদি দ্বারা—আহুতি প্রদান বাধিত হইয়াছে বলিয়া, উক্ত বিধির প্রামাণ্য নাই। এইরূপ ঐতরেয়ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "তাহা আদরণীয় নহে" ও "তাহা সেইরূপ করা কর্ত্তব্য নয়" এই দুইটি বাক্য দ্বারা বহু বিধির নিষেধ করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণও বলিয়াছেন যে, "সূর্য্য উদিত না হইলে হোম করা বহুধা নিন্দনীয়। "সুতরাং সূর্য্যোদয় হইলেই হোম করিবে",—এইরূপ অর্থ পুনঃপুনঃ অবগত হওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণও সেইরূপ বলিয়াছেন যে, "প্রাতঃকালে উদিত সূর্য্যে হোম করিবে," "প্রাতঃকালে অনুদিতসূর্য্যে হোম করিবে"। উক্ত বাক্যদ্বয়ে এতদুভয়বিধ হোমই আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নি-সম্পর্কীয়। সেই তৈত্তিরীয়গণই পুনরায় উদিত সূর্য্যে হোমের দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রাতঃকালে উদিত সূর্য্যে হোম করা নিন্দনীয়। প্রত্যাখ্যাত হইয়া পলায়িত অতিথির জন্য ভিক্ষাদি আহার্য্য-দ্রব্য লইয়া তৎপশ্চাৎ গমন করা যেরূপ নিন্দাজনক; সেই মত্রে ঐ উদিত সূর্য্যে হোমকরণ সেইরূপ নিন্দাজনক। এইরূপ "অতিরাত্রে ষোড়শী (সোমরসযুক্ত যজ্ঞপাত্রবিশেষ) গ্রহণ করে" এই বিধি, "অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করে না"—এই নিষেধ দ্বারা বাধিত হইতেছে। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞেও অনুষ্ঠানের পরই স্বর্গাদি রূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন আহারান্তে তৃপ্তি-লাভ করা যায়; তদ্রূপ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানান্তেই স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি হওয়া যাউক,—এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং বৈদিক কর্ম্ম-বিধিতে প্রামাণ্য-সম্পাদন করা অতীব দুরূহ। পরস্পর বিরোধ থাকার কারণ, অজ্ঞাতজ্ঞাপক ব্রহ্মবিধিরও প্রামাণ্য নাই। ঐতরেয়িগণ বলিয়া থাকেন যে, "সর্ব্বপ্রথমে এই জগৎ আত্মা (ব্যাপক) রূপে ছিল।" তৈত্তিরীয়গণ বলেন—"অগ্রে এই জগৎ অসৎ (অনিত্য) ভাবে ছিল। এস্থলে একটি বিরোধ উপস্থিত হইল। এই জন্য বেদে, বিধিভাগ-সমূহই অপ্রামাণ্য এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তদুত্তরে বলিতে পারা যায়,—জর্ত্তিলবিধি সম্পাদন জন্য, জর্ত্তিলাদি দ্রব্য দ্বারা হোমকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া, জর্ত্তিলাদি পরিধি অপ্রামাণ্য হউক। কিন্তু

তচ্ছাখাধ্যায়িনং প্রতি ভবিষ্যতি। যথা গৃহস্থাশ্রমে নিষিদ্ধমপি পরান্নভোজনমাশ্রমান্তরেষু প্রামাণিকং তদ্বৎ। অনেন ন্যায়েন সর্ব্বত্র পরস্পরবিরুদ্ধৌ বিধিনিষেধৌ পুরুষভেদেন ব্যবস্থাপনীয়ৌ যথা মন্ত্রেষু পাঠভেদঃ। শাখাভেদেন ব্যবস্থিত্বাৎ তৈত্তিরীয়া বায়বস্থোপায়বস্থেতি মন্ত্রমামনন্তি। বাজসনেয়িনস্তু অপায়বস্থেত্যেতং ভাগং নামনন্তি। প্রত্যুত শতপথব্রাহ্মণে স ভাগোঽনূদ্য নিরাকৃতঃ। তথা সূক্তবাগ্‌মন্ত্রে শাখান্তরপাঠং নিরাকৃত্য পাঠান্তরং তৈত্তিরীয়া আমনন্তি যদ্‌ব্রুয়াৎ সূপাবসানা চ স্বধ্যবসানা চেতি প্রমায়ুক্তো যজমানঃ স্যাদিতি নিরাকরণং। সূপচরণা চ স্বধিচরণা চেত্যেবং ব্রূয়াদিতি পাঠান্তরোপদেশঃ। তত্রানুষ্ঠাতৃপুরুষভেদেন ব্যবস্থা। তদ্বিধিষু দ্রষ্টব্যং ষোড়শিগ্রহণাদিদূষণং তু অশ্রুতমীমাংসাবৃত্তান্তস্য তত্রৈব শোভতে। পূর্ব্বমীমাংসায়াং দশমাধ্যায়স্যাষ্টমপাদে ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণবিকল্পো নির্ণীতঃ। দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমপাদে কালান্তরভাবিফলসিদ্ধ্যর্থমপূর্ব্বং নির্ণীতং। তদ্বদুত্তরমীমাংসায়াং প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেরিত্যস্মিন্ সূত্রে জগৎকারণে পরমাত্মনি শ্রুতেবিপ্রতিপত্তির্নিরাকৃতা। দ্বিতীয়স্যা-

---

"অজাক্ষীর দ্বারা হোম করিবে"—এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্যে অনুষ্ঠেয় হোম-কার্য্যের বিধান করা হইয়াছে। অজাক্ষীরের প্রশংসার জন্যই, এখানে জর্ত্তিলাদির নিন্দা হইতেছে। যেমন গো এবং অশ্বের প্রশংসা করিতে হইলে, গো এবং অশ্ব ভিন্ন অপর পশুগুলি অ-পশু, এই অর্থবাদ-বাক্য দ্বারা ছাগাদির পশুত্বের নিন্দা করা হয়; তদ্রূপ এখানে জর্ত্তিলাদি সম্বন্ধেও সেই বিধি জানিতে হইবে। তাহা হইলে ছাগাদির যেমন বাস্তবপক্ষে পশুত্ব আছে; সেইরূপ জর্ত্তিলাদি বিধি এস্থলে নিন্দনীয় হইলেও, কোন-না-কোনও শাখায় তাহার প্রামাণ্য আছে,—যদি এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র সেই শাখাধ্যায়ীর নিকটই তাহা প্রামাণ্য হইবে।

যেমন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পরান্নভোজন নিষিদ্ধ হইলেও, ভিক্ষাদি, অন্য আশ্রমে তাহা প্রামাণিক বলিয়া কথিত হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ। এই নিয়মানুসারে সর্ব্বত্রই পরস্পর-বিরুদ্ধ বিধি ও নিষেধ পুরুষভেদে ব্যবস্থিত হইবে;—যেমন শাখাভেদে মন্ত্রের পাঠ-ভেদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণ "বায়বস্থোপায়বস্থ"—এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাজসনেয়িগণ "উপায়বস্থঃ"—এই মন্ত্রাংশ পাঠ করেন না। প্রত্যুত শতপথ-ব্রাহ্মণে ঐ অংশটিকে উদ্ধৃত করিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়গণও সূক্তবাক্ মন্ত্রে শাখান্তরীয় পাঠের নিরাকরণ করিয়া পাঠান্তর করিয়া থাকেন। "সূপাবসানা চ স্বধ্যবসানা চ"—এইরূপ বলিলে যজমান ভ্রান্তিশূন্য-জ্ঞানযুক্ত হইবে", এই বাক্য দ্বারা ঐ পাঠের নিরাকরণ হয়। আবার "সূপচরণা স্বধিচরণা চ"—এইরূপ পাঠান্তরের উপদেশ আছে। সেস্থলে সেই বিধির অনুষ্ঠানকরণশীল পুরুষভেদে ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা হইলে যিনি কখনও মীমাংসা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার নিকটেই বিধিবাক্যে দৃষ্ট ষোড়শিগ্রহণাদি দূষণীয় বলিয়া শোভা পায়। পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থের দশমাধ্যায়ের অষ্টম পাদে, ষোড়শী গ্রহণের ও অগ্রহণের বিকল্প অর্থাৎ সংশয় নির্ণয় করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে, এককালে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইলে, অন্য কালে তাহার ফলসিদ্ধি হয়।

ধ্যায়স্য প্রথমপাদারংভণাধিকরণে ত্বসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদিতিসূত্রে তৈত্তিরীয়বাক্যগতস্যাসচ্ছব্দস্য ন শূন্যপরত্বং কিংত্বব্যক্তাবস্থাপরত্বমিতিনির্ণীতং। তথা জৈমিনিশ্চোদনাসূত্রে বিধিবাক্যং ধর্ম্মে প্রমাণং ইতি প্রতিজ্ঞায়ৌৎপত্তিকসূত্রেং তৎপ্রামাণ্যং সমর্থয়ামাস। ব্যাসোঽপি শাস্ত্রযোনিত্বসূত্রে বেদাংতানাং ব্রহ্মণি প্রামাণ্যং প্রতিজ্ঞায় তত্তু-সমন্বয়াদিত্যাদিসূত্রৈঃ সমর্থয়ামাস। তস্মাদমীমাংসকস্য তব পূর্ব্বোক্তস্থানে এবংবিধন্যায়ো দুষ্পরিহরঃ। অতো বিধিভাগস্য প্রামাণ্যং সুস্থিতং। অর্থবাদভাগস্য প্রামাণ্যং মহতা প্রযত্নেন জৈমিনিঃ সমর্থয়ামাস। তৎসূত্রাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে। তত্র পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি ॥

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যত" ইতি ॥ (১) ॥ আম্নায়স্য সর্ব্বস্য ক্রিয়াপ্রতিপাদনায় প্রবৃত্তত্বাদক্রিয়াপ্রতিপাদকানামর্থবাদানাং নাস্তি কশ্চিদ্বিবক্ষিতঃ স্বার্থঃ। তে চার্থবাদা এবমাম্নায়ন্তে। সোঽরোদীদ্যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বং। স আত্মনো-বপামুদখিদৎ। দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্নিতি। যস্মাদীদৃশস্য বাক্যস্য বিবক্ষিতার্থঃ কশ্চিদপি নাস্তি তস্মাদিদং বাক্যমনিত্যমুচ্যতে। যদ্যপ্যনাদিত্বাৎ স্বরূপেণানি-

---

এইজন্যই "অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট" ইহার নির্ণয় করা হইয়াছে। তদ্রূপ উত্তর-মীমাংসা গ্রন্থেও প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে "কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ"—এই সূত্রে 'জগৎকারণে পরমাত্মনি' অর্থাৎ জগতের হেতুভূত পরমাত্মা—এই শ্রুতির বিরোধ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে আরম্ভণাধিকরণে "অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ"—এই সূত্রে তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণের বাক্যমধ্যস্থ অসৎ শব্দ শূন্যার্থ নহে। উহার অর্থ—অব্যক্তাবস্থা, সেস্থলে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। জৈমিনিও "চোদনা" এই সূত্রে বিধিবাক্যই ধর্ম্মে প্রমাণ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঔৎপত্তিক সূত্রে তাহার প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। ব্যাসদেবও "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রে ব্রহ্মেই বেদান্তশাস্ত্র-সমূহের প্রামাণ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং মীমাংসা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তুমি পূর্ব্বে যেরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়াছ, অতিকষ্টেও তাহার পরিহার করা যায় না। তাহা হইলে এখন বেদের অন্তর্গত বিধিভাগের প্রামাণ্য সুন্দররূপে স্থিরীকৃত হইল। জৈমিনি অতি যত্নসহকারে অর্থবাদ-ভাগের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। সেই সূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। সেস্থলে নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতেছে।

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে"—এই সূত্রের অর্থ এই যে, সমস্ত আম্নায় অর্থাৎ বেদ; কর্ম্মপ্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত বলিয়া, অক্রিয়াপ্রতিপাদক অর্থবাদ স্বকীয় কোনও বিবক্ষিতার্থ প্রকাশ করিতে পারে না। সেই সমস্ত অর্থবাদ এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে; যথা,—সে রোদন করিয়াছিল। রোদন করিয়াছিল বলিয়াই তাহার (রুদ্রের) রুদ্রত্ব। সে নিজের বপা অর্থাৎ মেদ উন্মূলিত করিয়াছিল। দেবগণ, দেবযজনকার্য্যে উদ্যোগী হইয়া দিকসমূহ জ্ঞাত হয়েন নাই। এইরূপ বাক্যের কোনও বিবক্ষিতার্থ নাই বলিয়া, বাক্য অনিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। বেদবাক্য অনাদি বলিয়া, ঈদৃশ বাক্যের স্বরূপতঃ অনিত্যতা

ত্যত্বং নাস্তি তথাপি ধর্ম্মাববোধনলক্ষণস্য নিত্যকার্য্যস্যাভাবাদনিত্যৈঃ কাব্যালাপৈঃ সমান-ত্বাদপ্রামাণমিত্যর্থঃ। ননূদাহৃতানামর্থবাদানামনুষ্ঠেয়ে ধর্ম্মে প্রামাণ্যাভাবেঽপি স্বার্থপ্রামাণ্যমস্তু তৎপ্রত্যায়কত্বেন স্বতঃপ্রামাণ্যস্যাপবদিতুমশক্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যান্যেষু কেষুচিদর্থবাদেষু মানান্তর-বিরোধদর্শনাদপ্রামাণ্যে সতি তদ্দৃষ্টান্তেন সর্ব্বেষামপ্যর্থবাদানামপ্রামাণ্যমিত্যভিপ্রেত্য সূত্রয়তি॥

"শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চেতি" ॥ (২) ॥ শাস্ত্রবিরোধো দৃষ্টবিরোধঃ শাস্ত্রাদৃষ্টবিরোধ ইতি ত্রিবিধোঽর্থবাদেষূপলভ্যতে। তথাহি। স্তেনং মনোঽনৃতবাদিনী বাগিত্যত্র শ্রূয়মাণং মানসং চৌর্য্যং বাচিকমনৃতবদনং চ প্রতিষেধশাস্ত্রেণ বিরুদ্ধং। তস্মাদ্ধূমএবাগ্নের্দিবা দদৃশে নার্চ্চিস্তস্মাদর্চ্চিরেবাগ্নের্নক্তং দদৃশে ন ধূম ইত্যত্র দৃষ্টবিরোধঃ। তথা ন চৈতদ্বিদ্মো বয়ং ব্রাহ্মণা বাস্মোঽব্রাহ্মণা বেত্যত্রাপি প্রত্যক্ষবিরোধঃ। কোহি তদ্বেদ যদমুষ্মিঁল্লোকেঽস্তি বা ন বেত্যত্র শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধঃ। স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি শাস্ত্রেহামুষ্মিকং ফলং দৃশ্যতে। তস্মাদ্বিরোধাদর্থবাদানামপ্রামাণ্যং। ননু সোঽরোদীদিত্যাদীনাং নিঃপ্রয়োজনত্বাৎ স্তেনং মন

না থাকিলেও, অর্থবাদ বাক্যসমূহ হইতে ধর্ম্মজ্ঞান-লক্ষণ নিত্যকর্ম্ম সঞ্জাত হয় না। এ কারণ উহা অনিত্য কাব্যালাপের তুল্য। অতএব তাহার প্রামাণ্য অঙ্গীকার করা যায় না। উদাহৃত অর্থবাদবাক্যসমূহ, অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মে প্রামাণ্য না হয়, না হউক্; কিন্তু স্ব স্ব অর্থে তো উহাদের প্রামাণ্য আছে! কারণ, স্বীয় অর্থ-বোধ করায় বলিয়া, উহাদের স্বতঃ-প্রামাণ্যের উপর বাধা দেওয়া যায় না। এই আশঙ্কা করায় অন্য কতকগুলি অর্থবাদ-বাক্যে প্রমাণা-ন্তরের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে তাহারা অপ্রামাণ্য হইলে, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্ত অর্থবাদ-বাক্য অপ্রামাণ্য হইতে পারে,—এইরূপ বলিতে পারা যায়। সেই অভিপ্রায়েই "শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ" সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

অর্থবাদ-বাক্যসমূহের মধ্যে, শাস্ত্রবিরোধ, দৃষ্টবিরোধ এবং শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ,—এই বিরোধ-ত্রয়ের উপলব্ধি হয়। উহাদের উদাহরণ যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—"চৌর মন, মিথ্যাবাদিনী বাক্।" এস্থলে যে মনের চৌর্য্য এবং বাচিক মিথ্যাকথন শ্রুতিগোচর হইতেছে, নিষেধ-শাস্ত্রের সহিত তাহার বিরোধ জন্মিতেছে। সুতরাং ইহা শাস্ত্রবিরোধ। "দিবায় অগ্নির ধূম দেখিতে পাওয়া যায়, অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নিশিখা বা জ্যোতিঃ দেখা যায় না।" সেইরূপ, রাত্রিতে অগ্নির শিখাই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ধূম দেখা যায় না। এস্থলে দৃষ্ট-বিরোধ। "আমরা ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ—তাহা জানি না।" এখানেও প্রত্যক্ষবিরোধ হইতেছে, সুতরাং দৃষ্টবিরোধ। "যাহা পরলোকে আছে বা নাই, তাহা কে জানে?" এস্থলে শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ। "স্বর্গকামী যাগ করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রেও পারত্রিক ফল দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং বিরোধ থাকার জন্য অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই। "সে রোদন করিয়া-ছিল" ইত্যাদি (অর্থবাদ) বাক্যের কোনও প্রয়োজন নাই। পরন্তু "স্তেয় মন" ইত্যাদি বাক্যেও বিরোধ বর্ত্তমান। সুতরাং তাহারা অপ্রামাণ্য হইলেও, ফলোৎপাদক অর্থবাদ বাক্য-সমূহের প্রাগুক্ত উভয়বিধ বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া, তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকার করা

ইত্যাদীনাং চ বিরোধাদপ্রামাণ্যেঽপি ফলপ্রতিপাদকানামর্থবাদানাম্ তদুভয়বৈলক্ষণ্যাদস্ত প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"তথাফলাভাবাদিতি" ॥ (৩) ॥ যথা মানান্তরবিরুদ্ধমর্থবাদৈরুক্তং তথা ফলমপ্যবিদ্যমানমেব তৈরুচ্যতে। তথা হি গর্গত্রিরাত্রং প্রকৃত্য শ্রূয়তে। শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদেতি। দর্শপূর্ণমাসয়োর্বেদাভিমর্শনং প্রকৃত্য শ্রূয়তে। আস্য প্রজায়াং বাজী জায়তে য এবং বেদেতি। স চ বয়ং বেদিতৄণাং তৎফলমুপলভামহে॥ নন্বৈহিকফলবাক্যানাং বিসংবাদাদপ্রামাণ্যেঽপ্যামুষ্মিকফলবাক্যানামস্ত প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"অন্যানর্থক্যাদিতি ॥ (৪) ॥ এবং হি শ্রূয়তে। পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি। পশুবন্ধযাজী সর্ব্বাংল্লোকানভিজয়তি। তরতি মৃত্যুং তরতি পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে। য উ চৈনমেবং বেদেতি। তত্রাগ্ন্যাধেয়গতয়া পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বকামপ্রাপ্তেরন্যান্যগ্নিহোত্রাদীন্যুত্তরকালীনান্যনর্থকানি স্যুঃ। তথা নিরূঢ়পশুবন্ধানুষ্ঠানেন সর্ব্বলোকা-

---

হউক ;—এই আশঙ্কা উপস্থিত করিয়া "তথাফলাভাবাৎ", এই সূত্র করিতেছেন। অর্থবাদ যেমন প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ অর্থকে বলিয়া দেয় ; তদ্রূপ যাহাতে কোনও ফল নাই, এরূপ বাক্যকেও বুঝাইয়া থাকে।

বেদে গর্গত্রিরাত্র ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে এইরূপ জানে (অবগত হয়), তাহার মুখ শোভিত হয়। কিন্তু বাস্তব-পক্ষে মুখ শোভা পায় না। এ হিসাবে উক্ত বাক্যফল মিথ্যা ও অপ্রামাণ্য। দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যাবিহিত যাগত্রয়ে এবং পূর্ণমাস অর্থাৎ পূর্ণিমাবিহিত যাগত্রয়ে বেদসংস্পর্শে শুনিতে পাওয়া যায়,—যে ইহা জানে, তাহার সন্তান-সন্ততিগণ পরাক্রমশালী হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা জ্ঞাপকদিগের সেরূপ ফল উপলব্ধি করিতে পারি না। ঐহিক-ফলদায়ক বাক্যসমূহের বিচ্ছেদ-হেতু প্রামাণ্য না থাকিলেও পারত্রিক ফলদায়ক (অর্থবাদ) বাক্য-সমূহের প্রামাণ্য পরিগৃহীত হউক ;—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত করিয়া, "অন্যানর্থক্যাৎ" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ণাহুতি দ্বারা সমস্ত কামনা লাভ করা যায়। পশুবন্ধ-যাগকারী সকল লোককে সম্যক্‌রূপে জয় করিয়া থাকেন। যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি মৃত্যুর কবলে পতিত হন না। তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপপুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। সে স্থলে অগ্নিস্থাপনান্তর্গত পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল কামনা লাভ করিতে পারিলে, তৎপরবর্ত্তী অগ্নিহোত্রাদি অন্য কার্য্যকলাপ নিরর্থক হয়। রূঢ়ার্থ-প্রতিপন্ন পশুবন্ধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল লোককে জয় করিতে পারা যায় বলিয়া, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানও বৃথা হইয়া পড়ে। বেদাধ্যয়ন কালে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায় ;—এই হেতু কর্ম্মকালে পুনরায় অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বৃথা হইয়া যায়। সুতরাং পারত্রিক ফলদায়ক (অর্থবাদ) বাক্য-সমূহেরও প্রামাণ্য নাই। অচ্ছা, ফলপ্রদ বাক্য-সকলের প্রামাণ্য না থাকে, না থাকুক ; কিন্তু নিষেধ-বাক্যগুলির মধ্যে বিরোধ না থাকায় তাহাদের প্রামাণ্য

ভিজয়াজ্জ্যোতিষ্টোমাদীনামানর্থক্যং। অধ্যয়নকালীনেনৈবাশ্বমেধবেদনেন ব্রহ্মহত্যাদিতরণাত্তদনুষ্ঠানং চ ব্যর্থং স্যাৎ। তস্মাদামুষ্মিকফলবাক্যানামপ্যপ্রামাণ্যং ॥ নন্বু মাভূৎ ফলবাক্যানাং প্রামাণ্যং। তথাপি নিষেধবাক্যেষু বিরোধানুপলম্ভাদস্ত প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"অভাগিপ্রতিষেধাদিতি" ॥ (৫) ॥ ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরীক্ষে ন দিবীত্যত্রান্তরিক্ষস্য চ দিবশ্চ প্রতিষেধভাগিত্বং নাস্তি তত্র চয়নপ্রসঙ্গস্যৈবাভাবাৎ। মাভূত্তর্হি নিষেধানাং প্রামাণ্যং ॥ ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়তেত্যাদীনাং পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্তাভিধায়িনাং বিরোধানুপলম্ভাদস্ত প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"অনিত্যসংযোগাদিতি" ॥ (৬) ॥ ববরাদিস্বরূপেণ অনিত্যত্বেনার্থেন সংযোগে সত্যস্য বাক্যস্য ততঃ পূর্ব্বাভাবাৎ কালিদাসাদিবাক্যবৎ পৌরুষেয়ত্বং প্রসজ্যেত। কিং বহুনা। সর্ব্বথাপি নাস্ত্যেবার্থবাদানাং প্রামাণ্যমিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি। "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থত্বেন বিধীনাং স্যু"রিতি ॥ (৭) ॥ তু শব্দোঽর্থবাদানামপ্রামাণ্যং বারয়তি। বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠেত্যেবমাদীনামর্থবাদানাং বায়ব্যং

আছে, এ কথা বলা যাউক;—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "অভাগিপ্রতিষেধাৎ" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর সমর্থন করা হইতেছে।

"পৃথিবীতে অগ্নি-সংগ্রহ করিবে না, অন্তরীক্ষেও নহে, দ্যুলোকেও নহে" প্রভৃতি নিষেধবাক্যে অন্তরীক্ষাদির প্রতি নিষেধভাগিতা আরোপিত হয় নাই। সে সকল স্থলে অন্তরীক্ষে বা দ্যুলোকে অগ্নি-সংগ্রহের প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং সে সকল স্থলে নিষেধাদেশ বৃথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়,—বেদান্তর্গত অর্থবাদ অংশের নিষেধ-বাক্য-সমূহের প্রামাণ্য না আছে, ক্ষতি নাই; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্তাধিকারী "প্রবাহণের পুত্র প্রাবাহণি ববর কামনা করিয়াছিলেন,"—এই বাক্যে কোনও বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না; সুতরাং তাহা প্রামাণ্য। এতৎসিদ্ধান্ত-খণ্ডনে "অনিত্যসংযোগাৎ" সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

ববরাদিস্বরূপ অনিত্যার্থের সহিত (নিত্যস্বরূপ) এই বেদ-বাক্যের সংযোগ আছে। সেইজন্য তাহার পূর্ব্বে বেদবাক্য ছিল না বলিয়া, কালিদাসাদি বাক্যের ন্যায় বেদবাক্য পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষরচিত,—এইরূপ আপত্তি উত্থিত হয়। অধিক কথার প্রয়োজন কি? সর্ব্বতোভাবেই বেদের অর্থবাদিতার প্রামাণ্য নাই। এ স্থলে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন।

"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থত্বেন বিধীনাং স্যুঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করা হইতেছে। সূত্রস্থ তু শব্দ দ্বারা অর্থবাদের অপ্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতেছে। "বায়ুদৈবত শ্বেত ছাগল হত্যা করিবে" ইত্যাদি বিধিবাক্যের সহিত, "বায়ুই ক্ষিপ্রগামী দেবতার মধ্যে প্রধান" ইত্যাদি-রূপ অর্থবাদবাক্য-নিচয়ের একবাক্যত্ব আছে বলিয়া, উহাদের (অর্থবাদ বাক্য-সমূহের) ধর্ম্মে প্রামাণ্য আছে। অর্থবাদ বাক্য-সমূহের অপেক্ষা না রাখিয়া বিধিবাক্যের পদান্বয় সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং অর্থবাদ বাক্য-সমূহের উপযোগিতা নাই,—এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়। কেন-না, সেই অর্থবাদ বাক্য-সমূহ পুরুষেচ্ছাসাপেক্ষ বিধি-বাক্যসমূহের স্তুতি-ব্যাপারে উপযোগী হয়। পুরুষ স্তুতি দ্বারা প্রলোভিত হইয়া বিধি-

শ্বেতমালভেতেত্যাদিনা বিধিনা সহৈকবাক্যত্বাদস্তি ধর্ম্মে প্রামাণ্যং। ন চ বিধিবাক্যস্যার্থবাদনৈরপেক্ষ্যেণ পদান্বয়সম্পূর্ত্তেস্তত্রার্থবাদানাং নাস্ত্যুপযোগ ইতি শঙ্কনীয়ং। তে হ্যর্থবাদাঃ পুরুষপ্রবৃত্তিমাকাঙ্ক্ষতাং বিধীনাং স্তুত্যর্থত্বেনোপযুক্তাঃ স্যুঃ। স্তুত্যা চ প্রলোভিতঃ পুরুষস্তত্র প্রবর্ত্ততে। নন্বর্থবাদানাং প্রমাদপঠিতত্বেনোপেক্ষণীয়ত্বাৎ কিমনেনৈকবাক্যতাপ্রয়াসেনেত্যাশঙ্ক্যাহ॥

"তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকমিতি" ॥ (৮) ॥ অনধ্যায়বর্জ্জনাদিনিয়মপুরঃসরং গুরুসম্প্রদায়াদধ্যয়নং যৎ তৎসাম্প্রদায়িকং। তচ্চ বিধীনামর্থবাদানাং চ সমানং। তস্মাদ্বিধিবদেতেষামপিপ্রমাদপাঠো ন ভবতি। ননু শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চেত্যবমর্থবাদেষ্বনুপপত্তিরুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ॥

"অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যেত" ইতি ॥ (৯) ॥ তন্ত্রবার্ত্তিকে ত্বেতৎসূত্রমভ্যাহৃত্য ত্রিধা ব্যাখ্যাতং। অপ্রাপ্তাং চানুপপত্তিং। অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ। অপ্রাপ্তং চানুপপত্তিমিতি। স্তেয়ং মন ইত্যাদৌ শাস্ত্রবিরোধাদনুপপত্তিরপ্রাপ্তা প্রয়োগস্যানুক্তত্বাৎ। প্রয়োগে হি স্তেয়াদীনমুচ্যমানে শাস্ত্রবিরোধঃ স্যাৎ। ন চাত্র স্তেয়ং

বোধিত কার্য্যে—প্রবৃত্ত হন। প্রমাদ-পাঠ-হেতু অর্থবাদ বাক্যসমূহ উপেক্ষার্হ; সুতরাং বিধি ও অর্থবাদের একবাক্যতা নিষ্পন্ন করিবার প্রয়াস পাওয়ার আবশ্যক কি? এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায়, "তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকং" এই সূত্র দ্বারা তাহার মীমাংসা করা হইতেছে। অনধ্যায় দিবসে পাঠ নিষেধ ইত্যাদিরূপ নিয়ম পূর্ব্বক গুরুসম্প্রদায় হইতে যে অধ্যয়ন করা যায়, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বলে। উহা বিধি ও অর্থবাদের সমান। সেই হেতু বিধি-বাক্যের ন্যায় অর্থবাদ বাক্যের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ হইতে পারে না। শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধ-হেতু অর্থবাদ বাক্যসমূহে অনুপপত্তি কথিত হইয়াছে। কিন্তু তদুত্তরে কিরূপ যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে,—এই আশঙ্কায়, "অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যেত"—এই সূত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইতেছে।

তন্ত্রবার্ত্তিকে এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং "অপ্রাপ্তাং চানুপপত্তিং," "অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ" এবং "অপ্রাপ্তং চানুপপত্তিং"—এইরূপ ত্রিবিধ পাঠ পরিগৃহীত হইয়াছে। "স্তেয়ং মনঃ" ইত্যাদি স্থলে প্রয়োগের উক্তি না থাকায় শাস্ত্র-বিরোধ-হেতু অনুপপত্তির প্রাপ্তি হয় নাই। স্তেয়াদির প্রয়োগ উক্ত হইলে, শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটে। এস্থলে "স্তেয়ং কর্ত্তব্যং" অর্থাৎ "চুরি করিবে"—এরূপ প্রয়োগ বলা হয় নাই। কিন্তু স্তেয় অর্থাৎ চৌর্য্য শব্দের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহাই বলা হইয়াছে। স্তেয় শব্দার্থ প্রয়োগভূত নহে। সুতরাং কেবলমাত্র শব্দার্থ-কথন দ্বারা শাস্ত্রীয় বিরোধ সংঘটিত হয় না। সেই হেতু অর্থবাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল। অর্থবাদ-সমূহ, বিধি-সমূহের স্তুত্যর্থরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে—এরূপ বলিলে, বৈয়ধিকরণ্য দোষ হইয়া পড়ে। "বেতসশাখা (বেত্রশাখা) ও অবকা (শেওলা) দ্বারা বিকর্ষণ করিতেছে" এবং "জল প্রসন্ন ও মঙ্গলবিধায়ক" ইত্যাদি স্থলে বেতস ও অবকার বিধান এবং জলের

কর্ত্তব্যমিতি প্রয়োগ উচ্যতে কিন্তু স্তেনশব্দার্থ এবোচ্যতে। ন চ শব্দার্থঃ প্রয়োগভূতঃ। তস্মাচ্ছব্দার্থবচনমাত্রেণ শাস্ত্রবিরোধাভাবাদয়মর্থবাদ উপপন্ন এব। নন্থ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুরিতি যদুক্তং তদসম্বৈয়ধিকরণ্যাৎ। বেতসশাখয়া চাবকাভিশ্চাগ্নিং বিকর্ষত্যাপো বৈ শান্তাং ইত্যত্র বেতসাবকে বিধীয়েতে আপশ্চ স্তূয়ন্ত ইতি বৈয়াধিকরণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ।

"গুণবাদস্থিতি" ॥ (১০) ॥ তু শব্দো বৈয়াধিকরণ্যদোষং বারয়তি। গুণবাদোঽত্র বিবক্ষিতঃ। যথা লোকে কাশ্মীরাভিজনো দেবদত্তঃ কশ্মীরদেশেষু স্তূয়মানেষু স্তুতমাত্মানং মন্যতে। এবমত্রাপ্যদ্ভ্যো জাতে বেতসাবকে অপ্সু স্তুতাসু স্তুতে এব ভবতঃ। শান্তাভ্যোঽদ্ভ্যো জাতত্বাদ্বেতসাবকে স্বয়মপি শান্তে সত্যৌ যজমানস্যানিষ্টং শময়ত ইত্যেতাদৃশস্য গুণস্য বাদোঽত্রাভিপ্রেতঃ। সোঽরোদীদিত্যত্রাপি রজতস্য পতিতাশ্রুরূপত্বাদ্রজতদানে গৃহেঽপি রোদনপ্রসঙ্গাদ্ বর্হিষি রজতং ন দেয়মিতি তন্নিষেধেন বিধেয়েনার্থবাদস্যৈকবাক্যত্বং। তত্র রজতদানাভাবে রোদনাভাবরূপো গুণোঽত্র বিবক্ষিতঃ। তেন চ গুণেন রজতদাননিবারণরূপো বিধিঃ স্তূয়তে। যদ্যপি রজতস্যাশ্রুপ্রভবত্বমত্যন্তমসৎ। তথাপি যথোক্তরীত্যা বিধেঃ স্তুতিঃ সম্পদ্যতে। যঃ প্রজা-

---

স্তুতি করা হইতেছে; সুতরাং বৈয়ধিকরণ্য দোষ হয়,—এই আশঙ্কা করিয়া, "গুণবাদস্তু" সূত্র দ্বারা তাহার মীমাংসা সমর্থিত হইতেছে।

সূত্রস্থ তু শব্দ বৈয়ধিকরণ্য দোষ নিবারণ করিতেছে। এস্থলে গুণবাদই বক্তব্যরূপে অভীষ্ট। লৌকিক ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়—কাশ্মীর-দেশ স্তুতি-প্রাপ্ত হইলে কাশ্মীর-দেশে সঞ্জাত দেবদত্ত যেমন আপনাকে স্তুত বলিয়া মনে করে; সেইরূপ জল স্তুতি প্রাপ্ত হইলে জলজাত বেতস এবং অবকাও স্তুতি প্রাপ্তি হইতেছে। কারণ, তাহারা স্তুতি-বিষয়ীভূত নির্ম্মল জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেতস ও অবকা প্রভৃতি নিজে শান্ত অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়া, যজমানের অনিষ্ট নিবারণ করে, ইত্যাকার গুণবাদ অর্থাৎ প্রশংসাকথন এস্থলে অভিপ্রেত। "সে রোদন করিয়াছিল";—এস্থলেও পতিতাশ্রুই রজতের রূপ বলিয়া, রজতদান করিলে গৃহেও রোদনের প্রসক্তি (সম্ভাবনা) হয়। এই জন্য "অগ্নিতে রজত দেওয়া উচিত নয়"—এই নিষেধ-বিধির সহিত অর্থবাদের একবাক্যতা হইতেছে। সেস্থলে রজত-দানের অভাব-হেতু রোদনাভাবরূপ গুণ অভীষ্ট হইতেছে। সেই গুণ-দ্বারাই রজতদান-নিষেধরূপ বিধি স্তুত অর্থাৎ প্রশংসিত হইতেছে। যদি বল, রোদনকালীন অশ্রু হইতে রজত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ খুব স্থূল কথা; তাহা হইলেও যথোক্তরীতি অনুসারে বিধির স্তুতি সম্পন্ন হইতেছে। "যে সন্তান-সন্ততি কামনা করিবে এবং যে পশুকামনা করিবে, সে এই প্রজাপতি-দেবতা-সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ ছাগপশু আলম্ভন অর্থাৎ বধ করিবে"—এই বিধি "প্রজাপতি যে মেদ উৎপাটিত করিয়াছিলেন", তদ্দ্বারা স্তুত হইতেছে। যেহেতু, প্রজাপতি নিজের মেদ উৎপাটন পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করায়, তাহা হইতে উত্তম পবিত্র ছাগপশু সঞ্জাত হয়। সেই ছাগকে নিজের জন্য আলম্ভন (হত্যা) করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সন্তান-সন্ততি ও পশু লাভ করিয়া ছিলেন। সেই হেতু, এই তূপরশব্দ প্রজা ও পশ্বাদির

কামঃ পশুকামঃ স্যাৎ স এনং প্রাজাপত্যমজং তূপরমালভেতেত্যয়ং বিধিঃ প্রজাপতির্বপোৎখেদেন স্তূয়তে। যস্মাৎ প্রজাপতিঃ স্ববপামপ্যুৎখিদ্যাগ্নৌ প্রহৃত্য ততো জাতং তূপরমজমাত্মার্থমালভ্য প্রজাঃ পশূংশ্চ লব্ধবান্ তস্মাৎ প্রজাদিসম্পাদকোঽয়ং তূপর ইতি তূপরগুণস্য বাদোঽত্র বিবক্ষিতঃ। আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চরুরিত্যেষ বিধির্দিশো ন প্রাজানন্নিত্যনেন দিগ্মোহেন স্তূয়তে। যদীয়মদিতির্দেবতা দিগ্মোহমপনীয় দিগ্বিশেষং জ্ঞাপয়তি। তথা বহুবিধকর্ম্মসমুদায়রূপে সোমযাগেঽনুষ্ঠানবিষয়ং ভ্রমমপনয়তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যেবমদিতিদেবতাগতস্য গুণস্য বদোঽত্র বিবক্ষিতঃ। স্বকীয়বপোৎখেদো দেবযজনাধ্যবসানমাত্রেণ দিগ্মোহশ্চেত্যুভয়মস্তু বা মা বা। সর্ব্বথাপি স্তুতিপরত্বমভ্যুপগচ্ছতামস্মাকং ন কিংচিদ্ধীয়তে। শিখাতে বর্দ্ধতে বৎস গুড়ূচীং শ্রদ্ধয়া পিবেত্যাদাববিদ্যমানেনাপ্যর্থেন লোকে স্তুতিদর্শনাৎ। অথ পূর্ব্বপক্ষিণা শাস্ত্রবিরোধং দর্শয়িতুং যমুদাহৃতং স্তেনং মনোঽনৃতবাদিনী বাগিতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

সম্পাদক হইতেছে। এইভাবে এস্থলে তূপর শব্দের গুণকথন বিবক্ষিত (সিদ্ধ) হইতেছে। "দিক্‌সকলকে জ্ঞাত হয়েন নাই" ইত্যাকার দিগ্বিষয়ে অজ্ঞতারূপ অর্থবাদ দ্বারা, আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চরুঃ "অদিতি দেবতার চরু আরম্ভ করিবে" এই বিধি স্তুত হইতেছে। যেমন এই অদিতি দেবতা দিগ্বিষয়ক অজ্ঞানতার নিরাকরণ করিয়া, দিগ্বিশেষকে জানাইবার জন্য তৎসম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান প্রদান করিতেছেন; তেমনি তিনি বহুবিধ কর্ম্মের সমবায়রূপ সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান-বিষয়ক ভ্রম যে অপনয়ন করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ, অদিতি দেবতা যে সকল গুণে গুণান্বিত, তাহার সেই সকল গুণ-কথনই এস্থলে অভীপ্সিত। স্বকীয় মেদ-উৎপাটন এবং দেবযজন-কার্য্যে ঐকান্তিকতার আতিশয্য-হেতু যে দিগ্‌ভ্রম,—এই উভয়বিধ ব্যাপার সম্ভাবিত হউক, আর নাই হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পরন্তু যদি সর্ব্বতোভাবে অর্থবাদের স্তুতিপরত্ব স্বীকার করিয়া লই, তাহাতেও কোনও ক্ষতি সম্ভাবনা দেখি না। "হে বৎস! তোমার শিখা বর্দ্ধিত হইয়াছে; অতএব শ্রদ্ধাসহকারে গুলঞ্চরস পান কর;"—ইত্যাদি স্থলে, অর্থ (শিখাবৃদ্ধিরূপ) বিদ্যমান না থাকিলেও, মানবমাত্রেই গুলরস পানের প্রশংসা করিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর প্রশ্নকর্ত্তা, অর্থবাদে শাস্ত্র-বিরোধ দেখাইতে গিয়া, "স্তেনং মনঃ," "অনৃতবাদিনী বাক্" প্রভৃতি যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, "রূপাৎ প্রায়াৎ" সূত্র দ্বারা, উহার উত্তর সমর্থিত হইয়াছে।

"হস্তে স্বর্ণ হইলে পরে গ্রহণ করিবে"—এই বিধির স্তুতির জন্যই, অর্থবাদ কথিত হইতেছে। লৌকিক প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায়,—"ঋষিতে দরকার কি? দেবদত্তকে পূজা কর'। এস্থলে যেমন দেবদত্ত-পূজার স্তুতি বা প্রাধান্য-খ্যাপন জন্যই ঋষি-পূজায় ঔদাসীন্য বা শৈথিল্য উপন্যস্ত বা প্রদর্শিত হইতেছে;—কিন্তু ঋষির পূজ্যত্বের অর্থাৎ ঋষি যে পূজার্হ উপাসনার সামগ্রী, তাহা যেমন নিষেধ করা হইতেছে না; সেইরূপ এখানেও হস্তে হিরণ্যগ্রহণের প্রশংসা-খ্যাপন জন্য মনের চৌর্য্য এবং বাক্যের মিথ্যাবাদিত্ব উপন্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত হইতেছে না। সে স্থলে গুণকথন দ্বারা শব্দার্থ যোজনা করা বিধেয়। চৌর্য্য-

"রূপাৎপ্রায়াদিতি" ॥ (১১) ॥ হিরণ্যং হস্তে ভবত্যথ গৃহ্ণাতীত্যেতং বিধিং স্তোতুমর্থবাদ উচ্যতে। যথা লোকে কিমৃষিণা দেবদত্ত এব পূজয়িতব্য ইত্যত্র দেবদত্তপূজাং স্তোতুমেবৌদাসিন্যমৃষ্যাবুপন্যস্যতে ন তু পূজ্যত্বমৃষের্বারয়িতুং। এবমত্রাপি হস্তে হিরণ্যগ্রহণং প্রশংসিতুং মনসঃ স্তেয়রূপত্বং বাচোঽনৃতবাদিনীত্বং চোপন্যস্যতে। তত্র গুণবাদেন শব্দোর্থো যোজনীয়ঃ। যথা স্তেনাঃ প্রচ্ছন্নরূপা এবং মনোঽপীতি প্রচ্ছন্নরূপত্বমত্র গুণঃ। প্রায়েণ বাগনৃতং বক্তীতি-প্রায়িকত্বং তত্র গুণঃ। হস্তস্তু ন প্রচ্ছন্নঃ নাপ্যনৃত বাহুলঃ। অতো হস্তে হিরণ্যধারণং প্রশস্তমিতি স্তূয়তে। যদপি দৃষ্টবিরোধায় ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশ ইত্যাদিকমুদাহৃতং তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"দূরভূয়স্ত্বাদিতি" ॥ (১২) ॥ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সায়ং জুহোতি। সূর্যো-জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ স্বাহেতি প্রাতরিত্যেতৌ বিধী স্তোতুং সোঽর্থবাদঃ। যস্মাদর্চ্চির্দিবা ন দৃশ্যতে তস্মাৎ সূর্যমন্ত্র এব প্রাতঃ প্রয়োক্তব্যঃ। যস্মাদ্রাত্রাবর্চ্চিরেব দৃশ্যতে তস্মাদগ্নিমন্ত্রো রাত্রৌ প্রয়োক্তব্যঃ সূর্যমন্ত্রশ্চ দিবেত্যেবং তয়োর্মন্ত্রয়োঃ স্তুতিঃ। ধূমার্চ্চিষোরদর্শনোপন্যাসস্তু

ক্রিয়াবৎ মানসিক বৃত্তি সমূহও প্রচ্ছন্নরূপ অর্থাৎ গোপনীয়। সুতরাং এখানে প্রচ্ছন্নরূপত্বই গুণ। "প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে"—এস্থলে প্রায়িকত্বই গুণ। হস্ত প্রচ্ছন্ন নয় অথবা মিথ্যা বাহুবিশিষ্টও নয়। অতএব হস্তে হিরণ্যধারণ প্রশস্ত,—এই ভাবে স্তুতি করা হইয়াছে। অর্থবাদস্থলে দৃষ্টবিরোধ প্রদর্শন জন্য "দিনে অগ্নির ধূম দেখা যায়"—ইত্যাকার যে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, "দূরভূয়স্ত্বাৎ" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে।

"অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা"—এই মন্ত্র দ্বারা সন্ধ্যাকালে হোম করিবে; "সূর্যো-জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ স্বাহা"—এই মন্ত্র দ্বারা প্রাতঃকালে হোম করিবে;—এবম্বিধ বিধি কথিত হইয়াছে। এই বিধিদ্বয়ের স্তুতির (প্রশংসার) জন্য, সেই (দৃষ্টবিরোধরূপ) অর্থবাদ কথিত হইয়াছে। যেহেতু দিনে অগ্নি-শিখা দেখা যায় না বলিয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য-মন্ত্রের প্রয়োগ করা উচিত। রাত্রিতে অগ্নি-শিখা দেখা যায়। সেইজন্য রাত্রিতে অগ্নিমন্ত্রের এবং দিবসে সূর্য্য-মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে। এই প্রকারে সেই মন্ত্রদ্বয়ের স্তুতি সুসম্পন্ন হইতেছে। বহুদূরত্ব হেতু অগ্নিতে ও ধূমে অদর্শনের আরোপ করা যাইতেছে। বহুদূরবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত বৃক্ষাদি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তৃণগুচ্ছের ন্যায় দৃষ্ট হয় বলিয়া, উহাদের উপর দৃষ্টির অভাব মাত্র আছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের বিশ্লেষণে এস্থলেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। "আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, তাহা জানি না",—অন্য দৃষ্টবিরোধ দেখাইবার জন্য প্রশ্নকর্ত্তা ইত্যাকার যে উদাহরণ দিয়াছেন; "স্যাপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনাৎ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে। প্রবর অর্থাৎ গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষির নাম বলিতে হইলে, "দেবগণই পিতা এইরূপ বলিবে।" এই বিধির স্তুতিকারক অর্থবাদ বাক্য—"আমরা জানি না"। "দেবগণ পিতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যজমান যদি প্রবরের অনুমন্ত্রণ (পশ্চাদুল্লেখ) করেন, তাহা হইলে সে সময়ে অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইবেন। এই ভাবে সে অনুমন্ত্রণের স্তুতি করা

দূরত্বগুণনিমিত্তঃ। ভূয়াসি হি দূরে পর্ব্বতাগ্রে বৃক্ষাদয়োঽপি ন বিস্পষ্টং দৃশ্যন্তে। কিন্তু তৃণসাদৃশ্যেন তেষাং দর্শনাভাস এব তদ্বদত্রাপি। যদপ্যন্যদৃষ্টবিরোধায়োদাহৃতং নচৈতদ্বিদ্মো বয়ং ব্রাহ্মণা বা স্মোঽব্রাহ্মণা বেতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনাদিতি" ॥ (১৩) ॥ প্রবরে প্রব্রিয়মাণে অয়াদ্দেবাঃ পিতর ইত্যস্য বিধেস্তাবকোঽয়মর্থবাদঃ। যদি যজমানো দেবাঃ পিতর ইত্যাদিমন্ত্রেণ প্রবরমনুমন্ত্রয়েত্তদানীমব্রাহ্মণোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেদিত্যনুমন্ত্রণস্য স্তুতিঃ। নচৈতদ্বিদ্ম ইত্যেতদজ্ঞানবচনং দুর্জ্ঞানত্বগুণেন তত্র প্রযুজ্যতে। যত্র স্ত্রিয়োঽপরাধো ভবতি তত্র কর্ত্তুরুৎপাদয়িতুর্জারস্যাপি পুত্রো দৃশ্যতে। অতঃ পত্যুপপত্যোরুভয়োঃ পুত্রদর্শনাৎ স্বকীয়জন্ম কীদৃশমিতি দুর্জ্ঞানং। অনেনাভিপ্রায়েণ প্রযুক্তত্বান্নাস্তি তত্র দৃষ্টবিরোধঃ। নহি তত্র দৃশ্যমানং স্বব্রাহ্মণ্যমপবদিতুং নচৈতদ্বিদ্ম ইত্যুপন্যস্তং। যদপি শাস্ত্রীয়দর্শনবিরোধায়োদাহৃতং কোহি তদ্বেদ যদমুষ্মিঁল্লোকেঽস্তি বা নবেতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"আকালিকেপ্সেতি" ॥ (১৪) ॥ দিক্ষ্বতীকাশান্ করোতীতিপ্রাচীনবংশস্য দ্বারবিধিঃ। তস্য শেষোঽয়ং কো হি তদ্বেদেতি। ধূমাদ্যুপদ্রবপরিহারেণ প্রত্যক্ষেণ ফলেন দ্বারবিধিঃ স্তূয়তে। স্বর্গপ্রাপ্তিরূপং তু ফলমাকালিকং। অকালে ভবমাকালিকং বিপ্রকৃষ্টকালীনং নত্বিদানীংতনমিত্যর্থঃ। তস্যেপ্সা তস্য প্রাপ্তুমিচ্ছা। সা চ কো হি তদ্বেদেত্যনিশ্চয়োপন্যাসে কারণং। যথা ভাবিকালীন-পৌত্রপ্রপৌত্রাদিবৃত্তান্তো নিশ্চেতুং ন শক্যতে। তদ্বৎ স্বর্গ-

---

হইতেছে। সহজে জ্ঞান হয় না বলিয়া, সেখানে "আমরা জানি না" ইত্যাকার অজ্ঞান-কথনের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেখানে স্ত্রীর অপরাধ অর্থাৎ দোষ থাকে, সেখানে উৎপাদনকারী উপপতিরও পুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পতি এবং উপপতি উভয়েরই পুত্র দেখা যায় বলিয়া, নিজের জন্ম যে কিরূপ, তাহা জানা অতীব কষ্টকর। এই অভিপ্রায়েই "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" অর্থাৎ ইহা আমরা জানি না—এই যে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্টবিরোধ নাই। সেখানে এই দৃশ্যমান নিজের ব্রাহ্মণত্বের নিষেধকরণ-মানসে "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" এইরূপ প্রয়োগ উপন্যস্ত হয় নাই। শাস্ত্রীয় দৃষ্টবিরোধ জন্য "পরলোকে কি আছে বা নাই, তাহা কে জানে"—প্রশ্নকর্ত্তা এইরূপ যে উদাহরণ দিয়াছেন, "আকালিকেপ্সা" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে।

"চতুর্দ্দিকে অতীকাশ করিতেছে" এই বাক্য দ্বারা পুরাতন বাঁশের দ্বার প্রস্তুতকরণ বুঝাইতেছে। "কে তাহা জানে"—এই অর্থবাদ বাক্য, সেই দ্বার প্রস্তুতকরণবিধির অবশিষ্টাংশ। ধূমাদি উপদ্রবরহিত প্রত্যক্ষ ফল দ্বারা দ্বারবিধান স্তুত হইতেছে। স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ফল আকালিক। অকালে অর্থাৎ অনেক পরে হইবে, এখন হইবে না—এই অর্থে আকালিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঈপ্সা শব্দের অর্থ—প্রাপ্তির ইচ্ছা। আকালিকের ঈপ্সা—এই অর্থে আকালিকেপ্সা হইয়াছে। সেই ঈপ্সাই "কে তাহা জানে"—এইরূপ সংশয়-পূর্ণ বিষয়-কথনের হেতু। যেমন ভবিষ্যৎকালীন পৌত্র-প্রপৌত্রাদির বিবরণ নিশ্চয়রূপে জানিতে পারা যায় না, তেমনি ভবিষ্যতে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে কি না, তাহা কে জানে?—

প্রাগ্নির্ভবিকালীনেতি, গুণযোগাদনিশ্চয়োপন্যাসঃ। ধূমাদিপরিহারস্ত্ব প্রত্যক্ষত্বান্নিশ্চিত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ যদপ্যন্যদ্‌দৃষ্টবিরোধায়োদাহৃতং শোভতেহস্য মুখং য এবং বেদেতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

"বিদ্যাপ্রশংসেতি" ॥ (১৫) ॥ সোহয়ং গর্গত্রিরাত্রবিধেঃ শেষঃ। তদ্বিষয়ং বেদনমপি মুখশোভাহেতু কিমুতানুষ্ঠানমিতি স্তুয়তে। যথা কর্ণাভরণাদিনা মুখং শোভিতং ভবত্যেবং বেদিতুরুৎসাহেনৈব বিকসিতং বদনং শোভিতমিব শিষ্যৈরুদ্বীক্ষ্যতে। অতঃ শোভাসাদৃশ্য-গুণযোগাৎ শোভত ইত্যুচ্যতে। যদপ্যন্যদ্বিরোধায়োদাহৃতমাস্য প্রজায়াং বাজী জায়তে য এবং বেদেতি সোহপি বেদানুমন্ত্রণবিধেঃ শেষঃ। অত্রাপি কৈমুতিকন্যায়েন স্তুতিঃ পূর্ব্ববদ্‌-যোজনীয়া। বেদিতুঃ পুত্রঃ পিতৃশিক্ষয়া স্বয়মপি বিদ্বান্ ভবতি। ততঃ প্রতিগ্রহেণান্নং প্রাপ্নোতি। তস্মাদীদৃশং গুণমভিপ্রেত্য বাজী জায়ত ইত্যুক্তং। যদপ্যন্যদানর্থক্যায়োদাহৃতং পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতীতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

"সর্ব্বত্বমাধিকারিকমিতি" ॥ (১৬) ॥ পূর্ণাহুতিং জুহুয়াদিত্যস্য বিধেঃ শেষোহয়ং।

এইরূপ সংশয় আরোপিত হইতেছে। কিন্তু ধূমাদির পরিহার প্রত্যক্ষ বলিয়া, তাহার ফল নিশ্চিত—ইহাই অভিপ্রায়। অর্থবাদে অন্য দৃষ্টবিরোধ দোষ দেখাইবার জন্য "শোভতেহস্য মুখং য এবং বেদেতি" অর্থাৎ "যে ইহা জানে, তাহার মুখ শোভিত হয়,"—ইত্যাকার উদাহরণচ্ছলে যে প্রশ্ন করিয়াছেন; "বিদ্যাপ্রশংসা" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে। সে তাহা জানে, ইহা সেই গর্গত্রিরাত্র বিধির শেষ ভাগ। তদ্বিষয়ক জ্ঞানই মুখ-শোভার হেতু। অনুষ্ঠান যে মুখ-শোভার হেতু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই হেতু, ইহা স্তুত হইতেছে। কর্ণাভরণাদি পরিধান করিলে যেমন মুখের শোভা বৃদ্ধি হয়; সেরূপ সেই জ্ঞানিজনের উৎসাহ প্রফুল্ল-বদন, শিষ্যগণ শোভিত-ভাবেই দেখিয়া থাকেন। সুতরাং শোভার সাদৃশ্যরূপ গুণযোগ আছে বলিয়া "শোভতে অর্থাৎ শোভা পায়"—এই কথা বলা হইয়াছে। অন্য বিরোধ প্রদর্শনের জন্য "যে ইহা জানে, তাহার পুত্র অন্নবান্ হয়"—এই যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও 'বেদানুমন্ত্রেণ' বিধির শেষভাগ। এস্থলেও কৈমুতিক ন্যায় অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় স্তুতি বুঝাইতেছে,—ইহা জনিতে হইবে। (কৈমুতিক ন্যায় যে কি তাহা বিস্তৃত ভাবে বলা হইতেছে,—যে ইহা জানে, তার পুত্র যদি অন্নযুক্ত হয়; তাহা হইলে যে ইহার অনুষ্ঠান করে, তার পুত্র যে অন্নযুক্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এইরূপ ব্যাপারই কৈমুতিক ন্যায় বলিয়া কথিত হয়।) জ্ঞানিলোকের পুত্র পিতৃশিক্ষা দ্বারা নিজেই বিদ্বান্ হয়। অতঃপর দেয় বস্তু স্বীকার করিলে, অন্ন প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং এইরূপ গুণাভিপ্রায়েই "বাজী জয়তে অর্থাৎ অন্নযুক্ত হয়েন,"—এই কথা বলা হইয়াছে। "পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল কামনাই লাভ হয়,"—এই কথা বলিলে, পূর্ণাহুতিদান ভিন্ন অন্য কর্ম্মানুষ্ঠান নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ প্রশ্নরূপে গ্রহণ করিয়া, উত্তররূপে "সর্ব্বত্বমাধিকারিকং"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

সর্ব্বকামাবাপ্তিহেতুত্বাৎ প্রশস্তেয়মাহুতিরিতিস্তূয়তে। যথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যা ইত্যত্র সর্ব্বত্বং স্বগৃহাগতব্রাহ্মণবিষয়ং। এবং পূর্ণাহুত্যা কর্মসাঙ্গত্বে যৎফলং তস্মিন্নধিকারে প্রস্তাবে সংভাবিতং তদ্বিষয়মেব সর্ব্বত্বং দ্রষ্টব্যং। পূর্ণাহুতেরভাবে সত্যাধানরূপং কর্ম্মাঙ্গবিকলং ভবতি। তচ্চ বৈকল্যং পূর্ণাহুত্যা সমাধীয়ত ইত্যেকঃ কামঃ। তস্মিন্ সমাহিতে সত্যাহবনীয়াদ্যগ্নয়োঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসু যোগ্যা ভবন্তীত্যয়মন্যঃ কামঃ। তৈশ্চ কর্ম্মভিস্তত্তৎ ফলং প্রাপ্যত ইতি কামান্তরং। ঈদৃশী সর্ব্বকামাবাপ্তিরাহুত্যন্তরেষ্বপি বিদ্যত ইতি চেৎ। বিদ্যতাং নাম। কিং নশ্ছিন্নং। ন খল্বেতাবতা পূর্ণাহুতিস্তুতেঃ কাচিদ্ধানিরস্তি॥ নন্বু পূর্ণাহুতেরঙ্গস্বভাবত্বাত্তদীয়ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বেন বাস্তবকত্বং ভবতু। দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতি-

সূত্রান্তর্গত 'সর্ব্ব' শব্দ বিচার্য্য-বিষয়ের পূর্ণত্ব-জ্ঞাপক। উহা "পূর্ণাহুতি দান করিবে,"—এই বিধিবাক্যের শেষাংশ। পূর্ণাহুতিদানে সকল কামনা পূর্ণ হয়। এই জন্য, উহা প্রশস্ত। সুতরাং এস্থলে আহুতি স্তুত হইতেছে। "সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে",—এই কথা বলিলে, যেমন নিজের গৃহে নিমন্ত্রিতভাবে আগত যে ব্রাহ্মণসমূহ, মাত্র তাহাদিগকেই বুঝায়, পরন্তু সমস্ত ব্রাহ্মণজাতিকে বুঝায় না; সেইরূপ পূর্ণাহুতি দ্বারা কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, যে যে ফলোদ্দেশ্যে ঐ কর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে, পূর্ণাহুতিদান করিলে কেবল সেই প্রারব্ধ কর্ম্মেরই মাত্র ফললাভ করা যায়। অনারব্ধ অন্য কর্ম্মের সমস্ত ফল বা কামনা কদাচ লাভ করা যাইতে পারে না। অর্থবাদ অংশের মূল লক্ষ্য—স্তুতি। যদি পূর্ণাহুতি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নিস্থাপনরূপ কর্ম্মাঙ্গের সুসমাপ্তি সঙ্ঘটিত হয় না; পরন্তু উহা বিফল হইয়া যায়। পূর্ণাহুতি দ্বারা কর্ম্মাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, আর তাহাতে বিফলতারূপ অন্তরায় নিবারিত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাও একটি কামনা। সেই অগ্নিস্থাপন-কার্য্যের সমাধান হইলে, আহবনীয়-প্রমুখ অগ্নিসমূহ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপযোগী কাম্যফল প্রদান করে। সুতরাং ইহা দ্বিতীয় কামনা। সেই কর্ম্ম দ্বারা মনের অভিলষিত তত্তৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা তৃতীয় কামনা। যদি বল, অন্য আহুতি দ্বারা সর্ব্বকামনা পূর্ণ হইতে পারে, তবে সকল কামনা-প্রাপ্তির হেতুভূত বলিয়া পূর্ণাহুতির এত গৌরব করি কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—অন্য আহুতির সর্ব্বকামনা সিদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তদ্দ্বারা পূর্ণাহুতির স্তুতির (উপাদেয়ত্বের) কোনরূপ বাধা জন্মাইতেছে না, অথবা তাহার শ্রেষ্ঠত্বের হানি হইতেছে না। পূর্ণাহুতি যজ্ঞকর্ম্মের একটি অঙ্গ। অঙ্গকর্ম্মের প্রাধান্য কদাচ সিদ্ধ হয় না। অঙ্গকর্ম্মে যে ফল উৎপাদিত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে অর্থবাদ। সুতরাং পূর্ণাহুতির ফলশ্রুতি অর্থবাদ মধ্যে গণ্য। দ্রব্যসংস্কার-কার্য্য হয় বলিয়া, "ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ" (দ্রব্যসংস্কার কার্য্যে ফলশ্রুতিই অর্থবাদ)—এই সূত্র দ্বারা অর্থবাদের যাথার্থ্য নির্ণীত হইয়াছে। পশুবন্ধবাক্য মুখ্যকর্ম্মের বিধায়ক এবং সর্ব্বলোক জয় করা তাহার মুখ্য ফল। সুতরাং 'পশুবন্ধযাজী সর্ব্বলোকে বিজয়ী হন'—এতাদৃশ বাক্য, পশুবন্ধযাগের প্রশংসা বা অর্থবাদ বলিয়া মানিতে পারা যায় না। পশুবন্ধযাগানুষ্ঠানে, সর্ব্বলোক জয় ও সর্ব্বকামনা লাভ হইলে, অন্য যাগানুষ্ঠান যে নিরর্থক হইয়া যায়, ইহা

রর্থবাদ ইতি স্থত্রেণ নির্ণীতত্বাৎ। পশুবন্ধবাক্যস্থ তু কর্ম্মবিধায়কত্বাৎ সর্ব্বলোকাভিজয়স্থ মুখ্যফলত্বাদস্থানর্থক্যং দুর্ব্বারমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"ফলস্থ কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতোবা ফলবিশেষঃ স্থাদিতি" ॥ (১৭) ॥ পৃথিব্যংতরিক্ষদ্যুলোকেম্বন্যতমলোকাভিজয়রূপং ফলং পশুবংধকর্ম্মণা নিষ্পাদ্যতে। তেষাং চ পৃথিব্যাদীনাং ফলানাং কর্ম্মান্তরেণ পরিমাণাধিক্যং সারত্বং বা সংপাদ্যতে। ততঃ ফলবিশেষঃ স্যাদিতি নাস্ত্যানর্থক্যং। লোকবদিত্যুক্তার্থে দৃষ্টান্তঃ। যথা লোকে নিষ্কেণ খারীপরিমিতান্ ব্রীহীন্ বিক্রীয় নিষ্কান্তরেণ পুনঃ ক্রয়ে সতি পরিমাণাধিক্যং ভবতি। যথা বা নিষ্কেণ বস্ত্রমাত্রং লভ্যতে নিষ্কদ্বয়েন তু সারভূতং দুকূলং। তথা ভোগাধিক্যং ভোগসারত্বং বা কর্ম্মান্তরেণ দ্রষ্টব্যং। ব্রহ্মহত্যায়া অপি মানস্থাস্বল্পায়াবেদনমাত্রেণ তরণং। কায়িক্যাস্তু মহত্যা অশ্বমেধেনেতি নাস্ত্যানর্থক্যং ॥ যোঽপি নান্তরিক্ষে ন দিবীত্যপ্রসক্তপ্রতিষেধ উদাহৃতঃ। যথা ববরঃ প্রাবাহণিরিত্যনিত্যসংযোগ উদাহৃতস্তত্রোভয়োত্তরং সূত্রয়তি ॥

দুর্নিবার। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো বা ফলবিশেষঃ স্যাৎ" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

কর্ম্মানুষ্ঠানে কাম্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা ফল-নিষ্পত্তি হইলে, সেই ফলসমূহের পরিমাণ, উৎকর্ষ, এবং বিশেষত্ব ইহলোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহাই উল্লিখিত সূত্রের অর্থ। পশুবন্ধযাগরূপ কর্ম্ম দ্বারা, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই লোকত্রয়ের মধ্যে যে কোনও একটি লোকজয়করণরূপ ফল নিষ্পাদিত হয়। কিন্তু অন্য কর্ম্ম দ্বারা সেই পৃথিব্যাদিলোকজয়রূপ ফলের পরিমাণাধিক্য বা ঔৎকর্ষ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে ফলের বিশেষত্ব হইতেছে বলিয়া, অর্থবাদ অনর্থক হইতে পারিল না। সূত্রান্তর্গত "লোকবৎ" শব্দের অর্থ— ইহলোকে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কথিত অর্থে সূত্রের এই অংশ দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শিত হয়। লৌকিক প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও লোক একটী সুবর্ণমুদ্রা-দ্বারা খারী (অর্থাৎ সার্দ্ধস্থর্প্য) পরিমিত ধান্যাদি শস্য ক্রয় করিল। আবার, অন্য এক স্বর্ণমুদ্রা-দ্বারা সে যদি আরও কিছু শস্য ক্রয় করিয়া পূর্ব্বক্রীত ধান্যের সহিত একত্রে রাখে, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বক্রীত ধান্যাদি শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া যেমন অবশ্যম্ভাবী; অথবা, যেমন একটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা একখানি বস্ত্র পাওয়া গেলে, দ্বিগুণ স্বর্ণমুদ্রায় তাহার অধিক পরিমাণ বস্ত্র পাওয়া যায়; সেইরূপ কর্ম্মফলের ভোগাধিক্য এবং ভোগোৎকর্ষ অন্য কর্ম্ম দ্বারা সম্ভাবিত হইতে দেখা যায়। "ব্রহ্মহত্যা করিতেছি",—মনে যদি এইরূপ ভাবের উদয় হয়; তাহা হইলে তজ্জনিত সঞ্জাত পাপ তত গুরুতর নয়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিষয় স্মরণ করিবামাত্রই সে স্বল্প পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু হস্তে অস্ত্রশস্ত্রাদিধারণরূপ কায়িকবৃত্তি দ্বারা সত্য সত্য ব্রহ্মহত্যা করিলে, সে পাপ অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। সে গুরুপাপখণ্ডনের জন্য অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। সুতরাং যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিবামাত্রই ফললাভ হইলে, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন,—এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। অগ্নিচয়ন প্রসঙ্গে তন্নিষেধজ্ঞাপক "অন্তরীক্ষে নয়, স্বর্গে নয়"—ইত্যাকার

"অন্তয়োর্যথোক্তমিতি" ॥ (১৮)॥ অন্ত্যয়োরুদাহরণয়োরুত্তরং পূর্ব্বোক্তমেব দ্রষ্টব্যং। অন্তরিক্ষাদৌ চয়ননিন্দারূপোঽর্থবাদো হিরণ্যং নিধায় চেতব্যমিত্যস্য বিধেঃ শেষঃ। অতোঽত্র স্তুত্যর্থে বিধীনাং স্যুরিত্যুক্তমেবোত্তরং। অন্তরিক্ষে চয়নপ্রসক্ত্যভাবাত্তন্নিন্দা নিত্যানুবাদোঽস্তু। তেনাপি বিধিঃ স্তোতুং শক্যতে। নিত্যসিদ্ধার্থানুবাদিনা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্বেন পশুবিধেঃ স্তুতত্বাৎ। ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়তেত্যত্রাপি ববরনামকঃ কশ্চিদনিত্যঃ পুরুষো মনুষ্যো. ন বিবক্ষিতঃ। কিং তু ববরধ্বনিযুক্তঃ প্রকর্ষেণ বহনশীলো বায়ুর্ব্বিহারদশায়াং নিত্যএবার্থো বিবক্ষিত ইতেতদুত্তরং প্রথমপাদস্যান্তমাধিকরণে প্রোক্তং। তস্মাৎ সংভাবিত দোষাণাং পরিহৃতত্বাদর্থবাদানামস্তি প্রামাণ্যং॥ তত্র সংগ্রহশ্লোকাঃ। বায়ুর্বা ইত্যেবমাদেরর্থবাদস্য মানতা। ন বিধেয়েঽস্তি ধর্ম্মে কিং কিংবাসৌ তত্র বিদ্যতে ॥ (১) ॥ বিধ্যর্থবাদশব্দানাং মিথোঽপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ। নাস্ত্যেকবাক্যতা ধর্মে প্রামাণ্যং সংভবেৎ কুতঃ ॥ (২) ॥ বিধ্যর্থবাদৌ সাকাঙ্ক্ষৌ প্রাশস্ত্যপুরুষার্থয়োঃ। তেনৈকবাক্যতা তস্মাদ্বাদানাং ধর্মমানতা ॥ (৩) ॥

অপ্রস্তাবিত বা অনিত্যপ্রতিষেধে নিষেধরূপ দোষ আরোপিত হইয়াছে। আবার "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিল"—এস্থলে, বেদে অনিত্যসংযোগরূপ দোষ উদাহৃত হইয়াছে। এই সকল দোষ নিরাকরণার্থ "অন্ত্যয়োর্যথোক্তং" সূত্রের অবতারণায় তাহার উত্তর সমর্থিত হইতেছে।

শেষোক্ত উদাহরণদ্বয়ের উত্তর পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অন্তরীক্ষাদিতে অগ্ন্যাদিচয়ন নিষেধরূপ যে অর্থবাদ, তাহা "স্বর্ণ স্থাপন করিয়া চয়ন করিবে"—এই বিধিবাক্যের শেষাংশ। অতএব, অর্থবাদবাক্য বিধিবাক্যের স্তুতি-জন্য প্রযুক্ত,—এইরূপ পূর্ব্বকথিত উত্তরই এস্থলে সঙ্গত। অন্তরীক্ষে অগ্নিচয়নের কোনরূপ অর্থসঙ্গতি নাই। সুতরাং, তাহার নিন্দা বা নিষেধানুবাদ অর্থাৎ উল্লেখ নিত্যপ্রবর্ত্তিত হইতে পারে। এ হিসাবে তাহাতেও বিধির স্তুতি করা যায়। প্রকৃতিবিধানে যাহা নিত্যবর্ত্তমান, তাহাতেও বিধি স্তুত হইতে পারে। বায়ুর ক্ষিপ্রগামিতা নিত্যসিদ্ধ। অতএব, তাহার উল্লেখ দ্বারাও বায়ুসম্পর্কীয় পশুবিধির স্তুতি করা হয়। "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিল।" এস্থলেও ববর নামধেয় কোনও অনিত্য (মর্ত্ত্য) পুরুষ উদ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু ব্যবহারিক প্রথায় "ববর" ইত্যাকার শব্দবিশিষ্ট এবং প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল নিত্য বায়ুর প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ উত্তর, উত্তর-মীমাংসার প্রথম-পাদের শেষাধিকরণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলসমূহে যে সকল দোষ-কল্পনার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল দোষ সর্ব্বপ্রকারে পরিহৃত হইল। এ কারণ, বেদান্তর্গত অর্থবাদ-অংশের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে কয়েকটী সংগ্রহ শ্লোক আছে। শ্লোক কয়টী এই; যথা,—

(১) বায়ুর্বা ইত্যেবমাদেরর্থবাদস্য মানতা।
ন বিধেয়েঽস্তি ধর্ম্মে কিং কিংবাসৌ তত্র বিদ্যতে ॥

(২) বিধ্যর্থবাদশব্দানাং মিথোঽপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ।
নাস্ত্যেকবাক্যতা ধর্ম্মে প্রামাণ্যং সংভবেৎ কুতঃ ॥

তদেবং বেদে বিদ্যমানানাং ত্রয়াণাং মন্ত্রবিধ্যর্থবাদভাগানামপ্রামাণ্যে কারণাভাবাদ্বোধকানাং তেষাং প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বাঙ্গীকারাৎ কৃৎস্নস্যাপি বেদস্য প্রামাণ্যং সিদ্ধং। নম্বেবমপি বেদস্য পৌরুষেয়ত্বেন বিপ্রলম্ভকবাক্যবদপ্রামাণ্যং স্যাৎ। পৌরুষেয়ত্বং চ প্রথমপাদে পূর্ব্বপক্ষত্বেন জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস॥

"বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যেতি"॥ (১)॥ একে বাদিনো বেদান্ প্রতি সন্নিকর্ষং মন্যন্তে। কালিদাসাদিভির্নির্মিতানাং রঘুবংশাদিগ্রন্থানাং সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। তে হ্যত্র দৃষ্টান্ততয়া সমুচ্চীয়ন্তে। যথা রঘুবংশাদয়ঃ ইদানীংতনাস্তথা বেদা অপি। ন তু বেদা অনাদয়ঃ। অত এব বেদকর্ত্তৃত্বেন পুরুষা আখ্যায়ন্তে। বৈয়াসিকং ভারতং বাল্মীকীয়ং রামায়ণ মিত্যত্র যথা ভারতাদিকর্ত্তৃত্বেন ব্যাসাদয় আখ্যায়ন্তে তথা কাঠকং কৌথুমং তৈত্তিরীয়

---

(৩) বিধ্যর্থবাদৌ সাকাঙ্ক্ষৌ প্রাশস্ত্যপুরুষার্থয়োঃ।
তেনৈকবাক্যতা তস্মাদ্বাদানাং ধর্ম্মমানতা॥

শ্লোক তিনটীর অর্থ; যথা,—বিধেয় ধর্ম্মে "বায়ু ক্ষিপ্রগামী দেবতা", ইত্যাদিরূপ অর্থবাদ প্রামাণ্যরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে কি না? অথবা সেই বিধেয় অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম সেই অর্থবাদে বিদ্যমান আছে কি না? পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া বিধেয়-ধর্ম্মে বিধি ও অর্থবাদ শব্দের একবাক্যতা নাই; সুতরাং প্রামাণ্য কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?— দ্বিতীয় শ্লোকে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। বিধিঘটিত কর্ম্ম প্রশস্ত—ইহা বোধ হইলে, তদর্থ উপলব্ধি হেতু পুরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং বিধি ও অর্থবাদ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ; অতএব বিধেয়ধর্ম্মে অর্থবাদ-বাক্যসমূহের প্রামাণ্য আছে;—এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল। বেদান্তান্তর্গত বিধিভাগে পুরুষার্থ উপলব্ধি হয়। অর্থবাদ অংশে প্রশস্ততা বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। আবার বিধি-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্মানুমোদিত। এই সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলে যজমান সোৎসাহে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হন। তাহা হইলে, বেদান্তর্গত মন্ত্রভাগ, বিধিভাগ ও অর্থবাদভাগের অপ্রামাণ্য বিষয়ে কোনরূপ কারণ বর্ত্তমান না থাকায় এবং তত্তদর্থবোধক ভাগত্রয়ের প্রামাণ্য-স্বীকার স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায়, সমগ্র বেদের প্রামাণ্য স্থির হইল।

এস্থলে একটী বিতর্ক উপস্থাপিত হইতেছে। বেদ পৌরুষেয় (পুরুষরচিত) বলিয়া, প্রতারকগণের প্রতারণা-বাক্যের ন্যায় অপ্রমাণ হউক! কেন-না, জৈমিনি ঋষি মীমাংসা-দর্শনের প্রথম পাদে বেদের পৌরুষেয়ত্বকে লক্ষ্য করিয়া, পূর্ব্বপক্ষরূপে "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা"—এই সূত্র করিয়াছেন।

আপত্তিকারিগণের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—রচয়িতার সহিত বেদের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্পর্ক আছে। সূত্রে যে "চ-কার" আছে, সমুচ্চয়ার্থজ্ঞাপক সেই 'চ'-কার দ্বারা কালিদাসাদি মহাকবি-বিরচিত রঘুবংশাদি কাব্যগ্রন্থ-সমূহকে বুঝাইতেছে। সুতরাং, "চ-কার" এখানে সমুচ্চয়ার্থ-বোধক। এস্থলে সেই সমুচ্চিত রঘুবংশাদি কাব্য দৃষ্টান্তরূপে প্রদত্ত হইতেছে। রঘুবংশাদি কাব্য-গ্রন্থ যেমন আধুনিক, বেদ-সমূহও সেইরূপ আধুনিক। বেদ অনাদি অর্থাৎ নিত্য নহে; অতএব বেদের কর্ত্তা অর্থাৎ রচয়িতারূপ পুরুষের নির্দ্দেশ হইতেছে। বৈয়াসিক

মিত্যেবং তত্তদ্বেদশাখাকর্ত্তৃত্বেন কাঠাদীনামাখ্যাতত্বাদ্বেদা পৌরুষেয়াঃ॥ নন্থ নিত্যানামেব সতাং বেদানামুপাধ্যায়বৎসংপ্রদায়প্রবর্ত্তকত্বেন কাঠকাদিসমাখ্যা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য যুক্ত্যন্তরং স্থত্রয়তি॥

"অনিত্যদর্শনাচ্চেতি" ॥ (২)॥ অনিত্যা জননমরণবন্তো ববরাদয়ো বেদার্থে শ্রূয়ন্তে। ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত। কুসুরুবিংদ ঔদ্দালকিরকাময়তেতি। তথা সতি ববরাদিভ্যঃ পূর্ব্বমভাবাদনিত্যা বেদাঃ। বিমতং বেদবাক্যং পৌরুষেয়ং বাক্যত্বাৎ কালিদাসাদিবাক্যবদিত্যাদ্যনুমানসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ॥

সিদ্ধান্তং স্থত্রয়তি। "উক্তংতু শব্দপূর্ব্বত্বমিতি॥ (৩)॥ তুশব্দো বেদানামনিত্যত্বং বারয়তি। শব্দস্য বেদরূপস্য কঠাদিপুরুষেভ্যঃ পূর্ব্বত্বমনাদিত্বং প্রাচীনৈশ্চ স্থত্রৈরুক্তং। ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সংবন্ধ ইত্যস্মিন্ স্থত্র ঔৎপত্তিকশব্দেন সর্ব্বেষাং শব্দানাং বেদানাং তদর্থানাং

ভারত (মহাভরত) এবং বাল্মীকীয় রামায়ণ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ মহাভারতাদির রচয়িতা বলিয়া ব্যাসাদির আখ্যা হইতেছে; সেইরূপ কাঠক, কৌথুম ও তৈত্তিরীয় ইত্যাদিস্থলে, সেই সেই বেদ-শাখার রচয়িতা বলিয়া, কঠাদি পুরুষের আখ্যা হইতেছে। সুতরাং বেদসমূহ পৌরুষেয়। কঠাদি ঋষি অধ্যাপকের ন্যায়, নিত্য ও সনাতন বেদের অংশ-বিশেষের উপদেশ দেন। তাঁহারা সেই সেই বেদাংশ প্রচার করেন বলিয়া, সেই সেই অংশের কাঠকাদি নাম হইয়াছে। কিন্তু রচয়িতার নাম অনুসারে ঐরূপ নাম হয় নাই। পূর্ব্বপক্ষ দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "অনিত্যদর্শনাৎ" সূত্রের অবতারণায় অন্য যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

অনিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিধ্বংসশীল ববরাদি শব্দ বেদের অর্থে শ্রুত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা হইলে, বেদে যখন অনিত্য শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন বেদও অনিত্য। "ববর-প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিল", "কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকি কামনা করিয়াছিল,"—এইরূপ বেদার্থে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, ববরাদির পূর্ব্বে বেদ ছিল না। এ কারণ, বেদ অনিত্য। বেদবাক্য—পৌরুষেয়, এ বিষয়েও মতান্তর আছে। কারণ, বেদ যখন বাক্য, তখন কালিদাসাদি-রচিত বাক্যের ন্যায়, উহা পৌরুষেয় ও অনিত্য না হইবে কেন?—ইত্যাদিরূপ অনুমানসমুচ্চয়, সূত্রস্থ "চ-কার" দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে। "উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বং'—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ বেদসমূহের অনিত্যতার বিরোধী হইতেছে। 'বেদ'—এই শব্দ, অনাদি অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ হিসাবে কঠাদি পুরুষ যে তাহার বহু পরবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা ঐ বিষয় সপ্রমাণ হইয়াছে। "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দার্থেন সম্বন্ধঃ" সূত্রান্তর্গত ঔৎপত্তিক শব্দের একটি বিশেষত্ব আছে। ঐ শব্দের দ্বারা, সকল শব্দের, সকল বেদের, তাহাদের অর্থের, বেদ ও অর্থের সম্বন্ধের এবং উহাদের নিত্যত্বের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। সেইরূপ প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও আবার যদি শব্দাধিকার বা বাক্যাধিকার দ্বারা উহা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে

তদুভয়সংবন্ধানাং চ নিত্যত্বং প্রতিজ্ঞায়োত্তরাভ্যাং শব্দাধিকরণবাক্যাধিকরণাভ্যামুপপাদিতত্বাৎ কা তর্হি কাঠকাদ্যাখ্যায়িকায়া গতিরিত্যাশঙ্ক্য সংপ্রদায়প্রবর্ত্তনাৎ সেয়মুপপদ্যত ইত্যুত্তরং সূত্রয়তি ॥

"আখ্যাপ্রবচনাদিতি" ॥ (৪) ॥ অস্থিয়মাখ্যায়িকায়া গতিঃ। ততঃপরং ববরাদ্যনিত্যদর্শনং যদুক্তং তস্য কিমুত্তরমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"পরং তু শ্রুতিসামান্যমাত্রমিতি" ॥ (৫) ॥ যৎপরং ববরাদিকং তচ্ছব্দসামান্যমেব ন তু মনুষ্যো ববরনামকোঽত্র বিবক্ষিতঃ। ববরধ্বনিযুক্তস্য প্রবাহণস্বভাবস্য বায়োরত্র বক্তুং শক্যত্বাৎ ॥ নন্ু বেদে ক্বচিদেব শ্রূয়তে বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত সর্পাঃ সত্রমাসতেতি। তত্র বনস্পতীনামচেতনত্বাৎ সর্পাণাং চেতনত্বেঽপি বিদ্যারহিতত্বান্নতদনুষ্ঠানং সংভবতি। অতো জরদ্গবো গায়তি মদ্রকাণীত্যাদ্যুন্মত্তবালবাক্যসদৃশত্বাৎ কেনচিৎ কৃতো বেদ ইত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"কৃতে চাবিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সমত্বাদিতি" ॥ (৬) ॥ যদি জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যং

কাঠকাদি আখ্যায়িকা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। সে ক্ষেত্রে, যে অর্থে কাঠকাদি নামকরণ হইয়াছে, তাহার সার্থকতা কোথায়?—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। সেই আশঙ্কা দূরীকরণে সম্প্রদায় (গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ) এবং প্রবর্ত্তন (প্রচার) করেন বলিয়া ঐরূপ আখ্যা হইয়াছে;—এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণোদ্দেশ্যে "আখ্যা-প্রবচনাৎ" সূত্রের অবতারণায় তাহার উত্তর করা হইতেছে।

আখ্যায়িকা সম্বন্ধে এবম্প্রকার গতি বা সিদ্ধান্ত হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু অতঃপর "ববরাদির" যে অনিত্য দর্শন উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রং" সূত্রের উল্লেখে তাহার উত্তর করিতেছেন।

পরে যে ববরাদির কথা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সাধারণ শব্দকেই বুঝায়। এস্থলে ববর নামক কোনও মনুষ্যকে বুঝাইতেছে না। ববরধ্বনিবিশিষ্ট, প্রবাহণ অর্থাৎ গতিশীল বায়ুই এখানে প্রতিপাদ্য,—ইহা বলিতে পারা যায়। বেদের কোনও কোনও স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়, "বনস্পতিগণ (বিনাপুষ্পে ফলবান্ বৃক্ষসকল) যজ্ঞ করিয়াছিল," "সর্পগণ যজ্ঞ করিয়াছিল" ইত্যাদি। বনস্পতিগণ অচেতন; সুতরাং তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারে না। আর সর্পগণ অচেতন হইলেও তাহারা বিদ্যাহীন; সুতরাং সর্পগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞের অনুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে "জরদ্গব মদ্রক গান করিতেছে" ইত্যাদি বেদ-বাক্য, উন্মত্ত ও বালকের বাক্যের ন্যায় প্রলাপবাক্য হইয়া পড়ে। সুতরাং বেদ কোনও লোক-কর্ত্তৃক রচিত—এই আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় "কৃতে চাবিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সমত্বাৎ" এই সূত্রে দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

বেদ-বাক্য, কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত হইলে, তদুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-কর্ম্ম স্বর্গলাভের হেতুভূত বলিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, স্বর্গ ও যজ্ঞের সাধ্যসাধনভাব পুরুষের জানিবার শক্তি নাই। অথচ, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে স্বর্গলাভ হয়, এতদুক্তি শ্রুত হইয়া

কেনচিৎ পুরুষেণ ক্রিয়েত। তদানীংকৃতে তস্মিন্ বাক্যে স্বর্গসাধনত্বে জ্যোতিষ্টোমস্য বিনিয়োগো ন স্যাৎ। সাধ্যসাধনভাবস্য পুরুষেণ জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ। শ্রূয়তে তু বিনিয়োগঃ। জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেতি। ন চৈতদুন্মত্তবাক্যসদৃশং লৌকিকবিধিবাক্যবদ্ভাব্যকরণেতিকর্ত্তব্যতারূপৈস্ত্রিভিরংশৈরুপেতায়া ভাবনায়া অবগমাৎ। লোকে হি ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদিতি বিধৌ কিং কেন কথং ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৃপ্তিমুদ্দিশ্যৌদনেন দ্রব্যেণ শাকসূপাদিপরিবেষণপ্রকারেণেতি যথোচ্যতে জ্যোতিষ্টোমবিধাবপি স্বর্গমুদ্দিশ্য সোমেন দ্রব্যেণ দীক্ষণীয়াদ্যঙ্গোপকারপ্রকারেণেত্যুক্তে কথমুন্মত্তবাক্যসদৃশং ভবেদিতি বনস্পত্যাদিসত্রবাক্যমপি ন তৎসদৃশং তস্য সত্রকর্ম্মণো জ্যোতিষ্টোমাদিনা সমত্বাৎ। যৎপরো হি শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়বিদ আহুঃ। জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যস্য বিধায়কত্বাদনুষ্ঠানে তাৎপর্য্যং। বনস্পত্যাদিসত্রবাক্যস্যার্থবাদত্বাৎ প্রশংসায়াং তাৎপর্য্যং। সা চাবিদ্যমানেনাপি কর্ত্তুং শক্যতে। অচেতনাঃ অবিদ্বাংসোঽপি সত্রমনুষ্ঠিতবন্তঃ। কিং পুনশ্চেতনাঃ বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ইতি সত্রস্তুতিঃ। চকারঃ পূর্ব্বপক্ষোক্তস্য বাক্যত্বহেতোঃ কর্ত্রনুপলম্ভেন পরাহতিং সমুচ্চিনোতি। তস্মান্নাস্তি বেদস্য পৌরুষেয়ত্বং।

থাকে। "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ দ্বারা যে স্বর্গ সাধিত হয়, এই বিধি-বাক্যে তাহার বিনিয়োগ ব্যাখ্যাত হইতেছে। আরও, "স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে"—এই বাক্য উন্মত্ত ব্যক্তির বাক্যের ন্যায় নহে; কারণ, লোকপ্রসিদ্ধ বিধিবাক্যের ন্যায়, এ বাক্যে ভব্য অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবিতা, করণ অর্থাৎ সাধন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ কার্য্য-প্রণালীরূপ অংশত্রয়সমন্বিত ভাবনার উপলব্ধি হইতেছে। লৌকিক প্রথায় বলা হয়,—"ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে"। এইরূপ বিধিতে কি উদ্দেশ্য সূচিত হয়? কিসের দ্বারা এবং কি প্রকারে?—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে, সে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির উদ্দেশে যেমন বলা হয়,—ওদন অর্থাৎ অন্ন দ্রব্য দ্বারা, শাকসূপাদি পরিবেশন প্রকারে (প্রণালীতে)। তেমনি, জ্যোতিষ্টোম বিধিতে কিসের দ্বারা এবং কি প্রকারে,—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে তাহার তৃপ্তির জন্য বলিতে হয়,—স্বর্গলাভ উদ্দেশ্যে, সোমদ্রব্য দ্বারা এবং দীক্ষণীয়াদি যজ্ঞাঙ্গের উপকার প্রকারে। এরূপ উক্তি উন্মত্ত বাক্যের ন্যায় কি করিয়া বলা যাইতে পারে? বনস্পত্যাদির যজ্ঞানুষ্ঠান-বাক্যও উন্মত্তবাক্যের ন্যায় হইতে পারে না। কারণ, সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ-কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদির তুল্য। যে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অথবা যে তাৎপর্য্যে শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহাই সেই শব্দের অর্থ,—নৈয়ায়িকগণ এ কথা বলিয়া থাকেন; জ্যোতিষ্টোমাদি বাক্য স্বর্গবিধান করে বলিয়া, অনুষ্ঠানে তাহার তাৎপর্য্য। বনস্পত্যাদি সত্রবাক্যের অর্থবাদনিবন্ধন তাহার প্রশংসা করাই সে বাক্যের তাৎপর্য্য। অবিদ্যমান বস্তুর উল্লেখেও সে প্রশংসা করা যাইতে পারে। অচেতন ও বিদ্যাশূন্য, বনস্পতি ও সর্পগণও যখন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তখন সচেতন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। ইহাই তো সত্রস্তুতি (যজ্ঞ-প্রশংসা)। কর্ত্তার উপলব্ধি হইতেছে না বলিয়া, সূত্রস্থিত 'চ'-কার, প্রশ্নোক্ত বাক্যত্ব-হেতুর অসামর্থ্য

অত্রৈতৌ সংগ্রহশ্লোকৌ।

পৌরুষেয়ং ন বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥১॥
সমাখ্যানং প্রবচনাদ্বাক্যত্বং তু পরাহতং।
তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা ॥২॥

নমু ভগবতা বাদরায়ণেন বেদস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বং সূত্রিতং। "শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি" ॥ (৭) ॥ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রকারণত্বাদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞমিতিসূত্রার্থঃ। বাঢ়ং। নৈতাবতা পৌরুষেয়ত্বং ভবতি। মনুষ্যনির্ম্মিতত্বাভাবাৎ। ঈদৃশমপৌরুষেয়ত্বমভিপ্রেত্য ব্যবহারদশায়ামাকাশাদিবন্নিত্যত্বং বাদরায়ণেনৈব দেবতাধিকরণে সূত্রিতং। "অতএব চনিত্যত্বমিতি" ॥ (৮) ॥ শ্রুতিস্মৃতী চাত্র ভবতঃ। বাচা বিরূপনিত্যয়েতি শ্রুতিঃ। অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবেতি স্মৃতিঃ। তস্মাৎ কর্ত্তৃদোষশঙ্কায়া অনুদয়ান্মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকস্য বেদস্য নির্ব্বিঘ্নং প্রামাণ্যং সিদ্ধং।

প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং বেদ যে পৌরুষেয়, তাহা বলা যায় না। এস্থলে দুইটি সংগ্রহ-শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে; যথা,—

"পৌরুষেয়ং না বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥ ১ ॥
সমাখ্যানং প্রবচনাদ্ বাক্যত্বন্তু পরাহতং।
তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন্ স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা। ॥২॥

শ্লোকদ্বয়ের বিশদার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। বেদবাক্য পৌরুষেয় কিনা? ইহার উত্তরে প্রশ্নাকারে বলা হইতেছে,—কাঠকাদি সমাখ্যান এবং অন্য বাক্যের ন্যায় বাক্যত্ব-ধর্ম্ম আছে বলিয়া, বেদ পৌরুষেয় হইবে না কেন? প্রবচন (বেদার্থজ্ঞান) জন্যই, সমাখ্যান অর্থাৎ কাঠকাদি নাম হইয়াছে। কর্ত্তার উপলব্ধি হয় না বলিয়া বাক্যত্বও পরাভূত হইতেছে; সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও পুরুষ-রচিত নহে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে,—ভগবান্ ব্যাসদেব "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র দ্বারা "বেদ ব্রহ্মকার্য্য"—এই কথা যে বলিয়াছেন, তাহার কি? ঋগ্বেদাদি-শাস্ত্রের কারণ বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ,—ইহাই সূত্রের অর্থ। কিন্তু ইহা দ্বারা বেদ যে পৌরুষেয়, তাহা বলা যায় না। কারণ, বেদ কোনও মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বা রচিত হয় নাই। বেদের এবম্প্রকার অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধির অভিপ্রায়ে মহর্ষি ব্যাসদেব, দেবতাধিকরণে "অতএব চ নিত্যত্বং". এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ব্যবহারিক প্রথায় আকাশাদির ন্যায় উহার (বেদের) নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "বাচা বিরূপনিত্যয়া" অর্থাৎ "রূপবিবর্জ্জিত নিত্য বাক্য দ্বারা"—এই শ্রুতি-বাক্য, এবং "ব্রহ্মা অনাদি ও ধ্বংসরহিত বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন"—এই স্মৃতিবাক্য, বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ। তাহা হইলেই "বেদের রচয়িতা আছে"—ইত্যাকার দোষ তিরোহিত হইয়া মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের প্রামাণ্য নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইল। মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এই জন্য—"বেদ মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক", এরূপ কথা যুক্তিসঙ্গত নয়;—এরূপও বলা যাইতে পারে না। কেন-না,

নমু মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকত্বং বেদস্য ন যুক্তং। তয়োঃ স্বরূপস্য নির্দ্দেষ্টুমশক্যত্বাৎ। মৈবং। দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে সপ্তমাষ্টময়োরধিকরণয়োর্নির্ণীতত্বাৎ। সপ্তমাধিকরণমারচয়তি ॥

অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমইতি মন্ত্রস্য লক্ষণং।
নাস্ত্যস্তি বাস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ ॥১॥
যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জ্জিতং।
তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে ॥২॥

আধান ইদং আম্নায়তে। অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়েতি। তত্র মন্ত্রস্য লক্ষণং নাস্তি। অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোর্বারয়িতুমশক্যত্বাৎ। বিহিতার্থাভিধায়কো মন্ত্র ইত্যুক্তে বসন্তায় কপিঞ্জলানালভত ইত্যস্য মন্ত্রস্য বিধিরূপত্বাদব্যাপ্তিঃ। মননহেতুর্মন্ত্র ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণেঽতিব্যাপ্তিঃ। এবমসিপদান্তো মন্ত্র উত্তমপুরুষান্তো মন্ত্র ইত্যাদিলক্ষণানাং পরস্পরমব্যাপ্তিরিতি চেৎ। মৈবং।

পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদান্তর্গত সপ্তম ও অষ্টম অধিকরণে তাহাদের (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের) স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। সপ্তমাধিকরণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মইতি মন্ত্রস্য লক্ষণং।
নাস্ত্যস্তি বাস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ ॥ ১ ॥
যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জ্জিতং।
তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে ॥ ২ ॥"

শ্লোকদ্বয়ের অর্থ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে। "অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে।" অর্থাৎ,—'হে বুধ্নিয়, আমাকে মন্ত্র রক্ষা কর'—এই মন্ত্রের কোনও লক্ষণ আছে কি না? এখানে প্রশ্ন উপস্থিত হয়,—লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইলে লক্ষীভূত পদার্থে লক্ষণের প্রাপ্তি থাকা আবশ্যক। আরও অন্যান্য স্থলেও যদি সে লক্ষণের প্রাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্যস্থলে লক্ষণের অপ্রাপ্তি এবং অলক্ষ্য স্থলে লক্ষণের প্রাপ্তি রূপ দোষ পরিহার করিতে পারা যায় না। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের কোনও লক্ষণ নাই,—ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অব্যাপ্তি (লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়া রূপ) দোষের নিষেধ করা যায় না বলিয়া, উহার লক্ষণ নাই। যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্ররূপ সমাখ্যানে সমাখ্যাত করেন, তাহাই মন্ত্র। এইরূপ লক্ষণ করিলে কোনও দোষ হয় না। তাঁহারা (যাজ্ঞিকগণ) কর্ম্মের অনুষ্ঠান-স্মরণ বিষয়ে স্মারক-বাক্যাদিকেই মন্ত্র-রূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "অহে বুধ্নিয়! আমার মন্ত্র রক্ষা কর"—এই মন্ত্র অগ্নিস্থাপন-কার্য্যে পঠিত হয়। যে স্থলে মন্ত্রের লক্ষণ নাই; কারণ, অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষের নিষেধ করিতে পারা যায় না। বিহিত অর্থকে বলিয়া দেয় বা জানাইয়া দেয়,—ইহাই যদি মন্ত্রের লক্ষণ হয়; তাহা হইলে, "বসন্তকালের নিমিত্ত চাতকপক্ষী বা তিত্তিরপক্ষী হত্যা করিবে" এই মন্ত্র বিধিস্বরূপ বলিতে হইবে। আর এরূপ ক্ষেত্রে কথিত লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ পড়িতেছে। মনন (বোধন) হেতু মন্ত্র—মন্ত্রের যদি এইরূপ লক্ষণ বলা যায়; তাহা হইলে ব্রাহ্মণে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ, ব্রাহ্মণেরও মনন সম্ভবপর। তাহা

যাজ্ঞিকসমাখ্যানস্য নির্দোষলক্ষণত্বাৎ। তচ্চ সমাখ্যানমনুষ্ঠানস্মারকাদীনাং মন্ত্রত্বং গময়তি। উরুপ্রথস্বেত্যাদয়োঽনুষ্ঠানস্মারকাঃ। অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যাদয়ঃ স্তুতিরূপাঃ। ইষেত্বেত্যাদয়স্ত্বান্তাঃ। অগ্ন আয়াহি বীতয় ইত্যাদয় আমন্ত্রণোপেতাঃ। অগ্নীদগ্নীন্ বিহরেত্যাদয়ঃ প্রৈষরূপাঃ। অধঃস্বিদাসীতুপরিস্বিদাসীতদিত্যাদয়ো বিচাররূপাঃ। অম্বে অম্বাল্যম্বিকে নমানয়তি কশ্চনেত্যাদয়ঃ পরিদেবনরূপাঃ। পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যা ইত্যাদয়ঃ প্রশ্নরূপাঃ। বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যা ইত্যাদয় উত্তররূপাঃ। এবমন্যদপ্যুদাহার্য্যং। ঈদৃশেষত্যন্তবিজাতীয়েষু সমাখ্যানমন্তরেণ নান্যঃ কশ্চিদনুগতো ধর্ম্মোঽস্তি যস্য লক্ষণত্বমুচ্যেত। লক্ষণস্য চোপযোগঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্দর্শিতঃ। ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতইতি॥ তস্মাদভিযুক্তানাং মন্ত্রোঽয়মিতি সমাখ্যানং লক্ষণং॥ অষ্টমাধিকরণমারচয়তি।

নাস্ত্যেতদ্ ব্রাহ্মণেঽন্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথ বা।
নাস্তীয়ন্তো বেদভাগা ইতি কৃপ্তেরভাবতঃ॥১॥

হইলেই লক্ষ্য যে মন্ত্র, তাহাকে অতিক্রম করিয়া অলক্ষ্য ব্রাহ্মণেও লক্ষণ সংক্রামিত হইতেছে। এই জন্য, উক্তবিধ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ পড়িতেছে। সেইরূপ, যাহার অন্তে অসিপদ আছে, তাহাই মন্ত্র। আর উত্তম পুরুষের বিভক্ত্যন্ত পদই মন্ত্র। এইরূপ লক্ষণ করিলে, পরস্পর অব্যাপ্তি-দোষ পড়ে,—এ কথাও বলা যায় না। কেন-না, যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহাই মন্ত্রের নির্দ্দোষ লক্ষণ। যাজ্ঞিকগণের সমাখ্যাসিদ্ধ মন্ত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়াই অনুষ্ঠানের স্মারকাদিরূপ বাক্যসমূহ মন্ত্রপর্য্যায়ভুক্ত। "উরু প্রথস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের স্মারক। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র স্তুতিরূপ। "ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে "ত্বা" এই পদ আছে। "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র আমন্ত্রণযুক্ত অর্থাৎ এই সকল মন্ত্রে সম্বোধন করা হইতেছে। "অগ্নীদগ্নীন্ বিহর" ইত্যাদি মন্ত্র অনুজ্ঞাবোধক। "অধঃস্বিদাসীতুপরিস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্র বিচারস্বরূপ। "অম্বে অম্বাল্যম্বিকে নমানয়তি কশ্চন" ইত্যাদি মন্ত্র বিলাপরূপ। "পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উত্তরস্বরূপ। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে। অত্যন্ত বিজাতীয় ঈদৃশ মন্ত্রে সমাখ্যা ভিন্ন এরূপ অন্য কোনও অনুগত ধর্ম্ম নাই,—যাহা লক্ষণ বলিয়া কথিত হইতে পারে। সুতরাং যাজ্ঞিকগণের সমাখ্যানই মন্ত্র লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ লক্ষণের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—"ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥" অর্থাৎ,—ঋষিরাও পৃথক্‌ভাবে পদার্থ-নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণ লক্ষণ দ্বারা প্রসিদ্ধ পদার্থের নির্ব্বাচন অর্থাৎ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং, বৈদিক কর্ম্মে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহাই মন্ত্রের লক্ষণ। যেরূপে অষ্টমাধিকরণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইতেছে। যথা—

মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণঞ্চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ।
অন্যদ্ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ ভবেদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণং ॥ ২ ॥

চাতুর্ম্মাস্যেষ্বিদমাম্নায়তে। (১)॥ এতদ্ ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষীতি। তত্র ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন। ব্রাহ্মণভাগেষন্যভাগেষু চ লক্ষণস্যাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোঃ শোধয়িতুমশক্যত্বাৎ। পূর্ব্বোক্তো মন্ত্রভাগ একঃ। ভাগান্তরাণি চ কানিচিৎ পূর্ব্বৈরুদাহর্ত্তৃং সংগৃহীতানি। হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনেতি তেন হ্যন্নং ক্রিয়ত ইতি হেতুঃ। তদ্দধ্নো দধিত্বমিতি নির্ব্বচনং। অমেধ্যা বৈ মাষা ইতি নিন্দা। বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠেতি প্রশংসা। তদ্ব্যচিকিৎস জুহবানী৩মাহৌষা৩মিতিসংশয়ঃ। যজমানেন সম্মিতৌদুম্বরী ভবতীতি বিধিঃ। মাষানেব মহ্যং পচন্তীতি পরকৃতিঃ। পুরা ব্রহ্মণা অভৈষুরিতি পুরাকল্পঃ। যাবতোঽশ্বান্ পরিগৃহ্ণীয়াত্তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেদিতি বিশেষাবধারণকল্পনা। এবমন্যদপ্যুদাহার্য্যং। ন চ হেত্বাদীনামন্যতমং ব্রাহ্মণমিতি লক্ষণং। মন্ত্রেষ্বপি হেত্বাদিসদ্ভাবাৎ। ইন্দবো বামুশন্তি হীতি হেতুঃ। উদানিষুর্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যত ইতি নির্ব্বচনং। মোঘমন্নংবিন্দতে অপ্রচেতা ইতি নিন্দা। অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃককুদিতি

"নাস্ত্যেতদ্‌ব্রাহ্মণেঽন্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথবা।
নাস্তীয়ন্তো বেদভাগা ইতি কৢপ্তেরভাবতঃ ॥ ১ ॥
মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ।
অন্যদ্ ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ ভবেদ্ ব্রাহ্মণ লক্ষণম্ ॥ ২ ॥"

ব্রাহ্মণের লক্ষণ আছে কি না? ইহাতে প্রশ্নকারী বলিতেছেন যে, বেদের এতগুলি ভাগ আছে, ইহা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং, ব্রাহ্মণ-ভাগের কোনও লক্ষণ নাই। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, বেদের এই দুইটি ভাগ; মন্ত্র ভিন্ন অপর ভাগকে ব্রাহ্মণ কহে,—ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে "এতদ্‌ব্রহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষি"—এইরূপ পঠিত হয়। সেখানে ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই; কেন-না, বেদের যে কতগুলি ভাগ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কাজেকাজেই ব্রাহ্মণ-ভাগে এবং অন্য ভাগে লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষের সংশোধন করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রভাগ এক। পূর্ব্বাচার্য্যগণ—হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, পুরাকল্প ও ব্যবধারণকল্পনা,—এই কয়েকটিকে বেদ-ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়োবিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণ কল্পনা॥" যথাক্রমে প্রত্যেকের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে;—"তদ্দ্বারা অন্ন কৃত হয়;"—ইহা হেতু। "তাহাই দধির দধিত্ব;"—ইহা নির্ব্বচন। "অপবিত্র মাষ;"—ইহা নিন্দা। "বায়ু ক্ষিপ্রগামি-দেবতা;"—ইহা প্রশংসা। "হোম করিব কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছিল;"—ইহা সংশয়। "যজমান-সদৃশ ঔদুম্বর অর্থাৎ উড়ুম্বর-কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি;"—ইহা বিধি। "আমার জন্য মাষ পাক করিতেছে;"—ইহা পরক্রিয়া। আগে ব্রাহ্মণগণ ভয় পাইয়াছিলেন;"—ইহা পুরাকল্প। "যে সংখ্যায়

প্রশংসা। অধঃস্বিদাসী৩দুপরিস্বিদাসীতদিতি সংশয়ঃ। বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত ইতি বিধিঃ। সহস্রময়ুতংদদামীতি পরকৃতিঃ। যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবা ইতি পুরাকল্পঃ। ইতিকরণবহুলং ব্রাহ্মণমিতিচেৎ। ন। ইত্যদদা ইত্যযজথা ইত্যপচ ইতি ব্রাহ্মণো গায়েদিত্যে-তস্মিন্ ব্রাহ্মণেন গাতব্যে মন্ত্রেঽতিব্যাপ্তেঃ। ইত্যাহেত্যনেন বাক্যেনোপনিবদ্ধং ব্রাহ্মণং ইতি চেৎ। ন। রাজাচিত্তং ভগং ভক্ষীত্যাহ। যো মাযাতুং যাতুধানেত্যাহ যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহেত্যনয়োর্মন্ত্রয়োরতিব্যাপ্তেঃ। আখ্যায়িকারূপং ব্রাহ্মণমিতি চেৎ। ন। যমযমীসংবাদসূক্তাদাবতিব্যাপ্তেঃ। তস্মান্নাস্তি ব্রাহ্মণস্য লক্ষণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ। মন্ত্র-ব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগাবিত্যঙ্গীকারান্মন্ত্রলক্ষণস্য পূর্ব্বমভিহিতত্বাদবশিষ্টো বেদভাগো ব্রাহ্মণমিত্যেতল্লক্ষণং ভবিষ্যতি। তদেতল্লক্ষণদ্বয়ং জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস। "তচ্চোদকেষু-

---

অশ্বগ্রহণ করিবে, সেই পরিমাণে বরুণ-দেবতা সম্পর্কীয় হবির্দ্দান করিবে ;"—ইহা বিশেষরূপ অবধারণের (নিশ্চয়ের) কল্পনা। এইরূপ ভাবে অন্যান্য উদাহরণও দেওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত, হেতু প্রভৃতি নয়টী বেদ-ভাগের মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠ যে কোনও একটিই ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণের এরূপ লক্ষণও হইতে পারে না। কারণ, মন্ত্রভাগেও হেত্বাদি-ভাগের সদ্ভাব (বিদ্যমানতা) রহিয়াছে। মন্ত্রভাগে হেত্বাদির সদ্ভাব যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে ;—"চন্দ্র-কিরণ, আমাদের উভয়কে কান্তিযুক্ত করিতেছে ;"—ইহা হেতু। "পৃথিবীকে উন্ন (ক্লিন্ন) করিয়াছিল বলিয়া, উহাকে উদক বলে ;"—ইহা নির্ব্বচন। "বরুণ ভিন্ন দেবতা বৃথা অন্ন লাভ করে ;"—ইহা নিন্দা। "অগ্নিই স্বর্গের মস্তক এবং যজ্ঞরূপ বৃষের ককুৎপ্রতি" ;—ইহা প্রশংসা। "নীচে ছিল কি উপরে ছিল" ;—ইহা সংশয়। "বসন্তকালের জন্য চাতক পক্ষী বা তিত্তির" পক্ষী বধ করিবে ;—ইহা বিধি। "সহস্র বা অযুত মুদ্রা দান করিতেছে" ;—ইহা পরক্রিয়া। "দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন" ;—ইহা পুরাকল্প। যদি বল, যাহাতে বহু বার "ইতি" শব্দ আছে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিব ; তাহাও হইতে না। কেন-না, "ইত্যদদাঃ" (এইরূপ দান করিয়াছিলে), "ইত্যযজথাঃ" (এইরূপ যজন করিয়াছিলে), "ইত্যপচঃ" (এইরূপে পাক করিয়াছিলে) এবং "ইতি ব্রাহ্মণো গায়েৎ" (ব্রাহ্মণের এইরূপে গান করা উচিত) ইত্যাদি বাক্যে 'ইতি' শব্দের বাহুল্য রহিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কর্তৃক গেয় ঐ সকল মন্ত্রে অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়াছে। আবার যদি বল, "ইত্যাহ" অর্থাৎ এইরূপ বলেন—এই বাক্য দ্বারা রচিত বেদভাগই ব্রাহ্মণ ; তাহাও হইতে পারে পারে না। কেন-না, "রাজাচিত্তং ভগং ভক্ষীত্যাহ", "যো মাযাতুং যাতুধানেত্যাহ", "যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ" প্রভৃতি মন্ত্রে 'ইত্যাহ' শব্দের বাহুল্য-হেতু অতিব্যাপ্তি হয় ; যেহেতু এগুলি "ইত্যাহ" বাক্য দ্বারা উপনিবদ্ধ অর্থাৎ রচিত। কিন্তু ইহারা মন্ত্র ; ব্রাহ্মণ নহে। আখ্যায়িকা অংশকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। সেরূপ লক্ষণও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যমযমীসংবাদ সূক্তাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষ আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের কোনও লক্ষণ নাই, ইহাই স্থির হইল।

প্রশ্নকারীর পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা-কল্পে উত্তর বিবৃত হইতেছে ; যথা,—

মন্ত্রাখ্যা। শেষে ব্রাহ্মণশব্দ ইতি। তচ্চোদকেষু তদভিধায়কেষু বাক্যেষু মন্ত্র ইতি সমাখ্যা সম্প্রদায়বিদ্ভির্ব্যবহ্রিয়তে। মন্ত্রানধীমহ ইতি। মন্ত্রব্যতিরিক্তভাগে তু ব্রাহ্মণশব্দস্তৈর্ব্যবহৃতইত্যর্থঃ।

নন্বু ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে মন্ত্রব্রাহ্মণব্যতিরিক্তা ইতিহাসাদয়ো ভাগা আম্নায়ন্তে। যদ্‌ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতি। মৈবং। বিপ্রপরিব্রাজকন্যায়েন ব্রাহ্মণাম্ভান্তরভেদানামেবেতিহাসাদীনাং পৃথগভিধানাৎ। দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃপ্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণং। কল্পমারুণকেতুকচয়নপ্রকরণে সমাম্নায়ত ইতি মন্ত্রাঃ কল্পোঽত ঊর্দ্ধং যদি বলিং হরেদিতি। অগ্নিচয়নে সাম গাথাভিঃ পরিগায়ন্তীতি বিহিতা মন্ত্রবিশেষা গাথাঃ। মনুষ্যবৃত্তি প্রতিপাদকা ঋচো নারাশংস্যঃ। তস্মাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণব্যতিরিক্তভাগাভাবান্ মন্ত্রব্রাহ্মণস্বরূপস্য লক্ষিতত্বাদুভয়াত্মকত্বং বেদস্য সুস্থিতং॥

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ রূপ ভাগদ্বয়ের কথা পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে; মন্ত্রের লক্ষণাদির বিষয়ও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে, মন্ত্রভাগের অবশিষ্ট বেদভাগকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সেইরূপ লক্ষণই সিদ্ধ। "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" এবং "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ"—মহর্ষি জৈমিনি এই দুইটি সূত্র দ্বারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন। "তচ্চোদকেষু" প্রভৃতি কতকগুলি অভিধায়ক বাক্যের দ্বারা বেদজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী মন্ত্র শব্দের সমাখ্যা বা নামকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সেই অভিধায়ক বাক্য-সমূহই মন্ত্র। "আমরা মন্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি"—এবম্বিধ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহারা মন্ত্রভাগের অতিরিক্ত অংশ বা ভাগ সমূহকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

অতঃপর আপত্তি উত্থিত হইতেছে,—'ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী প্রভৃতি বেদের ভাগ-সমূহ পঠিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে কি হইবে?' তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত প্রকার আপত্তি সমীচীন নহে। কারণ, বিপ্রপরিব্রাজক ন্যায় দ্বারা ব্রাহ্মণাদির অন্তর্গত তাহাদের অবান্তর-ভেদ ইতিহাসাদির বিষয় পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিপ্র এবং পরিব্রাজক—এই কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেও পরিব্রাজক যেমন বিপ্রেরই অন্তর্ভুক্ত হয়; সেইরূপ ইতিহাসাদির বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইলেও তাহারাও বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসাদির উদাহরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে—"দেববৃন্দ ও অসুরগণ যুদ্ধনিরত ছিলেন", ইত্যাদি বাক্যনিচয় বেদান্তর্গত ইতিহাস। "সর্ব্বাগ্রে এই জগতের কিছুই ছিল না।" এইরূপ জগতের প্রথম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি-সম্পাদক বাক্য-সকল পুরাণ। আরুণকেতুকচয়ন-প্রকরণে কল্প বলিয়া যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়, তাহাদিগকে কল্প কহে। 'অতঃপর যদি বলিদান করে এবং অগ্নিস্থাপনকার্য্যে সাম গান করে" ইত্যাকার মন্ত্র-বিশেষকে গাথা কহে। যে ঋকে মনুষ্য-বৃত্তান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই ঋক্‌ই নারশংসী বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন বেদের অপর ভাগ নাই বলিয়া, বেদ, মন্ত্র ব্রাহ্মণস্বরূপ,

মন্ত্রাবান্তরবিশেষশ্চ তস্মিন্নেব পাদ ইত্থং বিচারিতঃ। নর্ক্সামযজুষাং লক্ষসাঙ্কর্য্যাদিতি শঙ্কিতে। পাদশ্চ গীতিঃ প্রশ্লিষ্টপাঠ ইত্যস্ত্যসঙ্করঃ।

ইদমাম্নায়তে। অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমে গোপায় যমৃষয়স্ত্রৈবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজূংষীতি ত্রীন্ বেদান্ বিদন্তীতি ত্রিবিদঃ। ত্রিবিদাং সংবন্ধিনোঽধ্যেতারস্ত্রৈবিদাঃ। তে চ যং মন্ত্রভাগ-মৃগাদিরূপেণ ত্রিবিধমাহু স্তং গোপায়েতি যোজনা। তত্র ত্রিবিধানামৃক্‌সামযজুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। সাঙ্কর্য্যস্য দুঃপরিহরত্বাৎ। অধ্যাপকপ্রসিদ্ধেঋগ্বেদাদিষু পঠিতো মন্ত্র ইতি হি লক্ষণং বক্তব্যং। তচ্চ সঙ্কীর্ণং। দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভি রিত্যয়ং মন্ত্রো যজুর্ব্বেদসম্প্রতিপন্নযজুষাং মধ্যে পঠিতঃ। ন চ তস্য যজুষ্ট্বমস্তি তদ্‌ব্রাহ্মণে সাবিত্র্যর্চ্চেত্যৃক্‌ত্বেন ব্যবহৃতত্বাৎ। এতৎসামগায়ন্নাস্ত ইতি প্রতিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সাম যজুর্ব্বেদে গীতং। অক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি ত্রীণি যজূংষি সাম-বেদে সমাম্নাতানি। তথা গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। তস্মান্নাস্তি

ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। পূর্ব্বমীমাংসার সেই পাদেই মন্ত্রের অবান্তর-ভেদের বিচার করা হইয়াছে। সে বিচারে,—ঋক্, সাম ও যজুঃ প্রভৃতি বেদত্রিতয়ের কোনও লক্ষণ থাকিতে পারে না। সেরূপ কোনও লক্ষণ থাকিলে পরস্পরের লক্ষণ পরস্পরে সংক্রামিত হয়। আর তাহাতে সাঙ্কর্য্য-দোষ আসিয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থাপিত করিয়া, তৎসিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে,—পাদসংশিষ্ট মন্ত্র ঋক্, গানাত্মক মন্ত্র সাম এবং প্রশ্লিষ্ট অর্থাৎ অনেকার্থবাচক মন্ত্র যজুঃ, এইরূপ লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিলে, সাঙ্কর্য্যদোষ তিরোহিত হইতে পারে। সুতরাং আশঙ্কান্তরের আর কোনও কারণ থাকে না।

এইরূপ কথিত আছে যে,—'অহে বুধ্নিয়! আমার মন্ত্র রক্ষা কর।" সে স্থলে, সেই ত্রৈবিদ (বেদত্রয় অধ্যয়নকারী) ঋষিগণ, যে মন্ত্র-ভাগকে ঋক্, সাম ও যজুঃ প্রভৃতি বিভাগত্রিতয়ে বিভক্ত করিয়াছেন; তাহার সহিত "এই মন্ত্র রক্ষা কর," এইটি যোজনা করিতে হইবে। সেই ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদ-ত্রিতয়ের কোনও ব্যবস্থিত লক্ষণ নাই। সেরূপ কোনও লক্ষণ কল্পনা করিলে সাঙ্কর্য্য-দোষ পরিহার দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অথবা, কেন নাই,—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে,—কোনও লক্ষণ থাকিলে পরস্পর সাঙ্কর্য্যদোষ সংঘটিত হয়। সে দোষ পরিহার কিরূপে করা যাইতে পারে? ঋক্ বেদে পঠিত মন্ত্র ঋক্, সামবেদে পঠিত মন্ত্র সাম এবং যজুর্ব্বেদে পঠিত মন্ত্র যজুঃ,—ইত্যাকার গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহাকেই যদি ঋগাদির লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলেও সাঙ্কর্য্য-দোষ রহিয়া যায়। "দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা"—এই মন্ত্র, যজুর্ব্বেদ-সম্পাদিত যজুর্মন্ত্রের মধ্যে পঠিত হয়। কিন্তু উক্ত মন্ত্রের যজুঃত্ব নাই। কারণ, সেই ব্রাহ্মণে, সাবিত্রী-পূজার ঋক্ বলিয়া উহার ব্যবহার হইয়াছে। "এই সাম গান করিতেছে,—"এইরূপ, প্রতিজ্ঞা করিয়া কিছু কিছু সাম-মন্ত্র যজুর্ব্বেদেও গীত হইয়াছে। "অক্ষিতমসি", "অচ্যুতমসি" এবং "প্রাণসংশিতমসি" এই যজুঃত্রয়, সামবেদে পঠিত হয়। এইরূপ, গীয়মান সামের আশ্রয়স্বরূপ ঋক্ (মন্ত্র) সামবেদে পঠিত হইয়াছে। সুতরাং, তাহাদের

লক্ষণমিতিচেৎ। ন। পাদাদীনামসঙ্কীর্ণলক্ষণত্বাৎ। পাদেনার্দ্ধর্চ্চেনোপেতা বৃত্তবদ্ধ মন্ত্রা ঋচঃ। গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি। বৃত্তগীতিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রাঃ যজূংষীত্যুক্তে ন ক্বাপি সঙ্করঃ। তদেতত্ত্রৈবিধ্যং জৈমিনিনা সূত্রত্রয়েণ লক্ষিতং। তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা। গীতিষু সামাখ্যা। শেষে যজুঃশব্দ ইতি। এতমেব মন্ত্রাবান্তরবিশেষমুপজীব্য বেদানামৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি ত্রৈবিধ্যং সম্পন্নং।

তেষাং চ বেদানাং সর্ব্বেষামন্যতমস্য বা স্বপ্রজ্ঞানুসারেণাধ্যয়নমুপনীতেন কর্ত্তব্যং। তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্মরতি। "বেদান্ অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমমিতি। একবেদপক্ষে পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাপ্রাপ্ত এব বেদোঽধ্যেতব্য ইত্যভিপ্রেত্য "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইতি স্বশব্দ আম্নাতঃ। তচ্চাধ্যয়নং ন কাম্যং কিন্তু নিত্যং। অত এব পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতং॥

বেদস্যাধ্যয়নং নিত্যমনধ্যয়নে পাতাদিতি॥ পাতিত্যং চৈবমাম্নায়তে। অপহত-পাপ্মা স্বাধ্যায়ো দেব। পবিত্রং বা এতৎ তুং যোঽনুস্বজত্যভাগো বাচি ভবত্যভাগো নাকে।

স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই। কিন্তু ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতির কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অসঙ্কীর্ণ লক্ষণ আছে বলিয়া, এতৎসিদ্ধান্তও নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, মন্ত্রপাদ ও মন্ত্রার্দ্ধের লক্ষণ পরস্পর সঙ্কীর্ণ দোষে দুষ্ট নহে। পাদযুক্ত ও ঋগর্দ্ধযুক্ত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র-সমূহকে ঋক্ বলে। ঋগান্তর্গত গাথাত্মক মন্ত্র—সাম এবং প্রশ্লিষ্ট-পঠিত ছন্দঃ ও গান বর্জ্জিত অনেকার্থযুক্ত মন্ত্র—যজুঃ নামে অভিহিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে লক্ষণে কদাপি সঙ্কীর্ণতা দোষ বর্ত্তিতে পারে না। "তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা," "গীতিষু সামাখ্যা" এবং "শেষে যজুঃ শব্দ,"—এই তিনটি সূত্র দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি, ঋক্, সাম ও যজুঃর ত্রিবিধ লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সূত্র-ত্রিতয়ে তিনি বলিয়াছেন,—মন্ত্রার্থ হিসাবে যাহাতে পদব্যবস্থা হয়, তাহাই ঋক; আর গীতিমন্ত্র সাম নামে অভিহিত। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট মন্ত্র-সমূহ যজুঃ-পর্য্যায়ভুক্ত। মন্ত্রের এইরূপ অবান্তর-ভেদ লইয়াই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ—বেদের এইরূপ ত্রিবিধ নামকরণ হইয়াছে।

বুদ্ধির প্রাখর্য্যানুসারে উপনীত ব্যক্তির সমস্ত বেদ অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোনটি অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিবেদ, দ্বিবেদ কিম্বা একবেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে,—এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন; যথা,—

"বেদান অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।" ইত্যাদি

একবেদ অধ্যয়ন পক্ষে, পিতৃপিতামহাদিক্রমে প্রাপ্ত স্বীয় বেদ অধ্যয়ন করা উচিত,—ইহাই অভিপ্রায়। আর সেই অভিপ্রায়েই "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (অর্থাৎ নিজের বেদ অধ্যয়ন করা উচিত) সূত্রে 'স্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও কামনা-সিদ্ধির জন্য বেদা-ধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। উহা দ্বিজাতির নিত্যকর্ম্ম। এই ভাবেই বেদ অধীত হইয়া থাকে। এই জন্য, পুরুষার্থশাসনে সূত্র করা হইয়াছে,—"বেদস্যাধ্যয়নং নিত্যমনধ্যয়নে পাতাৎ।" বেদাধ্যয়ন দ্বিজাতিগণের নিত্য-কর্ম্ম। উপবীত গ্রহণের পর যথাবিধি বেদা-

তদেষাভ্যুক্তা। যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি। যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থামিতি।" তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি। অধ্যেতারং পুরুষং তদীয়প্রায়াসাভিজ্ঞানেন সখিবৎপালয়তীতি সখিবিদ্বেদঃ। বহুদ্রব্য-প্রয়াসসাধ্যক্রতুফলস্যাধ্যয়নমাত্রেণ সম্পাদনং তৎপালনং। তদপি আম্নায়তে। যং যং ক্রতুমধীতে তেনাস্যেষ্টং ভবত্যগ্নের্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতীতি। যদ্যপ্যেতদ্ব্রহ্ম-যজ্ঞস্বাধ্যায়ফলং তথাপি গ্রহণার্থাধ্যয়নমন্তরেণ ব্রহ্মযজ্ঞাসংভবাৎ তদীয়ফলমপি ন সম্পদ্যতে। ঈদৃশং সখিবিদং বেদরূপং সখায়ং যঃ পুমানধ্যয়ন মা কৃত্বা পরিত্যজতি। তস্য বাচ্যপি ভাগ্যং নাস্তি। ফলে ভাগ্যং নাস্তীতি কিমু বক্তব্যং। সকলদেবতানাং ধর্ম্মস্য পরব্রহ্মতত্ত্বস্য চ প্রতিপাদকং বেদমনুচ্চার্য পরনিন্দানৃতকলহহেতুং লৌকিকীং বার্ত্তাং সর্ব্বত্রোচ্চারয়তঃ স্পষ্ট এব বাচি ভাগ্যাভাবঃ। অতএব আম্নায়তে। নানুধ্যায়ান্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি। যদ্যপ্যসৌ কাব্যনাটকং শৃণোতি তথাপি নিরর্থকমেব তৎশ্রবণং।

ধ্যয়ন না করিলে পাতিত্য দোষ সঙ্ঘটিত হয়। বেদাধ্যয়ন না করিলে যে পাতিত্য দোষ ঘটে, তাহাও বেদেই কথিত হইয়াছে; যথা,—

"আপহতপাপ্মা স্বাধ্যায়ো দেব। পবিত্রং বা এতৎ
যোঽনুস্সৃজত্যভাগো বাচি ভবত্যভাগো নাকে।
তদেষাভ্যুক্তা যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থামিতি।"

অর্থাৎ,—পিতৃপিতামহাদিক্রমে প্রাপ্ত স্বীয় বেদ অধ্যয়ন করিলে, সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। বেদ দেবতাস্বরূপ। এবম্ভূত পবিত্র বেদকে যে ত্যাগ করে, তাহার বাক্যে কোনরূপ ভাগ্যের উদয় হয় না। ভাগ্যোদয় হওয়া দূরের কথা; যে ব্যক্তি সকল দেবতা, ধর্ম্ম ও পরব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক বেদ-চর্চ্চা না করিয়া পরনিন্দা, মিথ্যাবাক্য ও কলহের নিদানভূত লৌকিক কথাবার্ত্তা দ্বারা বৃথা সময় অতিবাহিত করে, তাহার বাক্যে যে ভাগ্যোদয় হইবে না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন না করিয়া বহুশব্দসমন্বিত অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, কেবল বাক্যের গ্লানি উপস্থিত করা হয় মাত্র। যথা,—"নানুধ্যায়ান্ বহূন্ শব্দান্ বাচোবিগ্লাপনং হি তৎ॥" তজ্জন্যই বলা হইয়াছে যে, যে দ্বিজাতি নিজের সখার ন্যায় পরমহিতৈষী বেদকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন না করে), তাহার বাক্যে ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন না। বেদাধ্যয়ন করিবামাত্রই বহুদ্রব্য ও প্রযত্নসাধ্য যজ্ঞফল সম্পাদন হওয়ার নাম—পালন। সুতরাং বেদপালনকারী এ কথা বলিতে পারা যায়। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, যে যে যজ্ঞ অধ্যয়ন করা যায়, তদ্দ্বারাই মনের অভীষ্ট লাভ হয়, এবং অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের সাযুজ্য অর্থাৎ সাম্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এই ব্রহ্মযজ্ঞের ফল স্বাধ্যায় (স্ববেদ) হয়, তাহা হইলেও উহা অধ্যয়ন না করিলে, ব্রহ্মযজ্ঞ অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং তাঁহার ফলও সুসম্পন্ন হয় না। সে যদি কাব্যনাটকাদি অন্যান্য শাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহা নিরর্থক হয়। কেন-না, তাহা হইতে পুণ্যকর্ম্মের

তেন সুকৃতমার্গজ্ঞানাভাবাদিত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি। যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয় ইতি। এবমন্যান্যপি বহূনি বচনান্যত্রোদাহর্ত্তব্যানি ॥

নন্বধীতে বেদে পশ্চাদধ্যয়নবিধ্যর্থজ্ঞানং। জ্ঞানে সতি পশ্চাদধ্যয়নপ্রবৃত্তিরিত্যন্যোন্যাশ্রয় ইতি চেৎ। বাঢ়ং। অত এব গুরুমতানুসারিণ আচার্য্যকর্ত্তৃকাধ্যাপনপ্রবৃত্তিং মাণবকাধ্যয়নস্য মহতা প্রয়াসেন সম্পাদয়ন্তি। মতান্তরানুসারিণস্তু প্রকাশাত্মাদয়োঽধ্যয়নাৎ প্রাগেব সন্ধ্যাবন্দনাদিবিধিজ্ঞানবৎ পিত্রাদিভ্যোঽধ্যয়নবিধিজ্ঞানং বর্ণয়ন্তি। যত্বধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তিঃ। যদি বা স্ববিধিপ্রযুক্তিঃ। সর্ব্বথাপ্যুপনীতৈরধ্যেতব্য এব বেদঃ।

পথ জানিতে পারা যায় না। সুতরাং, বেদ নিত্য অধ্যয়ন করা দ্বিজাতির একান্ত কর্ত্তব্য। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে,—"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদান্ অন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়॥" যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য পরিশ্রম করে, সে জীবদ্দশাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ, এস্থলে অন্যান্য বহু শাস্ত্র-প্রবচন প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

এস্থলে একটী সংশয়-প্রশ্ন উপস্থিত হয়। বেদের মধ্যেই বেদাধ্যয়নের বিধি-সমূহ নিবদ্ধ রহিয়াছে। বেদাধ্যয়ন করিলে সে সকল বিধি-সম্বন্ধে সম্যক্-জ্ঞান লাভ হয়। আর সেই জ্ঞান লাভ হইলে, বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং 'বেদাধ্যয়নের জ্ঞান ব্যতীত যখন বেদাধ্যয়ন-প্রবৃত্তির উদয় হয় না; তখন তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়িল। বিষয়টী নিম্নে বিশদীকৃত হইতেছে; যথা,—এস্থলে দেখা যাইতেছে, অধ্যয়ন ও জ্ঞান পরস্পর-সাপেক্ষ। একটীর অভাবে যখন অপরটী হইতে পারে না, তখন উভয়েই আশ্রয়বিহীন। সুতরাং স্বাধীনভাবে কোনটীই হইতে পারে না। এই সংশয় নিরাকরণ জন্য সিদ্ধান্তবাদে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে; যথা,—একটীর অভাবে যখন অপরটীর জ্ঞান জন্মে না, তখন সেইজন্যই গুরুমতাবলম্বিগণ, আচার্য্য কর্ত্তৃক যথাবিধি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, প্রযত্ন-সহকারে যদি মাণবককে বেদাধ্যয়নে নিরত করেন, তাহা হইলেই বেদাধ্যয়নে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। উপনীত দ্বিজ-সন্তানকে "আচার্য্য বেদ অধ্যয়ন করাইবেন",—এইরূপ অধ্যাপনা-বিধি-সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইলেই মাণবক বেদাধ্যয়ন নিত্যকর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন; আর তাহাতেই বেদাধ্যয়নে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। যদি বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে অন্য বিধির আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে মাণবকের বেদাধ্যয়ন-প্রবৃত্তিতে বাধা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বেদাধ্যয়ন বিহিত-বিধি নহে;—উহা নিত্যকর্ম্ম। ভিন্ন-মতাবলম্বী প্রকাশাত্মাদি আচার্য্যগণ আবার অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা বলেন,—বেদাধ্যয়নের উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেও যেমন পিত্রাদির নিকট হইতে সন্ধ্যাবন্দনাদি বেদবিহিত বিধি শিক্ষা করা যায়; সেইরূপ উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন-শিক্ষার পূর্ব্বেও তাঁহাদেরই নিকট হইতে মাণবকের বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে জ্ঞান

তস্য চাধ্যয়নস্য দৃষ্টার্থত্বমক্ষরগ্রহণাত্তত্বং চ পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতং। তানি সূত্রাণি তদ্বৃত্তিং চোদাহরামঃ। অধ্যয়নস্য দৃষ্টার্থত্বং সাধয়িতুং পূর্ব্বপক্ষয়তি ॥

"অদৃষ্টার্থা ত্বধীতির্বিহিতত্বাদিতি" ॥ (১) ॥ দৃষ্টফলসাধনে ভোজনাদৌ বিধ্যদর্শনাদ্বিহিত-মধ্যয়নমদৃষ্টার্থমবগন্তব্যং ॥ অদৃষ্টবিশেষো ন শ্রুত ইতি চেত্তত্রাহ ॥

"ঘৃতকুল্যাদ্যতিদেশঃ স্বর্গকল্পনং বেতি" ॥ (২) ॥ ব্রহ্মযজ্ঞজপাধ্যয়নার্থবাদং নিত্যাধ্যয়নে-ঽতিদিশ্য তত্রত্যং ঘৃতকুল্যাদিকং রাত্রিসত্রন্যায়েন ফলত্বেন কল্পনীয়ং। যে ত্বর্থবাদাতিদেশং নেচ্ছন্তি তৈর্বিশ্বজিন্ন্যায়েন স্বর্গঃ কল্পনীয়ঃ ॥ দৃষ্টফলয়োঃ সংস্কারপ্রাপ্ত্যোঃ সম্ভবে কথমদৃষ্ট-কল্পনেত্যত আহ ॥

হওয়া সম্ভবপর। ফল কথা, বেদাধ্যয়ন-প্রবৃত্তি, অধ্যাপনা-বিধি জন্যই হউক আর আপন প্রবৃত্তিজনিতই হউক, উপনীত ব্রাহ্মণ-সন্তানের বেদাধ্যয়ন যে একান্ত কর্ত্তব্য; তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।

বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ। অক্ষরগুলি উচ্চারণ করিয়া, বেদ-পাঠ শেষ করিতে হয়,—ইহাই পুরুষার্থানুশাসনে কথিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে সেই সূত্রগুলির ও তাহাদের বৃত্তির উদাহরণ দিব। অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ, তাহা দেখাইবার জন্য, "অদৃষ্টার্থা ত্বধীতির্বিহিতত্বাৎ"—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন।

বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন অপ্রত্যক্ষ বলিয়া, তাহার বিধান হইয়াছে;—ইহাই সূত্রের অর্থ। ভোজনাদি ব্যপারে (ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ) প্রত্যক্ষ ফল সাধিত হয় বলিয়া, সেস্থলে যেমন বিধি নিষ্প্রয়োজন হয়; তদ্রূপ বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ হইলে তৎসম্বন্ধেও বিধি অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহা হইলেই বেদাধ্যয়ন যখন বিধিবিহিত, তখন ইহার প্রয়োজন অদৃষ্টার্থ,—ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে।

বেদাধ্যয়নের অদৃষ্টার্থতা সম্বন্ধে কোনও শ্রুতি-প্রমাণ নাই; পরন্তু কোনও শ্রুতির দ্বারাই তাহার অদৃষ্টার্থ প্রতিপন্ন হইতেছে না। এরূপ সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তদুত্তরে বলা যায়,—"ঘৃতকুল্যাদ্যতিদেশঃ স্বর্গকল্পনং বা।" অর্থাৎ, তাহা হইলে উহাতে ঘৃতকুল্যাদি অর্থবাদের আরোপ অথবা স্বর্গের কল্পনা হইতে পারে। কেন-না, ব্রহ্ম-যজ্ঞজপের জন্য অধ্যয়নরূপ অর্থবাদ নিত্যবেদাধ্যয়নে আরোপিত হওয়ায়, রাত্রিসত্রন্যায়ানু-সারে ঘৃতকুল্যাদি সেই অর্থবাদের ফলরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। রাত্রিসত্র নামে যে যাগ আছে, তাহাতে বিধিবিহিত বাক্যের কোনও ফলশ্রুতি নাই। পরন্তু সে স্থলে অর্থবাদোক্ত ফলের অতিদেশ করা হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে "রাত্রিসত্র ন্যায়" কহে। কিন্তু যাঁহারা অর্থবাদের অতিদেশ ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা "বিশ্বজিৎ" ন্যায়ানুসারে স্বর্গ কল্পনা করিয়া থাকেন। বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞে বিধির ও অর্থবাদের কোনও উল্লেখ নাই। সেস্থলে উক্ত আছে, যজ্ঞমাত্রেরই সাধারণ ফল—স্বর্গলাভের কামনা। স্বর্গ-লাভরূপ সাধারণ ফল ঐ যজ্ঞের উদ্দিষ্ট বলিয়া উহা "বিশ্বজিৎ" ন্যায় নামে অভিহিত হইয়াছে। সংস্কার ও প্রাপ্তি—বেদাধ্যয়নের এই দুইটী প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং বেদাধ্যয়নের উক্ত প্রত্যক্ষ ফল-

"অযুক্তে সংস্কারপ্রাপ্তীতি ॥ (৩)॥ সংস্কৃতস্বাধ্যায়স্য কচিৎক্রতৌ বিনিয়োগাদর্শনাৎ প্রাপ্তেঃ স্বয়মপুরুষার্থত্বাচ্চেত্যর্থঃ। স্বাধ্যায়প্রাপ্তিরর্থপ্রতিপত্তিহেতুতয়া পুরুষার্থ ইত্যাশঙ্ক্য বিষনির্হরণাদিকার্য্যবিনিযুক্তমন্ত্রবদধ্যয়নাঙ্গতয়া বিনিযুক্তানাং জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যানাং ন স্বার্থে প্রামাণ্যমিত্যাহ ॥

"অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকমিতি" ॥ (৪) ॥ অধ্যয়নবিধায়কং তু বাক্যং স্ববিহিতাধ্যয়নস্যৈবাঙ্গমিতিকৃত্বা স্বার্থে প্রমাণমিত্যাহ ॥

"অধ্যয়নবাক্যমনন্যাঙ্গমিতি" ॥ (৫) ॥ নম্বেবমদৃষ্টার্থত্বে কর্ম্মকারকভূতস্বাধ্যায়গতফলাভাবাদধ্যেতব্য ইতি কর্ম্মবাচী তব্যপ্রত্যয়ো বিরুধ্যেতেত্যত আহ ॥

"সক্তুবৎকরণপ্ররিণাম ইতি" ॥ (৬) ॥ সক্তূন্ জুহোতীত্যত্র কর্ম্মত্বেন প্রধানভূতান্ সক্তূনুদ্দিশ্য হোমসংস্কারবিধানে প্রতীয়মানেঽপি হোমসংস্কৃতানাং ভস্মীভূতানাং সক্তূনামন্যত্র

দ্বয় থাকিতে (স্বর্গাদিরূপ) অদৃষ্ট ফল কল্পনা করিতে যাই কেন ?—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু "অযুক্তে সংস্কারপ্রাপ্তী"—এই সূত্র দ্বারা সে আশঙ্কা নিরস্ত হইতেছে।

বেদাধ্যয়ন-বিষয়ে সংস্কার ও প্রাপ্তি থাকা অসম্ভব,—ইহাই উল্লিখিত সূত্রের অর্থ। কোনও যজ্ঞেই সংস্কার-সম্পন্ন স্বকীয় বেদ-মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায় না। এই জন্য বেদাধ্যয়ন সংস্কার-সঙ্গত নহে। প্রাপ্তিরও নিজের কোনও পুরুষার্থ বা অর্থবোধ নাই। এ কারণ, প্রাপ্তিও উহাতে সঙ্গত হইতে পারে না। কেন-না, ইহার কোনও ফল নাই। যদি বল,—স্বাধ্যায়প্রাপ্তি অর্থবোধের হেতু বলিয়া পুরুষার্থ হইতেছে; তাহা হইলে এইরূপভাবে তাহার সমাধান করিতে হইবে; যথা,—বিষনিবারণাদি কার্য্যে কোনও মন্ত্রের প্রয়োগ হইলে, সেই মন্ত্র যেমন নিজের কোনও অর্থ বিষনিবারণে প্রতিপাদন করে না; সেইরূপ বেদাধ্যয়নের অঙ্গস্বরূপ বিনিযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-বোধক কোনও বাক্যের প্রয়োগ হইলে, সেই বাক্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের নিজার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না। এই জন্যই "অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকং"—এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে।

একের অঙ্গ অপরের অর্থ প্রমাণ করাইতে পারে না,—ইহাই সূত্রের অর্থ। যে বাক্যের দ্বারা অধ্যয়ন-বিধি কথিত হয়, সেই বাক্য স্বীয় অধ্যয়ন-বিধির অঙ্গ। সুতরাং, তাহা কেবল নিজার্থই প্রকাশ করিতে পারে; অন্যের অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই জন্য "অধ্যয়নবাক্যমনন্যাঙ্গং"; অর্থাৎ,—অধ্যয়ন-বিধি-ব্যঞ্জক বাক্য অপরের অঙ্গ হইতে পারে না,—এই সূত্র করিয়াছেন।

আচ্ছা, যদি বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন অদৃষ্ট অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ফল অপ্রত্যক্ষ; তাহা হইলে, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" বাক্যের "স্বাধ্যায়" পদটি কর্ম্মকারক হয়। কিন্তু তাহাতে কর্ম্মগত ফল না থাকায়, "অধ্যেতব্য" স্থলে কর্ম্মবাচ্যে "তব্য" প্রত্যয় হওয়ার পক্ষে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে।

এই জন্যই "সক্তুবৎকরণপরিণামঃ"—এই সূত্র করিয়াছেন। যেমন "সক্তূন্ জুহোতি" অর্থাৎ সক্তু (ছাতু) দ্বারা হোম করিবে। এস্থলে কর্ম্মপ্রধান সক্তুকে উদ্দেশ্য

বিনিয়োগাভাবাৎ কর্ম্মপ্রাধান্যং হিত্বা সক্তুভির্জ্জুহোতীতি করণপরিণামঃ কৃতঃ। এবমত্রাপি কর্ম্মগতয়োঃ সংস্কারপ্রাপ্ত্যোরসংভবাৎ স্বাধ্যায়েনাধীয়েতেতি বাক্যপরিণামঃ কর্ত্তব্যঃ। ইদানীং দৃষ্টফলে সত্যদৃষ্টফলং ন কল্প্যমিতি সিদ্ধান্তয়তি ॥

"দৃষ্টে তু নাদৃষ্টমিতি" ॥ (৭) ॥ কিং তৎ দৃষ্টফলমিতি তদাহ ॥

"দৃষ্টৌ প্রপ্তিসংস্কারাবিতি" ॥ (৮) ॥ অক্ষরপ্রাপ্তেঃ পরম্পরয়া পুরুষার্থত্বমাহ ॥

"প্রাপ্ত্যর্থবোধ ইতি" ॥ (৯) ॥ জায়ত ইতি শেষঃ। ন চ ভোজনাদিবদন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বাদ্ বিধিবৈয়র্থ্যমিতিশঙ্কনীয়ং। অবঘাতাদিবন্নিয়মাদৃষ্টায় বিধ্যুপপত্তেরিত্যাহ ॥

"বিধিনিষ্পত্তেতি" ॥ (১০) ॥ যত্তুক্তং সংস্কৃতস্য স্বাধ্যায়স্য বিনিয়োগাদর্শনান্ন সংস্কার ইতি তত্রাহ ॥

"সংস্কারসিদ্ধিঃ ক্রত্বধ্যয়নবিধিদ্বয়োপাদানাদিতি" ॥ (১১) ॥ ক্রতুবিধয়ো বিষয়াববোধমপেক্ষমাণাঃ তদববোধে স্বাধ্যায়ং বিনিযুঞ্জতে। অধ্যয়নবিধিশ্চ লিখিতপাঠাদিব্যাবৃত্ত্যাধ্যয়ন-

---

করিয়া, হোমসংস্কার বিধিই উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু যখন হোমসংস্কৃত সক্তু ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে, তখন উহা কোনও কার্য্যেরই উপযোগী হইতে পারিবে না। এ কারণ, তাহার কর্ম্ম-প্রাধান্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক "সক্তুভি জুহোতি" অর্থাৎ সক্তু দ্বারা হোম করিবে,—এইরূপ করণ-পরিণাম করা হইয়াছে। এইরূপ, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" অর্থাৎ স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে। এস্থলেও "স্বাধ্যায়" পদে সংস্কারফল ও প্রাপ্তিফল না থাকায়, "স্বাধ্যয়েনাধীয়েত" অর্থাৎ সাধ্যায় দ্বারা অধ্যয়ন করিবে—এই বেদবাক্যেরও করণপরিণাম করিতে হইবে। সুতরাং বেদাধ্যয়ন যে অদৃষ্টফল-প্রদানকারী, তাহা সুস্থির হইতেছে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

অধুনা, "দৃষ্টে তু নাদৃষ্টং"—এই সূত্রে দ্বারা দৃষ্টফল থাকিতে অদৃষ্ট ফলের কল্পনা করা উচিত নয়, তাহার সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে।

"বেদাধ্যয়নে কি দৃষ্ট-ফলের সম্ভাবনা? সে দৃষ্টফল কিরূপ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে "দৃষ্টৌ প্রাপ্তিসংস্কারৌ" সূত্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ, বেদাধ্যয়নে, দৃষ্ট ও প্রাপ্ত—এই দুইটী প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলেন,—বেদাধ্যয়নে অক্ষর-জ্ঞানরূপ দৃষ্টফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদুত্তরে "প্রাপ্ত্যর্থবোধঃ" এই সূত্র করিয়াছেন। অক্ষরপ্রাপ্তি অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান হইলে, যথাক্রমে অর্থবোধ সঞ্জাত হইয়া থাকে। "যেমন আহার করিলে ক্ষুধা নিবারণ হয়, কিন্তু আহার না করিলে ক্ষুধা নিবারণ হয় না; সেইরূপ বেদ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান লাভ হয়, বেদ অধ্যয়ন না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না।" এবম্প্রকার অন্বয়ব্যতিরেক ন্যায়ই এস্থলে বলবান্। সুতরাং, বিধি অনাবশ্যক—এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, যেমন মুষলাঘাত ব্যতীত অন্য প্রকারে ধান্য হইতে তণ্ডুল বহিষ্করণের সম্ভাবনা থাকিলেও অবঘাত-নিয়ম অদৃষ্টার্থ বলিয়া নিরর্থক হয় না; সেইরূপ "স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে" বলিলে বিধির সঙ্গতি নষ্ট হয় না। এইজন্যই "বিধিনিষ্পত্ত্যা",—সূত্র করিয়াছেন। সংস্কার-সিদ্ধ স্বাধ্যায়ের প্রয়োগ দেখা যায় না বলিয়া যে সংস্কার প্রত্যক্ষফলপ্রদ, তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে না। এইরূপ, সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা

সংস্কৃতত্বং স্বাধ্যায়স্য গময়তি। অত উভয়োপাদানাত্তৎসিদ্ধিঃ॥ নন্ সংস্কারো নামাদৃষ্টাতিশয়ঃ। স চ ন স্বাধ্যায়গতঃ। তব্যপ্রত্যয়েন স্বপদোপাত্তপ্রকৃত্যর্থভূতাধ্যয়নোপরক্তায়া ভাবনায়া অপূর্ব্বাভিধানাৎ। ততঃ কথং স্বাধ্যায়স্য সংস্কৃতত্বমিতি তত্রাহ॥

"তব্যঃ কর্ম্ম বাদৃষ্টবাচীতি"॥ (১২)॥ অত্র তব্যপ্রত্যয়স্য কর্ম্মাভিধায়িতয়া কর্ম্মকারকস্য স্বাধ্যায়স্য তব্যপ্রত্যয়ং প্রতি প্রকৃত্যর্থাদধ্যয়নাদপি প্রত্যাসন্নত্বাৎ স্বাধ্যায়গতমেবাপূর্ব্বং তব্যপ্রত্যয়ো বক্তি। অপূর্ব্বস্য ধাত্বর্থজন্যত্বনিয়মেঽপি তদুপরক্তত্বানিয়মাদিতি ভাবঃ। যচ্চোক্তং অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকমিত্যদৃষ্টান্তরং তদসৎ। যতো মন্ত্রাণাং স্বতন্ত্রাদৃষ্টশেষাণাং তথাত্বং যুজ্যতে। ইহ তু স্বাধ্যায়াশ্রিতমদৃষ্টং। তস্য চ স্বাধ্যায়গতাক্ষরসামর্থ্যসিদ্ধার্থাববোধে ফলে সতি ফলান্তরকল্পনাযোগাৎ প্রামাণ্যস্যোপবৃংহকমেবাদৃষ্টং ন তু প্রতিবাধকমিত্যাহ॥

"স্বতন্ত্রাদৃষ্টাশেষত্বান্ন স্বার্থপ্রমা প্রতিবধ্যত ইতি"॥ (১৩)॥ সক্তুন্যায়েন কর্ম্মকারকপ্রাধান্যে পরিত্যক্তে স্বতন্ত্রাদৃষ্টমেবাত্রাপি স্যাদিত্যত্রাহ॥

বলা হইয়াছে, "সংস্কারসিদ্ধিঃ ক্রত্বধ্যয়নবিধিদ্বয়োপাদানাৎ" সূত্র দ্বারা সেই সংস্কারের অসম্ভবত্ব নিরাকৃত হইতেছে।

যজ্ঞবিধি তদ্বিষয়ক জ্ঞান-সাপেক্ষ। সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, সেই যজ্ঞ-জ্ঞান-বিষয়ে স্বাধ্যায়েরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর লিখিতরূপ পাঠ ব্যতীত যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন করিলে, স্বাধ্যায়ের সংস্কারসিদ্ধি হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকারেই স্বাধ্যায়ের সংস্কারসিদ্ধ হইতেছে। অদৃষ্টাতিশয়ই সংস্কার নামে অভিহিত হয়,—যদি এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে সংস্কার স্বাধ্যায়গত হইতে পারে না; কারণ, অধি পূর্ব্বক ইঙ্ ধাতুর উত্তর তব্য প্রত্যয় করিয়া "অধ্যেতব্য" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অধি পূর্ব্বক ইঙ্ ধাতুর অর্থ অধ্যয়ন করা। সেই অধ্যয়ন দ্বারা যে ভাবনার উপলব্ধি হয়, তাহাকেই সংস্কার বলা যাইতেছে। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে "স্বাধ্যায়" সংস্কার-সম্পন্ন—এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে "তব্যঃ কর্ম্মবাদৃষ্টবাচী" সূত্র করিতেছেন।

তব্য প্রত্যয় কর্ম্মকে বা অদৃষ্টকে বুঝাইতেছে,—ইহাই এই সূত্রের অর্থ। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" সূত্রের 'অধ্যেতব্যঃ' পদে যে তব্য প্রত্যয় আছে, তাহা কর্ম্মের (কারকের) বাচক বলিয়া 'স্বাধ্যায়ঃ' এ পদটি কর্ম্মকারক। কিন্তু ধাতুগতার্থ অধ্যয়ন (অধি—ইঙ) অপেক্ষা, তব্য প্রত্যয়ের অর্থ প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ নিকটস্থ সেইজন্য তব্য প্রত্যয় দ্বারা স্বাধ্যায়-গত অদৃষ্টেরই উপলব্ধি হইতেছে। ধাত্বর্থ হইতে অদৃষ্ট সঞ্জাত হয়,—এইরূপ নিয়ম থাকিলেও, তদর্থবোধে উপরত হয়,—এরূপ নিয়ম কদাপি নাই। অপিচ, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে,—একের অঙ্গ মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, মন্ত্র-সকলের অবশিষ্ট ভাগ পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ না হইলে, ঐরূপ দোষ হয় বটে। কিন্তু এখানে স্বাধ্যায়াশ্রিত অদৃষ্টের ফল যদি স্বাধ্যায়ান্তর্গত বর্ণের শক্তি অনুসারে অর্থ-বোধ জন্মাইয়া দেয়; তাহা হইলে সেই ফল ব্যতীত অন্য ফলের কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, অদৃষ্ট, প্রামাণ্যের প্রতিবন্ধক হয় না।

"যথাশ্রুতোপপত্তের্ন সক্তুন্যায় ইতি" ॥ (১৪) ॥ সক্তুষু গত্যভাবাচ্ছ্রুতং পরিত্যজ্যাশ্রুতং কল্প্যতাং নাম। নেহ তদ্‌যুক্তং প্রদর্শিতত্বাদিত্যর্থ ॥

ইত্থমধ্যয়নবিধের্দৃষ্টার্থত্বং প্রসাধ্যার্থাববোধপর্য্যন্ততাং নিরাকর্ত্তুং পূর্ব্বপক্ষয়তি ॥

"বৈধমর্থনির্ণয়ং ভট্টগুরূবিধেঃ পুমর্থাবসানাদিতি ॥ (১) ॥ সর্ব্বত্র বিধেঃ পুরুষার্থপর্য্যবসায়িত্বনিয়মাদত্রাপি পুরুষার্থভূতং ফলবদর্থনিশ্চয়মধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তং ভট্টগুরূ মন্যেতে। নন্থ সকৃদধ্যয়নাদাবৃত্তিসহিতাত্বার্থনিশ্চয়ো নোপলভ্যত ইত্যাশঙ্ক্য। তথা সতি তৎসিদ্ধয়ে সোঽধ্যয়নবিধিরর্থনিশ্চয়হেতুং বিচারং কল্পয়িষ্যতীত্যাহ ॥

"স বিচারমাক্ষিপেদিতি" ॥ (২) ॥ নন্থ স্ববিধেয়তদুপকারিণোরেব বিধিঃ প্রযোজক ইতি সর্ব্বত্র নিয়মঃ। তথা সত্যেতাদৃশং কথমত্রাধ্যয়নবিধিরাক্ষেপ্স্যতীত্যত আহ ॥

এই জন্যই "স্বতন্ত্রাদৃষ্টাশেষত্বান্ন স্বার্থপ্রমা প্রতিবধ্যতে", অর্থাৎ যদি অদৃষ্টভাগকে স্বতন্ত্রভাবে মানা যায়, তাহা হইলে নিজার্থবোধের উপর কোনরূপ বাধা পড়ে না,—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

সক্তুন্যায় দ্বারা কর্ম্মকারকের প্রাধান্য পরিত্যক্ত হইলে, এখানে আবার স্বতন্ত্র অদৃষ্ট মানিতে হয়। এইরূপ সংশয় দূরীকরণ জন্যই "যথাশ্রুতোপপত্তের্ন সক্তুন্যায়ঃ", অর্থাৎ শ্রুত্যনুসারে আবহমানকাল হইতে যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ অর্থবোধ হয় বলিয়া "সক্তুন্যায়" স্বীকার্য্য নহে,—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

সক্তুতে কর্ম্মকারকের অর্থবোধের অভাব হেতু, শ্রুতার্থ (কর্ম্মপ্রাধান্য) পরিত্যাগ করিয়া যদি অশ্রুতার্থের (করণ-প্রাধান্যের) কল্পনা করা যায়; তাহাও এস্থলে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই কর্ম্মকারকের অর্থাবগতি দেখান হইয়াছে। এইরূপে অধ্যয়ন-বিধির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সমাধান করিয়া, বেদাধ্যয়ন যে অর্থবোধ পর্য্যন্ত নহে—তাহা দেখাইবার জন্য, "বৈধমর্থনির্ণয়ং ভট্টগুরূবিধেঃ পুমর্থাবসানাৎ"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভট্ট (কুমারীল) এবং গুরু (প্রভাকর) বলেন যে, সকল স্থানেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সাধনের জন্য বিধিবিহিত বাক্যের সমাপ্তি হয়। এই নিয়ম অনুসারে অর্থ-নির্ণয় করিতে হইলে, অধ্যয়নবিধির আবশ্যক হইয়া পড়ে। 'আচ্ছা, যদি অধ্যয়নবিধিই অর্থ-সিদ্ধি-বিষয়ে কারণ-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে এক বার পাঠ করিলে অথবা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিলেও তো কৈ অর্থজ্ঞান হয় না? তা হয় না,—এ কথা সত্য বটে; কিন্তু 'অর্থজ্ঞানসিদ্ধির জন্য "পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নবিধিই অর্থ-নির্ণয়ের কারণ"—এইরূপ বিচারের কল্পনা করিতে হইবে। সেই জন্যই "স বিচারমাক্ষিপেৎ"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

অধ্যয়নবিধি বিচারের অপেক্ষা করে,—ইহাই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অর্থ। কিন্তু সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায় যে, যে বিষয় বিধির বিধেয় (উদ্দেশ্য) সাধন জন্য উপকারী হইতে পারে, বিধি তাহারই প্রযোজক হয়। যদি এই নিয়মই প্রকৃতপক্ষে স্বীকার

"অবিধেয়ানুপকার্য্যাক্ষেপোঽবঘাতাবৃত্তিবদিতি" ॥ (৩) ॥ ব্রীহীনবহন্তীত্যত্রাবঘাতমাত্রং বিধেয়ং ন তু তদাবৃত্তিঃ। তস্যা ধাত্বর্থত্বাৎ। নাপি সা বিধেয়োপকারিণী। অন্তরেণাবৃত্তিং সকৃন্মুষলাঘাতাদবঘাতসিদ্ধেঃ। তথাপি তণ্ডুলনিষ্পত্তিফলসিদ্ধয়ে স বিধিরাবৃত্তিং যদ্বদাচিক্ষেপ তদ্বৎ প্রকৃতেঽপ্যবগন্তব্যং ॥

নন্বু বেদমাত্রাধ্যায়িনোঽর্থাববোধানুদয়েঽপি ব্যাকরণাদ্যঙ্গসহিতবেদাধ্যায়িনস্তদুদয়সদ্ভাবাৎ তংপ্রতি ব্যর্থং বিচারং বিধিন কল্পয়েদিত্যাশঙ্ক্যার্থগতবিরোধপরিহারায়াপেক্ষিত এব বিচার ইত্যাহ ॥

"সাঙ্গাধ্যয়নাৎ তদ্ভাবে বিচারো বিরোধাপনুদিতি" ॥ (৪) ॥ সিদ্ধান্তয়তি।

"প্রাপ্তেস্তু গবাদিবৎ পুমর্থত্বাদ্ বিধিস্তদন্ত ইতি" ॥ (৫) ॥ যথা ফলভূতস্য ক্ষীরাদের্হেত-

---

করা যায়; তাহা হইলে এ স্থলে অধ্যয়ন-বিধি কিরূপে এতাদৃশ বিচারের কল্পনা বা অপেক্ষা করিবে? এই জন্যই "অবিধেয়ানুপকার্য্যাক্ষেপোঽবঘাতাবৃত্তিবৎ",—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

যাহা, বিধির বিধেয় ও উপকার-যোগ্য নয়, তাহাও পুনঃ পুনঃ অবঘাতের ন্যায় আক্ষিপ্ত বা কল্পিত হইতে পারে,—ইহাই ঐ সূত্রের অর্থ। "ব্রীহীনবহন্তি" অর্থাৎ ধান্য হইতে তণ্ডুল নিষ্পত্তি জন্য মুষলাঘাত করিতেছে। এস্থলে অবঘাত অর্থাৎ মুষলাঘাত মাত্র বিধেয় হইয়াছে, আবৃত্তি অর্থাৎ পৌনঃপুন্য বিধেয় নহে। কারণ, আবৃত্তি হইলে ধাতুর অর্থ হইতেই তাহার উপলব্ধি হইত। সেই আবৃত্তি বিধেয়ের উপকারও করিতে পারে না; কেন-না, পুনঃপুনঃ মুষলাঘাত না করিয়া, একবারমাত্র মুষলাঘাত করিলেও অবঘাত নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তণ্ডুল-নিষ্পত্তিরূপ ফল-সিদ্ধির জন্য যেমন অবঘাত-বিধিতে আবৃত্তির স্বয়ংই উপলব্ধি হয়; সেইরূপ অধ্যয়ন বিধিতে আবৃত্তির কথা না বলিলেও উহা আপনিই আসিয়া পড়ে; নচেৎ, ফলসিদ্ধি হইতে পারে না। কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্থবোধ না হইলে ব্যাকরণাদি ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিলেও তো অর্থবোধ হইতে পারে? আচ্ছা, তাহা না হয় হইল; কিন্তু তাহা হইলে বিচারের কোনও আবশ্যক করে না। কারণ, মীমাংসিত অর্থের উপলব্ধির জন্যই বিচার করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ অর্থবোধ যদি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াই হয়, তাহা হইলে বিচার-কল্পনা অনর্থক হইয়া পড়ে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বেশ, তাই না হয় স্বীকার করা গেল; কিন্তু বিচার বলিয়া যে কথা বা বিষয় আছে, তাহার গতি কি হইবে?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতে হয় যে, অর্থগত বিরোধ-পরিহারের জন্য বিচারের অপেক্ষা। এই জন্যই "সাঙ্গাধ্যয়নাৎ তদ্ভাবে বিচারো বিরোধাপনুৎ"—এই সূত্র উদাহৃত হইয়াছে।

অঙ্গাদি-সহ বেদ অধ্যয়ন হেতু অর্থবোধ হইলেও যদি তাহার বিচার করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত বিরোধেরই অপনোদন (খণ্ডন) হইয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের বিশদার্থ।

"প্রাপ্তেস্তু গবাদিবৎ পুমর্থত্বাদ্ বিধিস্তদন্তঃ,"—এই সূত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত

যো গবাদয়োঽপি পুরুষৈরর্থ্যন্তে। তথা ফলবদর্থাববোধহেতোরক্ষরপ্রাপ্তেরপি পুরুষার্থত্বাৎ অধ্যয়নবিধিরক্ষরপ্রাপ্ত্যবসানোঽবগন্তব্যঃ॥ নম্বক্ষরপ্রাপ্তেঃ পুরুষার্থত্বং ফলবদর্থাববোধ প্রযুক্তং চেৎ তর্হি তদ্‌বোধস্য মুখ্যপুরুষার্থত্বাদ্‌বোধান্ত এব বিধিঃ কিং ন স্যাদিত্যত আহ॥

"ফলবদ্‌বোধান্তত্বেঽধ্যয়নাকাৎস্ন্যমিতি॥ (৬)॥ বোধস্য হি ফলং কর্ম্মানুষ্ঠানং। তথা সতি যস্য ব্রাহ্মণাদের্যস্মিন্ বৃহস্পতিসবাদাবধিকারস্তস্য তদ্বাক্যমাত্রাধ্যয়নং স্যাৎ। ন তু রাজসূয়াদিবাক্যাধ্যয়নং। তত্র প্রবৃত্ত্যাদিফলাভাবাৎ। স্বপক্ষে তু নায়ং দোষ ইত্যাহ।

"কৃৎস্নপ্রাপ্তির্জপার্থেতি"॥ (৭)॥ ন চাবোধকত্বেঽর্থাববোধ এব ন সিদ্ধ্যেদিতি শঙ্কনীয়ং। প্রমাণস্য প্রমেয়বোধকত্বস্বাভাব্যাৎ। লৌকিকাপ্তবাক্যানামন্তরেণৈব বিধিবোধকত্বদর্শনাদিত্যাহ॥

হইতেছে। যেমন পুরুষগণ ফলরূপ দুগ্ধাদির হেতু গবাদির প্রার্থনা করে, সেইরূপ ফলবিশিষ্ট অর্থবোধের হেতুস্বরূপ বর্ণজ্ঞানও তাহাদের কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বর্ণজ্ঞান হইলেই অধ্যয়ন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে,—ইহা বুঝা উচিত। যদি ফলবিশিষ্ট অর্থবোধের নিমিত্ত বর্ণজ্ঞানই প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে অর্থবোধ প্রধানরূপে প্রার্থনীয় হওয়া উচিত। সুতরাং, অধ্যয়ন-বিধিতে অর্থবোধ পর্য্যন্ত হইবে না কেন?

অর্থবোধ পর্য্যন্তই যদি বেদাধ্যয়ন বিধি হয়, তাহা হইলে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করার আবশ্যক হয় না; বেদের কোনও এক অংশ অধ্যয়ন করিয়া অর্থবোধ সঞ্জাত হইলেই সমগ্র বেদাধ্যয়নের ফল হইতে পারে। এই জন্যই "ফলবদ্ বোধান্তত্বেঽধ্যয়নাকাৎস্ন্যং,"—এই সূত্র করিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠানই বোধের ফল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, যে বার্হস্পত্য যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণের অধিকার, তিনি যদি সেই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় বেদবাক্য মাত্র অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলেই তো তাঁহার কার্য্য-নিষ্পত্তি হইয়া গেল? সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে রাজসূয়াদি যজ্ঞদ্যোতক বেদবাক্য অধ্যয়ন করিতে হয় না। কারণ, তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তিজনক কোনও ফল নাই। ক্ষত্রিয়েরই রাজসূয়-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য,—এরূপ বলা যায় বটে; কিন্তু "কৃৎস্নপ্রাপ্তির্জপার্থা", অর্থাৎ জপের জন্যই সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়,—যদি এইরূপ মীমাংসা করা যায়; তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। জপের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদ অধ্যয়নের তাৎপর্য্য এই যে, রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নিজের কোনও অভীষ্ট ফল সিদ্ধ না হউক, কিন্তু ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক রাজসূয়-যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যজ্ঞাঙ্গীভূত জপাদিরূপ সমস্ত ক্রিয়া পুরোহিতরূপে ব্রাহ্মণকেই শেষ করিতে হয়। সুতরাং, তাহার অনুষ্ঠান-প্রণালী যদি পূর্ব্বে অধ্যয়ন করা না থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের উপযোগিতা থাকে না। এই জন্য সম্পূর্ণ বেদই ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা একান্ত দরকার। বেদাধ্যয়ন যদি বোধজনক না হয়, তাহা হইলে বেদ-মন্ত্রের অর্থবোধও হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। কারণ, প্রমেয়কে জানাইয়া দেওয়াই প্রমাণের একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য পণ্ডিতগণের বাক্য ব্যতীতও বিধির নিজেরই বোধকত্ব ধর্ম্ম আছে,—ইহা লৌকিক জগতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

"লোকবত্তেভ্যো বোধ ইতি" ॥ (৮) ॥ নন্বু বোধস্য বিধিফলত্বে বোধকামমুদ্দিশ্য বিধাতুং শক্যত্বাৎ সুলভোঽধিকারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাপ্তিপক্ষেঽপি প্রাপ্তিকাম উপনীতাষ্টবর্ষব্রাহ্মণোবাধিকারী সুলভ এবেতি পরিহারং স্পষ্টত্বাদুপেক্ষ্য বোধস্য কাম্যত্বং দূষয়তি ॥

"সোঽকাম্যঃপ্রাগ্‌বোধ্যভানাভানয়োরিতি" ॥ (৯) ॥ বোধ্যস্যাগ্নিহোত্রাদিলক্ষণবেদার্থস্যাধ্যয়নাৎপ্রাক্ সন্ধ্যোপাসনাদিবৎ পিত্রাদ্যুপদেশত এব ভানে সিদ্ধত্বাদেব সোঽর্থবোধো ন কাম্যঃ। অভানে কাময়িতুমশক্যঃ। জ্ঞাত এব বিষয়ে কামতানিয়মাৎ ॥ নন্বু সামান্যতো জ্ঞাতে বিশেষতো বুভুৎসা সংভবতি। যদ্বা বিশেষতোঽপি পিত্রাদ্যুপদেশাদবগতে সত্যৌপদেশিকজ্ঞানস্য প্রামাণ্যনির্ণয়ায় পুনর্বোধকামনা যুক্তেত্যাশঙ্ক্যেত্রমপ্যর্থাববোধমুদ্দিশ্যাধ্যয়নবিধানং ন সংভবতীত্যাহ ॥

এই জন্যই "লোকবত্তেভ্যো বোধঃ"—এই সূত্র করিয়াছেন। স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে জ্ঞান, যেমন উপদেশ ব্যতীত আপনা আপনিই হইয়া থাকে; তেমনই বিধির বোধকত্ব, আপ্ত (ভ্রমপ্রমাদশূন্য) পণ্ডিতগণের উপদেশপূর্ণ বাক্য ব্যতীতও স্বয়ংই উদ্ভূত হয়। ইহাই ঐ পূর্ব্বোক্ত সূত্রের নিগূঢ় বা মীমাংসিত অর্থ। যদি বোধ, বিধির ফল বা পরিণাম হয়; তাহা হইলে যে ব্যক্তি বোধ (অর্থ) জানিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্যই কেবল বেদাধ্যয়নের বিধান করা যাইতে পারে। এরূপ ভাবের অধিকারীও দুর্লভ নয়। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে বলিয়া, বক্ষ্যমাণ প্রকারে তাহার মীমাংসা করা হইতেছে; যথা,—অক্ষরপ্রাপ্তিপক্ষে অষ্টমবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকুমার উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন হইবামাত্রই অধ্যয়নের প্রাপ্তি জ্ঞান কামনা করে। এরূপ অধিকারী সুলভই বটে;—দুর্লভ নহে। কিন্তু এ উত্তরটি সুস্পষ্ট হইলেও, তাহার আদর না করিয়া, যাহারা বোধকে কাম্য বলে, "সোঽকাম্যঃ-প্রাগ্‌বোধ্যভানাভানয়োঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহাদের মতের উপর দোষ দিতেছেন।

সেই বোধ কাম্য নহে। কারণ, কোনও বিষয় অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান বা অজ্ঞান হইয়া থাকে। অধ্যয়নের পূর্ব্বে পিত্রাদির উপদেশ অনুসারে যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদির জ্ঞান বা বোধ হয়; সেইরূপ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্রাদি লক্ষণ-সমন্বিত বেদ-মন্ত্রেরও অর্থবোধ হইয়া থাকে। অতএব সেই অর্থবোধকে কিরূপে কাম্য বলা যাইতে পারে? যদি অর্থবোধের পূর্ব্বে বোধ্য-বিষয়ক জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সে বিষয়ের কামনাও তো হইতে পারে না! কেন-না, কোনও বিষয়ের তথ্য বা মর্ম্ম জানিতে পারিলে, তবে সে বিষয়ের কামনা সিদ্ধ হয়। এইরূপ নিয়মই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আচ্ছা, কোনও বিষয় সামান্যভাবে জানা থাকিলে, সেটি বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছাও তো হইতে পারে? কিংবা পিত্রাদির উপদেশ অনুসারে কোনও বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইলেও, পিত্রাদি যথার্থ উপদেশ দিয়াছেন কি ভুল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহা জানিবার ইচ্ছা হওয়াও তো সম্ভবপর!—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় বলিয়াই অর্থবোধের জন্য অধ্যয়ন-কার্য্যের বিধান হয় নাই, ইহাই বুঝা যাইতেছে।

"উদ্দেশাযোগাদিতি" ॥ (১০) ॥ অগ্নিহোত্রাদিবিশেষজ্ঞানানাং ন তাবদেকবুদ্ধ্যা বিশেষাকারেণোদ্দেশঃ সংভবতি। অনন্তত্বাৎ সামান্যাকারেণোদ্দেশে সামান্যমেব বিধিফলং স্যান্ন তু জ্ঞানবিশেষঃ। ততো নোদ্দেশো যুক্তঃ। নম্বর্থাববোধমুদ্দিশ্যোচ্চারণাভাবে বেদস্য স্বার্থে তাৎপর্য্যং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যোপক্রমাদিলিঙ্গগম্যং তাৎপর্য্যং শব্দবলাদেব সিধ্যতীত্যাহ ॥

"তাৎপর্য্যং শব্দাদিতি" ॥ (১১) ॥ তদর্থজ্ঞানমুদ্দিশ্য শব্দোচ্চারণং লোকে ব্যর্থং স্যাদিতি চেৎ ন। পুরুষসংবন্ধকৃতদোষাখ্যপ্রতিবন্ধপরিহারার্থত্বাদিত্যাহ ॥

"উদ্দিশ্যোচ্চারণং দোষঘ্নং বৈ লোক ইতি" ॥ (১২) ॥

নম্বধ্যয়নবিধের্বোধান্তত্বাভাবে বিচারশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তেত প্রযোজকাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ॥

"বিচার উত্তরবিধিপ্রযুক্ত উপপদ্যত ইতি" ॥ (১৩) ॥ ক্রতুবোধবিধয়ঃ সাঙ্গবেদাধ্যয়-

---

এই কারণেই "উদ্দেশাযোগাৎ"—এই সূত্র করিয়াছেন। কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে উদ্দেশ যোগ্য নহে,—ইহাই এস্থলে সূত্রার্থ। এক জনের বুদ্ধি দ্বারা, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বিশেষ জ্ঞান নির্দ্দিষ্টভাবে উদ্দিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞান অনন্ত। যদি সামান্যভাবে উদ্দেশ করা যায়, বিধিবিহিত ফলও সামান্য হয়। তদ্দ্বারা বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং, এরূপ ক্ষেত্রে অর্থবোধের বিশেষ উদ্দেশও উপযুক্ত নয়, সামান্য উদ্দেশও উপযুক্ত নয়। তাহা হইলেই, অর্থবোধের উদ্দেশ জন্য যদি বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণ না হয়, তবে বেদের স্বার্থে কোনরূপ তাৎপর্য্য থাকে না। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই বলিতেছেন,—"উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তিরূপ ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা যে তাৎপর্য্য বোধগম্য হয়, সেই তাৎপর্য্য শব্দের বল অনুসারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই কারণে, "তাৎপর্য্যং শব্দাৎ" অর্থাৎ মন্ত্রান্তর্গত শব্দ হইতে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে;—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

আচ্ছা, শব্দের বল অনুসারে যদি তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই জগতে যত লোক অর্থজ্ঞানের উদ্দেশ্যে শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাদের সে শব্দোচ্চারণ বৃথা হইয়া যায়! এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে,—'না, তাহা বৃথা হইতে পারে না; কেন-না, পুরুষসম্বন্ধীয় দোষ বাক্যে সংক্রমিত হইলে, সেই বাক্যের তাৎপর্য্যলভ্য প্রকৃত অর্থ বোধগম্য করাইবার পক্ষে, প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে।' সেই প্রতিবন্ধকীভূত দোষ পরিহারের জন্যই "উদ্দিশ্যোচ্চারণং দোষঘ্নং বৈ লোক"—এই সূত্র করিয়াছেন।

লৌকিক প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থবোধের জন্য উচ্চারণ করিলে সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ;

আরও এক কথা,—যদি বেদাধ্যয়ন বিধিতে বোধ পর্য্যন্তই না হয়, তাহা হইলে বিচার-শাস্ত্রে প্রবৃত্তি আসে না। কারণ, যাহা লইয়া বিচার হইবে, সে বিষয়ের প্রয়োগ করিতে না পারিলে, কিরূপে বিচার-মূলক শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্যই "বিচার উত্তরবিধিপ্রযুক্ত উপপদ্যতে",—এই সূত্রের অবতারা করিতেছেন

নাদাপাতপ্রতিপন্নাঃবিরোধপরিহারেণ প্রতিষ্ঠিতং নির্ণয়জ্ঞানমন্তরেণানুষ্ঠাপয়িতুমশক্তু বস্তুতং নির্ণয়ায় ক্রতুবিচারং প্রযোজয়ন্তি। শ্রবণবিধিস্তু সাক্ষাদেব ব্রহ্মবিচারং বিধত্তে। এবং চ সতি শ্রবণবিধেঃ স্ববিধেয়প্রয়োজকত্বং ক্রতুবিধীনাং চ বিধেয়োপকারিপ্রযোজকত্বমিত্যু-পপদ্যতেতরাং। অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তিপক্ষে তু তদ্বিধেঃ ক্রতুদ্বারা স্বর্গসিদ্ধিপর্য্যন্তত্বাৎ ক্রত্বনুষ্ঠানস্যাপি তৎপ্রযুক্তৌ ক্রতুবিধিবৈয়র্থ্যমাপদ্যেত॥

নম্বধ্যয়নবিধেস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রং প্রতি নিত্যত্বাৎ তৎপ্রযুক্তৌ বিচারস্যাপি তল্লভ্যেত নান্যর্থেতিচেৎ। ক্রতুবিচারস্য ত্রৈবর্ণিকমাত্রেঽপি নিত্যত্বসিদ্ধিঃ কিং বা ব্রহ্মবিচারস্য। তত্রাদ্যোঽস্মন্মতেঽপি সম ইত্যাহ॥

"অতো নিত্যঃ ক্রতুবিচারস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রস্যেতি"॥ (১৪)॥ যতোঽকরণে প্রত্যবায় শ্রবণাৎ ক্রতবস্ত্রৈবর্ণিকানাং নিত্যা অতইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়োঽনিষ্ট ইত্যাহ॥

যাহাতে পরবর্ত্তী বিধির প্রযুক্তি আছে, তাহাকেই বিচার বলে। ইহাই সূত্রের পর্য্যবসিত অর্থ। শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিলে, যজ্ঞজ্ঞান-সংক্রান্ত বিধি-সমূহের আপাততঃ প্রতিপত্তি অর্থাৎ বোধ হয় বটে; কিন্তু বিরোধ অর্থাৎ পুরুষ-সংক্রান্ত সন্দেহরূপ দোষ পরিহার-পূর্ব্বক নিশ্চয়-জ্ঞান না হইলে, সে প্রতিপত্তি কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইতে সমর্থ হয় না; সুতরাং তাহার নির্ণয় জন্যই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় বিচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শ্রবণ-বিধি প্রত্যক্ষভাবেই ব্রহ্মবিচার বিধান করিয়া থকে। তাহা হইলে, এখন শ্রবণ-বিধির স্ববিধেয় প্রযোজকত্ব এবং যজ্ঞ-বিধি-সমূহের বিধেয়োপকারীর প্রযোজকত্ব সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন হইল। অর্থাৎ, বেদাধ্যয়নের অর্থ-বোধ পর্য্যন্তই যদি মানা যায়, তাহা হইলেও উহা যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়। এই জন্যই বিচারের আবশ্যক হইতেছে, ইহা বেশ বুঝা গেল। "বেদাধ্যয়ন দ্বিজাতির একান্ত কর্ত্তব্য"—এবম্প্রকার বিধি-পক্ষই যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অধ্যয়ন-বিধি হইতেই স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত যখন সম্ভবপর হইতে পারে, তখন যজ্ঞের অনুষ্ঠানের আর আবশ্যক হইতেছে না। কারণ, অধ্যয়ন দ্বারা সুলভে যদি স্বর্গলাভ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কষ্টভোগ করি কেন?

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের পক্ষেই বেদাধ্যয়ন-বিধি নিত্য। সুতরাং বিধি লইয়া বিচার করিলেও, তাহাই (নিত্যত্বই) পাওয়া যায়, কদাপি তাহার অন্যথা হয় না;—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মণাদি বর্ণত্রয়েই ক্রতু-বিচারের নিত্যতা-সিদ্ধি বিষয়ে হেতু হইবে? না,—ব্রহ্ম-বিচারের নিত্যতা-সিদ্ধি বিষয়ে হেতু হইবে? এরূপ সন্দেহে প্রথমটি (ত্রৈবর্ণিক মাত্রেই যজ্ঞবিচারের নিত্যতা-সিদ্ধি বিষয়ে হেতুত্ব স্বীকার) আমাদের মতেও তুল্য; অর্থাৎ ইহাতে কোনও মতান্তর নাই। এই জন্যই "অতো নিত্যঃ ক্রতুবিচারস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রস্য"—এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণেরই যজ্ঞ-বিচার নিত্যকর্ম্ম। সুতরাং, উহা একান্ত

"ব্রহ্মবিচারঃ পুনঃ পরমহংসস্যৈবেতি" ॥ (১৫) ॥ নিত্যোঽনুবন্ধ ইতি।

ননূক্তরীত্যাধ্যয়নস্যাক্ষরগ্রহণান্তত্বেঽর্থজ্ঞানমবিহিতং স্যাৎ। মৈবং। ব্যক্যান্তরেণ তদ্বি-ধানাৎ। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি তদ্বিধিঃ। তত্র নিঃকারণশব্দেনাধ্যয়নজ্ঞানয়োঃ কাম্যত্বং নিবর্ত্ত্যতে। অর্থজ্ঞানে পুরুষপ্রবৃত্তিকরং বচনদ্বয়ং শাখান্তরগতং নিরুক্তকারো যাস্ক এবমুদাজহার। অথাপি জ্ঞানপ্রশংসা ভবত্যজ্ঞাননিন্দা চ।

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥
যদ্গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিদিতি॥"

কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালন না করিলে, পাতক সঙ্ঘটিত হইবে। ইহাই সূত্রের অর্থ। যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাকেই নিত্য বলা যায়। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজাতিরই যজ্ঞানুষ্ঠান নিত্যরূপে একান্ত করণীয়,—ইহাই মীমাংসিত অর্থ। দ্বিতীয়টি (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় মাত্রেই, ব্রহ্মবিচারের নিত্যতা সিদ্ধি বিষয়ে হেতু স্বীকার) বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্যই "ব্রহ্মবিচারঃ পুনঃ পরমহংসস্যৈব" এই সূত্র করিয়াছেন। পরমহংসেরই ব্রহ্ম-বিচার নিত্য কর্ত্তব্য;—ইহাই সূত্রের অর্থ। আচ্ছা, এই প্রকারে বেদাধ্যয়নে যদি বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্তই হয়, তাহা হইলে "বেদের অর্থজ্ঞান"—এ কথার একেবারেই বিধান হইতে পারে না। এরূপ বিতণ্ডা যুক্তিযুক্ত নহে; কেন-না, অন্যবাক্য দ্বারা বেদার্থজ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। সেই বিধান এইরূপে হইয়াছে,—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ"; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নিষ্কাম ধর্ম্ম জানা উচিত এবং ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত বাক্যগত "নিষ্কারণ" শব্দ দ্বারা অধ্যয়ন ও জ্ঞানের কাম্যত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। নিরুক্তকার যাস্ক ঋষি শাখান্তরগত দুইটি বাক্যের উদাহরণ দিয়াছেন। তদ্দ্বারা বেদের অর্থজ্ঞান সম্বন্ধে লোকের প্রবৃত্তি আসিতে পারে। এমন কি, সেই বাক্যদ্বয়ে জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা আছে। সেই দুইটি বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের বিশদার্থ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা,—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূ-
দধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে
নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা" ॥ (১)

অর্থাৎ,—যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে অথচ অর্থ জানে না, সে স্থাণু অর্থাৎ নিঃশাখ-বৃক্ষের ন্যায় কেবল ভারই বহন করিয়া থাকে। যে অর্থ জানে, সে সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপকে ধ্বংস করিয়া স্বর্গে গমন করে।

যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥ ২॥

অস্মিন্ মন্ত্রদ্বয়ে যোঽর্থজ্ঞ ইত্যনেনৈবার্দ্ধেন বেদার্থজ্ঞানং প্রশস্যতে। ইতরেণার্দ্ধত্রয়েণ জ্ঞানরাহিত্যং নিন্দ্যতে। যো বেদার্থং জানাতি সোঽয়মিহ লোকে সকলং শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি। তথা তেন জ্ঞানেন পাপক্ষয়ে সতি মৃতঃ স্বর্গং প্রাপ্নোতি। তদেতদৈহিকমামুষ্মিকং চ জ্ঞানফলং তৈত্তিরীয়া মন্ত্রোদাহরণেন তদীয়তাৎপর্য্যাভিধায়িব্রাহ্মণেন চ স্পষ্টীচক্রুঃ। "তদেষাভ্যুক্তা। যে অর্ব্বাঙ্ উত বা পুরাণোবেদংবিদ্বাংসমভিতো বদন্ত্যাদিত্যমেব তে পরিবদন্তি। সর্ব্বেঽগ্নিং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং চ হংসমিতি। যাবতীর্বৈ দেবতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি। তস্মাদ্ব্রাহ্মণেভ্যো বেদবিদ্ভ্যো দিবে দিবে নমস্কুর্য্যান্নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েদেতা এব দেবতাঃ প্রীণাতীতি।" বেদং বিদ্বানর্থাভিজ্ঞঃ পুরুষঃ। স চ দ্বিবিধঃ। অর্ব্বাচীনকালে

যে স্থলে অগ্নি নাই, সে স্থলে শুষ্ক ইন্ধন (কাষ্ঠ) নিক্ষেপ করিলেও যেমন জ্বলে না, সেইরূপ অর্থ না জানিয়া কথা দ্বারা কেবল বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, তদ্দ্বারা কোনও ফলই সিদ্ধ হয় না।

উল্লিখিত এই মন্ত্রদ্বয়ে "যে অর্থ জানে" এই অর্দ্ধাংশ দ্বারা, বেদের অর্থজ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং অপরাংশ দ্বারা জ্ঞান-রাহিত্যের নিন্দা করা হইয়াছে। যে বেদার্থ জানে, সেই ব্যক্তিই ইহজগতে সর্ব্ববিধ শুভ বা কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই বেদার্থের জ্ঞান-নিবন্ধন তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইলে মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। বেদের অর্থজ্ঞান হইলে, ঐহিক ও পারত্রিক ফল লাভ হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ একটি মন্ত্রের উদাহরণ দিয়া থাকেন। আর সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য-বোধক ব্রাহ্মণ-বাক্য দ্বারা উহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সেই দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে; যথা,—

"তদেষাভ্যুক্তা। যে অর্ব্বাঙ্ উত বা পুরাণো বেদং বিদ্বাংসমভিতো
বদন্ত্যাদিত্যমেব তে পরিবদন্তি। সর্ব্বেঽগ্নিং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং চ হংসমিতি।
যাবতী বৈ দেবতা স্তাঃ সর্ব্বাঃ বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো
বেদবিদ্ভ্যো দিবে দিবে নমস্কুর্য্যান্নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েদেতা এব দেবতাঃ প্রীণাতীতি।"

অর্থাৎ,—মন্ত্র-দ্বয়ে বলা হইতেছে যাহারা প্রাচীন বেদবিৎ ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহারা সকলে সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য-দেবের নিন্দা করিয়া থাকে, দ্বিতীয়ে অগ্নির নিন্দা করে, তৃতীয় হংসের নিন্দা করে। কারণ, এই জগতে যত দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। সুতরাং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ নমস্কার করিবে, তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিবে না, এবং তাঁহাদের নিন্দা ঘোষণা করিবে না। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রতি এইরূপভাবে ব্যবহার করে, তাহার প্রতি সমস্ত দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন। কোনও ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া যদি তাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। এবম্বিধ বিদ্বান দ্বিবিধ। সেই দ্বিবিধ বিদ্বানের লক্ষণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে। ইদানীন্তন-কালোৎপন্ন "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।

সমুৎপন্নশ্চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানকুশলঃ কশ্চিদুপাধ্যায়ঃ পুরাতনকালে সমুৎপন্নো ব্যাসাদিশ্চ। তমেতমুভয়বিধং বিদ্বাংসং বিদ্যামদধনমদকুলমদোপেতাঃ পণ্ডিতম্মন্যা যে পুরুষা অভিতো বিদ্যাদিষু দূষয়ন্তি তে সর্ব্বেঽপ্যাদিত্যমেব প্রথমং দূষয়ন্তি। আদিত্যাপেক্ষয়া দ্বিতীয়মগ্নিং দূষয়ন্তি। তদুভয়াপেক্ষয়া তৃতীয়ং হংসং দূষয়ন্তি। হন্তি সদা গচ্ছতীতি হংসো বায়ুঃ। অগ্ন্যাদিরূপত্বং চ বেদবিদ আম্নাতং। আগ্নের্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতীতি। ন কেবল-মেতদ্দেবতাত্রয়ং কিন্তু সর্ব্বা অপিদেবতা বেদবিদি বসন্তি। ব্রাহ্মণান্ বেদবিদো দৃষ্ট্বা স্মৃত্বা বা প্রতিদিনং নমস্কুর্য্যান্ন তু তস্মিন্ বিদ্যমানমপি দোষং কীর্ত্তয়েৎ। এবং সতি তত্র মন্ত্রার্থ-ভূতাঃ সর্ব্বা অপি দেবতা বেদার্থবিদা স্মর্য্যমাণতয়া তদীয়হৃদয়েঽবস্থিতা অয়ং নমস্কর্ত্তা তোষয়তি। নচৈতদধ্যয়নস্যৈব ফলমিতি শঙ্কনীয়ং। বিদ্বাংসমিত্যাম্নাতত্বাৎ। অন্যথা বেদমধীয়ানমিত্যাম্নায়েত। তস্মাৎ সর্ব্বদেবতাবুদ্ধ্যা প্রাণিভিঃ পূজ্যস্য বেদার্থবিদো লোকদ্বয়েঽপি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরুপপদ্যতে। যস্তু বেদমধীত্যার্থং ন বিজানাতি সোঽয়ং পুমান্ ভারমেব

ধর্ম্মশাস্ত্রঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ" লক্ষণবিশিষ্ট এবং চতুর্দ্দশবিধ বিদ্যাস্থান-কুশল বিদ্বান, তন্মধ্যে এক প্রকার। আর অপর প্রকার হইতেছে,—প্রাচীনকালে সমুৎপন্ন মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি আচার্য্য। বিদ্যামদ, ধনমদ ও কুলমদে মত্ত, স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানী যে ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বিদ্যাদি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে দূষিত করে অর্থাৎ নিন্দা করে, তাহারা সর্ব্বপ্রথমে আদিত্যকে দূষিত করে। তার পর অগ্নিকে আদিত্যের অপেক্ষা দূষিত করে। অতঃপর আদিত্য ও অগ্নি অপেক্ষা তৃতীয়ে হংসকে দূষিত করে। গমনার্থ হন্ ধাতু হইতে হংস শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই জন্য হংস শব্দে বায়ুকে বুঝাইতেছে ;— "হন্তি গচ্ছতীতি হংসো বায়ুঃ"। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে "যং যং ক্রতুমধীতে তেনাস্যেষ্টং ভবত্যগ্নের্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি"—এই যে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, তাহাতেই অগ্ন্যাদির স্বরূপ বিবৃত রহিয়াছে। কেবল যে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য—এই দেবতাত্রয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে অবস্থান করেন, এমত নহে। পরন্তু সকল দেবতাই ঐ বেদবিৎ ব্রাহ্মণে অবস্থান করেন। সুতরাং, প্রতিদিন বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র নমস্কার করিবে। যদি কোনও কারণবশতঃ বেদবিৎ ব্রাহ্মণের দর্শন না ঘটে, এমন কি স্মরণ করিয়াও নমস্কার করিবে। তাঁহাতে কোনও দোষ থাকিলেও, সে দোষের কীর্ত্তন বা ঘোষণা করিবে না। এইরূপ করিলে সেই নমস্কর্ত্তা বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণের ধ্যানযোগে তদীয় হৃদয়ে অবস্থিত মন্ত্রার্থস্বরূপ সকল দেবতাকেই পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইতে পারেন। এবম্বিধ পূর্ব্বোক্ত ফল, বেদাধ্যয়ন করিলেই যে হয়, এরূপ ভাবনা করা উচিত নহে। বেদধ্যয়নকারীকে নমস্কার করিবে,— বাক্যের যদি এইরূপ উদ্দেশ্য হইত; তাহা হইলে "বেদমধীয়ানং" এইরূপ বলিলেই চলিতে পারিত। "বেদং বিদ্বাংসং" অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা বিদ্বান্ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে,—এরূপ বলার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। তাহা হইলে, বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবতাময়,—এইরূপ জ্ঞানে তিনি সকল জীবেরই পূজ্য। অতএব তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে যে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কল্যাণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে

হরতি ধারয়তি। স্থাণুরিতি দৃষ্টান্তঃ। ছিন্নশাখং শুষ্কং বৃক্ষমূলং স্থাণুশব্দেনোচ্যতে। স চ যথেন্ধনার্থমেবোপযুজ্যতে ন তু পুষ্পফলার্থং। তথা কেবলপাঠকস্য ব্রাত্যত্বং ন ভবতীত্যেতাবদেব। নত্বনুষ্ঠানং স্বর্গাদিফলসিদ্ধির্বাস্তি। কিলেত্যনেন লোকপ্রসিদ্ধির্দ্যোত্যতে। লোকেঽপি পাঠকস্য যাবতী ধনাদিপূজা ততোঽপ্যধিকা বিদুষি দৃশ্যতে। কিঞ্চ যদ্বেদবাক্যমাচার্য্যাদ্গৃহীতমর্থজ্ঞানরহিতং পাঠরূপেণৈব পুনঃ পুনরুচ্চার্য্যতে। তৎকদাচিদপি ন জ্বলতি ন প্রকাশয়তি। যথাগ্নিরহিতপ্রদেশে প্রক্ষিপ্তং শুষ্ককাষ্ঠং ন জ্বলতি তদ্বৎ। তথা সতি তস্য বাক্যস্য বেদত্বমেব মুখ্যং ন স্যাৎ। অলৌকিকং পুরুষার্থোপায়ং বেত্ত্যনেনেতি বেদশব্দনির্ব্বচনং। তথাচোক্তং। প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতেতি। অতো মুখ্যবেদসিদ্ধয়ে জ্ঞাতব্য এব তদর্থঃ। কিঞ্চাত্র যাস্কেন কাচিদন্যাপ্যৃগুদাহৃতা।

অণুমাত্র সন্দেহ নাই,—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যে দ্বিজাতি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে অথচ তাহার অর্থ বুঝে নাই, সে কেবলমাত্র স্থাণুর ন্যায় ভারই বহন করিয়া থাকে। স্থাণু শব্দের দ্বারা শাখা-প্রশাখা-বিহীন শুষ্কবৃক্ষের কাণ্ড বা গুঁড়িকে বুঝায়। সেই ছিন্নশাখ বৃক্ষকাণ্ড যেমন কেবলমাত্র ইন্ধনার্থ (জ্বালানি কাঠের জন্য) ব্যবহৃত হয়, তাহাতে যেমন কোনও পুষ্প বা ফল উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ অর্থ না বুঝিয়া বেদপাঠ করিলে ব্রাত্যত্ব (পাতিত্য) দোষ সঙ্ঘটিত হয় না বটে; কিন্তু বেদাধ্যয়ন দ্বারা প্রতিপন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সে যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ করিতে পারা যায় না। মন্ত্রে যে "কিল" শব্দ আছে, তাহা দ্বারা লোকপ্রসিদ্ধি-অর্থ বুঝাইতেছে। লৌকিকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল মাত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া যে পরিমাণে ধনাদি উপার্জ্জন হয় এবং জনসমাজে সম্মানলাভ করিতে পারা যায়, বেদার্থে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইলে তাহার অপেক্ষা অধিকতর ধনাদি উপার্জ্জনে ও সম্মানলাভে অধিকারী হওয়া যায়। আরও এক কথা, যাঁহারা বেদবাক্য গুরুর নিকট হইতে কেবলমাত্র শুনিয়া অথচ অর্থবোধ না করিয়া পাঠাভ্যাসরূপে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট, সেই বেদ-বাক্য কদাপি প্রজ্বলিত হয় না অর্থাৎ স্বার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অগ্নি-শূন্য প্রদেশে শুষ্ক-কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রজ্বলিত হয় না, সে বেদবাক্যও তাঁহাদের নিকট সেইরূপ নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের উত্তম দৃষ্টান্ত। যদি এইরূপই বলা যায়, তাহা হইলে ঐ বাক্যে বেদত্বের মুখ্যার্থ তিরোহিত হইয়া গৌণার্থ প্রকাশিত হয়; কেন-না, অলৌকিক পুরুষার্থোপায় ইহা দ্বারা জানা যায় বলিয়া, ইহাকে বেদ বলে। "বেত্ত্যনেনেতি বেদঃ"—অর্থাৎ "ইহা দ্বারা জানা যায়," ইহাই বেদ শব্দের নির্ব্বচনার্থ অর্থাৎ প্রকৃতার্থ। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা॥" ইহার অর্থ এই যে, যে প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা উপায় জানা যায় না, তাহা বেদদ্বারা বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানিতে সমর্থ হন। এইজন্যই বেদের বেদত্ব অর্থাৎ সার্থকতা। সুতরাং, বেদের মুখ্যার্থ সিদ্ধির জন্যই বেদার্থ অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এস্থলে মহর্ষি যাস্ক, অন্য একটি ঋকের পৃথক্‌ভাবে উদাহরণ দিয়াছেন।

"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসা ইতি।

তত্র পূর্ব্বার্দ্ধস্য তাৎপর্য্যং স এব দর্শয়তি। অপ্যেকঃ পশ্যন্ ন পশ্যতি বাচমপি চ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনামিত্যবিদ্বাংসমাহার্দ্ধমিতি। অস্যায়মর্থঃ। যঃ পুমানর্থং ন বেত্তি তং প্রতি পূর্ব্বার্দ্ধেন মন্ত্রো ব্রূতে। একঃ পুরুষঃ পাঠমাত্রপর্য্যবসিতো বেদরূপাং বাচং পশ্যন্নপি ন সম্যক্ পশ্যতি। একবচনবহুবচনবিবেকাভাবে পাঠশুদ্ধেরপি কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। বায়ুমেব স্বেন ভাগ-ধেয়েনোপধাবতি। স এবৈনং ভূতিং গময়তি। আদিত্যানেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। তএবৈনং ভূতিং গময়ন্তীত্যাদাবব্যুৎপন্নঃ কথং পাঠং নিশ্চিনুয়াৎ। অন্যঃ কশ্চিদর্থজ্ঞানায় ব্যাকরণাদ্যঙ্গানি শৃণ্বন্নপি মীমাংসারাহিত্যাদেনাং বেদরূপাং বাচং ন সম্যক্ শৃণোতি। যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেদিতি। অত্র ব্যাকরণমাত্রেণ

সেই ঋক্‌টিও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে; যথা,—উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ ইতি। এই ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধের তাৎপর্য্যলব্ধ অর্থ, যাস্ক মহর্ষি, বক্ষ্যমাণ প্রকারে বিবৃত করিয়াছেন; যথা, কোনও এক ব্যক্তি বেদ-বাক্য, দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না এই ঋগর্দ্ধ তাহাকে অবিদ্বান্ বলিতেছে। বেদ-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও যে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, সেই ব্যক্তিই বেদবাক্য সম্বন্ধে দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা অবলম্বন করে। ইহাই ঋগর্দ্ধের তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বকথিত অর্থ বিস্তৃতভাবে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে;—বেদার্থানভিজ্ঞ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ঋঙ্মন্ত্র-প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা বলা হইয়াছে যে, এক জন লোক কেবলমাত্র পাঠ করিয়াই বেদ শেষ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহার অর্থবোধ করেন নাই। সুতরাং সেই ব্যক্তি বেদরূপ বাক্য দেখিয়াছে বটে, কিন্তু সম্যক্‌ভাবে দেখে নাই। বেদার্থানভিজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কাজেকাজেই দেখার মত না দেখিলে, কোন্‌টিই বা একবচন আর কোন্‌টিই বা বহুবচন, সে বিষয়ে জ্ঞান হয় না। বচন-জ্ঞান না হইলে, বিশুদ্ধভাবে বেদ পাঠও করিতে পারা যায় না। মনে কর, যে ব্যক্তি বেদার্থে ব্যুৎপন্ন নয়; "বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। স এবৈনং ভূতিং গময়তি। আদিত্যানেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। ত এবৈনং ভূতিং গময়ন্তি।" ইত্যাদিস্থলে সেই ব্যক্তি কিরূপে পাঠ নিশ্চয় করিবে? আবার এমন লোকও আছে, যে অর্থবোধের জন্য গুরুসন্নিধানে যথানিয়মে ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ শ্রবণ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছে; তাহার মীমাংসা-শাস্ত্রে কিন্তু আদৌ জ্ঞান জন্মে নাই। সে ব্যক্তি বেদবাক্য শুনিয়াও শুনে নাই,—এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যায়? উদাহরণচ্ছলে একটি বেদ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তাহার তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—"যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেৎ।" অর্থাৎ,—যতগুলি অশ্ব প্রতিগ্রহ করিবে, ততগুলি বরুণ-দেবতা সম্বন্ধীয় চতুষ্কপাল (পাত্রচতুষ্টয়ে সংস্কৃত পৈষ্টচরু) নির্ব্বপণ (আহুতিদান) করিবে। এস্থলে ব্যাকরণ দ্বারা, যে অশ্ব প্রতিগ্রহ (স্বীকার বা গ্রহণ) করে, তাহারই

প্রতিগৃহীতুরিষ্টিঃ প্রতীয়তে। মীমাংসায়াং তু ন্যায়েন দাতুরিতি নির্ণীতং। তস্মাদুভয়-বিধমপ্যবিদ্বাংসং প্রত্যেবমাহেতি।।

তৃতীয়পাদতাৎপর্য্যং দর্শয়তি। অপ্যেকস্মৈ তন্বং বিসস্রে স্বমাত্মানং বিবৃণুতে জ্ঞানং প্রকাশনমর্থস্যাহানয়া বাচেতি। অস্যায়মর্থঃ। অপিশব্দপর্য্যায় উতোশব্দঃ। স চ পূর্ব্বোক্তাজ্ঞ-ভিজ্ঞবৈলক্ষণ্যায়াত্র প্রযুক্তো নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ। যঃ পুমান্ ব্যাকরণাদ্যঙ্গৈঃ স্বশব্দার্থ-মীমাংসয়া তাৎপর্য্যং শোধয়িতুং প্রবৃত্তস্তস্মা একস্মৈ বেদঃ স্বকীয়াং তনুং বিসস্রে। স্বমিত্যাদিকং পদব্যাখ্যানং। জ্ঞানমিত্যাদিকং তাৎপর্য্যব্যাখ্যানং। বেদার্থপ্রকাশনং সম্যক্জ্ঞানমনয়া তৃতীয়পাদরূপয়া বাচা মন্ত্র আহেতি॥

চতুর্থপাদতাৎপর্য্যং দর্শয়তি। উপমোত্তময়া বাচা জায়েব পত্যে কাময়মানা সুবাসাঃ ঋতুকালেষু সুবাসাঃ কল্যাণবাসাঃ কাময়মানা ঋতুকালেষু যথা স এনাং পশ্যতি শৃণোতীত্যর্থজ্ঞ—

চতুষ্কপাল নির্ব্বপণযোগ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত,—এই অর্থ উপলব্ধি হয়। কিন্তু মীমাংসা-শাস্ত্রে ন্যায় দ্বারা, যে অশ্ব দান করে, তাহারই ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য,—মীমাংসা-শাস্ত্রে এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তরূপ উভয়বিধ অর্থ যে জানে না, তাহারই প্রতি এইরূপ বলিয়াছেন।

মন্ত্রের তৃতীয় পাদের তাৎপর্য্যার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। "অপ্যেকস্মৈ তন্বং বিসস্রে" অর্থাৎ কোন এক জনের নিকট; বেদবাক্য, তনু অর্থাৎ নিজের আত্মাকে বিবৃত করে। এতদুক্তির তাৎপর্য্য কি? ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায়, এই বাক্য দ্বারা অর্থজ্ঞান প্রকাশিত হয়, ঋষি এই কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অর্থ আরও স্পষ্টভাবে বলা যাইতেছে। মন্ত্র-বাক্যে যে "উতো" শব্দ আছে, তাহা এবং "অপি" শব্দ একপর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একার্থবোধক। সুতরাং, ঐ "উতো" শব্দ পূর্ব্বোক্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিশেষত্ব দেখাইবার জন্যই এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ,—অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য এবং উভয়ের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বলিবার উদ্দেশ্যে 'উতো' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনে "উতো" শব্দটি নিপাত অর্থাৎ অব্যয়। সুতরাং, নিপাত অনেকার্থ বলিয়া, "উতো" শব্দের অর্থ এস্থলে 'অপি' বলিয়া ধরিতে হইবে। ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন পূর্ব্বক, বেদান্তর্গত শব্দের মীমংসা দ্বারা পরিশুদ্ধভাবে যে ব্যক্তি তাৎপর্য্যলব্ধ অর্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়; একমাত্র সেই ব্যক্তির নিকটই বেদ স্বীয় তনু (শরীর) প্রকাশ করে। "স্বীয় তনু প্রকাশ করে"—এইটী হইল পদানুযায়ী ব্যাখ্যা; আর "অর্থজ্ঞান প্রকাশ করে"—এইটী হইল তাৎপর্য্যগত ব্যাখ্যা। মন্ত্র, এই তৃতীয় পাদ রূপ বাক্য দ্বারা বেদার্থ-প্রকাশোপযোগী সম্যক্ জ্ঞান শিক্ষা দেয়, এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে।

একক্ষণে চতুর্থ পাদের তাৎপর্য্যার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় একটী সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। উত্তম বাক্যদ্বারা বলা যাইতেছে যে, ঋতুকালে পত্নী মঙ্গলীয় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পতিকে কামনা করিলে, পতি যেমন তাহাকে দর্শন করেন, তেমনি বেদমন্ত্রের অর্থ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও তাহার অর্থ শ্রবণ করে। সুতরাং,

প্রশংসেতি। অস্যায়মর্থঃ। উত্তময়া চতুর্থপাদরূপয়া বাচা তৃতীয়পাদার্থস্যোপমোচ্যতে। উশতীত্যেতস্য ব্যাখ্যানং কাময়মানেতি। যদ্যপ্যহি গৃহকৃত্যবেলায়াং মলিনবাসাস্তথাপি সংভোগকালেষু কল্যাণবাসা ভবতি। তত্র হেতুঃ। কাময়মানা ঋতুকালেষ্বিতি। যথা স পতিরেনাং জায়াং সাকল্যেনাদরযুক্তঃ পশ্যতি কিঞ্চ তয়োক্তার্থং হিতবুদ্ধ্যা শৃণোতি। তথায়ং চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানপরিশীলনোপেতঃ পুরুষো বেদার্থরহস্যং সম্যক্ পশ্যতি। বেদোক্তঞ্চ ধর্ম্ম-ব্রহ্মস্বরূপমর্থং হিতবুদ্ধ্যা স্বীকরোতি। সেয়মুক্তা বেদার্থাভিজ্ঞস্য প্রশংসেতি ॥

পুনরপ্যাগন্তরং যাস্ক উদাজহার। তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায়।

উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।

অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাং অফলামপুষ্পামিতি ॥

অয়মর্থঃ। পূর্ব্বোদাহৃতায়া উত ত্বঃ পশ্যন্নিত্যাদিকায়া ঋচোঽনন্তরমেষাম্নাতা তস্য পূর্ব্বোক্ত-মন্ত্রস্যার্থস্য ভূয়সে নির্ব্বচনায় সম্পদ্যতে। তমর্থমতিশয়েন প্রতিপাদয়িতুং প্রভবতি। কথমিতিচেৎ। তদুচ্যতে। অপি চৈকং চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানকুশলং পুরুষং বেদরূপায়া বাচঃ সখ্যে স্থিত্বা স্থৈর্য্যেণ বেদোক্তার্থামৃতপানযুক্তমাহুঃ। অভিজ্ঞাঃ কথয়ন্তি। সখিবিদং সখায়ং

ইহা দ্বারা বেদ-মন্ত্রের অর্থজ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তির প্রশংসা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অর্থ অধিকতর স্পষ্টভাবে বিবৃত হইতেছে। মন্ত্রের চতুর্থ পাদরূপ উত্তম বাক্য দ্বারা তৃতীয় পাদান্তর্গত বাক্যার্থের উপমা কথিত হইতেছে। "উশতী" পদের অর্থ কাময়মানা (কামনাকারিণী) স্ত্রীলোক দিবাভাগে যখন গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তখন মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও পতিসম্ভোগকালে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করে। তাহার হেতু বর্ণিত হইতেছে। ঋতুকালে পতিকামনাই এ বিষয়ে হেতু। সেই পতি তৎকালে এবম্ভূতা পত্নীকে যেমন সম্পূর্ণ আদরের সহিত দর্শন করেন এবং তৎকথিত সমস্ত বিষয়ই হিতকর বলিয়া শ্রবণ করেন; সেইরূপ যিনি চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যাস্থান সর্ব্বতোভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি বেদার্থের রহস্যময় গূঢ়তত্ত্ব-সমূহ সম্যক্‌রূপে দেখিতে পান; আর বেদোক্ত অর্থ ধর্ম্মস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ,—ইহা হিতবুদ্ধিতে স্বীকার করেন। তজ্জন্যই বেদার্থাভিজ্ঞ পুরুষের প্রশংসা কথিত হইয়াছে।

যাস্ক, পুনরায় "উতত্বং সখ্যে" ইত্যাদি অন্য একটি ঋকের উদাহরণ দিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ ঋক্‌টি, পূর্ব্বোক্ত ঋকের পরবর্ত্তী। ভূয়ঃপরিমাণে নির্ব্বচনার্থ-প্রকাশের জন্য উহা উদাহৃত হইয়াছে। ঐ ঋকের বিশদার্থ বিবৃত হইতেছে; যথা,—পূর্ব্বে "উত ত্বঃ পশ্যন্" ইত্যাদিরূপ যে ঋক্ উদাহৃত হইয়াছে, এই ঋক্‌টি তাহারই পরবর্ত্তী বলিয়া পঠিত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেয়, পরন্তু অতিশয়রূপে (বিশেষভাবে) প্রতিপন্ন করাইতে সক্ষম। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইজন্যই বলা হইতেছে যে, যিনি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানে সুনিপুণ; তিনিই বেদরূপ বাক্যের সখাভাবে অবস্থিত হইয়া স্থৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বেদোক্তার্থরূপ অমৃত পান করিয়া থাকেন। প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই কথা বলেন। "সখিবিদং সখায়ং" এই মন্ত্রে বেদার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত বেদের মিত্রতা আছে—এই কথা বলা হইয়াছে। কিম্বা, বেদমন্ত্রের অর্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি বেদগণের সখারূপে স্বর্গলোকে অবস্থিত হইয়া অত্যধিক

ইতি মন্ত্রে বেদস্য সখিত্বমুদাহৃতং। যথা স্বর্গলোকে বেদানাং সখ্যে স্থিত্বাতিশয়েন পীতামৃত-মাহুঃ। বাচামিনা ঈশ্বরাঃ সভাসু প্রগল্‌ভা বা বাজিনাঃ। তেষুমধ্যেঽপ্যেনং বেদার্থকুশলং চোদয়িতুং ন হিন্বন্তি ন কেঽপি প্রাপ্নুবন্তি। তেন সহ বিবদিতুমসমর্থত্বাৎ। যস্ত্বন্যঃ পাঠমাত্রপরঃ পুষ্পফলরহিতাং বাচং শুশ্রুবান্ ভবতি। পূর্ব্বকাণ্ডোক্তস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানং পুষ্পং। উত্তরকাণ্ডোক্তস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানং ফলং। যথা লোকে পুষ্পং ফলস্যোৎপাদকং তথা বেদানুবচনাদিধর্ম্মজ্ঞানমনুষ্ঠানদ্বারা ফলাত্মকব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাং জনয়তি। তমেতং বেদানু-বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনেতি শ্রুতেঃ। যথা চ ফলং তৃপ্তিহেতুস্তথা ব্রহ্মজ্ঞানং কৃতকৃত্যত্বহেতুঃ। যৎপূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতীতি শ্রুতেঃ। তাদৃশপুষ্পফলরহিতবেদপাঠকঃ স এব পুমানধেন্বা মায়য়া সহ চরতি। নবপ্রসূতিকা ক্ষীরদোগ্ধ্রী গৌঃ প্রীতিহেতুত্বাদ্ধিনোতীতি ব্যুৎপত্ত্যা ধেনুরিত্যুচ্যতে। পাঠ-মাত্রপরং প্রতি বেদরূপা বাগ্ ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানরূপং ক্ষীরং ন দোগ্ধীত্যধেনুঃ অতএবাসৌ মায়া কপটরূপা ঐন্দ্রজালিকনির্ম্মিতগোসদৃশগোরূপত্বাৎ। তয়া মায়য়া সহ চরন্নয়ং পরমপুরুষার্থং ন লভত ইত্যর্থঃ। ইত্থং যাস্কেন জ্ঞানস্তুত্যজ্ঞাননিন্দোদাহরণস্য প্রপঞ্চিতত্বাদ্ যচ্চ স্তূয়তে তদ্বিধীয়ত ইতিন্যায়েনাধ্যয়নবদর্থজ্ঞানস্যাপি বিধিরভ্যুপগন্তব্যঃ॥

পরিমাণে অমৃত পান করিয়া থাকেন,—এইরূপ কথিত হয়। যাহারা সভাস্থলে স্বকীয় প্রগল্‌ভতার পরিচয় দান করিতে সক্ষম; তাহাদের মধ্যে কেহই এবম্ভূত বেদার্থনিপুণ ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে না; কেন-না, তাঁহার সহিত বিচারমূলক কথোপকথন করিতে তাহারা সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র বেদ পাঠ করিয়া যায়, সে ফলপুষ্পবিহীন বাক্যই শুনিয়া থাকে। পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মজ্ঞানই পুষ্প এবং উত্তর-কাণ্ডোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানই ফল। লোকে বলিয়া থাকে যে, যেমন পুষ্পই ফলের উৎপাদক অর্থাৎ পুষ্প হইতেই ফল উৎপন্ন হয়; সেইরূপ বেদানুশাসনাদিরূপ ধর্ম্মজ্ঞানই অনুষ্ঠান দ্বারা ফলস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা উৎপন্ন করায়। সে বিষয়ে "তমেতংবেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতি আছে। ফল যেমন তৃপ্তির হেতু, ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনই কৃতকার্য্যতার হেতু। যিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ ও অদ্বিতীয়, সেই ব্রহ্মই আমি,—ইত্যাকার জ্ঞান হইলেই কৃতকৃত্য হয়।" এটী শ্রুতিবাক্য। তাদৃশ ফলপুষ্পরহিত বেদপাঠক ব্যক্তি অধেনু (বৃথা) মায়ার সহিত বিচরণ করে। নবপ্রসূতা গাভী দুগ্ধদান করে বলিয়া প্রীতির কারণ হয়। সুতরাং "ধীনোতি" অর্থাৎ প্রতিদান করে যে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা "ধেনু" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থবোধ না করিয়া যে কেবলমাত্র বেদপাঠ করিয়া থাকে, বেদবাক্য তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞানরূপ দুগ্ধ দান করে না; সুতরাং, কেবলমাত্র বেদপাঠকারীর পক্ষে বেদবাক্য অধেনু-স্বরূপ। অতএব সেই মায়া, ঐন্দ্রজালিক-নির্ম্মিত গবীর আকারসদৃশী কপটরূপা মাত্র। এবম্ভূত মায়ার সহিত বিচরণ করিতে করিতে, বেদার্থে অনভিজ্ঞ সেই পুরুষ, পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারে না,—ইহাই বিশদার্থ। এইরূপে, জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা যাস্ক কর্তৃক বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। "যাহা প্রশংসিত হইয়া থাকে, তাহাই বিহিত হয়।" এই ন্যায়ানুসারে বেদাধ্যয়নবৎ বেদার্থজ্ঞানেরও বিধি স্বীকার করিতে হইবে।

কিঞ্চ নক্ষত্রেষ্টিকাণ্ডে প্রতীষ্টিফলবাক্যং যাগতদ্বেদনয়োঃ সমানমেবাম্নায়তে। যথা হ বা অগ্নির্দেবানামন্নাদঃ এবং হ বা এষ মনুষ্যাণাং ভবতি। য এতেন হবিষা যজতে য উ চৈতদেবং বেদেতি। অতো যাগবৎ ফলায় স্ববেদনমপি বিধীয়তে। অনেন ন্যায়েন সর্ব্বেষপি ব্রাহ্মণেষু বেদনবিধয়ো দ্রষ্টব্যাঃ। নম্ম বিদ্যাপ্রশংসেতি সূত্রে বেদনফলানাং প্রশংসারূপত্বং জৈমিনিনা সূত্রিতমিতি চেৎ। অস্তু নাম। বিদ্যমানেনাপি ফলেন প্রশংসিতুং শক্যত্বাৎ। দর্শযাগস্য পূর্ণমাসযাগস্য চাতিপাতে সতি প্রায়শ্চিত্তরূপাং বৈশ্বানরেষ্টিং বিধাতুং বিদ্যমানেনৈব স্বর্গফলেন স্তুতিঃ ক্রিয়তে। সুবর্গায় লোকায় দর্শপূর্ণমাসাবিজ্যেতে ইতি। এতচ্চাচার্য্যৈর্ব্রহ্মজ্ঞান-ফলবাক্যস্য স্বর্থেঽপি তাৎপর্য্যং দর্শয়িতুমুদাহৃতম্। ইচ্ছাম্যেবার্থবাদত্বং বচসোঽন্যপরত্বতঃ। যথাবস্থভিধায়িত্বান্নত্বভূতার্থবাদতা। ইজ্যেতে স্বর্গলোকায় দর্শাদর্শৌ যথা তথা। ন ত্বভূতার্থ-বাদত্বং পাপশ্লোকা শ্রুতির্যথেতি॥ ন চ বেদনমাত্রেণ ফলসিদ্ধাবনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যমিতি শঙ্কনীয়ং।

কিন্তু নক্ষত্রেষ্টি কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, প্রতি যজ্ঞের ফলবাক্য, যজ্ঞ ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সমান। তাহা "যথা হ বা অগ্নিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে,—"অগ্নি, যেমন দেবগণের অন্নাদ অর্থাৎ হবীরূপ অন্নগ্রহণকারক, সেইরূপ মনুষ্যগণেরও অন্নবিধায়ক। যে ব্যক্তি এই হবিঃ দ্বারা যজ্ঞ করে এবং উহা দেবগণের অন্নস্বরূপ—ইহা জানে, অগ্নিদেবতার অনুগ্রহে, তাহাদেরই অন্নসংস্থান হয়। সে হিসাবে, যজ্ঞানুষ্ঠান ও যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ের ফল সমান, ইহাই বিহিত হইতেছে। এই ন্যায়ানুসারে সমগ্র ব্রাহ্মণ-বাক্যেই (অর্থ) জ্ঞানবিধি-সকল দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি জৈমিনি, "বিদ্যাপ্রশংসা" সূত্রে যাগযজ্ঞাদিতে অভিজ্ঞতারূপ জ্ঞানফলের যে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য কি? তাহার উত্তর প্রদর্শিত হইতেছে। ফল বিদ্যমান থাকিলে তাহার দ্বারা প্রশংসা করা যাইতে পারে। অমাবস্যায় করণীয় যাগ ও পূর্ণিমায় করণীয় যাগ যদি কালাতিপাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কালাতিপাত জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বৈশ্বানর-যজ্ঞ বিধানের প্রয়োজন। আর বর্ত্তমান স্বর্গফলের দ্বারা তাহার স্তুতি করা আবশ্যক। এইজন্যই কথিত হইয়াছে যে, স্বর্গলোক-প্রাপ্তির (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সাধনোপায়) জন্য, দর্শপূর্ণ-মাস যজ্ঞ করিবে। ব্রহ্ম-জ্ঞানজনিত ফলবাক্যের স্বার্থেও তাৎপর্য্য আছে,—ইহা দেখাইবার জন্য আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক "ইচ্ছাম্যেবার্থবাদত্বং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদের অর্থ করা যাইতেছে;—বেদমন্ত্রান্তর্গত বাক্যের অন্যপরত্ব অর্থাৎ অন্যার্থতা আছে বলিয়া, তাহার অর্থবাদ-বিষয়ক অর্থ বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু প্রকৃতার্থের বাচক বলিয়া, অভূতার্থবাদতা বলিতে ইচ্ছা করি না। স্বর্গলোক-প্রাপ্তির জন্য দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দর্শপৌর্ণমাস-যাগে যে স্বর্গফল বর্ত্তমান আছে, বৈশ্বানর যজ্ঞেও সেই ফল আছে। নচেৎ, উহাদের প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহার অনুষ্ঠান কথিত হইত না। সুতরাং উহারা প্রশংসিত হইতেছে। পাপশ্লোক শ্রুতও হয় না; পরন্তু যাগ-বিষয়ে জ্ঞান থাকিলেই ফলসিদ্ধি হইতে পারে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার আর আবশ্যক হয় না,—এরূপ কথাও বলা যায় না। কেন-না, যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানজনিত ফল অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান-জনিত ফলই অধিক কল্যাণকর

ফলভূয়স্ত্বেন প্ররিহৃতত্বাৎ। উদাহৃতং চাত্র জৈমিনিসূত্রং। ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো বা ফলবিশেষঃ স্যাদিতি। এতচ্চাশ্বাতিস্তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ ইত্যুদাহরণেন ব্যাখ্যাতং। ছন্দোগাশ্চ কেবলানুষ্ঠানাদ্ বিদ্যাসহিতেঽনুষ্ঠানে ফলাতিশয়মামনন্তি। তেনোভৌ কুরুতোযশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ। যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি। যদ্যপি অঙ্গাববদ্ধোপাস্তিরত্র বিদ্যাশব্দেন বিবক্ষিতা। তথাপি ন্যায়ঃ সর্ব্বাস্বপি বিদ্যাসু সমানঃ॥

কুতস্তবৈতাবতী বেদনে ভক্তিরিতি চেৎ। কুতো বা তবৈষোঽত্র দ্বেষঃ। প্রশংসাস্যাভিভূর্য়সী দর্শিতা। নিন্দাং তু ন ক্বাপ্যুপলভামহে। কিন্তু কর্ম্মজন্যমপূর্ব্বং যথা মরণাদূর্দ্ধং জীবেন সহ গচ্ছতি। তথা বিদ্যাজন্যমপ্যপূর্ব্বং গচ্ছতি। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চেতি। তস্মাদধ্যয়নবদর্থজ্ঞানস্যাপি বিহিতত্বাদর্থজ্ঞানায় বেদো ব্যাখ্যাতব্যঃ।

বিষয়প্রয়োজনসংবন্ধাধিকারিজ্ঞানমন্তরেণ শ্রোতৃপ্রবৃত্ত্যভাবাদ্ বিষয়াদয়ো নিরূপ্যন্তে।

হয়। সেইজন্য "ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ" ইত্যাদি জৈমিনি সূত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে উত্তীর্ণ হয়; এবং যে অশ্বমেধ যজ্ঞ জানে, সেও উক্তরূপ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়;—উদাহরণচ্ছলে এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা পূর্ব্বেও করিয়া আসিয়াছি। "তেনোভৌ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারাই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা বিদ্যা (অর্থজ্ঞান) সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল বেশী; ছান্দোগ-শাখান্তর্ভুক্ত সামবেদিগণ এই কথা বলিয়াছেন। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে,—"যে ইহা জানে বা যে ইহা না জানে, তাহারা উভয়েই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে, উপনিষৎ ও বিদ্যা দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সমধিক বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে।" যদিও এখানে বিদ্যা শব্দ দ্বারা সাঙ্গ উপাসনা বুঝাইতেছে, তাহা হইলেও ন্যায় সর্ব্ববিদ্যাতেই সমান।

বেদার্থজ্ঞান বিষয়ে তোমার এরূপ ভক্তিই বা কোথা হইতে আসে? আর সে বিষয়ে তোমার এরূপ বিদ্বেষ-ভাবই বা কোথা হইতে আসে? অর্থবোধের প্রশংসা আমরা বহুবার দেখাইয়াছি; কিন্তু অর্থবোধ যে নিন্দনীয়, এ কথা কুত্রাপি উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যেমন মৃত্যুর পর; কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট, জীবের সহগামী হয়, সেইরূপ বিদ্যা-জন্য অদৃষ্টও জীবসহগামী হইয়া থাকে। সুতরাং, বাজসনেয়-শাখাধ্যায়িগণ "তং বিদ্যাকর্ম্মণী" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য বলিয়া থাকেন। ঐ শ্রুতি-বাক্যের অর্থ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত স্ব স্ব বিদ্যা, কর্ম্ম ও জ্ঞান, পুরুষমাত্রেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং, বেদাধ্যয়নের ন্যায় বেদার্থ-জ্ঞান বিহিত বলিয়া, বেদার্থবোধের জন্য বেদের ব্যাখ্যা করা উচিত।

বিষয়-জ্ঞান, প্রয়োজন-জ্ঞান, সম্বন্ধ-জ্ঞান ও অধিকারিজ্ঞান না জন্মিলে. শ্রোতার বেদ-ব্যাখ্যা-শ্রবণে আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। এইজন্য বেদব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিরূপিত

ব্যাখ্যানস্য ব্যাখ্যেয়ো বেদো বিষয়ঃ। তদর্থজ্ঞানং প্রয়োজনং। ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবঃ সংবন্ধঃ। জ্ঞানার্থী চাধিকারী। যদ্যপ্যেতাবৎ প্রসিদ্ধং তথাপি বেদস্য বিষয়াদ্যভাবে ব্যাখ্যানস্যাপি পরমবিষয়াদিকং ন স্যাৎ। অতো বেদস্য চতুষ্টয়মুচ্যতে। বেদে পূর্ব্বোত্তর-কাণ্ডয়োঃ ক্রমেণ ধর্ম্মব্রহ্মণী বিষয়ঃ। তয়োরনন্যলভ্যত্বাৎ। তথা চ পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতং। ধর্ম্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে ইতি। জৈমিনীয়ে চ দ্বিতীয়সূত্রে চোদনৈব ধর্ম্মে প্রমাণং চোদনাপ্রমাণমেবেতি নিয়মদ্বয়ং সম্প্রদায়বিদ্ভিরভিহিতং। চোদনৈবেত্যমুমর্থ-মুপপাদয়িতুং চতুর্থসূত্রে প্রত্যক্ষবিষয়ত্বং ধর্ম্মস্য নিরাকৃতং। প্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপ-লম্ভনত্বাদিতি। অনুষ্ঠানাদূর্দ্ধমুৎপৎস্যমানস্য ধর্ম্মস্য পূর্ব্বমবিদ্যমানত্বান্ন প্রত্যক্ষযোগ্যতাস্তি। উত্তরকালেঽপি রূপাদিরাহিত্যান্নেন্দ্রিয়ৈরবগম্যতে॥ অতএবাদৃষ্টমিতি সর্ব্বৈরভিধীয়তে। লিঙ্গরাহিত্যান্নানুমানবিষয়ত্বমপ্যস্তি। সুখদুঃখে ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্লিঙ্গমিতি চেৎ। বাঢ়ং। অয়মপি লিঙ্গলিঙ্গিভাবো বেদেনৈবাবগম্যতে। ততশ্চোদনৈব ধর্ম্মে প্রমাণম্॥

হইতেছে। ব্যাখ্যেয় বেদই ব্যাখ্যানের বিষয়, বেদার্থজ্ঞানই প্রয়োজন, ব্যাখ্যানব্যাখ্যায় তাহার সম্বন্ধ, আর জ্ঞানার্থীই বেদব্যাখ্যা-শ্রবণে অধিকারী,—যদিও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে; কিন্তু তথাপি বেদের বিষয়াদির অভাব হেতু বেদব্যাখ্যারও পরম বিষয়াদি নাই। তজ্জন্যই বেদের বিষয়াদিপ্রবৃত্তিকারণরূপ প্রয়োজন-চতুষ্টয় উল্লিখিত হইতেছে। বেদের পূর্ব্বকাণ্ডের বিষয়—ধর্ম্ম এবং উত্তরকাণ্ডের বিষয়—ব্রহ্ম। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বেদে নিত্য-বিরাজিত। বেদ ব্যতীত অন্য কোথাও ধর্ম্মের ও ব্রহ্মের সম্ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। পুরুষার্থানুশাসনে "ধর্ম্মব্রহ্মণী" প্রভৃতি সূত্র দ্বারা সেই অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করা হইয়াছে। চোদনা অর্থাৎ বেদবিধির প্রেরণাই ধর্ম্মে প্রমাণ এবং প্রমাণই প্রেরণা,—সম্প্রদায়াভিজ্ঞগণ জৈমিনীয় দ্বিতীয় সূত্রে এই দুইটি বিধি বিবৃত করিয়াছেন। 'চোদনাই' যে ধর্ম্মে প্রমাণ, তদ্বিষয় প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত "প্রত্যক্ষমনিমিত্তং" ইত্যাদি চতুর্থ সূত্রে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ-বিষয়ত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। কর্ম্মানুষ্ঠানের পর ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে ধর্ম্ম সম্ভবে না। এই নিমিত্ত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষযোগ্যতা নাই। কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও ধর্ম্মের প্রত্যক্ষযোগ্যতা থাকে না। কারণ, ধর্ম্মের কোনও রূপ নাই বা তাহার কোনও আকার নাই। এইজন্য উহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। (চক্ষুরিন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করে, তাহারই জ্ঞান জন্মে। তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা যায়। কিন্তু যাহা চক্ষুর অগোচর, তাহা অপ্রত্যক্ষ। ধর্ম্ম চক্ষুর অগোচর; সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানাতীত।) এই সকল কারণে, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম অদৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। ধর্ম্মের কোনও লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই। এইজন্য ধর্ম্ম অনুমানযোগ্যও নহে। সুখদুঃখই ধর্ম্মাধর্ম্মের লিঙ্গ—এতৎসিদ্ধান্ত সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু এই লিঙ্গলিঙ্গিভাব, বেদ দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। অতএব বেদের প্রেরণাই ধর্ম্মে প্রমাণ,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। (বিষয়টী একটু বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সুখী, আর অধার্ম্মিক দুঃখী—এতৎসিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। ধর্ম্মই সুখের হেতুভূত। সুতরাং, যিনি ধর্ম্মানুসারী

বৈয়াসিকস্য তৃতীয়সূত্রস্য দ্বিতীয়বর্ণকে ব্রহ্মণঃ সিদ্ধবস্তুনোঽপি শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বং ভাষ্যকৃদ্ভির্ব্যাখ্যাতং। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাজ্জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ইতি শ্রুতিশ্চ ভবতি। নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিতি। তত্রোপপত্তিঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈরেবমুদীরিতা। রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্ন মানান্তরযোগ্যতেতি। তস্মাদনন্যলভ্যত্বাদস্তি ধর্ম্মব্রহ্মণোর্বেদবিষয়ত্বং। তদুভয়জ্ঞানং বেদস্য সাক্ষাৎ প্রয়োজনং। ন চ তস্য জ্ঞানস্য সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাঽসৌ গচ্ছতীত্যাদিজ্ঞানবদপুরুষার্থপর্য্যবসায়িত্বং শঙ্কনীয়ং। ধর্ম্মপ্রযুক্তস্য পুরুষার্থস্য স্তূয়মানত্বাৎ। ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি। ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তীতি। উদ্দণ্ডস্য

এ সংসারে তিনিই সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন; আর অধার্ম্মিক জন চিরকাল দুঃখভোগ করে। এতৎসিদ্ধান্তে এইরূপে ধর্ম্মের অনুমান করা যায়। এদিকে আবার বেদ-জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না; সুতরাং সুখ অধিগত হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব এস্থলে সিদ্ধান্ত হইতেছে,—সুখের হেতুভূত যে ধর্ম্ম, বেদজ্ঞান ভিন্ন তাহা অধিগত হয় না। তাই ধর্ম্ম-বিষয়ে বেদবিধিই যে প্রমাণ-স্বরূপ, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।)

ব্যাস-কথিত তৃতীয় সূত্রের দ্বিতীয়বর্ণকে ভাষ্যকারগণ, শাস্ত্রের সহিত সিদ্ধবস্তু ব্রহ্মের একবিষয়ত্ব আছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ, শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতেই তাঁহার এই স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এইজন্য ভাষ্যকারগণ পূর্ব্ব প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে "নাবেদবিন্মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতি বিদ্যমান আছে। উক্ত শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি এতাদৃশ বৃহৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপে তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। রূপ এবং লিঙ্গ নাই বলিয়া ব্রহ্মের অন্য কোনও উপমা বা প্রমাণের যোগ্যতা নাই, অর্থাৎ কোনও উপমা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বুঝান যায় না; অথবা প্রমাণ দ্বারাও তাঁহার স্বরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং একমাত্র বেদ ভিন্ন অন্য কিছুতেই ধর্ম্মের ও ব্রহ্মের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই বেদের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন (অর্থাৎ ধর্ম্মের ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করাই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য; আর বেদজ্ঞান অধিগত হইলেই সেই স্বরূপ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর।) 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী' এবং 'এই রাজা যাইতেছেন' ইত্যাদি জ্ঞান যেমন অপুরুষার্থ, তেমনি ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানও অপুরুষার্থ,—এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ, ধর্ম্মপ্রযুক্ত পুরুষার্থই (জগতে) স্তূয়মান হয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ধর্ম্মেই বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা। (ধর্ম্ম ভিন্ন এ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। সুতরাং ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠার মূলীভূত।) এই জগতে সমস্ত লোকই ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট গমন করে। ধর্ম্ম দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়। ধর্ম্মে সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই জন্য ধর্ম্মই সকলের শ্রেষ্ঠ,—পণ্ডিতগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, উদ্ধত-প্রকৃতি রাজার নিয়ন্তা; অর্থাৎ ধর্ম্মই ঔদ্ধত্যের শান্তিবিধাতা। বিবাদকারী দুই জনের মধ্যে দুর্ব্বল ব্যক্তি (ধার্ম্মিক) রাজার (ন্যায় বিচার)

রাজ্ঞো নিয়ামকত্বাদ্বিবদমানয়োঃ পুরুষয়োর্মধ্যে দুর্বলস্যাপি রাজসাহায্যবজ্জয়হেতুত্বাচ্চ ধর্ম্মঃ পুরুষার্থঃ। তথা চ বাজসনেয়িনঃ সৃষ্টিপ্রকরণে সমামনন্তি। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতৎক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎপরং নাস্ত্যথোঽবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে। ধর্ম্মেণ যথৈব রাজ্ঞৈবমিতি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। তরতি শোকমাত্ম-বিদিত্যাদিশ্রুতিষু ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তঃ পুরুষার্থঃ প্রসিদ্ধঃ। তদুভয়জ্ঞানার্থী বেদেঽধিকারী। স চ ত্রৈবর্ণিকঃ পুরুষঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োস্তু সত্যামপি জ্ঞানাপেক্ষায়ামুপনয়নাভাবেনাধ্যয়নরাহিত্যাদ্ বেদেঽধিকারঃ প্রতিষিদ্ধঃ। ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানং তু পুরাণাদিমুখেনোৎপাদ্যতে। তস্মাৎ ত্রৈবর্ণিকপুরুষাণাং বেদমুখেনার্থজ্ঞানেঽধিকারঃ। সংবন্ধস্তু বেদস্য ধর্ম্মব্রহ্মভ্যাং সহ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ। তদীয়জ্ঞানেন সহ জন্যজনকভাবঃ। ত্রৈবর্ণিকপুরুষৈঃ সহোপকার্য্যোপকারকভাবঃ। তদেবং বিষয়াদ্যনুবন্ধচতুষ্টয়মবগত্য সমাহিতধিয়ঃ শ্রোতারো বেদব্যাখ্যানে প্রবর্ত্তন্তাং।"

সাহায্যে যেমন বলবান্‌কে (অধর্ম্মকে) পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ জয়ের হেতু বলিয়া ধর্ম্মই পুরুষার্থ। ধর্ম্ম-সংসৃষ্ট না হইলে পুরুষার্থ, প্রকৃত-পুরুষার্থপদবাচ্য হইতে পারে না। সৃষ্টি-প্রকরণে বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণও বলিয়া থাকেন—শ্রেয়ঃস্বরূপ সেই ধর্ম্ম সৃজন করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব বা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ কিছুই নাই। যেমন রাজার সাহায্য-বলে, দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলবান্‌কে পরাজয় করিতে পারে, সেইরূপ ধর্ম্মবলেও দুর্ব্বল ব্যক্তি সবলকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়। "ব্রহ্মজ্ঞ পরম পদ প্রাপ্ত হন," "যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান," "যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।' এই সকল শ্রুতি-বাক্যেও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষার্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-সমন্বিত হইলেই পুরুষার্থ সমাদৃত হয়,—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বাক্য-সমূহে তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। সেই ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিই বেদে অধিকারী। ত্রৈবর্ণিক পুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতিত্রয়ই বেদের সেই অধিকারী। যাহাদের উপনয়ন নাই, বেদাধ্যয়ন তাহাদের নিষিদ্ধ। উপনয়ন না হইলে, বেদাধ্যয়ন হয় না। সেইজন্য স্ত্রী ও শূদ্রগণের বেদে অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রৈবর্ণিক পুরুষের বেদে অধিকার থাকিলেও, তাঁহাদের স্ত্রীজাতিগণের এবং শূদ্রগণের বেদে অধিকার নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি বেদজ্ঞানার্থী হন, তাহা হইলেও তাঁহারা সে অধিকার প্রাপ্ত হন না কেন? উপনয়নাভাবই তাহার একমাত্র কারণ। স্ত্রী-জাতির এবং শূদ্রগণের উপনয়ন-সংস্কার হয় না বলিয়াই তাঁহারা বেদপাঠে অনধিকারী। তবে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে স্ত্রী ও শূদ্রগণ ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় পুরুষগণেরই বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্থজ্ঞান লাভের অধিকার আছে। ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের সহিত বেদের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকভাবসম্বন্ধ; আর সেই ধর্ম্ম ও ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সহিত বেদের জন্যজনকভাব সম্বন্ধ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় পুরুষের সহিত বেদের উপকার্য্যউপকারক ভাব সম্বন্ধ। সুতরাং, অধিকারি-বিষয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনরূপ অনুবন্ধ-চতুষ্টয় অবগত হইয়া, সমাহিতবুদ্ধি শ্রোতৃগণ বেদ ব্যাখ্যা করিবেন।

অতিগম্ভীরস্য বেদস্যার্থমববোধয়িতুং শিক্ষাদীনি ষড়ঙ্গানি প্রবৃত্তানি। অতএব তেষামপরবিদ্যারূপত্বং মুণ্ডকোপনিষদ্যাথর্ব্বণিকা আমনন্তি। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতইতি। সাধনভূতধর্ম্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ ষড়ঙ্গসহিতানাং কর্ম্মকাণ্ডানামপরবিদ্যাত্বং। পরমপুরুষার্থভূতব্রহ্মজ্ঞানহেতুত্বাদুপনিষদাং পরবিদ্যাত্বং।

বর্ণস্বরাদ্যুচ্চারণপ্রকারো যত্রোপদিশ্যতে সা শিক্ষা। তথাচ তৈত্তিরীয়া উপনিষদারম্ভে সমামনন্তি। শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ মাত্রা বলং সাম সন্তান ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায় ইতি॥ বর্ণোঽকারাদিঃ॥ স চাঙ্গভূতশিক্ষাগ্রন্থে স্পষ্টমুদীরিতঃ। ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ সংভবতো মতাঃ। প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবেত্যাদিনা॥ স্বর উদাত্তাদিঃ॥ সোঽপি তত্রোক্তঃ। উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয় ইতি॥ মাত্রা হ্রস্বাদিঃ॥ সাপি তত্রোক্তা হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অচীতি॥ বলংস্থানপ্রযত্নৌ তত্রাষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামিত্যাদিনা স্থানমুক্তং। অচোঽস্পৃষ্টা যণস্ত্বীষদিত্যাদিনা প্রযত্ন উক্তঃ।

অতীব দুরূহ বেদের অর্থবোধের জন্য, শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গ প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব শিক্ষাদি অপরাবিদ্যা-পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মুণ্ডকোপনিষদে অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণ "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য পাঠ করিয়া থাকেন। সেই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে পরা ও অপরা ভেদে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বিদ্যার দুইটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদার্থিগণের ঐ উভয়বিধ বিদ্যারই অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। যথা,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরাবিদ্যা; আর যদ্দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম লাভ করা যায়, তাহাই পরাবিদ্যা। সাধনভূত ধর্ম্মজ্ঞানের হেতু বলিয়া ষড়ঙ্গ সহিত কর্ম্মকাণ্ড অপরাবিদ্যা; আর পরমপুরুষার্থসাধন স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বলিয়া উপনিষদাবলী পরাবিদ্যা নামে অভিহিত।

যাহাতে বর্ণের ও স্বরাদির উচ্চারণ-প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে,—তাহাকে শিক্ষা বলে। উপনিষদের প্রারম্ভে তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ বলিয়াছেন,—শিক্ষার ব্যাখ্যা করিব। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম, সন্তান ও সন্ধি যাহাতে আছে, তাহাকেই শিক্ষাধ্যায় বলা যায়। অকারাদিকে বর্ণ কহে। বেদাঙ্গস্বরূপ শিক্ষাগ্রন্থে সেই বর্ণ সুস্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। সেই অকারাদি বর্ণ সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় সম্ভবতঃ ৬৩টি কিম্বা ৬৪টি—এই কথা স্বয়ম্ভু স্বয়ংই বলিয়াছেন। উদাত্তাদিকে স্বর কহে। তাহাও ঐ শিক্ষাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে স্বর ত্রিবিধ। হ্রস্বাদিকে মাত্রা কহে। তাহাও শিক্ষাগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। অচ্ পরে থাকিলে, কাল অনুসারে মাত্রা—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত হয়। স্থান ও প্রযত্নকে বল কহে। বর্ণ-সমূহের আটটি স্থান আছে। ইহা দ্বারা স্থান উক্ত হইল। অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণসমূহ অস্পৃষ্ট এবং যণ্ (য ব র ল) ঈষৎস্পৃষ্ট ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বর্ণসমূহের উচ্চারণের প্রযত্ন উক্ত হইয়াছে। "সাম" শব্দ দ্বারা শিক্ষার সাম্য কথিত

সামশব্দেন সাম্যমুক্তং। অতিক্রতাতিবিলম্বিতগীত্যাদিদোষরাহিত্যেন মাধুর্য্যাদিগুণযুক্তত্বেনোচ্চারণং সাম্যং। গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পীত্যাদিনোপাংশু দষ্টং ত্বরিতমিত্যাদিনা চ দোষা উক্তাঃ। মাধুর্য্যমক্ষরব্যক্তিরিত্যাদিনা গুণা উক্তাঃ॥ সন্তানঃ সংহিতা॥ বায়বায়াহীত্যত্রাবাদেশঃ। ইন্দ্রাগ্নীআগতমিত্যত্র প্রকৃতিভাবঃ। এতচ্চ ব্যাকরণে অভিহিতত্বাচ্ছিক্ষায়ামুপেক্ষিতং। শিক্ষ্যমাণবর্ণাদিবৈকল্যে বাধস্তত্রোদাহৃতঃ। মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। সবাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাদিতি। ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্বেত্যস্মিন্ মন্ত্র ইন্দ্রস্য শত্রুর্ঘাতক ইত্যস্মিন্ বিবক্ষিতেঽর্থে তৎপুরুষসমাসঃ সমাসস্যেতি সূত্রেণ তৎপুরুষত্বাদন্তোদাত্তেন ভবিতব্যং। আদ্যুদাত্তস্তু প্রযুক্তঃ। তথা সতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন বহুব্রীহিত্বাদিন্দ্রো ঘাতকো যস্যেত্যর্থঃ সম্পন্নঃ। তস্মাৎ স্বরবর্ণাদ্যপরাধপরিহারায় শিক্ষাগ্রন্থোঽপেক্ষিতঃ॥

কল্পস্ত্বাশ্বলায়নাপস্তম্ববৌধায়নাদিসূত্রং। কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্রেতি ব্যুৎপত্তেঃ।

হইয়াছে। অতিক্রত, অতিবিলম্বিত গীতিদোষরহিত অথচ মাধুর্য্যাদি গুণযুক্ত উচ্চারণকে সাম্য কহে। গানস্বরে পাঠ, শীঘ্রপাঠ, শিরঃকম্পন পূর্ব্বক পাঠ, অন্যের শ্রুতিগোচর না হয় এরূপভাবে নিঃশব্দে পাঠ, পাঠকালে ওষ্ঠদংশন এবং ত্বরিতভাবে পাঠ—এই গুলি পাঠের দোষ। এবংবিধ দোষ-রাহিত্য, মাধুর্য্যাদিগুণযুক্তত্ব এবং উচ্চারণসাম্যত্ব—পাঠের গুণ-মধ্যে পরিগণিত। ঐরূপ দোষরহিত পাঠকে সাম্য বলা যায়। সন্তান শব্দের অর্থ সংহিতা (সন্ধি)। যেমন "বায়বায়াহি"। এস্থলে "ও" স্থানে 'অব' আদেশ হইয়াছে। "ইন্দ্রাগ্নী আগতং"। এস্থলে ঈকার দ্বিবচননিষ্পন্ন বলিয়া সন্ধি হইল না,—প্রকৃতি-ভাবই রক্ষিত হইল। এ কথা ব্যাকরণে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া, শিক্ষায় (শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে) তত বাহুল্যভাবে বিবৃত হয় নাই। শিক্ষার যোগ্য বর্ণসমূহ বিকল হইলে তাহাতে যে দোষ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে উক্ত হইয়াছে; যথা,—উচ্চারণকালে মন্ত্র যদি স্বরহীন বা বর্ণহীন হইয়া অপ্রকৃতভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃত অর্থ বোধ করাইতে পারে না। "ইন্দ্রশত্রুঃ" বাক্যের স্বর বিকৃত হইলে উহার প্রকৃত অর্থ যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ স্বর ও বর্ণ হীন মন্ত্রবাক্যও বজ্রতুল্য হইয়া যজমানকে বিনষ্ট করে। এই অর্থ আরও বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে। "ইন্দ্রশত্রুবর্দ্ধস্ব" মন্ত্রে, ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ ঘাতক—এই অর্থে যদি তৎপুরুষ সমাস করা যায়; তাহা হইলে (তৎপুরুষসমাস হইয়াছে বলিয়া) "সমাসস্য" সূত্র দ্বারা উহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু উহা আদ্যুদাত্তভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্বহেতু "ইন্দ্র হইয়াছেন শত্রু অর্থাৎ ঘাতক যার"—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অর্থ নিষ্পন্ন হইল। ফলে, 'শত্রু ইন্দ্রকে বিনাশ কর'—এইরূপ অর্থ না হইয়া, 'ইন্দ্রের শত্রুগণকে বিনাশ কর'—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইল। এইজন্য স্বর ও বর্ণাদি সম্বন্ধীয় দোষপরিহারার্থ শিক্ষা নামক বেদাঙ্গ গ্রন্থ অপেক্ষিত হইয়াছে। অতএব শিক্ষাগ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব ও বৌধায়নাদি সূত্র-সমন্বিত গ্রন্থই কল্প অর্থাৎ কল্প-নামক বেদাঙ্গ। কল্পিত অর্থাৎ সমর্থিত হয় যাগযজ্ঞের প্রয়োগ ইহাতে, এই বুৎপত্তি দ্বারা "কল্প" শব্দ নিষ্পন্ন

নন্বাশ্বলায়নঃ কিং মন্ত্রকাণ্ডমনুসৃত্য প্রবৃত্তঃ কিং বা ব্রাহ্মণমনুসৃত্য। নাদ্যঃ। দর্শপূর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যেবং তেনোপক্রান্তত্বাৎ। ন হ্যগ্নিমীলে ইত্যাদয়ো মন্ত্রা দর্শপূর্ণমাসয়োঃ ক্বচিদ্বিনিযুক্তাঃ। ন দ্বিতীয়ঃ। আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং পুরোডাশং নির্বপন্তি দীক্ষণীয়ায়ামিত্যেবং দীক্ষণীয়েষ্টের্ব্রাহ্মণে প্রক্রান্তত্বাৎ। অত্রোচ্যতে মন্ত্রকাণ্ডো ব্রহ্মযজ্ঞাদিজপক্রমেণ প্রবৃত্তো ন তু যাগানুষ্ঠানক্রমেণ। ব্রহ্মযজ্ঞশ্চৈবং বিহিতঃ। যৎস্বাধ্যায়মধীয়ীতৈকামপ্যৃচং যজুঃ সাম বা তদ্ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি। সোঽয়ং ব্রহ্মযজ্ঞজপোঽগ্নিমীল ইত্যাম্নায়ক্রমেণৈবানুষ্ঠেয়ঃ। তথা সর্ব্বা ঋচঃ সর্ব্বাণি যজূংষি সর্ব্বাণি সামানি বাচ স্তোমে পারিপ্লবং শংসতীতি বিধীয়ন্তে। তথাশ্বিনে সম্পৎস্যমানে সূর্য্যো নোদিয়াদপি সর্ব্বা দাশতয়ীরনুব্রূয়াদিতি বিধীয়তে তথা রিচ্যত ইব বা এষ প্রেবরিচ্যতে। যো যাজয়তি যো বা প্রতিগৃহ্ণাতি যাজয়িত্বা প্রতিগৃহ্য বানশ্নন্ ত্রিঃ স্বাধ্যায়ং বেদমধীয়ীতেতি প্রায়শ্চিত্তরূপং বেদপারায়ণং বিহিতং। ইত্যাদিষু কৃৎস্নমন্ত্রকাণ্ডবিনিয়োগেষু সম্প্রদায়পারম্পর্য্যাগত এব ক্রম আদরণীয়ঃ। বিশেষবিনিয়োগস্তু মন্ত্রবিশেষাণাং শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদি প্রমাণান্যুপজীব্যাশ্বলায়নো দর্শয়তি। অতো মন্ত্রকাণ্ডক্রমা-

হইয়াছে। মহর্ষি আশ্বলায়ন, মন্ত্রকাণ্ড অনুসারে কল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?—না, ব্রাহ্মণানুসারে কল্প-রচনায় উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন? এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—মন্ত্রকাণ্ড অনুসারে তিনি কল্পরচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। "দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের প্রথমেই ব্যাখ্যা করিব"—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, তিনি কল্পসূত্র আরম্ভ করিয়াছেন। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞে ঐ মন্ত্রের প্রয়োগ হইতে পারে না। বেদের ব্রাহ্মণভাগ অনুসারেও কল্প রচিত হয় নাই। কেন-না, "দীক্ষণীয় যজ্ঞে অগ্নি ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় একাদশ কপাল চরু নির্ব্বপণ অর্থাৎ দান করিবে," ইহা ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথমে উক্ত হইয়াছে। দীক্ষণীয়া দ্বারাই উহা আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে। এস্থলে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মযজ্ঞাদিজপক্রমে মন্ত্রকাণ্ড প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানক্রমে উহা প্রবৃত্ত হয় নাই। ব্রহ্মযজ্ঞের বিধান এইরূপভাবে উক্ত হইয়াছে,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের মধ্যে যেটী পিতৃপিতামহাদি পরম্পরাপ্রাপ্ত স্বকীয় বেদ, সেইটী অধ্যয়ন করার নামই ব্রহ্মযজ্ঞ। স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত যে কোনও একটী ঋক্ অধ্যয়ন করিলেই ব্রহ্মযজ্ঞ করা হয়। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র যথাক্রমে পাঠ করিয়া, ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সকলের একীকরণ বা সমবায় প্রশংসনীয় বলিয়া, বাচস্তোম যজ্ঞে সকল ঋক্ মন্ত্রের, সমস্ত যজুর্ম্মন্ত্রের এবং সমস্ত সামমন্ত্রের বিধান করা হইয়া থাকে। তদ্রূপ 'আশ্বিন' সম্পন্ন হইলেও যদি সূর্য্যোদয় না হয়, তাহা হইলে সমস্ত 'দাশতয়ী' মন্ত্র পাঠ করিবার বিধান আছে। "তথা রিচ্যত ইব বা এষ প্রেবরিচ্যতে" যাজন এবং প্রতিগ্রহ করিয়া অভুক্তাবস্থায় স্বাধ্যায় বেদ বারত্রয় অধ্যয়ন করিবে, প্রায়শ্চিত্তরূপ বেদপারায়ণের ইহাই বিধান। এবম্প্রকারে সমস্ত মন্ত্রকাণ্ডের বিনিয়োগ হইলে, গুরুপরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত ক্রমই আদরণীয় হয়। মন্ত্রের বিশেষ প্রয়োগ স্থলে, মহর্ষি আশ্বলায়ন মন্ত্র-সমূহের শ্রুতিসিদ্ধ ও ব্যাকরণানুমোদিত প্রমাণ-পরম্পরা অনুসারেই তাহাদের বিশেষ বিনিয়োগ

ভাবেঽপি ন কশ্চিদ্‌বিরোধঃ। ইষে ত্বেত্যাদিমন্ত্রাস্তু ক্রত্বনুষ্ঠানক্রমেণৈবাম্নাতা ইত্যাপস্তম্বাদয়স্তেনৈব ক্রমেণ সূত্রনির্ম্মাণে প্রবৃত্তাঃ। আম্নাতত্বাদেব জপাদিষ্বপি স এব ক্রমঃ। যদ্যপি ব্রাহ্মণে দীক্ষণীয়েষ্টিরুপক্রান্তা। তথাপি তস্যা ইষ্টের্দর্শপূর্ণমাসবিকৃতিত্বেন তদপেক্ষত্বদাশ্বলায়নস্যাদৌ তদ্ব্যাখ্যানং যুক্তং। অতঃ কল্পসূত্রং মন্ত্রবিনিয়োগেন ক্রত্বনুষ্ঠানমুপদিশ্যোপকরোতি। তর্হি প্র বো বাজা ইত্যাদীনাং সামিধেনীনামৃচামেব বিনিয়োগমাশ্বলায়নো ব্রবীতু। নমঃ প্রবক্ত্র ইত্যাদয়স্ত্বনাম্নাতাঃ। কুতো বিনিযুজ্যন্ত ইতি চেৎ। নায়ং দোষঃ। শাখান্তরসমাম্নাতানাং ব্রাহ্মণান্তরসিদ্ধস্য বিনিয়োগস্য গুণোপসংহারন্যায়েনাত্র বক্তব্যত্বাৎ। সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং কর্ম্মেতি ন্যায়বিদঃ। তস্মাচ্ছিক্ষেব কল্পোঽপেক্ষিতঃ।

ব্যাকরণমপি প্রকৃতিপ্রত্যয়াদ্যুপদেশেন পদস্বরূপতদর্থনিশ্চয়ায়োপযুজ্যতে। তথা চৈন্দ্রবায়বগ্রহব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে। বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি। সোঽব্রবীদ্‌বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যত ইতি। অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যাদিবাক্ পূর্ব্বস্মিন্‌কালে পরাচী সমুদ্রাদি-

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, মন্ত্রকাণ্ডের ক্রমাভাব থাকিলেও তাহাতে কোনও বিরোধ বা দোষ পরিকল্পিত হইতে পারে না। যজ্ঞের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ক্রম-ক্রমেই "ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। আপস্তম্বাদি মুনিগণ সেই ক্রম অবলম্বন করিয়াই সূত্র নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব জপাদির অনুষ্ঠানেও সেই ক্রম অবলম্বন করা বিধেয়। যদিও ব্রাহ্মণের প্রথমেই দীক্ষণীয়া ইষ্টির আরম্ভ আছে; কিন্তু তাহা হইলেও সেই ইষ্টি (যাগ), দর্শপূর্ণমাস যাগের বিকৃতি মাত্র। সেই জন্য উহাকে দর্শ ও পূর্ণমাস যজ্ঞের অপেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং, প্রথমেই দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষি আশ্বলায়ন যথার্থ কার্য্যই করিয়াছেন। অতএব মন্ত্রবিনিয়োগ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ-প্রদানে কল্পসূত্র উপকার করিয়া থাকে। তাহা হইলে "প্র বো বাজা" ইত্যাদি সামিধেনী ঋক্‌গুলি আম্নাত (পঠিত) হইয়াছে বলিয়া, আশ্বলায়ন ঋষি উহাদের বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ বলিয়াছেন। কিন্তু "নমঃ প্রবক্ত্রঃ" প্রভৃতি ঋক্‌গুলি তো আর পঠিত হয় নাই? তবে তাহাদের বিনিয়োগ তিনি কিরূপে সিদ্ধ করেন? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, উত্তরে বলা যায়,—তাহাতে কোনও দোষ নাই। কারণ, অন্য শাখায় যে সকল ঋক্ সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়াছে এবং অন্য ব্রাহ্মণে যে ঋক্‌গুলির বিনিয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে, গুণোপসংহার ন্যায় দ্বারা, সেই ঋক্‌গুলি এখানে বলিতে পারা যায়। এক শাখায় কোনও কর্ম্মের গুণ উপদিষ্ট হইয়া অন্য শাখায় তাহার সমাপ্তি হইলে, তাহাকেই "গুণোপসংহার ন্যায়" বলে। ন্যায়বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, সকল শাখাতেই এক কর্ম্মেরই প্রত্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষার (বেদাঙ্গের) ন্যায় কল্প-সূত্রেও অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

বেদের অন্যতম অঙ্গ ব্যাকরণ—প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির উপদেশ দ্বারা পদের স্বরূপ নির্দ্ধারণে এবং পদার্থ-নির্ণয়ে বিশেষ উপযোগী। ঐন্দ্রবায়বগ্রহ ব্রাহ্মণেও "বাগ্বৈ" ইত্যাদি ঋক্ পঠিত

ধ্বনিবদেকাত্মিকা সতী। অব্যাকৃতা প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ঃ পদং বাক্যমিত্যাদিবিভাগকারিগ্রন্থ-রহিতাসীৎ। তদানীং দেবৈঃ প্রার্থিত ইন্দ্রঃ একস্মিন্নেব পাত্রে বায়োঃ স্বস্য চ সোমরসস্য গ্রহণ-রূপেণ বরেণ তুষ্টস্তামখণ্ডাং বাচং মধ্যে বিচ্ছিদ্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিভাগং সর্ব্বত্রাকরোৎ। তস্মাদিয়ং বাগিদানীমপি পাণিন্যাদিমহর্ষিভির্ব্যাকৃতা সর্ব্বৈঃ পঠ্যত ইত্যর্থঃ। তস্যৈতস্য ব্যাকরণস্য প্রয়োজনবিশেষো বররুচিনা বার্ত্তিকে দর্শিতঃ। রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃপ্রয়োজন-মিতি। এতানি রক্ষাদিপ্রয়োজনানি প্রয়োজনান্তরাণি চ মহাভাষ্যে পতঞ্জলিনা স্পষ্টীকৃতানি রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণং। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞোহি সম্যগ্‌বেদান্ পরিপালয়িষ্যতি বেদার্থঞ্চাধ্যবস্যতি॥ উহঃ খল্বপি। ন সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্ন সর্ব্বাভির্বিভক্তিভির্বেদমন্ত্রা নিগদিতাঃ। তে চাবশ্যং যজ্ঞাঙ্গত্বেন যথাযথং বিপরিণময়িতব্যাঃ। তান্নাবৈয়াকরণঃ শক্নোতি বিপরিণম-য়িতুং। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ আগমঃ খল্বপিব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো-বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণং। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ

হইয়াছে। তাহার বিশদার্থ প্রকাশিত হইতেছে;—পুরাকালে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" প্রভৃতি বাক্য, সমুদ্রধ্বনি-জ্ঞাপক শব্দের ন্যায়, একাত্মক ছিল। প্রকৃতি, প্রত্যয়, পদ ও বাক্যাদি বিভাগকারী কোনও গ্রন্থেই উহার সন্নিবেশ ছিল না। সেই সময়ে, দেবগণ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে,—'আপনি প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করিয়া বেদ-বাক্যের ব্যাখ্যা করুন।' দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে, ইন্দ্রদেব তাঁহাদের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, যেন বায়ুর এবং তাঁহার নিজের জন্য যেন একই পাত্রে সোমরস গ্রহণ করা হয়। দেবগণ তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, ইন্দ্রদেব সেই অখণ্ড বেদবাক্যকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং সর্ব্বত্র প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ করিয়া দেন। ইদানীং প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি সহযোগে পাণিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই বেদবাক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া, সকলেই উহা পাঠে সমর্থ হইয়াছেন। আপন বার্ত্তিক গ্রন্থে বররুচি এই ব্যাকরণ-শাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাকরণে রক্ষা, উহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহের বিশেষ প্রয়োজন। এই রক্ষাদি প্রয়োজন-সমূহের ও অন্যান্য প্রয়োজনের কথা মহাভাষ্য গ্রন্থে মহর্ষি পতঞ্জলি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদ-সমূহের রক্ষার জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা লোপ, আগম ও বর্ণের বিকার অবগত আছেন, তাঁহারাই বেদ-সমূহকে সম্যক্‌রূপে পালন করিতে সমর্থ; আর তাঁহারাই বেদার্থ অবগত হইতে পারেন। ইহাই ব্যাকরণের রক্ষা নামক প্রয়োজন। অতঃপর উহ প্রয়োজনের বিষয় কথিত হইতেছে। সকল লিঙ্গ ও সকল বিভক্তি দ্বারা বেদমন্ত্র-সমূহ কথিত হয় নাই। সুতরাং যজ্ঞাঙ্গরূপে যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ লিঙ্গ ও বিভক্তির বিপরিণাম অর্থাৎ ব্যত্যয় করিতে হইবে। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞ না হইলে, মন্ত্রের বিপরিণামে সমর্থ হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্যই ব্যাকরণ-পাঠ একান্ত আবশ্যক। "ব্রাহ্মণ, নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ করিবে এবং ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবে ও বেদার্থ উপলব্ধি করিবে," এবম্বিধ বিধিবিষয়ক শাস্ত্রের নাম—আগম। বেদের ছয়টি

ফলবান্ ভবতি॥ লঘ্বর্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণং। বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ। বৃহস্পতিশ্চ বক্তা। ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা। দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালঃ। অন্তং চ ন জগাম। অদ্য তু পুনর্যদি পরমায়ুর্ভবতি স বর্ষশতং জীবতি। তত্র কুতঃ প্রতিপদপাঠেন সকলপদাবগমঃ। কুতস্তরাং প্রয়োগেণ॥ অসন্দেহার্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণং। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেতেতি। তত্র ন জ্ঞায়তে কিং স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সা স্থূলপৃষতী। কিংবা স্থূলা চাসৌ পৃষতী স্থূলপৃষতীতি। তান্নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি সমাসান্তোদাত্তত্বং তদা কর্ম্মধারয়ঃ। অথ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ততো বহুব্রীহিরিতি॥ ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানীতি। তেঽসুরাঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ। যদধীতং। যস্তু প্রযুঙ্‌তে। অবিদ্বাংসঃবিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যো বা ইমাং। চত্বারি। উত ত্বঃ। সক্তুমিব। সারস্বতীং। দশম্যাং পুত্রস্য। সুদেবো অসি বরুণেতি। তেঽসুরাঃ। তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি

অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান অঙ্গ। প্রধান অঙ্গে যত্ন করিলে ফল হইয়া থাকে। লঘু অর্থাৎ অনায়াসে অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারা যায় বলিয়া, ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রতিপাদোক্ত শব্দের শব্দপারায়ণ (অর্থাৎ প্রত্যেক পদে যত শব্দার্থ থাকিতে পারে, তাহা) বলিয়াছিলেন। বৃহস্পতি বক্তা। ইন্দ্র অধ্যয়নকারী। অধ্যয়নকালের পরিমাণ—দিব্য সহস্র বৎসর। বৃহস্পতির ন্যায় গুরুর নিকট এত দীর্ঘকাল শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়াও ইন্দ্র, শব্দ-পারায়ণে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। অধুনা দীর্ঘ-পরমায়ু-বিশিষ্ট ব্যক্তির আয়ুঃ-পরিমাণ এক শত বৎসরের অধিক হইতে দেখা যায় না। সে ক্ষেত্রে, দিব্য সহস্র বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও যে ইন্দ্রদেব শব্দার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন নাই; এই শত বৎসরের মধ্যে শব্দ-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া মানুষের পক্ষে কতদূর সম্ভবপর, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং সাধারণ মানুষ, শত বর্ষ মাত্র পরমায়ুঃ লাভ করিয়া, প্রতিপদ-পাঠের দ্বারা সকল পদের অর্থবোধ কিরূপে করিবে? কিরূপে সেই সমস্ত পদের প্রয়োগই বা করিতে পারিবে? ইহাই ব্যাকরণের "লঘু" প্রয়োজন। সন্দেহ নিরাকরণের জন্যও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাজ্ঞিকগণ "স্থূলপৃষতীং" প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। স্থূলপৃষতী (স্থূল শ্বেত-বিন্দু-চিহ্ন-বিশিষ্টা) অগ্নি ও বরুণ দেবতা সম্বন্ধীয় গাভী আলম্ভন করিবে,—ইহাই ঐ মন্ত্রের অর্থ। এস্থলে স্থূল হইয়াছে পৃষৎ যার (যে গাভীর), এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা "স্থূলপৃষতী" শব্দ সিদ্ধ হইবে?—না, স্থূলা, এমন পৃষতী—এইরূপ কর্ম্মধারায় সমাস দ্বারা ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইবে? ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে তাহা বুঝা যায় না। সমাসান্ত স্বর উদাত্ত হইলে, কর্ম্মধারয় এবং প্রকৃতিস্বর পূর্ব্বপদে থাকিলে বহুব্রীহি সমাস হইবে। এই সকল বাক্যে পুনরায় শব্দানুশাসনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। "তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা শব্দানুশাসনের প্রয়োজন বিবৃত হইতেছে। "তেঽসুরাঃ" অর্থাৎ সেই অসুরগণ "হেলয়ো

কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং। দুষ্টঃ শব্দঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতোবর্ণতোবা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপ-রাধাদিতি। দুষ্টাংশ্চব্দান্ মা প্রযুঙ্‌ক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ যদধীতং। যদধীত-মবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ। অবিজ্ঞাত-মনর্থকমাধ্যগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্‌ব্যবহারকালে। সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ। কঃ। বাগ্‌যোগবিদেব যো হি শব্দান্ জানাতি। অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব শব্দজ্ঞানে চ ধর্ম্মঃ এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। যথা

হেলয়ঃ” এইরূপ নিকৃষ্ট ভাষা উচ্চারণ করিতে পরিতে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং, ব্রাহ্মণে ম্লেচ্ছভাষা এবং নিকৃষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিবে না। ম্লেচ্ছভাষা এবং অপকৃষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। এইজন্যও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। “দুষ্টশব্দঃ” অর্থাৎ স্বরদুষ্ট ও বর্ণদুষ্ট হইয়া শব্দ যদি যথানিয়মে প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সে শব্দ তাহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না; পরন্তু তাহাতে তাহার বিপরীত অর্থই প্রকাশ পায়। স্বর-বর্ণ-দুষ্ট-শব্দ-সমন্বিতবাক্য বজ্রতুল্য হইয়া যজমানকে বিনাশ করে। স্বরদোষ হেতু ‘ইন্দ্রশত্রুঃ’ এই শব্দ প্রকৃত অর্থ বিজ্ঞাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই। (বৈদিক কর্ম্ম যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকালে যে সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, সেই সকল মন্ত্র, যথাবিধি সর্ব্বদোষপরিশূন্যরূপে উচ্চারিত না হইলে, প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু অনেক স্থলে তাহার বিরুদ্ধ বিপরীত অর্থই সূচিত হইয়া থাকে। বিপরীত অর্থ সূচিত হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানে দোষ জন্মে। তাহাতে যজমানের অনিষ্ট ঘটে।) ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা থাকিলে দুষ্টশব্দ কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না। দুষ্ট শব্দের প্রয়োগ নিবারণ জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। অর্থ না বুঝিয়া ‘কেবলমাত্র অধ্যয়ন’ করা, আর বৃথা শব্দ করা—উভয়ই সমান। তাহাতে কোনও ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। কেন-না, যে স্থলে অগ্নি নাই, সে স্থলে শুষ্ক কাষ্ঠ-খণ্ড কখনই প্রজ্বলিত হয় না। অর্থ অবগত না হইয়া অধ্যয়ন করিলে, সে অধ্যয়নও সেইরূপ নিরর্থক হয়। সুতরাং, ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। “যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে,” অর্থাৎ যে সুনিপুণ ব্যক্তি যথাসময়ে যথাযথরূপে শব্দ-সমূহের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি পরলোকে জয়যুক্ত হন। যিনি বাগ্‌যোগ অবগত আছেন, তাঁহার নিকট অপকৃষ্ট শব্দ নিশ্চয়ই দোষাবহ। সেই বাক্‌যোগবিৎ কে? যিনি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উভয়-বিধ শব্দই অবগত আছেন, এবং যিনি শব্দ ও তাহার প্রয়োগ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই সেই বাগ্‌যোগবিৎ। উৎকৃষ্ট শব্দ জানিলে যেমন ধর্ম্মলাভ হয়, অপকৃষ্ট শব্দ জানিলে সেইরূপ অধর্ম্ম-প্রাপ্তি ঘটে। অথবা, অপকৃষ্ট শব্দ জানিলে অধিক পরিমাণে অধর্ম্মই হইয়া থাকে। (এ সংসারে) সাধুবাক্যের পরিমাণ অতি অল্প। কিন্তু অসাধু বাক্যের পরিমাণ অনেক অধিক। এক একটী শব্দের আবার বহু অপভ্রংশ

গৌবিত্যেতস্য শব্দস্য গাবীগোণীগোপোতলিকেত্যেবমাদয়ঃ। অথ যোঽবাগ্‌যোগবিদজ্ঞানং তস্য শরণং। বিষম উপন্যাসঃ। নাত্যন্তাজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্হতি। যো হ্যজানন্‌ বৈ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সুরাং বা পিবেৎ সোঽপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবং তর্হি কঃ। অবাগ্‌-যোগবিদেব। অথ যঃ বাগ্‌যোগবিজ্‌জ্ঞানং তস্য শরণং॥ অবিদ্বাংসঃ। অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো যে ন প্লুতিং বিদুঃ। কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেদিতি। স্ত্রীবন্মাভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং। বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কর্ত্তব্যা ইতি। নচান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্ত্তুং। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ যো বা ইমাং। যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশোবর্ণশোবা বাচং বিদধাতি। স আর্ত্বিজীনো ভবতি। আর্ত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ চত্বারি। চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদাঃ দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ॥ চত্বারি শৃঙ্গা। চত্বারি পদজাতানি। নামাখ্যাতোপসর্গ-নিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদাঃ। ত্রয়ঃ কালাঃ। দ্বে শীর্ষে। সুপস্তিঙশ্চ। সপ্তহস্তাসো

আছে; যেমন—গাবী, গোণী এবং গোপোতলিকা। এই সকল শব্দ গো শব্দের অপভ্রংশ। যে ব্যক্তি বাগ্‌যোগজ্ঞ নহে, অজ্ঞানই তাহার শরণ বা আশ্রয়। এইরূপ বাক্যোপক্রমে বৈষম্য উপস্থিত হইতেছে। কেন-না, অত্যন্তজ্ঞান কোনও ব্যক্তির শরণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতঃ ব্রহ্মহত্যা বা সুরাপান করে, তাহাকেও পতিত বলিয়া মনে করিবে। তাহা হইলে এইরূপ (পতিত) হয় কে? অবাগ্‌যোগবিদ্‌ই এই দোষে দোষী হইয়া থাকে। অতএব যে বাগ্‌যোগবিৎ, জ্ঞানই তাহার শরণ বা আশ্রয়। "অবিদ্বাংসঃ" অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিগণ, নামকথনে তাহার প্লুতস্বর অবগত নহে। তাহাদের মধ্যে একজন বিপ্র অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকিলে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কথা বলিতে পারেন যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে আমি একজন পুরুষ আছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্লুতাদি স্বরবিশিষ্ট বেদার্থ যাহারা অবগত নহে, তাহারা স্ত্রীলোকবৎ; পরন্তু তাহারা পুরুষপদবাচ্য নহে। সুতরাং ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে স্ত্রীলোকের ন্যায় মূর্খভাবে অবস্থান করিতে হয়। এ কারণ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি" অর্থাৎ প্রযাজ-সমূহ বিভক্তি-সংযুক্ত করিবে,—এই কথা যাজ্ঞিকগণ বলিয়া থাকেন। ব্যাকরণ ব্যতীত প্রযাজ-সকলকে বিভক্তি-বিশিষ্ট করিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। "যো বা ইমাং" অর্থাৎ যিনি বাক্য-সমূহের প্রত্যেকটীর স্বর, বর্ণ ও অক্ষর স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্ররূপে বিভাগ করিয়া অর্থনিষ্পন্ন করিতে সমর্থ, তিনিই আর্ত্বিজীন অর্থাৎ ঋত্বিক্‌ কর্ম্মের যোগ্য। ঋত্বিক্‌ কর্ম্মে অধিকারী হইতে হইলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। চতুঃশৃঙ্গ, ত্রিপাদ, দ্বিশীর্ষ ও সপ্তহস্তবিশিষ্ট, ত্রিধাবদ্ধ, অতিশয় বা পুনঃ পুনঃ রবকারী, বৃষভ, মহোদেব মর্ত্ত্যলোকে আবিষ্ট হইলেন। ইহার মর্ম্মার্থ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে,—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত রূপ পদ-চতুষ্টয়ই তাহার চারি শৃঙ্গ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে; বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ই তাঁহার তিনটি পদ; সুপ্‌ এবং তিঙ্‌ই তাঁহার দুইটি শীর্ষতুল্য।

অস্য সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ত্রিধা বদ্ধঃ। ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধঃ। উরসি কণ্ঠে শিরসি। বৃষভো বর্ষণাৎকামানাং। রোরবীতি। রৌতিঃ শব্দকর্ম্মা। মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ। মহতা দেবেন নস্তাদাত্ম্যং যথা স্যাদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ অথবা চত্বারি। চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। যে মনীষিণো মনস ঈষিণঃ। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি। ন চেষ্টন্তে ন নিমিষন্তি। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। তুরীয়ং হ বা এতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে॥ উত ত্বঃ। উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাং। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। অপি খল্বেকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। অপি খল্বেকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যেনাং। অবিদ্বাংসমাহার্দ্ধং। ত্বস্মৈ অন্যস্মৈ তন্বং বিসস্রে। তনুং বিবৃণুতে। জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। যথা জায়া পত্যে কাময়মানা সুবাসাঃ স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। এবং বাগ্ বাগ্‌বিদে স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। বাগ্ নো বিবৃণুয়াদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং॥ সক্তুমিব। তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত। অত্রাসখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি। সক্তুঃ সচতের্দুর্ধাবো ভবতি। কসতের্বা স্যাদ্বিপরীতস্য বিকসিতো ভবতি। তিতউ পরিপবনং ভবতি।

প্রথমাদি সপ্ত বিভক্তি তাঁহার সপ্ত হস্ত; এবং উরু কণ্ঠ ও মস্তক তিন স্থানে তিনি বদ্ধ। কামনা (মনোহভীষ্ট) বর্ষণ করে বলিয়া ইহাকে বৃষভ বলা যায়। রোরবীতি অর্থাৎ শব্দকারী। মহো অর্থাৎ তেজোবিশিষ্ট মহাদেব মর্ত্ত্যলোকে আবিষ্ট হইলেন। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে মহাদেবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ ঘটে না। তাঁহার সহিত অভিন্ন হইতে হইলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। অথবা সেই মনীষি ব্রাহ্মণগণ বাক্‌পরিমিত যে পদ-চতুষ্টয় জ্ঞাত আছেন, তাহাই চতুঃশৃঙ্গস্বরূপ; অথবা চতুর্ব্বাক্‌পরিমিত পদই চারিটী শৃঙ্গ নামে অভিহিত হয়। মনীষিব্রাহ্মণগণ তাহা অবগত আছেন। গুহাত্রয়নিহিত ত্রিবিধ পদই তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মানবজাতির মধ্যে যে যে তুরীয় পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাই চতুর্থ প্রকারের বাক্য। কোনও ব্যক্তি ইহাকে দেখিয়াও দেখে না এবং ইহার বিষয় শুনিয়াও শুনে না,—এই বাক্যার্দ্ধ দ্বারা তাহাকে অবিদ্বান্ অর্থাৎ মূর্খ বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তির নিকট (অর্থাৎ যে ভাল করিয়া দেখে বা শুনে, তাহার নিকটই) বাক্য আত্ম-প্রকাশ করে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—যেমন—পত্নী, পত্যুপভোগকামনায় উত্তম বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক পতিসমীপে আত্ম-প্রকাশ করে, সেইরূপ বেদবাক্যও বেদবাক্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে বেদবাক্য প্রকাশিত হয় না; সেইজন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "সক্তুমিব" ইত্যাদির অর্থ বিবৃত হইতেছে। "সচতে" অর্থাৎ অতিকষ্টে পরিষ্কৃত হইয়া ধবলতা প্রাপ্ত হয় যে, এই অর্থে "সচ" ধাতু হইতে সক্তু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা, বিকসিতার্থ "কস" ধাতুর বর্ণবিপর্য্যয় করিয়া, যাহা শ্বেতবর্ণে বিকসিত হয়, এই অর্থেও সক্তু শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। 'তিতউ' শব্দের অর্থ চালনী অর্থাৎ যাহা দ্বারা সূক্ষ্ম চূর্ণ চালিয়া লওয়া যায়। তিতউ দ্বারা সম্যক্‌ভাবে পবন (পবিত্রীকরণ অর্থাৎ পরিষ্করণ) হয়, এই অর্থে

ততনত্বা তুন্নবত্বা ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তো ধ্যানবন্তো মনসা প্রজ্ঞানেন বাচমক্রত। বাচমকৃষত। অত্রাসখায়ঃ সখ্যানি জানতে। সযুজ্যানিজানতো কএষ দুর্গমো মার্গঃ একগম্যো বাগ্‌বিষয়ঃ। কে পুনস্তে বৈয়াকরণাঃ। কুত এতৎ। ভদ্রৈষাংবাচিনিহিতাধি বাচি। এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীর্নিহিতা ভবতি॥ সারস্বতীং। সারস্বতীং যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্ব্বপেদিতি। প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং। দশম্যাং পুত্রস্য। দশম্যাং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তস্থমভি-নিষ্ঠানান্তং দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা। কৃতং নাম কুর্য্যাৎ। ন তদ্ধিতান্তমিতি। নচান্তরেণ

পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলেই সচ্‌ ধাতুর 'চ' স্থানে 'ক' করিয়া সক্‌ হইল। আবার তাহার সহিত "তিতউ" শব্দের ত্‌ এবং উ-কার যোগ করিয়া কিম্বা "কস্‌" ধাতুর বর্ণবিপর্য্যয়-দ্বারা প্রাপ্ত "সক্‌"-এর সহিত "তিতউ" শব্দের ত্‌ এবং উ-কার যোগ করিয়া "সক্তু" শব্দ নিষ্পন্ন হইল। অথবা, পূর্ব্বোক্ত ধাতুদ্বয়ের সহিত বিস্তৃতার্থ 'তত' শব্দের "ত্‌"-কার যোগ করিয়া তাহার উত্তর অন্ত্যর্থে "উ"-কার করিয়া "সক্তু" শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ধাতুদ্বয়ের ব্যথিতার্থ তুদ্‌ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন "তুন্ন" শব্দের "তু"-কার যোগ করিয়াও সক্তু শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। ধীর অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্‌ বা ধ্যান-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা বাক্য-সম্মার্জন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বেদ যাহাদের সখা নয়, তাহাদের নিকট সখ্যত্বে প্রতিশ্রুত থাকে। স্থিরবুদ্ধি প্রজ্ঞাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ যে বাক্য পবিত্র জ্ঞানে উচ্চারণ করেন, সে স্থলে সেই বাক্যের সহিত তাঁহাদের সখ্যভাব সংস্থাপিত হয়। এই দুর্গম মার্গটি কি? একের বোধবিষয়ীভূত বাক্যবিষয়ই সেই দুর্গম মার্গ। তাঁহারা অর্থাৎ ধীর বা প্রজ্ঞাবান্‌ কে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—বৈয়াকরণগণ। সেই সখিত্ব কোথা হইতে আসে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, তাঁহাদের (বৈয়াকরণগণের) বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মী-দেবী সন্নিহিতা থাকেন। "সারস্বতীং" অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণ "সারস্বতীং" এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ—যদি অপকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সারস্বতী ইষ্টি (যাগ) নির্ব্বাহ করা উচিত। অপকৃষ্ট শব্দ, প্রয়োগ করিয়া যাহাতে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে না হয়, তজ্জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "দশম্যাং পুত্রস্য" অর্থাৎ জাতাহের দশম দিবসীয় রাত্রিতে পুত্রের নামকরণ করা বিধেয়। নামের আদ্যক্ষর ঘোষবৎ, মধ্যবর্ণ অন্তস্থ এবং অন্ত্যবর্ণ অভিনিষ্ঠান হইবে। সেই নাম দ্ব্যক্ষর বা চতুরক্ষরবিশিষ্ট এবং কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হওয়া উচিত। কদাচ তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত নাম করিবে না। (পূর্ব্বে যে ঘোষবৎ প্রভৃতি তিনটি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের অর্থ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে; যথা,—কলাপ-ব্যাকরণের মতে গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম, য র ল ব হ, এই কয়টি বর্ণকে ঘোষবৎ বলে। কলাপের সূত্রও এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,—ঘোষবন্তোঽন্যে। (কলাপ ১।১।১২।) য র ল ব এই চারিটিকে অন্তস্থ বর্ণ বলে এবং অভিনিষ্ঠান শব্দের অর্থ বিসর্গ।) ব্যাকরণ ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় বা তদ্ধিত

ব্যাকরণং কৃতস্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুং। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণং। সুদেবো অসি। সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ। অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব। সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ককুজ্জিহ্বা। সাস্মিন্ বিদ্যত ইতি কাকুদং তালুঃ॥ সূর্ম্মিঃ স্থূণা লোহপ্রতিমেতি। এবং সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যাদি বার্ত্তিকোক্তান্যত্রাপি প্রয়োজনান্যনুসন্ধেয়ানি॥

অথ নিরুক্তপ্রয়োজনমুচ্যতে। অর্থাববোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তং। গৌঃগ্মাজ্মাক্ষ্মাক্ষা ক্ষমেত্যারভ্য বসবঃ বাজিনঃ দেবপত্ন্যো দেবপত্ন্য ইত্যন্তো যঃ পদানাং সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতস্তস্মিন্ গ্রন্থে পদার্থাববোধায় পরাপেক্ষা ন বিদ্যতে। এতাবন্তি পৃথিবীনামান্যেতাবন্তি হিরণ্যনামানীত্যেবং তত্র তত্র বিস্পষ্টমভিহিতত্বাৎ। তদেতন্নিরুক্তং ত্রিকাণ্ডং। তচ্চানুক্রমণিকাভাষ্যে দর্শিতং॥ আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা। তৃতীয়ং দৈবতং চেতি সমাম্নায়স্ত্রিধা মতঃ॥ গোরাদ্যপারপর্য্যন্তমাদ্যং নৈঘণ্টুকং মতং। জহা-দ্যুল্বমৃবীসান্তং নৈগমং সংপ্রচক্ষতে॥ অগ্ন্যাদিদেবপত্ন্যন্তং দেবতাকাণ্ডমুচ্যতে। অগ্ন্যাদিদেবী

প্রত্যয় জানিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "সুদেবোঽসি", অর্থাৎ, হে বরুণদেব! আপনি শ্রেষ্ঠ দেবতা। কারণ, অগ্নি হইতে ধূম-তরঙ্গরাজি যেমন সুন্দরভাবে উত্থিত হয়, অথবা যেমন লৌহস্তম্ভ অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহা হইতে সুন্দর প্রতিমা প্রস্তুত করা যায়, কিংবা যেমন সুষির হইতে সূর্ম্য বা তরঙ্গ সঞ্জাত হয়; সেইরূপ আপনার কাকুদ হইতে সপ্তসিন্ধুরূপা সপ্তবিভক্তি অনুক্ষণ ক্ষরিত হইতেছে। ককুৎ শব্দের অর্থ—জিহ্বা। সেই জিহ্বা আছে যাহাতে, এই অর্থে কাকুদ্ শব্দে তালুকে বুঝায়। সূর্ম্মি শব্দে উর্ম্মিমালা বা তরঙ্গ বুঝায়; আর স্থূণা অর্থে লৌহনির্ম্মিত সুষিরময় স্তম্ভ। এইরূপ অবস্থায়, "শব্দার্থ সম্বন্ধ" ইত্যাদি যে বার্ত্তিকোক্ত প্রয়োজন উল্লিখিত আছে, সেগুলি এস্থলে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর নিরুক্ত-প্রয়োজন কথিত হইতেছে। যে শাস্ত্রে অর্থবোধের নিরপেক্ষ পদসমূহ উক্ত হইয়াছে, তাহাকে নিরুক্ত শাস্ত্র বলে। নিরুক্ত-গ্রন্থে গৌঃ, গ্মা, জ্মা, ক্ষ্মা, ক্ষা এবং ক্ষমা হইতে আরম্ভ করিয়া বসবঃ, বাজিনঃ, দেবপত্ন্যো এবং দেবপত্ন্য পর্য্যন্ত সকল পদের পাঠ উক্ত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে পদার্থ-বোধের জন্য অপরের অপেক্ষা নাই। কারণ এইগুলি পৃথিবীর নাম এবং এইগুলি হিরণ্যের নাম, তাহা সেই সেই স্থলে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। সেই নিরুক্ত শাস্ত্রের মধ্যে তিনটি কাণ্ড আছে। তাহা অনুক্রমণিকাভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। আদ্যকাণ্ডকে নৈঘণ্টুক কাণ্ড, দ্বিতীয় কাণ্ডকে নৈগম কাণ্ড এবং তৃতীয় কাণ্ডকে দৈবতকাণ্ড বলে। গো শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অপার শব্দ পর্য্যন্ত নিরুক্ত শাস্ত্রের আদ্যকাণ্ড, নিঘণ্টু-কাণ্ড নামে অভিহিত হয়। জহাদি উল্বমৃবীস পর্য্যন্ত দ্বিতীয় কাণ্ডকে নিগম-কাণ্ড বলে; আর অগ্নি হইতে দেবপত্নী পর্য্যন্ত তৃতীয় কাণ্ডকে দেবতা-কাণ্ড বলা হয়। ঐ দেবতা-কাণ্ডের মধ্যে আবার অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবী উর্জ্জাহুতি পর্য্যন্ত যত দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা

ঊর্দ্ধাহুত্যন্তঃ ক্ষিতিগতো গণঃ। বায়্বাদয়ো ভগান্তাঃ স্যুরন্তরীক্ষস্থদেবতাঃ। সূর্য্যাদিদেবপত্ন্যন্তা দ্যুস্থানা দেবতা ইতি। গবাদিদেবপত্ন্যং সমাম্নায়মধীয়ত ইতি।

একার্থবাচিনাং পর্য্যায়শব্দানাং সংঘো যত্র প্রায়েণোপদিশ্যতে। তত্র নিঘণ্টুশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ। তাদৃশেষমরসিংহবৈজয়ন্তীহলায়ুধাদিষু দশনিঘণ্টব ইতি ব্যবহারাৎ। এবমত্রাপি পর্য্যায়শব্দসংঘোপদেশাদাদ্যকাণ্ডস্য নৈঘণ্টুকত্বং। তস্মিন্ কাণ্ডে ত্রয়োঽধ্যায়াঃ। তেষু প্রথমে পৃথিব্যাদিলোকদিক্‌কালাদিদ্রব্যবিষয়াণি নামানি। দ্বিতীয়ে মনুষ্যতদবয়বাদিদ্রব্যবিষয়াণি। তৃতীয়ে তদুভয়দ্রব্যগততনুবহুত্বহ্রস্বত্বাদি ধর্ম্মবিষয়াণি নিগমশব্দো বেদবাচী। যাস্কেন তত্র তত্রাপি নিগমো ভবতীত্যেবং বেদবাক্যানামবতারিতত্বাত্তস্মিন্ নিগম এব প্রায়েণ বর্ত্তমানানাং শব্দানাং চতুর্থাধ্যায়রূপে দ্বিতীয়স্মিন্ কাণ্ড উপদিষ্টত্বাত্তস্য কাণ্ডস্য নৈগমত্বং॥ পঞ্চমাধ্যায়রূপস্য তৃতীয়কাণ্ডস্য দৈবতত্বং বিস্পষ্টং। পঞ্চাধ্যায়রূপকাণ্ডত্রয়াত্মক এতস্মিন্ গ্রন্থে পরনিরপেক্ষতয়া পদার্থস্যোক্তত্বাৎ তস্য গ্রন্থস্য নিরুক্তত্বং। তদ্ব্যাখ্যানংচ। সমাম্নায়ঃ সমাম্নাত ইত্যারভ্য তস্যাস্তস্যাস্তাদ্ভাব্যমনুভবত্যনুভবতীত্যন্তৈর্দ্বাদশভিরধ্যায়ৈর্যাস্কো নির্ম্মমে। তদপি নিরুক্তমিত্যুচ্যতে একৈকস্য পদস্য সম্ভাবিতা অবয়বার্থস্তত্র নিঃশেষেণোচ্যন্ত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। তত্র হি

মর্ত্ত্যবাসী; বায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া ভগ পর্য্যন্ত যত দেবতা, তাঁহারা অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। সূর্য্য হইতে দেবপত্নী পর্য্যন্ত যে সমস্ত দেবতা আছেন, তাঁহাদের অবস্থিতি-স্থান—স্বর্গ। সুতরাং, গো শব্দ হইতে দেবপত্নী পর্য্যন্ত সমাম্নায় অর্থাৎ বেদকে নিরুক্ত শাস্ত্র কহে।

একার্থবাচক পর্য্যায়শব্দ-সমূহের ইহাতে উপদেশ পাওয়া যায় বলিয়া—নিঘণ্টু শব্দ প্রসিদ্ধ। সেইরূপ অমরসিংহ, বৈজয়ন্তী এবং হলায়ুধাদি দশখানি নিঘণ্টুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণে, এখানেও (নিরুক্তশাস্ত্রে) পর্য্যায়-শব্দ-সমূহের উপদেশ আছে বলিয়া, আদ্যকাণ্ডের নৈঘণ্টুকত্ব সিদ্ধ হইল। সেই নৈঘণ্টুক কাণ্ডে আবার তিনটি অধ্যায় আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে, পৃথিব্যাদি লোক, দিক্ ও কাল প্রভৃতি দ্রব্যের নাম বর্ত্তমান। দ্বিতীয়াধ্যায়ে মনুষ্য এবং তদবয়বাদি দ্রব্যের নাম দৃষ্ট হয়। তৃতীয়াধ্যায়ে সেই উভয়বিধ দ্রব্য এবং তাহাদের অল্পত্ব বহুত্ব ও হ্রস্বত্বাদি সম্বন্ধীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় আছে। নিগম শব্দ বেদবাচক। সেই সেই স্থলে "নিগম আছে"—এইরূপভাবে যাস্ক কর্ত্তৃক বেদ-বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব, সেই নিগমে যে সকল শব্দ প্রায়ই আছে, সেই সকল শব্দ চতুর্থাধ্যায়রূপ দ্বিতীয় কাণ্ডে উপদিষ্ট হওয়ায়, ঐ কাণ্ডের নৈগমকত্ব সিদ্ধ হইল। পঞ্চমাধ্যায়রূপ তৃতীয় কাণ্ডের দৈবত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই গ্রন্থ পঞ্চাধ্যায়রূপ কাণ্ডত্রয়ে সম্পূর্ণ এবং অপরের নিরপেক্ষ পদার্থ ইহাতে উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নিরুক্ত হইয়াছে। "সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ"—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া "তস্যাস্তস্যাস্তাদ্ভাব্যমনুভবত্যনুভবতি" পর্য্যন্ত বারটি অধ্যায় দ্বারা যাস্ক ঋষি তাহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাকেও নিরুক্ত বলে। এক একটি পদের সম্ভাবিত সমবেত অর্থ নিরুক্ত গ্রন্থে নিঃশেষরূপে কথিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা নিরুক্ত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতেচোপসর্গনিপাতাশ্চেতি প্রতিজ্ঞায়োচ্চাবচের্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতস্বরূপং নিরুচ্যৈবমুদাহৃতং। নেতি প্রতিষেধার্থীয়ো ভাষায়ামুভয়মন্বধ্যায়ং নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি প্রতিষেধার্থীয় ইতি। দুর্মদাসো ন সুরায়ামিত্যুপমার্থীয় ইতি চ। তচ্চ লোকে কেবলপ্রতিষেধার্থীয়স্যাপি নকারস্য বেদে প্রতিষেধোপমালক্ষণোভয়ার্থোদাহরণমস্মিন্ গ্রন্থেঽবগম্যতে। এবং গ্রন্থকারেণোক্তাস্তত্তৎপদনির্ব্বচনবিশেষাস্তত্তন্মন্ত্রব্যাখ্যানাবসর এবাস্মাভিরুদাহরিষ্যন্তে। ন চ নির্ব্বচনানাং নির্মূলত্বং শঙ্কনীয়ং। এতদ্ব্যুৎপত্ত্যর্থমেব ব্রাহ্মণেষু পদনির্ব্বচনানাং কেষাংচিদুক্তত্বাৎ। তদাহুতীনামাহুতিত্বমিতি। তদিদমিন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষত ইতি। যদপ্রথয়ৎ তৎ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীত্বমিতি চ। গ্রন্থকারোঽপি তত্র তত্র স্বোক্তনির্ব্বচনমূলভূতব্রাহ্মণান্যুদাহরিষ্যতি। কেষাংচিৎ নির্ব্বচনানাং ব্যাকরণবলেন সিদ্ধাবপি ন সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরস্তি। অত এব গ্রন্থকার আহ। "তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কাৎর্স্ন্যং স্বার্থসাধকংচেতি" তস্মাৎ বেদার্থাববোধায়োপযুক্তং নিরুক্তং॥

তথা ছন্দোগ্রন্থোঽপ্যুপযুজ্যতে। ছন্দোবিশেষাণাং তত্র তত্র বিহিতত্বাৎ। তস্মাৎ সপ্তচতুরুত্তরাণি ছন্দাংসি প্রাতরনুবাকেঽনূচ্যন্ত ইতি হ্যাম্নাতং। গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতী-

---

সে স্থলে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই পদ-চতুষ্টয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়া, বেদাঙ্গস্বরূপ নিরুক্ত-গ্রন্থ বহুবিধ অর্থে নিপতিত ও প্রযুক্ত হয়। এই জন্য ইহার নাম নিপাত হইয়াছে। সেই নিপাত নিশ্চয়ভাবে নিরূপণ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। "ন"—এই শব্দটী ভাষায় প্রতিষেধার্থ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু বেদে উহা উভয়ার্থদ্যোতক। "নেন্দ্রং দেব মমংসত।" এস্থলে ন শব্দটি প্রতিষেধার্থ অর্থাৎ নিষেধার্থ। "দুর্মদাসো ন সুরায়াং।" এখানে ন শব্দ উপমার্থ। সেই হেতু লৌকিক ভাষায় নিষেধার্থীয় ন-কার বেদে নিষেধ ও উপমা উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিরুক্ত-গ্রন্থে তাহার উদাহরণ অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার যে সকল পদ-নির্ব্বচনের কথা বলিয়াছেন, মন্ত্রব্যাখ্যা সময়ে আমরা তাহাদের উদাহরণ প্রদর্শন করিব। এই নির্ব্বচনসমূহ, নির্ম্মূল অর্থাৎ মিথ্যা,—এরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাদের ব্যুৎপত্তির প্রদর্শনের জন্য ব্রাহ্মণ-সমূহে কতকগুলি পদের নির্ব্বচন কথিত হইয়াছে; যথা,—"তাহাই আহুতির আহুতিত্ব", "ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে ইন্দ্র বলে" এবং "যেহেতু ইহা প্রার্থিত হইয়াছিল তাহাই পৃথিবীর পৃথিবীত্ব" গ্রন্থকর্ত্তাও সেই সেই স্থলে স্ব-কথিত নির্ব্বচনের মূলীভূত ব্রাহ্মণ-সমূহের উদাহরণ দিয়াছেন ব্যাকরণবিধি অনুসারে কতকগুলি নির্ব্বচন সিদ্ধ হইয়াছে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সকল নির্ব্বচনই যে সিদ্ধ হইবে, তাঁহা সম্ভবপর হইতে পারে না। এইজন্যই গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, এই নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গেই বিদ্যার স্থান, ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পরিণতি এবং স্বকীয়ার্থবোধ। সুতরাং বেদার্থ উপলব্ধি জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বেদার্থ উপলব্ধির জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রের ন্যায় ছন্দোগ্রন্থেরও আবশ্যকতা অঙ্গীকৃত হয়। সেইজন্য স্থল-বিশেষে বিশেষ বিশেষ ছন্দের বিধান করা হইয়াছে। তজ্জন্য গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—এই সাতটি ছন্দ প্রাতরনুবাক্যে কথিত

পংক্তিস্ত্রিষ্টুব্‌জগতীত্যেতানি সপ্ত ছন্দাংসি। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। ততোঽপি চতুর্ভিরক্ষরৈরধিকাষ্টাবিংশত্যক্ষরোষ্ণিক্‌। এবং উত্তরোত্তরাধিকা অনুষ্টুবাদয়োঽবগন্তব্যাঃ। তথান্যত্রাপি শ্রূয়তে। গায়ত্রীভির্ব্রাহ্মণস্যাদধ্যাৎ। ত্রিষ্টুভ্‌ভীরাজন্যস্য। জগতীভির্বৈশ্যস্যেতি। তত্র মগণযগণাদিসাধ্যঃ গায়ত্র্যাদিবিবেকশ্ছন্দোগ্রন্থমন্তরেণ ন সুবিজ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাঽধ্যাপয়তি বা। স্থাণুং বর্চ্ছতি। গর্ত্তং বা পাত্যতে। প্রবামীয়তে পাপীয়ান্‌ ভবতি। তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি শ্রূয়তে। তস্মাত্তদ্বেদনায় ছন্দোগ্রন্থ উপযুজ্যতে॥

জ্যোতিষস্য প্রয়োজনং তস্মিন্নেব গ্রন্থেঽভিহিতং। যজ্ঞকালার্থসিদ্ধয় ইতি। কালবিশেষবিধয়শ্চ শ্রূয়ন্তে। সংবৎসরমেতদ্‌ব্রতংচরেৎ সংবৎসরমুখ্যাং ভৃত্বেত্যেবমাদয়ঃ সম্বৎসরবিধয়। বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত। গ্রীষ্মে রাজন্য আদধীত। শরদি বৈশ্য আদধীতেত্যাদ্যা

হইয়াছে। সেই ছন্দগুলি যথাক্রমে ও ক্রমানুসারে চতুরক্ষর অধিক। গায়ত্রীচ্ছন্দে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর আছে, উষ্ণিক্‌ ছন্দে তদপেক্ষা চারি অক্ষর বেশী আছে অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি সংখ্যক অক্ষর আছে। এইরূপ অনুষ্টুপ্‌ প্রভৃতি ছন্দেও উত্তরোত্তর চারিটি করিয়া অক্ষর বেশী, ইহা জানিতে হইবে। অর্থাৎ গায়ত্রী ছন্দে, চব্বিশটী, উষ্ণিক ছন্দে আটাইশটী, অনুষ্টুপ ছন্দে বত্রিশটী, বৃহতী ছন্দে ছত্রিশটী, পংক্তি ছন্দে চল্লিশটী, ত্রিষ্টুভ ছন্দে চুয়াল্লিশটী এবং জগতীচ্ছন্দে আটচল্লিশটী অক্ষর আছে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় কার্য্যে গায়ত্রীচ্ছন্দ দ্বারা, ক্ষত্রিয়-সম্বন্ধীয় কার্য্যে ত্রিষ্টুপ ছন্দ দ্বারা এবং বৈশ্য-সম্বন্ধীয় কার্য্যে জগতীচ্ছন্দ দ্বারা সংস্কৃত বহ্নি স্থাপন করা বিধেয়। ইহা [illegible]ন্যস্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গায়ত্র্যাদি ছন্দোজ্ঞান 'ম'-গণ ও 'য'-গণাদি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সেই ছন্দোগ্রন্থ ভিন্ন উহা আদৌ বুঝিতে পারা যায় না। তিনটি গুরুস্বরবিশিষ্ট বর্ণকে 'ম'-গণ বলে; আর আদ্যবর্ণ-লঘুস্বরবিশিষ্ট ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণদ্বয় গুরুস্বরবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে 'য'-গণ কহে। ছন্দোগ্রন্থ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সুন্দররূপে জানিতে পারা যায় না। আরও এক কথা। বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে; অথচ সেই মন্ত্র দ্বারা যাজন বা অধ্যাপন করে; তাহার বৃক্ষত্ব প্রাপ্তি ঘটে; মৃত্যুর পর সে গর্ত্তে অর্থাৎ নরকে পতিত হয়; সে মহাপাপী। সুতরাং প্রতি মন্ত্রেই ছন্দঃ অবগত হওয়া আবশ্যক। ছন্দঃ জানিতে হইলেই ছন্দঃ গ্রন্থের প্রয়োজন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজন সেই গ্রন্থেই অভিহিত হইয়াছে। যজ্ঞাদির সময় জানিবার জন্য উক্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আবশ্যকতা। এই কালে এই বিধি আচরণ করিবে, তাহা শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে। "সম্বৎসর ধরিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে।" এস্থলে উখ্য অর্থাৎ স্থালীপাকবিশিষ্ট হইয়া সম্বৎসরকাল ব্রতাচরণ করিবে। ইহাই সম্বৎসর বিধি। ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্নিস্থাপন করিবে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মকালে অগ্নিস্থাপন করিবে এবং বৈশ্য শরৎকালে অগ্নিস্থাপন করিবে। এইগুলি ঋতুবিষয়ক বিধি।

ঋতুবিষয়ঃ। মাসি মাসি সত্র পৃষ্ঠান্যুপযন্তি। মাসিমাসত্তিগ্রাহ্যা গৃহন্ত ইতি মাসবিষয়ঃ। যং কাময়েত বসীয়ান্ স্যাদিতি তং পূর্ব্বপক্ষে যাজয়েদিত্যাদ্যাঃ পক্ষবিষয়ঃ। একাষ্টকায়াং দীক্ষেরন্ ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্নিত্যাদ্যাস্তিথিবিষয়ঃ। প্রাতর্জুহোতি সায়ং জুহোতীত্যাদ্যাঃ প্রাতঃকালাদিবিষয়ঃ। কৃত্তিকাস্বগ্নিমাদধীতেত্যাদ্যাঃ নক্ষত্রবিষয়ঃ। অতঃ কালবিশেষানবগময়িতুং জ্যোতিষমুপযুজ্যতে॥

এতেষাং বেদার্থোপকারিণাং ষণ্ণাং গ্রন্থানাং বেদাঙ্গত্বং শিক্ষায়ামেবমুদীরিতং॥

ছন্দঃপাদৌতু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে। জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে। শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং। তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ইতি॥

ষড়ঙ্গবৎ পুরাণাদীনামপি বেদার্থজ্ঞানোপযোগো যাজ্ঞবল্ক্যেন স্মর্যতে। পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশেতি। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরেদিত্যন্যত্রাপি স্মর্যতে। ঐতরেয়-

---

মাসে মাসে যজ্ঞের চরম সীমার অনুষ্ঠান করিবে, মাসে মাসে অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করিবে।— এই সকল মাসবিধি। কোনও লোক বশীভূত হউক,—এইরূপ কামনা থাকিলে, কামনা করার এক পক্ষ পূর্ব্বে তাহার দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন করাইতে হইবে। এইটী পক্ষবিধি। একাষ্টকায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে, ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষিত হইবে (আশ্বিন, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন—এই মাস-চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোনও মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে কিম্বা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে)। এ সকল স্থলে তিথিবিধি বা তিথিবিশেষে দীক্ষাগ্রহণের বিধি কথিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে হোম করিতে হইবে বা সায়ংকালে হোম করিতে হইবে। এ সকল প্রাতঃকালাদি বিধি। কৃত্তিকা নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান করিবে। এই সকল নক্ষত্রবিধি। সুতরাং যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ কাল উপলব্ধির জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বেদার্থজ্ঞানের উপকারী এই ছয়টি গ্রন্থ শিক্ষানামক বেদাঙ্গেই বক্ষ্যমাণরূপে বেদাঙ্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

ছন্দঃ—বেদের পদদ্বয়স্বরূপ, কল্প—হস্তদ্বয়স্বরূপ, জ্যোতিষ—চক্ষুঃস্বরূপ, নিরুক্ত—কর্ণস্বরূপ, শিক্ষা—নাসিকাস্বরূপ এবং ব্যাকরণ—মুখস্বরূপ। সুতরাং এই ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোকেও পূজা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদার্থ জানিতে হইলে শিক্ষাদি ছয়টী অঙ্গের যেমন আবশ্যক হয়, সেইরূপ পুরাণাদিরও আবশ্যক হয়,—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি) এবং ষড়ঙ্গ সহিত চতুর্ব্বেদ—সর্ব্বসমেত এই চতুর্দ্দশটী বিদ্যাসমূহের ও ধর্ম্মের স্থান। ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারা; বেদ, সর্ব্বতোভাবে প্রপঞ্চিত হইয়া থাকে। 'এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে'-বলিয়া অল্পশ্রুত অর্থাৎ অত্যল্প-জ্ঞানী ব্যক্তিকে বেদ, ভয় করে। (যাহারা অল্পধী এবং বেদার্থানভিজ্ঞ, তাহারা বেদমর্ম্ম, সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না।

তৈত্তিরীয়কাঠকাদিশাখাসূক্তানি হরিশ্চন্দ্রনাচিকেতাদ্যুপাখ্যানানি ধর্ম্মব্রহ্মাববোধোপযুক্তানি তেষু তেষু ইতিহাসগ্রন্থেষু স্পষ্টীকৃতানি। উপনিষদুক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদয়ো ব্রাহ্মপাদ্মবৈষ্ণবাদি-পুরাণেষু স্পষ্টীকৃতাঃ। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণমিতি। সৃষ্ট্যাদেঃ পুরাণপ্রতিপাদ্যত্বাবগমাৎ। ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্তাদীনাং ষোড়শপদার্থানাং নিরূপণাৎ তদনুসারেণেদং বাক্যমস্মিন্নর্থে প্রমাণং ভবতি নেতরদিতি নির্ণয়ঃ কর্ত্তুং শক্যতে। পূর্ব্বোত্তরমীমাংসয়োর্বেদার্থোপযোগো-হতিস্পষ্ট এব। মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতাদিপ্রোক্তাসু স্মৃতিষু বেদোক্তসন্ধ্যাবন্দনাদিবিষয়ঃ প্রপঞ্চিতাঃ। তদ্‌যথা বা এতে ব্রহ্মবাদিনঃ পূর্ব্বাভিমুখাঃ সন্ধ্যায়াং গায়ত্র্যাভিমন্ত্রিতা অপ ঊর্দ্ধং বিক্ষিপন্তী-ত্যাদিকঃ সন্ধ্যাবন্দনবিধিঃ। পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততং প্রতায়ন্ত ইত্যাদিকো মহাযজ্ঞ-বিধিঃ। এবং বিধ্যন্তরাণি দ্রষ্টব্যানি। উক্তপ্রকারেণ পুরাণাদীনাং বেদার্থজ্ঞানোপযোগাদ্ বিদ্যাস্থানত্বং যুক্তং। এতৈঃ পুরাণাদিভিশ্চতুর্দ্দশভির্বিদ্যাস্থানৈরুপবৃংহিতায়া বিদ্যায়াঃ গ্রহণে-হধিকারিবিশেষঃ শাখান্তরগতৈশ্চতুর্ভির্মন্ত্রৈরুপদর্শিতঃ। তাংশ্চ মন্ত্রান্ যাস্ক উদাজহার।

বড়ঙ্গে অভিজ্ঞতা না জন্মিলে এবং বেদার্থে জ্ঞান না থাকিলে, বেদ পাঠ করা না-করা উভয়ই সমান। পরন্তু সে স্থলে বেদের যথেচ্ছব্যবহারই হইয়া থাকে। সেইজন্য অজ্ঞান পাঠার্থিগণের যথেচ্ছ ব্যবহাররূপ প্রহারের ভয়ে, বেদ ভীত হন,—এস্থলে ইহাই অভিপ্রায়।) অন্যস্থলে স্মৃতিতেও এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং কাঠকাদি শাখাসমূহে হরিশ্চন্দ্র-নাচিকেতাদি যে উপাখ্যানসমূহ বিবৃত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী। এই জন্য সেই সেই ইতিহাস গ্রন্থে উপাখ্যান-সমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদে যে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদির কথা উক্ত আছে, তাহা যথাক্রমে ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণু-পুরাণাদিতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সর্গ (ব্রহ্মার সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (দক্ষাদি কৃত পৃথক্ পৃথক সৃষ্টি) বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত (বংশসম্ভূত রাজন্যবর্গের চরিত্রবর্ণন),—এই পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট শাস্ত্রই পুরাণ নামে অভিহিত। সুতরাং পুরাণ হইতে সৃষ্ট্যাদি প্রতিপন্ন হয়, ইহা উপলব্ধি হইতেছে। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন ও দৃষ্টান্তাদি ষোড়শ পদার্থের নিরূপণ ন্যায়-শাস্ত্রে করা হইয়াছে। তদনুসারে এই বাক্য এই অর্থে প্রামাণ্য হয়, অপরটি হয় না—ইহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসায় বেদা-র্থের উপযোগিতা অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। মনু, অত্রি, বিষ্ণু ও হারিতাদিপ্রবর্ত্তিত-স্মৃতিসমূহে বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি বিধি বিস্তৃতভাবে বিবৃত রহিয়াছে। "এই ব্রহ্মবাদিগণ সন্ধ্যোপাসনা সময়ে পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করিয়া গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করেন"—এইরূপ বিধিকে সন্ধ্যাবন্দনবিধি কহে। "এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সততই প্রতিপালন করিবে,"—এবম্ভূত বিধিকে মহাযজ্ঞবিধি বলে। এইরূপ অপরাপর বিধিও নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পুরাণাদির, বেদার্থজ্ঞানের উপযোগিতা বর্ত্তমান থাকায়, উহাদিগকে বিদ্যাস্থান বলাও সঙ্গত হইতে পারে। এই পুরাণাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান দ্বারা বিদ্যা উপবৃংহিত অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যাগ্রহণে অধিকারীর

তত্রায়ং প্রথমো মন্ত্রঃ। বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি। অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যামিতি ॥

বিদ্যাভিমানিনী দেবতা ব্রাহ্মণমুপদেষ্টারমাচার্য্যমাজগাম। আগত্য চৈবং প্রার্থয়ামাস। হে ব্রাহ্মণ মামনধিকারিণেঽনুপদিশ্য পালয়। তবাহং নিধিবৎ পুরুষার্থহেতুরস্মি। তাদৃশ্যাং ময়ি মদুপদেষ্টরি ত্বয়ি চ যোঽসূয়াং করোতি। যশ্চার্জবেন বিদ্যাং নাভ্যস্যতি। যোঽপি স্নানাচমনাদ্যাচারনিয়তো ন ভবতি। তাদৃশেভ্যঃ শিষ্যাভাসেভ্যো মাং ন ব্রূয়াঃ। তথা সতি ত্বদ্বৃদ্ধয়ে স্থিত্বা ফলপ্রদা ভবেয়ং ॥

অথ দ্বিতীয়োমন্ত্র। য আতৃণত্ত্যবিতথেন কর্ণাবদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সংপ্রযচ্ছন্। তং মন্যেত পিতরং মাতরং চ তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহেতি ॥

পূর্ব্বস্মিন্ মন্ত্র আচার্য্যস্য নিয়মমভিধায়াস্মিন্ মন্ত্রে শিষ্যস্য নিয়মোঽভিধীয়তে। বিতথমনৃতমপুরুষার্থভূতং লৌকিকং বাক্যং। তদ্বিপরীতং সত্যং বেদবাক্যমবিতথং। তাদৃশেন বাক্যেন য আচার্য্যঃ শিষ্যস্য কর্ণাবাতৃনত্তি। সর্ব্বতস্তর্দ্দনং পূরণং করোতি। উপসর্গবশাদৌচিত্যাচ্চ তৃণত্তিধাতোরর্থান্তরে বৃত্তিঃ। সর্ব্বদা বেদং যঃ শ্রাবয়তীত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্। ন দুঃখং কুর্ব্বন্। মন্দপ্রজ্ঞস্য মাণবকস্যাদাবর্দ্ধর্চমৃচং বা গ্রহীতুমশক্তস্য যথা দুঃখং ন ভবতি

বিশেষত্ব শাখান্তরগত মন্ত্র-চতুষ্টয় দ্বারা নিরূপিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রসমূহকে, মহাত্মা যাস্ক ক্রমে উদাহৃত করিয়াছেন।

তদ্বিষয়ক প্রথম মন্ত্র এই,—আচার্য্যস্বরূপ উপদেষ্টা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া, বেদবিদ্যাভিমানিনী দেবতা এইরূপভাবে প্রার্থনা জানাইলেন,—'হে ব্রাহ্মণ যদি আমাকে পালন করিতে, ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অনধিকারী ব্যক্তিকে বেদজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ দিও না। তাহা হইলে আমি নিধির ন্যায় তোমার পুরুষার্থের হেতু হই।' তাদৃশ আমাতে এবং মদুপদেষ্টা তোমাতে যে ব্যক্তি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবে, তাহার নিকট আমার স্বরূপ প্রকাশ করিও না। আরও, যে ব্যক্তি সরলতার সহিত বিদ্যাভ্যাস না করিবে, কিংবা স্নানাচমনাদি আচার-বিশিষ্ট না হইবে, তাদৃশ অসৎ শিষ্যের নিকটও আমাকে প্রকাশ করিও না। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ আমার আদেশ পালন করিলে, আমি তোমার অভ্যুদয়ের জন্য অবস্থিত হইয়া তোমার পক্ষে ফলপ্রদা হইব।

দ্বিতীয় মন্ত্র; যথা,—পূর্ব্বমন্ত্রে আচার্য্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম কথিত হইয়াছে। আর এই মন্ত্রে শিষ্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম বিবৃত হইতেছে। বিতথ শব্দে অপুরুষার্থভূত লৌকিক মিথ্যা বাক্য বুঝায়। বিতথের বিপরীত, সত্য। বেদ-বাক্য—অবিতথ অর্থাৎ সত্য। তাদৃশ বাক্য দ্বারা যে আচার্য্য শিষ্যের উভয় কর্ণ সর্ব্বতোভাবে তর্দ্দন অর্থাৎ পূরণ করেন, (আ এই উপসর্গবশে যুক্তি-হেতু হিংসার্থ তৃদ্ ধাতুর অর্থান্তরে প্রয়োগ সম্পন্ন হইল) অর্থাৎ যে গুরু, সর্ব্বদা বেদ শ্রবণ করান। কি করিয়া শ্রবণ করান্? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে,—দুঃখ না করিয়া। অল্পপ্রজ্ঞ মাণবক প্রথমে সমস্ত মন্ত্র বা মন্ত্রার্দ্ধ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেও যাহাতে তাহার

তথা পাদং পাদৈকদেশং বা গ্রাহয়ন্। কিঞ্চ। অমৃতং সংপ্রযচ্ছন্। অমৃতত্বস্য দেবত্বজন্মনো মোক্ষস্য বা প্রাপকত্বাদমৃতং বেদার্থঃ। তস্য প্রদানং কুর্ব্বন্। তং তাদৃশমাচার্য্যং সচ্ছিষ্যো মুখ্যমাতাপিতৃরূপং মন্যেত। পূর্ব্বসিদ্ধৌ তু মাতাপিতরাবধমস্য মনুষ্যস্য শরীরস্য প্রদানাদমুখ্যৌ। তস্মৈ মুখ্যমাতাপিতৃরূপায়াচার্য্যায়ৈকমপি দ্রোহং ন কুর্য্যাৎ॥

অথ তৃতীয়োমন্ত্রঃ। অধ্যাপিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণা বা। যথৈব তে ন গুরোর্ভোজনীয়াস্তথৈব তান্ ন ভুনক্তি শ্রুতংতদিতি॥

যেত্বধমা বিপ্রা গুরুণা অধ্যাপিতাঃ সন্তো বিনয়োক্ত্যা তদীয়হিতচিন্তনেন শুশ্রূষয়া বা গুরুং নাদ্রিয়ন্তে। আদররহিতাস্তে শিষ্যাভাসাঃ গুরোর্ন ভোজনীয়াঃ। অনুভবযোগ্যা ন ভবন্তি। নহি তেষু গুরুঃ কৃপাং করোতি। যথৈব গুরুণা তে ন পালনীয়াস্তথৈব তানধমাঞ্ছিষ্যান্ তচ্ছ্রুতং গুরূপদিষ্টং বেদবাক্যং ন পালয়তি। ফলপ্রদং ন ভবতীত্যর্থঃ॥

অথ চতুর্থোমন্ত্রঃ। যমেববিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং মেধাবিনং ব্রহ্মচর্যোপপন্নং। যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ তস্মৈ মাব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্নিতি॥

হে আচার্য্য যমেব মুখ্যশিষ্যং শুচিত্বাদিগুণোপেতং জানীয়াঃ। কিঞ্চ যো মুখ্যশিষ্যস্তভ্যং কদাচিদপি ন দ্রুহ্যেৎ তস্মৈ তু মুখ্যশিষ্যায় ত্বদীয়নিধিপালকায় ব্রহ্মন্ বেদরূপাং মাং বিদ্যাং ব্রূয়াঃ। ইত্থং বিদ্যাদেবতয়া প্রার্থিতত্বাদাচার্য্যেণ মুখ্যশিষ্যায় বেদবিদ্যোপদেষ্টব্যা। তদর্থং

কোনরূপ কষ্ট না হয়, এরূপভাবে মন্ত্রপাদের বা পাদের একদেশের উপদেশ দিয়া থাকেন। এমন কি অমৃত দান করিয়া থাকেন। গুরু কর্ত্তৃক যথানিয়মে বৈদিক মন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে, শিষ্য, দেবত্ব কিম্বা মোক্ষত্ব লাভ করিতে পারে। বেদার্থই অমৃত। সৎ-শিষ্য তদমৃতদানকারী আচার্য্যকে প্রধান পিতৃমাতৃরূপে মান্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বসিদ্ধিতে অর্থাৎ জন্মদান এবং গর্ভে ধারণ জন্য যথাক্রমে পিতামাতা সিদ্ধ হইয়াছে। অধম মনুষ্য-শরীর মাত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অমুখ্য অর্থাৎ অপ্রধান। সেই মুখ্যপিতৃমাতৃস্বরূপ আচার্য্যের প্রতি কোনরূপ দ্রোহ আচরণ করিবে, না অথবা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবেন না।

তৃতীয় মন্ত্র ; যথা,—যে নরাধম বিপ্রগণ, গুরু কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, বিনয়পূর্ণ বাক্য দ্বারা, তদীয় হিতচিন্তা দ্বারা, অথবা শুশ্রূষা দ্বারা অধ্যাপক গুরুর আদর না করে, সেই আদররহিত শিষ্যাভাষ (অসৎশিষ্য) গুরুর অনুভবযোগ্য হয় না অর্থাৎ গুরু, তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন না। গুরু যেমন সেই অসৎ শিষ্যকে প্রতিপালন করেন না, সেইরূপ গুরূপদিষ্ট বেদ-বাক্যও সেই অধম শিষ্যকে প্রতিপালন করেন না। অর্থাৎ, গুরূপদিষ্ট বেদবাক্য তাহাদের প্রতি ফলপ্রদ হয় না।

চতুর্থ মন্ত্র ; যথা—হে আচার্য্য! আপনি যে মুখ্য শিষ্যকে শুচিত্বাদি গুণান্বিত অর্থাৎ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট বলিয়া জানিয়াছেন, আর যে সৎশিষ্য কখনও আপনার উপর বিদ্রোহাচরণ করিবে না বলিয়া বুঝিয়াছেন, হে ব্রহ্মন্! ত্বদীয় নিধি-প্রতিপালক সেই মুখ্য শিষ্যের নিকট আপনি বেদরূপ বিদ্যা আমাকে প্রকাশ করিবেন। বেদ-বিদ্যা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক মুখ্যশিষ্যকেই বেদবিদ্যার উপদেশ দেওয়া উচিত।

ঋগ্বেদোঽস্মাভিঃ ষড়ঙ্গানুসারেণ ব্যাখ্যায়তে। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকে বেদে ব্রাহ্মণস্য মন্ত্রব্যাখ্যানোপযোগিত্বাদাদৌ ব্রাহ্মণমারণ্যকাণ্ডসহিতং ব্যাখ্যাতং। অথ তত্র তত্র ব্রাহ্মণোদাহরণেন মন্ত্রাত্মকঃ সংহিতাগ্রন্থো ব্যাখ্যাতব্যঃ॥

স চ অগ্নিমীল ইত্যারভ্য যথা বঃ সুসহাসতীত্যন্তোঽষ্টকাণ্ডৈর্দশমণ্ডলৈশ্চতুঃষষ্ট্যধ্যায়ৈরীষদধিকসহস্রসূক্তৈরীষদধিকদ্বিসহস্রবর্গৈরীষদধিকাভির্দশসহস্রসংখ্যাভিঋগ্‌ভিশ্চোপেতঃ। তস্য চ গ্রন্থস্য কৃৎস্নস্য পাঠক্রমেণৈব সামান্যবিনিয়োগো ব্রহ্মযজ্ঞজপাদৌ পূর্ব্বমেবাভিহিতঃ। বিশেষবিনিয়োগস্তু তত্তৎক্রতৌ সূত্রকারেণ প্রদর্শিতঃ। স চ ত্রিবিধঃ। সূক্তবিনিয়োগস্তৃচাদিবিনিয়োগ একৈকস্যা ঋচো বিনিয়োগশ্চেতি। তত্রাগ্নিমীল ইতি সূক্তং প্রাতরনুবাক আগ্নেয়ে ক্রতৌ বিনিযুক্তং। স বিনিয়োগ আশ্বলায়নেন চতুর্থাধ্যায়স্য ত্রয়োদশে খণ্ডে সূত্রিতঃ। অবা নো অগ্ন ইতি বলগ্নিমীলেঽগ্নিং দূতমিতি। তত্র হীনপাদগ্রহণাৎ সূক্তনিশ্চয়ঃ। সূক্তং সূক্তাদৌ হীনে পাদে ॥ পা° আ° ১।১ ॥ ইতি পরিভাষিতত্বাৎ। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমায়া ঋচো দ্বিতীয়স্যাং পবমানেষ্টৌ স্বিষ্টকৃতো যাজ্যাত্বেন বিনিয়োগঃ। স চ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডে সূত্রিতঃ। সাদ্বান্ বিশ্বা অভিযুজোঽগ্নিমীলে পুরোহিতমিতি

সেই জন্যই শিক্ষাদি ষড়ঙ্গানুসারে আমরা ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যা করিতেছি। মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদে ব্রাহ্মণের মন্ত্র-ব্যাখ্যানোপযোগিতা আছে বলিয়া, সর্ব্বপ্রথমে আরণ্যকাণ্ড সহিত ব্রাহ্মণভাগের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপর সেই সেই ব্রাহ্মণভাগের উদাহরণের ক্রমানুসারে মন্ত্রাত্মক সংহিতা-গ্রন্থের ব্যাখ্যা আরম্ভ করা যাইবে।

"অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সেই সংহিতা গ্রন্থের আরম্ভ আর "যথাবঃ সুসহাসতি" ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার পরিসমাপ্তি। ইহাতে আটটীকাণ্ড, দশটি মণ্ডল, চৌষট্টিটী অধ্যায়, কিঞ্চিদধিক এক হাজার সূক্ত, কিঞ্চিদধিক দুই হাজার বর্গ এবং কিঞ্চিদধিক দশ হাজার ঋক্ আছে। ব্রহ্মযজ্ঞজপাদিতে পূর্ব্বেই ক্রমপাঠের উল্লেখ ব্যপদেশে সেই সমগ্র গ্রন্থের সামান্য বিনিয়োগ মাত্র কথিত হইয়াছে। তাহার বিশেষ বিনিয়োগের বিষয়, সেই সেই যজ্ঞে সূত্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থলভেদে সেই বিনিয়োগও আবার তিন প্রকার। যথা,—প্রথম—সূক্তবিনিয়োগ, দ্বিতীয়—তৃচাদি বিনিয়োগ, এবং তৃতীয়—এক একটি ঋকের বিনিয়োগ। "অগ্নিমীলে"—এই সূক্তটি, প্রাতরণুবাকে আগ্নেয়-যজ্ঞে প্রযুক্ত হইয়াছে। মহর্ষি আশ্বলায়ন, চতুর্থাধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডে "অবা নো অগ্ন ইতি বলগ্নিমীলেঽগ্নিং দূতং",—এই সূত্রে সেই বিনিয়োগের, বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সেস্থলে হীনপাদগ্রহণ জন্য সূক্তের বিনিয়োগের বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সূক্তং সূক্তাদৌহীনে পাদে" (পা° আ° ১।১) অর্থাৎ পাদহীন বলায় সূক্তের কোনও পাদ না থাকিলে তাহাকে সূক্তই বলিবে, এইরূপ পরিভাষা আছে। সেই সূক্তে প্রথম ঋকের পবমান ইষ্টিতে দ্বিতীয় ঋকের পরিবর্ত্তে স্বিষ্টকৃৎ (অগ্নির) যাজ্যার (যাগ-মন্ত্ররূপে) বিনিয়োগ হইয়াছে। তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে "সাদ্বান বিশ্বা অভিযুজো" ইত্যাদি সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। সেস্থলে সমস্ত পাদ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ঋকের বিনিয়োগই জানিতে হইবে। যেহেতু "ঋচং পাদ-

সংযাজ্যে ইতি। তত্র কৃৎস্নপাদগ্রহণাদৃগিত্যবগম্যতে। ঋচং পাদগ্রহণে॥ আ০ ১।১॥ ইতি পরিভাষিতত্বাৎ। তথা সংযাজ্যে ইত্যুক্তে সৌবিষ্টকৃতী প্রতীয়াৎ॥ আ০ ১।২॥ ইতি পরিভাষিতত্বাৎ স্বিষ্টকৃৎসম্বন্ধনিশ্চয়ঃ। তত্রাপি দ্বিতীয়মন্ত্রত্বেনোদাহৃতত্বাদ্‌যাজ্যাত্বং। যদ্যপি সাহ্বানিত্যনয়া পুরোনুবাক্যয়ৈব দেবতায়া অনুস্মরণরূপঃ সংস্কারঃ সিদ্ধঃ। তথাপি যাজ্যানুবাক্যয়োঃ সমুচ্চয়ো দ্বাদশাধ্যায়ে চতুর্থপাদে মীমাংসিতঃ॥

পুরোনুবাক্যয়া যাজ্যা বিকল্প্যা বা সমুচ্চিতা। বিকল্প্যান্যতরেণৈব দেবতায়াঃ প্রকাশনাৎ॥

পুরোনুবাক্যাসমাখ্যানাদ্বচনাচ্চ সমুচ্চয়ঃ। দেবতাপ্রকাশনকার্য্যস্যৈকত্বাৎ। যুগ্ময়োর্যথা বিকল্পস্তথৈবৈকযুগ্মগতয়োরিতিচেৎ। নৈবং। পুরোনুবাক্যেতি সমাখ্যায়া উত্তরকালীন-যাজ্যামন্তরেণানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ পুরোনুবাক্যামনূচ্য যাজ্যয়া জুহোতীতি প্রত্যক্ষবচনেন দেবতোপলক্ষণহবিঃপ্রদানকার্য্যে ভেদোক্তিপুরঃসরংসাহিত্যং বিধীয়তে। তস্মাৎ সমুচ্চয় ইতি।

এতচ্চাগ্নিমিত্যাদিসূক্তং নবর্চ্চং। অগ্নিং নব মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ইত্যনুক্রমণিকায়া-মুক্তত্বাৎ। বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দোনামকস্তস্য সূক্তস্য দ্রষ্টৃত্বাৎ তদীয়ঋষিঃ। ঋষগতাবিতি-

গ্রহণে" (আ০১।১) অর্থাৎ পাদ গ্রহণ হইলে ঋক্ বুঝিতে হইবে,—এই সূত্রে ঋক্ পরিভাষা উক্ত হইয়াছে। যেমন সংযাজ্য বলিলে "সৌবিষ্টকৃতী" বুঝিবে এবং এই পারিভাষিক সূত্র দ্বারা স্বিষ্টকৃৎ বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিবে। সেইরূপ ঐ সংখ্যায় সেখানেও দ্বিতীয় মন্ত্ররূপে উদাহৃত হওয়ায় যাজ্যাত্বও সিদ্ধ হইতে পারিবে। যদিও "সাহ্বান্" এই পুরোণুবাক্যার উল্লেখে দেবতার অনুস্মরণরূপ সংস্কার সিদ্ধ হইয়াছে; তথাপি দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে যাজ্যা ও অনুবাক্যা এতদুভয়ের সমুচ্চয় মীমাংসিত হইয়াছে। (অনুবাক্যা শব্দের অর্থ—ঋক্-যজুঃ-সাম-সমূহ।)

পুরোণুবাক্যা দ্বারা যাজ্যা বিকল্পিত অথবা সমুচ্চিত হইতেছে। দেবতার প্রকাশন হেতু পুরোণু বাক্যা ও যাজ্যা এতদুভয়ের বিকল্প প্রতিপন্ন হইতেছে। এইজন্য উভয়ের মধ্যে একটীর দ্বারা অপরটি বিকল্পিত হইতেছে।

সেই বচনে পুরোণুবাক্যায় সমাখ্যান আছে বলিয়া সমুচ্চয় সিদ্ধ হইতেছে। দেবতা প্রকাশনরূপ একটিমাত্র কার্য্যে পুরোণুবাক্যা বা যাজ্যা শব্দের বিকল্পত্ব হউক না কেন? কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কেন-না, পরবর্ত্তিকালীন "যাজ্যা" ভিন্ন, "পুরোণুবাক্যা" এই সমাখ্যার উপপত্তিই হইতে পারে না। আরও এক কথা পুরোণুবাক্যার কথা উল্লেখ না করিয়া, "যাজ্যা দ্বারা হোম করিতেছে" এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রবচন দ্বারা দেবতা উপলক্ষণ এবং হবিঃ-প্রদান কার্য্য—এতদুভয়ের প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আর সেই প্রভেদ প্রদর্শনের পর সাহিত্য অর্থাৎ সমুচ্চয় বিহিত হইয়াছে। সুতরাং পুরোণুবাক্যার এবং যাজ্যার সমুচ্চয় প্রতিপন্ন হইল।

এই "অগ্নিং" ইত্যাদি সূক্তে নয়টি ঋক্ আছে। বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র মধুচ্ছন্দা "অগ্নিং" প্রভৃতি ঐ নয়টী ঋকের ঋষি। অনুক্রমণিকায় এতদ্বিষয় উক্ত হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা, ঐ সূক্তের দ্রষ্টা বলিয়া, তিনি উহার ঋষি নামে অভিহিত। গত্যর্থ "ঋষ" ধাতুর

ধাতুঃ। সর্ব্বধাতুভ্যইন্ ॥ উ° ৪।১১৯॥ ইগুপধাৎকিৎ ॥ উ° ৪।১২৯॥ বেদপ্রাপ্ত্যর্থং তপোঽনুতিষ্ঠতঃ পুরুষান্ স্বয়ম্ভুর্বেদপুরুষঃ প্রাপ্নোৎ। তথাচ শ্রূয়তে। অজান্ হ বৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্মস্বয়ম্ভ্ব্যানর্ষত্তদৃষয়োঽভবন্নিতি। তথাতীন্দ্রিয়স্য বেদস্য পরমেশ্বরানুগ্রহেণ প্রথমতোদর্শনাৎ ঋষিত্বমিত্যভিপ্রেত্য স্মর্যতে। যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসাপূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি। ঋষ্যাদিজ্ঞানাভাবে প্রত্যবায়ঃ স্মর্যতে। অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ। যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥ ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাদ্যপি। অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যত ইতি॥ বেদনবিধিশ্চ স্মর্যতে। স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোঽর্থ এব চ। মন্ত্রজিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদ ইতি॥ অগ্নিমিত্যাদিসূক্তস্য ছন্দোঽনুক্রমণিকায়াং যদ্যপ্যত্র নোক্তং তথাপি পরিভাষায়ামেবমুক্তং॥ আদৌ গায়ত্রং প্রাক্‌হিরণ্যস্তূপাদিতি। হিরণ্যস্তূপঋষির্যেষাং মন্ত্রাণাং বক্ষ্যতে ততঃ প্রাচীনেষু মন্ত্রেষু সামান্যেন গায়ত্রাং ছন্দ ইত্যর্থঃ। পুরুষস্য পাপসম্বন্ধং বারয়িতুমাচ্ছাদকত্বাচ্ছন্দইত্যুচ্যতে। তচ্চারণ্যকাণ্ডে সামাম্নায়তে।

উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্য ইন্" (উ° ৪।১১৯) এই সূত্র দ্বারা ইন্ প্রত্যয় করিয়া "ইগুপধাৎ কিৎ (উ°৪।১২৯)" এই সূত্র দ্বারা ঋষ ধাতুর ঋকারের কিদ্‌বদ্ভাব করিলে গুণ হইবে না। বেদপ্রাপ্তির জন্য তপস্যাকারিপুরুষদিগের নিকট স্বয়ম্ভু বেদপুরুষ, প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। যিনি, বেদ এবং বেদমন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য তপশ্চারণা করেন, সেই জ্ঞানী পুরুষই ঋষিপদবাচ্য; তাহারাই বেদপুরুষের সাক্ষাৎকারলাভে অধিকারী। এতৎসম্বন্ধে "অজান্ হ বৈ" ইত্যাদি একটি শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। উক্ত শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, পরমেশ্বরের কৃপায়, যিনি অতীন্দ্রিয় বেদ প্রথমে-দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই ঋষি। ইহাই অভিপ্রায়। যুগান্তে ইতিহাসের সহিত যে সমস্ত বেদ, তিরোহিত হইয়াছিল; পুরাকালে তপস্যা করিয়া মহর্ষিগণ, স্বয়ম্ভুর আদেশে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কথা স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, মন্ত্রের ঋষ্যাদি না জানিলে প্রত্যবায় হয়। এ সম্বন্ধে স্মৃতির প্রমাণ-বাক্যদ্বয় উদ্ধৃত হইতেছে; যথা,—যে ব্যক্তি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ না জানিয়া অধ্যাপনা বা জপ করে, তাহার পাতক সঞ্জাত হয়। যে ব্যক্তি, মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণভাগের অর্থ এবং উদাত্তাদি স্বর না জানিয়া মন্ত্র পাঠ করে, তাহাকে মন্ত্রকণ্টক বলে। সুতরাং মন্ত্রজিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রতিপদে স্বর, বর্ণ, অক্ষর, মাত্রা, বিনিয়োগ ও মন্ত্রের অর্থ জানা উচিত;—স্মৃতিতে ইহাও উক্ত হইয়াছে। যদিও এই অনুক্রমণিকায় "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি সূক্তের ছন্দঃ উক্ত হয় নাই; তাহা হইলেও পরিভাষায় তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। হিরণ্যস্তূপ ঋষি, অগ্রে যে মন্ত্র-সমূহের গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বলিবেন, সেই মন্ত্রসকল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন মন্ত্রসমূহে সাধারণতঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইহাই বুঝিতে হইবে। পুরুষের পাপের সম্বন্ধ নিবারণ জন্য যাহা আচ্ছাদকরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই ছন্দঃ নামে অভিহিত। আরণ্যকাণ্ডে তাহা সম্যকরূপে কথিত হইয়াছে—পুরুষকে

ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণ ইতি। অথ বা চীয়মানাগ্নিসন্তাপস্যাচ্ছাদকত্বাৎ ছন্দঃ। তচ্চ তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। প্রজাপতিরগ্নিমচিনুত। স ক্ষুরপবিভূত্বাতিষ্ঠৎ তং বিভ্যতোনোপায়ন্। তে ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বোপায়ন্। তে ছন্দসাং ছন্দস্ত্বমিতি। যদ্বাপমৃত্যুং বারয়িতুমাচ্ছাদয়তীতি ছন্দঃ। তদপি ছান্দোগ্যোপনিষদ্যাম্নাতং। দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যঃ। ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্। তে ছন্দোভিরাত্মানমাচ্ছাদয়ন্। যদেভিরাচ্ছাদয়ং-স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বমিতি॥ তথা দ্যোতনার্থদীব্যতিধাতুনিমিত্তদেবশব্দ ইত্যেতদাম্নায়তে। দিবা বৈ নোভূদিতি তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি। অতো দীব্যতীতি দেবঃ। মন্ত্রেণ দ্যোত্যত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ সূক্তে স্তূয়মানত্বাদগ্নির্দেবঃ। তথা চানুক্রমণিকায়ামুক্তং। মণ্ডলাদি-ষাগ্নেয়মৈন্দ্রাদিতি। তস্য সূক্তস্য প্রথমামৃচং ভগবান্ বেদপুরুষ আহ।

সায়ণাচার্য্যকৃতা বেদানুক্রমণিকা সমাপ্তা।

পাপকর্ম্ম হইতে ছাদন (আচ্ছাদন) করেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম ছন্দঃ। অথবা যিনি চীয়মান (মন্ত্রপূত) অগ্নির উত্তাপকে আচ্ছাদন করেন, তিনি ছন্দঃ। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণও এবম্প্রকার পাঠ করিয়া থাকেন। যথা,—প্রজাপতি, অগ্নিকে মন্ত্রপূত করিয়া প্রজ্বালিত করিলেন। সেই অগ্নি অতিশয় তেজস্বান্ হইল। তাঁহার দর্শনে ভীত হইয়া নিরুপায় দেবগণ, স্ব স্ব আত্মাকে ছন্দঃ-সমূহের দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক, আত্মরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই ছন্দঃ নাম হইয়াছে। কিম্বা অপমৃত্যু নিবারণ করিবার নিমিত্ত (প্রাণিদিগকে) আচ্ছাদন করে বলিয়া ছন্দঃ নাম হইয়াছে। ইহা ছান্দোগ্য নামক উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। যথা—দেবতাসকল, মৃত্যু হইতে ভীতিযুক্ত হইয়া (ঋক্-যজুঃ-সাম-স্বরূপিণী) ত্রয়ী-বিদ্যার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং ছন্দঃ-সমূহ দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। যেমন ছন্দঃ-সমূহ দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন বলিয়া ছন্দঃ নাম হইয়াছে; সেইরূপ, দ্যোতনার্থ দিব ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে,—"দিবা বৈ নোভূদিতি তদ্দেবানাং দেবত্বং" ইতি। এইজন্য যাঁহারা মন্ত্র দ্বারা দীপ্ত বা প্রকাশিত হয়েন, তাঁহাদিগকে দেবতা কহে। এই সূক্তে অগ্নিদেব স্তুত হইয়াছেন বলিয়া, অগ্নিই ইহার দেবতা। অনুক্রমণিকাতেও তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ঐন্দ্রযাগের নিমিত্ত মণ্ডলাদিতে, আগ্নেয়ই সূক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান বেদপুরুষ সেই সূক্তের প্রথম ঋক্ বলিতেছেন।

সায়ণাচার্য্যকৃত বেদানুক্রমণিকা সমাপ্ত।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং, প্রথমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। প্রথমোবর্গঃ।

* * *

আগ্নেয়-সূক্তং।

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের নাম—আগ্নেয়-সূক্ত। এই সূক্তে নয়টী ঋকে অগ্নিদেবতার স্তব আছে। অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয় বলিয়া, নিত্য সত্য সনাতন ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া, বেদ যে সম্পূজিত হন, ঐ এক আগ্নেয়-সূক্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। অনেক প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাকারী বলিয়া গিয়াছেন,—ঋগ্বেদের প্রথম কয়েকটী সূক্ত কিছু দুর্ব্বোধ্য এবং সেগুলি অতিক্রম করা বিশেষ আয়াসসাধ্য; কিন্তু সেগুলি অতিক্রম করিয়া যতই অগ্রসর হইবে, ততই অনুপম আনন্দ-রসে হৃদয় আপ্লুত হইবে। তাঁহার মতে,—ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তগুলি আরোহণী-স্বরূপ; সেই আরোহণী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই স্বর্গে উপনীত হইবে,—স্বর্গের সুধা, স্বর্গের পারিজাত করতলগত হইবে।

এ সিদ্ধান্ত যদিও সত্য; জ্ঞান-সমুদ্রের অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করিবে, স্তরে স্তরে সজ্জিত অমূল্য রত্নরাজি ততই অধিগত হইবে,—ইহা যদিও অবশ্যস্বীকার্য্য; কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে সূক্তগুলির অনুশীলন করিলে প্রথম হইতেই যে সে স্বর্গের সুষমা নয়নগোচর হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। স্থির-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে, কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্ত সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন,—যাহাকে স্বর্গের আরোহণী বলা হইয়াছে, সেখানেই স্বর্গের আরম্ভ। প্রাণারাম মনোজ্ঞ কি গভীর ভাব—ঐ আগ্নেয়-সূক্তের অভ্যন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে! সদ্গুরুর সহায়তা পাইলে, দূরে অগ্রসর হইবার অপেক্ষা করে না;—পুরোভাগেই আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ—ভ্রমরগুঞ্জিত কোকনদশোভিত স্বচ্ছ-সলিলপূর্ণ নির্ম্মল সরোবর—স্বতঃই নয়নপথে পতিত হয়।

যিনি যাদৃশী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হউন না কেন, আগ্নেয়-সূক্তে তাঁহার হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানালোক বিস্তার-পক্ষে সহায়তা করিবে। যিনি সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন,

যাঁহার অন্ধ-নয়ন চিরনিমীলিত রহিয়াছে; এ জ্ঞানালোকে তাঁহারও প্রাণে পুলক-সঞ্চার হইবে; যাঁহার নেত্র কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে, সম্মুখে তিনি সমুজ্জ্বল প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইবেন; পুনশ্চ, জ্ঞানরাজ্যে যিনি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার তো আর আনন্দের অবধিই রহিবে না! অবিশ্বাসী নাস্তিকও আপনার দৈনন্দিন কর্ম্মসজ্জের মধ্য দিয়া আগ্নেয়-সূক্তের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তবে তাঁহার সে অনুভূতি কেমন?—দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে পারা যায়, বিষের প্রাণনাশিকা শক্তি-বিষয়ে যে জন অজ্ঞ, অথবা অগ্নির দাহিকাশক্তি বিষয়ে যে জন অনভিজ্ঞ, বিষপান করিলে বা অগ্নিতে ঝম্প-প্রদান করিলে তাঁহার ফল সে যেমন সহজেই বুঝিতে পারে; বেদ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকারান্তরে সেইরূপ ফলই পাইয়া থাকেন। অন্যপক্ষে, প্রস্ফুট-গোলাপের সদগন্ধের বিষয় যে জন অবগত নহে, সে যদি ঘটনাক্রমে সে গোলাপের আঘ্রাণ গ্রহণ করে; তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার প্রাণে আনন্দের উদয় হয়। বেদাদি-শাস্ত্রের আলোচনাও সেইরূপ ফলপ্রদ। নাস্তিক্য-দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, ইহার এক দিক দৃষ্টিগোচর হইবে; আবার আস্তিক্য-দৃষ্টিতে ইহার অন্যদিক নেত্রপথে ভাসিয়া আসিবে। গভীর জ্ঞানের অধিকারী যিনি, তিনি উহার উভয় দিকই দেখিতে পাইবেন; এবং স্বরূপ বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।

আগ্নেয়-সূক্তে অগ্নিদেবতার স্তবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধুনাতন অনেকেই বলিয়া থাকেন,—উহা জড়োপাসকদিগের অগ্নি-পূজা; উহা অগ্নির দাহিকাশক্তিভয়ভীত অসভ্য বর্ব্বর জনের প্রকৃতি-পূজা। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যে জন যে দৃষ্টিতে দেখেন, তিনি সেই ভাবেই ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞান-রাজ্যের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, ঐ আগ্নেয়-সূক্তের অভ্যন্তরে তিনি অগ্নিদেবকে এক মূর্ত্তিতে দর্শন করিবেন; আবার যিনি জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অগ্নিদেব আর এক মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইবেন। পুনশ্চ, যিনি জ্ঞানরাজ্যের সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে অগ্নিদেব সম্পূর্ণ এক নূতন ভাবে বিকাশ পাইবেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে অগ্নি-পূজার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে,—জ্ঞানবৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে যে অশেষ বিতর্ক দেখিতে পাই, তাহারও কারণ আর কিছুই নহে; তাহার একমাত্র কারণ—স্তরে স্তরে পদবী পদবী ক্রমে আরোহণের সাহায্যে মানুষকে উন্নত-স্তরে উন্নীত-করণ। প্রথম স্তরে যাঁহারা অগ্নির পূজা করেন, অথবা যাঁহারা অগ্নিদেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অগ্নিদেবের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও বিভ্রমগ্রস্ত বলিতে পারি না। কেন-না, তাঁহারা ঐ প্রকার পূজা-পদ্ধতি-ক্রমে অগ্নিদেবের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। পূজা-পদ্ধতি-ক্রমে তাঁহাদের মনে আসিতে পারে—কে তিনি, যাঁর এই রূপ? প্রশ্ন উঠিতে পারে—কোথায় তিনি, তাঁর কি গুণ? এইরূপে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হইতে হইতে তন্ময়ত্ব ভাব সঞ্জাত হইতে পারে। তখন সেই গুণে গুণান্বিত, সেইরূপে রূপান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রতিমা-পূজায় উচ্চ আদর্শ—

ইহাই প্রতিমূর্ত্তি-পূজার মহান্ লক্ষ্য। হিন্দু যে জড় পুত্তলিকার পূজা করে না, হিন্দু যে প্রতিমায় জগন্ময়ী মাতার বা জগৎপাতা পিতা পরমেশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে, নিন্দকগণ তাহা না বুঝিতে পারিলেও, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

আগ্নেয়-সূক্তে আমরা কাহার স্তব করিতেছি? সে কি জড় অগ্নির? আধুনিক বিজ্ঞান অগ্নিকে জড় বলে না বটে; কিন্তু বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহারও অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া কি ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হয় নাই? সে কি এই সামান্য অগ্নির উপাসনা? যিনি অগ্নির অগ্নিত্ব, যিনি বায়ুর বায়ুত্ব, যিনি ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব,—সে কি সেই অগ্নির উপাসনা নহে? যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বর-রূপে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি দয়িতা; যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি মানব, যিনি গন্ধর্ব্ব; যিনি সর্ব্ব-রূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন;—এ অগ্নি কি তাঁহারই নামান্তর নহে?—এ উপাসনা কি তাঁহারই উপাসনা নহে? যদি কেবলমাত্র ঐ যজ্ঞকুণ্ডস্থ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই স্তোত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরোহিত, ঋত্বিক্, ধনাধিকারী, দাতা প্রভৃতি বিশেষণে কেমন করিয়া বিশেষিত করা যায়? পুত্র যেমন অনায়াসে পিতার ক্রোড়ে স্থান-লাভ করে, অগ্নির ক্রোড়ে সেরূপ স্থানলাভের আশা করিতে পারা যায় কি? ঐ অগ্নি দাতা বলিয়াই বা কি প্রকারে অভিহিত হইতে পারেন? উঁহার দ্বারা কেমন করিয়াই বা ধন-পুত্রাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে? এ সকল বর্ণনায় মনে হয় না কি, তিনি ঐ অগ্নির অতীত অপর এক অগ্নি—যাঁহাতে সকলই আছে? তাঁর নামের অন্ত নাই; অগ্নি তাই তাঁর একটী নাম। তাঁর রূপের অন্ত নাই; অগ্নি তাই তাঁর একটী রূপ। তাঁর গুণের অন্ত নাই; তাই তেজ তাঁর একটী গুণ। তাঁর শক্তির অন্ত নাই; তাই দাহিকা তাঁর একটী শক্তি। তাঁর প্রভার অন্ত নাই; তাই দীপ্তি তাঁর একটী প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে,—তিনি ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; তিনি এক রূপে অনন্ত নামে, আবার অনন্ত রূপে এক নামে, ওতঃপ্রোতঃ অবস্থান করিতেছেন। যখন জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁর; তখন অগ্নি-রূপে মর্ত্ত্যলোকে, সূর্য্যরূপে অন্তরীক্ষে এবং ইন্দ্রাদি দেবরূপে স্বর্গলোকে বিরাজমান আছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম চারি ভাবে বিকাশমান্। "চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি।" জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয়ে পরমাক্ষর। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখন তিনিই আদিত্য, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব, তিনিই অগ্নি।

অগ্নিরূপেই তিনি বিশ্ব-প্রকাশক। তাঁহার যে সেই বিভা, তাঁহার যে সেই দিব্যজ্যোতিঃ, তদ্দ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতি তাই ঘোষণা করিয়াছেন,—"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তিনি আলোকময়, তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া আছেন। আমরা যে জগৎকে দেখিতে পাই, মানুষ যে তাঁহাকে দেখিতে পায়, সে তাঁহারই আলোক-সাহায্যে। তিনি যদি জ্যোতিঃরূপে আলোক বিতরণ না করিতেন, তবে কি মানুষ জগৎকে দেখিতে পাইত?—না, তাঁহারই কোনও সন্ধান কেহ জানিতে পারিত? মনে করি, আমরা চক্ষু দ্বারা দর্শন করি; কিন্তু চক্ষুর কি শক্তি, সে দর্শন করাইতে পারে? যদি আলোক না

থাকিত—যদি জ্যোতিষ্মানের সহায়তা না পাইত, চক্ষু কি দেখিতে সমর্থ হইত? আঁধার—আঁধার—ঘোর অন্ধকারে তাহাকে ঘেরিয়া আছে। সৌভাগ্যক্রমে সে যেই জ্যোতির্ময়ের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়, সেই তো তাহার দৃষ্টিশক্তি স্ফুরণ করিয়া দেয়! এই জন্যই জগৎসবিতৃ সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"স্বধিক্ষাং প্রতিপন্ সূর্য্যো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।" সূর্য্যদেব কেবল নিজের মণ্ডলকে নিজে আলোকিত করেন না; জগৎকেও তিনি প্রকাশ করেন। সূর্য্যকে যে দেখি, সে-ও তাঁহারই প্রভায়; জগৎকে যে দেখি, সে-ও সূর্য্যেরই প্রভায়। যেমন বহির্জগতে, তেমনই অন্তর্জগতে। এই যে অগ্নি,—এই অগ্নি যাঁহার ভাতি-বিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদয় হন; তাঁহাকে যখন অন্তরে অনুভব করিতে পারি; তখনই অন্তরের আঁধার দূরীভূত হয়,—অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়,—হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করে। আগ্নেয়-সূক্তে সেই অগ্নিরই স্তব করা হইয়াছে, যে অগ্নি বিশ্বপ্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন—যে অগ্নি জগদালোকরূপে জগতের আঁধার দূর করিতেছেন। আবার এ অগ্নি—সেই অগ্নি, যে অগ্নি জ্ঞানাগ্নি-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে চিনিতে হইলে, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে জানিবে—কাহার সাহায্যে তাঁহাকে চিনিবে? শ্রুতি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—যিনি সকলকে জানাইয়া থাকেন, তাঁহাকে জানিবে কি প্রকারে? তিনি ভিন্ন তাঁহাকে জানাইবার উপায় আর কি আছে? "যেনৈব জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাং।" কি প্রকারে জানিবে তাঁহারে? তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে জানা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? "বিজ্ঞাতারং কেন বিজ্যাৎ অরে কেন বিজ্যাৎ?" তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার বিভূতি দ্বারাই তাহা জানিতে পারা যায়। অগ্নি—তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির বিকাশ। অগ্নি-স্তবের লক্ষ্য—অগ্নিকে জানিলেই তাঁহার স্বরূপ জানা হয়।

অধুনা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া নিষ্কাম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যে বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়াছে, ভগবন্মুখপঙ্কজ-বিনিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অমূল্য বাণী অধুনা দিকে দিকে বিঘোষিত হইতেছে, তাহারই বা মূল অনুসন্ধান করিলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? সে কি এই আগ্নেয়-সূক্তেরই—'অগ্নিমুখেন দেবাঃ খাদন্তি' ইত্যুক্তিমূলক যজ্ঞবিধিরই অনুবর্ত্তন নহে? যাজ্ঞিক যখন স্বচ্ছন্দে যজ্ঞাগ্নিমুখে চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় উপাদেয় খাদ্যাদি আহুতি প্রদান করিতে অভ্যস্ত হন; বহুমূল্য ধনরত্ন বিত্ত-বিভবের প্রতি তিনি যখন মমতাশূন্য হইয়া আনন্দ-সহকারে তৎসমুদায় অগ্নিমুখে সমর্পণ করিতে সমর্থ হন; আর সকলই অগ্নিমুখে দগ্ধী-ভূত ভস্মসাৎ হইলে, তজ্জন্য তাঁহার মনে যখন কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হয় না; পরন্তু যখন তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অবিকার-চিত্ত হইতে পারেন; তখনকার তাঁহার সে কার্য্য, সে ভাব সে অবস্থা নিষ্কাম-ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে কি? যে জন আগুনে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারেন; অপিচ, সমর্পিত সমস্ত সামগ্রী ভস্ম হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করেন; নিষ্কাম-ধর্ম্মের আদর্শ তাঁহার নিকট নহে তো আর কোথায় আছে? সেই নিষ্কাম নিস্পৃহ নির্লিপ্ত কর্ম্মের দ্বারাই কি মানুষ বিশ্বসেবায় পরসেবায় অনুপ্রাণিত হইতে শিখে না? তাই বলি, অগ্নিপূজা—যজ্ঞকর্ম্ম,

সেই আদি স্তর—সেই ভিত্তিভূমি,—যাহার উপর গীতার এই নিষ্কাম-ধর্ম্ম-সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;—অথবা, সে সেই মূল-প্রস্রবণ, যেখান হইতে মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় নিষ্কাম-ধর্ম্মের পূত-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। অগ্নি-পূজা—যজ্ঞকর্ম্মের মধ্য দিয়াই সংসার নিষ্কাম-কর্ম্মের দিব্যজ্যোতিঃ দেখিতে পায়। যাঁহারা কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন, কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারেন না; অগ্নি-দেবের উপাসনায় যাজ্ঞিক কর্ম্মে তাঁহাদের কর্ম্মানুশীলনী ও জ্ঞানানুশীলনী উভয় বৃত্তিই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আগ্নেয়-সূক্তের সার্থকতা—সেই মহদুদ্দেশ্য-সাধনে। আগ্নেয়-সূক্তের সার্থকতা—মনুষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তির ও চিত্তবৃত্তির যুগপৎ উৎকর্ষ-বিধানে। আগ্নেয়-সূক্তের সার্থকতা—নিষ্কাম-ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব-উদ্ঘাটনে।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে প্রথমং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দাঃ। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য আগ্নেয়সূক্তস্য ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং॥ ১॥

পদবিশ্লেষণং।

ওঁ অগ্নিং। ঈলে। পুরঃহিতং। যজ্ঞস্য। দেবং। ঋত্বিজং।
হোতারং। রত্নঃধাতমং। ১॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

যজ্ঞস্য (যাগাদিরূপ বৈদিক-কর্ম্মণঃ) পুরোহিতং (আহবনীয়রূপেণ সম্মুখেঽবস্থিতং, যজমানস্য অভীষ্টসাধকং বা) হোতারং (দেবানামাহ্বানকর্ত্তারং) ঋত্বিজং (সঙ্কল্পিতফল-সাধকং) রত্নধাতমং (যজ্ঞস্য ফলরূপরত্নধারিণং, যাগফলরূপধনস্য পোষণকর্ত্তারং বা)

দেবং (দীপ্তিমন্তং, দানাদিগুণযুক্তং) অগ্নিং (বহ্নিং, তেজোময়ং চৈতন্যস্বরূপং বা) ঈলে (স্তৌমি, ঈড়ে ইতি পাঠান্তরঃ) অহমিতি শেষঃ। ১।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেবতার পূজা করি। তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনি ঋত্বিক, তিনি হোতা, তিনি দেবতা, তিনি শ্রেষ্ঠ-রত্নের অধিকারী।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

অগ্নিনামকং দেবমীলে। স্তৌমি। ঈড় স্তুতৌ। ধা° ২৪।১। ইতি ধাতুঃ। ড়কারস্য লকারো বহ্বৃচাধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রাপ্তঃ। তথাচ পঠ্যতে। অজ্‌মধ্যস্থড়কারস্য লকারং বহ্বৃচা জগুঃ। অজ্‌মধ্যস্থঢ়কারস্য হ্লকারং বৈ যথাক্রমমিতি॥ মন্ত্রস্য হোত্রা প্রযোজ্যত্বাদহং হোতা স্তৌমীতি লভ্যতে। কীদৃশমগ্নিং। যজ্ঞস্য পুরোহিতং। যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতস্তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথাগ্নিরপি যজ্ঞস্যাপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি। যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগ আহবনীয়রূপেণাবস্থিতং। পুনঃ কীদৃশং। দেবং। দানাদিগুণযুক্তং। পুনঃ কীদৃশং। হোতারমৃত্বিজং। দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃনামকঋত্বিগগ্নিরেব। তথা চ শ্রূয়তে। অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতেতি। পুনরপি কীদৃশং। রত্নধাতমং। যাগফলরূপাণাং রত্নানামতিশয়েন ধারয়িতারং পোষয়িতারং বা। অত্রাগ্নিশব্দস্য যাস্কো বহুধা নির্ব্বচনং দর্শয়তি। নি°. ৭।১৪। অথাতোঽনুক্রমিষ্যামোঽগ্নিঃ পৃথিবীস্থানস্তং প্রথমং ব্যাখ্যাস্যামোঽগ্নিঃ কস্মাদগ্রণীর্ভবত্যগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তেঽঙ্গং নয়তি সংনমমানোঽক্লোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবির্নক্লোপয়তি ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্যআখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিরিতাদক্তাদ্দগ্ধাদ্বা নীতাৎ স খল্বেতেরকারমাদত্তে গকারমনক্তের্বা দহতেব্বা নীঃ পরস্তস্যৈষা ভবতীতি। অগ্নিমীল ইতি। অস্যায়মর্থঃ। সামান্যেন সর্ব্বদেবতানাং লক্ষণস্যাভিহিতত্বাদনন্তরং যতঃ প্রতিপদং বিশেষেণ বক্তব্যত্বমাকাঙ্ক্ষিতমতোঽনুক্রমেণ বক্ষ্যামঃ। তত্র পৃথিবীলোকে স্থিতোঽগ্নিঃ প্রথমং ব্যাখ্যাস্যতে। কস্মাৎ প্রবৃত্তিনিমিত্তাদগ্নিশব্দেন দেবতাভিধীয়ত ইতি প্রশ্নস্যাগ্রণীরিত্যাদিকমুত্তরং। দেবসেনামগ্রে স্বয়ং নয়তীত্যগ্রণীঃ। এতদেকমগ্নিশব্দস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তং। তথা চ ব্রাহ্মণান্তরং। অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানীরিতি। এতদেবাভিপ্রেত্য বহ্বৃচা মন্ত্রব্রাহ্মণে আমনন্তি। অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানামিতি মন্ত্রঃ। অগ্নির্বৈ দেবানামবম ইতি ব্রাহ্মণং। তথা তৈত্তিরীয়াশ্চামনন্তি। অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতানামিতি মন্ত্রঃ। অগ্নিরবমো দেবতানামিতি চ। বাজসনেয়িনস্ত্বেবমামনন্তি। স বা এযোঽগ্রে দেবতানামজায়ত তস্মাদগ্নির্নামেতি। যজ্ঞেষগ্নিহোত্রেষ্টিপশুসোমরূপেষ্বগ্রং পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্যাহবনীয়দেশং প্রতি গার্হপত্যাৎপ্রণীয়ত ইতি দ্বিতীয়ং প্রবৃত্তিনিমিত্তং। সংনীয়মানঃ সম্যক্ স্বয়মেব প্রহ্বীভবন্নঙ্গং স্বকীয়ং শরীরং নয়তি কাষ্ঠদাহে হবিঃপাকে চ প্রেরয়তীতি তৃতীয়ং প্রবৃত্তিনিমিত্তং। স্থূলাষ্ঠীবিনামকস্য মহর্ষেঃ পুত্রো নিরুক্তকারঃ কশ্চিদক্লোপন ইত্যগ্নিশব্দং নিবক্তি। তত্র ন

স্নেপয়তীত্যুক্তে ন স্নেহয়তি। কিন্তু কাষ্ঠাদিকং রূক্ষয়তীত্যুক্তং ভবতি। শাকপূণি-নামকো নিরুক্তকারো ধাতুত্রয়াদগ্নিশব্দনিষ্পত্তিং মন্যতে। ইত ইণ্ গতৌ। ধা০ ২৪।৩৬। ইতি ধাতুঃ। অক্তোঽঞ্জূ ব্যক্তিম্রক্ষণগতিষু। ধা০ ২৯।২১। ইতি ধাতুঃ। দগ্ধো দহভস্মীকরণে। ধা০ ২৩।২২। ইতি ধাতুঃ। নীতো নীঞ্ প্রাপণে। ধা০ ২২।৫। ইতিধাতুঃ। অগ্নিশব্দো হ্রকারগকারনিশব্দানপেক্ষমাণ এতিধাতোরুৎপন্নাদয়নশব্দাদকারমাদত্তে। অনক্তিধাতুগতস্য ককারস্য গকারাদেশং কৃত্বা তমাদত্তে। যদ্বা দহতিধাতুজন্যাদ্দগ্ধশব্দাদ্‌গকারমাদত্তে। নীরিতি নয়তিধাতুঃ। স চ হ্রস্বো ভূত্বা পরো ভবতি। ততো ধাতুত্রয়ং মিলিত্বাগ্নিশব্দো ভবতি। যজ্ঞভূমিং গত্বা স্বকীয়মঙ্গং নয়তি কাষ্ঠদাহে হবিঃপাকে চ প্রেরয়তীতি সমুদায়ার্থঃ। তস্যাগ্নিশব্দার্থস্য দেবতাবিশেষস্য প্রাধান্যেন স্তুতিপ্রদর্শনায়ৈষাগ্নিমীল ইত্যৃগ্ ভবতীতি। তামেতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। অগ্নিমীলেঽগ্নিং যাচামীলিরধ্যেষণাকর্ম্মা পূজাকর্ম্মা বা পুরোহিতো ব্যাখ্যাতো যজ্ঞস্য দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা। হোতারং হ্বাতারং জুহোতের্হোতেত্যৌর্ণবাভো রত্নধাতমং রমণীয়ানাং ধনানাং দাতৃতমং। নি০ ৯।৫। ইতি। অস্যায়মর্থঃ। ঈড়তিধাতোঃ স্তুত্যর্থত্বং প্রসিদ্ধং। ধাতূনামনেকার্থত্বমিতি ন্যায়মাশ্রিত্য যাচ্ঞাধ্যেষণাপূজা অপ্যত্রোচিতত্বাত্তদর্থতয়া ব্যাখ্যাতাঃ। পুরোহিতশব্দো দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে। নি০ ২।১২। যদ্দেবাপিঃ শংতনবে পুরোহিত ইত্যেতামৃচমুদাহৃত্য পুর এনং দধতীতি ব্যাখ্যাতঃ। তৈত্তিরীয়াশ্চ পৌরোহিত্যে স্পর্দ্ধমানস্য পশ্বনুষ্ঠানং বিধায় তৎফলত্বেন পুর এনং দধত ইত্যামনন্তি। দেবশব্দো দানদীপনদ্যোতনানামন্যতমমর্থমাচষ্টে। যজ্ঞস্য দাতা দীপয়িতা দ্যোতয়িতায়মগ্নিরিত্যুক্তং ভবতি। দীপনদ্যোতনয়োরেকার্থত্বেঽপ্যস্তি ধাতুভেদঃ। যদ্যপ্যগ্নিঃ পৃথিবীস্থানস্তথাপি দেবান্ প্রতি হবির্বহনাদ্দ্যুস্থানো ভবতি। দেবশব্দদেবতাশব্দয়োঃ পর্য্যায়ত্বান্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যা কাচিদগ্নিব্যতিরিক্তা দেবতা নান্বেষণীয়া। হোতৃশব্দস্য হ্বয়তিধাতোরুৎপন্নত্বেন দেবানামাহ্বাতারমিতি। ঔর্ণবাভনামকস্তু মুনির্জুহোতিধাতোরুৎপন্নো হোতৃশব্দ ইতি মন্যতে। অগ্নেশ্চ হোতৃত্বং হোমাধিকরণত্বেন দ্রষ্টব্যং। রত্নশব্দো দ্বিতীয়াধ্যায়ে মঘমিত্যাদিষষ্টাবিংশতৌ ধননামসু পঠিতঃ। রমণীয়ত্বাত্রত্নত্বং। দধাতিধাতুরত্র দানার্থবাচীতি। তদিদং নিরুক্তকারস্য যাস্কস্য মন্ত্রব্যাখ্যানং॥ অথ ব্যাকরণপ্রক্রিয়োচ্যতে। অগিধাতোর্গত্যর্থাৎ। ধা০ ৫।৩৮। অঙ্গের্নলোপশ্চেত্যৌণাদিকসূত্রেণ। উ০ ৪।৫১। নিপ্রত্যয়ঃ। ইদিত্বান্নুমাগমেন প্রাপ্তস্য নকারস্য। পা০ ৭।১।৫৮। লোপশ্চ ভবতি। অঙ্গতি স্বর্গে গচ্ছতি হবির্নেতুমিত্যগ্নিঃ। তত্র ধাতোঃ। পা০ ৬।১।১৬২। ইত্যকার উদাত্তঃ। আদ্যুদাত্তশ্চ। পা০ ৩।১।৩। ইতি প্রত্যয়গত ইকারোঽপ্যুদাত্তঃ। অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং। পা০ ৬।১।১৫৮। ইতি স্বরয়োরন্যতরমুদাত্তমবশেষয়েতরস্যানুদাত্তত্বং প্রাপ্তং। তত্র ধাতুস্বরে প্রথমতোঽবস্থিতে সতি পশ্চাদুপদিশ্যমানঃ প্রত্যয়স্বরোঽবশিষ্যতে। সতি শিষ্টস্বরো বলীয়ান্। পা০ ৬।১।১৫৮।১। ইতি হি ন্যায়ঃ। ততোঽন্তোদাত্তমগ্নিপ্রাতিপদিকং। অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ। পা০ ৩।১।৪। ইত্যমিত্যেতদ্দ্বিতীয়ৈকবচনমনুদাত্তং। অমি পূর্ব্বঃ। পা০ ৬।১।১০৭। ইতি স্বপূর্ব্বরূপং তদুদাত্তমেকদেশউদাত্তেনোদাত্তঃ। পা০ ৮।২।৫। ইতি সূত্রিতত্বাৎ। অগ্নিশব্দো ধাতুজন্যেতি মতে সেয়ং প্রক্রিয়া সর্ব্বাপি দ্রষ্টব্যা। যতস্বরং যাস্কেন প্রদর্শিতং। নামান্যাখ্যাতজানীতি

শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ। ন সর্ব্বাণীতি গার্গ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে। নি° ১।১২। ইতি। গার্গ্যস্য মতেঽগ্নিশব্দস্যাখণ্ডপ্রাতিপদিকত্বাৎ ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ। ফি° ১।১। ইত্যন্তোদাত্তত্বং। পূর্ব্বোক্তেষগ্রণীরিত্যাদিনির্ব্বচনেষু প্রকৃতিপ্রত্যয়াগ্নশেষপ্রক্রিয়া যথোচিতং কল্পনীয়া। এতদেবাভিপ্রেত্য যাস্ক আহ। অথ নির্ব্বচনং। তদ্যেষু পদেষু স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাং তথা তানি নির্ব্রূয়াদথানন্বিতেঽর্থেঽপ্রাদেশিকে বিকারেঽর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত কেনচিদ্বৃত্তিসামান্যেনাবিদ্যমানে সামান্যেঽপ্যক্ষরবর্ণসামান্যান্নির্ব্রূয়াৎ ন ত্বেব ন নির্ব্রূয়াৎ। নি° ২।১। ইতি। অস্যায়মর্থঃ। তত্তত্র নির্ব্বচনীয়পদসমূহমধ্যে যেষগ্ন্যাদিপদেষু পূর্ব্বোক্তরীত্যা স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ ব্যাকরণসিদ্ধৌ স্যাতাং। স্বর উদাত্তাদিঃ। সংস্কারো নিপ্রত্যয়াদিঃ। কিং চ তৌ স্বরসংস্কারৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাং। শব্দস্যৈকদেশঃ পূর্ব্বোক্তোঽগিধাতুঃ প্রদেশঃ। তত্র ভবো গুণোগতিরূপোঽর্থঃ। তেনান্বিতৌ। তান্যগ্ন্যাদিপদানি তথা ব্যাকরণানুসারেণ নির্ব্রূয়াৎ। তচ্চ নির্ব্বচনমস্মাভিঃ প্রদর্শিতং। অথ পূর্ব্বোক্তবৈলক্ষণ্যেন কশ্চিৎ স্বেন বিবক্ষিতোঽর্থো নান্বিতস্তস্মিন্ শব্দেঽনুগতো ন ভবেৎ। তস্যৈব ব্যাখ্যানমপ্রাদেশিকে বিকার ইতি। অগ্রনয়নাদিরূপঃ ক্রিয়াবিশেষো বিকারঃ। স চ প্রদেশেনাগ্নিশব্দৈকদেশেনাত্র নাভিধীয়ত ইত্যপ্রাদেশিকঃ। এবং সতি যঃ পুমানর্থনিত্যঃ স্ববিবক্ষিতেঽর্থে নিয়তো নির্ব্বন্ধবান্। ব্রাহ্মণানুসারেণ বা দেবতান্তরবিশেষণত্বেন যোজয়িতুং বা স নির্ব্বন্ধঃ। তদানীং স পুমান্ কেনচিদ্বৃত্তিসামান্যেন স্ববিবক্ষিতমর্থং পরীক্ষেত। তস্মিন্ শব্দে যোজয়েৎ। বৃত্তিঃ ক্রিয়া। তদ্রূপেণ সামান্যং সাদৃশ্যং অস্মাভিশ্চাগ্রনয়নাদিরূপং ক্রিয়াত্বসামান্যমুপজীব্যাগ্রণীত্বাদ্যর্থো যোজিতঃ। তদিদং যাস্কাভিমতং নির্ব্বচনং। স্থৌলাষ্ঠীবিরক্ষরসাম্যান্নির্ব্বক্তি। অক্রোপনশব্দস্যাদৌ নিষেধার্থমকাররূপমক্ষরং বিদ্যতে অগ্নিশব্দস্যাপ্যাদাবকারোঽস্তি। তদিদমক্ষরসাম্যং। শাকপূণিস্তু বর্ণসাম্যান্নিব্রূ তে। দগ্ধশব্দাগ্নিশব্দয়োর্গকারবর্ণেন সাম্যং। সর্ব্বথাপি নির্ব্বচনং ন ত্যাজ্যমিতি॥ ঈল ইত্যেতৎপদং কৃৎস্নমপ্যনুদাত্তং। তিঙ্ঙতিঙঃ। পা° ৮।১।২৮। ইত্যতিঙন্তাদগ্নিশব্দাৎ পরস্যেল ইত্যস্য তিঙন্তস্য নিঘাতবিধানাৎ। পদদ্বয়সংহিতাকালে ঈকারস্য ধাতুগতস্যোদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ। পা° ৮।৪।৬৬। ইতি স্বরিতত্বং। তস্মাদূর্দ্ধভাবিন একারস্য তিঙ্প্রত্যয়রূপস্য স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্। পা° ১।২।৩৯। ইত্যেকশ্রুত্যং প্রচয়নামকং ভবতি। পুরঃশব্দোঽন্তোদাত্তঃ। অয়ং পুরো ভব ইত্যত্র তথৈবাম্নাতত্বাৎ। পূর্ব্বাধরাবরাণামসিপুরধবশ্চৈষাং। পা° ৫।৩।৩৯। ইতি পূর্ব্বশব্দাদসি প্রত্যয়ঃ পুরাদেশশ্চ। ততোঽত্র প্রত্যয়স্বরঃ। পা° ৩।১।৩। ধাঞো নিষ্ঠায়াং দধাতের্হিঃ। পা° ১।৪।৪২। ইত্যাদেশে সতি প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তো হিতশব্দঃ। তত্র সমাসান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে। পাঃ ৬।১।২২৩। তদপবাদত্বেন তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা। পা° ৬।২২। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা পুরোঽব্যয়ং। পাঃ ১।৪।৬৯। ইতি গতিসংজ্ঞায়াং গতিরনন্তরা। পা° ৬।২৪।৯। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তত ঔকার উদাত্তঃ। অবশিষ্টানামনুদাত্তস্বরিতপ্রচয়াঃ পূর্ব্ববদ্ দ্রষ্টব্যাঃ। আদ্যাক্ষরস্য সংহিতায়াং প্রচয়প্রাপ্তৌ। পা° ১।২।৩৯। ইত্যুদাত্তস্বরিত পরস্য সন্নতরঃ। পাঃ ১।২।৪০। ইত্যতিনীচোঽনুদাত্তঃ। যদ্যপি পদকালে হিতশব্দান্তর্গতস্যেকারস্য স্বরিতত্বং তুল্যভমুদাত্তপরত্বাভাবাৎ। মাত্রা

হ্রস্বত্বাবদবগ্রহান্তরমিতি। প্রা° ১।৩১। প্রাতিশাখ্যেঽবসানবিধানাৎ। তৈত্তিরীয়া অনুদাত্ত-মেবাভিধীয়তে। তথাপি যথা সন্ধীয়মানানামনেকীভবতাং স্বরঃ। উপদিষ্টস্তথা কিন্তা-দক্ষরাণামবগ্রহে। প্রা° ৩।৩৫। ইতি প্রাতিশাখ্যেঽভিদেশাদিষ্টসিদ্ধিঃ। যজ যাচেত্যাদিনা। পা° ৩।৩।৯। যজতের্নঙ্‌প্রত্যয়ে সত্যন্তোদাত্তো যজ্ঞশব্দঃ। বিভক্তেঃ সুপ্‌স্বরেণানুদাত্তত্বে। সতি। পাঃ ৩।১।৪। পশ্চাৎ স্বরিতত্বং। দেবশব্দঃ পচাদ্যজন্তঃ। পাঃ ৩।১।১৩৪। স চ ফিট্‌স্বরেণ। ফি° ১।১। প্রত্যয়স্বরেণ। পা° ৩।১।৩। চিৎস্বরেণ। পা° ৬।১।১৬৩। বাহ্যোদাত্তঃ। ঋত্বিক্‌শব্দঃ ঋতৌ যজতীতিবিগ্রহে সত্যৃক্‌গ্‌দধৃক্। পা° ৩।২।৫৯। নিপাতিতঃ। গতি-কারকোপপদাৎকৃৎ। পা° ৬।৩।১৩৯। ইতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণান্তোদাত্তঃ। বিভক্তিস্বরঃ পূর্ব্ববৎ। হোতৃশব্দস্তৃন্‌প্রত্যয়ান্তঃ। পাঃ ৩।২।১৩৫। নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। স্বরিতপ্রচয়ৌ পূর্ব্ববৎ। রত্নশব্দো নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য। ফিঃ ২।৬। ইত্যুদাত্তঃ। তথাচাম্নায়তে। রত্নং ধাতেতি। রত্নানি দধাতীতি বিগ্রহঃ। সমাসস্যাদন্তোদাত্তো রত্নধাশব্দঃ। যথা কৃদুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরঃ তমপ্‌প্রত্যয়স্য। পাঃ ৩।৫।৫৫। পিৎস্বরেণানুদাত্তে সতি। পা° ৩।১।৪। স্বরিতপ্রচিতৌ সংহিতায়ামাদ্যাক্ষরস্য প্রচয়ো দ্বিতীয়াক্ষরস্য সন্নতরত্বমিতি। বেদাবতার আম্নায়া ঋচোঽর্থশ্চ প্রপঞ্চিতঃ। বিস্তারতং বেদগাম্ভীর্য্যমথ সংক্ষিপ্য বর্ণ্যতে॥ ১॥

* * *

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নি নামক দেবতার স্তুতি করি। স্তুতি বাচক ঈড় ধাতুর ড়-কার স্থানে ল-কার হয়, ইহা বহ্বৃচ্‌-সম্প্রদায়ের (বেদবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর) কথানুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অচ্‌ অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যবর্ত্তী ড়-কার ও ঢ়-কার স্থানে যথাক্রমে ল-কার ও ল্হ-কার (ড় স্থানে ল ও ঢ় স্থানে ল্হ) হয়, এ কথা তাঁহারা বহু বার বলিয়াছেন। হোতা কর্ত্তৃক মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে, এই হেতু 'হোতা আমি স্তব করিতেছি'—ইহা পাওয়া যাইতেছে। অগ্নি কিরূপ? (ইহা উপলব্ধির জন্য কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা অগ্নির স্বরূপ বিবৃত হইতেছে।) অগ্নি, যজ্ঞের পুরোহিত। যেমন রাজার পুরোহিত তাঁহার মনের অভিলাষ পূরণ করেন, তদ্রূপ অগ্নিও যজ্ঞের প্রয়োজনীয়ভূত হোমকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন; অথবা, আহবনীয়রূপে অর্থাৎ আহুতি প্রদানের উপযোগী যজ্ঞাগ্নিরূপে যজ্ঞের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত থাকেন। পুনরায় কিরূপ? দেব অর্থাৎ দানাদিগুণযুক্ত। পুনরায় কিরূপ? হোতা ঋত্বিক্; যেহেতু, একমাত্র অগ্নিই যজ্ঞস্থলে দেবগণকে আহ্বান করিবার জন্য হোতা নামক ঋত্বিগ্‌রূপে বিদ্যমান। "অগ্নিই দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা", ইহা শাস্ত্রান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় কিরূপ? রত্নধাতম; অর্থাৎ, যিনি যজ্ঞফলরূপ রত্নরাজি অতিরিক্তভাবে ধারণ বা পোষণ করেন। এস্থলে যাস্ক ঋষি অগ্নি শব্দের নিশ্চয়ার্থ বহু প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন; অতঃপর যথাক্রমে তাহা ব্যক্ত হইবে। যে অগ্নি ভূলোকে অবস্থিত, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই ব্যাখ্যা করিব। কি জন্যই বা অগ্নি, অগ্রণী অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছেন? যজ্ঞে হুত পদার্থের অগ্রভাগ দেবতা সন্নিধানে লইয়া যান, এবং হবির্বহন কালে স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন হয়েন

না, এই কথা স্থৌলাষ্ঠীবি ঋষি বলিয়াছেন। শাকপূণি বলিয়াছেন যে, তিনটি ধাতু হইতে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইৎ (ইণ্), অক্ত (অঞ্জ্) বা দগ্ধ (দহ্) এবং নীত (নী—হ্রস্বে নি);—এই তিন ধাতু হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন 'অ'-কার, 'গ'-কার ও 'নি' এই তিন বর্ণ সংযোগেই অগ্নি শব্দের উৎপত্তি। "অগ্নিমীলে" এই মন্ত্রের অর্থ এখন বিবৃত করা যাইতেছে। সকল দেবতারই লক্ষণ সামান্যভাবে কথিত হওয়ার পর প্রতি পদে বিশেষভাবে কথনের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতেছে বলিয়া, তাহাও যথাক্রমে সুস্পষ্ট-ভাবে বলিব। এস্থলে, এই পৃথিবী-লোকে অবস্থিত অগ্নির ব্যাখ্যাই প্রথমে করিব। কোন্ প্রবৃত্তি-সিদ্ধির জন্য অগ্নি দেবতা বলিয়া অভিহিত হইতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর, "অগ্রণী" ইত্যাদি দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। নিজেই দেবসেনাকে অগ্রে আনয়ন করেন বলিয়া অগ্রণী শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাই অগ্নি-শব্দকে দেবতারূপে নির্দ্দেশ করিবার, একটি প্রবৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু। ব্রাহ্মণান্তরেও উক্ত আছে;—একমাত্র অগ্নিই দেবগণের সেনাপতি। এই অভিপ্রায়েই বহ্বৃচ-মণ্ডলী মন্ত্র-ব্রাহ্মণে (মন্ত্র-নির্দ্দেশক ব্রাহ্মণ নামক বৈদিক গ্রন্থে) 'অগ্নিই সকল দেবতার মুখস্বরূপ ও সর্ব্ব-দেবতার প্রথম,'—এই মন্ত্র বলিয়া থাকেন। অগ্নিই দেবগণের রক্ষক ও আদিস্থানীয়,—এ কথা বেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-ভাগে কথিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণও "অগ্নি দেবগণের প্রথম ও প্রধানস্থানীয়" সর্ব্বাগ্রে এই মন্ত্র বলিয়া থাকেন। তিনিই সেই অগ্নি—যিনি সকল দেবতার অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছেন; তজ্জন্যই তাঁহার নাম অগ্নি;—এই কথা বাজসনেয়িগণও বলিয়া থাকেন। অগ্নি যে দেবতা, তাহার দ্বিতীয় হেতু (প্রবৃত্তি নিমিত্ত) এই যে, পশুরূপ অগ্নিহোত্র ও সোমরূপ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে গার্হপত্যাগ্নি হইতে পূর্ব্বভাগে আহবনীয় প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া অগ্নি প্রণয়ন অর্থাৎ স্থাপন করা হয়। অগ্নি শব্দের দেবত্ব-নির্দ্দেশের তৃতীয় হেতু এই যে, তিনি দেবতা সমীপে স্বয়ং হবির্বহনকালে নম্রভাবে নিজদেহ, কাষ্ঠদাহ ও চরুপাক কার্য্যে প্রেরণ করেন। স্থুলাষ্ঠীবি নামক মহর্ষি-পুত্র নিরুক্তকার বলিয়াছেন যে, যিনি স্নিগ্ধ নহেন, তিনিই অগ্নি। তাঁহার স্নেহগুণ নাই; তিনি কাষ্ঠাদিকে রুক্ষ অর্থাৎ শুষ্ক করিয়া থাকেন। শাকপূণি নামক নিরুক্তকার ধাতুত্রয় হইতে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। গত্যর্থ (ইৎ) ইণ্ ধাতু, ব্যক্তি (প্রকাশ) ম্রক্ষণ ও গতি অর্থ বোধক (অক্ত) অঞ্জ্ ধাতু, ভস্মীকরণার্থ (দগ্ধ) দহ ধাতু এবং প্রাপণার্থ (নীঞ্ ধাতু)—অগ্নি-শব্দের উৎপত্তির মূল। অপিচ, অগ্নি শব্দ অ-কার, গ-কার ও নি শব্দের অপেক্ষা না করিয়া, ইণ্ ধাতূৎপন্ন অয়ন শব্দ হইতে অ-কার প্রাপ্ত হইতেছে, অনূজ্ ধাতুগত ক-কার স্থানে আদিষ্ট গ-কার প্রাপ্ত হইতেছে, অথবা দহ ধাতূৎপন্ন দগ্ধ শব্দ হইতে গ-কার প্রাপ্ত হইতেছে, এবং অবশেষে প্রাপণার্থ নী-ধাতু হ্রস্ব হইয়া নি প্রাপ্ত হইতেছে; এইরূপে এই তিনটি ধাতু মিলিত হইয়া অগ্নি শব্দ সুনিষ্পন্ন হইতেছে। যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া কাষ্ঠদাহ-কার্য্যে ও চরুপাককার্য্যে স্বীয় অঙ্গকে নিয়োগ করেন, ইহাই ফলিতার্থ। অগ্নি শব্দের উক্তরূপ অর্থবোধক দেবতা-বিশেষের বিশেষভাবে স্তুতি-প্রকাশের উদ্দেশ্যেই "অগ্নিমীলে" এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছে। যাস্ক ঋষি সেই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—'অগ্নিমীলে' অর্থাৎ

অগ্নিকে যাচ্ঞা করি। তিনি, ঈলে ধাতুর অর্থ অধিকভাবে প্রার্থনা করা, বা পূজা করা—এই কথা বলিয়াছেন। তাহা হইতে অতিশয় প্রার্থনাকারী বা পূজাকরণশীল পুরোহিত এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে। "যজ্ঞস্য দেবং" অর্থাৎ যজ্ঞের দেবতা। দানহেতু, দীপ্তিমত্ত্বহেতু অথবা প্রকাশন-হেতু, কিম্বা স্বর্গই হইয়াছে বসতিস্থান তাঁর, সেই হেতুই, তিনি দেব—অগ্নির বিশেষণ। "হোতারং" অর্থাৎ আহ্বানকারী, এটিও অগ্নির বিশেষণ। হু ধাতুর উত্তর তৃণ্ প্রত্যয় করিয়া হোতা শব্দ নিষ্পন্ন হয়, এ কথা ঔর্ণবাভ বলিয়াছেন। "রত্নধাতমং" অর্থাৎ রমণীয় রত্নরাজি-দানকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এ শব্দটিও অগ্নির বিশেষণ। ঈড় ধাতু স্তুত্যর্থে প্রসিদ্ধ; ধাতুর অনেকার্থ হইয়া থাকে—এই ন্যায়কে আশ্রয় করিয়া ঈড় ধাতুর যাচ্ঞা, অধ্যেষণা ও পূজা অর্থও হইতে পারে। এই হেতু ঐ ঐ অর্থেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিরুক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে "যদ্দেবাপিঃ শং তনবে পুরোহিত" এই মন্ত্রের উদাহরণ দিয়া সকল কার্য্যে অগ্রগামিত্ব অর্থে পুরোহিত শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি শ্রেষ্ঠত্ব-লাভের জন্য স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, এবং পশুযাগের অনুষ্ঠান-জনিত ফলদান করিয়া যিনি অগ্রে উল্লেখার্হ হয়েন, তিনিই পুরোহিত। দেব শব্দ দ্বারা দান, দীপ্তি এবং প্রকাশ এই তিনের মধ্যে যে কোনও একটি অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব অগ্নিই যজ্ঞের ফলদানকারী, দীপ্তিদানকারী ও প্রকাশক, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। দীপন ও দ্যোতন এই শব্দদ্বয় একার্থবোধক হইলেও উহাদের মধ্যে ধাতুগত ভেদ আছে। যদিও অগ্নি পৃথিবী-স্থানাবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাহা হইলেও দেবগণের উদ্দেশ্যে হবির্বহন করেন বলিয়া, স্বর্গেও তাঁহার অবস্থিতি-স্থান আছে। দেব শব্দ ও দেবতা শব্দ এক পর্য্যায়গত বলিয়া এই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য অগ্নি ব্যতীত অন্য কোনও দেবতাকে বুঝাইতে পারে না। হোতৃ শব্দ 'হ্বয়তি' অর্থাৎ 'হ্বেঞ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দেবগণের আহ্বানকারী—এই অর্থ বুঝাইতেছে। ঔর্ণবাভ ঋষি বলিয়াছেন যে, জুহোতি অর্থাৎ হু ধাতু হইতে হোতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অগ্নিই হোমের অধিকরণ অর্থাৎ আধার বলিয়া, তাঁহার মতে অগ্নির হোম-কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। নিরুক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে মঘ ইত্যাদি অষ্টাবিংশ ধন নামের মধ্যে রত্ন শব্দকে ধরা হইয়াছে। রমণীয় বলিয়াই ইহার নাম রত্ন হইয়াছে। এস্থলে ধা ধাতু দানার্থ-বাচক। অতএব নিরুক্তকার যাস্ক প্রথম মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর এই ঋক্-মন্ত্রের মধ্যে ব্যাকরণ-বিষয়ক কথা ও স্বর-প্রক্রিয়া উক্ত হইতেছে। গত্যর্থ অগি-ধাতুর উত্তর "অঙ্গের্ন লোপশ্চ" ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্র দ্বারা নি প্রত্যয় হইল। তৎপরে ইকার ইৎ হইল বলিয়া প্রাপ্ত ন-কারের লোপ হইল। এই জন্য অঙ্গতি অর্থাৎ হবিঃ বহন জন্য স্বর্গে গমন করেন বলিয়া অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন হইল। এস্থলে অগি ধাতুর অকার উদাত্ত। পাণিনি ব্যাকরণান্তর্গত "আদ্যুদাত্তশ্চ"—এই সূত্রানুসারে, প্রত্যয়গত ইকার উদাত্ত। "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং"—এই সূত্রানুসারে দুই উদাত্তের মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্টটি অনুদাত্ত হইতেছে। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ ধাতুস্বর আছে বলিয়া, পরে কথিত প্রত্যয় স্বরই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক পদে উদাত্ত ও অনুদাত্ত দুই স্বরই

থাকিলে বলীয়ান্ শিষ্ট স্বরকে ত্যাগ করিবে, এই ন্যায় অর্থাৎ নিয়ম আছে। অগ্নি শব্দ অন্তোদাত্ত। "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ"—এই সূত্রানুসারে অগ্নি শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন অর্থাৎ 'অম্' অনুদাত্ত হইতেছে। অগ্নি শব্দের উত্তর 'অম্' বিভক্তি করিবার পূর্ব্বে, উহার স্বর উদাত্তই ছিল; কিন্তু "একদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ"—এই সূত্রানুসারে উভয়ের অবশিষ্ট স্বর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-প্রকৃতির অনুদাত্ত স্বর হইতেছে। যাঁহারা বলেন,—অগ্নি-শব্দ ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাঁহাদের মতেও স্বর-প্রক্রিয়া ঐরূপভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে যাস্ক ঋষি দ্বিবিধ মত প্রদর্শন করিয়াছেন। শাকটায়ন ও নিরুক্তকার বলিয়াছেন যে, নাম-সমূহ আখ্যাত অর্থাৎ প্রত্যয় হইতে জাত; কিন্তু গার্গ্য-ঋষি এবং ব্যাকরণ-বিৎ পণ্ডিতের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সকল নামই আখ্যাতসঞ্জাত নহে। গার্গ্য ঋষির মতে অখণ্ড-প্রাতিপদিক অগ্নি শব্দ "ফিষোহন্ত উদাত্তঃ"—এই সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্য-সমূহে অগ্রণী ইত্যাদির নির্ব্বচনার্থ (নিশ্চয়ার্থ) নির্ণয়-বিষয়ে প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিবিধ প্রক্রিয়া সম্ভবমত কল্পনা করা উচিত। এই অভিপ্রায়ে যাস্ক ঋষি, নির্ব্বচন লক্ষণ বলিয়াছেন,—যাহা দ্বারা পদসমূহের স্বর, সংস্কার এবং শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কোনও প্রকারে নিঃশেষরূপে কিম্বা নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম নির্ব্বচন। তাহা হইলে নির্ব্বচনীয় পদসমূহ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে যে অগ্ন্যাদি শব্দের স্বর ও সংস্কার সিদ্ধ হয়, ব্যাকরণানুসারে সেই পদ-সমূহের নির্ব্বচন সিদ্ধ করা হইবে। উদাত্তাদিকে স্বর এবং নি প্রত্যয়াদিকে সংস্কার কহে। কিন্তু সেই স্বর এবং সংস্কার প্রাদেশিক গুণ-যুক্ত হওয়া দরকার। অগ্নি-শব্দের একদেশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অগি ধাতুকে প্রদেশ কহে। গতিরূপ অর্থই তাহার গুণ, তদ্দ্বারা অন্বিত অর্থাৎ যুক্ত। তাহা হইলেই অগ্ন্যাদি পদের ব্যাকরণানুসারে নির্ব্বচনার্থ সিদ্ধ হইল। আমরা এইরূপ ভাবে নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়াছি। অতঃপর যদি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের বৈলক্ষণ্য হেতু যদি স্ববিবক্ষিত (স্বাভীষ্ট) কোনও অর্থ সেই শব্দে অনুগত না হয়, তাহা হইলে অপ্রাদেশিক বিকারের দ্বারা তাহার অর্থ হইবে। অগ্রনয়নাদিরূপ কার্য্য-বিশেষই বিকার। সেই বিকার এস্থলে অগ্নিশব্দের একদেশ দ্বারা কথিত হইতেছে না বলিয়া অপ্রাদেশিক হইতেছে। তাহা হইলে যে ব্যক্তি অর্থের নিত্যতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্ববিবক্ষিতার্থে অর্থাৎ যে শব্দের প্রকৃত পক্ষে যে অর্থ অভীষ্ট, সেই শব্দের সেই অর্থ প্রতিপাদন করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন, অথবা ব্রাহ্মণানুসারে কিম্বা অন্য দেবতাবিশেষ দ্বারা সেই অর্থ সেই শব্দে সংযোজিত করিতে প্রয়াস পান, সে ব্যক্তি তখন কোনও সদৃশ ক্রিয়া দ্বারা সেই স্ববিবক্ষিতার্থ সেই শব্দে সংযোজিত করিয়া থাকেন। আমরাও অগ্নি শব্দের প্রকৃতিগত অর্থের সহিত অগ্রনয়নাদিরূপ সদৃশ ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া অগ্রণীত্বাদি অর্থ সংযোজিত করিলাম। ইহাই যাস্কাভিমত নির্ব্বচন। স্থৌলাষ্ঠীবি অক্ষরের সমত্ব ধরিয়া অগ্নি শব্দের নির্ব্বচন করিয়াছেন। অক্নোপন শব্দের আদিতে অকার এই অক্ষর আছে এবং অগ্নি শব্দের আদিতেও অকার আছে; তাহা হইলেই অক্ষর-সাম্য হেতু অগ্নি-শব্দের নির্ব্বচন নির্ণীত হইল। শাকপূণি ঋষিও বলিয়াছেন যে, বর্ণসাম্য থাকিলে নির্ব্বচনার্থ হইয়া থাকে; তাঁহার মতে দগ্ধ ও অগ্নি শব্দের গকার বর্ণের সাম্য থাকায়

নির্ব্বচনার্থ সিদ্ধ হইল। নির্ব্বচনার্থ ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত নহে। "ঈলে" এই পদের স্বর সমস্তই অনুদাত্ত। "তিঙ্‌ঙতিঙঃ" এই সূত্রানুসারে অতিঙন্ত অগ্নি শব্দের পরস্থ "ঈলে"—এই তিঙন্ত পদের স্বর নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত। পদদ্বয় পাঠকালে ধাতুগত ঈকার উদাত্ত বলিয়া 'ঈলে' এই পদস্থিত একার "উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ"—এই সূত্রানুসারে স্বরিত হইল। সেই কারণে তিঙন্ত প্রত্যয়রূপ একারের প্রচয় (বৃদ্ধি) অভিধেয় একশ্রুতি নিষ্পন্ন হইল। "অয়ং পুরোভব"—এস্থলে পুরঃ শব্দ অন্তোদাত্তরূপে পঠিত হওয়ায়, পুরোহিত শব্দের পুরঃ শব্দও অন্তোদাত্ত। "পূর্ব্বাধরাবরাণামসিপুরধবশ্চৈষাং"—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পূর্ব্ব শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয়, ও পূর্ব্ব শব্দ স্থানে পুরাদেশ হইল; তাহা হইলেই এস্থলে প্রত্যয়-স্বর হইতেছে। ধাঞো ধা ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্ত প্রত্যয় করিয়া "দধাতের্হিঃ" এই সূত্রানুসারে ধা স্থানে হি আদেশ হইয়াছে, এবং 'দ্বিতীয়ৈকবচন অম্ বিভক্ত্যন্ত হিতং' এই শব্দটি প্রত্যয়স্বরবিশিষ্ট হওয়ায় অন্তোদাত্ত হইতেছে। সমাসান্ত উদাত্ত স্বর হইয়াছে বলিয়া "তৎপুরুষে তুল্যার্থে" এই বিধি দ্বারা অব্যয় পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিগত স্বর উদাত্তরূপেই পরিগৃহীত হইয়াছে। অথবা "পুরোঽব্যয়ং"—এই সূত্রানুসারে পুরঃ শব্দটি অব্যয়। ইহা গমনার্থ বলিয়া "গতিরনন্তরা" এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি স্বরই পরিগৃহীত হইবে। তৎপরে ওকারটি উদাত্ত স্বর হইল; ও অবশিষ্ট স্বরগুলির পূর্ব্বের ন্যায় অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় জানিবে।* পাঠের সময় প্রথম বর্ণও প্রচয় হওয়ার কারণ—"উদাত্তস্বরিত পরস্য সন্নতরঃ",—এই সূত্রানুসারে অতিনীচ অনুদাত্ত স্বর হইতেছে। যদি পরে উদাত্ত স্বরের অভাব হেতু পদকালে হিতশব্দান্তর্গত ইকারের স্বরিতার্থ না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও মাত্রা-হ্রস্বাদি-জ্ঞানে তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণ অনুদাত্তত্বের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। যজ্ ধাতুর উত্তর নঙ্ প্রত্যয় করিয়া যজ্ঞ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার স্বর অন্তোদাত্ত। সুপ্ স্বরের দ্বারা বিভক্তির অনুদাত্তত্ব সম্পাদন করিয়া পশ্চাতে স্বরিতত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দেব শব্দ পচাদিত্ব হেতু অচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উহার ফিট্ স্বর, প্রত্যয় স্বর বা চিৎ স্বর অন্তোদাত্ত। ঋতু অর্থাৎ বসন্তাদি কালে যজ্ঞ করেন যিনি, এই বাক্যে "ঋত্বিগ্-দধৃক্"—এই সূত্র দ্বারা ঋত্বিক্ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ"—এই সূত্রানুসারে কৃৎ প্রত্যয়ান্ত পদটি প্রকৃতি স্বরের দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। বিভক্তি স্বর পূর্ব্বের ন্যায়। হ্বে ধাতুর উত্তর তৃন্ প্রত্যয় করিয়া হোতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং নিৎ-স্বর হেতু উহার আদি স্বর উদাত্ত। স্বরিত ও প্রচয় পূর্ব্বের ন্যায়। রত্ন শব্দ 'নব্বিষয়স্যা-নিসন্তস্য' এই ফিট্ সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। "রত্নং ধাতা"—যিনি রত্নকে ধারণ করেন, এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি রত্নরাজিকে ধারণ করেন, এইরূপ সমাস হওয়ায় রত্নধা শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত। অথবা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদের প্রকৃতিভূত স্বর "তমপ্‌প্রত্যয়স্য" এই সূত্র দ্বারা পিৎ স্বর হেতু অনুদাত্ত হওয়ায় স্বরিত ও প্রচয় জানিতে হইবে। পাঠকালে প্রথম বর্ণ প্রচয় ও দ্বিতীয় বর্ণ সন্নতর হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপে বেদাবতরণিকার প্রথম ঋকের অর্থাৎ মন্ত্রের অর্থ বিস্তাররূপে বর্ণিত হইল, এবং বেদের গভীরার্থ সংক্ষেপে বর্ণন করা হইল। ১।

প্রথম ঋকের বিশদার্থ।

—‡•‡—

এই ঋকে অগ্নিদেবের যে কয়েকটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করা কর্ত্তব্য মনে করি। তাঁহাকে যজ্ঞের পুরোহিত বলা হইয়াছে। পুরোহিত—পুরের সংসারের হিতসাধন করেন। রাজার পুরোহিত যেমন রাজার অভীষ্ট-সাধনে ব্রতী আছেন, অগ্নি সেইরূপ সংসারের মঙ্গল-বিধানে ব্রতী রহিয়াছেন। অগ্নি—সংসারের যে হিত-সাধন করেন, তাহার তুলনা হয় না। অগ্নি (তেজ) ভিন্ন সংসার মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারে না। অগ্নি অর্থাৎ উত্তাপ বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ। উত্তাপহীন হইলে, মৃত বলিয়া গণ্য হয়। জ্ঞানাগ্নি-লাভ—সে তো দূরের কথা; এই সাধারণ অগ্নি (তাপ) ভিন্ন জীবনই যে তিষ্ঠিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব, অগ্নি যে পুরোহিত অর্থাৎ বিশ্বের হিতকারী, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। তার পর, অগ্নিকে যজ্ঞের দেবতা বলা হইয়াছে। যিনি স্বপ্রকাশ, যিনি দীপ্তিমান্, যিনি দানাদিগুণযুক্ত, তাঁহাকেই দেবতা কহে। অগ্নি জ্যোতিঃরূপে আপনিও প্রকাশ পাইতেছেন এবং সংসারকেও প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং তিনি যে স্বপ্রকাশ, তিনি যে দীপ্তিমান্,—ইহা সাধারণ দৃষ্টিতেই অনুভব হয়।

কিন্তু তাঁহাকে দানাদিগুণযুক্ত কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? অগ্নি তো সমস্তই ভস্মসাৎ করেন; তাঁহার মধ্যেদাতৃত্ব-গুণ কোথায়? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—দুই ভাবে তাঁহার দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা অগ্নির স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা দুই দিক দিয়া অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তি প্রত্যক্ষ করেন। তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি এক দিক দিয়া এবং কর্ম্ম-জ্ঞানী যিনি, তিনি অন্য আর এক দিক দিয়া সে দাতৃত্বের ফল প্রাপ্ত হন। তত্ত্ব-জ্ঞানীর লাভালাভ—অনুভব-সাপেক্ষ—সাধারণ মনুষ্যের ধারণার অতীত। কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানী কেমন করিয়া অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ করেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্গণের প্রতি কর্ম্মে পরিলক্ষিত হয়। বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, বিমান-

বিহার, তাড়িত-শক্তি প্রভৃতির ব্যবহারে মানুষ যে কতদূর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে, তাহা কে না অবগত আছেন? তবে দুই দিকেই, আবশ্যকানুরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন। দুই জ্ঞান বিভিন্ন পথে কার্য্য করে। ব্যবহারের উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করেন বলিয়াই কর্ম্মজ্ঞানী সাফল্য প্রাপ্ত হন। অপিচ, দাতার দানের পরিমাণ চিরকালই পাত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে দান-প্রাপ্তির অধিকারী, অজ্ঞ মুষ্টি-ভিক্ষার্থী সে দানলাভের আশা কিরূপে করিতে পারে? দান-গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র না হইতে পারিলে, দাতার দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। গীতামাহাত্ম্যে তাই উক্ত হইয়াছে,—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।" উপযুক্ত দোহনকর্ত্তাই দুগ্ধ দোহন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা অগ্নির ব্যবহার-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নির দ্বারা ধনরত্ন লাভ করিতে পারেন; অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তি তাঁহাদের নিকটই প্রকাশ পায়। ইহাই প্রত্যক্ষভাবে অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয়।

পরোক্ষভাবে তাঁহাতে কি দাতৃত্ব-শক্তি বিদ্যমান, এক্ষণে তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। ঘৃতাদি অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে, যে বাষ্প উত্থিতহয়, আহুতি-প্রদত্ত দ্রব্যাদি সূক্ষ্ম-বীজরূপে তৎসহ সংবাহিত হইয়াযায়। তাহার ফলে, যজ্ঞধূম-সঞ্চয়ে আকাশে মেঘ-সঞ্চার হয়; মেঘ হইতে বৃষ্টি, এবং বৃষ্টি হইতে শস্যাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। শস্যাদির উৎপত্তিরূপ ধন-রত্ন—অগ্নিরই, তেজেরই, পরোক্ষ দান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তার পর, অগ্নিকে হোতা ও ঋত্বিক্ বলা হইয়াছে। তিনি হোতা অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকারী বলিয়া উক্ত হন। তিনি ঋত্বিক অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্কল্পিত ফল-প্রাপ্তি পক্ষে সহায়তা করেন। আবার তিনি দেবতা অর্থাৎ দানাদি-গুণযুক্ত দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ। অগ্নির এই তিনটি বিশেষণে বুঝা যায়,—যে জন যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবে, তিনি তাঁহার নিকট সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন।

রত্নধাতম বলিয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী বলিয়া, তাঁহার যে বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি, তদ্দারা তাঁহার পূজায় ধনলোলুপ জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ধনরত্ন ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা—মানুষের

সাধারণ ধর্ম। ধনের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায় না, সংসারে এমন মানুষ অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধনী ধন বিতরণ করুন বা না করুন, সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তিই এইরূপ যে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোষামোদ করিয়া ফিরিবে। মানুষের এই সাধারণ প্রকৃতি বুঝিয়া, অথচ মানুষের চিত্তকে ধর্ম্মানুসারী করিতে হইবে বলিয়া, ভগবান আপনাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন। তুমি ধন চাও; তিনি শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী। কেবল ধনের অধিকারী নহেন; তিনি আবার দাতার শিরোমণি। এ কথা শুনিলে, কোন্ নশ্বর জীব না তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? এই সকল বিশেষণে ভগবানের প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করাই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি যে করুণার সাগর দয়াল প্রভু। তাঁহার উদ্দেশ্যই এই যে, সাধারণ ধনের প্রত্যাশায় তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া, ক্রমশঃ মানুষ যখন তাঁহাতে শ্রেষ্ঠ ধন দেখিতে পাইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে,—তিনি কি অগ্নি। তখনই বুঝিবে,—তিনি তেজোময় চৈতন্য-স্বরূপ। সেই বিষয়টী বুঝিতে পারিলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ-ফলের—মোক্ষের অধিকারী হইবে। তখন আর তাহার তুচ্ছ ধন-রত্নের কামনা থাকিবে না; তখন আর সে 'ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি' বলিয়া ফুকরাইয়া মরিবে না।

প্রথম অবস্থায় মনোভৃঙ্গকে চরণ-কোকনদে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বহিরঙ্গের সাধনার আবশ্যক হয়। মধুপানে মত্ত ভ্রমরের ন্যায় ক্রমশঃ তাহাতে তন্ময়ত্ব আসে। সাধনার সেই প্রথম স্তর অনুসরণে ক্রমে ক্রমে যে অগ্রসর হওয়া যায়, এই প্রথম ঋকটীতে তাহারই আভাষ পাই। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্য দিয়াই যে জ্ঞানকাণ্ডে উপনীত হইতে পারি, এখানে সেই শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্ত সাধক যখন অগ্নির রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়; জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে; যে সংশয়ের কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়া ছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া আসে। এইরূপে ক্রমে যখন আলোক-রশ্মি

বিচ্ছুরিত হইয়া হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া তুলে; তখন সে আকাশে পূর্ণচন্দ্রের প্রস্ফুট দ্যুতি বিকাশ পায়। হৃদয় যখন এরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়, ভক্ত সাধক তখনই মোক্ষ-পথের পথিক হন; তখনই তাঁহার সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল কর্ম্ম, সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মা-পরমাত্মায় ভেদাভেদ থাকে না। অগ্নিই যে সেই সচ্চিদানন্দরূপ, অগ্নিই যে পরমাত্মা, আর তাঁহারই উদ্দেশে যে আগ্নেয়-সূক্ত অগ্নিস্তোত্র বিহিত হইয়াছে, জ্ঞানী তাহাই বুঝিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অগ্নিঃ পূর্বেভিঋর্ষিভিরীড্যো নূতনৈরুত

সদেবাঁ এহ বক্ষতি ॥২॥

* * *

পদবিশ্লেষণং।

অগ্নিঃ। পূর্ব্বেভিঃ। ঋষিহভিঃ। ঈড্যঃ। নূতনৈঃ। উত। সঃ। দেবান্। আ। ইহ। বক্ষতি। ২।

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

অগ্নিঃ (পূর্ব্বোক্তবহ্নিঃ জ্যোতির্ম্ময় আত্মা) পূর্ব্বেভিঃ (পূর্ব্বৈঃ, প্রাচীনৈঃ) ঋষিভিঃ (মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ মুনিভিঃ) উত (অপিচ) নূতনৈঃ (নব্যৈঃ) ঈড্যঃ (স্তুত্যঃ) স

(সোঽগ্নিঃ, পুরাতনৈর্নূতনৈশ্চ মুনিভিরেবম্প্রকারেণ স্তুতঃ সন্) ইহ (অত্র যজ্ঞে) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্) আবক্ষতি (আবহতু, আনয়তু) । ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বতন ঋষিগণ যাঁহার স্তব করিয়াছেন, অধুনাতন মুনিগণ যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, সেই অগ্নিদেব সর্ব্বদেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন। ২ ॥

* * *

সায়ণভাষ্যম্।

অয়মগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ পুরাতনৈর্ভৃগ্বঙ্গিরঃপ্রভৃতিভির্ঋষিভিরীড্যঃ স্তুত্যো নূতনৈরুতেদানীন্তনৈরস্মাভিরপি স্তুত্যঃ। সোঽগ্নিঃ স্তুতঃ সন্নিহ যজ্ঞে দেবান্ হবির্ভুজ আবক্ষতি বহপ্রাপণে ইতি ধাতুঃ আবহত্বিত্যর্থঃ। পূর্ব্বেভিরিত্যত্র বহুলং ছন্দঃ। পা° ৭।১।১০। ইতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। পূর্ব্ব পর্ব্ব মর্ব্ব পূরণ ইতি ধাতুঃ। পূর্ব্বতিধাতোরন্ প্রত্যয় ঔণাদিকঃ। ইন্‌প্রত্যয়ান্ত ঋষিশব্দঃ ঋষ্যন্ধকেতিনিপাতনাৎ। পা° ৪।১।১১৪। লঘূপধগুণাভাবঃ কিৎপ্রত্যয়ো বাত্র জ্ঞেয়ঃ। উ° ৪।১২৭। তৌ শব্দৌ নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তৌ। ঈড্যশব্দস্য ণ্যৎপ্রত্যয়ান্তত্বাৎ তিৎস্বরিতং। পা° ৬।১।১৮৫। ইতি স্বরিতে শেষানুদাত্তত্বে চ প্রাপ্তে তদপবাদত্বেনেড়বন্দেত্যাদিনা। পা° ৬।১।২১৪। আদ্যুদাত্তত্বং। নবস্য নূত্নপ্তনপ্‌খাশ্চ। পা° ৫।৪।৩০।২। ইতি বার্ত্তিকেন নবশব্দস্য নূ ইত্যাদেশস্তনন্‌প্রত্যয়শ্চ মস্থাবার্ত্তিকে বিহিতঃ। ততো নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। অবশিষ্টস্বরা অগ্ন্যাদিষু নূতনান্তেষু পূর্ব্ববদুন্নেয়াঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নি ; ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের স্তুত্য, এবং অধুনাতন আমাদিগেরও স্তবার্হ। সেই অগ্নি আমাদের কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞস্থলে হবির্ভুক দেবগণকে আনয়ন করুন প্রাপণার্থমূলক বহ্ ধাতু হইতে আবক্ষতি পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ—আবহতু অর্থাৎ আহ্বান করিয়া আনয়ন করুন। পূর্ব্বেভিঃ এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" (পা° ৭।১।১০।) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পূর্ব্বশব্দের উত্তর ভিস্ স্থানে 'ঐস্' আদেশ হইল না। পূরণার্থ 'পূর্ব্ব্' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক অন্ প্রত্যয় করিয়া পূর্ব্ব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋষি শব্দ 'ঋষ্যন্ধক' (পা° ৪।১।১১৪) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইন্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। লঘূপধস্বরের গুণ হইল না ; অথবা কিৎ প্রত্যয় দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে (পা° ৪।১২৭) "পূর্ব্বেভিঃ, ঋষিভিঃ"—এই শব্দদ্বয়ের নিৎস্বর হেতু, আদিবর্ণদ্বয় উদাত্ত। ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া ঈড্য শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব উহার স্বর, "তিৎস্বরিতং" (পা° ৩।১।১৮৫।ই) এই সূত্র দ্বারা স্বরিত এবং অবশিষ্টগুলি অনুদাত্ত,—ইহা পাওয়া গেল। কিন্তু তদপবাদক "ঈড় বন্দেত্যাদি (পা° ৬।১।২১৪।) সূত্র দ্বারা ঈড় শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। "নবস্য নূত্নপ্তনপ্‌খাশ্চ" —এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে নব শব্দের উত্তর তনন্ প্রত্যয় এবং নব-শব্দ-স্থানে নূ আদেশ

উতশব্দো যদ্যপি বিকল্পার্থে প্রসিদ্ধস্তথাপি নিপাতত্বেনানেকার্থত্বাদৌচিত্যেনাত্র সমুচ্চয়ার্থো দ্রষ্টব্যঃ। উচ্চাবচেষর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতত্বং। তর্হি নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ। ফি° ৪।১২। ইত্যুকারস্তোদাত্তঃ প্রাপ্ত ইতিচেৎ। ন। প্রাতঃশব্দবদন্তোদাত্তত্বাৎ। যথা প্রাতঃশব্দোঽন্তোদাত্তত্বেন স্বরাদিষু পঠিতঃ। এবমুতশব্দস্যাপি পাঠো দ্রষ্টব্যঃ স্বরাদেরাকৃতিগণত্বাৎ। যদ্বা। এবাদীনামন্ত। ফি°। ৪।১২। ইত্যন্তোদাত্তঃ। স ইত্যত্র ফিট্স্বরঃ। দেবশব্দঃ পূর্ব্ববৎ। দেবানিত্যস্য নকারস্য সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি। পা° ৮।৩।৯। ইতি রুত্বং। অত্রানুনাসিকঃ। পাঃ ৮।৩।২। ইত্যনুবৃত্তাবাতোঽটিনিত্যং। পা° ৮।৩।৩। ইত্যাকারঃ সানুনাসিকঃ। ভোভগো। পা° ৮।৩।১৯। ইতি রোর্যকারঃ। স চ লোপঃ শাকল্যস্য। পা° ৮।৩।১৯। ইতি লুপ্যতে। তদসিদ্ধত্বাৎ পুনঃ। পা° ৮।২।১। ন পুনঃ সন্ধিঃ কার্য্যঃ। আঙো নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ইদমো হপ্রত্যয়ে সতি নিষ্পন্নত্বাৎ। পা° ৫।৩।১১। ইহশব্দে প্রত্যয়স্বরঃ। বহতিধাতোর্লেোড়র্থে ছান্দসো লৃট্। তস্য প্রত্যয়গতস্য যকারস্য লোপোঽপি ছান্দসঃ। যদ্বা লেটি সিব্বহুলম্। পা° ৩।১।৩৪। ইতি সিপ্ প্রত্যয়ঃ

হইল। নকারেৎ হওয়ায় উহার আদিস্বর উদাত্ত। এইরূপ অগ্নি হইতে নূতন পর্য্যন্ত শব্দগুলিতে অবশিষ্ট স্বরগুলি পূর্ব্বের ন্যায় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে।

যদিও 'উত' শব্দের প্রসিদ্ধার্থই বিকল্প, তাহা হইলেও নিপাত অর্থাৎ অব্যয় বলিয়া অনেকার্থনিবন্ধন এখানে সমুচ্চয়ার্থই ধরিতে হইবে। 'উচ্চাবচেষর্থেষু নিপতন্তি' অর্থাৎ এক শব্দ অনেক প্রকার অর্থে নিপতিত হয় বলিয়া ইহার নাম নিপাত হইয়াছে। তাহা হইলেই নিপাত সকলের আদ্যস্বর উদাত্ত। যদি বল, উকার উদাত্ত হউক না কেন? কিন্তু তাহা হইতে পারে না। যেহেতু, প্রাতঃ শব্দের ন্যায় তাহার অন্তস্বর উদাত্ত। প্রাতঃ শব্দের ন্যায় উত শব্দেরও অন্তোদাত্তস্বরূপে স্বরাদির মধ্যে পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরাদি সমস্তই আকৃতিগণ।

অথবা, "এবাদীনামন্ত" (ফি° ৪।১২) এই ফিট্ সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত। এস্থলে 'স' এইটি ফিট্স্বর। দেব শব্দের স্বর পূর্ব্ববৎ। 'দেবান্' এই পদটীতে সংহিতায়াংদীর্ঘাদটি (পা° ৮।৩।৯) এই সূত্রানুসারে ন কারের রুত্ব। এস্থলে "অনুনাসিকঃ (পা° ৮।৩।২) এই সূত্র দ্বারা অনুনাসিকের অনুবৃত্তিতে "আতোটি নিত্যং (পা° ৮.৩।৩) এই সূত্র দ্বারা ন-কারের পূর্ব্ববর্ত্তী আকার সানুনাসিক।

"ভোভগো"—এই সূত্রানুসারে র জাত বিসর্গ স্থানে য-কার হইল এবং "স চ লোপঃ শাকল্যস্য" (পা° ৮।৩।১৯।ই) এই সূত্র দ্বারা আর সন্ধি হইল না।

আঙ্ নিপাত অর্থাৎ অব্যয় বলিয়া উহার স্বর আদ্যুদাত্ত। ইদম্ শব্দের উত্তর হ (পা° ৫।৩।১১) প্রত্যয় করিয়া ইহ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইজন্য উহা প্রত্যয় স্বর। বহ ধাতুর উত্তর অনুজ্ঞার্থে ছান্দস লৃট্ বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, আর ছান্দসপ্রযুক্ত প্রত্যয়গত য-কারের লোপ হইয়াছে। অথবা, "লেটিসিব্বহুলং" (পা° ৩।১।৩৪) এই সূত্রানুসারে সিপ

লেটোঽড়াটৌ। পা০ ৩।৪।৯৪। ইত্যড়াগমশ্চ। ততো বক্ষতীতি সম্পদ্যতে। তস্য তিঙন্তত্বান্নিঘাতঃ। সংহিতাস্বরাঃ পূর্ব্ববৎ॥

আধানে তৃতীয়েষ্টৌ প্রথমাজ্যভাগস্যানুবাক্যা সূক্তগতা তৃতীয়া। তাং তৃতীয়ামৃচমাহ॥

* * *

দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থ

—:*:—

নিত্য সত্য সনাতন অবিনশ্বর পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বকালে সমভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্ব্বকালে সমভাবে সম্পূজিত হন। তাঁহার উপাসনার আর পূর্ব্বাপর অতীত-অনাগত কালাকাল নাই। তাঁহার উপাসনা স্তুতিবন্দনা আবহমান কালই চলিয়া আসিতেছে। যিনি যখনই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তাঁহার সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাইবেন, তখনই তিনি বুঝিবেন,—তিনি তো নূতন নহেন—তিনি পুরাতন—তিনি সনাতন। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" তাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি শাশ্বত; তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই, তাই কথিত হইয়াছে—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' তিনি চিরদিনই আছেন; তাই তাঁহার স্তুতি-বন্দনা চিরদিনই চলিয়াছে। আজি যে আমি কেবল তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তাহা তো নহে। আজি যে আমি কেবল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, তাহা তো নহে। পূর্ব্ব-পূর্ব্বতন মুনি-ঋষিগণ—আমার পূজনীয় পিতৃপিতামহগণ—সকলেই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন,—সকলেই তাঁহার সন্নিকর্ষ-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং আমি যে সে পথের নূতন পথিক, তাহা নহে; অধুনাতন সাধকগণ যে তাঁহাকে পাইবার জন্য নূতন ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা নহে। অনাদি অনন্ত কাল অনাদি অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার

(পা০ ৩।৪।৯৪) প্রত্যয় এবং "লটোঽড়াটৌ" সূত্রানুসারে অড়াগম হইয়া বক্ষতি পদ সিদ্ধ হইল। তিঙন্তত্বহেতু উহার নিঘাতস্বর। পাঠের স্বর পূর্ব্ববৎ বিজ্ঞেয়।

অগ্নিস্থাপন-কার্য্যে তৃতীয় ইষ্টিতে প্রথমাজ্যভাগের সূক্তগত তৃতীয়া ঋকের কথা বলা হইতেছে। ২॥

মহিমায় বিভোর হইয়া তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। আবার, অনাদি অনন্ত কাল অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন।

ঋকের 'পূর্ব্বেভিঃ' পদে সে সেই পূর্ব্ব বুঝাইতেছে, যে পূর্ব্ব ধ্যান-ধারণা-কল্পনার অতীত। আমি বলিতেছি—পূর্ব্বে; আমার পিতৃ-পিতামহগণ বলিয়াছেন—পূর্ব্বে; আবার তাঁহাদেরও পূর্ব্বতন পুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন—পূর্ব্বে; সুতরাং সে যে কোন্ পূর্ব্বে—কত পূর্ব্বে, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে? 'পূর্ব্বে' শব্দ দেখিয়া, আধুনিক কেহ বা বেদবাক্যের নিত্যত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন; বলিতে পারেন—যখন পূর্ব্বে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন তাহাতে কোনও একটী ঘটনার বা বিষয়ের পূর্ব্ব এই অর্থ সূচিত হইতেছে; আর তাহাতে অনিত্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-হেতু বেদ-ব্যাকের অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন,—পূর্ব্বে, কোন্ পূর্ব্বে, কাহার পূর্ব্বে; তাহা হইলে সে সংশয় দূরীভূত হয়।

মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি, অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না; তাই তাহারা অসীম অনন্তেরও একটা সীমা কল্পনা করিয়া লয়। অনন্ত কাল যেমন যুগ, মন্বন্তর, বর্ষ, ঋতু, মাস, দিন, ক্ষণ, পল, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে সীমাবদ্ধ হয়; এ 'পূর্ব্ব' শব্দেও, এ 'অধুনা' শব্দেও, সেইরূপ সেই অসীম অনন্ত কালের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। কেন না, যখনই বলিবে—পূর্ব্বে, যখনই বলিবে—নূতন; তখনই তাহা সেই একই ভাবে প্রকাশমান হইবে;—তখনই তাহাতে সেই পূর্ব্ব, সেই নূতন বুঝাইবে। এই অর্থেই এ পূর্ব্বের—এ নূতনের নিত্যত্ব অনুভূত হয়।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'অগ্নিদেব, এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন।' অগ্নিই বা কে, আর দেবগণই বা কে? কে কাহাকে আহ্বান করিয়া আনিবেন? স্থূলবুদ্ধি জীব যাহা নিত্য দর্শন করে, তাহাতে তাহার প্রীতি জন্মে না। সে চায়—তার দৃষ্টির অতীত অলৌকিক কিছু। মানুষ সহজ-জ্ঞানে অনুভব করিতে পারে না যে, অগ্নিরূপে যিনি পুরোভাগে বিদ্যমান, তিনিই রূপান্তরে ব্যোমপথে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। বলিয়াছি তো—ইন্দ্রাদি দেবগণও তো তিনি ভিন্ন অন্য নহেন! তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ, ভিন্ন ভিন্ন

নামে প্রকাশমান মাত্র। এখানে তিনি 'দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন'—এই বাক্যে বলা হইতেছে,—'হে জগজ্জীবন, আর কেন মোহপঙ্কে নিমজ্জিত রাখেন? সারাজীবন ডুবিয়া রহিলাম; একবার উদ্ধার করুন। চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়া আছে। জ্যোতিষ্মান্ তুমি;—একবার জ্যোতিঃরূপে প্রকাশমান হও। অন্ধ-আঁখি উন্মীলিত হউক;—যেন তোমার মধ্যেই তোমার স্বরূপ দেখিতে পাই।' সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন অর্থাৎ এই যজ্ঞফলে আমায় দিব্যজ্ঞান দান করুন। আপনি যে বিশ্বপাতা, আপনি যে বিশ্ববিধাতা, আপনি যে বিশ্বরূপ, আপনি যে বিশ্বেশ্বর;—এ যজ্ঞের ফলে, এ অধম যেন সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেও দেব! অধমকে দিব্য জ্ঞান দেও!

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অগ্নিনা রয়িমশ্নবত্ পোষমেব দিবেদিবে।

যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩

* * *

পদবিশ্লেষণং

অগ্নিনা। রয়িং। অশ্নবৎ। পোষং। এব। দিবেহদিবে।

যশসং। বীরবৎহতমং ॥ ৩

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা

অগ্নিনা (নূতনপুরাতনঋষিভিরর্চ্চিতেন) দিবেদিবে (প্রত্যহং) পোষমেব (বর্দ্ধমানমেব) যশসং (যশোযুক্তং) বীরবত্তমম্ (অতিশয়েন বীরপুরুষলক্ষণোপেতপুত্রাদিযুক্তং) রয়িং (ধনং) অশ্নবৎ (লভতে)। ৩।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেবের অনুগ্রহে প্রতিদিন যশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এবং বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদি সহ ধনরত্ন লাভ করা যায়। ৩ ॥

সায়ণভাষ্যং।

যোঽয়ং হোত্রা স্তুত্যোঽগ্নিস্তেনাগ্নিনা নিমিত্তভূতেন যজমানো রয়িং ধনমশ্নবৎ। প্রাপ্নোতি। কীদৃশং রয়িং। দিবে দিবে পোষমেব। প্রতিদিনং পুষ্যমাণতয়া বর্দ্ধমানমেব। ন তু কদাচিদপি ক্ষীয়মাণং। যশসং। দানাদিনা যশোযুক্তং। বীরবত্তমং অতিশয়েন পুত্রভৃত্যাদি বীরপুরুষোপেতং। সতি হি ধনে পুরুষাঃ সংপদ্যন্তে॥ রয়িশব্দো মঘমিত্যাদি-ধননামসু পঠিতঃ। তত্র ফিট্‌স্বরঃ। অশ্নোতের্ধাতোর্লেটি ব্যত্যয়েন তিপ্। ইতশ্চ লোপঃ। পা° ৩।৪।৯৭। ইতীকারলোপঃ। লেটোঽড়াটৌ। পা° ৩।৪।৯৪। ইত্যড়াগমঃ। ততোঽশ্নবদিতি ভবতি। তস্য নিঘাতঃ। ঘঞন্তত্বাৎ। পা° ৬।১।১৯৭। পোষশব্দ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে অগ্নি, হোতা কর্তৃক স্তবনীয়, সেই অগ্নি দ্বারা যজমান ধন প্রাপ্ত হন। কিরূপ ধন? প্রত্যহই ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধনশীল, কোনও সময়েই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না,—ঐ ধন দান করিলে যশোলাভ করিতে পারা যায় এবং উহা সদুপায়ে ব্যয়িত হইলে বীরপুরুষলক্ষণান্বিত পুত্রভৃত্যাদি বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, ধন থাকিলেই পুরুষকার অর্থাৎ চেষ্টাও হইয়া থাকে। রয়ি শব্দ মঘং ইত্যাদি ধনপর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। এখানে ফিট্‌স্বর।

অশ্ ধাতুর উত্তর লেটের ব্যত্যয়ে তিপ্ প্রত্যয় করিয়া "ইতশ্চলোপঃ" (পা° ৩।৪।৯৭) এই সূত্রানুসারে ইকারের লোপ হইল, পরে "লেটোঽড়াটৌ" (পা° ৩।৪।৯৪) এই সূত্রানুসারে অট্ আগম হইয়া 'অশ্নবৎ' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার স্বর নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত।

পুষ্ ধাতুর উত্তর (পা° ৬।১।১৭) ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা পোষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই কারণ উহার স্বর আদ্যুদাত্ত।

আদ্যুদাত্তঃ। এব শব্দস্য নিপাতত্বেহপ্যেবাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। বকারান্তাদ্দিব্-শব্দাৎ পরস্যাঃ সপ্তম্যাঃ সুপাংসুলুক্। পা০ ৭।১।৩৯। ইত্যাদিনা শে ভাবে সতি। সাবেকাচ ইত্যাদিনা। পা০ ৬।১।১৬৮। উড়িদং পদাদীত্যাদিনা বা। পা০ ৬।১।১৭১। তস্যোদাত্তত্বং। নিত্যবীপ্সয়োঃ। পা০ ৮।১।৪। ইতি দ্বির্ভাবে সত্যুত্তরভাগস্যানুদাত্তং চ। পা০ ৮।১।৩। ইত্যনুদাত্তত্বং। যশোহস্যাস্তীতি বিগ্রহে সত্যর্শআদিভ্যোহচ্। পা০ ৫।২।১২৭। ইত্যচ্-প্রত্যয়ঃ। চিৎস্বরং ব্যত্যয়েন বাধিত্বা মধ্যোদাত্তত্বং। ফিট্স্বরেণান্তোদাত্তাদ্বীরশব্দাদুত্তর-য়োর্মতুপ্‌তমপোঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। হ্রস্বনুড্ভ্যাং। পা০ ৬।১।১৭৬। ইতি তু ন। সাববর্ণান্তত্বাৎ। নগোশ্বন্। পা০ ৬।১।১৮২। ইতি প্রতিষেধঃ॥

অভিপ্লবষড়হস্য মধ্যবর্ত্তিষূক্থ্যেষু তৃতীয়সবনে মৈত্রাবরুণস্যাগ্নে যং যজ্ঞমিত্যাদিকো বৈকল্পিকোহনুরূপস্তৃচঃ। এতচ্চ সপ্তমাধ্যায় এহ্যূষিত্যাদিখণ্ডে সূত্রিতম্। অগ্নিং বো বৃধন্তমগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং। আ০ ৭।৮। ইতি। তস্মিংস্তৃচে যা প্রথমা সা সূক্তে চতুর্থী। তামেতাং চতুর্থীমৃচমাহ॥ ৩॥

এব শব্দ নিপাত অর্থাৎ অব্যয় হইলেও "এবাদীনামন্তঃ" এই সূত্রানুসারে ইহার স্বর অন্তোদাত্ত হইয়াছে।

বকান্ত দিব্ শব্দের উত্তর "সুপাং সুলুক্" (পা০ ৭।১।৩৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে সপ্তমীর সে ভাব ও লোপ হইয়া "সাবেকাচঃ" (পা০ ৬।১।১৬৮) ইত্যাদি সূত্র, অথবা "উড়িদং পদাদি" (পা০ ৬।১।১৭১) এই সূত্রানুসারে উহার স্বর উদাত্ত হইয়াছে "নিত্যবীপ্সয়োঃ" (পা০ ৮।১।৪)—এই সূত্র দ্বারা উহার দ্বিরুক্তি হইয়া "অনুদাত্তং" (চ পা০ ৮।১।৩) এই সূত্রানুসারে শেষভাগের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে।

যশ আছে যার—এই বাক্যের অর্থ অবলম্বন করিয়া "অর্শ আদিভ্য অচ্" (পা০ ৫।২।১২৭ সূত্রানুসারে যশস্ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া "যশসং" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু ব্যত্যয় দ্বারা তাহার চিৎস্বরের প্রতি বাধা দিয়া মধ্যোদাত্ত স্বর সিদ্ধ হইল।

ফিট্স্বরের দ্বারা অন্তোদাত্ত বীর শব্দের উত্তর মতুপ্, তমপ্ প্রত্যয়ের পকারেৎ হেতু অনুদাত্ত স্বর হইল; "হ্রস্বনুড্ভ্যাং" (পা০ ৬।১।১৭৬) সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইল না। কারণ, "নগোশ্বন্" (পা০ ৬।১।১৮২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সু (প্রথমার একবচন) পরে থাকিলে অবর্ণান্ত বলিয়া উহার অর্থাৎ উদাত্তের প্রতিষেধ হইল।

অভিপ্লব ষড়হ অর্থাৎ ষষ্ঠদিনের করণীয় কার্য্যের মধ্যবর্ত্তী—উক্থ্য নামক সামবেদান্তর্গত কর্ম্মকলাপ সম্বন্ধীয় তৃতীয় সবনে (যজ্ঞে) "অগ্নে যং যজ্ঞং" ইত্যাদিরূপ, মিত্রাবরুণ সম্বন্ধীয় তৃচের সদৃশ পাঠ, যাহা করা হইয়াছে, তাহা, সপ্তমাধ্যায়ের "এহ্যূষু" ইত্যাদি খণ্ডে "অগ্নিং বো বৃধন্তমগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং" এই সূত্রদ্বারা বিবৃত হইয়াছে। সেই তৃচে যেটি প্রথমা ঋক্ বলিয়া কথিত হইয়াছে সেটি সূক্তের চতুর্থী ঋক্।৩॥

* * *

তৃতীয় ঋকের বিশদার্থ

—:*:—

সংসার কামনা-সাগরে নিমজ্জমান। মানুষ কামনার দাস। সে চায়—রূপ। সে চায়—ঐশ্বর্য্য। সে চায়—ধন-পুত্র। সে চায়—যশোগৌরব। তার কামনার অন্ত নাই! এ ঋক্—মানুষের সেই কামনার তৃপ্তি-সাধন-কল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ যাহা চাহে, চিরকাল যাহা চাহিয়া আসিতেছে, আজীবন যাহা চাহিবে, যে চাওয়া অফুরন্ত, যে চাওয়ার কখনও শেষ নাই,—এ ঋকে সেই চাওয়ারই অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে। অগ্নিদেবের উপাসনা কেন করিব? উত্তরে বলা হইতেছে,—তাঁহার অনুগ্রহে যশঃ বৃদ্ধি হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে কেন ব্রতী হইব? বলা হইতেছে,—অগ্নিদেবের উপাসনা-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে বীর-শ্রেষ্ঠ পুত্রাদিসহ ধনরত্ন লাভ করা যায়। মানুষ!—তুমি ইহার অধিক আর কি চাহিতে পার? তোমার আকাঙ্ক্ষিত, তোমার কাম্য—সকলই তো তিনি প্রদান করিবেন! ভগবানের উপাসনার প্রতি মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে ইহার অধিক আকর্ষক বাণী আর কি সম্ভবপর হয়?

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—বৈদিক কর্ম্ম যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-মূলক। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে যজ্ঞ দুই প্রকার। যে কর্ম্ম-ফলে ঐহিক সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম কহে। আর যে কর্ম্মফলে মুক্তি অধিগত হয়, তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে। কিবা ইহলোক সম্বন্ধে, কিবা পরলোক সম্বন্ধে, কিবা যশৈশ্বর্য্য লাভের উদ্দেশ্যে, কিবা স্বর্গাপবর্গ লাভের আকাঙ্ক্ষায়,—যে কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই প্রবৃত্ত কর্ম্ম কহে। আর জ্ঞান-পূর্ব্বক যে নিষ্কাম কর্ম্ম—যে কর্ম্মে কোনও আকাঙ্ক্ষার সংশ্রব নাই—যে কর্ম্ম অনাবিল এবং বিষয়-সম্বন্ধ-শূন্য, তাহাকেই নিবৃত্ত কর্ম্ম কহে। প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে ইন্দ্রাদি দেবগণের আসন লাভ করাও অসম্ভব নহে। যে কামনা করিয়া মানুষ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, প্রবৃত্ত

কর্ম্মের সম্যক্ সাধনার ফলে তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসের ফলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করিয়া মানুষ সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। সেই অবস্থাই নিঃশ্রেয়স্, মোক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। সেই অবস্থাই আত্মায় আত্ম-সম্মিলন। প্রবৃত্ত কর্ম্মে ও নিবৃত্ত কর্ম্মে ইহাই পার্থক্য। ঋকে সেই প্রবৃত্ত কর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। প্রবৃত্ত কর্ম্মই নিবৃত্ত কর্ম্মে লইয়া যাইবে। তাই প্রথম প্রয়োজন—শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্ত কর্ম্ম। শাস্ত্রানুসৃত প্রবৃত্ত কর্ম্মের ফলে অনুষ্ঠান-জনিত কর্ম্ম-প্রবাহে ক্রমশঃ নিবৃত্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান যে কর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হইলে, এই ঋকের নিগূঢ়ার্থ বোধগম্য হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" কোন্‌টী কর্ম্ম, কোন্‌টী অকর্ম্ম,—এ বিষয় বুঝিতে, সত্যই বিবেকিজনগণও মোহাচ্ছন্ন হন। অনেক সময় বিভ্রমবশতঃ আমরা কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। বাষ্পীয় যানে পরিভ্রমণ-কালে পার্শ্বস্থিত তরুরাজি সচল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। দূর-স্থিত চন্দ্রদেব অচল বলিয়া প্রতীত হন। একে অকর্ম্মে কর্ম্ম, অপরে কর্ম্মে অকর্ম্ম। এই তত্ত্ব বিশদীকৃত করিবার জন্যই শ্রীভগবান কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একই কর্ম্ম তদনুসারে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ত্রিবিধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—কর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, অকর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, আর বিকর্ম্মকে বুঝিতে হইবে। কর্ম্ম কি? কর্ম্ম বলে তাহাকেই, যাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত। শাস্ত্র যাহা আদেশ করিয়া-ছেন, সেই আদেশ পালন করিবার জন্য যাহা করিবে, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মই তোমার শুভফলপ্রদ। যে কর্ম্ম করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়া-ছেন, অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহারই নাম—বিকর্ম্ম। সে কর্ম্মে কদাচ শ্রেয়ঃ নাই। কোনও কর্ম্ম না করা অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন—অকর্ম্ম মধ্যে গণ্য। এই যে অকর্ম্ম—এই যে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মশূন্যতা. নৈষ্কর্ম্ম্য বলিয়া গণ্য হয়।

যে বিবেকী জন কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম—এই তিনের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া অকর্ম্মে (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপারে নির্লিপ্ত) থাকিতে পারেন, তিনিই ধন্য —তাঁহারই কর্ম্মানুষ্ঠান সার্থক। এই উপলক্ষে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

অকর্ম্মের মধ্যেও যিনি কর্ম্ম দেখিতে পান, এবং কর্ম্মের মধ্যেও যিনি অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) উপলব্ধি করেন, তাঁহারই সকল কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) এবং অকর্ম্মের (নৈষ্কর্ম্মের) মধ্যে কর্ম্ম কি প্রকারে আসিতে পারে? আর কর্ম্ম ও অকর্ম্ম কি করিয়াই বা বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়? অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাবের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হয়। আমরা যখন মনে করি,—'আমরা চুপ করিয়া বসিয়া আছি; আমরা কোনও কর্ম্ম করিব না; তূষ্ণীম্ভাব-অবলম্বনে আমরা দিন কাটাইব'; তখন কি কর্ম্মাভাব উপস্থিত হয়? কখনই না। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন—চুপ করিয়া থাকিবার চেষ্টা—সেও কি কর্ম্ম নয়? 'আমি নিষ্ক্রিয় বসিয়া আছি; কর্ম্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না';—এবম্বিধ অনুভাবনা কি কর্ম্ম নহে? অহঙ্কারাভিভূত মানুষই মনে করে,—'আমি নিষ্ক্রিয় আছি।' ফলতঃ, অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্মের ক্রিয়া সমভাবে চলিয়াছে। এ সকল অহঙ্কারেরই লীলা-খেলা। অহঙ্কার—অকর্ম্মকেও বিকর্ম্মে পরিণত করে। সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ কর্ম্মত্যাগ করিয়া জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছেন। দস্যু-তাড়িত প্রাণভয়ভীত কোনও বিপন্ন জন তাঁহার শরণাপন্ন হইল; আশ্রয়-ভিক্ষা চাহিল; প্রার্থনা জানাইল,—'আমায় দস্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করুন।' কিন্তু সাধু পুরুষ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন; তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মনে মনে কহিলেন,—'কর্ম্মত্যাগী আমি; আমি কেন উহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইব?' তাঁহার সেই অনুভাবনার ফলে, তাঁহার সেই অহঙ্কারের পরিণামে, আশ্রয়প্রার্থী জন দস্যুহস্তে নিহত হইল; আর তাহার ফলে ধূসর তূষ্ণীম্ভাবরূপ অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পরিণত হইল।

এবম্প্রকারে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পরিণত হয়, এবং কর্ম্মের মধ্যেও অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্ম-সংশ্রব সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে ভ্রান্ত-বুদ্ধি মানুষের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু অন্ধবিশ্বাসী হইয়া অভ্রান্ত শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণ করাও বরং সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

শাস্ত্রানুশাসিত কর্ম্ম, প্রবৃত্তই হউক আর নিবৃত্তই হউক, উভয়েই শুভ ফল প্রদান করে। কাম্য কর্ম্মের নিন্দা শতকণ্ঠে বিঘোষিত হউক; তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। পরন্তু কাম্যকর্ম্ম যদি শাস্ত্রানুসারী হয়, তাহার শুভফল কেহই রোধ করিতে পারে না। সেইরূপ, কর্ম্মের ফলে কর্ম্মাতীত মোক্ষ পর্য্যন্ত অধিগত হইতে পারে। ধনরত্ন-যশাদি ঐশ্বর্য্যের কামনায় শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে আপনিই সে কামনা ভস্মীভূত হয়। তখন প্রবৃত্ত কর্ম্মের মধ্যেই নিবৃত্ত কর্ম্ম অধ্যুষিত হইয়া থাকে। ঋকে বলা হইয়াছে,—অগ্নিদেবের অনুগ্রহে প্রতিদিন যশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ কথা ধ্রুব সত্য। যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে 'ধার্ম্মিক' বলিয়া যে লৌকিক যশঃ, তাহা তো আছেই। যজ্ঞাদি পূজাকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এ সংসারে কে না যশস্বী হইয়া থাকেন? অগ্নিদেবের অনুগ্রহে যে যশঃ লাভ হয়, সে যশের তুলনা নাই। পরীক্ষার অনল উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, যশঃ কোথায় আছে? অনলে দগ্ধীভূত হইয়াই কাঞ্চনের কান্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। মা জানকী—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী লোকললামভূতা সীতাদেবী—অগ্নি-পরীক্ষার প্রভাবেই প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন। হরিপরায়ণ প্রহ্লাদ ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়াই আপন পুণ্যস্মৃতি অক্ষয় রাখিয়া গিয়াছেন। সত্যধর্ম্ম-রক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক নৃপতিবৃন্দ অগ্নি-পরীক্ষার কি কঠোর দহনই সহ্য করিয়াছিলেন! অতীত-স্মৃতি ইতিহাস সে সকল কাহিনী চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এ সংসারে অগ্নি-পরীক্ষা ভিন্ন যশঃ কোথাও নাই। প্রকৃত যশোভাজন হইতে হইলে, অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়াই সে যশঃ লাভ করিতে হইবে। যশের ফল যে কীর্ত্তি, তাহা সৎসকর্ম্ম সদনুষ্ঠানেরই অনুসারী হইয়া আছে। ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ জনের যশঃখ্যাতি কোথায় নাই?

ঋকে আছে,—"বীরবত্তমং রয়িং অশ্নবৎ।" টীকাকারগণ অর্থ করেন,—'বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদি সহ ধনরত্ন লাভ করা যায়।' এই অর্থ সংসারী অবোধজনকে ধর্ম্মানুসারী করিবার উদ্দেশ্যে মাত্র। নচেৎ, আমরা মনে করি, এই অংশে বলা হইতেছে,—সে সেই শ্রেষ্ঠ ধন—যে ধনের আর তুলনা নাই; সে সেই নিঃশ্রেয়স্ মোক্ষ ধন—যাহার অধিক আর কামনার বিষয় নাই; অগ্নিদেবের আরাধনায়—ভগবানের শরণাপন্ন হওয়ায়, সেই যোগিধ্যেয় পরম ধন অমূল্যরতন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রাদিরূপ ধনরত্ন সংসারীর কাম্য হইতে পারে; কিন্তু সে ধনের আকাঙ্ক্ষায় ভগবানের অনুসরণ করিতে করিতে যখন সেই নিত্যসত্য সনাতন রূপ পরমধনের অধিকারী হওয়া যায়, তখনই সকল আকাঙ্ক্ষার—সকল কামনার অবসান হয়। এ ঋকে, কর্ম্মের মধ্য দিয়া সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের দিকে অগ্রসর করিবার পন্থাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।

স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি॥ ৪॥

* * *

পদবিশ্লেষণং

অগ্নে। যং। যজ্ঞং। অধ্বরং। বিশ্বতঃ। পরিঽভূঃ।

অসি। সঃ। ইৎ। দেবেষু গচ্ছতি। ৪॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

অগ্নে (হে বহ্নে!) ত্বং (ভবান্) অধ্বরং (রাক্ষসাদীনাং হিংসারহিতং) যং যজ্ঞং (যাগকর্ম্ম) বিশ্বতঃ (সর্ব্বদিক্ষু) পরিভূরসি (সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্নোষি) স ইৎ (স যজ্ঞ এব) দেবেষু (দেবানাং সমীপেষু) গচ্ছতি (ব্রজতি) স্বর্গে ইতি শেষঃ। ৪॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে অগ্নিদেব! আপনি হিংসারহিত যে যজ্ঞ সর্ব্বদিকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্যে বিহিত হয়), সেই যজ্ঞই দেবসন্নিকর্ষ লাভ করে।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং যং যজ্ঞং বিশ্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবানসি স ইত্ স এব যজ্ঞো দেবেষু তৃপ্তিং প্রণেতুং স্বর্গে গচ্ছতি। প্রাচ্যাদিচতুর্দ্দিগন্তেম্বাহবনীয়মার্জ্জালীয়গার্হপত্যাগ্নীধ্রীয়স্থানেম্বগ্নিরস্তি। পরিশব্দেন হোত্রীয়াদিধিষ্ণ্যব্যাপ্তির্বিবক্ষিতা। কীদৃশং যজ্ঞং। অধ্বরং। হিংসারহিতং। নহ্যগ্নিনা সর্ব্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি। অগ্নিশব্দস্য ষাষ্ঠিকং। পা° ৬।১।১৭৮। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। ন বিদ্যতেধ্বরোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যাং। পা° ৬।২।১৭২। ইত্যন্তোদাত্তত্বং। বিশ্বত ইত্যত্র তসিলঃ প্রত্যয়স্বরত্বং বাধিত্বা পূর্ব্ববর্ণস্যলিতি। পা° ৬।১।১৯৩। ইত্যুদাত্তত্বং। পরিভূরিত্যত্রাব্যয়পূর্ব্বপদ-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! তুমি যে যজ্ঞকে সকলদিকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও, সেই যজ্ঞই দেবতাদিগের তৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাদি চারিদিকেই আহবনীয়, মার্জ্জালীয়, গার্হপত্য, ও অগ্নীধ্রীয় নামক অগ্নি আছেন। 'পরি শব্দের দ্বারা হোমযোগ্য দ্রব্যাদির যজ্ঞস্থানব্যাপ্তি উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞ কিরূপ? অগ্নি কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত যজ্ঞ রাক্ষসাদি হিংসা করিতে পারে না, অতএব অধ্বর অর্থাৎ হিংসা রহিত। অগ্নি শব্দের ষাষ্ঠিক আমন্ত্রিতাদি (পা° ৬।১।১৭৮।আ) সূত্রের দ্বারা আদি-বর্ণের উদাত্তত্ব হইয়াছে। "ন বিদ্যতে ধ্বরোঃ অস্য" অর্থাৎ হিংসা নাই যার, এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে (নঞ্সুভ্যাং পা° ৬।২।১৭২।)—এই সূত্র দ্বারা অন্ত্যবর্ণের উদাত্তত্ব। "বিশ্বতঃ"—এই পদটীর তসিল্ প্রত্যয়ের স্বরত্বকে বাধিয়া (লিতি পা° ৬।১।১৯৩। ই) এই সূত্র দ্বারা

প্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে। পা০ ৬।২।২। তদপবাদত্বেন কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পা০ ৬।২।১৩৯। অসীতি তিঙন্তস্য যদ্বৃত্তান্নিত্যাং। পা০ ৮।১।৬৬। ইতি। নিঘাতাভাবঃ॥

চতুর্থ ঋকের বিশদার্থ

এই ঋক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবমূলক। ভাষ্যকারগণ যদিও এই ঋকের অন্যরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন; তাঁহারা যদিও বুঝাইয়াছেন যে, রাক্ষসাদির উপদ্রব নিবারণ করিয়া যে যজ্ঞ অগ্নিদেব রক্ষা করেন, এই ঋকে সেই যজ্ঞের বিষয়ই বলা হইয়াছে; অর্থাৎ, বলা হইয়াছে,—যে যজ্ঞ অগ্নিদেব রক্ষা করেন, সেই যজ্ঞই স্বর্গে দেবসমীপে পৌঁছিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ—নিগূঢ় মর্ম্মার্থ নিষ্কাষণ করিতে গেলে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ অভিনব এক অর্থ উপলব্ধ হয়।

পূর্ব্ব ঋক যেমন প্রবৃত্ত কর্ম্মের পোষক, এই ঋকটী সেইরূপ নিবৃত্ত কর্ম্মের দ্যোতক। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে, অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় ধনপুত্র ও যশঃপ্রাপ্তি ঘটে। এ ঋকে বলা হইতেছে, সেই যজ্ঞ দেবসন্নিধানে উপস্থিত হয়। এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ, তাঁহার নিকট যজ্ঞ সংবাহিত হইলেই যাজ্ঞিক এখানে কৃতার্থম্মন্য। তিনি রূপ চাহেন না। তিনি ধন চাহেন না। তিনি যশঃ চাহেন না। তিনি পুত্রকলত্রাদি-জনিত সুখের আশায়ও প্রলুব্ধ নহেন। তিনি কেবল চাহেন,—তাঁহার যজ্ঞ—যেন তাঁহারই (ভগবানেরই) কর্ম্ম হয়; তাঁহার কার্য্য—তাঁহার যজ্ঞ, যেন ভগবানের উদ্দেশ্যেই বিহিত হয়।

উদাত্তত্ব। "পরিভূঃ" এই পদটীতে পূর্ব্বপদে অব্যয় (পরি) থাকা প্রযুক্ত প্রকৃতি স্বরের প্রাপ্তি থাকিলেও (পা০ ৬।২।২) তাহার অপবাদত্ব জন্য কৃৎ প্রত্যয়রূপ উত্তর পদের প্রকৃতি স্বরত্ব। (পা০ ৬।২।১০৯) "অসি" এই তিঙন্ত পদের (যদ্বৃত্তান্নিত্যং ৮।১।৬৬)—এই সূত্র দ্বারা নিঘাতের অভাব। ৪॥

এই ঋকে যে যজ্ঞের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সে যজ্ঞ তামসিক যজ্ঞ নহে,—সে যজ্ঞকে রাজসিক যজ্ঞও বলিতে পারি না। সে যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপ সাত্ত্বিক যজ্ঞ। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥" ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, অবশ্য-কর্ত্তব্য মনে করিয়া, পরমাত্মায় চিত্তসমর্পণরূপ যে যজ্ঞ বিহিত হয়, তাহারই নাম—সাত্ত্বিক যজ্ঞ। এ যজ্ঞে অগ্নিস্থাপনার প্রয়োজন নাই; এ যজ্ঞে ঘৃতাহুতির আবশ্যক করে না; মনোময় রাজ্যে, মনোময় পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে, চিত্তাহুতি দ্বারা এ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বলা হইয়াছে,—হিংসাদির সহিত এ যজ্ঞের কোনই সংশ্রব নাই। অরণ্যে ঋষি-তপস্বীর যজ্ঞে, যজ্ঞধূম দেখিয়া, রাক্ষসেরা যজ্ঞ পণ্ড করিবার জন্য উপদ্রব আরম্ভ করে; আর, অগ্নিদেব রাক্ষসাদিকে বিতাড়িত করিয়া, সে যজ্ঞকে হিংসা-রহিত করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন। এ সাত্ত্বিক যজ্ঞ-ভঙ্গের জন্য, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ নিরন্তর অন্তর মধ্যে দ্বন্দ্ব-কোলাহল উত্থিত করিয়া রহিয়াছে। কি উপায়ে তাহাদের সে দ্বন্দ্ব নিবারণ করিতে পারা যায়? কেমন করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হওয়া যায়? সাত্ত্বিক যজ্ঞকারীর হৃদয়ে সেই চিন্তাই প্রধান চিন্তা। রাক্ষস তো তাহারাই। রিপু তো তাহারাই! কাম-ক্রোধ রূপ রিপু-রাক্ষস অহর্নিশ যে যজ্ঞ ধ্বংস করিতেছে! তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেব! তুমি তাহাদিগকে দমন করিয়া আমার যজ্ঞ রক্ষা কর। তুমি তো সাধারণ অগ্নি নও! অগ্নিরূপে জ্যোতিঃরূপে ভূলোকে দ্যুলোকে তুমি প্রকাশমান বটে; কিন্তু অন্তরে যে তোমার মহান্ মহনীয় মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তিতে তুমি আমার মানস-যজ্ঞ রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন এ যজ্ঞ অন্য কে আর রক্ষা করিবে, দেব! সংসারে যেমন সাধারণ অগ্নিরূপে তুমি সকল জঞ্জাল ভস্মীভূত করিতে সমর্থ, অন্তরে সেইরূপ তুমি জ্ঞানাগ্নিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কাম-ক্রোধ-মোহ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপু-জঞ্জালকে ভস্মীভূত করিয়া থাক। তাই ডাকি,—হে জগজ্জীবন! দেখ যেন আমার হৃদয়ের যজ্ঞ

"পশু না হয়। ঐ দেখ, রিপুরাক্ষস সে যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য আগুয়ান হইয়াছে। এস দেব!—জ্ঞানাগ্নিরূপে আবির্ভূত হও; আমার অন্তরের রিপু-রাক্ষসদিগকে ভস্ম করিয়া দেও।"

সাধক ধ্যানস্তিমিতনেত্রে জগন্ময়ে মিলিত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন; যত দুশ্চিন্তা, যত প্রলোভন, যত কুটিলতা, যত মায়ামমতা তাঁহাকে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়া আছে। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'দেব! একবার দিব্যজ্যোতিরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার চারিদিকের অন্ধকার দূর করিয়া দেও; মায়া-মমতা-প্রলোভন প্রভৃতি পাপ নিশাচরগণ যেন আর বিঘ্ন-উৎপাদন করিতে না পারে। দমন কর তাহাদিগকে,—ধ্বংস কর তাঁহাদিগকে,—দূর কর তাহাদিগকে। তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেই সাধনার পথ প্রশস্ত হইবে;—আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য আলোকে মিশিতে পারিব।'

যজ্ঞকে হিংসাদি-রহিত যজ্ঞ বলা হইয়াছে। এ যজ্ঞে নরবলি নাই। এ যজ্ঞে পশুবলি নাই; এ যজ্ঞ নরমেধ যজ্ঞ নহে, এ যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ নহে, এ যজ্ঞ বাজপেয় যজ্ঞ নহে; এ যজ্ঞে কোনরূপ প্রাণহানির সম্ভাবনা নাই। এ যজ্ঞে যাজ্ঞিক সম্পূর্ণরূপ হিংসারহিত। আপনাকে হিংসারহিত করিয়া যাজ্ঞিক হিংসারহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এ যজ্ঞের ইহাই অভিনবত্ব। সে যজ্ঞ কিরূপ যজ্ঞ? এ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এই বুঝা যাইতেছে যে, অন্তরকে এমন নির্ম্মল করিতে হইবে,—কোনরূপ কু-প্রবৃত্তি যেন অন্তরে স্থান না পায়,—যেন দয়া, সত্য, সরলতা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্গুণরাশি, হৃদয়ে অগ্নিরূপে জ্যোতিরূপে প্রকাশ পায়। যেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোক-রশ্মি-সঞ্চারে উদ্ভাসিত হয়। পশুমেধ, নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে হিংসাভাবের প্রশ্রয় প্রদান করিলেই যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহা নহে; যজ্ঞের লক্ষ্য হওয়াই চাই—অহিংসা। পরবর্ত্তিকালে যে মহাপ্রাণ অহিংসা-পরমধর্ম্মরূপ মহাবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তিনি বৈদিক এই অহিংসা-যজ্ঞ-মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি করিয়া যান নাই কি? পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেরই অভ্যুদয়-মূল যে বেদ, এই মন্ত্র তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি। এ মন্ত্রের অমূল্য বাণী নিত্যসত্যরূপে সংসারে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

যাঁহারা সাধারণভাবে রাজসিক যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এ ঋক্ এক অর্থ প্রকাশ করিতেছে; আর যাঁহারা আধ্যাত্মিকভাবে আধ্যাত্মিক জগতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-যজ্ঞে প্রবৃত্ত আছেন; তাঁহারা দেখিবেন,—এ ঋকে আর একভাবে অগ্নিদেবের কৃপাভিক্ষা করা হইতেছে। রাজসিক যজ্ঞকারিগণ দেখিতেছেন,—ঘৃতাহুতি-প্রদত্ত ব্যোমপথে ধূমায়িত সাক্ষাৎ-প্রকাশমান্ ঐ অগ্নিদেবকে; আর সাত্ত্বিক যজ্ঞকারী সাধকগণ দেখিতেছেন,—সে অগ্নি সেই অবাঙ্মনসগোচর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাগ্নি।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।).

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।

দেবোদেবেভিরাগমত্॥ ৫ ॥ ১ ॥

* * *

পদবিশ্লেষণং।

অগ্নিঃ। হোতা। কবিঽক্রতুঃ। সত্যঃ। চিত্রশ্রবঃঽতমঃ।

দেবঃ। দেবেভিঃ। আ। গমৎ। ৫ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হোতা (হোমসম্পাদকঃ) কবিক্রতুঃ (যজ্ঞকার্য্যস্য ক্রমবেত্তা প্রজ্ঞা-সম্পন্নো বা) সত্যঃ (মিথ্যারহিতঃ অকপটঃ) চিত্রশ্রবস্তমঃ (অতিশয়েন বিচিত্রকীর্ত্তিশালী, বিচিত্রযশোযুক্তো বা)

দেবঃ (দানাদিগুণযুক্তঃ, দীপ্তিমন্তো বা) অগ্নিঃ (বহ্নিঃ) দেবেভিঃ (ইন্দ্রাদি দেবৈঃ) সহ আগমৎ (আগচ্ছতু) অস্মিন্ যজ্ঞে ইতি শেষঃ। ৫॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি হোতা, আপনি কবিক্রতু (অর্থাৎ অশেষ-প্রজ্ঞা-সম্পন্ন)। আপনি সত্য, আপনি চিত্রশ্রবস্তম (অর্থাৎ অতিশয় যশঃ-কীর্ত্তিসম্পন্ন), আপনি দেব (অর্থাৎ দানাদি-গুণযুক্ত দীপ্তিমন্ত)। দেবগণ সহ আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মগ্নির্দেবোঽন্যৈর্দেবৈর্হবির্ভোজিভিঃ সহাগমৎ। অস্মিন্ যজ্ঞে সমাগচ্ছতু। কীদৃশোঽগ্নিঃ। হোতা হোমনিষ্পাদকঃ। কবিক্রতুঃ। কবিশব্দোঽত্র ক্রান্তবচনো ন তু মেধাবী নাম। ক্রতুঃ প্রজ্ঞানস্য কর্ম্মণো বা নাম। ততঃ ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ ক্রান্তকর্ম্মা বা। সত্যঃ। অনৃতরহিতঃ। ফলমবশ্যং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। চিত্রশ্রবস্তমঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ। অতিশয়েন বিবিধকীর্ত্তিযুক্তঃ॥ কবিক্রতুশ্চিত্রশ্রবস্তম ইত্যত্রোভয়ত্র বহুব্রীহিত্বাৎ পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। সৎসু সাধুঃ সত্যঃ সত্যাদশপথে। পা° ৫।৪।৬৬। ইত্যত্রান্তোদাত্তো হরদত্তেন নিপাতিতঃ। লোড়ন্তস্য গচ্ছত্বিতিশব্দস্য ছত্বাভাবঃ। উকারলোপশ্ছান্দসঃ। ততো রূপং গমদিতি ভবতি। স্পষ্টমন্যৎ। ইত্যৃক্‌সংহিতায়াং বেদার্থপ্রকাশে প্রথমকাণ্ডস্য প্রথমাধ্যায়ে প্রথমো বর্গঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নিদেব, হবির্ভোজনশীল অন্যান্য দেবগণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন। অগ্নি কিরূপ? হোতা অর্থাৎ হোমনিষ্পাদক। কবিক্রতু, এ স্থলে কবি শব্দের অর্থ—মেধাবী না হইয়া ক্রান্ত হইয়াছে এবং ক্রতু শব্দে প্রজ্ঞান অথবা কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। অতএব কবিক্রতু শব্দের অর্থ—ক্রান্তপ্রজ্ঞ অথবা ক্রান্তকর্ম্মা। সত্যশব্দে অনৃত (মিথ্যা) রহিত। অর্থাৎ আরাধিত অগ্নি, যজ্ঞীয় ফল অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকেন। চিত্রশ্রবস্তম অর্থাৎ অতিশয় কীর্ত্তিমান্। যাহা সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, তাহাকে শ্রব বা কীর্ত্তি কহে। "কবিক্রতুঃ" ও "চিত্রশ্রবস্তমঃ এই পদদ্বয়ে বহুব্রীহিসমাস বশতঃ পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। সদ্ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি সাধু (শ্রেষ্ঠ), তাঁহাকে সত্য কহে। সত্যাদশপথে (পা° ৫।৪।৬৬।)—এই সূত্র দ্বারা হরদত্ত কর্তৃক অন্তোদাত্ত নিপাতন সিদ্ধ হইয়াছে। লোট্ প্রত্যয়ান্ত "গচ্ছতু" এই শব্দের ছান্দস প্রযুক্ত ছত্বাভাব ও উ-কারের লোপ। অতএব "গমৎ" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। অন্য সমস্ত স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল না। ৫॥ ইতি ঋক-সংহিতায় বেদার্থপ্রকাশে প্রথম কাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বর্গ।

পঞ্চম ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকে কয়েকটী অভিনব বিশেষণে অগ্নিদেবকে বিশেষিত করা হইয়াছে। অগ্নিদেবতাকে বলা হইয়াছে,—আপনি কবিক্রতু। এ শব্দ বহুভাবদ্যোতক। যাঁহারা আনুষ্ঠানিক যজ্ঞধর্ম্ম-সমাধানে ব্রতী রহিয়াছেন, যজ্ঞকর্ম্মের উপযোগিতা-প্রতিপাদনে যাঁহারা জনসাধারণকে যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী করিতে চাহেন, তাঁহারা উহার অর্থ একরূপ নিষ্পন্ন করিতে পারেন; আর যাঁহারা অনুষ্ঠানের অতীত, সকল কর্ম্মের শেষভূত, জ্ঞান-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহার অন্য আর এক অর্থ সূচিত হয়। যাঁহারা লৌকিক যজ্ঞকেই সারভূত বলিয়া মনে করেন, 'কবিক্রতু' শব্দে তাঁহারা বুঝিতেছেন,—যজ্ঞনিষ্পাদনে অগ্নিদেবের ন্যায় কর্ম্মকুশল আর দ্বিতীয় নাই;—তিনি যজ্ঞকার্য্যের ক্রমবিজ্ঞানবিৎ, তিনি যজ্ঞকুণ্ডের ও স্বর্গলোকের সম্বন্ধ-বিধান-পক্ষে প্রধান সহায়। তিনি যেন উভয় লোকের মধ্যস্থ-স্থানীয়। যজ্ঞক্ষেত্র হইতে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া, তিনি যেন দেবগণ-সকাশে যাজ্ঞিকের কৃতকর্ম্মের বিষয় জ্ঞাপন করেন। আবার অন্য পক্ষে ঐ কবিক্রতু শব্দে বুঝাইতেছে—তিনি জ্ঞানময়, তিনি প্রজ্ঞাস্বরূপ, তিনি ভূলোকে দ্যুলোকে—সর্ব্বলোকে জ্ঞানরূপে বিরাজমান আছেন।

কবি ও ক্রতু যে দুই শব্দের যোগে 'কবিক্রতুঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই দুই শব্দের অর্থ-নিষ্কাষণ করিলে বুঝা যায়,—সর্ব্বজ্ঞতা হেতু তিনি ব্রহ্মা (কবি, মনিষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভু), আর সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বলিয়া তিনি বিষ্ণু। কবিক্রতু শব্দের যে কর্ম্মকুশল অর্থ নিষ্পন্ন হয়, সে কর্ম্ম—কোন্ কর্ম্ম? সে কর্ম্ম—ইন্দ্রিয়-নিরোধ। 'ক্রতু' শব্দে—ইন্দ্রিয়কে বুঝায়। কবি শব্দে রশ্মি অর্থও সূচিত হয়। 'কবিক্রতু' বলিতে ইন্দ্রিয়-সংযমশীল অর্থও উপলব্ধি হইতে পারে। যেমন দুর্দ্দম অশ্বকে রশ্মি দ্বারা সংযত করা হয়, তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয়-সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মি দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখিতে পারেন, তিনিই কবিক্রতু। গীতায় শ্রীভগবান স্থিত-

প্রজ্ঞের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা সেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' অবস্থাই বুঝাইয়া থাকে। যিনি অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-তৃষ্ণা-অভিলাষ এককালে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার আদৌ নাই, যিনি আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্বরূপ আত্ম-সম্মিলনে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। আবার, আপনাকে আপনি জানিয়া যিনি আত্মময় হইয়া আছেন, তিনিই কবিক্রতু। শব্দ বিভিন্ন হইলেও বস্তুপক্ষে বিভিন্নতা নাই। উভয়ই এক অবস্থা।

ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি কবিক্রতু; ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি সত্য; ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি চিত্রশ্রবস্তমঃ' অর্থাৎ অতিশয় কীর্ত্তিমন্ত। এ সকল বিশেষণের তাৎপর্য্য কি? শ্রীভগবান—বিশেষণ-বিরহিত, আবার তাঁহার বিশেষণের অন্ত নাই। তিনি নির্গুণ গুণাতীত, আবার তিনি সগুণ গুণময়। তিনি সাকার, আবার তিনি নিরাকার, আবার তিনি একাকার। অসম্ভব সম্ভব—তাঁহাতে কিছুরই অসদ্ভাব নাই। এরূপভাবে পরস্পরবিরোধী বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার কি কোনও নিগূঢ় কারণ নাই? উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাকে সকল দিক দিয়া সকল ভাবে বুঝিতে হইবে। তাঁহাকে বলা হইল,—তিনি কবিক্রতু, তিনি সত্য, তিনি অশেষ কীর্ত্তিসম্পন্ন। কেন এমন সকল গুণ-বিশেষণে সেই বিশেষণের অতীত নির্গুণ বস্তুকে বিশেষিত করা হয়? উদ্দেশ্য—তোমাকে তৎসান্নিকর্ষে পৌঁছিতে হইবে, তোমাকে তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হইবে, তোমাকে তদ্গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। যাহার জন্মই হয় নাই, তাহার আবার মৃত্যু হইবে কি প্রকারে? কর্ম্ম করিলে তো কর্ম্মের ত্যাগ করা সম্ভবপর হয়? যে কখনও কোনও কর্ম্মই করিল না, তাহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভবে? যে গুণের অধিকারী না হইল, সে কেমন করিয়া গুণাতীতে পৌঁছিতে পারে? আগে গুণের অধিকারী হও, তবে গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে? গুণ-বিশেষণ দেখিয়া, গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও; তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে? যে মূর্খ, যে জন পাণ্ডিত্যের

অধিকারী নহে; পণ্ডিতের সন্নিধানে অবস্থিতি—পণ্ডিতগণের সহবাস-লাভ তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর কি? যে অসৎ, যে চৌর, সে কি সতের সন্নিকটে তিষ্ঠিতে পারে? বিশেষণ দেখিয়া বিশেষণের অনুসারী হইতে হইবে। যে চিন্তা, যে ধ্যান, যে জ্ঞান লইয়া জীব, কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে; সে তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। যে গুণকে আদর্শ করিয়া সেই গুণের অনুকরণ করা যায়, সেই গুণে গুণান্বিত হওয়াই প্রকৃতির বিধান-বৈচিত্র্য। চিন্তায়, ধ্যানে, অনুসরণে, জীব যে অনুসৃত ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের একটী দৃষ্টান্তে তাহা বিশদীকৃত দেখি। ভগবদ্বৈরিগণ বৈরিভাবে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াও মুক্তি লাভ করিয়াছিল। সেই বিষয় বুঝাই-বার জন্যই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইতেছে,—

"এনঃ পূর্ব্বকৃতং যত্তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা॥"

অর্থাৎ,—'কীট যেমন, পেশস্কৃৎকে (কুমীরক পোকা) স্মরণ করিতে করিতে তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কৃষ্ণবৈরী রাজগণ পূর্ব্বকৃত বৈরতা-জনিত পাপ বিদ্যমান সত্ত্বেও অন্তকালে স্বারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়া-ছিলেন।' শ্রীভগবান তাই এ বিষয়ে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে॥"

অর্থাৎ,—'বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে।' জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, গুণময়ের যে গুণকথা গীত হইয়া থাকে, পরমপিতার পুণ্যস্মৃতি যে অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কি আছে? তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত, তৎস্বরূপে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

দুঃখের দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া, সংসারের জ্বালামালায় জর্জ্জরিত থাকিয়া মানুষ অহর্নিশ পরিত্রাহি ডাক ডাকিতেছে। কি প্রকারে এই

দারুণ দুঃখের নিবৃত্তি হয় ? কি প্রকারে এই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তির পুতধারা বর্ষিত হয় ? সারা সংসার ব্যাপিয়া তাহারই সন্ধান চলিয়াছে। কোথায় মোক্ষ ? কোথায় নিঃশ্রেয়স্ ? কোথায় মুক্তি ? কি প্রকারে সে মুক্তি অধিগত হয় ? সকলেই সেই সন্ধানে বিষম বিব্রত। কিন্তু কেহই সে তত্ত্ব সন্ধান করিয়া পাইতেছেন না। অথচ শাস্ত্র, ইঙ্গিতে সে তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বুঝাইয়াছেন,—মুক্তি পঞ্চ-বিধা ;—"সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্যস্বারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ;"—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, স্বারূপ্য, সাযুজ্য (একত্ব)। সমান লোকে বাস করার নাম—সালোক্য মুক্তি। সমানরূপ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হওয়ার নাম—সার্ষ্টি মুক্তি। সামীপ্য বা নৈকট্যজনিত যে মুক্তি, তাহারই নাম—সামীপ্য মুক্তি। সমানরূপে রূপান্বিত হইতে পারার নাম—স্বারূপ্য মুক্তি। আর সাযুজ্য বা একত্বরূপ মুক্তিই অভেদভাব। এই মুক্তিতে তিনিইও যে, তুমিও সেই। এই পঞ্চবিধা মুক্তির এক এক বিভাগকে এক একটী স্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে। সমান লোকে বাস করিবে ? সমান গুণসম্পন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত হও। তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি ন্যায়স্বরূপ, তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁহার সমান গুণসম্পন্ন হইতে হইলে তোমাকেও ন্যায়-স্বরূপ, সত্য-স্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ হইতে হইবে। হও—সত্যপর, হও—ন্যায়পর, হও—জ্ঞানের অধিকারী ! তবে তো তাঁহার সহিত সমান লোকে বাস করিতে পারিবে ! তবে তো তাঁহার সহিত সমান ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হইবে ! তবে তো ক্রমে ক্রমে, সমান লোক সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার নৈকট্য-লাভে সমর্থ হইবে ! নৈকট্য হইলেই স্বরূপ অবগত হইবার অবসর আসে। স্বরূপ অবগত হইলেই রূপে রূপ মিশাইবার, আত্মায় আত্ম-সম্মিলন ঘটাইবার, প্রযত্ন হয়। রূপে রূপ মিশিলে, আত্মায় আত্ম-সম্মিলন হইলে, তখন আর ভেদভাব বিদ্যমান থাকে না। তখন সমুদ্রের জল নদীর জল এক হইয়া যায়। ঋকে অগ্নিদেবকে ঐ সকল বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্যই এই যে, তোমরা সকল গুণে গুণান্বিত হও। তিনি যেমন চিত্রশ্রবস্তম, অর্থাৎ বিচিত্র কীর্ত্তিমান্, তুমিও সেইরূপ বিচিত্র কীর্ত্তিমান্ হও ! তিনি যেমন দেবতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও

দানাদি গুণযুক্ত, তুমিও সেইরূপ আপন গুণে দয়াধর্ম্মদানাদি গুণ দ্বারা, সত্য-সরলতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত হইয়া, স্বপ্রকাশ হও।

এ ঋকে আরও বলা হইয়াছে যে,—এই যজ্ঞে দেবগণের সহিত আপনি আগমন করুন। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছিল,—দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করুন। এই ঋকে বলা হইতেছে,—তাঁহাদিগকে লইয়া আপনি এই যজ্ঞে আসুন। সেই ঋকের আর এই ঋকের সামঞ্জস্য-সাধনে বেশ উপলব্ধি হয়, যিনি বহুরূপে প্রতিভাত হন, যাঁহাকে বহু নামে পরিচিত করা যায়, যাঁহার বিষয় বহুভাবে ব্যক্ত হইতে থাকে, তিনি বহু হইলেও এক, এক হইলেও বহু। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"এক এব বহুস্যাম।" এখানে তাই বলা হইতেছে, তুমি সকল রূপে এস, তোমার সঙ্গেই যেন সকল রূপ প্রকাশ পায়। অগ্নিরূপে জ্যোতিঃরূপে তোমার যে বিভূতি, সে বিভূতি প্রকাশ পাউক; আর, অন্যান্য দেবতা-রূপেও তোমার যে বিভূতি, আমার অন্তরে তাহাও বিকাশ-প্রাপ্ত হউক।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

যদংগ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।

তবেত্তত্ সত্যমংগিরঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদবিশ্লেষণং।

যৎ। অংগ। দাশুষে। ত্বং। অগ্নে। ভদ্রং। করিষ্যসি।

তব। ইৎ। তৎ। সত্যং। অংগিরঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

অঙ্গাগ্নে (হে অগ্নে!) ত্বং (ভবান্) দাশুষে (হবির্দ্দত্তবতে যজমানায়) যৎ ভদ্রং (মঙ্গলং) করিষ্যসি (বিধাস্যসি) তৎ (ভদ্রং) তব ইৎ (ভবত এব) অঙ্গিরঃ (হে অঙ্গিরোহগ্নে)। তৎ সত্যং (যথার্থং) তৎসদৃশকল্যাণবিধায়কোহন্যো দেবো নাস্তীতি ভাবঃ। ৬॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! তুমি যে যজ্ঞকারী যজমানের কল্যাণ-সাধন কর, তাহা তোমারই (উপযুক্ত বা কল্যাণ-সাধক)। হে অঙ্গিরঃ! তাহাই সত্য (অর্থাৎ তুমিই একমাত্র কল্যাণকারী, আর সে কল্যাণ তোমারই উদ্দেশ্যে বিহিত)॥ ৬॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অঙ্গেত্যভিমুখীকরণার্থো নিপাতঃ। অঙ্গাগ্নে হে অগ্নে ত্বং দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় তৎপ্রীত্যর্থং যদ্ভদ্রং বিত্তগৃহপ্রজাপশুরূপং কল্যাণং করিষ্যসি তদ্ভদ্রং তবেৎ। তবৈব সুখহেতুরিতি শেষঃ। হে অঙ্গিরোহগ্নে। এতচ্চ সত্যং ন ত্বত্র বিসংবাদোহস্তি। যজমানস্য বিত্তাদিসম্পত্তৌ সত্যামুত্তরক্রত্বনুষ্ঠানেনাগ্নেরেব সুখং ভবতি। ভদ্রশব্দার্থং শাট্যায়নিনঃ সমামনন্তি। যদ্বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ভদ্রং গৃহা ভদ্রং প্রজা ভদ্রং পশবো ভদ্রমিতি॥ অঙ্গশব্দস্য নিপাতত্বেহপি ফি° ৪।১২। অভ্যাদিত্বাদন্তোদাত্তত্বং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

"অঙ্গ" শব্দটী অভিমুখীকরণ অর্থে সম্বোধনে ব্যবহৃত এবং নিপাতন সিদ্ধ। অঙ্গশব্দের অর্থ—হে, অঙ্গাগ্নে অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমি হবির্দ্দানকারি যজমানকে, তাহার প্রীতির নিমিত্ত বিত্ত-গৃহ-সন্ততি-পশু-স্বরূপ যে কল্যাণ বিধান করিবে; সেই "ভদ্র" (কল্যাণ) তোমারই সুখের নিমিত্ত হইবে। অর্থাৎ, তোমার প্রসাদে বিত্ত-সম্পত্তি লাভ করিয়া, তোমার প্রীতির জন্য যজমান, যে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, সেই যজ্ঞ-কার্য্যে তোমার সুখ অর্থাৎ প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। হে অঙ্গিরো নামক অগ্নি এতদ্বাক্য সত্য অর্থাৎ ধ্রুব। ইহাতে কোনও প্রতারণা বা সন্দেহ নাই। কেন-না, যজমানের বিত্তাদি-সম্পত্তি হইলে, তৎপরবর্ত্তিকালানুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিরই সুখ হইয়া থাকে। ভদ্র শব্দের অর্থ, শাট্যায়ন-শাখাধ্যায়িগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—যাহা পুরুষের বিত্ত, তাহা ভদ্র; গৃহসকল-ভদ্র; প্রজা অর্থাৎ সন্ততি-সকল ভদ্র; পশু সকল ভদ্র। অঙ্গ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইলেও (ফি° ৪।১২।অ)

দাশুষে দাশ্বান্ সাহ্বান্ পা০ ৬।১।১২। ইতিসূত্রেণ দাশৃ দানে ইতিধাতোঃ ক্বসুপ্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। তত্র প্রত্যয়স্বরঃ। আমন্ত্রিতস্যাগ্নিশব্দস্য পদাৎ পরত্বেনাষ্টমিকানুদাত্তত্বং পা০ ৮।১।১৯। ন শঙ্কনীয়ং। অপাদাদৌ পা০ ৮।১।১৮। ইতি পর্য্যুদস্তত্বাৎ ততঃ ষাষ্ঠিকং পা০ ৬।১।১৯৮। আদ্যুদাত্তত্বমেব। ভদ্রশব্দস্য নব্বিষয়ত্বেন। ফি০ ২।৩। আদ্যুদাত্তত্বপ্রসক্তাবপি ভদি কল্যাণ ইতি ধাতোরুপরিরকৃপ্রত্যয়েন নিপাতনাদন্তোদাত্তত্বং। অস্মিন্ বাক্যে যচ্ছব্দপ্রয়োগান্নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত। পা০ ৮।১।৩০। ইতি নিঘাতে প্রতিষিদ্ধেস্য প্রত্যয়স্বরেণ পা০ ৩।১।৩৩। সতি শিষ্টেন করিষ্যসিশব্দ উপান্ত্যোদাত্তঃ। তবেত্যত্র যুষ্মদস্মদোর্ঙসি। পা০ ৬।১।২১১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অঙ্গিরা অঙ্গারাইতি যাস্কঃ। ঐতরেয়িণোঽপি প্রজাপতিদুহিতৃধ্যানোপাখ্যানে সমামনন্তি। যেঽঙ্গারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্নিতি। তস্মাদঙ্গিরোনামকমুনিকারণত্বাদঙ্গাররূপস্যাগ্নেরঙ্গিরস্ত্বং। অত্র পদাৎ পরত্বেনাষ্টমিকানুদাত্তত্বং ॥৬॥

অগ্নীষোমপ্রণয়ন উপত্বাগ্ন ইত্যাদিকোঽনুবচনীয়স্তৃচঃ। এতচ্চ ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং। উপত্বাগ্নে দিবে দিব উপপ্রিয়ং পনিপ্রতমিতি তিস্রশ্চৈকাংচান্বাহেতি। তস্মিংস্তৃচে যা প্রথমা সা সূক্তে সপ্তমী। তামেতাং সপ্তমী মৃচমাহ॥

* *

অভিমুখীকরণার্থ হেতু, অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "দাশুষে" পদটী দাশ্বান্ সাহ্বান্, (পা০ ৬।১।১২।) এই সূত্র দ্বারা দানার্থ দাশৃ ধাতুর উত্তর ক্বসু প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয় স্বর অর্থাৎ ইহার স্বর আদ্যুদাত্ত। আমন্ত্রিত অগ্নি শব্দটী পদের পরে আছে বলিয়া আষ্টমিক অনুদাত্ত স্বরের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। যেহেতু আপাদাদৌ (পা০ ৮।১।১৮) এই সূত্রের দ্বারা পর্য্যুদস্তত্ব হেতু ষাষ্ঠিক (পা০ ৬।১।১৯৮।) এই সূত্র দ্বারা আদি স্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। ভদ্র শব্দে নপ্ প্রত্যয়ের বিষয়ত্ব হেতু (পাং ২।৩।) এই সূত্রের দ্বারা আদ্যুদাত্তের প্রাপ্তি হইলেও কল্যাণার্থ ভদি ভদ্ ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতন সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উক্ত ভদ্র শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "করিষ্যসি" এই বাক্যে যদ্ শব্দের প্রয়োগ জন্য নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত (পা০ ৮।১।৩০) এই সূত্রানুসারে নিঘাত স্বরের নিষেধ হইলেও, এই ক্রিয়াপদে প্রত্যয়স্বর অবশিষ্ট বলিয়া (পা০৩।১।৩৩) উপান্ত্য স্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। "তব" এই পদটীতে যুষ্মদস্মদোর্ঙসি (পা০ ৬।১।২১১ই) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যাস্ক বলেন, অঙ্গিরাঃ শব্দের অর্থ অঙ্গার। ঐতরেয় শাখাধ্যায়িগণ, প্রজাপতিদুহিতৃধ্যানের উপাখ্যানে বলেন যে, যাহা অঙ্গার ছিল তাহাই অঙ্গিরস্ হইয়াছে। সেই নিমিত্ত অঙ্গিরো নামক মুনি হইতেই অঙ্গার রূপ অগ্নির নাম অঙ্গিরাঃ হইয়াছে। এই পদটীর, পদের পরত্ব হেতু আষ্টমিক অনুদাত্তত্ব হইয়াছে।

অগ্নিষোমপ্রণয়নকার্য্যে "উপত্বাগ্নে" ইত্যাদি অনুবচনীয় তৃচ্, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—'উপত্বাগ্নে দিবে দিব উপপ্রিয়ং পনিপ্রতং' এই তিনটী ঋক্ এবং অপর আর একটী ঋক্ অনুবাক্‌রূপে পাঠের নিয়ম আছে। সেই তৃচে যেটী প্রথমা ঋক্, সূক্তে সেটী সপ্তমী ঋক্। সেই সপ্তমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ।

—————:০:—————

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, এ ঋক্‌টী যেন কোনও মনুষ্যের স্তুতি-বিধানের উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়াছে। মানুষ যাহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করে, আমরা সংসারে যে দৃশ্য সর্ব্বদা দেখিতে পাই, প্রথম দর্শনে মনে হয়, এ ঋক্‌টীতে যেন সেই ভাবেরই প্রতিধ্বনি হইয়াছে,—এ ঋক্‌টীতে যেন সেই কুটিল সাংসারিক দৃশ্যেরই প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে।

যজ্ঞকারী যজমান, সাধারণতঃ আকাঙ্ক্ষা করে, অগ্নিদেব যেন তাঁহাকে পুত্রবিত্তাদিরূপ ধনরত্ন দান করেন। তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা যাহাতে পূর্ণ হয়, অগ্নিদেব কৃপাপরবশ হইয়া যেন, তাঁহার সেই প্রার্থনা পূরণ করেন; স্তুতিবাদে তাঁহার যেন, এমন সন্তোষবিধান হয়—যাহার ফলে ইষ্টদেব, তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে সহায় হন; স্থূলদৃষ্টিতে এ ঋকের এই অর্থই উপলব্ধি হয়। 'আমি যে ধন চাই, আমি যে কল্যাণ চাই, আমি যে পুত্রবিত্ত চাই—সে তোমারই প্রীতি-সাধন জন্য। এরূপ উক্তি শুনিলে, এরূপ অভিপ্রায় বুঝিলে, কোন্ মানুষ না—কোন্ উত্তমর্ণ না, আপনার অধীন জনের উন্নতি-বিধানে প্রয়াস পায়! রাজা প্রজাপালন করেন, সৈনিক পোষণ করেন,—আপনারই ভবিষ্য-কল্যাণ কামনা করিয়া। প্রজা যদি রাজাকে বুঝাইতে পারে, সৈনিক যদি আপনার নিয়োগকর্ত্তাকে উপলব্ধি করাইতে পারে যে, তাহাদের বিত্তসম্পত্তি সমস্তই আবশ্যক হইলে, তাহারা অনুগ্রহকারি রাজারই মঙ্গল-কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে; তাহাতে অনুগ্রহকারী রাজা সেই প্রজার বা সেই সৈনিকের মঙ্গল-সাধন-পক্ষে নিশ্চয়ই বিহিত বিধান করেন। এই ঋকে যজমান, অধমর্ণভাবে যেন উত্তমর্ণ রাজা অগ্নিদেবের নিকট পুত্র-বিত্তাদির প্রার্থনা জানাইতেছেন; বলিতেছেন,—'হে প্রভু! আমায় যাহা কিছু দান করিবেন, সে দান আপনারই সেবায় বিনিযুক্ত হইবে। আমার অর্থ-সম্পৎ বৃদ্ধি পাইলে আমি আপনার তৃপ্তি-সাধন-জন্য যজ্ঞের পর যজ্ঞের ব্যবস্থা করিব। ধন-রত্ন-সহ পুত্র লাভ করিলে আমার সেই পুত্রও তোমার অর্চ্চনায় যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইবে;—সেও তোমারই সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।' ভবিষ্যৎ প্রত্যুপকারের আশায় সাধারণ মানুষ যেমন অনেকের উপকারে

প্রবৃত্ত হয়, অগ্নিদেবকেও যেন সেই সাধারণ মানুষভাবে ভারা হইয়াছে। যজমান উপকৃত হইলে প্রকারান্তরে যাজ্যেরও উপকারের সম্ভাবনা,—এই বুঝাইয়া, এখানে যেন অর্চ্চনা করা হইতেছে! মানুষের যেমন রীতি-প্রকৃতি, এ ঋকে প্রথম দৃষ্টিতে সেই ভাবেরই যেন উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু একটু নিবিষ্ট-চিত্তে এই ঋকের নিগূঢ় অর্থ অনুসন্ধান করিতে গেলে সম্পূর্ণ অন্য ভাব উপলব্ধি হয়। 'আমার যে কল্যাণ-সাধন কর, সে কল্যাণ তোমারই!' নিষ্কাম কর্ম্মের এ এক উচ্চ আদর্শ নহে কি? এরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ নিস্পৃহ ভাব—এ কি সাধারণ মানুষে সম্ভবপর! আত্মসুখের কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, আত্মকল্যাণ-চিন্তা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; এখানে যজ্ঞকারী ভাবিতেছেন,—কিসে তিনি তেমন যজ্ঞ করিতে পারেন, যাহাতে সেই যজ্ঞের ফল, যাঁহার উদ্দেশে বিহিত, যজ্ঞ তাঁহাতেই সমর্পিত হয়। তিনিই সত্য, তাঁহাতে সমর্পিত যজ্ঞফলই সত্য! নিস্পৃহ নিষ্কাম যজমান এই ভাবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই, যজ্ঞ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

এইরূপে কাম্যকর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম উভয় কর্ম্মের প্রযোজক এই ঋক্, উভয় শ্রেণীর মানুষকে—প্রথম স্তরের এবং শেষ স্তরের এই উভয় স্তরের সাধককে—শ্রীভগবানের উপাসনা-আরাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

———•———

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

উপত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।

নমো ভরংত এমসি॥ ৭॥

* *

পদবিশ্লেষণং ।

উপ। ত্বা। অগ্নে। দিবেঽদিবে। দোষাঽবস্তঃ। ধিয়া। বয়ং।

নমঃ। ভরংতঃ। আ। ইমাস॥ ৭

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

অগ্নে (হে বহ্নে !) দিবেদিবে (প্রত্যহং) দোষাবস্তঃ (রাত্রৌ দিবা চ রাত্রৌ প্রকাশমানং বা। দোষা রাত্রিঃ বসুপ্রকাশনে তৃচ প্রত্যয়েন বস্তঃ ইতি সিদ্ধং) ধিয়া (ত্বমেকং পরাৎপরং ইতি বুদ্ধ্যা, সঙ্কল্পবিরহিতচিত্তেন বা) নমোভরন্তঃ নমঃ (নমস্কারং প্রণামং) ভরন্তঃ (কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) বয়ং (যাজ্ঞিকাঃ) ত্বা (ত্বাং) উপ (সমীপে) এমসি (আগচ্ছামঃ প্রাপ্নুমো বা)। ৭॥

বঙ্গানুবাদ

হে অগ্নিদেব! 'আমরা প্রতিদিন দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ' (অথবা 'রাত্রিতে প্রকাশমান') 'আপনাকে অন্তরের' সহিত (অথবা সঙ্কল্পবিরহিতচিত্তে) অর্চ্চনা করিতে করিতে আপনার সমীপে উপনীত হইতে সমর্থ হই (অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হই)।

* *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে অগ্নে বয়মনুষ্ঠাতারো দিবে দিবে প্রতিদিনং দোষাবস্তা রাত্রাবহনি চ ধিয়া বুদ্ধ্যা নমো ভরন্তো -নমস্কারং সম্পাদয়ন্ত উপ সমীপে ত্বেমসি। ত্বামাগচ্ছামঃ॥ উপশব্দস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারিগণ আমরা, প্রতিদিন দিবা এবং রাত্রিতে বুদ্ধিপূর্ব্বক নমস্কার করিতে করিতে সমীপেই তোমাকে পাইয়া থাকি॥ উপশব্দে নিপাতস্বর॥ (ফিঃ-

নিপাতস্বরঃ। ফি০ ৪।১২। ত্বামৌদ্বিতীয়ায়াঃ। পা০ ৮।১।২৩। ইতিযুষ্মচ্ছব্দস্যানুদাত্তত্বাদেশঃ। দোষাশব্দো রাত্রিবাচী। বস্ত ইত্যহর্বাচী। দ্বন্দ্বসমাসে কার্ত্তকৌজপাদিত্বাৎ। পা০ ৬।২।৩৭। আদ্যুদাত্তঃ। সাবেকাচঃ। পাঃ ৬।১।১৬৮। ইতি ধিয়ো বিভক্তিরুদাত্তা। নম ইতি নিপাতঃ। ভরন্ত ইত্যত্র শপঃ পিত্বাচ্ছতুর্সার্ব্বধাতুকত্বাচ্চানুদাত্তত্বে সতি পা০ ৩।২।১২৮। ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। ইমসীত্যত্রেদন্তোমসিঃ। পা০ ৭।১।৪৬। ইত্যাদেশো নিঘাতশ্চ॥

সপ্তম ঋকের বিষদার্থ।

দিবারাত্রি অর্চ্চনা করিয়া, অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, তাঁহার বন্দনা তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে, তাঁহার সামীপ্য লাভ যে সুনিশ্চিত, তাহা আর পুনঃপুনঃ বুঝাইবার আবশ্যক করে না। ইহাই সার সত্য যে, তচ্চিন্তায়, তদ্ধ্যানে তন্নিবিষ্টচিত্ত থাকিতে থাকিতে, ক্রমে ক্রমে তৎ-সালোক্য, তৎসামীপ্য, তৎসাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটে।

ঋকের কয়েকটী বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে জ্ঞান-রাজ্যের এক অভিনব তথ্য অবগত হওয়া যায়। ঋকে 'দোষাবস্তঃ' শব্দ আছে। ঐ শব্দের অর্থ সাধারণতঃ দিবারাত্রি (দোষা রাত্রি, বস্তঃ দিন) এই অর্থ গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈদিক সূক্ত-সমূহ অনুশীলন করিলে 'দোষা' শব্দে 'রাত্রি' এবং 'বস্তঃ' শব্দে 'প্রকাশমান' অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তদর্থে, যিনি রাত্রিতে প্রকাশমান অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, তিনিই 'দোষা-বস্তঃ'। কে তিনি, যিনি অন্ধকার নাশ করেন? সে অন্ধকারই বা কি?—

৪।১২) ত্বামৌ-দ্বিতীয়ায়াঃ (পা০ ৮।১।২৩) এই সূত্রদ্বারা যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে ত্বা আদেশ হইয়াছে বলিয়া—অনুদাত্তস্বর॥ দোষা শব্দে রাত্রিকে বুঝায় ও বস্ত শব্দে দিবসকে বুঝায়, এই উভয় শব্দে দ্বন্দ্ব সমাসে একপদ হইয়াছে বলিয়া কার্ত্তকৌজপাদিত্বাৎ (পা০ ৬।২।৩৭) এই সূত্র দ্বারা উভয়ের আদিস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। সাবেকাচঃ (পা০ ৬।১।১৬৮) এই সূত্রের দ্বারা ধী-শব্দের বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। "নমঃ" এই পদটীতে নিপাত স্বর॥ "ভরন্তঃ" এই পদে শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ব হেতু এবং শতৃ প্রত্যয় সার্ব্বধাতুক হেতু অনুদাত্তত্ব হইয়াছে বলিয়া ধাতুস্বরই—অবশিষ্ট রহিল (পা০ ৩।২।১২৮)। "ইমসি" এই পদে ইদন্তোমসি (পা০ ৭।১।৪৬।) এই সূত্র দ্বারা মসি আদেশ এবং নিঘাতস্বর হইয়াছে॥ ৭॥

যে অন্ধকার নাশ করিবার জন্য সারা সংসার আকুলি-ব্যাকুলি হইয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে! সে দোষা, সে রাত্রি, সে অন্ধকার—সে তো আমার সাধারণ-দৃষ্টি-অবরোধকারী অন্ধকার নয়! সে যে আমার অন্তর্দৃষ্টি-অবরোধকারী অজ্ঞান অন্ধকার! আমরা মনে করি, এ ঋকে সেই অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! তুমি জ্যোতিরূপে বিকাশ পাইয়া আমার এই অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের নিবিড় অন্ধকার অপসারণ কর! তুমি যে দোষাবস্তঃ। তুমি যে অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশকারী! তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে যে, আমার এ হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিবে! সাধারণ অন্ধকার দূর করিতে হইলে ক্ষুদ্র দীপালোকেও সে অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু এ যে হৃদয়ের আঁধার! এ আঁধার তো সে পার্থিব দীপালোকে দূরীভূত হইবার নহে! তুমি এস দেব!—একবার আমার হৃদয়ে উদয় হও! আমার অজ্ঞান-আঁধার দূর হউক। জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত কর। ঋকে যেন সেই প্রার্থনাই প্রধানতঃ জানান হইতেছে,—আঁধার হৃদয়ে প্রকাশমান আপনার অর্চ্চনা করিতে করিতে যেন আপনাতেই বিলীন হই।

তার পর, অনুধাবন করিয়াদেখুন,—ঋকের 'ধিয়া' শব্দ। 'ধিয়া' শব্দের সাধারণ অর্থ—'জানিয়া' বা 'ধ্যান করিয়া' বা 'বুঝিয়া' বলা যাইতে পারে। তদনুসারে, 'দোষাবস্তঃ, তুমি; তোমাকে যেন জানিতে পারি, তোমাকে যেন বুঝিতে পারি,—এই ভাব, এই অর্থ, সাধারণতঃ উপলব্ধ হয়। কিন্তু সে জানা—কেমন জানা? সে অনুভাবনা—কিরূপ অনুভাবনা? তুমি যে সেই বস্তু, তুমি যে সদ্বস্তু,—এমনভাবে জানাকেই প্রকৃত জানা বলে। কিন্তু সে জানা কিরূপভাবে সম্ভবপর? সর্ব্বসঙ্কল্প-বিরহিত চিত্তে ভগবদারাধনাই সেই জানার বা সেই জ্ঞানের মূলীভূত। 'যে জ্ঞানে আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার বিত্ত ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়, আর সেই পুত্রকলত্রবিত্তের কামনায় ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্তি আসে, সে জ্ঞান ভ্রান্তজ্ঞান,—সে জ্ঞান কদাচ শুভকর জ্ঞান নহে। সে অবস্থা—জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ আদিম অবস্থা। সে স্তর—সে পর্য্যায়, আরোহণীর প্রথম সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রকৃষ্ট জ্ঞান তাহাকেই

বলে,—যে জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা নাই, কামনা নাই, পুত্রকলত্রবিত্তাদির জন্য আকুলি-ব্যাকুলি নাই। আছে কেবল—তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই জ্ঞান, জগন্ময়রূপে যিনি অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান। সে নিরাকাঙ্ক্ষ, নির্ম্মল, প্রশান্ত অবস্থা—সে সঙ্কল্প-বিরহিত ভগবদুদ্দেশ্যেপ্রযুক্ত তৎকর্ম্মফল-তাঁহাতেই-সমর্পিত উপাসনারূপ কর্ম্ম, গীতায় যাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে,—'ধিয়া' সেই অবস্থায় উপনীত হওয়ার ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

"ভরন্তঃ বয়ং ত্বা এমসি"—ঋকের এই কয়টী শব্দে আর সকল ভাবই পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তোমাকে অর্চ্চনা করিতে করিতে,—তোমার অর্চ্চনে, তোমার শরণে, তোমার বন্দনে, তোমার অনুস্মরণে তন্ময় হইতে হইতে,—যেন তোমার সমীপে গমন করিতে পারি, তোমাকে প্রাপ্ত হইতে যেন সমর্থ হই। আমায় সেই সামর্থ্য দেও, আমার পূজা-পদ্ধতি যেন সেইরূপভাবে অনুষ্ঠিত হয়; আর সে অনুষ্ঠানে যেন তোমাকে সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞানাধার জানিয়া তোমাতেই লীন হইতে পারি।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং

বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮ ॥

* *

পদবিশ্লেষণং।

রাজন্তং। অধ্বরাণাং। গোপাং। ঋতস্য। দীদিবিং।

বর্ধমানং। স্বে। দমে॥ ৮॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

অধ্বরাণাং (যজ্ঞানাং) রাজন্তং (দীপ্যমানং রাজানং বা) ঋতস্য (সত্যধর্ম্মস্য) দীদিবিং (স্বপ্রকাশং দীপ্তিমন্তং) গোপাং (রক্ষকং রক্ষাকর্ত্তারং বা) স্বে (স্বকীয়ে) দমে (গৃহে, যজ্ঞশালায়াং) বর্দ্ধমানং (হবির্দ্দানহেতুকং উত্তরোত্তরপ্রজ্বলিতং, ক্রমবৃদ্ধিকরং জ্ঞানঞ্চ) 'ত্বাং উপ এমসি' ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ৮॥

বঙ্গানুবাদ।

যজ্ঞের রাজা, সত্যের রক্ষাকর্ত্তা, দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, আত্মগৃহে ক্রমবর্দ্ধমান, হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি! আমরা যেন আপনার সমীপস্থ হইতে পারি।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্বমন্ত্রে ত্বামুপৈম ইত্যগ্নিমুদ্দিশ্যোক্তং। কীদৃশং ত্বাং। রাজন্তং। দীপ্যমানং। অধ্বরাণাং রাক্ষসকৃতহিংসারহিতানাং যজ্ঞানাং গোপাং রক্ষকং। ঋতস্য সত্যস্যাবশ্যংভাবিনঃ কর্ম্মফলস্য দীদিবিং পৌনঃপুন্যেন ভৃশং বা দ্যোতকং। আহুত্যাধারমগ্নিং দৃষ্ট্বা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং কর্ম্মফলং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া পূর্ব্বমন্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে,—"তোমাকে আমরা নিকটে প্রাপ্ত হইতেছি।" এই মন্ত্রে কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা সেই অগ্নির স্বরূপ কীর্ত্তিত হইতেছে। তুমি কিরূপ?—না, দীপ্যমান, রাক্ষসকৃত হিংসারহিত যজ্ঞসকলের রক্ষক, ঋত অর্থাৎ সত্য—অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল-সমূহের অতিশয়সূচক (অর্থাৎ কর্ম্ম-সমূহের অবশ্যম্ভাবী ফল যিনি অতিমাত্রায় সূচনা করিয়া থাকেন), আহুতির আধার-স্বরূপ, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কর্ম্মফলসমূহের স্মৃতি-উদ্দীপক (অর্থাৎ যাঁহার দর্শনে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ

স্বর্ধতে। স্বে দমে স্বকীয়গৃহে যজ্ঞশালায়াং হবির্ভির্বর্ধমানং ॥ রাজন্তং বর্ধমানমিত্যত্রোভয়ত্র পূর্ব্ববদ্ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। দীদিবিশব্দস্যাভ্যস্তানামাদিঃ। পা০ ৬।১।১৮৯। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দমশব্দো বৃষাদিত্বাৎ। পা০ ৬।১।২০৩। আদ্যুদাত্তঃ ॥

অষ্টম ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকে অগ্নিদেবকে যজ্ঞের রাজা বলা হইয়াছে। 'রাজা' শব্দে নানা ভাব প্রকাশ করে। ঐ শব্দের সাধারণ ভাব—আধিপত্য; যিনি আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ, তিনিই অধিপতি বা রাজা। এ ঋকে বলা হইতেছে,—অগ্নিদেব যজ্ঞের রাজা অর্থাৎ যজ্ঞের অধিপতি। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাবেই অগ্নিদেবের রাজভাব—আধিপত্য-ভাব প্রকাশ পায়। অগ্নিই যে তেজের বিকাশ, সেই তেজ—সে শক্তি, পদার্থমাত্রকেই অধিকার করিয়া আছে। চেতন অচেতন জড়-অজড় সমস্ত পদার্থের উপরই তেজের আধিপত্য। পক্ষান্তরে অগ্নিরূপে জ্ঞানাগ্নির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। হবির্দ্দানে, যজ্ঞাহুতি-প্রদানে, যজ্ঞাগ্নি যে ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়, বাহ্যনেত্রেও তাহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ অন্তরের যজ্ঞক্ষেত্রে যদি জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পার, আর তাহাতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি রিপুবর্গকে আহুতি-প্রদানে সমর্থ হও; তোমার জ্ঞানাগ্নিও ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। সে প্রভুত্ব ভিন্ন—অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার না করিলে, সত্যধর্ম্ম রক্ষা হইবে না,—আমরাও তোমার সমীপস্থ হইতে পারিব না।

এ ঋকের লৌকিক অর্থ এই যে, প্রজ্বলিত দীপ্তিমান্ অগ্নি। সেই অগ্নিতে আহুতি দ্বারাই সত্যধর্ম্ম রক্ষা হয়। অগ্নিকে তাই যজ্ঞের দীপ্যমান্ রাজা এবং সত্যধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। তাঁহাতে হবির্দ্দান

কর্ম্মফলসমূহ স্মরণ-পথে পতিত হয়), স্বকীয় গৃহে অর্থাৎ যজ্ঞশালায় ঘৃতাহুতির দ্বারা বর্দ্ধনশীল। "রাজন্তং", "বর্দ্ধমানং"—এই পদদ্বয়ে পূর্ব্বের ন্যায় ধাতুস্বর অবশিষ্ট হইয়াছে। "দীদিবিং" এই পদে "অভ্যস্তানামাদিঃ" (পা০ ৬।১।১৮৯) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "দম" এই শব্দটীর 'বৃষাদিত্ব হেতু' (পা০ ৬।১।২০৩।) এই সূত্রানুসারে উদাত্ত স্বর হইয়াছে। ৮ ॥

করিলে তাঁহার দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। আর তাঁহার সেই দীপ্তি ও তেজ দেখিয়া আমরা প্রত্যহ তাঁহার নিকটে পূজার জন্য যেন উপস্থিত হই। এই সাধারণ লৌকিক অর্থ অনুসারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় অগ্নিতে আহুতিদানে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই ভাবে অগ্নিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাতে আহুতি দান করিতে করিতে, তন্ময়চিত্ত হইতে হইতে, অন্তরে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তখন বহির্যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে। তখন অগ্নিদেব মনোরাজ্যের রাজা হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। তিনি বর্দ্ধমান হইলে, জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে অল্প অল্প প্রজ্বলিত হইতে হইতে ক্রমশঃ হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে, তখনই তাঁহার সমীপস্থ হইতে সমর্থ হইবে। তাঁহার সমীপস্থ হইবার জন্যই, তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হইতে পারিবে বলিয়াই, নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যেও মানুষ এক একবার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায়। কিন্তু জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে সে পথ দেখিবে কি প্রকারে? আলোক-বর্ত্তিকা না থাকিলে অন্ধকারে কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি?

এ যেমন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আছে দেখিয়া যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞাহুতি প্রদানের জন্য অগ্নির সমীপবর্ত্তী হন, এবং যাঁহার যেমন সামর্থ্য, তিনি তদ্রূপ উপচার সহযোগে যজ্ঞাহুতি প্রদান করেন; আর সেই সকল যজ্ঞাহুতির ফলে, অগ্নিদেব ক্রমশঃই যেমন বর্দ্ধমান হইয়া উঠেন; অন্তরে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে সাধক ভক্ত সেইরূপ যজ্ঞাহুতির উপচার-সমূহ ডালি দিয়া, আনন্দে ভগবদারাধনায় প্রমত্ত হন। সে আহুতির ফলে জ্ঞানাগ্নি বৃদ্ধি পায়; মানুষ মুক্তির সমীপস্থ হয়।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।

সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥ ৯॥

পদবিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। পিতাঽইব। সূনবে। অগ্নে। সুঽউপায়নঃ। ভবঃ।

সচস্ব। নঃ। স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যখ্যা।

অগ্নে (হে বহ্নে!) স (স ত্বং) সূনবে (পুত্রায়) পিতা ইব (জনকবৎ) নঃ (অস্মাকং) সুপায়নঃ (অনায়াসলভ্যঃ, সুগমঃ) ভব (এধি)। নঃ (অস্মাকং) স্বস্তয়ে কল্যাণার্থং) সচস্ব (সমবেতো ভব), অস্মদনুগ্রহার্থং যজ্ঞস্থলং অগচ্ছেতি ভাবঃ।

* *

বঙ্গানুবাদ।

পিভা যেমন পুত্রের অনায়াসলভ্য, হে অগ্নিদেব! আপনিও সেইরূপ আমাদের অনায়াসলভ্য হউন এবং সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য আমাদের নিকটে উপস্থিত থাকুন।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে স ত্বং নোঽস্মদর্থং সুপায়নঃ শোভনপ্রাপ্তিযুক্তো ভব। তথা নোঽস্মাকং স্বস্তয়ে বিনাশরাহিত্যার্থং সচস্ব সমবেতো ভব। তত্রোভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা সূনবে পুত্রার্থং পিতা সুপ্রাপঃ প্রায়েণ সমবেতো ভবতি তদ্বৎ॥ অস্মচ্ছব্দাদেশস্য ন ইত্যেতস্যানুদাত্তং সর্ব্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নি! সেই তুমি আমাদিগের নিমিত্ত শোভনরূপে (অনায়াসে) প্রাপ্তিযুক্ত হও। (অর্থাৎ,—আমরা যেন তোমাকে অনায়াসে পাইতে পারি। আবাহন করিবা-মাত্রই যেন তুমি আসিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হও এবং আমাদের মঙ্গল-বিধানরূপ যজ্ঞফল প্রদান কর।) সেইরূপ, আমাদিগের কল্যাণ-বিধানের নিমিত্ত অর্থাৎ বিনাশ-রাহিত্যের জন্য আমাদিগের সমীপস্থ হও। এতদুভয়ের দৃষ্টান্ত; যথা,—যেমন পুত্রের নিমিত্ত পিতা প্রায়শঃই অনায়াসলভ্য হইয়া সমবেত হয়েন, তুমিও সেইরূপ হও। (এস্থলে অগ্নির সহিত যজমানের পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। পুত্রের আবাহন শ্রবণ-মাত্রই পিতা যেমন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন; সেইরূপ, যজমানের স্তুতি-শ্রবণ-মাত্রই অগ্নিদেব যেন তাঁহার সমীপস্থ হন এবং তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন,—এস্থলেও সেই দৃষ্টান্তই প্রদর্শিত হইয়াছে।) অস্মদ্‌, শব্দের স্থানে "নঃ" আদেশ সিদ্ধ হইয়াছে। আর

পা০ ৮।১।১৮। ইত্যনুদাত্তত্বং। চাদয়োঽনুদাত্তাঃ। ফি০ ৪।১৫। ইতীবশব্দোঽনুদাত্তঃ। ইবেন নিত্যসমাসঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যং। পা০ ২।১।৪।১। ইতি সমস্তঃ পিতেবেতি শব্দো মধ্যোদাত্তঃ॥ শোভনমুপায়নং যস্যেতিবহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যন্তোদাত্তত্বং। সচস্বেত্যত্র পদাৎপরত্বং নাস্তীতি ন নিঘাতঃ লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি ধাতুস্বরাবশেষঃ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে দ্বিতীয়ো বর্গঃ॥

* * *

নবম ঋকের বিশদার্থ।

——§০§——

পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ-সূচনায় এই ঋক্‌টীতে পূর্ব্বোক্ত ঋক-সমূহের সকল ভাবের পূর্ণ পরিস্ফুটন হইয়াছে। বিচ্ছেদ-ব্যবধানের যে সঙ্কোচ—দূরত্বের যে অন্তরায়—সাধনার প্রথম স্তরে বিদ্যমান থাকে, এখানে সে সঙ্কোচ—সে অন্তরায়—দূরে গিয়াছে।

পুত্রের আপদে-বিপদে, পুত্রের আকুল আহ্বানে, পিতা কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পিতার স্নেহ-দৃষ্টি সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলের প্রতি ন্যস্ত থাকে। পিতা যেমন পুত্রের আনন্দে আনন্দ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রমে গৌরবান্বিত হন; আবার পিতা যেমন পুত্রের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের অসম্ভ্রমে অনুতপ্ত হন; সুখে দুঃখে তেমন সমানুভূতি সংসারে আর কাহার আছে? তিনি নমস্য, অথচ স্নেহময়; তিনি পূজার্হ, অথচ স্নেহের তনয়কে মস্তকে ধারণ করেন।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ-ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে দর্শন—এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক অতি মহান্ লক্ষ্য!

"অনুদাত্তং সর্ব্বং' (পা০ ৮।১।১৮।)—এই সূত্র দ্বারা তাহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে; "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ" (ফিঃ ৪।১৫)—এই সূত্র দ্বারা "ইব" শব্দের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। ইব শব্দের সহিত নিত্যসমাসান্ত "পিতেব" পদটী "পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চেতি বক্তব্যং" (পা০ ২।১।৪।১) এই সূত্রানুসারে মধ্যোদাত্ত হইয়াছে। "শোভন" উপায়ন হয় যাঁহার, এই বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" সূত্র দ্বারা তাহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সচস্ব" এই পদ, পদের পরে না থাকা প্রযুক্ত, নিঘাত হইল না। স্ব-প্রত্যয় সার্ব্বধাতুক বলিয়া অনুদাত্ত হওয়ায় ধাতুস্বর অবশিষ্ট রহিল।৯॥

ইতি প্রথমাষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—পিতা যে পুত্রের নিকট অনায়াসলভ্য হন। এ ঋকের অভিপ্রায় এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—যাহার মঙ্গল-বিধান-জন্য পিতা সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন। সে কেমন পুত্র? দুর্ব্বিনীত দুরাচার পুত্র পিতার নিকট পৌঁছিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। পিতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যে পুত্র সরল সুধীর সত্যপরায়ণ, পিতার নিকট পৌঁছিতে তাহার সঙ্কোচ নাই। পিতাও সেরূপ পুত্রের নিকট উপস্থিত থাকিতে আনন্দ অনুভব করেন।

যখন মনে করিব,—'অগ্নিদেব, তুমি স্বর্গের দেবতা'; তখন তো তুমি দূরে—অতি দূরে রহিলে! যখন মনে করিব—'অগ্নি, তুমি দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন, তোমার নিকট উপস্থিত হইলেই অমি জ্বলিয়া 'পুড়িয়া মরিয়া যাইব'; তখন তুমি দূরে—আরও দূরে রহিলে না কি? যাঁহারা সাধারণ দেবভাবে অগ্নির উপাসনা করেন, তাঁহারা তো দূরেই আছেন! যাঁহারা জড়ভাবে জ্বালাময় অগ্নিকে দর্শন করেন, তাঁহারা তো আরও দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার সহিত পিতাপুত্রের নৈকট্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তো আর দূরের বস্তু নহেন! তখন তিনি নিকটে—অতি নিকটেই বিদ্যমান নহেন কি?

এই ঋকের অর্থ অনুধাবন করিলে, অগ্নি নামে কাহাকে যে আহ্বান করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপ বোধগম্য হয়। তোমার সম্মুখে ঐ যে অগ্নি জ্বলিতেছে, এ অগ্নি সে অগ্নি নয়। অথবা অগ্নিদেব নাম দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিয়া তোমরা তাহার পূজা-অর্চ্চনা করিতেছ, এ অগ্নি সে অগ্নিও নহেন। এ অগ্নি—সেই অগ্নি, যিনি বিশ্বরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান আছেন;—যিনি পিতা, যিনি পালনকর্ত্তা, যিনি পরমেশ্বর—এ অগ্নি নামে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

এ ঋকে এই বুঝাইতেছে,—তুমি পুত্রের মত হও, তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখ; তবেই তিনি তোমার সমীপস্থ হইয়া তোমার মঙ্গল-বিধান করিবেন। হও—গুণময়, হও—সচ্চরিত্র, হও—সদাচারসম্পন্ন, হও—সভতায় বিভূষিত। পিতা তিনি, স্নেহময় তিনি, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন।

আগ্নেয়-সূক্তের তাৎপর্য্য।

বৈদিক ঐ সূক্তগুলিতে—প্রতি ঋকের অভ্যন্তরে—বহু ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যিনি যে ভাবে দর্শন করিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সেই ভাবই প্রতিফলিত হইবে। জ্ঞানী একভাবে দেখিবেন, অজ্ঞানী আর একভাবে দেখিবেন; আস্তিক এক অর্থ নিষ্পন্ন করিবেন, নাস্তিক অন্য অর্থ নিষ্কাষণ করিবেন; সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু এক অর্থ দেখিতে পাইবেন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর চক্ষে উহার অন্যরূপ অর্থ প্রতিভাত হইবে। এই কারণেই বেদাধ্যয়নে অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কি বুঝিতে মানুষ কি বুঝিবে—কি করিতে মানুষ কি করিয়া ফেলিবে,—সেই আশঙ্কাতেই ঋষিগণ যাহাকে তাহাকে বেদ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞতা-জনিত কর্ম্মের ফল, ইষ্ট হেতু না হইয়া, অনেক সময় অনিষ্ট-সাধক হইয়া থাকে। এই অগ্নি—ইহার ব্যবহারোপযোগী জ্ঞান না থাকিলে, কি অনিষ্টই না সাধিত হয়। অজ্ঞান শিশু হস্তপ্রসারণে দীপশিখা ধরিতে যায়। সে যদি সহসা দীপশিখায় হস্তপ্রদান করে, দগ্ধীভূত হইয়া তাহাকে যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। সেই জন্যই পিতামাতা শিশুকে অগ্নিশিখার প্রতি হস্তপ্রসারণ করিতে নিষেধ করেন। যে অজ্ঞ, সে জানে না—অগ্নির দাহিকা-শক্তি কিরূপ যন্ত্রণাপ্রদ! বৈদিক সূক্তগুলিকে—প্রতি ঋকটীকে সেইরূপ অগ্নি-শিখা বলিয়া মনে করিতে হইবে। অগ্নির ব্যবহার না জানিলে অগ্নির প্রয়োগ যেমন অনিষ্টকর; ঐ সকল ঋকের এবং সূক্তের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া উহার প্রয়োগে সেইরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা। অগ্নির নিকটে অগ্রসর না হওয়া বরং ভাল; কিন্তু নিকটে গিয়া অজ্ঞতা-নিবন্ধন তাহাতে দগ্ধীভূত হওয়া কদাচ শ্রেয়ঃ নহে।

বলিয়াছি তো, এক একটী সূক্তের—এক একটী ঋকের—বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। স্বধর্ম্মপরায়ণ অজ্ঞানী এবং সনাতনধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানী—দুই জন দুই ভাবে ঋক্-সমূহের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারেন। আগ্নেয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ আমরা সেই দুই ভাবের অর্থ নিষ্কাষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। সাধারণতঃ ঐ দুই অর্থের অনুসরণ করিলেই মানুষ সুফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তদতিরিক্ত আর যে এক নিগূঢ় অর্থ আছে, উচ্চস্তরের অধিকারী ভিন্ন অন্যের তাহা বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর নহে। তদ্রূপ অর্থের নিষ্কাষণের প্রয়াস না পাইয়া, আমরা মাত্র লৌকিক অর্থই প্রকাশ করিলাম। অজ্ঞানী অথচ স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি যে অর্থের যে পথের অনুসরণে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন, প্রতি ঋকের বিশদ ব্যাখ্যায় আমরা সেইরূপ আভাষই প্রদান করিয়াছি। আগ্নেয়-সূক্ত জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের প্রস্ফুট সমুজ্জ্বল আলোকমালা।

কি প্রাচীন, কি আধুনিক—সকল মানব সমাজেই, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য—পৃথিবীর সকল দেশেই, কোন-না-কোনও আকারে অগ্নি-দেবের পূজা প্রচলিত ছিল ও আছে। আবহমানকাল সংসারে অগ্নিদেবের পূজা চলিয়া আসিতেছে। আজি যাঁহারা অগ্নি-পূজার প্রসঙ্গে আর্য্যজাতিকে জড় উপাসক বলিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত! জড়ের পূজা—ভ্রান্ত-বিশ্বাস—কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? আর, ভ্রান্তির—মিথ্যার অনুসরণই বা কত কাল কত জন মানুষ করিতে পারে? জগতের ইতিহাসে অগ্নিপূজার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রাপ্ত হই, তাহাতে বুঝিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোনও জনপদ ছিল না বা নাই,—যাহাদের পিতৃপুরুষগণ কোন-না-কোনও আকারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় আপনাদিগকে

কৃতার্থম্মন্য মনে করে নাই! তাঁহারা কি সকলেই ভ্রান্ত ছিলেন? পৃথিবীর—সারা পৃথিবীর সকল মনুষ্যই কি বিভ্রমগ্রস্ত? আর অধুনা দুই এক জন—যাহারা পূর্ণ-অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন —তাহাদেরই কল্পনা কি সত্য! কখনই তদ্রূপ সিদ্ধান্ত মনে স্থান দেওয়া যায় না। সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও বহুকাল তিষ্ঠিতে পারে না; আবার সত্য ভিন্ন মিথ্যার অনুকারীও মানুষ কখনও অধিক দিন থাকিতে পারে না। সংসারে আজিও যে বেদ সম্পূজিত হইতেছে, আজিও যে 'বেদ-বাক্য' বলিতে নিত্য-সত্য-সনাতন অর্থ সূচিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কারণ—নিশ্চয়ই উহার মধ্যে সত্যতত্ত্ব নিহিত আছে,—নিশ্চয়ই উহাতে সত্যতত্ত্ব ওতঃপ্রোতঃ বিরাজমান রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অগ্নি-পূজা বলিতে, সম্মুখে পরিদৃশ্যমান্ জ্বালামালাময় ঐ অগ্নির পূজা মাত্র নহে। ঐরূপ পূজার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ অগ্নির পূজা করিতে করিতে, ঐ অগ্নি যাঁহার বিভূতি, তাঁহার পূজায় প্রবৃত্তি আসিবে; অগ্নির পূজার লক্ষ্যই এই যে, ঐ অগ্নির পূজা করিতে করিতে, যিনি সকল অগ্নির মূলাধার, তাঁহার সন্নিকর্ষ লাভ ঘটিবে। শিশু বর্ণমালা শিক্ষা করে কেন? উদ্দেশ্য—বর্ণমালা-সংগ্রথিত ভাষা-বন্ধনীর মধ্য হইতে ভবিষ্যতে জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। এই অগ্নিপূজার লক্ষ্যও সেইরূপ। উদ্দেশ্য এই যে,—এই পার্থিব অগ্নির মধ্য দিয়া, যজ্ঞকুণ্ডের এই আবেষ্টনীর অভ্যন্তর বাহিয়া, সেই অগ্নিময়ের—সেই জ্ঞানময়ের সন্ধান প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন ও আধুনিক সকল সম্প্রদায়ই এই লক্ষ্য লইয়াই অগ্নিপূজার্ বিধান করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞানী না বুঝিতে পারিলেও এই পূজার ফলে ক্রমশঃ সে জ্ঞান-রাজ্যের পথ পরিষ্কৃত দেখিবে। অন্ধ জীব!—জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হউক,—প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই ঋগ্বেদে প্রথমে আগ্নেয়-সূক্তের অবতারণা হইয়াছে।

---

* পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল প্রাচীন জাতি প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া আছে, তাহাদিগের সকলের মধ্যেই অগ্নি-দেবের পূজা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রাচীন পারসিকগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন এবং তাঁহাদের শাখা-প্রশাখার মধ্যে আজিও অগ্নিপূজা প্রচলিত দেখি। পারসিকগণের প্রধান-উপাস্য দেবতা—অগ্নি। তাঁহারা অগ্নিদেবকে 'অতর' বলিতেন। নর্যাসংহ (নর্যাসজ্ব) নামেও অগ্নিদেব তাঁহাদের নিকট সম্পূজিত হইতেন। ঋগ্বেদে অগ্নির একটী নাম—'নরাসংস'। উহার অর্থ—মানব-প্রশংসিত। ঐ 'নরাসংস' শব্দ হইতেই 'নর্যাসজ্ব' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন। পারসিকগণের যে প্রধান উপাস্য দেবতা 'অহুরমযদ', তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'জেন্দ আভেস্তার' আলোচনায় বুঝা যায়, তিনিই অগ্নি—তিনি নর্যাসজ্ব। অতরকে অহুরমজদের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, যিনি অগ্নির আদি, অগ্নি যাঁহার বিভূতি, তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া অগ্নির পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হেলেনিক গ্রীকগণের মধ্যে ও পারসিকগণের মধ্যে এইরূপ অগ্নির প্রাধান্য দেখিতে পাই। তাঁহাদের দেবতা—হেফাইষ্টো (Haphaistos)। হেফাইষ্টো নাম ঋগ্বেদের 'যুবা' বা 'যবিষ্ঠ'—অগ্নির এই নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল,—অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। 'প্রমেথিয়স' (Prometheus), ফোরোনিয়াস (Phoroneus), 'ভল্কান' (Vulcan) 'ইগ্নিস' (Ignis), এবং 'ওগ্নি' (Ogni) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অগ্নিদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, ঐ সকল শব্দ সেই একই দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। অপিচ, ঐ সকল শব্দে যথাক্রমে ঋগ্বেদোক্ত অগ্নির নামের অনুসরণ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"In this name Yavishtha, we may recognise the Hellenic Hephaistos. And we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanyu, and the Latin Vulcans to the Sanskrit Ulka,"—Cox's *Mythology of the Aryan Nations*. "Agni is the God of fire; the Ignis of the Latins, the Ogni of the Sclavonians,"—*Muirs Sanskrit Texts*. এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, পৃথিবীর সকল জাতিই জ্যোতির্ম্ময় জগদীশ্বরের বিভূতি-জ্ঞানে অগ্নিদেবের উপাসনা করিতেন।

বায়বীয়সূক্তানুক্রমণিকা।

অগ্নিমীল ইত্যাদিসূক্তমগ্নিষ্টোমস্থ প্রাতরনুবাকে যথা বিনিযুক্তং তথা বায়বায়াহীত্যাদয়স্তৃচাঃ প্রউগশস্ত্রে বিনিযুক্তাঃ। তত্রেদং চিন্ত্যতে। শস্ত্রং কিং দেবতাস্মরণরূপং সংস্কারকর্ম্ম কিংবা দৃষ্টফলং প্রধানকর্ম্মেত্যত্র পূর্ব্বপক্ষং জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস॥ স্তুতশস্ত্রয়োস্তু সংস্কারো যাজ্যাবদ্দেবতাভিধানত্বাদিতি। ১। আজ্যৈঃ স্তবতে পৃষ্টৈঃ স্তবতে প্রউগং শংসতি নিষ্কেবল্যং শংসতীতি শ্রূয়তে। তত্র স্তুতিঃ শংসনং চ গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানং। ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচমিত্যত্র দৃষ্টত্বাৎ। এবং সতি যাজ্যান্যায়েন গুণিন্যা দেবতায়া অভিধায়কত্বেন স্তুতশস্ত্রয়োঃ সংস্কাররূপত্বমভ্যুপেয়ং। যাজ্যায়াস্তদ্রূপত্বং দশমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে দৃষ্টার্থলাভেন নির্ণীতং। তদ্বদত্রাপি। তুশব্দঃ প্রধানকর্ম্মত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি॥ সিদ্ধান্তী তং পক্ষং

বায়বীয়সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

যেমন, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের প্রাতরনুবাকে "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি সূক্ত, বিনিযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ "বায়বায়াহি" ইত্যাদি তৃচ্ সকল প্রউগ শস্ত্রে (সোমযাগে যে দ্বাদশ প্রকার শস্ত্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদন্তর্গত একতম শস্ত্রে) বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। এস্থলে বিচার্য্য,—শস্ত্র বলিতে দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্মকে বুঝায়?—না, অদৃষ্টফলপ্রধান কর্ম্মকে বুঝায়? এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত উপলক্ষে মহর্ষি জৈমিনি, পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন; যথা,—"স্তুতশস্ত্রয়োস্তু সংস্কারো যাজ্যাবদ্দেবতাভিধানত্বাৎ॥ ১॥ অর্থাৎ স্তুত ও শস্ত্র এই পদদ্বয়ে উহাদের সংস্কার অর্থাৎ জ্ঞান হেতু যাজ্যার ন্যায় দেবতার অভিধান হয়। এই জন্য ঐ শব্দদ্বয়ে দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্মকেই বুঝাইয়া থাকে। (অর্থাৎ,—যে যাজ্যার বা মন্ত্রের উল্লেখে হোমকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে যেমন দেবতার বিষয়ই কথিত বা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; সেইরূপ স্তুত এবং শস্ত্র শব্দের প্রয়োগ দ্বারা দেবতার গুণকীর্ত্তনই সমাহিত হয়। ঐ দুই শব্দে দেবতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার-কর্ম্মকেই শস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।) "আজ্যৈঃ স্তবতে" "পৃষ্টৈঃ স্তবতে" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য দ্বারা স্তোত্রবিধান এবং "প্রউগং শংসতি", "নিষ্কেবল্যং শংসতি",—এই সকল শ্রুতি-বাক্য দ্বারা শস্ত্র-বিধান কথিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রুতিবাক্যে স্তুতি ও শংসন বলিতে গুণিব্যক্তিতে বিদ্যমান গুণের কথনকে বুঝায়। যেহেতু, "ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচং"—এই ঋকে ইন্দ্রদেবের গুণকথনকে বুঝাইতেছে। এইরূপে, যাজ্যা-ন্যায়ের দ্বারা, স্তুত এবং শস্ত্র শব্দের সংস্কার, গুণবতী দেবতার গুণকথন প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। যাজ্যার দেবতাস্মরণরূপ ফলও দশমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে দৃষ্টার্থলাভের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এস্থলেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। "তু" শব্দে প্রধান কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধান্তবাদী পর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রতি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে তাঁহারা সূত্রিত করিয়াছেন; যথা,—

অর্থেন ত্বপকৃষ্যেত দেবতানামশ্চোদনার্থস্য গুণভূতত্বাদিতি।২। তুশব্দেন সংস্কারত্বং বারয়তি। সংস্কারপক্ষে প্রয়োজনবশেন মন্ত্রঃ স্বস্থানাদপকৃষ্যেত। কুতঃ। মন্ত্রগতং দেবতাবাচকং যদিন্দ্রাদিনামাস্তি তচ্চোদনয়া মন্ত্ররূপয়া প্রতিপাদ্যস্য দেবতারূপস্যার্থস্য গুণভূতং। তস্মাদ্‌যত্র প্রধানভূতদেবতাস্তি তত্র গুণভূতো মন্ত্রো নেতব্যঃ। তদ্‌যথা। মাহেন্দ্রগ্রহসন্নিধাবভি ত্বা শূরেত্যয়ং প্রগাথ আম্নাতঃ। স চেন্দ্রং প্রকাশয়তি ন তু মহেন্দ্রং। ততো যত্রৈন্দ্রং কর্ম্ম তত্রায়ং প্রগাথোঽপকর্ষণীয়ঃ। তথা সতি ক্রমসন্নিধী বাধ্যেয়াতাং। তদেতত্‌ সিদ্ধান্তিনাভিহিতং দূষণং পূর্ব্বপক্ষী সমাধত্তে।

বশাবদ্বা গুণার্থং স্যাদিতি। ৩। বাশব্দঃ প্রগাথস্যান্যত্র নয়নং বারয়তি। মন্ত্রে যদেতদিন্দ্র-শব্দাভিধানং তদেতন্মহত্ত্বগুণোপলক্ষণার্থং স্যাত্‌। যথা সা বা এষা সর্ব্বদেবত্যা যদজাবশা বায়ব্যামালভেতেত্যত্রাজাবশাশব্দেন চোদিতে কর্ম্মণি ছাগশব্দেন কেবলেন যুক্তা নিগমাঃ বশাত্বগুণমুপলক্ষয়ন্তি তদ্বত্‌। তস্মান্মহত্ত্বগুণযুক্তে চোদিতে কর্ম্মণি নির্গুণেনেন্দ্র-

---

"অর্থেন ত্বপকৃষ্যেত দেবতানামশ্চোদনার্থস্য গুণভূতত্বাৎ" ॥ ২ ॥ এই সূত্রস্থিত "তু" শব্দ, সংস্কার-কর্ম্মকে নিষেধ করিতেছে। সংস্কার পক্ষে (স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের অর্থ যদি দেবতা-স্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে) প্রয়োজনবশতঃ মন্ত্র স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। কেন-না, মন্ত্র-সমূহে দেবতাবাচক যে ইন্দ্রাদি নাম আছে, সেই সকল নাম মন্ত্ররূপ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিপাদ্য দেবতারূপ অর্থের গুণভূত হয়। (অর্থাৎ, মন্ত্রে যে সকল দেবতার নাম আছে, সেই সকল নাম মন্ত্রোক্ত দেবতা-বিশেষের গুণভূত। তদ্দারা সেই সেই দেবতারই গুণ-কীর্ত্তন হইয়া থাকে। সে হিসাবে শস্ত্র শব্দে দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্ম বুঝাইতে পারে না।) সেই হেতু যেখানে দেবতা প্রধানভূত, সেখানে গুণভূত মন্ত্র গৃহীতব্য। যেমন, মাহেন্দ্রগ্রহসন্নিধানে "অভিত্বাশূর" ইত্যাদি প্রগাথ (মন্ত্র) পঠিত হয়। সেই মন্ত্র ইন্দ্রকে প্রকাশ করে; কিন্তু তাহাতে মহেন্দ্র প্রকাশ পান না। সুতরাং যে স্থলে কেবল-মাত্র ঐন্দ্র (ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া) কর্ম্ম করা হয়, কেবলমাত্র সেই স্থলেই এই প্রগাথ মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে ক্রম ও সন্নিধি, বাধ্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া যায়। (অর্থাৎ মাহেন্দ্র-সন্নিধানে উক্ত প্রগাথ মন্ত্র পাঠ করিলে কোনই ফলোদয় হয় না।) সেই নিমিত্ত সিদ্ধান্ত-বাদি-কথিত দোষ, পূর্ব্বপক্ষবাদী সমাধান করিতেছেন; যথা,—

"বশাবদ্বা গুণার্থং স্যাৎ" ॥ ৩ ॥ সূত্রস্থ "বা" শব্দের দ্বারা প্রগাথমন্ত্রের অন্যত্র-নয়ন দোষ নিবারিত হইতেছে। মন্ত্রে যাহা ইন্দ্র শব্দাভিধান বলা হইয়াছে, তাহা মহত্ত্বগুণের উপলক্ষ-ণার্থ প্রযুক্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন "সা বা এষা সর্ব্বদেবত্যা যদজাবশা বায়ব্যা-মালভেত" এই বাক্যে অজাবশা শব্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে কেবল ছাগশব্দযুক্ত নিগম-সকল, বশাত্বগুণকে উপলক্ষণ করে; তদ্রূপ মন্ত্রস্থ সেই ইন্দ্র শব্দে কেবল মহত্ত্বগুণ উপলক্ষিত হইতেছে। (অর্থাৎ,—'অজাবশা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে যেমন ছাগশব্দযুক্ত মন্ত্র-সমূহ বশাত্বাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ মন্ত্রনিহিত ইন্দ্র শব্দ দ্বারাও মহত্বাদি গুণের বিষয় উপলব্ধি হইতেছে।) তাহা হইলে মহত্ত্বগুণযুক্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে কেবলমাত্র গুণহীন ইন্দ্রদেবতার অভিধান হইলেও কোনও বিরোধ ঘটে না। লোকেও

শব্দেনাভিধানমবিরুদ্ধং। লোকেঽপি মহারাজে কেবলরাজশব্দপ্রয়োগমপি পশ্যামঃ। তদেতৎ সমাধানং সিদ্ধান্তী দূষয়তি।

ন শ্রুতিসমবায়িত্বাদিতি।৪। যদুক্তং বশান্যায়েন রাজন্যায়েন বাস্য গ্রহস্যেন্দ্রো দেবতা যুজ্যত ইতি তন্ন দেবতাত্বস্য তদ্ধিতশ্রুতিসমবায়িত্বাৎ মাহেন্দ্রগ্রহ ইত্যত্র সাস্য দেবতেত্যস্মিন্নর্থে মহেন্দ্রাদ্ঘাণৌ চ। পা০ ৪।২।২৯। ইতি মহেন্দ্রশব্দাদণ্ প্রত্যয়ো বিহিতঃ। তস্মান্মহেন্দ্র এব দেবতা ন ত্বিন্দ্রঃ। বিপক্ষে বাধমাহ॥

গুণশ্চানর্থকইতি।৫। যদীন্দ্রো দেবতা স্যাত্তদানীমৈন্দ্রগ্রহ ইত্যেতাবতৈবার্থাবগতৌ মাহেন্দ্র ইতিমহত্ত্বগুণোঽনর্থকঃ স্যাৎ। চকারঃ পূর্ব্বহেতুনা সমুচ্চয়ার্থঃ। হেত্বন্তরমাহ।

তথা যাজ্যাপুরোরুচোরিতি। ৬। ইন্দ্রমহেন্দ্রয়োর্দেবতয়োর্ভেদে যথা মহত্ত্বগুণঃ সার্থকস্তথা যাজ্যাপুরোঽনুবাক্যয়োর্ভেদোঽপ্যস্মিন্ পক্ষ উপপদ্যতে। এন্দ্রসানসিমিত্যাদিকে ইন্দ্রস্য যাজ্যাপুরোঽনুবাক্যে। মহাং ইন্দ্রো য ওজসেত্যাদিকে মহেন্দ্রস্য। পূর্ব্বপক্ষিণোক্তে বশাদৃষ্টান্তে বৈষম্যমাহ।

বশায়ামর্থসমবায়াদিতি।৭। যা বশা বিধিবাক্যে শ্রুতা তস্যা এব নিগমেষু ছাগশব্দেন

মহারাজ শব্দে কেবল রাজ শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখিয়া থাকি। এইরূপ সমাধানেও সিদ্ধান্তবাদিগণ পুনরায় দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

"ন শ্রুতিসমবায়িত্বাৎ" ॥ ৪ ॥ বশা-ন্যায় বা রাজ-ন্যায় যুক্তি প্রদর্শনে পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ বলিয়াছেন,—মাহেন্দ্রগ্রহ বিষয়ে যদি কেবলমাত্র ইন্দ্রদেবতার অভিধান করা যায়, তাহাতেও কোনও বাধা নাই। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, দেবতাত্বে তদ্ধিত ও শ্রুতিসমবায়িত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু "মাহেন্দ্রগ্রহ" শব্দে "মহেন্দ্র এই গ্রহের দেবতা"—এই অর্থ সূচিত হইতেছে। আর সেইজন্য "মহেন্দ্রাদ্ঘাণৌচ" (পা০ ৪।২।২৯।) এই সূত্র দ্বারা মহেন্দ্র শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। সেই জন্য মাহেন্দ্র-গ্রহের মহেন্দ্রই দেবতা,—ইন্দ্র নহেন। বিপক্ষে বাধা দেখাইবার জন্য সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন,—

"গুণশ্চানর্থকঃ" ইতি ॥ ৫ ॥ যদি (মাহেন্দ্র গ্রহে) ইন্দ্রই দেবতা হয়েন, তাহা হইলে 'ঐন্দ্রগ্রহ' এই অর্থের উপলব্ধি হয়; আর সেই জন্য মাহেন্দ্র পদে মহত্বগুণ নিরর্থক হইয়া যায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রের অন্তর্গত চ-কার পূর্ব্ব-হেতুর সমুচ্চয়ার্থজ্ঞাপক। এ বিষয়ে হেত্বন্তর প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তবাদীরা বলিতেছেন,—

"তথা যাজ্যাপুরোরুচোঃ" ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র ও মহেন্দ্র দেবতার পরস্পর ভেদ হইলে যেমন মহত্বগুণের সার্থকতা হইতে পারে; সেইরূপ যাজ্যা ও পুরোঽনুবাক্যার ভেদও এই (সিদ্ধান্ত) পক্ষে সার্থক হয়। "এন্দ্রসানসিং" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের যাজ্যা ও পুরোণুবাক্যা এবং "মহাং ইন্দ্রোযওজসে" ইত্যাদি মন্ত্রে মহেন্দ্রের যাজ্যা ও পুরোণুবাক্যা হয়,—এইরূপ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী কর্ত্তৃক যে বশা দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে, তাহার বৈষম্য দোষ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"বশায়ামর্থসমবায়াদিতি" ॥ ৭ ॥ বিধিবাক্যে যে বশা শব্দ শ্রুত হইয়াছে, মন্ত্রস্থ ছাগ শব্দের

ব্যবহারো ন বিরুদ্ধঃ। ছাগত্বলক্ষণস্যার্থস্য বশায়াং সমবেতত্বাৎ। তচ্চ প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে ইন্দ্রমহেন্দ্রয়োস্তু ভেদ উপপাদিতঃ। তস্মাদ্বিষমো দৃষ্টান্তঃ। এবং সংস্কারপক্ষে প্রগাথস্যৈন্দ্রকর্ম্মণ্যপকর্ষপ্রসঙ্গাত্তদ্বারয়িতুং স্তোত্রশস্ত্রয়োঃপ্রধানকর্ম্মত্বমিতি সিদ্ধান্তিনো মতং॥ পুনরপি পূর্ব্বপক্ষী তদেতন্মতং নিরাচষ্টে।

যত্রেতিবার্থবত্ত্বাৎ স্যাদিতি।৮। বাশব্দঃ সিদ্ধান্তিমতব্যাবৃত্ত্যর্থং। যত্রৈন্দ্রং কর্ম্ম তত্র প্রগাথো নেতব্য ইত্যয়মেব পক্ষঃ স্যাত্। কুতঃ অর্থবত্ত্বাৎ। ঐন্দ্রো মন্ত্র ইন্দ্রং প্রকাশয়িতুং সমর্থ ইত্যর্থবান্ স্যাৎ। মহেন্দ্রং তু প্রকাশয়িতুমসমর্থত্বাদানর্থক্যং প্রগাথস্য প্রসজ্যেত তস্মাদ্ দেবতাপ্রকাশরূপসংস্কারকর্ম্মত্বমেব স্তোত্রশস্ত্রয়োর্যুক্তমিতি স্থিতঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। অথ সিদ্ধান্তমাহ॥

অপি বা শ্রুতিসংযোগাত্ প্রকরণে স্তৌতিশংসতী ক্রিয়োৎপত্তিং বিদধ্যাতামিতি।৯। অপি বেত্যনেন সংস্কারকর্ম্মত্বং ব্যাবর্ত্ত্যতে। স্তৌতিধাতুঃ শংসতিধাতুশ্চেত্যেতাবুভাবপি স্বপ্রকরণ এব কস্যাশ্চিত্ প্রধানক্রিয়ায়া উৎপত্তিং বিদধ্যাতাং। কুতঃ। শ্রুতিসংযোগাৎ তয়োর্ধাত্বোর্বাচ্যোঽর্থঃ শ্রুতিরিত্যুচ্যতে। তৎসংযোগঃ প্রধানকর্ম্মত্বে সিধ্যতি।

দ্বারা সেই বশার ব্যবহার বিরুদ্ধ হইতেছে না। যেহেতু, ছাগত্ব-লক্ষণের অর্থ বশাতে নিত্য সমবেত রহিয়াছে। তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে। ইন্দ্র ও মহেন্দ্র দেবতার ভেদও সেস্থলে উপপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বৈষম্য-দোষনিবন্ধন বশা দৃষ্টান্তের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল না। এরূপ স্থলে (স্তোত্র শব্দের দেবতাস্মরণরূপ) সংস্কারপক্ষে কেবলমাত্র ঐন্দ্রকর্ম্মে প্রগাথ-মন্ত্রের অপকর্ষ দোষ হয়। সেই দোষ অপনোদনের নিমিত্ত স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দদ্বয়ের প্রয়োগে প্রধান কর্ম্মই সূচিত হইয়া থাকে,—সিদ্ধান্তবাদিগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পুনরায় পূর্ব্বপক্ষবাদী উক্ত মত নিরাকৃত করিতেছেন; যথা,—

"যত্রেতিবার্থবত্ত্বাৎ স্যাৎ" ॥৮॥ সিদ্ধান্তবাদীর মত খণ্ডনের নিমিত্ত সূত্রের মধ্যে "বা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যেখানে ঐন্দ্র (ইন্দ্রের উদ্দেশে) কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রগাথ মন্ত্র প্রয়োগ করা উচিত। কারণ, একমাত্র ইন্দ্রের সহিতই উহার অর্থত্ব বিদ্যমান। এইজন্য ঐন্দ্রমন্ত্র কেবলমাত্র ইন্দ্রকেই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়,—এইরূপ অর্থের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু সে মন্ত্র মহেন্দ্রকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা হইলেই মহেন্দ্র সম্বন্ধে প্রগাথ-মন্ত্রের আনর্থক্যদোষপ্রসক্তি হইতেছে। (অর্থাৎ—মহেন্দ্র সম্বন্ধে প্রগাথ-মন্ত্রের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে না।) অতএব স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের দেবতাপ্রকাশনরূপ সংস্কার-কর্ম্মত্বই যুক্তিযুক্ত হইল,—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। অনন্তর সিদ্ধান্ত হইতেছে,—

"অপি বা শ্রুতিসংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতিশংসতী ক্রিয়োৎপত্তিং বিদধ্যাতাং" ॥৯॥ "অপি" ও "বা" শব্দদ্বয়ের দ্বারা (স্তুত ও শস্ত্র শব্দের দেবতা-প্রকাশনরূপ) সংস্কার-কর্ম্মত্ব ব্যাবর্ত্তিত হইতেছে। স্তৌতি (ষ্টুঞ্) ধাতু ও শংসতি (শংস্) ধাতু—এই উভয় ধাতুই স্বীয় স্বীয় প্রকরণে কোনও একটী প্রধানক্রিয়ার বিধান করিয়া থাকে। কেন এইরূপ প্রধান ক্রিয়া বিহিত হয়? কারণ, তাহাতে শ্রুতিসংযোগ আছে। সেই উভয় ধাতুর বাচ্য অর্থই শ্রুতি-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে; আর তাহার সংযোগ প্রধান-কর্ম্মত্বেই সিদ্ধ

তথা হি গুণিনমুপসর্জ্জনীকৃত্য তন্নিষ্ঠানাং গুণানাং প্রাধান্যেন কথনং স্তুতিঃ। যো দেবদত্তঃ স চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ইত্যুক্তে সর্ব্বে জনাঃ স্তুতিমবগচ্ছন্তি। গুণস্যোপসর্জ্জনত্বে তু ন স্তুতিঃ প্রতীয়তে। যশ্চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞস্তমাকারয়েত্যুক্তে স্তুতিং ন মন্যন্তে কিংত্বাহ্বানপ্রাধান্যমেব বুধ্যন্তে। এবং মন্ত্রেষ্বপি যা দেবতা সেয়মীদৃশৈগু ণৈরূপেতেতি গুণপ্রাধান্যবিবক্ষায়াং মুখ্যঃ স্তৌতিধাত্বর্থো বিধীয়তে। ত্বৎপক্ষে তু যেয়মীদৃগ্ গুণযুক্তা সেয়ং দেবতেতি দেবতা-স্মরণস্য প্রাধান্যাদিয়ং স্তুতির্ন স্যাৎ। ততঃ শ্রুতিবশাদেতে প্রধানকর্ম্মণী। তথা সতি দেবতাপ্রকাশনে তাৎপর্য্যাভাবাদৈন্দ্রোঽপি প্রগাথঃ স্বপ্রকরণগতে মাহেন্দ্রকর্ম্মণ্যেবাব-তিষ্ঠতে। যদি দেবতানুস্মরণরূপং দৃষ্টংপ্রয়োজনং ন লভ্যেত তর্হ্যদৃষ্টমস্তু। প্রধান-কর্ম্মত্বে। হেত্বন্তরমাহ॥

শব্দপৃথক্ত্বাচ্চেতি। ১০। দ্বাদশাগ্নিষ্টোমস্য স্তোত্রাণি দ্বাদশ শস্ত্রাণীত্যত্র দ্বাদশশব্দেন স্তোত্রাণাং পৃথক্ত্বমবগম্যতে। দেবতাপ্রকাশনপক্ষে সর্ব্বৈরপি মন্ত্রসঙ্ঘৈঃ কৃতস্য প্রকাশন-

হইতে পারে। তাহা হইলে গুণীকে উপসর্জ্জন (অপ্রধান) করিয়া তন্নিষ্ঠগুণের প্রাধান্য-কথনই স্তুতি নামে অভিহিত হয়। "যে দেবদত্ত, সেই চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ"—এইরূপ বলিলে, দেবদত্তের চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞতারূপ গুণের স্তুতি হইতেছে,—সকল ব্যক্তিই ইহা বুঝিয়া থাকে। কিন্তু গুণের উপসৃষ্টত্ব (অপ্রাধান্য) হইলে, স্তুতি হইল না,—এইরূপ প্রতীতি জন্মে। কারণ, "যে ব্যক্তি চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ, তাহাকে ডাক"—এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইলে, (চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তির) স্তুতি হইল বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিল না। পরন্তু 'চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ দেবদত্তকে ডাক' ইত্যাকার আহ্বানের প্রাধান্যই বোধগম্য হইবে। সেইরূপ, মন্ত্র-সমূহেও "যিনি দেবতা, তিনি এবম্প্রকার গুণযুক্ত"—এতদুক্তিতে গুণের প্রাধান্য-খ্যাপনের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকায়, মুখ্য স্তু (ষ্টুঞ্) ধাতুর অর্থেরই বিধান হইয়া থাকে। তোমার পক্ষে কিন্তু যিনি এই প্রকার গুণযুক্ত, তিনিই দেবতা,—ইহাই উপলব্ধি হয়। এইরূপ, দেবতাস্মরণের প্রাধান্যাদি হেতু স্তুতি সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব শ্রুতিবশতঃ (অর্থাৎ শ্রুত্যর্থ-নিবন্ধন) এই স্তুত ও শস্ত্র শব্দকে প্রধানকর্ম্মত্বজ্ঞাপক বলিতে হইবে। তাহা হইলে দেবতাপ্রকাশে তাৎপর্য্যের অভাব-হেতু ইন্দ্রনিষ্ঠ প্রগাথ মন্ত্র, স্বপ্রকরণগত মাহেন্দ্রগ্রহকর্ম্মে বিনিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধেও কোনও বাধা রহিল না। যদি দেবতাস্মরণরূপ দৃষ্ট-প্রয়োজন লাভ না হয়, তাহা হইলে অদৃষ্ট প্রয়োজনের লাভ হউক? অর্থাৎ,—স্তুত ও শস্ত্র এতদুভয়কে যদি দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার-কর্ম্ম বলি, তাহা হইলে কোনও দৃষ্ট-প্রয়োজন লাভ হইল না। যদি দৃষ্ট-প্রয়োজন লাভ না হয়, তাহা হইলে অদৃষ্ট-প্রয়োজন সিদ্ধ হউক, অর্থাৎ তাহাতে অদৃষ্ট অশেষ পুণ্য লাভ হউক,—এইরূপ আশঙ্কা-নিরসন-জন্য (স্তুত ও শস্ত্র শব্দের) প্রধানকর্ম্মত্ব-সপ্রমাণে অন্য কারণ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"শব্দপৃথক্ত্বাচ্চ"॥ ১০॥ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দ্বাদশ স্তোত্র ও দ্বাদশ শস্ত্র আছে। এস্থলে দ্বাদশ শব্দের দ্বারা স্তোত্র-সমূহের সংখ্যার পৃথক্ত্ব বা স্বাতন্ত্র্য অবগত হওয়া যাইতেছে। দেবতা-প্রকাশন-পক্ষে ঐ মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বিভিন্ন সংস্কার-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও সে সকল অনুষ্ঠানের লক্ষ্য—একমাত্র দেবতা প্রকাশ করা। লক্ষ্য সেই এক অভিন্ন বলিয়া

স্থৈকত্বেন দ্বাদশসংখ্যা ন স্যাৎ। প্রধানকর্ম্মণাংত্বাজ্যস্তোত্রপৃষ্টস্তোত্রাদিনামকানাং ভিন্নত্বাৎ দ্বাদশত্বসংখ্যোপপদ্যতে। এবং শস্ত্রবাক্যেঽপি যোজ্যং। বিপক্ষে বাধমাহ॥

অনর্থকং চ তদ্বচনমিতি। ১১। অগ্নিষ্টুতিঃ শ্রূয়তে। আগ্নেয়া গ্রহা ভবন্তীতি। তত্রৈব পুনরপ্যনূচ্যতে। আগ্নেয়ীষু স্তবতে। আগ্নেয়ীঃ শংসতীতি। ত্বৎপক্ষে তদ্বচনমনর্থকং স্যাৎ। চোদকপ্রাপ্তেষু স্তোত্রশস্ত্রমন্ত্রেষ্বাগ্নেয়গ্রহানুসারেণ দেবতাপদস্যোহে সত্যাগ্নেয়ত্বসিদ্ধেঃ। প্রধানকর্ম্মপক্ষে তু দেবতাপ্রকাশনরূপত্বাভাবেনোহাভাবাদাগ্নেয়মন্ত্রান্তরবিধিবচনমর্থবদ্ভবতি। পুনরপি হেত্বন্তরমাহ॥

অন্যশ্চার্থঃ প্রতীয়ত ইতি। ১২। সম্বন্ধে বৈ স্তোত্রশস্ত্রে ইতি হ্যাম্নাতং। সম্বন্ধশ্চ দ্বয়োর্ভবতি নত্বেকস্য। তস্মাৎ স্তোত্রশস্ত্রয়োরর্থভেদঃ প্রতীয়তে। স চ সংস্কারপক্ষে ন সংভবতি। দেবতাপ্রকাশনরূপস্যার্থস্যৈকত্বাৎ। প্রধানকর্ম্মপক্ষে তু স্তোত্রকর্ম্ম শস্ত্রকর্ম্ম চেত্যর্থভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষ্টুঞ্‌স্তৌ শংসুস্তুতাবিত্যেকার্থৌ তথাপি প্রগীতমন্ত্রসাধ্যং স্তোত্রং। অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যং শস্ত্রমিতি তয়োর্বিবেকঃ। হেত্বন্তরমাহ॥

স্তোত্র ও মন্ত্র সমূহের সংখ্যার পার্থক্য সিদ্ধ বা সংরক্ষিত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু প্রধান-কর্ম্ম-সমূহের 'আজ্যস্তোত্র,' 'পৃষ্টস্তোত্র' প্রভৃতি নামের বিভিন্নতা হেতু, উহাদের দ্বাদশ সংখ্যা উপপন্ন হইতেছে। শস্ত্র বাক্য বুঝিতে হইলেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। এতৎসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ দোষ প্রদর্শন করিতেছেন; যথা—

"অনর্থকং চ তদ্বচনং" ॥ ১১ ॥ "অগ্নিষ্টুতিঃ শ্রূয়তে", "আগ্নেয়া গ্রহা ভবন্তি" প্রভৃতি মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া পুনরায় সেস্থলে কথিত হইতেছে,—"আগ্নেয়ীষু স্তবতে", "আগ্নেয়ীঃ শংসতি।" এস্থলে তোমার পক্ষে তোমার বাক্যই অনর্থক হইতেছে। যেহেতু, যজ্ঞীয় সমবেতার্থস্মারক স্তোত্র ও শস্ত্র মন্ত্রে আগ্নেয়গ্রহানুসারে দেবতাপদের উহ হইলে আগ্নেয়ত্ব সিদ্ধ হয় সত্য; কিন্তু প্রধান-কর্ম্মপক্ষে দেবতাপ্রকাশনরূপ কর্ম্মের অভাব বশতঃ উহের অভাব হয়। অতএব উক্ত আগ্নেয়মন্ত্রান্তরের বিধিবাক্য সার্থক হইল। এ বিষয়ে পুনরায় অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"অন্যশ্চার্থঃ প্রতীয়তে" ॥ ১২ ॥ "সম্বন্ধে বৈ স্তোত্রশস্ত্রে,"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, দুইটী ভিন্ন বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হয়। কিন্তু একটীর হয় না। সেই নিমিত্ত স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের যে অর্থভেদ আছে, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু সংস্কার পক্ষে সেই স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের অর্থভেদ প্রতীয়মান হইতেছে না। যেহেতু দেবতা-প্রকাশনরূপ অর্থের একত্ব নিবন্ধন স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের একত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু প্রধানকর্ম্মপক্ষে এইটী স্তোত্রকর্ম্ম, এইটী শস্ত্রকর্ম্ম,—এইরূপ অর্থভেদ উপপন্ন হয়। যদিও ষ্টুঞ্‌ ধাতু ও শংসু ধাতু একার্থবোধক, অর্থাৎ ষ্টুঞ্‌ ধাতুর অর্থও স্তুতি আর শংসু ধাতুর অর্থও স্তুতি; তথাপি প্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তুতির নাম স্তোত্র এবং অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তুতির নাম শস্ত্র;—এইরূপ উভয় মন্ত্রের ভেদ অর্থাৎ পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে পুনরায় অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

অভিধানং চ কর্ম্মবদিতি ।১৩। যথা প্রধানকর্ম্মাগ্নিহোত্রং জুহোতীতি দ্বিতীয়াসংযোগেনাভিহিতং তথা প্রউগং শংসতীত্যভিধীয়তে। অতস্তৎসাদৃশ্যাৎ প্রধানকর্ম্মত্বং। হেত্বন্তরমাহ॥

ফলনিবৃত্তিশ্চেতি ।১৪। স্তুতস্য স্তুতমসীতি স্তোত্রানুমন্ত্রণমাম্নায়বাক্যশেষে স্তোত্রফলমেবাম্নাতং। ইন্দ্রিয়াবন্তো বনামহে ক্ষীমহি প্রজামিষমিতি। ন তু দেবতাপ্রযুক্তং ফলমাম্নাতং। অতো ন দেবতাসংস্কারঃ কিন্তু প্রধানকর্ম্মেতি স্থিতং। অনেন তু নির্ণয়েন প্রয়োজনং বিকৃতিষূহাভাবঃ। সংস্কারপক্ষে তু যস্মাৎ বিকৃতৌ দেবতান্তরং তত্র তদ্বাচকং পদমূহনীয়ং স্যাৎ। তন্মাভূদিতি প্রধানকর্ম্মত্বমুক্তং। এতচ্চ দশমাধ্যায়ে সূত্রিতং। গ্রহাণাং দেবতান্যত্বে স্তুতশস্ত্রয়োঃ কর্ম্মত্বাদবিকারঃ স্যাদিতি॥ অত্র সংগ্রহশ্লোকৌ॥

প্রউগং শংসতীত্যাদৌ গুণতো ন প্রধানতা। দৃষ্টা দেবস্মৃতিস্তেন গুণতা স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ ॥১॥
স্মৃত্যর্থত্বে স্তৌতিশংস্যোর্ধাত্বোঃ শ্রৌতার্থবাধনং।
তেনাদৃষ্টমুপেত্যাপি প্রাধান্যং শ্রুতয়ে মতমিতি ॥২॥

"অভিধানংচ কর্ম্মবৎ" ॥১৩॥ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্যে দ্বিতীয়া বিভক্তির সংযোগ হেতু যেমন অভিহিত প্রধান কর্ম্মরূপ অগ্নিহোত্রকে বুঝায়; "প্রউগং শংসতি" এই বাক্যেও দ্বিতীয়া বিভক্তির সংযোগ হেতু তেমনি অভিহিত প্রধান কর্ম্মরূপ প্রউগশব্দকেই বুঝাইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সাদৃশ্য-নিবন্ধন স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দ যে প্রধানকর্ম্মজ্ঞাপক, তাহা স্থিরীকৃত হইল। এতৎসম্বন্ধে হেত্বন্তর প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"ফলনিবৃত্তিশ্চ" ॥১৪॥ যেমন, "স্তুতস্য স্তুতমসি" বলিলে বুঝা যায়,—তুমি স্তোত্রেরও স্তুত হইতেছ। স্তোত্রানুমন্ত্রণরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া পরিশেষে স্তোত্রফল রূপে এই মন্ত্র পঠিত হয়। "ইন্দ্রিয়াবন্তো" প্রভৃতি মন্ত্রেও স্তোত্রফলের বিষয়ই ব্যাখাত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দারা দেবতাপ্রযুক্ত ফলের বিষয় উক্ত হয় নাই। অতএব, স্তুত ও শস্ত্র শব্দদ্বয়ের প্রধানকর্ম্মত্বই সিদ্ধ হইল; পরন্তু উক্ত শব্দদ্বয়ে দেবতাসংস্কাররূপ কর্ম্ম অর্থাৎ দেবতাপ্রকাশনক্ষম সংস্কার-কর্ম্ম বলিয়া উপপন্ন হইল না। এইরূপ নির্ণয়-হেতু বিকৃতি সমূহে উহের প্রয়োজন হয় না,—ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। পরন্তু সংস্কার-পক্ষে বিকৃতি-যাগে যে দেবতান্তরের বিষয় কথিত হয়, সে স্থলে সেই দেবতাবাচক পদই উহনীয় হইয়া থাকে। অতএব (স্তুত ও শস্ত্র শব্দের) প্রধান-কর্ম্মত্ব উক্ত হইল। এতদ্বিষয় দশমাধ্যায়ে সূত্রিত হইয়াছে;—"গ্রহাণাং দেবতান্যত্বে স্তুতশস্ত্রয়োঃ কর্ম্মত্বাদবিকারঃ স্যাৎ"। অর্থাৎ, গ্রহাধিষ্ঠিত দেবগণের পরস্পর স্বাতন্ত্র্য-হেতু, অপিচ স্তোত্র এবং শস্ত্র শব্দ প্রধান-কর্ম্ম-নিষ্পাদক বলিয়া, তাহাদের বিকৃতি সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ে দুইটী সংগ্রহ-শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে; সেই শ্লোক দুইটীর তাৎপর্য্য; যথা,—'প্রউগং শংসতি' ইত্যাদি বিধিবাক্যে গুণের ব্যাখ্যান হইয়াছে বলিয়া, স্তোত্র এবং শস্ত্র শব্দ প্রধানরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ, দৃষ্ট হইলেই স্মৃতি হইতে পারে। (অর্থাৎ, যাহাকে দেখা যায়, তাহাকে বা তাঁহার বিষয় স্মরণ করা যাইতে পারে। অদৃষ্ট-স্মরণ সম্ভবপর নহে।) অতএব স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের গুণপ্রাধান্যই প্রতিপন্ন হইতেছে।১। এই সংশয় নিরসনার্থ দ্বিতীয় শ্লোক কথিত হইতেছে। স্তু (ষ্টুঞ্) ধাতু ও শংস্ (শনুস্) ধাতুর অর্থ যদি স্মৃতি বা দেবতাস্মরণ হয়, তাহা হইলে ঐ ধাতুদ্বয়ের শ্রৌতার্থ প্রতিপন্ন হয়

অগ্নিষ্টোমে সুত্যাদিনে সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রেষিতো হোতা প্রাতরনুবাকমনুব্রূয়াৎ। এতচ্চৈতরেয়ব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতং। দেবেভ্যঃ প্রাতর্যাবভ্যো হোতরনুব্রূহীত্যাহাধ্বর্য্যুরিত্যাদি-ব্রাহ্মণং। তস্মিংশ্চ প্রাতরনুবাকেঽগ্নিমীলে ইত্যাদিসূক্তমন্তর্ভূতং। তচ্চ ব্যাখ্যাতং। প্রাতঃসবনে বৈশ্বদেবগ্রহণাদূর্দ্ধং প্রউগশস্ত্রং হোত্রা শংসনীয়ং। তচ্চ শস্ত্রং বায়বায়াহীত্যাদি-সপ্ততৃচাত্মকং। এতচ্চ ব্রাহ্মণে গ্রহোক্থমিত্যাদিখণ্ডে প্রপঞ্চিতং। তথা পঞ্চমাধ্যায়ে। আ০ ৫।১০। স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাদিত্যাদিখণ্ডে সূত্রিতং চ। অত্রেয়মনুক্রমণিকা। বায়ো বায়ব্যৈন্দ্রবায়বমৈত্রবরুণাস্তৃচাঃ অশ্বিনা দ্বাদশাশ্বিনৈন্দ্রবৈশ্বদেবসারস্বতাস্তৃচাঃ। সপ্তৈতাঃ প্রউগদেবতা ইতি। অস্যায়মর্থঃ। বায়বায়াহীত্যাদিকং নবর্চ্চং সূক্তং। অগ্নিং নবেত্যতো নবশব্দস্যানুবৃত্তেঃ। তত্রাদ্যস্তৃচো বায়ুদেবতাকঃ। দ্বিতীয় ইন্দ্রবায়ুদেবতাকঃ। তৃতীয়ো-মিত্রাবরুণদেবতাকঃ। অশ্বিনেত্যাদিকং দ্বাদশর্চ্চং সূক্তং। তত্রাদ্যস্তৃচ আশ্বিনঃ। দ্বিতীয় ঐন্দ্রঃ। তৃতীয়ো বৈশ্বদেবঃ। চতুর্থঃ সারস্বতঃ। তেষু তৃচেষু প্রতিপাদ্যা বায়্বাদয়ঃ সরস্বত্যন্তাঃ সপ্তসংখ্যকাঃ প্রউগশস্ত্রস্য দেবতা ইতি। মধুচ্ছন্দসোঽনুবর্ত্তনাৎ স এবর্ষিঃ। তথৈবানুবৃত্ত্যা গায়ত্রং ছন্দঃ। বায়ব্যে তৃচে প্রথমা গ্রহস্যৈন্দ্রবায়বস্যৈকা পুরোঽনুবাক্যা।

না। সেই নিমিত্ত অদৃষ্ট প্রয়োজন হইলেও (স্তুত ও শস্ত্র শব্দের) কর্ম্ম-প্রাধান্যই শ্রুতিসম্মত; ইহাই সমর্থিত হইতেছে। ২।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সুত্যাদিনে (সোমযাগের শেষ দিনে) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রেষিতহোতা প্রাতরনুবাক পাঠ করিবেন। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে এতদ্বিষয়ের বিধান আছে। "দেবেভ্যঃ প্রাতর্যাবভ্যো হোতরনুব্রূহি ইতি।" অর্থাৎ, হে হোতঃ! যে সকল দেবতা এই যজ্ঞে আহূত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাতরনুবাক বল'? এই কথা অধ্বর্য্যু বলিলেন। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি সূক্ত, সেই প্রাতরনুবাকের অন্তর্নিহিত আছে। তাহার ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। (অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের) প্রাতঃসবনে বৈশ্বদেব গ্রহণের পর হোতা কর্ত্তৃক প্রউগ শস্ত্র মন্ত্র পঠিত হইবে। সেই প্রউগশস্ত্রও "বায়বায়াহি" ইত্যাদি সপ্ততৃচাত্মক। ইহাও ব্রাহ্মণান্তর্গত "গ্রহোক্থ" ইত্যাদি খণ্ডে কথিত হইয়াছে। সেইরূপ পঞ্চমাধ্যায়ে (আ০ ৫।১০।) "স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাৎ" ইত্যাদি খণ্ডে তাহা সূত্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ শস্ত্রমন্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্র মন্ত্র পাঠ করিবে। এস্থলে ইহাই অনুক্রমণিকা। "বায়বায়াহি" ইত্যাদি নয়টী ঋক্ বিশিষ্ট সূক্তই বায়বীয়সূক্ত নামে কথিত। যেহেতু "অগ্নিং-নব" হইতে নব-সংখ্যার অনুবৃত্তি আসিতেছে। (তিনটী ঋক্ দ্বারা একটী তৃচ্ হয়।) এই সূক্তে তিনটী তৃচ্ আছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তৃচের দেবতা ক্রমান্বয়ে বায়ু, ঐন্দ্রবায়ু, ও মিত্রাবরুণ। আশ্বিন সূক্তে বারটী ঋক্ ও চারিটী তৃচ্ আছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তৃচের দেবতা ক্রমান্বয়ে আশ্বিন, ইন্দ্র, বিশ্বদেব ও সরস্বতী। অতএব সেই তৃচসমূহে প্রতিপাদ্য বায়ু হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত এই সপ্তসংখ্যক দেবতাই প্রউগ-শস্ত্রের দেবতা নামে অভিহিত। মধুচ্ছন্দার অনুবর্ত্তন হেতু মধুচ্ছন্দাই ইহাদিগের ঋষি। সেইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারা এই সকল মন্ত্রের গায়ত্রীই ছন্দঃ। বায়ব্যতৃচে যেটী প্রথমা ঋক্, সেটী ঐন্দ্রবায়বগ্রহের একটী

এতচ্চ ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং। বায়ব্যা পূর্ব্বা পুরোঽনুবাক্যৈন্দ্রবায়ব্যুত্তরেতি। তথা সূত্রিতং চ। বায়বায়াহি দর্শতেন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা ইত্যনুবাক্যে ইতি॥ বায়ব্যতৃচে প্রথমামৃচমাহ॥

পুরোনুবাক্যা। ইহা ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে—"বায়ব্য পূর্ব্বা পুরোনুবাক্যৈন্দ্রবায়ব্যুত্তরা" ইতি (অর্থাৎ দেবতাদ্বয়াত্মক ঐন্দ্র বায়বগ্রহে) বায়ুদেবতাক ঋক্ প্রথম পুরোনুবাক্যা এবং ঐন্দ্রবায়বী ঋক্ উত্তরপুরোনুবাক্যা। সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"বায়বায়াহি দর্শতেন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা ইত্যনুবাক্যে" অর্থাৎ "বায়বায়াহি দর্শত" এবং "ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতাঃ" এই দুইটী ঋক্ পুরোনুবাক্যা হইয়াছে। ইতি॥ বায়বীয় তৃচে প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

ঋঙ্মন্ত্রের কয়েকটী শব্দ।

সায়ণাচার্য্যের অণুক্রমণিকায় যজ্ঞ-প্রসঙ্গে অধুনা-অপ্রচলিত কয়েকটী শব্দের প্রয়োগ আছে। সেই সকল শব্দের মর্ম্ম এবং অগ্নি-সম্বন্ধে পুরাণাদির মত এস্থলে প্রকাশ করা গেল। যথা—

প্রউগঃ। শস্ত্র মন্ত্র বিশেষ। সোমযাগ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে যে দ্বাদশ প্রকার শস্ত্র মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে একতম শস্ত্র-বিশেষকে প্রউগ শস্ত্র কহে।

পুরোহিতঃ। পুরোহিতের নানা পর্য্যায়; যথা,—যজ্বা, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, নেষ্টা, পোতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি। বৈদিক যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পাদন জন্য যখন বিভিন্ন পুরোহিতের আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখনই ঐরূপ শ্রেণীবিভাগ হয়। হোতৃশ্রেণীর পুরোহিতগণ দেবগণকে আহ্বান করিতেন।

ঋত্বিক্। পুরোহিতের নামান্তর। মনুর মতে—যিনি যাহার বরণীয় হইয়া অগ্ন্যাধেয়, পাক-যজ্ঞসমূহ এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহ সম্পন্ন করেন, তিনি তাহার ঋত্বিক্ নামে অভিহিত।

পুরোডাশঃ। হবনীয় দ্রব্যবিশেষ, অর্থাৎ যবচূর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত রুটিকা-বিশেষ। গ্রন্থান্তরে হুতবস্তুর শেষ এবং সোমরসও পুরোডাশ নামে অভিহিত হইয়াছে।

পুরোণুবাক্যা। ঘৃত পুরোডাশাদি হবিগ্রর্হণকালীন, যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিত কর্তৃক অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হোমকর্ত্তা যে ঋক্ পাঠ করেন, সেই ঋক্-মন্ত্রকে পুরোনুবাক্যা কহে।

যাজ্যা। যাগমন্ত্র; অর্থাৎ,—যে মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক হোম করা হয়, সেই মন্ত্রকে যাজ্যা কহে। যাজ্যা ও পুরোণুবাক্যার ভেদ এই যে—হবিরাদি গ্রহণকালীন মন্ত্রের নাম পুরোণু-বাক্যা এবং দানকালীন মন্ত্রের নাম যাজ্যা। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে এবং আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে ইহাদের পার্থক্য বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

প্রেষিত হোতা। যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ পুরোহিত (অধ্বর্য্যু) কর্তৃক, ইন্দ্রদেবতার অর্চ্চনা কর, অগ্নিদেবতার পূজা কর,—এইরূপ অনুজ্ঞা-প্রাপ্ত হোমকর্ত্তাকে প্রেষিত হোতা কহে।

উহঃ। আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যে আকাঙ্ক্ষা-পূরণের নিমিত্ত উপযুক্ত পদান্তরের সমন্বয়।

উক্থ।—মন্ত্রের নাম-বিশেষ। বেদ-মন্ত্রের বহু নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে উক্থ অন্যতম। বৈদিক মন্ত্রের সেই সকল নাম—অর্ক, উক্থ, ঋচ্, গির্, ধী, নিথ, নিবিৎ, মন্ত্র মতি, সূক্ত, স্তোম, তৃচ্, বচস্ প্রভৃতি। ঐ সকল বাক্য দ্বারা বেদমন্ত্র বুঝিতে হইবে।

অগ্নি।—ঋক-সমূহে অগ্নিকে দেবগণের আহ্বানকারী বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি ভূলোক-দ্যুলোকের মুখস্বরূপ ছিলেন। শাস্ত্র-গ্রন্থে অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে রূপকে বহু বিবরণ বিবৃত আছে। কেহ কেহ বলেন,—অগ্নি ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলা হইয়াছে। অগ্নির রূপ-বর্ণনায় আদিত্য-পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—অগ্নিদেব রক্তবর্ণ; লোচনদ্বয় পিঙ্গল-বর্ণ; তিনি স্থূলোদর; তাঁহার হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র বিরাজমান। ঋগ্বেদের একত্রিংশৎ সূক্তে অগ্নিদেবের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন অগ্নির বিষয় শাস্ত্র-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে; যথা,—গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহ্বনীয়, সভ্য ও আবসথ্য প্রভৃতি। গৃহপতি বলিয়া তাঁহার নাম—গার্হপত্য; যজমান কর্তৃক দক্ষিণ দিকে স্থাপন হেতু তাঁহার নাম—দক্ষিণ; তাঁহার অভিমুখে হোম করা হয় বলিয়া তিনি আহ্বনীয়। সভাগত অগ্নি সভ্যাগ্নি; আর পচনাগ্নি আবসথ্য প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন অগ্নিতে হোম করিলে বিভিন্ন ফলের বিষয় উপপন্ন হইয়াছে। গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করিলে, বিশ্ববিজয়ী হওয়া যায়। দক্ষিণাগ্নিতে হোম নিষ্পন্ন হইলে যাজ্ঞিক অন্তরীক্ষ জয় করিতে সমর্থ হন। আহ্বনীয় অগ্নিতে হোম বা আহুতি প্রদান করিলে সনক্ষত্র দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ জয় করিতে পারা যায়। যাজ্ঞিক যদি আবসথ্যাগ্নিতে হোম করেন, তাহা হইলে তিনি সস্ত্রীক সপ্তর্ষিলোক প্রাপ্ত হন। সভ্যাগ্নিতে হোম করিলে মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়। অগ্নির নামকরণ সম্বন্ধে, পণ্ডিতগণ বলেন,—তিনি সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন হন বলিয়া, তাঁহার নাম অগ্নি হইয়াছিল। যজ্ঞকালে বিভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন অগ্নি বিভিন্ন দিকে প্রজ্বলিত করিবার বিধি ছিল। এইরূপে পশ্চিমদিকে গার্হ-পত্যাগ্নি প্রজ্বলিত হইত। দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নি, পূর্ব্বদিকে আহ্বনীয়াগ্নি প্রভৃতি প্রজ্বলিত করিয়া হোমকার্য্য নিষ্পন্ন করা হইত। নিরুক্তকারগণ অগ্নিদেবের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়াছেন। ঋকে স্থলবিশেষে অগ্নিকে 'অঙ্গিরঃ' নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অগ্নির ঐরূপ নামের একটী তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন,—অঙ্গার হইতে অঙ্গির শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি অঙ্গার, তিনি অঙ্গিরা। কিন্তু মহাভারতে এই অঙ্গিরা নাম সম্বন্ধে ভিন্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে দেখিতে পাই,—অঙ্গিরা মুনি অগ্নির কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নির নাম—অঙ্গির হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে, ঋষিসত্তম মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন,—অগ্নিদেব যখন আপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনচারী হইয়াছিলেন, তখন মহর্ষি অঙ্গিরা অগ্নির কার্য্য সম্পন্ন করেন। তপশ্চারণার পর অগ্নিদেব প্রত্যাবৃত্ত হইলে অঙ্গিরা তাঁহার পুত্র মধ্যে গণ্য হন। সেই হইতে অঙ্গিরোবংশোদ্ভব ঋষিগণ অগ্নি বা অঙ্গিরা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অগ্নির আর একটী নাম—সহ। মহাভারতের মতে তিনি ভরতপুত্রের ভয়ে সমুদ্রে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সহ' হইয়াছিল! চিতার অগ্নি 'নিয়ত' নামে এবং দেবগণ কর্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নি 'অথর্ব্বন্' নামে অভিহিত হয়।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়োবর্গঃ।

* * *

বায়বীয়-সূক্তং।

আগ্নেয়-সূক্তে নয়টী ঋক্। বায়বীয়-সূক্তও নয়টী ঋকে সংগ্রথিত। পার্থক্য এই যে, আগ্নেয়-সূক্তের ঋক্-নয়টী অগ্নিদেবতার স্তুতিবাদমূলক; কিন্তু বায়বীয়-সূক্তের ঋক্-নয়টীতে বায়ু দেবতার, ইন্দ্রবায়ু দেবতার এবং মিত্রাবরুণ দেবতার স্তব আছে। উহার প্রথম তিনটী ঋক্ সর্ব্বতোভাবে বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত; চতুর্থ, পঞ্চম, ও ষষ্ঠ ঋক্ত্রয়ে ইন্দ্র ও বায়ু উভয় দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সপ্তম, অষ্টম ও নবম ঋকত্রয় মিত্র ও বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত।

অগ্নি-দেবতার অর্চ্চনা-মূলক ঋকের পর বায়ুদেবতার অর্চ্চনা-মূলক ঋকের বিন্যাস দেখিয়া, মনে নানা ভাবের উদয় হইতে পারে। যাঁহারা ঋগ্বেদের ঋক্গুলিকে অসভ্য বর্ব্বর জাতির প্রকৃতি উপাসনা বলিয়া মনে করেন, অথবা ঋগ্বেদের প্রাণারাম মন্ত্রগুলিকে যাঁহারা কৃষকের গান বলিয়া উড়াইয়া দেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বড়ই উপহাসাস্পদ। তাঁহারা বলেন,—অসভ্য বর্ব্বর জন যখন অগ্নির তেজ দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইল; তাহারা যখন দেখিল,—অগ্নির কি প্রবল দাহিকা-শক্তি; তাহারা যখন বুঝিল,—অগ্নি তাহাদের সকলকে পুড়াইয়া মারিতে পারেন; তখন তাহারা অগ্নিদেবকে শান্ত করিবার জন্য স্তব-স্তুতি আরম্ভ করিয়া দিল; করযোড়ে মিনতি করিতে লাগিল,—'হে অগ্নিদেব? তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর; তোমার অসহনীয় তেজ আমরা সহ্য করিতে পারি না।' পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তকারিগণের মতে অসভ্য বর্ব্বর জাতি অগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইবার আশঙ্কাতেই ঐরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিল। যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন,—আর্য্যগণ চিরতুষারাচ্ছন্ন উত্তর-মেরু প্রদেশে বসতি করিতেন; তাঁহারা বলেন,—হিমানীতে দারুণ শৈত্যে কাতর হইয়া শৈত্য-নিবারণের সহায়-স্বরূপ অগ্নির অর্চ্চনা করিতে অসভ্য জাতির মন স্বতঃই প্রলুব্ধ হয়। সেই কারণেই

অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল। বায়ু দেবতার অর্চ্চনা বিষয়েও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে বৃক্ষপল্লব উৎপাটিত হইতে লাগিল, বাত্যাঘোরে গৃহকুটীর উৎক্ষিপ্ত হইয়া চলিল, অসভ্য বর্ব্বর জাতিরা তখনই বায়ু-দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। করযোড়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিল,—'হে বায়ুদেব! তুমি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর। আমরা তোমার উদ্দেশে এই পূজা অর্চ্চনা করিতেছি।' ইন্দ্রদেবকে বজ্রধর বলিয়া বিঘোষিত করা হয়। যখন কড়কড়নিনাদে অশনি-সম্পাত ঘটে, আর বজ্রাঘাতে মনুষ্যপশুপক্ষী প্রাণিমাত্রেরই, এমন কি বৃক্ষাদির পর্য্যন্ত, প্রাণ বিনষ্ট হয়; তখন বজ্রভয়ভীত অজ্ঞ জন ইন্দ্রদেবতার পরিতোষ বিধান জন্য তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহারা তখন কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানায়,—'হে ইন্দ্রদেব! প্রসন্ন হউন! আমরা তোমার উদ্দেশে পূজা অর্চ্চনা করিতেছি।' মিত্র এবং বরুণ দেবতা সম্বন্ধেও সাধারণ লোকের সাধারণ দৃষ্টিতে ঐ ভাবই মনে আসে। বরুণকে জলাধিপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি যদি শান্ত না হন, পৃথিবী বিষম প্লাবনে প্লাবিত হইয়া যায়; মনুষ্য-পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ কাহারও আর সংসারে তিষ্ঠিবার সাধ্য থাকে না। এই জন্যই, প্রবল প্লাবনে প্রপীড়িত হইবার আশঙ্কায়, অসভ্য বর্ব্বর মানুষ বরুণদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মিত্র দেবতা অভিধায়ে তাহারা দিবসের অধিপতি সূর্য্যদেবকে মনে করিয়াছিল। যখন ঝড়ঝঞ্ঝাবাতে বৃষ্টি-বজ্রাঘাতে মেদিনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হন, তখনই তাহারা মিত্রদেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। বিনীতভাবে স্তুতি করে,—'হে দিনদেব! তুমি প্রকাশ হও। এ বিপদ দূর কর।' ঘোর বর্ষার দিনে ক্রমাগত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং সংসার ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে প্রকম্পিত হইলে মানুষ সাধারণতঃ দিনদেবের উদয় প্রার্থনা করে। এ ঋক্—এ সূক্ত—সেইরূপ প্রার্থনার ফলমাত্র; ইহাতে অভিনবত্ব কিছুই নাই। এককালে ঝড়-বৃষ্টি-মেঘ-বজ্রাঘাত প্রভৃতি সঙ্ঘটিত হয়। সেই সময়েই মানুষ সূর্য্যদেবের মুখ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করে। এই উপলক্ষেই ঐ ঋকের প্রবর্ত্তনা। এ সকল প্রকৃতি পূজা—জড়ের উপাসনা। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত এক শ্রেণীর বেদব্যাখ্যাকারী বৈদিক সূক্তের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

কাল-মাহাত্ম্যে দৃষ্টি-বিভ্রম এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মের পথ হইতে সত্যের আলোক হইতে মানুষ যতই দূরে সরিয়া পড়িতেছে; ততই এইরূপ কদর্থের সূচনা হইতেছে,—ততই এইরূপ সঙ্কীর্ণভাব মানুষের মনে জাগিয়া উঠিতেছে। নচেৎ, যে সকল যুক্তির সাহায্যে ঋক্‌গুলিকে অসভ্য বর্ব্বর জাতির উপাসনা-মূলক স্তোত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, সে সকল যুক্তি সহজ-দৃষ্টিতেই একান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। একটী যুক্তি—আর্য্যগণ শীত-প্রধান দেশে বাস করিতেন, সুতরাং শৈত্য-নিবারণ-হেতু অগ্নির উপাসনা আবশ্যক হইয়াছিল। যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বায়ুর উপাসনা তাঁহারা কেন করিবেন? বরুণদেবের উপাসনাই বা তাঁহারা কেন করিবেন? শীত হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য যখন অগ্নির উপাসনার আবশ্যক হইল; তখন শৈত্যবৃদ্ধিকর বরুণের ও বায়ুর উপাসনার আবার প্রয়োজন হইল কেন? এইরূপে 'বর্ব্বর জাতির

উপাসনা-মূলক' সকল যুক্তিই ব্যর্থ হইয়া যায়। পরন্তু ঐ সকল সূক্তের মধ্যে যে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম,—ত্রিবিধ ভাব বিদ্যমান আছে, তাহাই উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। মূর্খ জনের প্রকৃতি-উপাসনা না বলিয়া, পণ্ডিতজনের প্রকৃতি-তত্ত্বাভিজ্ঞতার বিষয় কি এই ঋক্-সমূহে অনুভূত হইতে পারে না? অগ্নির সহিত বায়ুর যে সম্বন্ধ—বায়ু ভিন্ন অগ্নির এবং অগ্নি ভিন্ন বায়ুর অস্তিত্ব যে অসম্ভব, এ জ্ঞান যে সে 'অসভ্য বর্ব্বর' জাতির ছিল,—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের চক্ষে দেখিলে আগ্নেয়-সূক্তের ও বায়বীয়-সূক্তের অভ্যন্তরে সেই জ্ঞানের বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায় না কি? বায়ুশূন্যস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে না; আবার অগ্নি বা তেজ ভিন্ন বায়ু তিষ্ঠিতে পারে না। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং, এ দৃষ্টান্তে বলিতে পারা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হইতেছেন, বহু পূর্ব্বে—সৃষ্টির আদি-কালে আর্য্যজাতির সে জ্ঞান অধিগত ছিল। শারীরবিজ্ঞানবিৎ যদি একটু অভিনিবিষ্টচিত্তে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন,—বায়ু, পিত্ত, কফ—যে তিনের প্রক্রিয়া জীবদেহে নিয়ত সাম্য-সংস্থাপনের প্রয়াস পাইতেছে, আর বৈষম্যে সেই সাম্য-হেতু প্রাণী প্রাণধারণ করিয়া আছে, আগ্নেয় ও বায়বীয় সূক্তের অভ্যন্তরে সে তত্ত্বও নিহিত রহিয়াছে। সাম্য ভিন্ন এ সংসারে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। বায়ু-পিত্ত-কফের সাম্য-সংস্থাপন-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঐ দুই সূক্তের মধ্যে—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতির প্রসঙ্গে, সূচিত হইতে পারে। অগ্নি ("পিত্ত বা তেজ"), বরুণ—('কফ') এবং বায়ু—এই তিনের বিপর্য্যয়ে যে ব্যাধি-বিপত্তি, তাহাই বজ্রাঘাতরূপ ইন্দ্র এবং সেই সকলের সাম্যভাবই মিত্র দেবতা বলা যাইতে পারে না কি? ঐ দুই সূক্তে অসাম্যে বিপর্য্যয়ের এবং সাম্যে মিত্রভাবের লক্ষণ অনুধাবন করা যাইতে পারে।

সৃষ্টি যে পঞ্চভূতাত্মক, আর সেই পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির প্রসঙ্গই যে আগ্নেয়-সূক্তে ও বায়বীয়-সূক্তে উক্ত হইয়াছে, স্থিরধী ব্যক্তি মাত্রেই সে ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। যিনি বহুর মধ্যে একের দর্শন পান, এবং একের মধ্যে বহুর সন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক-পদবাচ্য। একের অনুসন্ধানেই সংসারে আবহমানকাল দার্শনিকগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া চলিয়াছে। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য—সর্ব্বত্রের সকল দার্শনিকই, যে নামে যে সংজ্ঞায় যে ভাবেই হউক, সেই একের সন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সৃষ্টি পঞ্চভূতাত্মক। সে পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। আর যে কিছু সামগ্রী পৃথিবীতে আছে, সকলই সেই পঞ্চভূতের রূপান্তর। প্রাচ্যের প্রসঙ্গ প্রথমে উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্য কি ভাবে মূল-তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন, প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখি। গ্রীসদেশ পাশ্চাত্য-দর্শনের আদিক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মিশর ও ফিনীসিয়া হইতে গ্রীসে দার্শনিক-তত্ত্বালোচনার বীজ পরিব্যাপ্ত হয়—পণ্ডিতগণ যদিও একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন;—কিন্তু গ্রীস হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে দর্শন-শাস্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া গ্রীসকেই সাধারণতঃ পাশ্চাত্য-দর্শনের আদিক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে। গ্রীসদেশের আদি

দার্শনিকের নাম—থেলিস। প্রাচীন গ্রীস সাত জন জ্ঞানী মনুষ্যের জন্য প্রখ্যাত। থেলিস—সেই সাত জন জ্ঞানী মনুষ্যের অন্তর্ভুক্ত। * পঞ্চভূত-তত্ত্বের গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করিয়া থেলিস সিদ্ধান্ত করেন,—জলই সংসারের আদিভূত। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন,—জলের পরিণতি কর্দ্দম, কর্দ্দমের পরিণতি মৃত্তিকা; মৃত্তিকা হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। এইরূপে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়,—ইহাই তিনি সিদ্ধান্ত করেন। তিনি আরও সিদ্ধান্ত করেন,—'জল তরল হইলেই বাষ্প, বাষ্প হইতেই বায়ু। উত্তাপেও জল আছে; আকাশ জলকণাময়। জল ভিন্ন সংসারে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। জলরূপ রস ভিন্ন উদ্ভিদাদি তিষ্ঠিতে পারিত না; এমন কি, জীবের দেহ পর্য্যন্ত ধূলি হইয়া উড়িয়া যাইত।' থেলিসের পর আনাক্সিমান্দার দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি থেলিসের শিষ্য ও বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি থেলিসের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মীমাংসা করিলেন;—'বিশ্ব অনন্তকাল বিদ্যমান; কেবল তাহার অংশবিশেষের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে মাত্র। অনন্ত হইতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, অনন্তেই সকল বস্তু বিলীন হইবে।' তাঁহার মতে, জগতের মূল পদার্থ—নিত্য, অসীম এবং তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহার পর দার্শনিক আনাক্সিমেনিস আবির্ভূত হন। গভীর গবেষণার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন,—'বায়ুই সর্ব্বমূলাধার। বায়ু—গতিশক্তিবিশিষ্ট, বায়ু দ্বারা সংযোগ-বিয়োগ সাধিত হয়; সুতরাং বায়ুই সৃষ্টির মূলীভূত।' তিনি দেখিলেন,—'বায়ুমণ্ডল হইতে বৃষ্টি পতিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত আসিল,—বায়ুই জলের উৎপত্তির মূল। তার পর তিনি দেখিলেন,—'বায়ু সর্ব্বব্যাপী। কিবা সূর্য্যলোকে, কিবা চন্দ্রলোকে, কিবা গ্রহনক্ষত্রাদিতে—জগতের কোথায় বায়ু-প্রবাহ প্রবাহিত নহে! জলের উপরে যেমন বৃক্ষপত্র ভাসে, বায়ুমণ্ডলে পৃথিবী সেইরূপ ভাসমান রহিয়াছে। শৈত্য, তারল্য ও উষ্ণতা নিবন্ধন বায়ুই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি-কার্য্য সাধন করে। অত্যধিক শীতলতা প্রাপ্ত হইলেই বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সেই কারণেই উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ু ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে মেঘের উৎপত্তি, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টির জল ঘনীভূত হইয়াই ক্ষিতি।' এইরূপে বায়ু হইতে সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে,—ইহাই আনাক্সিমেনিস সিদ্ধান্ত করিয়া যান। এই তিন জন ইউরোপের আদি দার্শনিক; ইঁহারা তিন ভাবে সৃষ্টি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ তিন আদি-দার্শনিকের মত 'আইওনিক দর্শন' নামে অভিহিত হয়। এই আইওনিক দার্শনিকগণের পর পীথাগোরীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে।* পীথাগোরাস—সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি নির্দ্দেশ করেন,—'বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এক অগ্নিপিণ্ড বিদ্যমান আছে। দশটী স্বর্গীয় গ্রহ বা উপগ্রহ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তদ্দ্বারা শীত উত্তাপ প্রভৃতি সঞ্চারে সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত হইতেছে। সামঞ্জস্যই জগতের অস্তিত্ব। সেই কেন্দ্রীভূত অগ্নিপিণ্ডই তাপ, আলোক বা প্রাণস্থানীয়। জীবাত্মা মাত্রেই সেই অগ্নিপিণ্ডের তেজের অংশ-বিশেষ। সর্ব্ব-প্রাণাধার সেই তেজ বা

* এ বিষয়ে পৃথিবীর ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ডে সৃষ্টি-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

অগ্নিপিণ্ডই ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রথমে অব্যবস্থাপিত জড়পদার্থ সহ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে তৎসমুদায় বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তিনি পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত আছেন।' পীথাগোরাসের মতাবলম্বী দার্শনিকগণ অনেকাংশে পূর্ব্বোক্ত মতেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে ইলীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত উল্লেখযোগ্য। জেনোফেন্স—এই মতের প্রবর্ত্তক। তিনি ইতালীর দক্ষিণস্থিত গ্রীক-অধিকৃত ইলীয়া নগরে উপনিবিষ্ট ছিলেন। তদনুসারে তৎপ্রবর্ত্তিত মত 'ইলীয় দর্শন' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জেনোফেন্সের মত এই যে,—'এই বিশ্ব যে ভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইতেছি, সেই ভাবেই চিরদিন বিদ্যমান আছে এবং থাকিবে।' পরবর্ত্তিকালে আরিষ্টটল কর্ত্তৃক জেনোফেন্সের মত সমালোচিত হয়। তাঁহার উক্তিতে প্রকাশ,—'জেনোফেন্স চারি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। উত্তাপ ও আর্দ্রতা, শৈত্য ও শুষ্কতা, জেনোফেন্সের মতে, এই চারি ভূতে সংসার উৎপন্ন। মানুষ—মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত; চারি ভূতের সংমিশ্রণে তাহার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত।' ইলীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়ের পর হিরাক্লিটাসের দার্শনিক মত ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হিরাক্লিটাসের মত এই যে,—'তেজ (আগুণ) হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি। আবার তেজেই বিশ্বের লয়। তেজ বা অগ্নি—সূক্ষ্ম অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় এবং চিরগতিবিশিষ্ট। অগ্নিরই (তেজেরই) স্থূলতর অংশ—বায়ু। বায়ু হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।' ইঁহার মতে,—'আত্মা বা প্রাণ জ্বলনশীল অথবা বায়বীয় পদার্থ।' হিরাক্লিটাস ৫০৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলিতেন,—'আকৃতির পরিবর্ত্তনই মৃত্যু; পরিবর্ত্তনই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে।' হিরাক্লিটাসের মতের প্রধান পরিপোষক এম্পিডোক্লস। তাঁহার মত এই যে,—বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী চারিটীই মূল পদার্থ বা ভূত। এই চারি পদার্থের সংযোগ-বিয়োগেই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে ঐ চারি মূল পদার্থ একরূপ মিশ্রভাবে অবস্থিত থাকে। উহারা পরস্পর ভালবাসা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। যখন পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার হইল, তখন উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই বিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পৃথিব্যাদি বিভিন্ন সামগ্রীর সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে।' ইহার পর পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে বিশ্বের মূল-তত্ত্ব আবিষ্কারে অশেষ অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতৎপ্রসঙ্গে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র বলিয়া মনে করি।

প্রাতীচ্য-দার্শনিকগণের মধ্যে যে বিতণ্ডা, প্রাচ্য-দার্শনিকগণও যে তদ্রূপ বিতণ্ডার কবল হইতে একবারে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। আস্তিক ও নাস্তিক দ্বিবিধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। কেহ বা 'ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম'—এই স্থূল পঞ্চভূত লইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া বসিয়া আছেন; কেহ বা স্থূল পঞ্চভূতের অতীত সূক্ষ্মের অনুসন্ধানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। 'কেহ দেখিতেছেন',—'পঞ্চভূত লইয়াই সংসার; উহার অতীত অতীন্দ্রিয় কিছুই নাই।' কেহ দেখিতেছেন,—'দৃশ্যমান্ পঞ্চভূতাদি মিথ্যা মায়ার আবরণ মাত্র। মায়ার আবরণ—সংসার-প্রপঞ্চের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইলেই সত্য-স্বরূপ সদ্বস্তুর জ্ঞান জন্মে।' চার্ব্বাকাদি

নাস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায় যে ভাবে জগৎকে দেখিয়া থাকেন, তাহাতে বিশ্বপতির সহিত বিশ্বের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রতীত হয় না। অদৃষ্ট, কর্ম্মফল প্রভৃতির যে দৃঢ় ভিত্তির উপর বিশাল সনাতন ধর্ম্মসৌধ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের অন্তরে সে ধারণা আদৌ স্থান পায় না। কিন্তু আস্তিক্য-দর্শনে বিশ্বেশ্বরের অনুসন্ধানের পক্ষে প্রযত্ন দেখিতে পাই। সাঙ্খ্যকে যদিও কেহ কেহ নাস্তিক্য-দর্শন বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন; কিন্তু সাঙ্খ্যের পুরুষ, সাঙ্খ্যের প্রকৃতি—কি ভাব প্রকাশ করে? নাম লইয়া দ্বন্দ্ব মাত্র। নচেৎ বস্তুপক্ষে সেই একের প্রতিই লক্ষ্য দেখিতে পাই। সেই এককেই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বৈদান্তিকগণের ব্রহ্মও তিনি, নৈয়ায়িকগণের প্রমাণমূলক কর্ত্তাও তিনি; মীমাংসকগণ যে কর্ম্মের অনুসরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, সে কর্ম্মই বা তিনি ভিন্ন অন্য আর কি? শৈব-দর্শনকারগণ তাঁহাকেই শিব বলিয়া উপাসনা করেন; গাণপত্যের গণপতি, সৌরের সূর্য্য, শাক্তের শক্তি, বৌদ্ধের বুদ্ধ, জৈনের অর্হৎ,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট বিভিন্ন নাম-বিশেষণে তিনি বিশেষিত। তিনি সেই একই আছেন; কেবল নাম লইয়া, রূপ লইয়া, যত কিছু বিতণ্ডা চলিয়াছে। এই জন্যই,—এই বিবাদ-বিতণ্ডা মীমাংসার জন্যই, উক্ত হইয়া থাকে,—

"যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তি নো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

যাঁহার অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম; যাঁহার অনন্ত বিভূতি, অনন্ত আকৃতি; মানুষ তাঁহার অনন্তত্বের ধারণা করিতে না পারিয়াই তাঁহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে। বলে—তিনি বায়ু; বলে—তিনি অগ্নি; বলে—তিনি যম; বলে—তিনি মরুৎ; বলে—তিনি ব্যোম। কিন্তু যখন বুঝিতে পারে, তিনি সকলই—সকলের মধ্যেই বিরাজমান; তখনই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। যিনি অগ্নিরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি যে ভুল দেখিয়াছেন, তাহা বলিতেছি না; তিনি বায়ুরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিও যে বিভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহাও মনে করি না; যিনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতিরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিও যে বিভ্রমগ্রস্ত, তাহাও মনে করি না। ইন্দ্র, বায়ু অগ্নি, মিত্র, বরুণ,—এ সকল তো তাঁহারই বিভূতি-বিকাশ মাত্র। মহাসমুদ্র দেখিতে গিয়া যে জন বঙ্গোপসাগর দর্শন করে; তাহারও সমুদ্র-দর্শন হয়, নিঃসন্দেহ। বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইলে, ক্রমে মহাসাগরে প্রবেশের পথ তাহার পক্ষে নিকট হইয়া আসে। যে জন যত নিকটে যাইতে পারিবে, সে জন ততই তাঁহাতে লীন হইতে সমর্থ হইবে। অপিচ জল যে বস্তু, তাহা সকল সময়ই এক ও অভিন্ন। সাগরের জল, নদীর জল, হ্রদের জল, পুষ্করিণীর জল, অথবা ঝরণার জল,—যত বিভিন্ন নামেই তাহাকে অভিহিত কর না কেন; বস্তুপক্ষে কিন্তু সে সেই জলই আছে। সেইরূপ অগ্নি বলিয়াই সম্বোধন কর, বায়ু বলিয়াই সম্বোধন কর, অথবা ইন্দ্র-মিত্র-বরুণাদি নামেই সম্বোধন কর; যাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত ঐ সম্বোধন, তিনি যখন অভিন্ন,

তখন সকল সম্বোধনই তাঁহারই নিকট পৌঁছিবে। তাই তাঁহার যে যে বিভূতি প্রকাশমান, তত্তদ্বিভূতির উপাসনার মধ্য দিয়াই তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সরল সুগম পথ ঐ সূক্ত-সমূহে সম্যক্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দূরে—দূরে রহিতেছ কেন! একটু নিকটে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর; জগৎপাতা জগন্মাতা তিনি, আপনিই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। যাহারা ভেদভাবে দেখিতে চায়; বিভূতি দেখিয়া যাঁহার বিভূতি, সে কথা যাহার মনে না আসে; কর্ম্ম দেখিয়া যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহার প্রতি যাহার চিত্ত ন্যস্ত না হয়; তাহার দুরত্ব-ব্যবধান কদাচ ঘুচিবে না। চিরদিনই সে অন্ধকারে 'হাতড়াইয়া' মরিবে; দিব্য আলোক, কদাচ তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না। আগ্নেয়-সূক্তের পর বায়বীয়-সূক্তের সমাবেশে সাধককে এক মহামিলনের কেন্দ্রস্থলে আকর্ষণ করিতেছে। সাধক দেখিতেছেন, অগ্নির সহিত বায়ুর যেমন সম্বন্ধ, সৃষ্টের সহিত স্রষ্টার সে সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে! এই দুই সূক্তে তাহারই যেন আভাষ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইতেছে, তুমি যদি অগ্নি হও, আমি যেন বায়ুরূপে তোমার সহিত অবস্থিতি করিতে পারি। বলা হইতেছে,—আমার সেই জ্ঞান সেই ধ্যান আসুক,—বায়ুর মধ্যে যেমন অগ্নি এবং অগ্নির মধ্যে যেমন বায়ু অবস্থিত, আমি যেন সেইরূপভাবে তোমাতে আমার অবস্থিতি দেখিতে পাই। সর্ব্বময়কে সর্ব্বপদার্থে নিত্য-বিদ্যমান দেখিতে দেখিতে, আমি যেন তাঁহাতেই সম্মিলিত হইতে পারি।

বায়বীয়-সূক্তের আর এক লক্ষ্য—'যোগ' বলিয়া মনে হয়। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম—যোগ। উহা বায়ুর কার্য্য। বায়ুর গতি রোধ করিতে না পারিলে চিত্তবৃত্তিনিরোধ সম্ভব হয় না। সেই জন্যই যোগ ও যোগাঙ্গের অবতারণা। যোগবলে, প্রাণবায়ু প্রভৃতির নিরোধের ফলে, পরম তত্ত্ব অধিগত হয়। বায়বীয়-সূক্তকে যোগ-সাধনার মূলীভূত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বায়ু—জীবের জীবন। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে, জীবের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। আবার অবিশ্রাম অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার জন্য শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ হিসাবে বায়ু যেমন দেহীর প্রাণ-ধারণের মূলীভূত; তেমনি উহা আবার দেহের ক্ষয়ের কারণ। এই ক্ষয় নিবারণ জন্য, দেহ মধ্যে বায়ু বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে, বায়ু নিরোধ করা বিধেয়। বায়ু নিরোধ করিতে পারিলে সে ক্ষয় নিবারণ সম্ভবপর। একমাত্র যোগাভ্যাস ভিন্ন শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া রোধ করা সুকঠিন। যোগক্রিয়া-সাহায্যে দেহ মধ্যে বায়ু নিরুদ্ধ করিতে পারিলে দেহের ক্ষয় নিবারিত হয়। এইরূপে বায়ুনিরোধের ফলে, যোগাভ্যাস দ্বারা, যোগসিদ্ধ যোগিগণ, সহস্র সহস্র বর্ষাধিক পরমায়ু লাভ করিয়া গিয়াছেন। বায়বীয়-সূক্তে সেই বায়ু-নিরোধের বিষয়—সেই যোগের প্রসঙ্গই বিবৃত হইয়াছে।

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ-সাধন—যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। "সংযোগং যোগমিত্যাহুর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।" বৈষ্ণব শাস্ত্র-মতে, "যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তো বা।" যোগ—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রীতিসংস্থাপন। আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ-সাধন জন্য, প্রেমময় সচ্চিদানন্দ বিশ্বপ্রেমিকের সহিত তৃণতুচ্ছ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাত্মার প্রীতি-সংস্থাপন-

উদ্দেশ্যে যোগ-সাধনার প্রয়োজন। এই বায়বীয় সূক্তের তাহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। বায়বীয়-সূক্তে বলা হইতেছে, যিনি প্রাণবায়ুরূপে তোমার দেহে নিত্য-বিরাজিত, তাঁহাকে পবিত্র প্রেমের বন্ধনে—প্রীতির শৃঙ্খলে তোমার হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ কর ; হৃদয়-সিংহাসনে প্রেমময়কে বসাইয়া প্রেমভক্তির দিব্য পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। এইরূপে তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই তোমার যোগ-সাধনা সার্থক হইবে ; আর সেইরূপ সাধনার ফলেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে ; —মোক্ষ অধিগত হইবে।

* *

প্রথম মণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
বায়ুর্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য বায়বীয়সূক্তস্য প্রাতঃ-
সবনে বৈশ্বদেবগ্রহাদূর্দ্ধং প্রউগশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ।

তেষাং পাহি শ্রুধী হবং ॥ ১ ॥

* * *

পদবিশ্লেষণং।

বায়ো। ইতি। আ। য়াহি। দর্শত। ইমে। সোমাঃ। অরংহকৃতা।

তেষাং। পাহি। শ্রুধি। হবং। ১ ॥

* * *

অম্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে দর্শত (হে প্রিয়দর্শন দর্শনীয় বা) বায়ো (পবনদেব!) আয়াহি (আগচ্ছ) যমিতিশেষঃ। ইমে (এতে) সোমাঃ (সোমরসাঃ, সুধা বা) অরংকৃতাঃ (অলঙ্কৃতাঃ, সজ্জীকৃতাঃ সংস্কৃতা প্রস্তুতা বা) তেষাং (তান্) পাহি (পিব) হবং (অস্মাকং হবং, আহ্বানং প্রার্থনাঞ্চ) শ্রুধী (শৃণু)। ১ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রিয়দর্শন বায়ুদেব! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। সোম-সুধা সুসংস্কৃত হইয়া আছে। আপনি তাহা পান করুন। আর আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। ১ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দর্শত দর্শনীয় বায়ো কর্ম্মণ্যেতস্মিন্নায়াহি আগচ্ছ। ত্বদর্থমিমে সোমা অরংকৃতাঃ। অভিষবাদিসংস্কারোঽলঙ্কারঃ। তেষাং। তান্ সোমান্। যদ্বা তেষামেকদেশমিত্যধ্যাহারঃ। পাহি স্বকীয়ং ভাগং পিবেত্যর্থঃ। তৎপানার্থং হবমস্মদীয়মাহ্বানং শ্রুধি। শৃণু। অত্র যাস্কঃ। বায়বায়াহি দর্শনীয়েমে সোমা অরংকৃতা অলঙ্কৃতাস্তেষাং পিব শৃণু নো হ্বানং। নি° ১০।২। ইতি ॥ দর্শতেত্যত্র ভৃমৃদৃশীত্যাদিসূত্রেণ। উ° ৩।১০৯। অতচ্ প্রত্যয় ঔণাদিকঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দর্শনীয় বায়ুদেব! তুমি এই কর্ম্মে আগমন কর। তোমার নিমিত্তই এই সোম-যজ্ঞ সকল অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। অভিষবাদি সংস্কারই এই যজ্ঞের অলঙ্কার। সেই অলঙ্কৃত সোমরস তুমি পান কর। অথবা সেই (অভিষবাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত) যজ্ঞ-সকলের একভাগ পান কর। অর্থাৎ স্বকীয় অংশই পান কর। সেই সোমরস পান করিবার জন্য আমরা তোমাকে যে আহ্বান করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক, এই ঋকটীর ব্যাখ্যা এইরূপে করিয়াছেন,—হে দর্শনীয় বায়ো, তুমি আগমন কর। এই সোমসকল অলঙ্কৃত রহিয়াছে, তন্মধ্যে তুমি তোমার অংশ পান কর! আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর (নি° ১০।২। ইতি)॥ "দর্শত" এই পদটীর ভৃমৃদৃশি (উং ৩।১০৯)

চিত্বাদংতোদাত্তস্যামন্ত্রিতানুদাত্তত্বং। অর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা। উ॰ ১।১৩৮। মন্‌প্রত্যয়াংতস্য সোমশব্দস্য নিৎস্বরঃ। অলমিত্যত্র ছন্দসো রেফাদেশঃ.। অরংকৃতশব্দে সমাসাংতোদাত্তত্বং। পা॰ ৬।১।২২৭। বাধিত্বাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরপ্রাপ্তৌ। পা॰৬।২।২। ভূষণেহলং। পা॰১।৪।৬৪। ইত্যলংশব্দস্য গতিসংজ্ঞায়াং গতিকারকেত্যাদিনা। পা॰ ৬।২।১৩৯। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদত্বেন গতিরনন্তরঃ। পা॰৬।২।৪৯। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নিপাতত্বাদলংশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। পাহীত্যত্র পিবাদেশাভাবশ্ছাংদসঃ। পা॰ ৩।৪।৮৯। শ্রুধীত্যত্র শ্রুশৃণ্বিত্যাদিনা। পাঃ৬।৪।১০২ হের্ধিভাবঃ। তিঙংতাদুত্তরস্য নিঘাতো নাস্তি। সের্হ্যপিচ্চ। পা॰ ৩।৪।৮৯। ইতি পিত্বনিষেধাদনুদাত্তে নিবারিতে প্রত্যয়স্বরঃ। হবমিত্যত্র হ্বয়তিধাতোর্বহুলংছন্দসি। পা॰৬।১।৩৪। ইতি সংপ্রসারণে সত্যুকারাংতত্বাদৃদীদোরপ্‌। পা॰৩।৩।৫৭। ইত্যপ্‌প্রত্যয়ঃ। তস্য পিত্বাদনুদাত্তে সতি ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সংহিতায়াং শ্রুধি ইত্যস্যান্যেষামপি দৃশ্যতে। পা॰ ৬।৩।১৩৭। ইতি দীর্ঘঃ ॥ ১ ॥

* *

ইত্যাদি সূত্রানুসারে ঔণাদিক অতচ্‌ প্রত্যয় করিয়া চিৎস্বরত্ব হেতু, অন্তোদাত্ত হইলেও আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধন নিমিত্ত উদাত্তস্বর হইয়াছে। "অর্ত্তিস্তসু" (উ॰ ১।১৩৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা মন্‌ প্রত্যয়ান্ত সোম-শব্দের নিৎস্বরত্ব হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "অরংকৃত" এই শব্দস্থ অলং এই পদের ছান্দস প্রযুক্ত লকারের স্থানে রকারাদেশ হইয়াছে, এবং সমাসান্ত উদাত্ত স্বরকে বাধিয়া (পা॰ ৬।১।২৭) পূর্ব্বপদ অব্যয় হেতু প্রকৃতি স্বরের প্রাপ্তি হয়। (পা॰ ৬।২।২)। কিন্তু ভূষণার্থ অলং শব্দ জন্য (পা॰ ১।৪।৬৪) গতিসংজ্ঞাতে, "গতিকারক" (পা॰ ৬।২।১৩৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইলেও তাহার অপবাদক "গতিনিরন্তরঃ" (পা॰ ৬।২।৪৯) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের প্রকৃতি স্বরত্ব হইয়াছে। অলং শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পাহি" এই পদটীতে ছান্দস প্রযুক্ত পিবাদেশের অভাব হইয়াছে। "শ্রুধি" এই পদে "শ্রুশৃণু"—(পা॰ ৬।৪।১০২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা হি বিভক্তির স্থানে ধি হইয়াছে। "তিঙন্তের উত্তর নিঘাত নাই"—এই নিয়ম দৃষ্টে তিঙন্ত হেতু উহার নিঘাত স্বর হইল না, কিন্তু "সের্হ্যপিচ্চ" (পা॰ ৩।৪।৮৯) এই সূত্র দ্বারা পিত্বের নিষেধ হেতু অনুদাত্ত নিবারিত হইয়া প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "হবং" এই পদটীতে আহ্বানার্থ হেবঞ ধাতু হইতে "বহুলং ছন্দসি" (পা॰ ৬।১।৩৪।) এই সূত্র কর্ত্তৃক সম্প্রসারণ অর্থাৎ বকারের স্থানে উকার হইলে পর "ঋদীদোরপ্‌" (পা॰ ৩।৩।৫৭) এই সূত্রানুসারে অপ্‌ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পিত্ব হেতু অনুদাত্ত হইয়া ধাতুস্বর অবশিষ্ট রহিয়াছে। সংহিতাতে "শ্রুধি" এই পদটীর "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" (পা॰ ৬।৩।১৩৭।) এই সূত্র দ্বারা ই-কারের দীর্ঘ হইয়া শ্রুধী হইয়াছে ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ সাধারণতঃ এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করা হয় যে, যজমান যেন সোমলতার রস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া বায়ুদেবতাকে তাহা পান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন; এবং সোমরস * পান করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, তিনি যেন যজমানের প্রার্থনা পূরণ করেন,—ঋকে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। সোমরস বলিতে মাদক-দ্রব্য-বিশেষ অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। সে হিসাবে যেন কোনও মদ্যপ ব্যক্তিকে মাদক-দ্রব্য পান করিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার দ্বারা আপন ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। অহিন্দু বেদ-ব্যাখ্যাকারিগণ প্রায় এইরূপেই এ ঋকের অর্থ নিষ্কাষণ করিয়া গিয়াছেন। সে ব্যাখ্যানুসারে দেবতাকে ও যজমানকে উভয়কেই মাদক-দ্রব্য-ব্যবহারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করা হইয়াছে।

* "সোমা' (প্রথম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, প্রথম ঋক), সুতসোমা (১।২।২), সোমপীতয়ে (১।২।৩), সোমস্থ সোমপা (১।৪।২), সোমাসো (১।৫।৫), সোমাস, সোমং (১।১৬।৬-৭), সোতবে (১।২৮।১) প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে, সোম সম্বন্ধে বহু গবেষণা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই গবেষণার ফলে, জটিলতা বড়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সোম বলিতে এখন 'অশ্বডিম্ববৎ' এক কল্পিত পদার্থের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হয়। সে পদার্থ মাদক-গুণবিশিষ্ট ছিল,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। যেখানে যে ভাবে সোম শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, আমরা সেই সেই স্থলে তাহার আলোচনা করিব। তবে সোম লইয়া পাশ্চাত্য-শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মধ্যে সদাই বিতর্ক চলে বলিয়া তাঁহাদের মত সংক্ষেপে নিম্নে সঙ্কলিত হইতেছে।

প্রাচীন আর্য্যগণের দেবোপাসনার বিবিধ উপকরণ-সামগ্রীর মধ্যে সোমরসের পুনঃ-পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম মণ্ডলে বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি বায়ু-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে সোমগুণ-বর্ণনাকারী বায়ো। আপনি সোমরস পান করিবেন বলিয়া অনেক যজমানকে বলিয়া থাকেন।' (২য় সূক্ত, ২য় ঋক্)। তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় হইতে অষ্টম ঋক্, অভিষবযুক্ত সোম দ্বারা ইন্দ্রদেবের উপাসনায় বিনিযুক্ত। এস্থলেও মধুচ্ছন্দা ঋষি হোতৃরূপে অধিষ্ঠিত। সোমরস ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু বলিয়া চতুর্থ সূক্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রচার এই যে,—সোমলতা পাহাড়ে জন্মিত। ঋত্বিকেরা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া

কিন্তু ঋকের মুখ্য অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাত্মক। ঋকে বলা হইতেছে,—'হে দৃষ্টির অগোচর মনোরাজ্যের অধীশ্বর অদর্শন বায়ু! তুমি প্রিয়দর্শন হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হও। মূলে ঐ যে এক 'দর্শতঃ' শব্দ আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় না কি, তিনি তোমার আমার এ চর্ম্মচক্ষের দর্শনীয় নহেন! অদর্শন তিনি, যেন প্রিয়দর্শন হইয়া আসেন! দৃষ্টির অগোচর তিনি, তিনি যেন আমার দৃষ্টির গোচরীভূত হন। নচেৎ, যদি তাঁহাকে সাধারণ বায়ু বলিয়াই মনে করি, তাহা হইলে মনে নানা সংশয় উপস্থিত হয় না কি? বায়ুর আবার দৃশ্যমান রূপ কি? বায়ু প্রিয়দর্শন; তাহাই বা কি প্রকার! বায়ু আবার সোমরস—মাদকদ্রব্য পান করিবেন,

---

সোমলতা আহরণ করিতেন। পাষাণে উহার কণ্ডনকার্য্য সম্পন্ন হইলে উহা হইতে রস নির্গত হইত। তৎপরে একটী পাত্রে রস ছাঁকিয়া ঋষিগণ পবিত্র যজ্ঞ-পাত্রে রাখিতেন এবং যথাকালে যথারীতি দেবতাগণকে অর্পণ করিতেন। প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন এবং তৃতীয় সবন—এই যজ্ঞত্রয়ে সোমরস বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইত। সোমরস আর্য্য-ঋষিগণের অত্যন্ত প্রীতির বস্তু ছিল। তাঁহাদের সোমরস প্রস্তুত করণের বৈদিক নাম—'সোমাভিষব' বা 'সোমকণ্ডন'। উদূখল ও মূষলে সোমলতা কণ্ডন করা হইত। তাই, অনেকে মনে করেন, আর্য্যগণের প্রিয় বস্তু সোম-কণ্ডন হইত বলিয়াই উদূখল ও মূষল দেবতার ন্যায় পূজার সামগ্রী হইয়াছে।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ভাষায় সোমলতা 'এসিডো এস্‌লেপিয়স' (Acedo Asclepias) নামে অভিহিত। উহা একপ্রকার ভেষজ বৃক্ষ-বিশেষ। ঔষধরূপেই কেবলমাত্র উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেহ কেহ আবার উহাকে 'সেমিটিয়া জিনিয়া' (Semitia Genia) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সোমলতা বলিতে ভেষজগুণসম্পন্ন কোনও বৃক্ষ-বিশেষকে বুঝাইত, কি তদ্রূপ গুণবিশিষ্ট কোনও এক-শ্রেণীর বৃক্ষ-সমষ্টি-নির্দ্দিষ্ট হইত, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। সোমলতা বলিতে যদি বৃক্ষ-বিশেষকে বুঝায়, তাহা হইলে বোধ হয় সোমলতা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই; অথবা, তৎসদৃশ কোনও লতা বা বৃক্ষ অধুনা দৃষ্ট হয় না।

তবে ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, মধ্য-এসিয়ায় আর্য্যগণের আদিবাসের যুক্তি সমর্থন করিতে গিয়া, বেদের কয়েকটী সূক্তের অর্থান্তরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'সোমলতা হিমালয়ের উত্তরে মধ্য-এসিয়ার পর্ব্বত-সমূহে উৎপন্ন হইত। অসভ্য বর্ব্বরগণ উহা ভারতে আনয়ন করিয়াছিল।' * তিনি আরও বলিয়াছেন,—'মধ্য-এসিয়ায় সোমলতা উৎপন্ন হইত। সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষাভাষী যে সকল ব্যক্তি পরবর্ত্তিকালে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্য-এসিয়ায়ই বাস করিতেন।'

---

* Max Muller in the *Academy*.

ইহাই বা কিরূপ ? অতএব বুঝিতে হইবে,—এ ঋকে সাধারণ বায়ু বা বায়ু-নামধেয় কাহাকেও আহ্বান করা হয় নাই; পরন্তু বায়ু যাঁর এক ভাবের বিকাশ মাত্র,—শুধু বায়ু কেন, ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূত যাঁহার অভিব্যক্তি মাত্র,—ঐ ঋকে তাঁহাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। 'সোমাঃ অরংকৃতা' (সোম অলঙ্কৃতা) শব্দদ্বয়ে সোমলতার রস—মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া আছে না বুঝিয়া, যদি বুঝি—চন্দ্রের সুধা ক্ষরিত হইতেছে, আর তাহাতে প্রকৃতি অলঙ্কৃতা হইয়া আছেন; তাহাতে কদাচ অর্থব্যত্যয় ঘটে না। 'তেষাং পাহি' অর্থে 'তুমি সেই সুধা পান কর',—এ অর্থও আসিতে পারে না কি ? তোমার জন্য সোমলতার রস রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন আছে ? মাদক-দ্রব্য—সে তো সুধা নয়; সে তো গরল! গরল দিয়া কি কখনও দেবতার পূজা হয় ? অতএব, বুঝা

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত সোমলতাকে মাদকগুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সোমরস সুরা-বিশেষ। তাঁহারা বলেন,—'নেশা করিবার উদ্দেশ্যে আর্য্য ঋষিগণ সোমরস পান করিতেন। বেদে এবং পারসীকগণের 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থে সোমলতা সম্বন্ধে যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অমূলক ও ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। জেন্দ আভেস্তার অনুবাদক ডারমেষ্টের সোমলতা (হোম) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'সোমলতা বৃক্ষবল্লরীর প্রাণ-স্থানীয়।' জেন্দ আভেস্তায় উহা সর্ব্বরোগনাশক বলিয়া অভিহিত। উক্ত গ্রন্থের মতে,—'সোমলতা অমরত্ব-বিধায়ক। মৃতদেহে জীবন-সঞ্চারে সোমলতার (হোমের) অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াই জোরওয়াষ্ট্রিয়ানগণ পুনর্জ্জন্মে আস্থাবান হইয়াছেন।' ডক্টর স্পিগেল এবং ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাই স্থির করিয়াছেন,—'বেদে যাহা সোম বলিয়া উল্লিখিত এবং জেন্দ আভেস্তায় যাহা হোম নামে পরিচিত, বাইবেলে তাহাই 'ট্রি-অব-লাইফ' বা জীবন-সঞ্চারক বৃক্ষ বলিয়া অভিহিত।' * ম্যাডাম ব্লাভাস্কিও মুক্তকণ্ঠে ঐ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও বলেন,—'বেদের সোম এবং বাইবেলের 'ট্রি-অব-নলেজ, উভয়ই এক।' †

---

† "* * * Hoama tree might remind us of the tree of life, considering that Hoama, as well as the Indian Som, was supposed to give immortality to those who drank its juice."—*Chips from German Workshop*, Vol. 1. by Max Muller.

‡ "Plainly speaking Som is the fruit of the Tree of Knowledge forbidden by the Jealous Elohim to Adam and Eve or *Yahir* lest man should become as one of us"—M. Blavatsky, *Secret Doctrine*, Vol. II.

যায়, এখানে এ ঋকে বলা হইতেছে,—'হে প্রিয়দর্শন বায়ুদেব! তোমার জন্য স্বর্গের সুধা সজ্জিত আছে। ক্ষুদ্র আমরা, আমরা তোমায় কি দিয়া পূজা করিব? তুমি সেই সুধা পান কর। আমাদের দেয় সামগ্রী—পূজার উপচার কিছুই নাই। তুমি কেবল কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর।

ভক্ত এ ঋকে এক ভাবে বিভোর হইবেন; কবি এ ঋকে ভাব-রাজ্যের আর এক অভিনব সামগ্রী প্রত্যক্ষ করিবেন। পূর্ণিমার প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে প্রকৃতির প্রফুল্ল আননে হাসিরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সুস্নিগ্ধ মলয়মারুত মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে; চন্দ্রের সুধাধারা দিকে দিকে ঝর ঝর ঝরিতেছে; ফুলে ফলে প্রমত্ত মধুপের ঝঙ্কার উঠিয়াছে; পিককণ্ঠে

পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী কোনও কোনও পণ্ডিত সোমলতাকে আধুনিক পুতিকা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুতিকার সাধারণ নাম—পুঁই শাক। পণ্ডিতগণ বলেন,—পুঁই শাকের যেরূপ তন্তু (আঁশ) থাকে, সোমলতারও তাহাই ছিল। উহা সোমতন্তু নামে অভিহিত হইত। এতদুক্তির সমর্থন-ব্যপদেশে এতদ্দেশীয় কোনও পণ্ডিত একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে তিনি একদা কলিকাতার সন্নিহিত বেলগেছিয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় বনিয়ালালবাজি নামক কোনও এক পার্ব্বত্য সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রসঙ্গক্রমে সোম-লতার বিষয় উত্থাপিত হইলে, সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে এক প্রকার লতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—'উহা পুঁই শাক না হইলেও, পুঁই শাকের সহিত উহার বিশেষ সাদৃশ লক্ষিত হইয়াছিল। উহার স্বাদ ঈষৎ অম্লমধুর।' পণ্ডিতপ্রবর ঐ লতার একটী, বিলাতের হুটিনবিড কোম্পানীর নিকট পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন,—উহা বৈদিক-কালের সোমলতা। মার্টিন হোগ তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুক্রমণিকাতে লিখিয়াছেন, তিনি বোম্বাই নগরের জনৈক বৈদিক পুরোহিতের প্রস্তুত সোমরস পান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সোমরস তিক্ত ও ঝাল। এতদ্ব্যতীত, পণ্ডিত গণের আর এক যুক্তি,—ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে এবং মীমাংসা-শাস্ত্রে সোমলতার অভাবে পুতিকা (পুঁই শাক) বিধান আছে; যথা,—"সোমাভাবে পুতিকামভিষুনয়াৎ।"

অনেকের বিশ্বাস—সোমলতা এক্ষণে আর পৃথিবীতে জন্মে না। সংসারে কলির প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে উহা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সামবেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় এতদুক্তির সমর্থন দৃষ্ট হয়। "ভারতীয় গ্রন্থাবলীর" উপক্রমণিকায় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে,—অনুমানে নির্ভর করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সোমলতা সম্বন্ধে নানা ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কুহরণ-গীতি গীত হইতেছে; বায়ুদেবতা প্রিয়-প্রদর্শন সৌম্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যিনি সকল সৌন্দর্য্যের আধার, এই কি তাঁহার আবির্ভাব সূচনা করিতেছে না! এমন সুখের দিনে—এমন আনন্দের হিল্লোলের মাঝে, যদি তিনি না আসিবেন তবে আর কবে আসিবেন! এমন দিনে যদি তাঁহাকে না ডাকিব, তবে আর কবে ডাকিব!

ভক্ত সাধক তাই কাতর-কণ্ঠে ডাকিতেছেন,—'এস দেব! স্নিগ্ধ বায়ু-রূপে এস! তোমার বিরহে আমার প্রাণ-বায়ু যে বিগতপ্রায়! তোমার স্নিগ্ধ হিল্লোলে, সুধাধারে, এস, তারে সঞ্জীবিত কর।

——‡*‡——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

বায় উক্থেভির্জরংতে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ।

সুতসোমা অহর্বিদঃ ॥ ২ ॥

* * *

কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন,—শর্করা এবং যবচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া আর্য্য-ঋষিগণ সোমরস দ্বারা একপ্রকার সুপেয় মাদকশক্তিবিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা আরও বলেন,—হিমালয়ের উত্তরে সোমলতা জন্মিত; আর্য্য ঋষিগণ উহা ভারতে আনয়ন করিতেন। পারসীকগণ যাহাকে 'হোম' কহেন, সে সোমলতা তাঁহারা ভারত হইতে ঘিলেট, মাজেন্দারান এবং যেজদ প্রভৃতি স্থানে এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ-সমূহে আনয়ন করিতেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মার্টিন হৌগ বলেন,—তিনি বোম্বাই-নগরস্থ কোনও বৈদিক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সোমরস পান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সে রস তিক্ত ও ঝাল বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

পদ-বিশ্লেষণং।

বায়ো। ইতি। উক্‌থেভিঃ। জরংতে। ত্বাং। অচ্ছ। জরিতারঃ।

সুতংসোমাঃ। অহঃ। বিদঃ ॥ ২ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যখ্যা।

বায়ো (হে বায়ো!) সুত (সুসংস্কৃতাঃ অভিযুতা বা) সোমাঃ (সোমরসাঃ, সুধা বা) অহর্বিদঃ (যজ্ঞকালাভিজ্ঞাঃ) জরিতারঃ (স্তুতিকারকাঃ স্তোতারঃ) ত্বাং (ভবন্তং) অচ্ছা (লক্ষীকৃত্য; অভিলক্ষ্য বা) উক্‌থেভিঃ (বৈদিকমন্ত্রৈঃ শস্ত্রমন্ত্রৈর্বা) জরন্তে (স্তুবন্তি, স্তুতিং কুর্ব্বন্তি)।২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! সুসংস্কৃত সোমসহ যজ্ঞকালাভিজ্ঞ স্তোতৃগণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনার উদ্দেশ্যে স্তব করিতেছেন। ২ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বায়ো জরিতারঃ স্তোতারঃ ঋত্বিগ্‌যজমানাস্ত্বামচ্ছ ত্বামভিলক্ষ্যোক্‌থেভিরাজ্যপ্রউগাদি-শস্ত্রৈর্জরংতে স্তুবন্তি। কীদৃশাঃ। সুতসোমাঃ। অভিষুতেন সোমেনোপেতাঃ অহর্বিদঃ অহঃশব্দ একেনাহ্না নিষ্পাদ্যেঽগ্নিষ্টোমাদিক্রতৌ বৈদিকব্যবহারেণ প্রসিদ্ধঃ ক্রত্বভিজ্ঞা ইত্যর্থঃ। অর্চ্চতিগায়তীত্যাদিষু চতুশ্চত্বারিংশৎস্বর্চ্চতিকর্ম্মসু ধাতুষু জরতে হ্বয়তীতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ো! স্তাবক, ঋত্বিক্ যজমান সকল, তোমার উদ্দেশ করিয়া, উক্‌থমন্ত্র-সমূহ দ্বারা (অর্থাৎ আজ্য প্রউগাদি শস্ত্র-মন্ত্র দ্বারা) স্তব করিতেছেন। সে সকল স্তবকারী কিরূপ?—না, সুতসোম (অর্থাৎ অভিষুত সোমযুক্ত) এবং অহর্ব্বিৎ। অহঃ শব্দটী একদিননিষ্পাদ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে বৈদিক ব্যবহার দ্বারা প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে যজ্ঞ-কর্ম্মে অভিজ্ঞ এই অর্থে ঋত্বিগাদিকেই জানিতে হইবে। অথবা যাঁহারা যজ্ঞের কালাকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই অহর্ব্বিৎ। "অর্চ্চতি গায়তি" ইত্যাদি চুয়াল্লিশ প্রকার অর্চ্চনার্থ ধাতুর মধ্যে "জরতে হ্বয়তি" এই ধাতুদ্বয় পঠিত হইয়াছে। স্তুতির অর্চ্চনা-বিশেষ অর্থ হওয়া উচিত

পঠিতং। স্তুতেরপ্যর্চ্চনাবিশেষত্বাদৌচিত্যেনাত্র স্তুত্যর্থো জরতিধাতুঃ॥ অচ্ছশব্দস্য সংহিতায়াং নিপাতস্য চ। পা° ৬।৩।১৩৬। ইতি দীর্ঘঃ। সুতসোমা ইত্যত্র বহুব্রীহিত্বাৎ-পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। পা° ৬।২।১। অহর্বিদ ইত্যত্র সমাসস্বরং পা° ৬।১।২২৩। বাধিত্বা তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা। পা° ৬।২।২। দ্বিতীয়া পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে তদপবাদত্বেন গতিকারকোপপদাৎকৃৎ। পা° ৬।২।১৩৯। ইতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরঃ॥

* *

দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থ।

—‡ ০ ‡—

সাধারণ দৃষ্টিতে এই ঋকের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, অধুনাতন পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ যে অর্থ নিষ্কাষণ করেন, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। কোন্ সময়ে যজ্ঞকর্ম্ম বিধেয়, তদ্বিষয়ে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারা বায়ুদেবতার পূজার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁহাদের পূজার উপচার—সোমরস· প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বায়ুদেবকে তাঁহারা বুঝাইতেছেন,—সময়োচিত সোমরস প্রস্তুত; আপনি আসিয়া উহা গ্রহণ করুন। প্রথম ঋকে যে শ্রেণীর উপাসক যে শ্রেণীর দেবতাকে সম্বোধন করেন, এ ঋকেও সেই শ্রেণীর যজমান সেই শ্রেণীর দেবতারই উপাসনা করিতেছেন। ইহাই সাধারণ বা লৌকিক অর্থ।

কিন্তু এ ঋকের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। ঋকে বলা হইতেছে,—হে বায়ুদেব! যাঁহারা 'অহর্বিদ' এবং 'সুতসোম' তাঁহারাই 'উকৃথ' মন্ত্র দ্বারা আপনার স্তব করেন। আর তাঁহাদের নিকটই আপনার সোম-

---

বলিয়াই, এস্থলে জরতি (জৃ) ধাতুও স্তুত্যর্থ হইয়াছে। 'অচ্ছ' শব্দের "নিপাতস্যচ" (পা° ৬।৩।১৩৬)—এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। "সুতসোমাঃ"—এই পদ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া পূর্ব্ব পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অহর্বিদ" এই পদে সমাস-স্বরকে বাধিয়া (পা° ৬।১।২২৩) "তৎপুরুষে তুল্যার্থ" (পা° ৬।২।২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পূর্ব্ব পদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্তিতেও "গতিকারকোপপদাৎকৃৎ" (পা° ৬।২।১৩৯) এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ২॥

* * *

পানেচ্ছা-মূলক বাক্য (পরবর্ত্তী ঋকের অর্থানুসারে) উপস্থিত হয়। অর্থাৎ,—যে-কোনও জন উক্থ-মন্ত্রে আপনার স্তব করিতে সমর্থ নহে, অপিচ, যাহার-তাহার কর্ণে আপনার যে বাক্য, তাহা পৌঁছে না। উক্থ মন্ত্রে কে তোমার স্তব করিতে পারে? স্তব করিতে পারে—যে অহর্বিদ, আর যে সুতসোম। 'অহর্বিদ' শব্দে বুঝি,—কালাকাল বিষয়ে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। তাহা হইতেই অর্থ হয়—যিনি যজ্ঞকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ। অর্থাৎ, যিনি যজ্ঞকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই তোমাকে উক্থ মন্ত্রে স্তব করিতে পারেন। কালের স্বরূপ যিনি অবগত আছেন, তাঁহার কি কিছু অবিদিত থাকে? তিনি তোমাকে ডাকিতে সমর্থ হইবেন না তো কে তোমাকে ডাকিতে সমর্থ হইবে! কাল তো তোমারই রূপ! কালরূপে তো তুমিই বিরাজমান্। সুতরাং কাল-তত্ত্ব যে বুঝিয়াছে, সে তো তোমাকে বুঝিয়াছে! সে তো তোমায় চিনিয়াছে! তাহার পূজা তো তোমার উদ্দেশে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে! তোমার বাক্য কেন না তাহার শ্রুতি-গোচর হইবে? সেই যে অহর্বিদ, তিনি আবার সুতসোম। 'সুতসোম' শব্দে 'সুসংস্কৃত সোমরস' অর্থ নিষ্পন্ন না করিয়া অন্য অর্থও নিষ্কাষণ করা যায় না কি? সুত—সম্বন্ধ, সোম—অমৃত। যিনি অমৃতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তিনিই 'সুতসোম'। যিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা বলি—তিনিই 'সুতসোম।' সেই অমৃতের রসাস্বাদনকারী ভগবদ্ভাব-বিভোর সাধক ভিন্ন কাহার মন্ত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে? আর সেই অমৃতপায়ী অমর কালতত্ত্বজ্ঞ ভিন্ন কে তাঁহার বাণী শুনিতে পাইবে? তাই বলি, ঋকে মাদক-দ্রব্যরূপ সোমরস প্রস্তুতের কথা বলা হয় নাই। সোমরস পান করিবার জন্য বায়ুদেব যে যজমানের গৃহে আসিতেছেন, সে কথাও তিনি বলিয়া পাঠান নাই। এ আধ্যাত্মিক যজ্ঞের বিষয়, এ আধ্যাত্মিক সুধা পানের বিষয় অজ্ঞ জন বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই ঋষিগণ তাহাদিগকে অন্য পথ দিয়া সত্যের আলোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন মাত্র।

তৃতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । দ্বিতীয়ং সূক্তং । তৃতীয়া ঋক্ ।)

বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে ।

উরূচী সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

বায়ো ইতি । তব । প্রপৃঞ্চতী । ধেনা । জিগাতি । দাশুষে ।

উরূচী । সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা ।

বায়ো (হে বায়ুদেব !) প্রপৃঞ্চতী (প্রকর্ষেণ সোমগুণং কথয়ন্তী, সোমগুণান্ বর্ণয়ন্তী বা) উরূচী (সোমযাজিনে বহুশঃ প্রশংসন্তী সতী বিস্তৃতা বহুভ্যো যজমানেভ্যঃ প্রবৃত্তা) তব (ভবতঃ) ধেনা (বাক্যং) সোমপীতয়ে (সোমপানার্থং) দাশুষে (সোমদানাদি-কারিণে যজমানায়) জিগাতি (গচ্ছতি) । ৩ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব, সোমসম্বন্ধযুক্ত বহুজন-প্রশংসিত আপনার বাক্য, আপনার সোমপানেচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য যজমানের নিকট গমন করে। ৩ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বায়ো তব ধেনা বাক্ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং দাশুষে দাশ্বাংসং দত্তবন্তং যজমানং জিগাতি গচ্ছতি। হে যজমান ত্বয়া দত্তং সোমং পাস্যামীত্যেবং বায়ুর্ব্রূত ইত্যর্থঃ। কীদৃশী ধেনা। প্রপৃঞ্চতী। প্রকর্ষেণ সোমসম্পর্কং কুর্বংতী সোমগুণং বর্ণয়ংতী ইত্যর্থঃ। উরূচী। উরূন্ বহূন্ যজমানান্ গচ্ছংতী। যে যে সোমযাজিনস্তান্ সর্ব্বান্ বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ প্রপৃঞ্চতীত্যত্র শতুরনুমঃ। পা০ ৬।১।১৭। ইতি ঙীবুদাত্তঃ। শ্লোকোধারেত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসু বাঙ্নামসু গণো ধেনাগ্নেতি পঠিতং। বর্ত্ততেঽয়ত ইত্যাদিষু দ্বাবিংশাধিকশতসংখ্যেষু গতিকর্ম্মসু গাতি জিগাতীতি পঠিতং। দাশুষ ইত্যত্র গত্যর্থকর্ম্মণি। পা০ ২।৩।১২। ইতি চতুর্থী। উরূচীত্যত্র গৌরাদিত্বেন। পা০ ৪।১।৪১। ঙীষি কৃতে প্রত্যয়স্বরঃ। সোমপীতয় ইত্যত্র বহুব্রীহিত্বাভাবেঽপি ব্যত্যয়েন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ ॥ ৩ ॥

ঐন্দ্রবায়বতৃচে প্রথমামৃচমাহ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ো! তোমার বাক্য, সোমপান নিমিত্ত দানকারী যজমানকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ,—'হে যজমান! তোমা কর্ত্তৃক দত্ত সোমরস আমি পান করিব',—এই কথা বায়ু বলিয়া থাকেন। তোমার সেই বাক্য কিরূপ? প্রকৃষ্টরূপে সোমসম্পর্ক বর্ণনকারী; অর্থাৎ,—সোমরসের গুণকে বর্ণনা করে; বহু যজমানের নিকট গমন করে, অর্থাৎ, যাঁহারা সোমযজ্ঞকারী, সেই সকল যজমানদিগকে বর্ণনা করে। "প্রপৃঞ্চতী" এই পদে "শতুরনুমঃ" (পা০ ৬।১।১৭৩) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঙীপ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। শ্লোকঃ ধার ইত্যাদি সাতান্নটী বাঙ্নামের মধ্যে "গণোধেনাগ্না" ইত্যাদি শব্দ (যাস্কের নিরুক্তগ্রন্থে) পঠিত হইয়াছে। অতএব ধেনা শব্দের অর্থ—বাক্য। "বর্ত্ততে অয়তে" ইত্যাদি এক শত বাইশটি গত্যর্থ ধাতুর মধ্যে "গাতি", "জিগাতি" এই ক্রিয়াপদদ্বয় পঠিত আছে। সুতরাং "জিগাতি" এই ক্রিয়াপদের অর্থ গমন। "দাশুষে" এই পদটীতে "গত্যর্থকর্ম্মণি" (পা০ ২।৩।১২।) এই সূত্রানুসারে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। "উরূচী" এই পদটী (পা০ ৪।১।৪১) গৌরাদিত্ব হেতু ঙীষ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "সোমপীতয়ে" এই পদটীতে বহুব্রীহি সমাসের অভাব হইলেও ব্যত্যয়ের দ্বারা পূর্ব্ব পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ঐন্দ্রবায়বতৃচে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

তৃতীয় ঋকের বিশদার্থ

সাধারণভাবে বুঝিতে গেলে মনে হয়,—বায়ু যেন একজন সোমরস-পানে অভ্যস্ত মানুষ; তিনি যেন সোমরসের বহু গুণ-বর্ণন করিয়া থাকেন; এবং তাঁহার বাক্য যেন সোমরস-দানকারী যজমানের প্রশংসার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়; আর তিনি যেন সোমরস পানের আকাঙ্ক্ষা সকলকে জ্ঞাপন করেন।

তন্ত্রমতের পঞ্চ-ম-কার-উপাসনার বিকৃতিতে যে ব্যভিচার-স্রোত দেশ-মধ্যে প্রবাহিত হয়, ঋকের পূর্ব্বরূপ ব্যাখ্যায়, কদর্থকারিগণ অনেকাংশে সেই ভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা তন্ত্রের পঞ্চ-মকার সাধনার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, বায়ু-দেবতার উদ্দেশে সোমরস-দান কি গভীর অর্থ-মূলক। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা প্রথমে তন্ত্রের পঞ্চ-মকার-তত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। তাহাতেই বায়ু-দেবতার সোমরস-পানের তাৎপর্য্য বোধগম্য হইবে।

তন্ত্রের পঞ্চ-মকার সম্বন্ধে এক-শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারী ব্যাখ্যা করেন যে, মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন—এই পঞ্চবিধ সামগ্রীই তন্ত্রের পঞ্চ-মকার—"মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রাং মৈথুনমেবচ।" কিন্তু প্রকৃত কি তাই? তন্ত্র তাহা বলেন না। কুলার্ণব-তন্ত্রে ঐরূপ পঞ্চ-মকার-ব্যাখ্যাকারীর প্রতি কি বিদ্রূপ-বাণই বর্ষণ করা হইয়াছে! কুলার্ণব-তন্ত্র বিদ্রূপের স্বরে কহিতেছেন,—

"মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥"

'মদ্যপান করিলেই মানুষ যদি সিদ্ধিলাভ করিত, তাহা হইলে মদ্যপানরত পাষণ্ডগণ সকলেই তো সিদ্ধিলাভ করিয়াছে! মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি সদ্গতি লাভ হইত, তাহা হইলে মাংসাশী ব্যক্তিমাত্রেই তো পুণ্যভাগী হইতে পারিত। স্ত্রীসম্ভোগেই যদি মোক্ষলাভ হইত, তাহা হইলে জগতের সকল জীব-জন্তুই তো স্ত্রী-সম্ভোগ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারিত!' সত্যই তাই। তন্ত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ ভ্রান্ত-পথে প্রধাবিত হয়। নচেৎ, তন্ত্রের মধ্যে যে গভীর যোগতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলেই ইষ্টলাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। * যে পঞ্চ-মকারের দোহাই দিয়া তান্ত্রিকগণ যথেচ্ছাচারী ব্যভিচার-পরায়ণ হয়, সেই পঞ্চ-মকারের প্রকৃত অর্থ সাধকগণ কিরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—নিম্নে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। পঞ্চ-মকারের প্রথম তত্ত্ব—মদ্যপান। কিন্তু সে মদ্যপান অর্থ—সাধারণ মদ্যপান নহে। সে মদ্য—ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রকমলদলবিনির্গত সুধাধারা-পানে সাধকের যে মত্ততা, সে মদ্যপানে সেই মত্ততাই বুঝাইয়া থাকে। 'আগমসারে' লিখিত আছে,—

"সোমধারা ক্ষরেদ্‌যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্‌ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥"

পঞ্চ-মকারের দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংসভোজনও সাধারণ মাংসভোজন নহে। তাহার গূঢ় অর্থ,—মা=রসনা+অংশ; অর্থাৎ রসনার অংশ—বাক্য; মাংসভক্ষণ—বাক্যরোধ বা মৌনাবলম্বন। তন্ত্র-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"মা শব্দাদ্রসনাজ্ঞেয়া তদংশান্‌ রসনা প্রিয়ে।
সদা চ ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥"

সে হিসাবে, রসনাভক্ষণ বা জিহ্বা-সঙ্কোচনাদি দ্বারা সাধকের যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হয়,—মাংসভক্ষণ অর্থে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। পঞ্চ-মকারের তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য। সাধকের মৎস্য-ভক্ষণ অর্থ—কুম্ভকযোগ—নিশ্বাস-প্রশ্বাস-রোধ। পঞ্চ-মকারের চতুর্থ তত্ত্ব—মুদ্রা। মুদ্রা ভক্ষণ অর্থ—আশা, তৃষ্ণা, গ্লানি, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা, ক্রোধ

* জ্ঞান-সঙ্কলিনী, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রে পঞ্চ-মকারের ব্যাখ্যা পরিকীর্ত্তিত আছে।

এই অষ্টমুদ্রাকে আয়ত্ত করা ;—ব্রহ্ম-জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তৎসমুদায়কে সুসিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করা। তন্ত্র-শাস্ত্রে এইরূপে সেই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে ; যথা,—

ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরসুকৃতি নঃ জপাচ্যমানঃ সমন্তাৎ ॥"

পঞ্চ-মকারের পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুন। এই মৈথুন অর্থ—রমণী-সেবা নহে, ব্যভিচার নহে, উচ্ছৃঙ্খলা নহে, সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মিলন নহে। ইহার গূঢ় অর্থ—জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণ ;—ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারের বিন্দুর সহিত কুণ্ডলিনী-শক্তির মিলন। সেই মিলনের বিষয়, তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপভাবে ব্যক্ত আছে ;—

"সহস্রারোপরিবিন্দৌ কুণ্ডলাৎ মিলনাৎ শিবে।
মৈথুনং পরমং দিব্যং যতিনং পরিকীর্ত্তিতং ॥"

ইহার অধিক প্রগাঢ় যোগাভ্যাস—ইহার অধিক প্রকৃষ্টতর চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ, আর কি হইতে পারে? সাত্ত্বিকভাবে পঞ্চমকার সাধনা করিতে পারিলে সাধক ব্রহ্মে লীন হইতে সমর্থ হন। তন্ত্র-শাস্ত্রের আর এক গূঢ় লক্ষ্য—পরীক্ষার তুষানল। সংসারের মধ্যে সহস্র প্রলোভনে পরিবৃত হইয়া কিরূপে নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দেওয়াও তন্ত্রশাস্ত্রের এক মহান্ উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয়, যে তন্ত্র-শাস্ত্র—কঠোর যোগ-শাস্ত্র, যে তন্ত্র-সাধনা—কঠোর যোগ-সাধনা, কদর্থকারিগণ সেই তন্ত্রকেই কিনা মদ্যাদি পানের প্রশ্রয়দাতা ও প্রবর্ত্তনামূলক বলিয়া প্রচার করে।

সোম সম্বন্ধেও ঐরূপ বিকৃত অর্থ ঘটিয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে সোমধারা ক্ষরিত হয়। এ সোম শব্দে সেই সোমধারাকেই বুঝাইতেছে। যখন সাধকের মন-মধুকর শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে মধুপানে মত্ত হইয়া পড়ে, সেই সময়ের সেই তন্ময় অবস্থাকেই 'সুতসোম' অবস্থা বলিয়া মনে করি। সোম আর সুসংস্কৃত হয় কখন? তোমার আমার সম্বন্ধ যখন অবিচ্ছিন্ন হয় ;—উপাস্য উপাসক যখন এক হইয়া যায়। বায়ুদেবতার উদ্দেশে সোমরস প্রদান সার্থক হয় তখনই—যখন সামীপ্য আসে, যখন সারূপ্য লাভ হয়, যখন সাযুজ্য ঘটে। ভাব সেই

এক, কথা সেই একই; বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন শব্দে, ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার তুলিয়া, হৃদয়ে সে ভাব বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন সূক্তের বিভিন্ন ঋকে বিভিন্ন ভাবের অবতারণা।

—— * ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।

ইংদ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরাগতং।

ইংদবো বামুশংতি হি ॥ ৪ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইংদ্রবায়ূ। ইতি। ইমে। সুতাঃ। উপ। প্রয়ঃভিঃ। আ। গতং।

ইংদবঃ। বাং। উশংতি। হি ॥ ৪ ॥

* . *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা

ইন্দ্রবায়ূ (হে ইন্দ্রবায়ুদেবৌ!) ইমে (এতে) সোমাঃ (সোমরসাঃ) সুতাঃ

(সুসংস্কৃতাঃ) বিদ্যন্তে সন্তি ইতিশেষঃ। প্রয়োভিঃ (অন্নৈঃসহ) উপ (অস্মাকং সমীপে) আগতং (আগচ্ছতং) যুবামিতি শেষঃ। হি (যস্মাৎ) ইন্দবঃ (সোমাঃ) বাং (যুবাং) উশন্তি (কামনাং কুর্ব্বন্তি কাময়ন্তি বা)। ৪ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা উভয়ে অন্নাদি সহ আমাদিগের নিকট আগমন করুন। সোম সুসংস্কৃত; আপনাদিগকে কামনা করিতেছে।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এতস্যা ঋচ ঐন্দ্রবায়বগ্রহে দ্বিতীয়াপুরোঽনুবাক্যারূপেন বিশেষবিনিয়োগঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ। হে ইন্দ্রবায়ূ ভবদর্থমিমে সোমাঃ সুতাঃ। অভিষুতাঃ। তস্মাদ্যুবাং প্রয়োভিরন্নৈরস্মভ্যং দাতব্যৈঃ সহোপাগতং। অস্মৎসমীপং প্রত্যাগচ্ছতং। হি যস্মাদিন্দবঃ সোমা বাং যুবামুশন্তি। কাময়ন্তে। তস্মাদাগমনমুচিতং ॥ ইন্দ্রবায়ূশব্দস্যামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। প্রীণয়ন্তি ভোক্তৄনিতি প্রয়াংস্যন্নানি। প্রীঞ্ধাতোরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ। পা০ ৩।১।২৬। অসুন্প্রত্যয়ে নতি নিৎস্বরঃ। গমিধাতোর্লোণ্মধ্যমপুরুষদ্বিবচনে বহুলং ছন্দসি। পা০ ২।৪।৭৩। ইতি শপো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঐন্দ্রবায়বগ্রহে দ্বিতীয় পুরোনুবাক্যারূপে এই ঋকের বিশেষ বিনিয়োগ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হে ইন্দ্র! হে বায়ো! আপনাদের নিমিত্তই এই সোমসমূহ অভিষুত হইয়াছে। সেই হেতু আপনারা উভয়ে আমাদিগকে যে অন্নদান করিবেন, সেই অন্ন-সকলের সহিত আমাদের নিকট আগমন করুন। যেহেতু সোম সকল আপনাদের উভয়কেই কামনা করিতেছে। সেই হেতু আপনাদের আগমন করা উচিত ॥ "ইন্দ্রবায়ূ" পদটী আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। "প্রীণয়ন্তি ভোক্তৄন্" অর্থাৎ ভোক্তৃদিগকে প্রীত করে যাহারা, এই অর্থে অন্তর্ভূতণ্যর্থ প্রীঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, প্রয়স্ শব্দের অর্থ অন্ন-সমুদয়। অন্তর্ভূতণ্যর্থ ঐ প্রীঞ্ ধাতুর উত্তর (পা০ ৩।১।২৬।৩৫) অসুন্ প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া উহার নিৎস্বর হইল। গম্ ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের দ্বিবচন "তম্" প্রত্যয় করিয়া "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ২।৪।৭৩।ই) এই সূত্র দ্বারা শপ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়া "অনুদাত্তোপদেশ" (পা০ ৬।৪।৩৭)

লুকি সত্যনুদাত্তোপদেশ। পা০ ৬।৪।৩৭। ইত্যাদিনা মকারলোপঃ। ততো গতমিতি ভবতি। উংদী ক্লেদন ইতি ধাতোরুন্দেরিচ্চাদঃ। উ০ ১।১২। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। আদ্যাক্ষরস্যেকারাদেশঃ। তত ইন্দুশব্দস্য নিৎস্বরঃ। সোমরসস্য দ্রবত্বাৎ ক্লেদনং সংভবতি। যুষ্মচ্ছব্দাদেশস্য বামিত্যেতস্যানুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদাবিত্যনুদাত্তঃ। উশন্তীত্যস্য নিঘাতে হি চ। পা০ ৮।১।৩৪। ইত সূত্রেণ প্রতিষিদ্ধে সতি প্রত্যয়স্বরঃ। হিশব্দস্য নিপাতস্বরঃ॥

চতুর্থ ঋকের বিশদার্থ

সাধারণ দৃষ্টিতেই এই ঋকে চতুর্ব্বিধ ভাব মনে আসিতে পারে। শরীরধারী ইন্দ্র ও বায়ুদেবতা যেন মানুষের অন্নদাতা; সোমরস দ্বারা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া, যজমান অন্নাদি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণ জন এই অর্থই উপলব্ধি করেন।

রূপক ভেদ করিয়া ইহার দ্বিতীয় অর্থ নিষ্কাষণ করা হয়। তদনুসারে ইন্দ্র বলিতে তেজকে বুঝায়, সোম শব্দে রস; এবং বায়ু সেই রসের বহনকর্ত্তা। পৃথিবীর রস, তাপে বিশুষ্ক হইয়া বায়ু-মণ্ডলে আকৃষ্ট ও সঞ্চিত হয়। তাহা হইতে মেঘসঞ্চার ও বারিবর্ষণ ঘটে। সেই বর্ষণই অন্নাদির উৎপাদক। হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! সোমরস সুসংস্কৃত হইয়া আছে, তোমরা পান কর; আর তাহার ফলে আমাদের নিকটে অন্নাদি সহ

ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ম-কারের লোপ হইয়াছে। এইরূপে 'গতং' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ক্লেদনার্থ উন্দ্ ধাতুর "উন্দেরিচ্চাদঃ" (উং ১।১২। ই) এই সূত্র দ্বারা উণ্ প্রত্যয় এবং আদি অক্ষর অর্থাৎ উ-কারের স্থানে ই-কার আদেশ করিয়া ইন্দু শব্দটী সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ইন্দু ঐ শব্দের নিৎস্বর হইয়াছে। সোমরসের দ্রবত্ব হেতু ক্লেদন সম্ভব হইয়াছে। যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে আদিষ্ট "বাং" এই পদের "অনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদৌ",—এই সূত্র দ্বারা অনুদাত্ত স্বর—সিদ্ধ হইয়াছে। "উশন্তি" এই পদের "হিচ" (পা০ ৮।১।৩৪) এই সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর প্রতিষিদ্ধ হইয়া প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "হি" এই শব্দের নিপাতস্বর হইয়াছে॥ ৪॥

আগমন কর;—এবম্প্রকার উক্তিতে তেজঃ, বায়ু ও রস—এই তিনের সংযোগে পৃথ্বীমাতা উৎপাদিকা-শক্তি প্রাপ্ত হন, ইহাই বুঝা যাইতেছে। ঋকে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

অন্য অর্থ—আধ্যাত্মিক-ভাবমূলক। যেমন জীবদেহে বায়ুপিত্ত-কফের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে; ঐ তিনের একের আধিক্য হইলে যেমন অপরকে আনিয়া পরস্পরের সাম্যবিধানের চেষ্টা হয়; ইহ-সংসারে সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়ের সাম্যভাব স্থাপন জন্যও সেইরূপ বিষম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। ঋকে, দেহপক্ষে, বায়ুপিত্তকফ এই তিনের সাম্য-বিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; অথবা, অন্তর পক্ষে, সত্ত্বরজস্তমঃ গুণত্রয়ের সাম্য-সাধনের প্রয়াস দেখিতে পাইতেছি। যাহারা কেবল দেহধারণকেই—দেহ-রক্ষাকেই সংসারের সারভূত সুখ-সাধন বলিয়া মনে করে, তাহারা প্রার্থনা জানাইতেছে,—'হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব! আপনারা আমার দেহে বিদ্যমান থাকিয়া কফের প্রকোপ দূর করুন। আমার শৈত্যরূপ সোমরস, বায়ুর ও তাপের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। অন্তিমে দেহ যখন শীতল হইয়া আসে, বায়ুর এবং উত্তাপের সঞ্চার জন্য তখন কত না প্রক্রিয়াই বিহিত হয়! বায়ুর উপাসনা, ইন্দ্রের উপাসনা,—সেই অবস্থাতেই প্রয়োজন হয় না কি?

আর মনে হয়, ঋকে বলা হইতেছে,—'হে জগজ্জীবন! রজোভাবে যে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে! তমোভাব যে আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে! তাহাদের বিষম দ্বন্দ্বে আমি যে বিপর্য্যস্ত হইতেছি প্রভু! আমার সত্ত্বভাব তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নিয়ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। যতই আমার চিত্ত, রজোভাবে তমোভাবে বিভোর হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে, বিবেকবাণীরূপে উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাব ততই তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা শান্ত না হইলে প্রাণ যে রক্ষা হয় না—প্রভু!' উগ্রমূর্ত্তির—অহঙ্কারের প্রশমনই ইন্দ্রদেবতার বায়ুদেবতার সোমপান—প্রশান্তভাব ধারণ। সোম (শান্তিভাব), রুদ্রভাবকে প্রশান্ত করিবার জন্য স্বতঃই প্রযত্নপর। সত্ত্বভাবের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলেই সত্ত্বের সংশ্রবে রুদ্রভাবে শান্তি আসিলেই ইন্দ্রদেবতার ও বায়ুদেবতার সোমপান হয়। সোম—সাত্ত্বিক-ভাব নিয়তই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে—রজোভাব ও

তমোভাব আসিয়া আমাকে পান করুক অর্থাৎ আমার সহিত মিশিয়া স্নিগ্ধতা লাভ করুক। সে স্নিগ্ধতা ভিন্ন—সে সাম্যভাব ভিন্ন, তোমার সহিত কেমন করিয়া মিলিব, প্রভু! জ্বালামালাই বা শান্ত হইবে কি প্রকারে? ঋকে তাই বলা হইতেছে,—'হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব! হে আমার হৃদয়ের রজস্তমোভাব! তোমরা সদ্ভাবে বিলীন হও। ঐ দেখ সত্ত্ব-স্বরূপ সোমরস তোমাদেরই জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে,—তোমাদিগকে পাইবার জন্যই কামনা করিতেছে।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

বায়বিংদ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ।

তাবা য়াতমুপ দ্রবৎ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ॥

বায়ো ইতি। ইংদ্র। চ। চেতথঃ। সুতানাং। বাজিনীবসূ।

বাজিনীঽবসূ। তৌ। আ। যাতং। উপ। দ্রবৎ। ৫ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

বায়ো (হে বায়ুদেব!) ত্বং ইন্দ্রশ্চ (ইন্দ্রদেবশ্চ) বাজিনীবসূ (বাজিন্যাং হবিঃসন্ততৌ বসতো যৌ তৌ—হবিঃসন্ততিবাসিনৌ, যদ্বা বাজিনী উষা তদ্বদ্ বসূ প্রকাশমানৌ—উষাবৎ প্রকাশমানৌ) সুতানাং (সুসংস্কৃতা সোমানাং) চেতথঃ (জানীথঃ) যুবামিতি শেষঃ। তৌ (তাদৃশৌ যুবাং) উপ (অস্মৎ সমীপে) দ্রবৎ (দ্রুতং, সত্বরং) আয়াতং (আগচ্ছতং)। ৫ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব! আপনারা বাজিনীবসূ (উষাবৎ প্রকাশমান অথবা হবিঃসন্ততি-অন্নমধ্যে বিরাজমান) এবং আপনারা সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ। আপনারা উভয়ে ক্ষিপ্রগতিতে এই স্থানে (এই যজ্ঞ-ক্ষেত্রে) আগমন করুন ॥ ৫ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র চকারেণান্যঃ সমুচ্চীয়তে। সন্নিহিতত্বাদ্বায়ুরেব। হে বায়ো ত্বমিংদ্রশ্চ যুবামুভৌ সুতানামভিষুতান্সোমান্ চেতথঃ জানীথঃ। যদ্বা। অভিষুতানাং সোমানাং বিশেষমিত্যধ্যাহারঃ। কীদৃশৌ যুবাং। বাজিনীবসূ। বাজিনীশব্দো যিদ্যপ্যুষোনামসু পঠিতঃ তথাপ্যত্রাসংভবাদন্নগৃহ্যতে। বাজোঽন্নং। তদ্যস্যাং হবিঃসন্ততাবস্তি সা বাজিনী। তস্যাং বসত ইতি তৌ বাজিনীবসূ। আমন্ত্রিতত্বাদনুদাত্তঃ। তৌ তথাবিধৌ যুবাং দ্রবৎক্ষিপ্রমুপ সমীপং আয়াতং। আগচ্ছতং। ষড়্বিংশসংখ্যকেষু ক্ষিপ্রনামসু মু ক্ষিপ্রং মক্ষু দ্রবদিতি পঠিতং। তত্র ফিট্স্বরঃ॥ ইতি প্রথমস্য প্রথমে তৃতীয়ো বর্গঃ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে মন্ত্রস্থিত চকারের দ্বারা অন্যদেবতা সমীহিত হইতেছেন। সমীপবর্ত্তী বলিয়া বায়ুরই সমুচ্চয় হইতেছে। হে বায়ো? তুমি এবং ইন্দ্র তোমরা উভয়েই অভিষুত সোম সমুদয়কে জানিতেছ। কিম্বা অভিষুত সোম সকলের বিশেষকে জানিতেছ এই অধ্যাহার আপনারা উভয়ে কিরূপ? "বাজিনীবসূ" যদিও বাজিনী শব্দ উষার নাম সকলের মধ্যে পঠিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে উক্ত অর্থ অসম্ভব বলিয়া গৃহীত হইল না। বাজশব্দের অর্থ অন্ন; সেই অন্ন যে হবিঃ সমূহে আছে তাহাকে বাজিনী কহে। সেই বাজিনী সমূহে যাঁহারা বসতি করেন, তাঁহাদিগকেই বাজিনীবসূ কহে। "বাজিনীবসূ" এই পদটী আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনে বিহিত হইয়াছে বলিয়া অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। সেই তথাবিধ আপনারা উভয়ে শীঘ্রই আমাদিগের সমীপে আগমন করুন। ছাব্বিশ প্রকার ক্ষিপ্রনামের মধ্যে মু, ক্ষিপ্রং মক্ষু, এবং দ্রবৎ ইহারা পঠিত হইয়াছে। সেই দ্রবৎ শব্দে ফিট্ স্বর হইয়াছে।

ইতি প্রথম মণ্ডলে প্রথম অষ্টকের তৃতীয়বর্গ সমাপ্ত

পঞ্চম ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে বায়ু এবং ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে দুইটী অভিনব বিশেষণ প্রযুক্ত দেখিতে পাই। তাঁহাদিগকে 'বাজিনীবসূ' বলা হইয়াছে। 'বাজিনীবসূ' শব্দে (বাজিনী হবিঃসন্ততি, বসু—তাহাতে যিনি বাস করেন) হবিঃসন্ততিরূপ অন্নে, যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে। যজ্ঞ-হবিঃ বাষ্পাকারে উত্থিত হয়। তদ্দ্বারা মেঘসঞ্চার এবং বৃষ্টি-পতন ঘটে। মেঘসঞ্চার এবং বৃষ্টি পতন—শস্যাদি-বৃদ্ধির হেতুভূত। বায়ু এবং ইন্দ্র দেবতা যদি কৃপাপরবশ না হন, তাহা হইলে সুবর্ষণ সুকর্ষণের অভাবে শস্যোৎপত্তির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। অন্ন না হইলে জীবের জীবনী-শক্তি লোপ পায়; অন্ন না পাইলে সৃষ্টি, তিষ্ঠিতে পারে না। বায়ু এবং ইন্দ্র—ইঁহারা উভয়ে যে শস্যোৎপাদন পক্ষে পৃথিবীকে উৎপাদিকাশক্তি প্রদান করেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা অন্নের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা বায়ুদেবতা ও ইন্দ্রদেবতা দ্বারা সে ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাই এই এক ভাবে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। রস রূপ তেজোরূপে প্রাণবায়ুতে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারা সংসারে অন্নাদ বিতরণ করিতেছেন। এই জন্যই সাধারণভাবে তাঁহাদের উপাসনা চলিয়াছে। 'বাজিনীবসূ' শব্দের অন্য অর্থ—উষাবৎ প্রকাশমান। বায়ুদেবতাকে এবং ইন্দ্রদেবতাকে 'উষাবৎ প্রকাশমান' বলিবার একটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। নৈশ-অন্ধকারের অবসানে উষার আলোক প্রকাশ পাইয়া জগজ্জনকে জাগরিত করে। বায়ুদেবতার এবং ইন্দ্রদেবতার স্বরূপ যখন মানুষ বুঝিতে পারে, তখন তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়; বায়ুদেবতা ও ইন্দ্রদেবতা তখনই উষার আলোকরূপে হৃদয়ে প্রকাশমান্ হন। যতক্ষণ তাঁহাদিগকে একভাবে দেখিবে; ততক্ষণ তাঁহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে চিনিতে পারিবে। যখন পূর্ণরূপে তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, তখন তাঁহারা আর এক ভাবে উপাসকের চক্ষে

প্রতিভাত হইবেন। যাঁহারা প্রথম স্তরের উপাসক, তাঁহারা বজ্রের বা প্রবলতর ঝঞ্ঝাবাতের বিভীষিকায় বিভ্রান্ত হইয়া ইন্দ্রদেবতার ও বায়ু-দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। আর যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাসক, তাঁহারা বায়ুর এবং ইন্দ্রের ক্রিয়ার মধ্যে শস্যোৎপত্তির ও অন্নাদি প্রদানের শক্তি নিহিত আছে মনে করিয়া, তাঁহাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বায়ু ও ইন্দ্র দেবতাকে সেই একেরই —সেই সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বরেরই বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারেন (অর্থাৎ যাঁহারা সম্পূর্ণ উচ্চস্তরের উপাসক), তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই অংশে যেন অন্ধকারের পর ঊষার আলোক প্রতিভাত হয়; তাঁহারা দেখিতে পান,—ঊষা-রূপে প্রকাশমান্ হইয়া ইন্দ্রদেব ও বায়ুদেব কেমন করিয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন,—সে ঊষার আলোকে হৃদয়ে কি এক অনুপম স্বর্গের সুষমা বিচ্ছুরিত হয়! হৃদয়ে স্বর্গীয় সুষমা বিচ্ছুরিত হইলে, চিদাকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে, ভক্ত সাধক আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন। তখন, হৃদাকাশে পূর্ণচন্দ্ররূপ পূর্ণব্রহ্মের উদয় জন্য, সাধকের বাসনাময়ী রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিগুলি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকগুণে পরিণত হইয়া, সাধককে পরম পথের পথিক করিয়া তুলে। তখন সাধক জ্ঞানানন্দে বিভোর হইয়া ভক্তি-গদগদচিত্তে সেই ইন্দ্রদেবকে ও বায়ুদেবকে পূর্ণব্রহ্মরূপে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন সাধক ইন্দ্রদেবের ও বায়ুদেবের আগমনজনিত সহস্রদলকমলবিনিঃসৃত পীযূষধারা পান করিয়া কৃতার্থ হন। তখনই সাধনায় সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়।

ঋকে বায়ুদেবতাকে ও ইন্দ্রদেবতাকে সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত-সহস্রদলকমলবিনিঃসৃত-সুধাধারা—সাধকের সোমরস। ইন্দ্র-দেব এবং বায়ুদেব সেই সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ। অর্থাৎ, ইন্দ্রদেব ও বায়ুদেব সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হইবা-মাত্রই সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত-সহস্রদল-কমল হইতে স্বতঃই পীযূষধারা ক্ষরিত হয়। ঋকে এ স্থলে কি গভীর সাধন-তত্ত্বেরই উপদেশ রহিয়াছে! জ্ঞানরূপ ঊষার আলোকে হৃদয় যখন উদ্ভাসিত হয়, ভক্ত সাধক যখন হৃদয়-কমলে কমলাপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন, তখনই সেই সোমধারা ক্ষরিত হইতে থাকে। ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে, হৃদয় ঊষার আলোকে

উদ্ভাসিত হয়। তখন সে আলোকে, যিনি সকল আলোকের মূলাধার, যাঁহার প্রভায় বিশ্ব-চরাচর প্রভান্বিত, সেই জগদারাধ্য সর্ব্বকারণ-কারণ তেজোময় অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। তাই ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাকে সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ বলা হইয়াছে। ইন্দ্র ও বায়ুদেবতার আরাধনা করিতে করিতে, তাঁহাদের অনুধ্যানে রত থাকিতে থাকিতে, যিনি সকল আলোকের মূলাধার, যাঁহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল আলোক বিরাজিত, তাঁহার সাযুজ্য লাভ হয়। তখন সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়ের সাম্য-সাধনে হৃদয়ে সোমধারা ক্ষরিত হইতে থাকে।

এই নিমিত্তই ভক্ত সাধক, এ ঋকে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! তুমি বায়ুরূপে এবং ইন্দ্ররূপে আমাদিগের হৃদয়ে ঊষার আলোক বিস্তার কর। হৃদয় যে অন্ধকারময়, হৃদয় যে দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়নিচয়ের ক্রীড়া-ক্ষেত্র, হৃদয় যে ত্রিবিধ দুঃখের আধার, হৃদয় যে অজ্ঞান-অন্ধের হেতুভূত, হৃদয় যে রজস্তমোগুণের লীলা-নিকেতন। তুমি এস!—তুমি সোম-রূপ অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া সেই রজস্তমোগুণের সাম্য-বিধান কর;—উহাদিগকে সত্ত্বের স্বরূপে বিলীন কর। তুমি না আসিলে—তোমার প্রভাবে তোমার স্বরূপ সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে রজস্তমোগুণের শান্তি বিহিত না হইলে—অজ্ঞান-তিমিরের অবসান না হইলে—জ্ঞান-সূর্য্য যে উদিত হইবে না, প্রভু। সাত্ত্বিক-ভাব, রজস্তমোভাবকে নিয়তই শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সাত্ত্বিক-রূপে তুমি না আসিলে, তুমি আসিয়া তাহাদিগকে সাম্য অবস্থায় না আনিলে, উচ্ছৃঙ্খলা কিরূপে থামিবে, প্রভু! দ্বন্দ্ব মিটাইতে তুমি ছাড়া আর কে সমর্থ আছে, প্রভু! তুমি না শান্ত করিলে, কে আর তাহাদিগকে শান্ত করিবে, দেব! হৃদয়ে ঊষার আলোক উদ্ভাসিত না হইলে—'রজস্তমোগুণের স্নিগ্ধতা বিধান না করিলে, তোমার সহিত কিরূপে মিলিব, প্রভু! এস—এস দেব!—হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার কর! এস—এস দেব!—এ অধমকে অজ্ঞানান্ধতামস হইতে উদ্ধার কর! এস—এস দেব! এ অভাজনের রজস্তমোভাব সদ্ভাবে বিলীন করিয়া দেও! তোমার স্বরূপে মন মগ্ন হউক; সহস্রদলকমল হইতে সোমধারা ক্ষরিত হউক; সেই সোম-সুধা পান করিতে করিতে, তোমার অনুধ্যানে রত থাকিতে থাকিতে, যেন তোমার সাযুজ্য লাভ করিতে পারি,—যেন তোমাতে লীন হইতে সমর্থ হই।' ঋকে এই প্রার্থনাই পরিব্যক্ত আছে

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আয়াতমুপনিষ্কৃতং।

মক্ষ্বিত্থা ধিয়া নরা॥ ৬

* * *

পদ-বিশ্লেষণং

বায়ো ইতি। ইন্দ্রঃ। চ। সুন্বতঃ। আ। যাতম্। উপ।

নিঃকৃতং। মক্ষু। ইত্থা। ধিয়া। নরা॥ ৬॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

বায়ো (হে বায়ো!) ত্বং ইন্দ্রশ্চ (ইন্দ্রদেবশ্চ) নরা (নরৌ নেতারৌ, বীরৌ, পুরুষকারযুক্তৌ বা যুবাং) সুন্বতঃ (সোমসংস্কারং কুর্ব্বতঃ যজমানস্য) নিষ্কৃতং (সংস্কৃতং) সোমং (সোমরসং) উপ (সমীপে) আয়াতং (আগচ্ছতং) যুবামিতি শেষঃ। ইত্থা (নিশ্চিতং) ধিয়া (আরব্ধকার্য্যেন, অনয়া অস্মাকং প্রার্থনয়া ভক্তিবুদ্ধ্যা বা) মক্ষু (ক্ষিপ্রং, শীঘ্রং) আয়াতং (অস্মৎ সমীপে আগচ্ছতং)॥ ৬॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা উভয়েই বীরাগ্রগণ্য—পরম পুরুষকারবিশিষ্ট। আমাদিগের প্রার্থনা,—সোম সুসংস্কৃত হইতেছে; আপনারা উভয়ে সত্বর আগমন করুন (সহায় হউন)। ৬॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বায়ো ত্বমিংদ্রশ্চ সুম্বতঃ সোমাভিষবং কুর্বতো যজমানস্য নিষ্কৃতং সংস্কৃতং সংস্কর্ত্তারং সোমমুপায়াতং আগচ্ছতং। নরা হে নরৌ পুরুষৌ পৌরুষেণ সামর্থ্যেনোপেতৌ। যুবয়োরাগতয়োশ্চ সতোর্ধিয়া অমুনা কর্ম্মণা মক্ষু ত্বরয়া সংস্কারঃ সংপৎস্যতে ইত্থা সত্যং॥ বায়ো ইত্যস্যামন্ত্রিতস্যেতি ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। ইংদ্রশব্দো ঋজ্রেংদ্রেত্যাদিনা উ° ২।২৯। রন্‌প্রত্যয়ান্তত্বেন নিপাতিতোঞ্নিত্যাদির্নিত্যং। পা° ৬।১।১৯৭। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। চ শব্দশ্চাদয়োঽনুদাত্তাঃ। ফি° ৪।১৫। ইত্যনুদাত্তঃ। সুম্বতইত্যত্র শতুরনুমোনদ্যজাদী। পা° ৬।১।১৭৩। ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। নিরিত্যেষ সমিত্যেতস্যস্থানে ইতি যাস্কঃ। কৃতশব্দে আদিকর্ম্মণি কর্ত্তরি ক্তঃ। পা° ৩।৪।৭১। সংস্কর্ত্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা° ২।২।১৮। ইতি সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে থাথঘঞ্‌ক্তাজবিত্রকাণাং। পা° ৬।২।১৪৪। ইত্যন্তোদাত্তঃ। গতিরনংতরঃ। পা° ৬।২।৪৯। ইতি তু নিসউদাত্তত্বং ন ভবতি। তদ্ধি কর্ম্মণি ক্তে বিহিতং। পা° ৬।২।৪৮। নিষ্করোতীতি নিষ্কৃদিতি ক্বিবন্তব্যাখ্যানে তু গতিকারকোপপদাৎকৃৎ। পা° ৬।২।১৩৯। ইত্যাকার

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! আপনি এবং ইন্দ্রদেব, (আপনারা উভয়ে মিলিত হইয়া) সোমশোধনে প্রবৃত্ত যজমানের "সংস্কৃত" অর্থাৎ আরব্ধ সংস্কার অথবা পবিত্রীক্রিয়মান সোমরসে সমাগত অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হউন। হে "নরা"—পুরুষদ্বয়! অর্থাৎ পৌরুষশক্তিশালী ইন্দ্র ও বায়ুদেব! আপনারা সমাগত হইলে এই অনুষ্ঠান দ্বারা সোম-সংস্কার-কার্য্য নিশ্চিতই অবিলম্বে সুসম্পন্ন হইবে। 'বায়ো' এই সম্বোধনান্ত পদে, ষাষ্ঠিক "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা° ৮।১।১৯) এই সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "ইন্দ্র" শব্দটীতে "ঋজেন্দ্র" (উং ২।২৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'রন্' প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া, ইন্দ্র পদটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। এবং "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" (পা° ৬।১।১৯৭) এই সূত্রানুসারে উহার আদি স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ (ফি° ৪।১৫) এই সূত্রানুসারে "চ" শব্দটীর অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "সুম্বতঃ," এই পদটীতে "শতুরনুমোনদ্যজাদী" (পা° ৬।১।১৭৩) এই সূত্রানুসারে বিভক্তি-স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। যাস্ক বলিতেছেন,—"নিষ্কৃতং" এই পদের নির্ উপসর্গ সং উপসর্গের স্থলেই (ব্যবহৃত) হইয়াছে। "কৃত" এই পদে "আদিকর্ম্মণি কর্ত্তরিক্তঃ" (পা° ৩।৪।৭১) এই সূত্রানুসারে, "সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত" এই অর্থে, কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। "কুগতিপ্রাদয়ঃ" (পা° ২।২।১৮) সূত্র অনুসারে সমাস-হেতু পূর্ব্বপদ-অব্যয়ের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি থাকিলেও "থাথঘঞ্‌ক্তাজবিত্রকাণাং" (পা° ৬।২।১৪৪) এই সূত্র দ্বারা উক্ত স্বরটি ঐ পদের অন্তোদাত্ত হইয়াছে। এই স্থলে "গতিরনন্তরঃ" (পা° ৬।২।৪৯) এই সূত্রানুসারে, নিস্ এই পদের উদাত্ত স্বর হইবে না। যেহেতু, তাহা কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ে বিহিত আছে। কিন্তু এই স্থলে "যে সংস্কার করে, সেই নিষ্কৃৎ" এই অর্থে নির্ উপসর্গ পূর্ব্বক কৃ-ধাতুর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, "গতিকারকোপপদাৎকৃৎ" (পা° ৬।২।১৩৯) এই

উদাত্তঃ স্যাৎ। ধিয়া। সাবেকাচস্তৃতীয়াদিঃ। পা০ ৬।১।১৬৮। ইতিবিভক্তিরুদাত্তা। নরা। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা সংবোধনদ্বিবচনস্য ডাদেশঃ। পদাৎপরত্বাদামন্ত্রিতস্যেত্যাষ্টমিকো নিঘাতঃ ॥৬॥

*

ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ।

——§*§——

এ ঋকে, যজমান সোম-সংস্কারে বিনিযুক্ত। সোম-সংস্কার আবার কি? সে বড় নিগূঢ় অর্থমূলক। এই সোম সুসংস্কার হইতে কদর্থকারিগণ 'মন্ত্রপূত মাদক দ্রব্য' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। উচ্ছৃঙ্খল তান্ত্রিকগণ মন্ত্র দ্বারা শোধন করিয়া যে মাদক-দ্রব্য পানের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করেন, তাহা ঐ 'সোম-সুসংস্কার' শব্দের কদর্থের অনুস্মৃতি বলিয়া মনে হয়। সে সুসংস্কার—মদ্যপগণের মাদক-দ্রব্য-ব্যবহারের একটা 'অছিলা' মাত্র। নচেৎ, সোম সুসংস্কার শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ। 'সোম' শব্দ বিবিধ-অর্থদ্যোতক। এখানে ঐ শব্দের এক অর্থ—ভক্তিসুধা বলিতে পারি। ভক্তি—সুসংস্কৃত হয় কখন? ভক্তি যখন অনন্যভাবে শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে ন্যস্ত থাকে; যখন তাহাতে কোনও ক্লেদ-কলঙ্ক থাকে না; যখন সে স্বচ্ছ নির্ম্মল 'একৈকশরণ্য' ভাবে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইতে পারে; তখনই তাহাকে সুসংস্কৃত বলা যায়। 'সুসংস্কৃত সোম' বা 'সুসংস্কৃত ভক্তিসুধা' শব্দে সাধকের চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত ন্যস্ত ভাবই বুঝা যায়।

সোম-সংস্কার কিরূপে হইবে? আমার কি সামর্থ্য আছে যে, আমার

সূত্রানুসারে ঋ-কারটি উদাত্ত হইবে। "ধিয়া" এই পদটীতে "সাবেকাচস্তৃতীয়াদিঃ" (পা০ ৬।১।১৬৮) এই সূত্রানুসারে তৃতীয়া বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নরা" এই পদটী সম্বোধনের দ্বিবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং "সুপাংসুলুক্" (পা০ ৭।১।৩৯) সূত্রানুসারে উহার বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ হইয়াছে। পদের পরত্ব হেতু "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৮।১।১৯) এই আষ্টমিক সূত্রানুসারে নিঘাত (অর্থাৎ অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে ॥ ৬ ॥

* *

ভক্তিসুধা অবিমিশ্র অকলঙ্ক ভাব প্রাপ্ত হয়। সেও তো তিনিই! তিনি ভিন্ন সে নির্ম্মলতা কে আনিবে? তিনি ভিন্ন সে সামর্থ্য কে প্রদান করিবে? যজমান তাই ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে বায়ুদেব। হে ইন্দ্রদেব। আপনারা উভয়ে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আপনারা পৌরুষসামর্থ্যযুক্ত। আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া এই যজ্ঞে আগমন করিলে, আমাদের অনুষ্ঠিত সংস্কার-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। অতএব, আপনারা উভয়ে সত্বর আগমন করুন।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে যজমান যে ভাবে ইন্দ্রদেবতাকে ও বায়ুদেবতাকে আহ্বান করিয়াছেন, এ ঋকেও তাঁহারা সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন। কিন্তু এখানে তাঁহাদের সে প্রার্থনা অন্যরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঋকে ইন্দ্রদেবতাকে ও বায়ুদেবতাকে 'নরা' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব। আপনারা পৌরুষসামর্থ্যযুক্ত; আপনারা প্রভূতশক্তিসম্পন্ন। আপনারা উভয়ে সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে সোম-সংস্কার-সামর্থ্য প্রদান করুন।'

যিনি সূক্ষ্ম, যিনি অবিজ্ঞেয়, যিনি কার্য্যকারণবিহীন, যিনি নিত্য ও ত্রিগুণাতীত, যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে, যিনি ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্তভাবে অবস্থিত, যিনি সকল শক্তির আধার-স্থানীয়; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইন্দ্রদেব ও বায়ুদেব তাঁহারই বিভূতি-বিকাশ মাত্র। এখানে বলা হইতেছে, সে বিভূতির অংশমাত্র না পাইলে, সে বিভূতি আসিয়া সামর্থ্য-সঞ্চার না করিলে, কিরূপে সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট পৌঁছিতে পারিব? হৃদয়ে সেই শক্তির সঞ্চার হউক,—অন্তরে সেই দৃঢ়তা উপচিত হউক; হে ইন্দ্রদেব, হে বায়ুদেব, যেন আপনাদের উপাসনা করিতে করিতে, আপনাদের অনুধ্যানে রত থাকিতে থাকিতে, সেই মহাশক্তির সহিত মিলিত হইতে পারি। ক্ষুদ্র আমরা; পূজার উপচার আমাদের কিছুই নাই। আছে কেবল—'সোম'; আছে কেবল—ভক্তি সুধা। সে সোমও 'সুস্বত' হইতে পারে না,—সে ভক্তিতেও ঐকান্তিকতা আসিতে পারে না,—যদি আপনারা প্রসন্ন না হন।

ভক্ত সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব। আপনারা

সত্বর আগমন করুন। ক্ষুদ্র আমি; আমার ক্ষুদ্র পূজার ক্ষুদ্র উপচার প্রস্তুত। আপনারা না আসিলে, আমার সকল আয়োজন—সকল অনুষ্ঠান পণ্ড হইবে! তাই সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি,—হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা উভয়ে অনুগ্রহ করিয়া এই যজ্ঞে আগমন করুন।' আরব্ধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হউক।

তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যদি অবিচ্ছিন্ন না হয়, তবে আর 'সোম' 'সুত' সুসংস্কৃত হইল কৈ? সোম সুসংস্কৃত না হইলে, তুমি আমি এক না হইতে পারিলে, সকল অনুষ্ঠান যে পণ্ড হইবে—প্রভু! সাধক তাই কহিতেছেন,—'দেও দেব! সেই সামর্থ্য দেও, যেন আমার সোম সুসংস্কৃত হয়। তাহাতেই সামীপ্য আসিবে—তাহাতেই সারূপ্য লাভ হইবে—তাহাতেই সাযুজ্য ঘটিবে। তাহাতেই আমার মনোমধুকর সেই শ্রীচরণসরোজের মধুপানে মত্ত হইয়া পড়িবে।'

ঋকে আরও বলা হইতেছে,—হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা বীরাগ্রগণ্য। আমার দেহমধ্যে ক্রূরমনা রিপুনিচয় প্রবল হইয়া আমার আরব্ধ যজ্ঞে সর্ব্বদা বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া শ্রেষ্ঠপুরুষকার প্রদান করুন; তাহার বলে যেন সেই রিপুদলের বিনাশ-সাধনে সামর্থ্য আসে। আপনারা না আসিলে, আপনারা সামর্থ্য প্রদান না করিলে, রিপুগণের প্রবল প্রভাবে 'সোম' সুসংস্কৃত হইবে না। সোম সুসংস্কৃত না হইলে—'সুত-সোম' হইতে না পারিলে, আমার হৃদয়ের অন্ধকার যে দূর হইবে না!

সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! এস—বায়ুরূপে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও! এস—ইন্দ্ররূপে আমার চিদাকাশে উদিত হও! এস ঊষার আলোকরূপে হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর! তোমার আগমনে, তোমার স্নিগ্ধ হিল্লোলে, তোমার বিভূতি-বিকাশে আমার প্রাণবায়ু সঞ্জীবিত হউক। তোমার কৃপায় তোমারই শক্তি-প্রভাবে তোমারই সহিত সম্মিলিত হইতে যেন সমর্থ হই।'

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসং

ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

মিত্রং। হুবে। পূতঽদক্ষং। বরুণং। চ। রিশাদসং।

ধিয়ং। ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥ ৭

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

পূতদক্ষং (পবিত্রবলং) মিত্রং (সূর্য্যদেবং) রিশাদসং (রিশানাং হিংসকানাং বৈরিণাং অদসং ভক্ষকং হন্তারং বা) বরুণং (বরুণদেবং, জলাধিষ্ঠাতৃদেবং বা) চ (দেবমিত্যেতৌ) ঘৃতাচীং (ঘৃতেন বিশিষ্টায়াং জলস্থানয়নকারিণীং) ধিয়ং (বর্ষণকার্য্যং, ভক্তিবুদ্ধিপ্রার্থনাং বা) সাধন্তা (সাধয়ন্তৌ সম্পাদয়ন্তৌ উপাসকানাং মনসি উত্তেজয়ন্তৌ বা দেবৌ) হুবে (অহ্বয়ামি প্রার্থয়ে) অহমিতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমরা পবিত্রবলযুক্ত মিত্রদেবকে এবং হিংসকশত্রুনাশক বরুণদেবকে (এই যজ্ঞে) আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদের উদ্দেশে ঘৃতাদি আহুতি প্রদানের ফলে যেন সুবর্ষণ হয়; অথবা আমাদের মনে যেন ভক্তির উদয় হয়; আর সেই সুবর্ষণের ফলে বা ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন (তাঁহাদের) আরাধনায় রত হই (অথবা তাঁহাদিগকে জানিতে পারি)। ৭ ॥

সায়ণভাষ্যং।

মিত্রং হুব ইতি মৈত্রাবরুণস্তৃচো গবাময়ন আরংভণীয়ে চতুর্বিংশেঽহনি প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণস্য স্তোত্রিয়ঃ। তত্রৈবাভিপ্লবষড়হেঽপি বিনিযুক্তঃ। তথাচাশ্বলায়নেন চতুর্বিংশে হোতাজনিষ্টেত্যাদিখণ্ডে মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষং। আ° ৭।২। ইত্যাদি সূত্রিতং। তথাহাভিপ্লবপৃষ্ঠাহানীতি খণ্ডে পরিশিষ্টানাবাপানুদ্ধৃত্য মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষং। আ° ৭।৫। ইতি চ। তস্য মৈত্রাবরুণতৃচস্য প্রথমামৃচমাহ॥

অহমস্মিন্‌কর্ম্মণি হবিঃপ্রদানায় পূতদক্ষং পবিত্রবলং মিত্রং হুবে। তথা রিশাদসং রিশানাং হিংসকানামদসমত্তারং বরুণং হুবে। আহ্বয়ামি। কীদৃশৌ মিত্রাবরুণৌ। ঘৃতমুদকমংচতি ভূমিং প্রাপয়তি যা ধীর্বর্ষণকর্ম্ম তাং ঘৃতাচীং ধিয়ং সাধংতা সাধয়ংতৌ কুর্ব্বংতৌ॥ মিত্রশব্দঃ পুংলিঙ্গঃ প্রাতিপদিকস্বরেণাংতোদাত্তঃ। হুবইতি হ্বয়তের্বহুলং ছংদসীতি শপোলুকি সতি হ্বঃসংপ্রসারণং। পা° ৬।১।৩২। ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছংদসীতি সংপ্রসারণে উবঙাদেশঃ। তিঙ্‌ঙতিঙইতি নিঘাতঃ। পূতশব্দঃ প্রত্যয়স্বরেণাংতোদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বরুণশব্দঃ কৃবৃতৃদারিভ্যউনন্। উ° ৩।৫৩।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

"মিত্রংহুবে" প্রভৃতি মৈত্রাবরুণতৃচ, আরম্ভণীয় গবাময়ন নামক যজ্ঞের চতুর্ব্বিংশ দিনে, প্রাতঃসবনে, মিত্র ও বরুণদেবতাদ্বয়ের স্তবকারী ঋত্বিকের পঠনীয় স্তোত্ররূপে প্রযুক্ত, এবং সেই স্থলে অভিপ্লবষড়হে বিনিযুক্ত হইয়াছে। "হোতাজনিষ্টা" ইত্যাদি চব্বিশ খণ্ডে মহর্ষি আশ্বলায়ন "মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষং" ইত্যাদিরূপ সূত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আবার, ঐরূপে "অভিপ্লবপৃষ্ঠাহানি" এই খণ্ডে, পরিশিষ্ট আবাপ মন্ত্র-সমূহ উদ্ধৃত করিয়া, "মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষং" এই প্রকার পাঠও বিহিত করিয়াছেন। সেই মৈত্রাবরুণতৃচের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

আমি এই যজ্ঞ-কর্ম্মে হবিঃপ্রদানের নিমিত্ত পবিত্রবলশালী মিত্রদেবকে এবং হিংস্রস্বভাব-শত্রুগণের বিনাশকারী বরুণদেবকে আহ্বান করিতেছি। সেই মিত্রদেব ও বরুণদেব কীদৃশ-গুণবিশিষ্ট ?—যাঁহারা পৃথিবীতে জলপ্রাপণরূপ স্বকীয় অভীপ্সিত, বর্ষণক্রিয়া সাধন করেন। অর্থাৎ, যাঁহারা স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। "মিত্র" শব্দটী পুংলিঙ্গ,—প্রাতিপদিক স্বরহেতু অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "হুবে" এই পদটীতে আহ্বানার্থ 'হ্বেঞ্' ধাতুর উত্তর "বহুলং ছন্দসি" (পা° ৭।১।১০) সূত্র দ্বারা শপ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে; এবং "হ্বঃ সংপ্রসারণং" (পা° ৬।১।৩২)—এই সূত্র হইতে (সম্প্রসারণের) অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" (পা° ৭।১।১০) সূত্র দ্বারা সংপ্রসারণে 'উবঙ্' আদেশ হইয়াছে। "তিঙ্‌ঙতিঙঃ" (পা° ৩।১।৩৪) এই সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত স্বর হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু পূতশব্দ—অন্তোদাত্ত। বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া উহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। বরুণ শব্দটী, "কৃবৃতৃদারিভ্য উনন্" (উং ৩।৫৩) এই সূত্রানুসারে উনন্ প্রত্যয়

ইত্যুনন্প্রত্যয়াংতো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। রিশংতি হিংসংতীতি রিশাঃ শত্রবঃ ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃকঃ। পা° ৩।১।১৩৫। ইতি কঃ। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। অদংতীতি রিশাদাঃ। তং। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উ° ৪।১৯০। ইত্যসুন্প্রত্যয়ঃ। নিৎস্বরেণোত্তরপদমাদ্যুদাত্তং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ সএবাবশিষ্যতে। শেষনিঘাতে সত্যেকদেশউদাত্তেনোদাত্তঃ। পা° ৮।২।৫। ইতি সবর্ণদীর্ঘোপ্যুদাত্তএব। ধীরিত্যপইত্যাদিষড়্‌বিংশতিকর্ম্মনামসু পঠিতঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণাংতোদাত্তঃ। ঘৃতমংচতীতি ঘৃতাচী ঋত্বিগ্‌দধৃগিত্যাদিনা। পা° ৩।২।৫৯। কিনি অনিদিতাং। পা° ৬।৪।২৪। ইতি নকারলোপঃ। অংচতেশ্চোপসংখ্যানং। পা° ৪।১।৬২। ইতিঙীপ্। অচ ইত্যকারলোপে চৌ। পা° ৬।৩।১৩৮। ইতিদীর্ঘত্বং। ঘৃতশব্দো নব্‌বিষয়স্যানিসংতস্য। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বংবাধিত্বা ঘৃতাদীনাং চ। পা° ৬।৪।১৩৮। ইত্যংতোদাত্তঃ। সমাসস্যেত্যংতোদাত্তস্যাপবাদকং তৎপুরুষে তুল্যার্থেতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরংবাধিত্বা গতিকারকোপপদাদিত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণাংতোদাত্তস্য ধাত্বকারস্য লোপে সত্যনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ। পা° ৬।১।১৬১।

দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু উহার আদি স্বর উদাত্ত। যাহারা 'হিংসা করে, তাহারা "রিশাঃ" অর্থাৎ শত্রুসমূহ এই অর্থে রিশ্‌ ধাতুর উত্তর "ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ" (পা° ৩।১।১৩৫) সূত্র দ্বারা 'ক' প্রত্যয় হইয়া "রিশ" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়-স্বর উদাত্ত। সেই 'রিশ' অর্থাৎ শত্রুসকলকে ভক্ষণ করে যে, তাহাকে রিশাদ কহে। এই অর্থে "রিশ" এই কর্ম্মপদ পূর্ব্বক অদধাতুর উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" (উ° ৪।১৯০) এই সূত্র অনুসারে অসুন্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন রিশাদস্ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে "রিশাদসং" এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। নিৎস্বর হেতু ইহার উত্তরপদ আদ্যুদাত্ত। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর জন্য ঐ উদাত্ত স্বরই অবশিষ্ট আছে। শেষ স্বর যদি নিঘাত (অব্যয়) হয়; তাহা হইলে, "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" (পা° ৮।২।৫) সূত্র অনুসারে সবর্ণ সহিত দীর্ঘ হইলেও, উদাত্তস্বরই অব্যাহত থাকিল। 'অপ' ইত্যাদি ছাব্বিশ প্রকার কর্ম্মনামের মধ্যে "ধী" শব্দটী পঠিত হইয়াছে। প্রাতিপদিক হেতু ইহার স্বর অন্তোদাত্ত হইয়াছে। ঘৃত প্রাপ্তি করায় যে, এই অর্থে "ঘৃতাচী"। "ঋত্বিগ্‌দধৃক্" (পা° ৩।২।৫৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'কিন্' প্রত্যয় করিয়া, "অনিদিতাং" (পা° ৬।৪।২৪) সূত্র দ্বারা উহার ন-কারের লোপ হইয়াছে। "অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং" (পা° ৪।১।৬২) সূত্রে অনুসারে ঙীপ্ প্রত্যয় করিয়া "অচঃ" সূত্রানুসারে অকারের লোপ হওয়ার পর, "চৌ" (পা° ৬।৩।১৩৮) সূত্র দ্বারা তাহা দীর্ঘ হইয়াছে। "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য"—এই সূত্র অনুসারে "ঘৃত" পদটীতে বিহিত আদ্যুদাত্তস্বর বাধিয়া "ঘৃতাদীনাঞ্চ" (পা° ৬।৪।১৩৮।) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "সমাসস্য" এই সূত্র দ্বারা বিহিত অন্তোদাত্তের অপবাদক "তৎপুরুষে তুল্যার্থা" এই সূত্রানুসারে যদিও পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরের বিধান হইয়াছে; তাহা হইলেও তাহাকে বাধিত করিয়া "গতিকারকোপপদাৎকৃৎ" (পা° ৬।২।১৩৯) এই সূত্র দ্বারা, উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর জন্য ধাতুর অন্তোদাত্ত অকারের, লোপ হইলে "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ"

ইতিঙীপউদাত্তত্বে প্রাপ্তে চৌ। পা০ ৬।১।২২২। ইতি পূর্ব্বপদাংস্তোদাত্তত্বং। সাধংন্তা সাধসাধ্ধসংসিদ্ধাবিত্যস্মাদংন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লটঃ শত্রাদেশে। পা০ ৩।২।১২৪। শ্নুং বাধিত্বা ব্যত্যয়েন শপ্। অত্যুপদেশত্বাদুপরি শতৃপ্রত্যয়স্ত লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। দ্বিতীয়াদ্বিবচনস্ত শপশ্চানুদাত্তৌ সুপ্পিতাবিত্যনুদাত্তত্বে ধাতোরিতি ধাতুস্বর এব শিষ্যতে সুপাংসুলুগিত্যাদিনা বিভক্তেরাকারাদেশঃ ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম ঋকের বিশদার্থ।

——§•§——

সাধারণতঃ এ ঋকের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক এ ঋকের একরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিবেন; ভক্ত সাধকের চক্ষে এ ঋকের অর্থ অন্যরূপ প্রতিভাত হইবে। বৈজ্ঞানিক দেখিবেন,—কিরূপে মিত্রের (সূর্য্যের) খরকরতাপে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘরূপে সঞ্চিত হইতেছে; আর কিরূপে সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। লৌকিক হিসাবে, বরুণদেব ও সূর্য্যদেব উভয়ের সহযোগে বর্ষণ-ক্রিয়া সমাহিত হয়। যজ্ঞাদি দ্বারা, হবিরাদি আহুতি-প্রদানে, তাঁহারা পরিতুষ্ট হন; আর তাঁহাদের প্রসাদে যথাসময়ে সুবর্ষণ সুকর্ষণ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। যথাকালে বারিবর্ষণ হইলে, ধরণী শস্য-শ্যামলা হন। সুশস্য প্রভাবে সুপ্রজাদির উদ্ভব ঘটে; আর তাহাতে জনসমাজ শান্তিসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়।

(পা০ ৬।১।১৬১) এই সূত্র দ্বারা ঙীপ প্রত্যয়ের স্বরটি উদাত্ত হইয়া যায়। কিন্তু, তথাপি "চৌ" (পা০ ৬।১।২২২) সূত্র দ্বারা তাহা না হইয়া পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সাধন্তা" এই পদটীতে সংসিদ্ধ্যর্থ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ 'সাধ' ধাতুর উত্তর 'লট্' বিভক্তির স্থানে 'শতৃ' আদেশ হইয়াছে। পরে (পা০ ৩।২।১২৪) "শ্নু"কে বাধিয়া শপ্ প্রত্যয় দ্বারা ঐ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে শতৃ প্রত্যয়ের পর অতের উপদেশ হেতু অর্থাৎ শতৃ প্রত্যয়ের অৎ থাকে বলিয়া "লসার্ব্বধাতুক" অর্থাৎ ধাতুমাত্রসাধারণ অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে; দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচনের ও শপের "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" সূত্র অনুসারে অনুদাত্তস্বর হইলেও, "ধাতোঃ" এই সূত্র দ্বারা ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "সুপাংসুলুক্" (পা০ ৯।৭।৩৯) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ করিয়া "সাধন্তা" পদ সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৭ ॥

* *

এ ঋকের অন্য অর্থ—জ্ঞান ও ভক্তি মূলক। ঋকে বলা হইতেছে,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা পবিত্র-বলশালী এবং হিংস্র-স্বভাব শত্রুগণের বিনাশকারী। আপনাদের অনুগ্রহে আমরা যেন সেইরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারি, যাহাতে অন্তরের শত্রু বিনাশ-প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আর আমরা যেন অনুক্ষণ আপনাদের অনুধ্যানে রত থাকিতে পারি।'

এস্থলে মিত্র (সূর্য্য) জ্ঞানের সহিত এবং বরুণ ভক্তির সহিত উপমিত হইয়াছেন। লৌকিক হিসাবে সূর্য্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্য্যের রশ্মি-সম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না; আধ্যাত্মিক হিসাবে সেইরূপ জ্ঞান ভক্তির জনয়িতা, জ্ঞানের উদয় ভিন্ন হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে না। লৌকিক জগতে, মিত্রের প্রভাবে বরুণ যেমন অমৃত-ধারা বর্ষণ করিয়া ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আধ্যাত্মিক জগতে, সেইরূপ জ্ঞান প্রভাবে ভক্তির অমৃত-উৎস উৎসারিত হইয়া হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহকে জাগরিত করিয়া তুলে। ঋকে বলা হইয়াছে,—হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! লৌকিক জগতে আপনারা সুবর্ষণ দ্বারা যেমন জনসমাজের শান্তিসুখ বর্দ্ধন করেন; সেইরূপ আপনারা উভয়ে আমাদের হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার সাযুজ্য-লাভে পরাশান্তি-দানে সহায় হউন।'

ঋকের 'ধিয়ং' (ধিয়া) শব্দে—জানা বুঝা প্রভৃতি ভাব আসে। তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজন। তাঁহার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে জানা—কেমন জানা? সে বুঝা—কেমন বুঝা? তিনি যে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তিনি যে সেই অক্ষর সদ্বস্তু;—এমনভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এমন ভাবেই তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। তবেই তাঁহার বিষয়ে প্রকৃত-জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু সে জ্ঞান কিরূপে লাভ হইবে? সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে,—আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি শত্রুগণকে বিনাশ করিতে

হইবে; সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে,—ক্ষমা, সরলতা, সদ্গুরু সেবা, বাহ্য এবং অন্তরের শৌচ, স্থিরচিত্ততা, দেহ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের সংযম, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরক্তি, অহঙ্কার-ত্যাগ, পুত্রকলত্র-ভবনাদির মায়া পরিবর্জ্জন, শুভাশুভ উভয়ে সমবুদ্ধি, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের দোষদর্শন, অনন্যা নিষ্ঠা দ্বারা ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি, পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠা প্রভৃতি প্রয়োজন হইবে। অহঙ্কারাদি পরিহার করিয়া, অনন্যা নিষ্ঠা সহকারে জ্ঞেয়-বস্তুর অনুস্মরণে নিরত হইলে, ভক্ত সাধক সেই জ্ঞেয়-বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন; বুঝিতে পারিবেন,—সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি অনন্ত,—তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই; বুঝিতে পারিবেন,—তিনিই সর্ব্বস্রষ্টা,—তাঁহার কোনই স্রষ্টা নাই; বুঝিতে পারিবেন, তিনিই পর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন সংসারে আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬৷৯৷১৬) বলিয়াছেন,—

> "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি।...কারণং করণাধিপা-ধিপো। ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।"

অর্থাৎ,—'যিনি নিরন্তর আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মার বিষয় অবগত নহেন; আত্মা যাঁহার শরীর; অন্তর্য্যামিরূপে যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন; অপিচ, যিনি কারণসংযুক্ত কারণেরও অধিপতি; তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই—তাঁহার অধিপতিও কেহ থাকিতে পারে না। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও গুণেশ।' ভক্ত সাধক যখন এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন, তিনি যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তখনই তিনি অমৃতরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঋকে সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আমাদের সেই সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমরা দম্ভাদি শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই;—আমাদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান কর, যাহাতে আমরা তাঁহারা স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি।

জ্ঞান—ভক্তির অনুসারী। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় না। আবার জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই অভিন্ন,—উভয়েরই ভিত্তি কর্ম্ম। ভক্তিতত্ত্ব

নিরতিশয় দুরধিগম্য। সেই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে; পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার সাযুজ্য লাভ পর্য্যন্ত অধিগত হয়। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—'ভক্তি দ্বারাই ভক্ত আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে। আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারিলেই সে আমাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—'যদি দুঃখনিবৃত্তি ও সুখশান্তি লাভ করিতে চাও, মদ্গতচিত্ত হও। আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর; আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও; আমাকে নমস্কার কর; এবম্প্রকারে আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া আমার অনুসরণ করিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমাকে প্রাপ্ত হইলে, তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে; তুমি পরমানন্দলাভে সমর্থ হইবে। আমার প্রতি নিষ্ঠাবান, আমার প্রতি শরণাগত ব্যক্তিগণ, আমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আমার প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে, পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন এবং পরম আনন্দ লাভ করেন; এবং পরিশেষে আমাতেই লীন হন।'

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা, ভক্তি-সহকারে তাঁহার ভজনা করা—ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধির ইহাই একমাত্র উপায়। শাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানের প্রতি মন সংন্যস্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'আমি সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ পুরুষ। আমার সেই স্বরূপ-তত্ত্ব একমাত্র ভক্তি দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। আমার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইলে, সাধক সম্পূর্ণরূপে আমার জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। আমার জ্ঞান লাভ করিলে, সাধক ও আমি অভিন্ন হই। সাধক আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হন।' ফলতঃ, ভগবানের প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিলেই সকল দুঃখের অবসান হয়।

ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হওয়া

প্রয়োজন। ভক্তির স্বরূপ, ভক্তির লক্ষণ এবং ভক্তের কার্য্য প্রভৃতির বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইলে, আর তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিলে, চিরসুখলাভ বা মুক্তি আপনিই অধিগত হয়। ভক্তি কি—প্রথমে তাহাই বুঝিবার প্রয়োজন। ভক্তির নানা পর্য্যায়—নানা সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তিই প্রকৃত ভক্তি-পদবাচ্য। শাস্ত্রে ভক্তির বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সে সকল লক্ষণেরই সার তত্ত্ব—ঐকান্তিকতার সহিত, একপ্রাণতার সহিত, ভগবানের প্রতি অনুরক্তি। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ নিম্নরূপে পরিবর্ণিত রহিয়াছে; যথা,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম করিতে হইবে। সে কর্ম্ম 'অন্যাভিলাষিতা শূন্য' অর্থাৎ অন্য সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ বা কামনা বর্জ্জিত হওয়া চাই। আর হওয়া চাই—'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত', অর্থাৎ তাহা যেন জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়। ভগবানের প্রতি যে ঐকান্তিকী ভক্তি, তাহা জ্ঞানের অধীন নয়, কর্ম্মের অধীন নয়। অর্থাৎ,—'জ্ঞান কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই উত্তমা ভক্তি।' সাণ্ডিল্য-সূত্রে আছে,— "সাপরানুরক্তীশ্বরে।" ভগবানে অনুরাগই ভক্তি। ভগবানের প্রতি অনুরাগ আর কি হইতে পারে? ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন।

তাই ভগবান্ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

যিনি আমার প্রিয়কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহার (ভগবানের) আবার প্রিয়কর্ম্ম কি? পণ্ডিতগণ বলেন—তাঁহার প্রিয়কর্ম্ম—তাঁহার উদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম্ম। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে অনন্যাভক্তি জন্মে, ভগবৎ-প্রাপ্তির তাহাই একমাত্র উপায়। ভক্ত সাধক

যখন ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রকারে সঙ্গবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিত্যমুক্ত হইতে পারেন।

ভগবান বলিয়াছেন,—'আমি সর্ব্বভূতেই সমান। আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কিছুই নাই। যাঁহারা ভক্তিসহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি।'

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন;—'যিনি আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, আমাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া ভাবেন; যিনি ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী; তিনিই আমার ভক্ত—তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

ফলতঃ, ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহায়। যতক্ষণ না অনন্যা ভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ কেহই তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারে না;—স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে না পারিলে কেহই তাঁহাতে আত্মলীন হইতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত সাধক, কেবলমাত্র দাসানুদাস-রূপে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগের আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি সাযুজ্য সামীপ্য প্রভৃতি অন্য কোনপ্রকার মুক্তিরই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

ভক্ত সাধক ঋকে সেই পরা ভক্তি লাভেরই প্রার্থনা জানাইতেছেন; তিনি কহিতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনাদের অনুধ্যানে—আপনাদের অনুস্মরণে, আমাদের মনে যেন ঐকান্তিকী ভক্তির সঞ্চার হয়; আর সেই ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে, জ্ঞানাগ্নির স্ফুরণে, আমরা যেন তাহাতে অন্তরের শত্রুসমূহ—কাম-ক্রোধাদি রিপু-সমূহ আহুতি-প্রদানে সমর্থ হই। আপনাদের কৃপাকণা লাভ না করিতে পারিলে, আপনারা শক্তি সামর্থ্য প্রদান না করিলে, কিরূপে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারিব?'

ঋকে বলা হইয়াছে,—আপনারা "পূতদক্ষং রিসাদসং"—পবিত্র-বলশালী এবং হিংসকশত্রুনাশক। শক্তি তখনই পবিত্র হয়, বল তখনই কলুষশূন্য হয়, যখন তাহা সৎকর্ম্মে ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। তাই প্রার্থনা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা সেই সামর্থ্য

প্রদান করুন; যেন আমাদের শক্তি যথার্থরূপে সেই সত্যের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়,—যেন আমরা শ্রেষ্ঠ শক্তিবলে হিংস্র-স্বভাব রিপুগণকে বিনষ্ট করিতে পারি। আপনাদের প্রসাদে রিপু নাশ হইলে, আপনাদের কৃপায় হৃদয় নির্ম্মল হইলে, চিত্তক্ষেত্রে তিনি উদ্ভাসিত হইবেন,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিলে, তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে পারিলে, তাঁহার পূজায় নিমগ্ন থাকিলে, তবে তো জীবন সার্থক হইবে। তাই ডাকি, এস দেব। মিত্ররূপে অন্তরে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্বালিত কর; তাই ডাকি, এস দেব। বরুণরূপে হৃদয়ের অশান্তি-অনল নির্ব্বাপিত কর। ফলে, হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হউক। তাঁহার দাসানুদাসরূপে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হই।'

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা।

ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ঋতেন। মিত্রাবরুণৌ। ঋতহবৃধৌ। ঋতহস্পৃশা।

ক্রতুং। বৃহন্তং। আশাথে ইতি ॥ ৮ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে ঋতাবৃধৌ (ঋতস্য জলস্য বৃধৌ বৰ্দ্ধিতারৌ, ঋতস্য সত্যস্য বৃধৌ পালকৌ বা), হে ঋতস্পৃশৌ (ঋতানি জলানি স্পৃশন্তৌ সংযুক্তৌ, ঋতানি সত্যানি স্পৃশন্তৌ নিরতৌ বা) মিত্রাবরুণৌ (মিত্রাবরুণদেবৌ) বৃহন্তং (অঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চাতিপ্রৌঢ়ং) ক্রতুং (যজ্ঞং) ঋতেন (জলেন, সত্যেন, ফলেন বা) আশাথে (আনশাথে ব্যাপ্তবন্তৌ) যুবামিতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা ঋতাবৃধ (অর্থাৎ সত্যধর্ম্মের পরিপালক, অথবা শস্যোৎপাদন-সহায়ক, জলবৃদ্ধিকারী), আপনারা ঋতস্পৃশ (অর্থাৎ সত্যধর্ম্মনিরত, অথবা সংসার-স্নিগ্ধকারী সলিলের সহিত সংশ্রব-বিশিষ্ট)। আমাদিগের এই অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত বৃহৎ যজ্ঞে অবশম্ভাবী ফলের সহিত আপনারা পরিব্যাপ্ত (বিদ্যমান) রহেন ॥ ৮ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ যুবাং ক্রতুং প্রবর্ত্তমানমিমং সোমযাগং আশাথে আনশাথে ব্যাপ্তবন্তৌ কেন নিমিত্তেন ঋতেন অবশ্যম্ভাবিতয়া সত্যেন ফলেনাস্মভ্যং ফলং দাতুমিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ যুবাং। ঋতাবৃধৌ। ঋতমিত্যুদকনাম সত্যং বা যজ্ঞং বেতি যাস্কঃ। উদকাদীনামন্যতমস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অতঃপর বায়বীয় সূক্তের মিত্রাবরুণ তৃচে দ্বিতীয় ঋক্ কথিত হইতেছে। হে মিত্রাবরুণ! অর্থাৎ হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা উভয়েই এই আরব্ধ সোমযাগকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন (অথবা এই সোমযাগে বর্ত্তমান রহিয়াছেন)। কি জন্য ব্যাপিয়া রহিয়াছেন?—অবশ্যম্ভাবী সত্য ফল প্রদানের জন্য। অর্থাৎ,—আমাদিগকে, মদীয় আরব্ধ যজ্ঞের অবশ্যম্ভাবী অমোঘফল প্রদান করিবার নিমিত্ত আপনারা উভয়ে এই সোমযজ্ঞে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনারা উভয়ে কিরূপ?—"ঋতাবৃধৌ" অর্থাৎ,—ঋতবৃদ্ধিকারী। মহাত্মা যাস্ক, ঋত শব্দের অর্থ,—জল কিম্বা সত্য অথবা যজ্ঞ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনারা উভয়ে সেই জলাদির মধ্যে অন্যতমের বৃদ্ধিকর্ত্তা। অথবা, আপনারা উভয়ে জলাদির অন্যতম বৃদ্ধি-কর্ত্তা অর্থাৎ অন্যান্য যাঁহারা জলাদি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনারা অন্যতম। কিংবা, অন্যান্য সকলের ন্যায় আপনারাও জলাদি-বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অর্থাৎ,—আপনারা উভয়ে উক্ত জল, সত্য, অথবা যজ্ঞ প্রভৃতির পোষণকারী।

বর্দ্ধয়িতারৌ। অতএব ঋতস্পৃশা। উদকাদীন্ স্পৃশন্তৌ। কীদৃশং ক্রতুং। বৃহন্তং। অঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চাতিপ্রৌঢ়ং ॥ ঋতশব্দো ঘৃতাদিত্বাদংতোদাত্তঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যত্র মিত্রশ্চ বরুণশ্চেতি মিত্রাবরুণৌ। দেবতাদ্বংদ্বে চ। পা° ৬।৩।২৬। ইতি পূর্ব্বপদস্যানঙাদেশঃ। ঋতস্য বর্দ্ধয়িতারাবিত্যর্থেঽন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদ্বৃধেঃ ক্বিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা° ৬।৩।১৩৭। ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। ঋতস্পৃশা। সুপাংসুলুগিতি ডাদেশঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যাদ্যামংত্রিত-ত্রয়স্য স্বস্বপূর্ব্বপদাৎ পরত্বাদামংত্রিতস্যেত্যাষ্টমিকোনিঘাতঃ। ননু ঋতেনেত্যেতস্য সুবামংত্রিতে পরাংগবৎস্বরে। পা° ২।১।২। ইতি পরাংগবদ্ভাবেনামংত্রিতানুপ্রবেশাৎ পাদাদিত্বেন পদাদপরত্বেন বাষ্টমিকনিঘাতাভাবাৎ আমংত্রিতস্যচেত্যাদ্যুদাত্তেন ভবিতব্যমিতি চেৎ। ন। পরাংগবদ্ভাবস্য সুবামংত্রিতাশ্রয়ত্বেন পদবিধিত্বাৎ সমর্থঃ পদবিধিঃ। পা° ২।১।১। ইতিনিয়মাৎ। ইহ চ ঋতেন মিত্রাবরুণাবিত্যেতয়োরাশাথে ইত্যাখ্যাতেনৈবান্বয়েন পরস্পরমসামর্থ্যাৎ। যত্র পুনঃ পরস্পরান্বয়েন সামর্থ্যং তত্র পরাংগবদ্ভাবাৎ পাদাদেরাদ্যু-

---

অতএব আপনারা 'ঋতস্পৃশা';—সর্ব্বদাই জলাদিকে স্পর্শ করিয়া আছেন। অর্থাৎ,—আপনারা সর্ব্বদা জলাদির সহিত অভিন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সোমাখ্য সেই ক্রতু কিরূপ?—অঙ্গোপাঙ্গাদির দ্বারা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'ঋত' শব্দটি ঘৃতাদিগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। সেইজন্য 'ঘৃতাদিত্বাৎ' এই বৃত্তি অনুসারে ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ—এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া "মিত্রাবরুণৌ" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে অতঃপর "দেবতাদ্বন্দ্বেচ" (পা° ৬।৩।২৬) এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ব পদের অকারের স্থানে 'আনঙ্' (আ) আদেশ হইল। "ঋতের বর্দ্ধনকর্ত্তা" এইরূপ অর্থনিষ্পত্তি হওয়ায় অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ বৃধ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া এবং "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" (পা° ৬।৩।১৩৭) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব পদ দীর্ঘ করিয়া "ঋতাবৃধৌ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সুপাংসুলুক্" (পা° ৭।১।৩৯) এই সূত্র দ্বারা (বিভক্তির স্থানে) 'ডা' আদেশ করিয়া "ঋতস্পৃশা" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। "মিত্রাবরুণৌ" ইত্যাদি আমন্ত্রিতপদত্রয়, স্ব স্ব পূর্ব্ব-পদের পরবর্ত্তী হওয়ায় "আমন্ত্রিতস্য" (পা° ৮।১।১৯) সূত্র অনুসারে তাহাদের আষ্টমিক নিঘাত স্বর হইল। "ঋতেন" পদটি, যদি "সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে" (পা° ২।১।২) এই সূত্র অনুসারে পরাঙ্গবদ্ভাবহেতু আমন্ত্রিত পদে (সম্বোধন-সূচক—মিত্রাবরুণৌ পদে) অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে পাদাদিত্বহেতু অথবা পদের পরে না থাকা প্রযুক্ত, উক্ত আষ্টমিক নিঘাতের অভাব হওয়ায় "আমন্ত্রিতস্যচ" (পা° ৮।১।১৯) এই সূত্র অনুসারে, তাহার আদিস্বর উদাত্ত হইতে পারে;—এইরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত পরাঙ্গবদ্ভাবের সুবামন্ত্রিতাশ্রয়ত্ব-হেতু (অর্থাৎ সুবন্ত ও সম্বুদ্ধ পদের অন্বয়ানুসারে পরাঙ্গবদ্ভাব হয় বলিয়া) পরাঙ্গবদ্ভাবের পদবিধি সিদ্ধ হয়। যেহেতু "সমর্থঃ পদবিধিঃ" (পা° ২।১।১) সূত্র অনুসারে পদবিধিই অন্বয়ে সমর্থ,—এই নিয়ম উল্লিখিত আছে। এস্থলে "আশাথে" এই আখ্যাতপদের সহিত "ঋতেন মিত্রাবরুণৌ" পদদ্বয়ের অন্বয়ে পরস্পরের অসামর্থ্যের (সঙ্গতির) অভাব ঘটিয়াছে। পরন্তু যেস্থানে পরস্পরের অন্বয়ে সামর্থ্য আছে, সেস্থানে পরাঙ্গবদ্ভাবহেতু পাদের আদিভূত

দাত্তত্বং ভবত্যেব। যথা মরুতাং পিতস্তদহং গৃণামীতি। মৃগ্রোরুতিঃ।০ উ০ ১।৯৪। ইত্যুতিপ্রত্যয়াংতত্বেন পৃশ্নি যৈ বৈ পয়লোমরুতোজাতাইত্যাদাবংতোদাত্তোঽপি হি মরুচ্ছব্দো-মরুতাং পিতরিত্যত্র সামর্থ্যাৎ পরাংগবদ্ভাবাদেবাদ্যুদাত্তোজাতঃ। প্রকৃতে তু ঋতে-নেত্যস্তাসামর্থ্যাদেব ন পরাংগবদ্ভাব ইতি। ঋতাবৃধাবিত্যত্র দ্বিতীয়ামংত্রিতস্য নিঘাতে কর্ত্তব্যে আমংত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ। পা০ ৮।১।৩২। ইতি প্রথমামংত্রিতেনাবিদ্যমানবদ্ভবিতব্যমিতি। চেৎ। ভবতু। অতএব তস্যাব্যবধায়কত্বাদৃতেনেতি প্রথমপদাৎ পরত্বেনৈব দ্বিতীয়ামংত্রিতং নিহনিষ্যতে। যথা। ইমং মে গঙ্গে যমুনে ইত্যাদৌ গঙ্গে শব্দস্যাবিদ্যমানবদ্-ভাবেঽপি তস্যাব্যবধায়কত্বাদেব ইত্যেতদেব পদমুপজীব্য যমুনেশব্দস্য নিঘাতঃ। কিং চ প্রকৃতে মিত্রাবরুণাবিত্যামংত্রিতং সামান্যবচনং। তস্য বিশেষণতয়া বিশেষবচনমৃতাবৃধাবিতি। অতোনামংত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনং। পা০ ৮।১।৭৩। ইতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবদ্-ভাবপ্রতিষেধাদপি নিরংতরায়ো দ্বিতীয়স্য নিঘাতঃ। নম্বেবমপ্যপাদাদাবিত্যনুবৃত্তেঃ

পদের আদিস্বরটি নিশ্চয়ই উদাত্ত হইবে। যেমন, "মরুতাং পিতৃস্তদহং গৃণামি"। এস্থলে "মরুতাং" পদটি "মৃগ্রোরুতিঃ" (উ০ ১।৯৪) এই সূত্র দ্বারা 'উতি' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সেই হেতু "পৃশ্নি যৈ বৈ পয়সোমরুতো জাতাঃ" ইত্যাদি স্থলে উহার স্বর অন্তোদাত্ত হইলেও "মরুতাং পিতঃ" বাক্যে পরস্পর অন্বয়ের সামর্থ্য আছে বলিয়া, পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়াতেই মরুৎ শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু উপস্থিত স্থলে "ঋতেন" পদটি 'আশাথে' ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়ে সামর্থ্য নাই বলিয়াই পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। "ঋতাবৃধৌ"—এই দ্বিতীয় সম্বোধন-পদটীর নিঘাত স্বর করিতে হইলে, "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" (পা০ ৮।১।৩২) এই সূত্র অনুসারে প্রথমামন্ত্রিত হেতু প্রথম-সম্বোধনান্ত (মিত্রাবরুণৌ) পদটি অবিদ্যমান পদের ন্যায় হইবে,—যদি এইরূপ বলা যায়, তদুত্তরে বলিতে হইবে—'হউক'। অর্থাৎ,—প্রথম সম্বোধনান্ত পদটি অবিদ্যমান পদের ন্যায় হউক। অতএব তাহার অব্যবধায়কত্ব হেতু, "ঋতেন" এই প্রথম পদের পরে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় আমন্ত্রিত পদটির নিঘাতস্বর হইবে। যেমন "ইমং মে গঙ্গে যমুনে।" এস্থলে সম্বোধনান্ত "গঙ্গে" শব্দের অবিদ্যমানবদ্ভাব হইলেও তাহার অব্যবধায়কত্ব নিবন্ধন "মে" পদকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় সম্বোধন পদ "যমুনে" পদের নিঘাতস্বর হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এস্থলে "মিত্রাবরুণৌ" এই আমন্ত্রিত পদটি, সামান্যাকারে কথিত হইয়াছে এবং তাহার বিশেষণস্বরূপে "ঋতাবৃধৌ" এই সম্বোধনান্ত পদটী বিশেষ করিয়া বিশেষিত হইয়াছে। অতএব সাধারণতঃ সমানাধিকরণে আমন্ত্রিত পদদ্বয় ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া, "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনং" (পা০ ৮।১।৭৩) এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অবিদ্যমানবদ্ভাব প্রতিষিদ্ধ হইলেও দ্বিতীয় আমন্ত্রিত পদের নিঘাতস্বর হইতে কোনও প্রতিবন্ধক নাই। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তেও সন্দেহ এই যে, উক্ত নিষেধ সূত্রে (নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনং—পা০ ৮।১।৭৩, এই সূত্রে) 'অপাদাদৌ' (পা০ ৮।১।১৮) এই অনুবৃত্তি বিদ্যমান থাকায়, "ঋতাবৃধৌ" এই দ্বিতীয়

ঋতাবৃধেত্যস্য দ্বিতীয়পাদাদিত্বান্নভবিতব্যং নিঘাতেন্। অতএব হীমং মে গঙ্গ ইত্যত্র শুতুদ্রিপদস্য পদাৎপরস্যামংত্রিতস্যাপি পাদাদিত্বাদেবানিঘাতাদাদ্যুদাত্তত্বং জাতং তদ্বদত্রাপি ভবিতব্যং বক্তব্যো বা বিশেষ ইতি। উচ্যতে। মিত্রাবরুণপদস্য সুবামংত্রিত ইতি পরাংগবদ্ভাবেন পরানুপ্রবেশাদেব ঋতাবৃধেত্যস্য ন পাদাদিত্বং শুতুদ্রিপদমপি তর্হ্যেবমেব পূর্ব্বস্য সরস্বতিপদস্য পরাংগবদ্ভাবেন ন পাদাদিরিতি নিহন্যেতেতি চেৎ। পরাংগবদ্ভাবস্তাবৎ সুবংতমামংত্রিতং চাশ্রিত্য প্রবৃত্তেঃ পদবিধিঃ অতস্তয়োঃ সত্যেব পরস্পরান্বয়ে পরাঙ্গবদ্ভাবেন ভবিতব্যং। সমর্থঃ পদবিধিরিতিনিয়মাৎ। শুতুদ্রিসরস্বতিপদয়োশ্চ ন পরস্পরেণান্বয়ঃ। কিন্তু সচতেত্যনেনেত্যসামর্থ্যান্ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। প্রকৃতে তু মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবিতি দ্বয়োরপি সামানাধিকরণ্যেন পরস্পরান্বয়াদস্তি সামর্থ্যমিতি ভবিতব্যং পরাঙ্গবদ্ভাবেন। যথা মরুতাং পিতরিত্যত্রেতি বিশেষঃ। নন্বতএব তর্হি মিত্রাবরুণপদস্য পরাঙ্গবদ্ভাবেন পাদাদিত্বাদপদাদাবিতি পর্য্যুদাসাদামংত্রিতনিঘাতো ন স্যাদিতি চেৎ।

সম্বোধন পদটি (ঋতাবৃধাবৃতস্পৃশা—এই) দ্বিতীয় পাদের আদিভূত হইয়াছে; এইজন্য উহার নিঘাতস্বর হইতে পারে না। এই নিমিত্তই "ইমং মে গঙ্গে" এই ঋকে "শুতুদ্রি" পদটি, পদের পরে থাকিয়া সম্বোধন পদ হইলেও, উহা পদের আদিতে আছে বলিয়া, নিঘাতস্বর হইল না; সুতরাং উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এইস্থানেও সেই নিয়ম বুঝিতে হইবে। অথবা এস্থলে ইহাই বিশেষ বক্তব্য। ইহার সিদ্ধান্ত হেতু কথিত হইতেছে; যথা,—"সুবামন্ত্রিতে" (পা০ ২।১।২) এই সূত্র দ্বারা পরাঙ্গবদ্ভাব হেতু পরস্থিত পদে মিত্রাবরুণ পদের অনুপ্রবেশ হইয়াছে; সেই জন্য "ঋতাবৃধৌ" পদটি পাদের আদিভূত হইল না। তাহা হইলে "সরস্বতি" এই পূর্ব্বপদটীর পরাঙ্গবদ্ভাব হেতু তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া 'শুতুদ্রি' এই পদটিও পাদের আদি হইল না। অতএব উহার নিঘাতস্বর হওয়া সম্ভব। এই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তাহার উত্তরে বলিতে হইবে,—সুবন্তপদ ও আমন্ত্রিতপদ এতদুভয় পদকে আশ্রয় করিয়া পরাঙ্গবদ্ভাব প্রবৃত্ত হয়, এইজন্য ইহাকে পদবিধি বলে। এই নিমিত্ত সেই সুবন্ত ও আমন্ত্রিত পদদ্বয়ের পরস্পর অন্বয় হইলেই "সমর্থঃ পদবিধিঃ" নিয়মে পরাঙ্গবদ্ভাব হইতে পারিবে। 'শুতুদ্রি' ও 'সরস্বতী' এই উভয় পদের পরস্পর অন্বয় নাই। কিন্তু "সচত" এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়ের প্রসক্তি না থাকায় পরাঙ্গবদ্ভাব হয় নাই। কিন্তু এস্থলে "মিত্রাবরুণৌ", "ঋতাবৃধৌ"—এই পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য-হেতু পরস্পরের অন্বয়-সামর্থ্য আছে। এই নিমিত্তই ইহার পরাঙ্গবদ্ভাব হইতেছে। যেমন "মরুতাং পিতঃ"। এস্থলে পরস্পরের অন্বয়-সামর্থ্য হেতু পরাঙ্গবদ্ভাব হইয়াছে। ইহাই এস্থলে বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে এই কারণানুসারে মিত্রাবরুণ পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায় পাদাদিত্ব হেতু 'অপাদাদৌ' (পা০ ৮।১।১৮) এই পর্য্যুদাস বিধি দ্বারা আমন্ত্রিত পদের নিঘাত হইতে পারে না;—এরূপ সন্দেহও সঙ্গত নহে; কারণ, যেস্থলে পূর্ব্বে সুবন্তপদ এবং পরে আমন্ত্রিত পদ,

ম। পূর্ব্বং সুবন্তং পরং চামন্ত্রিতমাশ্রিত্য যঃ স্বরঃ প্রবর্ত্ততে তত্র সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। ভবতি চৈবং ঋতাবৃধপদনিঘাত ইতি। তত্র পূর্ব্বস্য পরাঙ্গবদ্ভাবেনা-পাদাদিত্বাৎ স প্রবর্ত্ততে। মিত্রাবরুণপদনিঘাতস্ত পূর্ব্বমেবপদমুপজীবতি। ন পরমামন্ত্রিত-মিতি ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। নমু পরাঙ্গবদ্ভাববন্নিঘাতোঽপি পদবিধিরিতি। ঋতে-নেত্যনেনাসামর্থ্যাৎ ততঃ পদাৎপরস্য মিত্রাবরুণপদস্য ন স্যাদিতি চেৎ। ন। সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ। পা০ ২।১।১৯। ইতি নিঘাতে পদবিধাবপি সমানবাক্যত্বমেব পর্য্যাপ্তং ন পরাঙ্গবদ্ভাববৎ পরস্পরান্বয়োঽপীত্যলং। ক্রতুং। কৃঞঃকতুঃ। উ০ ১।৭৭। প্রত্যয়স্বরেণাদিরুদাত্তঃ। আশাথে। আনশাথে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ। পা০ ৩।৪।৬। ইতি বর্ত্তমানে লিট্। নুড়ভাবশ্ছান্দসঃ॥ ৮॥

* * *

এই উভয় পদকে আশ্রয় করিয়া যে পদ প্রবর্ত্তিত হয়; সেস্থলে "সুবামন্ত্রিতে" (পা০ ২।১।২) এই সূত্র দ্বারা সে পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হয়। ঐ প্রকার হইলে, "ঋতাবৃধৌ" পদ নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইতে পারিল। 'মিত্রাবরুণৌ'—এই পূর্ব্ব পদের সহিত পরাঙ্গবদ্ভাব হেতু,—অর্থাৎ, পূর্ব্বপদ পরপদের অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, ("ঋতাবৃধৌ" পদটিতে) পাদাদিত্বের অভাব হইয়াছে। সেইজন্য উহার সেই নিঘাত স্বরই প্রবর্ত্তিত হইল। পরন্তু মিত্রাবরুণ পদের নিঘাতস্বর পূর্ব্ববর্ত্তী "ঋতেন" এই পদেই অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে; কিন্তু পরবর্ত্তী "ঋতাবৃধৌ" এই পদেকে আশ্রয় করিতেছে না। অতএব এস্থলে পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। এস্থলে যদি এক সংশয়-প্রশ্নের উদয় হয় যে, পরাঙ্গবদ্ভাবের ন্যায় নিঘাতটীও পদবিধি, তাহা হইলে, এই নিয়মে, "ঋতেন" এই পদের সহিত অন্বয়-সামর্থ্য না থাকা প্রযুক্ত এবং পদের পরবর্ত্তী হওয়ায়, "মিত্রাবরুণৌ" এই পদের নিঘাতস্বর হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন,—"না"; অর্থাৎ,—তাহা হইতে পারে না। কারণ, "সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ" (পা০ ২।১।১৯)। অর্থাৎ,—সমানবাক্যেই নিঘাতস্বর এবং যুষ্মদ্ শব্দ ও অস্মদ্শব্দের আদেশ কথিত হইয়াছে। এই সূত্র অনুসারে, নিঘাতপদবিধিতেও যখন সমান-বাক্যত্ব বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন পরাঙ্গবদ্ভাবের ন্যায় পরস্পর অন্বয় হইবে না, তাহা নিশ্চিত তদ্বিষয় বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। "ক্রতুং" এই পদটীতে "কৃঞঃকতুঃ" (উ০ ১।৭৭) এই সূত্র দ্বারা 'কতু' প্রত্যয় করিয়া প্রত্যয়স্বর-সিদ্ধ হওয়ায় উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আশাথে" অর্থাৎ 'আনশাথে' এই পদটীতে "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" (পা০ ৩।৪।৬) সূত্রানুসারে বর্ত্তমানকালে লিট্ বিভক্তি হইয়াছে; ছান্দস নিমিত্ত নুট্ আগম হইল না। ৮॥

* * *

অষ্টম ঋকের বিশদার্থ।

——§॰§——

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিশ্লেষণে ঋকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঋকে মিত্র ও বরুণ দেবতাকে 'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' এই গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' শব্দদ্বয়ে কি ভাব ব্যক্ত হয়? 'ঋত' শব্দ বহুভাবদ্যোতক। সাধারণভাবে ঐ শব্দে 'জল' অর্থ উপলব্ধি হয়। 'ঋত' শব্দের আর এক অর্থ—'সত্য'। 'ঋত' শব্দে আর বুঝায়—'সত্যধর্ম্ম'। মরুদেশের অধিবাসী—যাহারা বারিবিন্দুর জন্য ব্যাকুল; তাঁহাকে জলাধিপতি জানিলে, তাঁহার নিকট তাহারা আকুল প্রার্থনা জানাইতে অগ্রসর হইবে না কি? জলের অভাবে যখন শস্যক্ষেত্র-সমূহ শুষ্কতাপ্রাপ্ত হয়, বারিবর্ষণ-বিহনে জীবের জীবনধারণের প্রধান উপাদান শস্যসমূহ যখন শুকাইয়া যায়; তখন জলাধিপতির শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর আর কি আছে? তিনি 'ঋতাবৃধ' বুঝিয়া—তিনি জলাধিপতি বুঝিয়া সাধারণ মানুষ তাই তাঁহার নিকট বারিবর্ষণের প্রার্থনা করে। প্রথম দৃষ্টিতে ঋকের এইরূপ অর্থই বোধগম্য হয়।

কিন্তু একটু উচ্চ স্তরের মানুষ যাঁহারা, তাঁহারা দেখেন,—তিনি কেবল এই সাধারণ জলের অধিপতি নহেন; তিনি যে শান্তিদাতা—স্নিগ্ধতা-প্রদানকর্ত্তা। সংসারের জ্বালামালায় অন্তর যখন জ্বলিয়া ক্ষার হইবার উপক্রম হয়, এই স্তরের মানুষ, তাঁহাকে স্নিগ্ধতা-গুণের আধার জানিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। যাহার জলের অভাব, সে তাঁহার নিকট জলের আকাঙ্ক্ষায় প্রধাবিত হয়; আর যাহার অন্তর জ্বলিতেছে, সে তাঁহাকে শান্তিদাতা জানিয়া তাঁহার নিকট শান্তির প্রার্থনা করে। 'ঋতাবৃধৌ' শব্দ সংসারতাপতপ্ত ঐ দ্বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্যের পক্ষে জলাধিপতি ও স্নিগ্ধকারী অর্থ সূচনা করিতে থাকে।

আরও একটু উচ্চ স্তরের সাধক—সংসারের দৃঢ়গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যিনি কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন,—তিনি বুঝিয়া থাকেন,—

এ মিত্র ও বরুণ দেব তাঁহারই নামমাত্র ;—যাঁহার নাম নাই, তাঁহার নাম ; যাঁহার রূপ নাই, যিনি অরূপ, তাঁহাতে রূপের কল্পনা মাত্র। সেই সাধকের চক্ষেই প্রতিভাত হয়—'ঋতাবৃধৌ' 'সত্যস্বরূপৌ।' অর্থাৎ,—তিনিই সৎ, তিনিই সত্যস্বরূপ। এ মিত্রদেব, এ বরুণদেব, তাঁহারই বিভূতি বিকাশ—যিনি সৎ, যিনি সত্য, যিনি সনাতন, যিনি অক্ষয়, যিনি অব্যয়, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত।

সৎস্বরূপে বোধগম্য হইলেই, তাঁহাকে সত্যধর্ম্মের আশ্রয়স্থান বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি সৎস্বরূপ, তাঁহাতেই সত্যধর্ম্ম, তিনিই সত্যের রক্ষক, তিনিই সত্যধর্ম্মের প্রতিপালক,—এই ভাব-প্রবাহ যখন সাধকের চিত্তে প্রবাহিত হয়, তিনি যখন সতের ধারণায় সমর্থ হন, তখনই তিনি মিত্র-বরুণের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন,—'ঋতাবৃধৌ', 'ঋতস্পৃশৌ' বিশেষণদ্বয়ের চরম লক্ষ্য তখনই তাঁহার হৃদগত হয়। সর্ব্বোচ্চস্তরের সাধকেই এই ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' শব্দদ্বয় প্রায়ই একার্থমূলক ; অথচ, উভয়েই ভিন্নার্থদ্যোতক। প্রথম শব্দে 'ঋতের' বর্দ্ধক বা পালক ভাব আসিতেছে ; শেষোক্ত শব্দে 'ঋতের' সহিত সংযোগ বা নিরতি অর্থ সূচিত হইতেছে। একে দ্বৈতভাব, অপরে অদ্বৈতভাব। একে কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তা—দুইয়ের সমাবেশ ; অপরে দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে। একে জল স্বতন্ত্র, সত্যধর্ম্ম স্বতন্ত্র ; অন্যে জলের মধ্যেও তিনি, সত্যের মধ্যেও তিনি, সত্য-ধর্ম্মের মধ্যেও তিনি। অর্থাৎ— জলও তিনি, সত্যও তিনি, সত্য-ধর্ম্মও তিনি।

প্রথম স্তরের অধিকারী দেখিতেছেন,—মিত্রদেব ও বরুণদেব মেঘ-সঞ্চারের ও বৃষ্টিপাতের কর্ত্তৃস্থানীয় ; সুতরাং তাঁহারাই শস্যোৎপত্তির হেতুভূত। অদৃষ্টচক্রে বিঘূর্ণমান সংসারী যে সাধারণ মানুষ, পুত্রকলত্রাদির পরিপালনভারগ্রস্ত বিপন্ন যে জন—তার প্রার্থনা, তার আকাঙ্ক্ষা আর কতদূর উচ্চ হইতে পারে? তাহার জ্ঞান এই মাত্র যে, মিত্র ও বরুণদেব কৃপাপরবশ না হইলে, সুবর্ষণ-সুকর্ষণের অভাবে অন্নাদির উৎপত্তি-পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। অন্ন ভিন্ন জীবের জীবন তিষ্ঠিতে পারে না,—জীবের জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাই তাহারা জলের কামনায়—

বারিবর্ষণের আশায়, মিত্র ও বরুণ দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। এই সাধারণ অর্থই সাধারণের মনে প্রথম প্রতিভাত হইয়া থাকে। ভ্রান্তিবশে মানুষ তাই ঋগ্বেদের ঋকৃগুলিকে কামনাপর কৃষকের গান বলিয়া ঘোষণা করেন। উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য, স্তরপর্য্যায়ের সকল সাধকের উপযোগী অর্থ, সাধারণ মানুষ সহসা উপলব্ধি করিতে পারে কি!

ঋকের আর একটী শব্দ—'ক্রতু'। ক্রতু শব্দের সাধারণ অর্থ—যজ্ঞ। 'ক্রতু' শব্দের আর অর্থ—বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। যাঁহারা 'যজ্ঞ' অর্থ উপলব্ধি করেন, তাঁহারা বুঝেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা 'ঋতের' (জলের, সত্যের বা যজ্ঞফলের) সহিত ব্যাপ্ত হউন। অর্থাৎ,—আপনারা জলদান করুন, যজ্ঞফল ও সত্য দান করুন।' এখানে জল পাইলেই, অথবা অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইলেই, যাজ্ঞিক যেন কৃতকৃতার্থ। কিন্তু ঐ 'ক্রতু' শব্দে যদি বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা অর্থ সূচিত হয়, তাহা হইলে ঋকের মধ্যে কি গভীর ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে, বুঝিয়া দেখুন দেখি! ইচ্ছা হইলেই বুঝিতে হয়—কিসের ইচ্ছা, কেমন ইচ্ছা! বাঞ্ছা, বাসনা—তাহাই বা কিসের বাঞ্ছা—কেমন বাসনা! বুদ্ধিই বা কিসের বুদ্ধি—কেমন বুদ্ধি! তার পর প্রজ্ঞা! সে প্রজ্ঞা—কেমন প্রজ্ঞা! ইচ্ছা হয়—তাঁহাকে জানি; ইচ্ছা হয়—সেই সত্যময় সত্যস্বরূপকে যেন চিনিতে পারি! তবেই তো ইচ্ছার সার্থকতা! তবেই তো ইচ্ছার পরিপূর্ণতা! বাঞ্ছা সেই হউক—যেন সত্যস্বরূপের সহিত মিলিতে পারি! মিলনের বাসনাই প্রকৃত বাসনা; তদ্ভিন্ন অন্য বাসনা চির-অপূর্ণ রহিয়া যায়! আমার যজ্ঞে, আমার ইচ্ছায়, আমার বাসনায়, আমার বুদ্ধিতে, তোমরা 'ঋতের' সহিত ব্যাপ্ত হও, অর্থাৎ সত্যের সহিত, সফলতার সহিত ওতঃপ্রোত বিরাজমান থাক;—এ বাঞ্ছা, এ ইচ্ছা কাহার হৃদয়ে উদয় হয়? 'ক্রতু' শব্দের যে চরম অর্থ প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনেই তেমন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত হন। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। যখন অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা-অভিলাষ এককালে বিসর্জ্জিত হয়, যখন কোনও বিষয়ে কোনও কামনা বাঞ্ছা বা তৃষ্ণা আদৌ থাকে না, যখন

পরমার্থতত্ত্বরূপ আত্ম-সম্মিলনে চিত্তের সন্তোষ জন্মে, তখনই 'যজ্ঞ-ফলের সহিত তিনি ব্যাপ্ত' হন। ঋকের চরম লক্ষ্য—সেই মিলনের অবস্থা। এ ঋকের নিগূঢ় উদ্দেশ্য—আত্ম-সম্মিলন।

ঋকে বলা হইতেছে,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! হৃদয়ে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপু-সমূহ অহর্নিশ সে যজ্ঞ ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইতেছে। আপনারা আগমন করুন। আপনাদের আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল—ইন্দ্রিয়নিরোধ। ইন্দ্রিয়নিরোধে—রিপু-দস্যুর দমনে, আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। আত্মজ্ঞানে আত্মসম্মিলন। 'সেই আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষায় আছি।'

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া।

দক্ষং দধাতে অপসং। ৯॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

কবী ইতি। নঃ। মিত্রাবরুণা। তুবিহজাতৌ। উরুহক্ষয়া।

দক্ষং। দধাতে ইতি। অপসং॥ ৯॥

* . *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

কবী (মেধাবিনৌ) তুবিজাতো (তুবিজাতৌ—বহুনামুপকারতয়া জন্মতৌ প্রাদুর্ভূতৌ, বলবন্তৌ বা) উরুক্ষয়া (উরুক্ষয়ৌ—বহুনিবাসৌ, বিস্তীর্ণস্থলবাসিনৌ বা) মিত্রাবরুণা (মিত্রাবরুণৌ দেবৌ) নো (অস্মভ্যং) অপসং (কর্ম্মং) দক্ষং (বলং সামর্থ্যং চ; অপসং দক্ষং—কুশলবুদ্ধিমিতি শেষঃ) দধাতে (পোষয়তঃ ধারয়তঃ দত্ত ইতি শেষঃ)। ৯॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে কবি (মেধাবী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন), হে তুবিজাত (জনহিতসাধক, অথবা আজন্ম বহুবলশালী), হে উরুক্ষয় (বহুজন-আশ্রয়স্থল অথবা বহুব্যাপী) হে মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদিগের কর্ম্ম-সামর্থ্য ও কুশল-বুদ্ধি প্রদান করেন। ৯॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

মিত্রাবরুণাবেতৌ দেবৌ নো অস্মাকং দক্ষং বলমপসং কর্ম্ম চ দধাতে। পোষয়তঃ। কীদৃশৌ। কবী। মেধাবিনৌ। তুবিজাতৌ। বহুনামুপকারকতয়া সমুৎপন্নৌ। উরুক্ষয়া। বহুনিবাসৌ। বিপ্রো ধীর ইত্যাদিষু চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যকেষু মেধাবিনামসু কবির্মনীষীতি পঠিতং। উরু তুবীত্যেতৌ শব্দৌ দ্বাদশসু বহুনামসু পঠিতৌ। ওজঃপাজ ইত্যাদিষষ্টাবিংশতিসংখ্যকেষু বলনামসু দক্ষো বিল্বিতি পঠিতং। অপসৃশব্দঃ ষড়্‌বিংশতি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই মিত্রদেব ও বরুণদেব, আমাদিগের বল ও বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল পোষণ করেন। সেই মিত্রদেব ও বরুণদেব কিরূপ?—"কবী" অর্থাৎ মেধাবী; "তুবিজাতৌ" অর্থাৎ বহু ব্যক্তির উপকার-সাধনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং "উরুক্ষয়া" অর্থাৎ বহু লোকের আশ্রয়স্থল। (যাস্কনিরুক্তগ্রন্থে) বিপ্রোধীর প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক মেধাবি-নাম-সমূহের মধ্যে "কবিঃ, মনীষী" প্রভৃতি পঠিত হইয়াছে। 'উরু' এবং 'তুবি' এই দুইটী শব্দ দ্বাদশ-সংখ্যক বহুনামকগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। "ওজঃ', 'পাজঃ' প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি সংখ্যক বল-নাম-সমূহের মধ্যে 'দক্ষ' 'বিল্বু' এই দুইটি পঠিত হইয়াছে। 'অপস্' শব্দটী ষড়্‌বিংশতি

সংখ্যকেষু কর্ম্মনামসু পঠিতঃ॥ মিত্রাবরুণা। মিত্রশব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। বরুণশব্দো নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। দ্বন্দ্বে দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা০ ৬।২।১৪১। ইত্যুভাববশিষ্যেতে। তুবিজাতৌ। বহূনামুপকারকতয়া তৎসম্বন্ধিত্বেন জাতাবিতি ষষ্ঠীসমাসে সমাসান্তোদাত্তত্বং। চতুর্থীসমাসে হি ক্তে চ। পা০ ৬।২।৪৫। ইতিপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ স্যাৎ। উরূণাং বহূনাং ক্ষয়ারুক্ষয়ৌ। ক্ষি নিবাসগত্যোরিতি ধাতোঃ ক্ষিয়ন্ত্যস্মিন্নিতি ক্ষয়ঃ ইত্যধিকরণে এরচ্। পা০ ৩।৩।৫৬। ইত্যচ্প্রত্যয়ান্তস্য চিতইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে ক্ষয়ো নিবাসে। পা০ ৬।১।২০১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং বিহিতং। সমাসে তু সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং বাধিত্বা কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ প্রাপ্তমুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্যপি থাথাদিস্বরেণান্তোদাত্তেন বাধ্যতে তথাপি পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং। পা০ ৬।২।১৯৯। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং দ্রষ্টব্যং দক্ষো দক্ষতেরুৎসাহকর্ম্মণো ঘঞ্। ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আপ্যতে ফলমনেনেত্যপঃ কর্ম্ম।

সংখ্যক কর্ম্মবাচক শব্দের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। এই জন্য 'অপস্' অর্থে কর্ম্ম বুঝায়। প্রাতিপদিকস্বর হেতু "মিত্রাবরুণা" এই পদে মিত্র শব্দটী অন্তোদাত্ত। নিৎস্বর-প্রযুক্ত বরুণ শব্দটীর আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। এই উভয় শব্দে দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে বলিয়া, "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০৬।২।১৪১) এই সূত্র অনুসারে উভয় স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "তুবিজাতৌ"—এই পদটি তুবীনাং অর্থাৎ বহুসংখ্যকের উপকারক বলিয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া, "জাতৌ" অর্থাৎ জন্ম স্বীকার করিয়াছেন—এই অর্থে, এবং উক্ত বাক্য ষষ্ঠী সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় ইহার সমাসান্ত পদটির অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থীতৎপুরুষ সমাস হইলে, "ক্তেচ" (পা০ ৬।২।৪৫) সূত্র অনুসারে পূর্ব্ব পদের প্রকৃতিস্বর হইবে। বহুর ক্ষয় (নিবাস), স্বরূপ যে দুইজন এই অর্থে "উরুক্ষয়ৌ" পদটি সিদ্ধ। নিবাস ও গত্যর্থ 'ক্ষি' ধাতুর উত্তর 'যাহাতে বাস করে'—এইরূপ বাক্যে, "অধিকরণে এরচ" (পা০ ৩।৩।৫৬) এই সূত্র অনুসারে, "অধিকরণবাচ্যে" অচ্ প্রত্যয় দ্বারা ক্ষয় শব্দ নিষ্পন্ন হয়। পাণিনির গ্রন্থোক্ত 'চিতঃ' এই সূত্র অনুসারে ঐ ক্ষয় শব্দের অন্তস্বরের উদাত্তপ্রাপ্তি হইলেও, "ক্ষয়ো নিবাসে" (পা০ ৬।১।২০১) এই বিশেষ সূত্র বিধি অনুসারে উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু সমাস হইলে "সমাসস্য" সূত্র অনুসারে উহার অন্তস্বর উদাত্ত হয়। কিন্তু তাহাতে বাধা জন্মাইয়া, কৃৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর হেতু 'উরুক্ষয়া' এই উভয় পদেরই আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে, যদিও থাথাদিস্বর হেতু (অর্থাৎ "থাথঘঞ্ক্তাজ" ইত্যাদি সূত্রবিধানে) অন্তোদাত্তস্বর দ্বারা (উরুক্ষয়া পদের) পূর্ব্বপ্রাপ্ত আদ্যুদাত্তস্বর বাধিত হয়; তথাপি "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" (পা০৬।২।১৯৯) এই সূত্র দ্বারা উহার উত্তর পদে আদ্যুদাত্তস্বরই পরিদৃষ্ট হইবে। উৎসাহার্থ 'দক্ষ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে "দক্ষং" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ঞিৎ' হেতু (অর্থাৎ ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঞ্ থাকে না বলিয়া) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইহা দ্বারা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়"—এই অর্থে

আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বো নুট্চ। উ° ৪।১০১। ইত্যসুন্নংতস্যাপসস্পারে ইত্যাদৌ নিত্বাদাদ্যু-দাত্তস্যাপ্যপস্‌শব্দস্যাত্র ব্যত্যয়েন প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে চতুর্থো বর্গঃ ॥

* * *

নবম ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকে মিত্র ও বরুণ দেবকে 'কবি' বলিয়া অভিহিত করা হই-য়াছে। 'কবি' শব্দে 'প্রজ্ঞা-স্বরূপ' অর্থ সূচিত হয়। কবি—ব্রহ্মা; কবি—সূর্য্য; কবি জ্ঞানাধার। সাধারণ লোকে 'কবি' বলিতে মেধাবী, পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকে। মিত্রাবরুণ যখন মনুষ্যাকার-বিশিষ্ট দেবতারূপে সম্পূজিত হন, তখন তাঁহারা মেধাবী অর্থাৎ সাধারণ স্তরের মনুষ্য হইতে একটু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কল্পিত হয়েন। সম-অবস্থাপন্ন লোকের নিকট উপস্থিতি অনায়াসসাধ্য। আপনার অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইতে হইলে একটু আয়াস প্রয়োজন। সামান্য আয়াস-স্বীকারে যাঁহার নিকটে পৌছিতে পারা যায়, তাঁহার নিকট মানুষকে উপস্থিত করার পক্ষে বেদবাক্যের প্রথম প্রযত্ন দেখি। যদি মানুষ প্রথমে বুঝিতে পারে,—আমার আরাধ্য দেবতা আমার চিন্তার অতীত, আমার স্তবনীয় আমার ধ্যান-ধারণার অনায়ত্ত, তখন সে আর সেদিকে অগ্রসর হইতে চাহে না;—তখন সে হতাশে অবসন্ন হইয়া আরাধ্য বস্তুর আরাধনায় বিমুখ হয়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এক একটী ঋকের মধ্যে, ঋকের এক একটী শব্দের মধ্যে,

---

শব্দে কর্ম্মকে বুঝায়। "আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বোনুট্চ" (উ° ৪।১০১) এই সূত্র দ্বারা অসুন্ প্রত্যয়ান্ত আপ ধাতুকে হ্রস্ব করিয়া তাহা হইতে 'অপস্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অসুনপ্রত্যয়ান্তঅপসস্পারে ইত্যাদি স্থলে নিত্ব হেতু আদি স্বর উদাত্ত হয়; এস্থলে 'অপস্' শব্দের ব্যত্যয় করিয়া অর্থাৎ পরিবর্ত্তে উহার প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

ইতি প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকে চতুর্থ বর্গ।

সকল প্রকৃতির সকল স্তরের মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার গূঢ় অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখিতে পাই। ঐ 'কবি' শব্দে যখন সাধারণ মেধাবী বা পণ্ডিতজনের স্মৃতি মনোমধ্যে উদয় হইবে; তখন যাজ্ঞিকের প্রাণে কি একটু আশার সঞ্চার হইবে না? যাজ্ঞিক তখন নিশ্চয়ই মনে করিতে পারিবেন,—'আমার দেবতা তো আমা হইতে বেশী দূরে নহেন? আমি তো একটু প্রযত্নপর হইলেই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারি?' এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাজ্ঞিক যখন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভূয়োদর্শনের ও জ্ঞানবৃদ্ধির তারতম্য অনুসারে, ভগবানের ঐশ্বর্য্য-মহিমা উপলব্ধি করিবার পক্ষে তাঁহার সামর্থ্য আসিবে। তখন, ক্রমশঃ, যে 'কবি' শব্দে তাঁহাকে মেধাবী বা পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, সেই শব্দেই তাঁহাকে প্রজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞানময় বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। সকল শ্রেণীর সাধক, সকল ভাবের মধ্য দিয়া জগদীশ্বরকে বুঝিতে পারিবেন, যেন এইরূপ লক্ষ্য করিয়াই এক একটী ঋকের এক একটী শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে।

ঋকের আর একটী শব্দ—'তুবিজাতৌ।' বহুজনের উপকারের জন্য যাঁহার জন্ম, তিনিই 'তুবিজাত।' অথবা জন্মাবধি যিনি বলশালী, তিনিই 'তুবিজাত।' এই দুই অর্থের প্রতি অর্থই তাঁহার প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করে। তিনি বহুজনের উপকার করেন; সুতরাং আমারও উপকার করিতে পারেন। তাঁহার জন্মই উপকারের জন্য; সুতরাং আমি যদি তাঁহার শরণাপন্ন হই, আমার উপকার তিনি অবশ্যই করিবেন। উপকার পাইবার প্রত্যাশায় মানুষ সদাই লালায়িত। মানুষের সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই কিছু-না-কিছু উপকার বা ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আছেই। যাঁহার জন্মই সেই উপকার-বিতরণের জন্য, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সফলতা নিশ্চয়ই অধিগত হইবে। অন্ততঃ এই লক্ষ্যেও মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হউক, শব্দের ইহাই উদ্দেশ্য। তিনি, আজন্মবলশালী; তিনি আমার সহায় থাকিলে, আমার ন্যায় দুর্ব্বলের উপর প্রবলের পীড়নের আশঙ্কা থাকিবে না,—এ লক্ষ্যেও মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে।

'তুবিজাত' শব্দের নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিলে, যাঁহার উদ্দেশে ঐ

শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে তখন আর সাধারণ বলিয়া মনে হয় না। সে অর্থ উপলব্ধি করিলে—সে অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তিনি যে অসাধারণ—তিনি যে সাধারণের ধ্যান-ধারণা-চিন্তার অতীত, তিনি যে যোগিধ্যেয় বিজ্ঞানময় পরমপুরুষ, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। জন্মিয়াই কে কোন্ কালে বলশালী হয়? জন্মমাত্রেই কে কোন্ কালে বহুজনের উপকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? এইখানেই অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না কি? তিনি সাধারণ হইয়াও অসাধারণ, তিনি ধারণার সামগ্রী হইয়াও ধারণার অতীত। ঐ একই শব্দে বিভিন্ন স্তরের উপাসকের পক্ষে তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি ব্যক্ত করিতেছে।

এইরূপ 'উরুক্ষয়' শব্দে মিত্রাবরুণ দেবের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তাঁহারা বহুজনের আশ্রয়স্থল, আবার তাঁহারা বহুব্যাপী। তাঁহারাই আশ্রয়, আবার তাঁহারই আশ্রয়ভূত; তাঁহারাই ব্যাপ্ত, আবার তাঁহারাই ব্যাপক। এখানে মিত্রাবরুণ সেই সর্ব্বমূলাধার পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। তিনি আমাদিগকে কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন, তাঁহারা আমাদিগকে কুশল বুদ্ধি প্রদান করুন; অর্থাৎ আমরা যেন সেই কর্ম্ম করিতে পারি, যে কর্ম্মের ফলে তাঁহাদিগের স্বরূপ-জ্ঞানরূপ আমাদের কুশলবুদ্ধি (মঙ্গলজনক বুদ্ধি) সঞ্জাত হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে, তাঁহার কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে,—ইহাই এই ঋকের স্থূল মর্ম্ম।

বায়বীয়-সূক্তের তাৎপর্য্য।

আগ্নেয়-সূক্তে একমাত্র অগ্নিদেবের উপাসনার বিষয় অবগত হইয়াছি। যদি কেহ একমাত্র আগ্নেয়-সূক্ত আলোচনা করিয়াই নিরস্ত হন, তিনি অগ্নিদেবকেই তেজোস্বরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম-জ্ঞানে উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন; অগ্নিরূপে প্রকাশমান বিভূতি ব্যতীত ভগবানের অন্য কোনও বিভূতির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পতিত না হওয়াও অসম্ভব নহে। এককে জানিলেই সকলকে জানা হয়—সেই যে শ্রুতিবাক্য আছে; সেই শ্রুতিবাক্যের সার্থকতার সহিত তিনি সেই এককে জানিয়াই সকলকে জানিতে পারেন।

আগ্নেয়-সূক্তে যেমন একমাত্র অগ্নিদেবতার উপাসনার বিষয় অবগত হই, বায়বীয়-সূক্তে সেইরূপ আরও দেবতা-চতুষ্টয়ের সন্ধান পাই। একমাত্র অগ্নিদেবতাকে দেখিয়া, অগ্নির মধ্যে জ্যোতির মধ্যে তেজের মধ্যে সকলই আছেন বুঝিতে না পারিয়া, যদি কেহ বিভ্রান্ত হন, আমরা মনে করি, তাঁহাদেরই জন্য বায়বীয়-সূক্তের অবতারণা। এখানে তিনি বায়ুরূপে, এখানে তিনি ইন্দ্ররূপে, এখানে তিনি দিবসের অধিষ্ঠাতা মিত্ররূপে, এখানে তিনি রাত্রির অধিষ্ঠাতা বরুণরূপে, অথবা এখানে তিনি আকাশের দেবতা ইন্দ্র, জলের অধিপতি বরুণ এবং দিবসের অধিপতি মিত্র বা সূর্য্যদেব। বহুরূপে বহুভাবে তিনি যে প্রকাশমান, অনিলে সলিলে তেজে বজ্রে—সর্ব্বপ্রকারেই যে তিনি পরিব্যাপ্ত, বায়বীয়-সূক্তে তাহারই প্রথম আভাষ প্রাপ্ত হই। এখানেই বুঝিতে পারি, অগ্নিরূপে যাঁহার বিভূতি বিকাশমান, বায়ুরূপে বরুণরূপে বজ্ররূপে তেজরূপে জ্যোতিঃরূপে তিনিই মূর্ত্তিমান রহিয়াছেন।

মিত্র, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি তাঁহার নাম; উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, রুক্ষতা, আর্দ্রতা প্রভৃতি তাঁহার গুণ; বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ঋকে আবাহন তাঁহার বিভিন্ন রূপ বিশেষণ; এ ভিন্ন আর অন্য অর্থ আসিতেই পারে না। মানুষের দৃষ্টি, মানুষের ধ্যানধারণা-অনুধাবনা, নানা পথে নানা ভাবে প্রধাবিত। তিনি যেন তাই দেখাইতেছেন,—যে পথে যে দিক দিয়াই অগ্রসর হও, যে ভাবে যেমন করিয়াই বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, সকল দিকে সকল ভাবের মধ্যেই সেই একই আমি বিদ্যমান রহিয়াছি। নাম ভিন্ন হয়, হউক; গুণ ভিন্ন হয়, হউক; রূপ ভিন্ন হয়, হউক; কিন্তু সর্ব্বত্রই—সকল রূপের—সকল গুণের—সকল ভাবের মধ্যেই তাঁহারই, সেই একেরই, সন্ধান রহিয়াছে। সনাতন সত্যধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণকে যাঁহারা পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করেন; অসংখ্য অগণ্য তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা-পদ্ধতি হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে দেখিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন; যখনই যাহার বিক্রম দেখিয়াছে—তখনই তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া, যাঁহারা হিন্দুগণকে জগতের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান; এ সকল পূজা-পদ্ধতির মর্ম্ম তাঁহারা কদাচ ধারণা করিতে পারিবেন না। ঋগ্বেদের ঋকগুলিতে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেবতার উপাসনার বিষয় বিবৃত থাকিলেও সকলই যে একের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। যাঁহার সামান্য দৃষ্টি-শক্তি আছে, তিনিই দেখিতে পাইবেন—সকলই একের উদ্দেশে একই পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রই বা কি, মিত্রই বা কি, আর বরুণই বা কি? বেদ কি তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া যান নাই? বেদেই কি আমরা দেখিতে পাই না—যিনিই মিত্র, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই সুপর্ণ, তিনিই সূর্য্য, তিনিই যম, তিনিই মাতরিশ্বা। বেদই তো বলিয়া গিয়াছেন—সে তো বেদেরই উক্তি—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণোগরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি সূর্য্যং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

এরূপ উক্তি দেখিয়াও কেন সংশয় আসে? এত স্পষ্ট ভাবে, এত স্পষ্টভাবে, স্বরূপ-তত্ত্ব

ব্যক্ত দেখিয়াও মনে কেন ভিন্ন ভাব আসে?—চিত্তে কেন সংশয়ের উদয় হয়? আগ্নেয়-সূক্তের পর বায়বীয়-সূক্তের অবতারণা সেই সংশয়-ভঞ্জনের সহায়তা করে।

বায়বীয়-সূক্তে সংশয় ঘনীভূত হয়—'সোম' শব্দের অবতারণামূলে। নাস্তিক্য-দর্শনের প্রচার-প্রসঙ্গে মৈত্রেয়্যুপনিষদে একটী উপাখ্যান আছে। অসুরগণ যখন ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠে, দেবগণের প্রতি শত্রুতা-প্রদর্শনের জন্য যখন তাহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময় অসুরগণের বুদ্ধি-ভ্রংশের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতি তাহাদের মধ্যে নাস্তিক্য-মত প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। দৈত্যগণকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য, বৃহস্পতি প্রথমে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের রূপ পরিগ্রহ করেন; তার পর তিনি অবিদ্যার সৃষ্টি করেন; আর, সেই অবিদ্যার ঘোরে পড়িয়া অসুরেরা বেদাদি শাস্ত্রে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে থাকে এবং হিতবাক্যকে অহিতবাক্য বলিয়া মনে করে। ফলে তাহাতেই তাহাদের পতন হয়। আমরা মনে করি, বায়বীয়-সূক্তে 'সোম' শব্দ কুকর্ম্মকারীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে; অপিচ, যাহারা বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে; তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে—'সোম' কি? 'সোম' কি—তাহাদের না বুঝাই উচিত। কলসীপূর্ণ দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্র-সংস্রব ঘটিলে যেমন দুগ্ধ বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়; তেমনই সরল শিষ্ট সাধুজনের মধ্যে একজন দুষ্কর্ম্মকারী অধার্ম্মিক উপস্থিত থাকিলে, তদ্দ্বারা কলুষ আনয়ন করিতে পারে। সেই জন্যই বোধ হয়, তদ্রূপ লোকের সংস্রব না রাখার জন্যই বোধ হয়, সোম-শব্দের অপব্যাখ্যায় ঋকের প্রতি তাহাদের ঘৃণার উদ্রেকে তাহাদিগকে বেদ-বাক্যে আস্থা-স্থাপনে বিরত রাখা হইয়াছে। দেশ-ভেদে জন্ম-ভেদে কর্ম্ম-ভেদে অধিকারি-ভেদে মানুষের যে ধর্ম্ম-তত্ত্ব অধিগত হয়, এক পক্ষে এ সকল ব্যাখ্যা তাহারই প্রতিপোষক বলা যাইতে পারে। এ সকল ব্যাখ্যায় যেন প্রকারান্তরে বলা হয়,—সোম কি, এ জন্মে তোমার সে বোধ জন্মিবে না; যাও, জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য-পুঞ্জ-সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া আইস, তবে সে তত্ত্বে তোমার অধিকার আসিবে।

যাউক; সোম যে সাধারণ মাদক-দ্রব্য নহে, উহা যে উন্মত্ততা-জনক লতা-পাতার রস-রূপ আসব পর্য্যায়-ভুক্ত নহে; সে পক্ষে যে সকল প্রমাণ-পরম্পরা সাধারণতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। হাওড়া-সহরে "বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের" অধিবেশন উপলক্ষে প্রফেসর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় 'ঋগ্বেদে সোম' নামে একটী প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে তিনি "সোম" সম্বন্ধে যে গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ এক-মত না হইলেও, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বিকৃত-ভাবাপন্ন জনগণের চিন্তার গতি, তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই আশায়, সেই প্রবন্ধ এই "বায়বীয় সূক্তের তাৎপর্য্য" অংশের পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশ করা গেল।

যদিও তিনি 'সোম' শব্দে 'চন্দ্র' অর্থ প্রতিপন্ন করার পক্ষে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন এবং যদিও তাঁহার সে আয়াস সর্ব্বথা ব্যর্থ হয় নাই; কিন্তু আমরা মনে করি,

'সোম' শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'সোম' শব্দে 'চন্দ্র' অর্থও নিষ্পন্ন হয় সত্য; আবার উহার অভ্যন্তরে চন্দ্রের অতীত অন্য নিগূঢ় অর্থও বিদ্যমান রহিয়াছে। বায়বীয়-সূক্তের অন্তর্গত বিভিন্ন ঋকের বিশদার্থ-সূত্রে সে সকল অর্থের আভাষ আমরা অল্প-বিস্তর প্রদান করিয়াছি। অন্যান্য স্থানে উহার যে ভাব যে অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহাও যথাযথ ব্যক্ত করিবার বাসনা আছে। কোনও ঋকের কোনও শব্দই একার্থবাচক নহে। মনুষ্য যেমন বিভিন্ন প্রকৃতির, তাহাদিগের জ্ঞানের যেমন তারতম্য আছে, ঋকের ও তাহার তাৎপর্য্যেরও সেইরূপ ভেদাভেদ রহিয়াছে। বেদব্যাখ্যাতা সায়ণাচার্য্যই বিশেষ বিশেষ সূক্তের একাধিক অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যক করে না। ব্রাহ্মণের নিত্য-উচ্চারিত যে গায়ত্রী-মন্ত্র, সেই গায়ত্রী-মন্ত্রেরই তিনি দ্বিবিধ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উহার এক অর্থ— সূর্য্যপক্ষে, অপর অর্থ— পরব্রহ্মের জ্যোতিঃসম্পর্কে। মনীষিগণ বলেন—ঋকের অর্থ দেবলোকে একরূপ, মনুষ্য-লোকে একরূপ, মনুষ্যেতর অন্যলোকে আর একরূপ। হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার-অনধিকার তত্ত্ব লইয়া যে বিষম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, সে ঐ অর্থ গ্রহণ ব্যাপার লইয়াই। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ধ্যানধারণার সামর্থ্য আসে। বেদব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে এই বিষয়টী স্মৃতিপথে চিরজাগরূক থাকিলে, কদাচ সাম্যে বৈষম্য বা বৈষম্যে সাম্য, কোনরূপ বিপরীত ভাব হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে না।

* * *

পরিশিষ্ট—"ঋগ্বেদে সোম।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদ-সংহিতাকে অতি প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত নবীন, এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রথম মণ্ডলের প্রথম ৫০টি সূক্ত ও দ্বিতীয় হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত আটটি মণ্ডল অতি প্রাচীন অংশ। ইহা আদি ঋগ্বেদ। প্রথম মণ্ডলের অবশিষ্ট সূক্ত-সমূহ ও দশম মণ্ডল অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ। (১) ঋগ্বেদ-সংহিতার, সেই তথাকথিত প্রাচীন অংশে, সোম শব্দ যে চন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। (২) তাঁহারা বলিতে চান, প্রাচীন অংশে ব্যবহৃত সোম শব্দের অর্থ সোমলতা বা সোমরস; ঋগ্বেদের— কেবল নবীন অংশেই, চন্দ্র অর্থে সোম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) এই অংশ পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ কালের রচনা বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। চন্দ্রের গতিবিধির আলোচনা জ্যোতিঃ-

ভূমিকা।

১। Macdonell's Sanskrit Literature পৃঃ ৪১—৪০। Vedic Index by Macdonell and Keith. পৃঃ ৪১০।

২। Macdonell, Sanskrit Literature পৃঃ ৯৯। Muir, Sanskrit Texts, পৃঃ ২৭১। Vedic Index পৃঃ ২৫৪।

ঋঃ সং ১।১০৫।১, ১০।৬৪।৩, ১০।৮৫।১-৫, ১৮, ১৯।

শাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। এতৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান, বর্ত্তমান কালে, সভ্যতার ইতিহাসে, প্রাচীনত্বের পরিমাপক-স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় চন্দ্র শব্দের ব্যবহার অতি অল্প কয়েক বার মাত্র হইয়াছে, এবং তাহাতে চন্দ্রের জ্যোতিষ্কত্ব অতি সামান্যই রহিয়াছে। কিন্তু সোম শব্দের ব্যবহার অগণিত, এমন কি নবম মণ্ডলের সমস্ত কেবল সোম দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। নিরুক্তে যাস্ক চন্দ্রার্থক সোম শব্দের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন, তাহার সমস্তই ইউরোপীয়দিগের সেই তথাকথিত নবীন অংশ হইতে উদ্ধৃত। (১) তন্মধ্যে প্রধান ১০ম মণ্ডলের ৮৫তম সূক্ত, Roth, Weber প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক, বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া, নবীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাহাতে ইউরোপীয় বা তাঁহাদের মতাবলম্বী এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের আপত্তির কারণ না থাকিতে পারে, তজ্জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে, কেবলমাত্র ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের ঋক্-গুলিরই আলোচনা করা হইবে।

বৈদিক সাহিত্যে, আকাশ দেবনিবাসরূপে পরিচিত। (২) যাস্ক, দেব-শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"দেবঃ দ্যোতনাৎ বা দ্যুস্থানো ভবতীতিবা।" সেই দেব-নিবাস আকাশে বা দ্যুলোকে সোমের নিবাস। (৩) সোমের পরমপদ আকাশে বর্ত্তমান। (৪) সেই উন্নত দ্যুলোক হইতে, শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক সোম আহৃত হন। (৫) এইরূপ প্রবাদ ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল।

সোমের নিবাস-স্থান আকাশে।

সোম সঙ্কেত করিয়া আকাশের উপর হইতে আগমন করেন। (৬) দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া ইনি চতুর্দ্দিকে গমন করেন। (৭) আকাশ হইতে তাঁহার কিরণ যেন সহস্র ধারায় পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, এজন্য তিনি প্রার্থিত হন। (৮) তিনি বৃষভের ন্যায় নভঃ প্রদেশ দিয়া গমন করেন। (৯) সূর্য্য সোমের স্থান রক্ষা করেন এবং সোম দেবতাদের সন্তানগণকে রক্ষা করেন। (১০) তিনি দ্যুলোকের উপরে থাকিয়া নক্ষত্রগণকে দীপ্তিশীল করেন। (১১) ইনি ধর্ত্তা ও দ্যুলোক হইতে ইনি ক্ষরিত হন। (১২) মধুজিহ্বা

১। ঋঃ সং ১০।৮৫।৩, ৫, ১৮, ১৯ ; ১।১৯।১৮।

২। ব্যোমনি দেবানাং সদনে ৮।১৩।২ অধন্ দেবানাং বিশত্রিধা রোচনে দিবঃ, ৮.৬১।৩

৩। পদং যদস্ত পরমে ব্যোমনি, ১।৮৬।১৫

৪। দিবিতে নাভা পরম ১।৭১।১৪

৫। ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ শকুনো মন্দ্রং মদং।
সোমং ভরদ্দাদৃহাণো দেবাবান্দিবো অমুস্মাদুত্তরাদাদায়॥ ৪।২৬।৬

৬। কেতুং কৃণ্বন্ দিবস্পরি বিশ্বারূপাভ্যর্ষসি, ১।৬৪।৮

৭। স মর্ম্মৃজান ইন্দ্রিয়ায় ধায়সওভে অন্তারোদসী হর্ষতে হিতঃ। বৃষা, ১।৭০।৫

৮। সহস্রধারেব তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সন্তরজসি প্রজাবতীঃ ১।৭৪।৬

৯। অভিক্রিন্দন্ বৃষভো অপো গর্জন্তো বৃষায়তে নভসা বেপতে, ১।৭১।৩

১০। গন্ধর্ব ইৎথা পদমস্য রক্ষতি পাতি দেবানাং জনিমান্যদ্ভুতঃ ১।৮৩।৪

১১। অধিষ্ঠামহাৎ বৃষভো বিচক্ষণো রূরুচদ্বিদিবো রোচনা কবিঃ ১।৮৫।৯

১২। ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যোরসো দক্ষো দেবানাং ১।৭৬।১

বেণগণ (১) সোমকে দ্যুলোকের যজ্ঞে দোহন করেন। (২) আকাশে চলনশীল শিশু সোমকে বেণগণ স্তুতি করেন। (৩) ঐ উন্নত (শিশু) সোম, সূর্য্যের বিশ্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, শুক্রের সহিত দ্যুলোকে সতেজে দীপ্তি পান। (৪), (৫) ৯।৮৫।১২ ঋক্‌টি তদব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের সহিত পাঠ করিলে মনে হইবে, সোমকে শিশু বলা অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে। কারণ, কেবল শিশু সোমের সহিতই (অর্থাৎ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া হইতে চতুর্থীর চন্দ্রের সহিতই) শুক্রের যোগ বা সান্নিধ্য হওয়া সম্ভব। তিলক তৎকৃত Orion নামক গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার প্রমাণস্বরূপ ৯।৪৬।৪ ঋকের উল্লেখ করিয়াছেন।

সোম ও শুক্রের যোগ।

সোম দেবতাদিগের নিকট গমন করেন। (৬) তিনি দ্যুলোকস্পর্শী তেজঃরূপ বসনে আবৃত হইয়া নভস্তল অতিক্রম করিয়া যান। (৭) ইঁহার গতি আকাশস্থিত চলনশীল অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক; ইনি বায়ুর ন্যায় অনবরত গমন করেন এবং সূর্য্যের ন্যায় মানস-বেগে গমন করেন। (৮) ইনি সিন্ধুর (৯) অগ্রে ধাবিত হন, বাক্যের অগ্রে ও গোগণের (১০) অগ্রে গমন করেন। (১১) ক্ষরণশীল সোম বেগবান ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষকে ছাড়াইয়া যান। (১২) দ্যুলোকে সোমের গমনের জন্য পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। (১৩) তাহাকে ঋতের পথ (Path fixed by Universal Law) বলে; সেই পথ সোমের প্রিয়। (১৪) সোমের গমনপথ অতিশয় বিশাল। (১৫) সেই পথে তিনি অতিশয় শীঘ্র গমন করেন ও অপর

সোমের গমনশীলত্ব ধনুষাকার মার্গ ও পূর্ব্বাভিমুখী গতি।

১। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় তাঁহার রচিত Orion নামক বিখ্যাত পুস্তকের ১৬১—৫ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বেণই পাশ্চাত্য Venus ও ভারতবর্ষীয় শুক্র গ্রহ। শুক্র-শব্দও যে ঋগ্বেদ-সংহিতায় শুক্রগ্রহ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও তিনি ঐ সঙ্গে দেখাইয়াছেন।

২। দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতো বেণা দুহন্তি ৯।৮৫।১০

৩। নাকেসুপর্ণমুপপপ্তিবাংসং গিরো বেণানামকৃপন্ত পূর্ব্বী। শিশুং ৯।৮৫।১১

৪। ঊর্দ্ধো গন্ধর্ব্বো অধিনাকে অস্থাৎ বিশ্বারূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষাব্যদ্যৌৎ ৯।৮৫।১২ আধাবতা সুহস্ত্যঃ শুক্রা গৃভ্ণীতমন্থিনা ৯।৪৬।৪

৫। ১ম মণ্ডলের ৮৬।৪, ৯৪।১, ৯৪।২, ৯৬।২৪ প্রভৃতি ঋকগুলিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৬। সোমো দেবানামুপযাতি। ৯।৮৬।৭

৭। দ্রাপিং বসানো যজতো দিবি স্পৃশমন্তরীক্ষ প্রাভুবনেষর্পিতঃ। স্বর্জ্জানো নভসাভ্যক্রমীৎ॥ ৯ ৮৬।১৪

৮। বায়ুর্নয়োনিযুত্বাম্ ইষ্টযামা...পূষেব ধীজবনোসি সোম ৯।৮৮।৩

৯। সিন্ধু=অন্তরীক্ষ বা তদুপরস্থ স্থান। "অন্তরীক্ষস্যোপরি সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা আপাঃ"—সায়ণ

১০। গো=জ্যোতিষ্ক বা রশ্মি।

১১। অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষত্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছতি—৯।৮৪।১২

১২। পুমানেত্যোলোর্বাজী ভবতীদরাতি—৯।৯৬।১৫

১৩। রাজা সিন্ধূনাং পবতে পতির্দিব ঋতস্য যাতি পথিভিঃ কনিক্রদৎ, ৯।৮৬.৩৩

১৪। অভিপ্রিয়া দিবস্পদা সোমোহিয়ানো অর্ষতি। ৯।১২।৮

১৫। মধুপৃষ্ঠং ঘোরং অযাসং ৯।৮৯।৪

গমনশীল কেহ তাঁহার সহিত যাইতে পারে না। (১) সেই বিস্তীর্ণ মার্গে গমনশীল সোম, প্রভাত, স্বর্গ ও কিরণ দান করেন। (২) সোম সতর্ক হইয়া, ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন; ইঁহার রথ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সংযুক্ত, দেবলোকে জাত ও দর্শনীয়। (৩) ধনুর ন্যায় মার্গে ইনি গমন করেন। (৪)

সোমের শৃঙ্গ।

চন্দ্রের শৃঙ্গের ন্যায় ঋগ্বেদে সোমেরও শৃঙ্গের উল্লেখ আছে। সোমের শৃঙ্গের সংখ্যা দুই ও উহা হরিদ্বর্ণ। তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ সোম অন্তরীক্ষের মধ্য দিয়া গমন করেন। (৫) তীগ্মশৃঙ্গ হইয়া সোম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হন। (৬) চন্দ্রের পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক। তিনি নিজে বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণকে বর্দ্ধিত বা প্রীত করেন। (৭) সোম উচ্চ আকাশে (পবিত্রে ৮) ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হন। (৯) নদীজলের দ্বারা সমুদ্র যেরূপ স্ফীত হয়, তদ্রূপ সোমও দেবগণের পানের নিমিত্ত স্ফীত হন। (১০)

সোমের বর্দ্ধন বা ক্রমস্ফীত।

প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ জানিতেন যে, সোমের জ্যোতির কারণ সূর্য্য। সোম সূর্য্যের কিরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। (১১) তিনি সূর্য্যের কিরণ দ্বারা মার্জ্জিত হন। (১২) দেবস্থানে ধারা ক্ষরণ করিতে করিতে, ইনি 'সোমধান কলশে' (সূর্য্য-কিরণে) প্রবেশ করেন। (১৩) ['কলশ' শব্দের অর্থ, যাস্ক করিয়াছেন,—"কলা শেরতে অস্মিন্" অর্থাৎ কলশ সোমকলার আধার।] সুপর্ণ সোম সূর্য্যের কিরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং তথা হইতে পুনরায় জাত

সূর্য্যই সোমের জ্যোতির কারণ।

১। রংহত উরুগায়স্য জুতিং বৃথাক্রীড়ন্তং মিমতেন গাবঃ ৯।৭১।৯
২। উরু গব্যুতি অপঃ সিষাসন্ উষসঃ স্বঃ গা সংচিক্রদঃ, ৯।৯০।৪
৩। পূর্ব্বামনুপ্রদিশং যাতি চেকিতৎ সংরশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ ৯।১১১।২
৪। প্রসোমাসো অধন্বিষু ৯।২২।১।
অভিগাবো অনন্বিষু ৯।২৪।২।
প্রপবমান ধন্বসি সোমঃ ৯।২৪।৩
৫। তনূনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো অর্ষতি অন্তরীক্ষেণ রারজৎ ৯।৫।২।
রুবতি ভীমো বৃষভস্তবিষ্যয়া শৃঙ্গে শিশানো হরিণী ৯।৭০।৭।
এষঃ শৃঙ্গানি দোধুবৎ শিশীতে, ৯।১৫।৪।
তীগ্মে শিশানো মহিষো ন শৃঙ্গে ৯।৮৭।৭। তীগ্মশৃঙ্গ ৯।৯৭।৯।
৬। পরীনসংক্রমুতে তীগ্মশৃঙ্গ, ৯।৯৭।৯
৭। স বর্দ্ধিতা বর্দ্ধনঃ পূয়মানঃ সোমঃ, ৯।৯৭।৩৯
৮। পবিত্র—অন্তরীক্ষ, ঋঃ সং ৯।৯৭।৪৪ প্রভৃতি।
৯। বৃষা পবিত্রে অধিসানু অব্যেবৃহৎসোম বধুধে, ৯।৯৭।৪০
১০। প্রসোমদেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা ৯।১০৭।১২।
৯।২৭।৬, ৯।১৭।৪ প্রভৃতি ঋকেও এই স্ফীতির বর্ণনা আছে।
১১। যঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ পরিব্যত ৯।৮৬।৩২
১২। যঃ সূর্য্যাসিরেণমৃজ্যতে ৯।৭৬।৪
১৩। দিবঃ সুপর্ণাবচক্ষি সোমঃ পিম্বৎ ধারা কর্ম্মনা দেববীতৌ।
ক্রন্দোবিশঃ কলশং সোমধানং ক্রন্দন্নিহি সূর্য্যস্যোপরশ্মিং। ৯।৯৭।৩৩

হইয়া পৃথিবীকে দেখেন। (১, ২, ৩) সোমের অর্থ চন্দ্র হইলে ঋকৃগুলির অর্থ সুস্পষ্ট হয়। ঋগ্বেদে অসংখ্য স্থানে উক্ত হইয়াছে, সোম ক্ষরিত হইতে হইতে কলশে প্রবেশ করেন। (৪) কলশ মিত্র দেবতার স্থান বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। (৫) কলশ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত ঋকগুলিও দ্রষ্টব্য। (৬) ক্ষরিত হইতে হইতে, কৃষ্ণপক্ষের শেষে, অমাবস্যার দিবস, সূর্য্যের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, চন্দ্র অদৃশ্য হয়; এইজন্য এই সময়ে ইনি আধার-স্বরূপ কলশে প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। অমাবস্যা ও শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকিয়া, যখন দ্বিতীয়ার দিন সোম আবার দৃষ্ট হন, তখন তাঁহাকে নবজাত বা শিশুরূপে বর্ণনা করা প্রকৃতই স্বাভাবিক। সুতরাং কলশ শব্দের অর্থ সূর্য্যরশ্মিযুক্ত সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী আকাশের স্থান-বিশেষ, যথায় উপস্থিত হইলে চন্দ্র, ম্লানকিরণ হইয়া অদৃশ্য হন। (৭) ঋগ্বেদের ৯।৯৭।৩৩, ৯।৭১।৯ ঋকে ইহাই প্রকাশ করিতেছে।

সূর্য্যস্থানই বৈদিক সোমধান কলশ।

সোমের জ্যোতিঃ দ্বারা আলোকের উদয় হইয়া দিবসের (চান্দ্র দিনের বা তিথির) আবির্ভাব হয়। (৮) অগ্রগামী সোম সংসারে দিন পরিমাণ করিবার জন্য নিযুক্ত। (৯) ঋষিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সোমের সাহায্যে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। (১০) ঋতু ঋতুতে সোমই ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাহায্য করেন। (১১) সোম কর্ত্তৃক আমাদের পিতৃপুরুষগণ পদজ্ঞ হইয়াছিলেন। (১২) এই সোম দীপ্তি-রহিত রাত্রি, দিবস এবং বৎসর সকলকে দীপ্ত করিয়াছেন; পূর্ব্বকালে দেবগণই সোমকে

সোম হইতে দিনের পরিমাণ, ঋতুর বিভাগ, ব্রতের অনুষ্ঠান আদি।

১। অধিত্রিধীরধিত সূর্য্যস্থ দিব্যং সুপর্ণ অবচক্ষত ক্ষাং সোম পরিক্রতুনা পশ্যতে জাঃ, ৯।৭১।৯

২। অর্কস্য যোনিং আসদং অর্থাৎ সূর্য্য স্থানে সোম গমন করেন।—৯।২৫।৬

৩। জহাতি বব্রিং পিতুঃ এতি নিষ্কৃতং অর্থাৎ জরা ত্যাগ করিয়া পিতা স্বরূপ কলশে সোম প্রবেশ করেন। ৯।৭১।২

৪। সোম পুনানঃ কলশেষু সীদতি, ৯।৮৬।৯

৫। অক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি মিত্রস্য সদনেষু সীদতি ৯।৮৬।১১

৬। অভ্যর্ষসি যেনোন বংস্য কলশেষু সীদতি ৯।১২।৩৫।

সোম পুনানঃ কলশান্ অযাসীৎ ৯।৯২।৬।

সোম পুনানঃ কলশেষু সত্তা, ৯।৯৬।২৩

৭। Hillebrandt তৎকৃত Vedische Mytholozie গ্রন্থের ১, ৪৬৩-৬ পৃষ্ঠায় এই কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ঋগ্বেদ হইতে ৯।২৫।৬, ৯।৭১।২ প্রভৃতি ঋকগুলি এতদর্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৯।৭১।৯, ৯।৭৬।৪, ৯।৮৬।৩২ ঋকগুলি দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চন্দ্র সূর্য্যকিরণ দ্বারা দীপ্তিমান। (ঐ পুস্তক পৃঃ ৪৬৭-৪৬৮)। Thibaut এর মতও ঐরূপ (Astronomie Astrologie und Mathematik pg. 6).

৮। পবমানস্য জ্যোতিঃ বৎ অহ্নে অকৃণোৎ, ৯।৯২।৫

৯। অগ্রে যো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাং ভুবনেষর্পিতঃ, ৯।৮৬।৪৫

১০। ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোমপূর্ব্বে কর্ম্মাণি চক্রুঃ, ৯।৯৬।১১

১১। ইন্দু ধর্ম্মান্ ঋতু থা বসানঃ, ৯।৯৭।১২

১২। যেন নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ ৯,৯৭।৩৯

দিবসের হেতু-স্বরূপ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। (১) স্তুতি দ্বারা ক্ষরণশীল সোম, বেগবান ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষকে ছাড়াইয়া যান; অদিতির দুগ্ধের ন্যায় ইনি পরিশুদ্ধ; বিস্তীর্ণ পথের ন্যায় ইনি সুবিধা করিয়া দেন; সংযত অশ্বের ন্যায় ইনি মঙ্গলকারী। (২) সোম ক্ষেত্রবিৎ; জিজ্ঞাসু জনকে ইনি পথ বা দিক্ বলিয়া দেন। (৩) অজুষ্ট ও অব্রতকে ইনি বিনাশ করেন। (৪) সোম দ্যুতিমান দিনের রাজা। (৫) ইনি পথবিৎ গাতুবিৎ। (৬) সোম কর্তৃকই বিশ্বভুবন (অর্থাৎ সকলের ধর্ম্ম-কর্ম্ম) চালিত হইতেছে। (৭) ইনি ভুবনের রাজা, যজ্ঞের পথ দেখাইয়া দেন। (৮)

সোম অর্থে চন্দ্র না ধরিলে এই ঋকৃগুলির অর্থবোধ হয় না। সায়ণও বলেন—এই সমস্ত স্থলে সোমের অর্থ চন্দ্র। উদ্ধৃত ঋক্সমূহ হইতে ইহাও অনুমিত হয় যে, বৈদিককালে ধর্ম্মানুষ্ঠান তিথি অনুসারে হইত।

উপরে প্রদত্ত ঋকসমূহ হইতে সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে,—

১। সোম শব্দ কেবল সোমরস বা সোমলতা অর্থে ব্যবহৃত হইত না। সোম শব্দ আকাশের কোনও দীপ্তিমান্ পদার্থের প্রতিও প্রযুক্ত হইত।

২। সোম তারকা হইতে পারে না। কারণ, ঋগ্বেদে তারকাকে অচল বলা হইয়াছে; ইন্দ্র তারকাসমূহকে দৃঢ়াবয়ব করিয়াছেন। স্থির ও দৃঢ় তারকাগণকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না। (৯) কিন্তু সোম গতিশীল।

৩। সোমের গতি পূর্ব্ব দিকে বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কাজেই ইহা গ্রহ-বিশেষ।

৪। আকাশের গতিশীল পদার্থের মধ্যে সোমের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চন্দ্রই হিন্দু-জ্যোতিষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গতিশালী বলিয়া পরিচিত। সুতরাং সোম শব্দ যে চন্দ্রের নামান্তর, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না।

৫। সোম যে চন্দ্র, তাহার অপর প্রমাণ, তাহার শৃঙ্গ আছে ও সেই শৃঙ্গ সংখ্যায়

১। অয়ং স্তোতৃভ্যো ব্যক্তোষাবস্তোঃ শরদইন্দুরিন্দ্র। ইমং কেতুং মদধূর্নু চিদহ্নাং শুচিজন্মন উষসশ্চকার। ৬।৩৯।৩

২। এবস্ত সোমো মতিভিঃ পুনানোত্যোন বাজী তরতী দরাতীঃ। পয়োন দুগ্ধমদিতে রিষিরমুর্ব্বিবগাতু সুষমো নবোহ্লা॥ ৯।৯৬।১৫

৩। (সোমঃ) ক্ষেত্রবিৎ হি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে। ৯।৭০।৯

৪। অব অজুষ্টান্ বিধ্যতি বর্ণে অব্রতান্ ৯।৭৩।৮

৫। দিবো ন সর্গা অসস্রগ্রমহ্নাং রাজা ৯।৭৩।৩০

৬। সোমো গাতুবিত্তমঃ ৯।১০৭।৭।

অস্মভ্যং গাতুবিত্তমঃ ৯।১০১।১০।

এই সঙ্গে ৯।১০৪।৫, ৯।১০৬।৬, ৩।৬২।১৩, ৯।৬৫।১৩ ঋক্গুলিও দ্রষ্টব্য।

৭। তুভ্যে মা বিশ্বা ভুবনানি যে মিরে। ৯।৮৬।৩০

৮। ভুবনস্য রাজা বিদদ্গাতুং ব্রহ্মণে পূয়মানঃ ৯।৯৬।১০।

৯। ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃঢ়ানি দৃংহিতানি চ স্থিরাণি ন পরানুদে ৮।১৪।৯

দুই। অন্য গ্রহের শৃঙ্গ সম্বন্ধে কোন উক্তি হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায় না, কেবল চন্দ্রের শৃঙ্গের কথাই তাহাতে রহিয়াছে। সোমরস সম্বন্ধে শৃঙ্গ শব্দ একেবারেই প্রযুজ্য হইতে পারে না।

৬। চন্দ্রের বর্দ্ধনশীলত্ব, সোম ও চন্দ্রের অভিন্নত্ব প্রতিপাদক অন্যতম প্রমাণ।

৭। সূর্য্যের কিরণই সোম বা চন্দ্রের জ্যোতিষ্মত্ত্বার একমাত্র কারণ। এই মূল্যবান সত্য হিন্দু-জ্যোতিষেও বিশেষ পরিচিত ও ইহার নিদর্শন ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীন অংশে পাওয়া যাইতেছে।

৮। সোমকে দিনের রাজা, দিনের কর্ত্তা ও দিনের পরিমাপক বলা হইয়াছে। ব্রতানুষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। এইজন্য অনুমান হয়, চন্দ্রই সোম। ঋকে তাঁহারই উদ্দেশে 'সোম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৯। সোমের গমন-পথ ধনুর ন্যায়। সামান্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই এ সত্যের উপলব্ধি হয়। সোম শব্দ কেবল সোমরস অর্থে ব্যবহার করিলে এ কথার কোন সঙ্গত অর্থ উপলব্ধ হয় না।

১০। পুনশ্চ ইহাও একটি জ্যোতিষিক সত্য যে, ক্ষরিত হইতে হইতে সূর্য্যকিরণে প্রবেশ করিয়া সোম অদৃশ্য হন, পরে তথা পুনরায় জাত হইয়া তিনি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। এ ঘটনা কেবল চন্দ্রের পক্ষেই স্বাভাবিক।

১১। শুক্রের সহিত চন্দ্রের যোগ প্রকৃতই বিস্ময়োৎপাদক ও দর্শনীয় ব্যাপার। সোম কেবল লতা বা রস অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে এ বর্ণনার কোনই মূল্য থাকে না,—কোন অর্থবোধও হয় না।

প্রবন্ধ-মধ্যে উদ্ধৃত ঋক-সমূহের সমস্তই, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের তথাকথিত প্রাচীন অংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে, সুতরাং সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে, সোম শব্দ চন্দ্র অর্থে ব্যবহৃত হইত। বৈদিক ঋষিগণ চন্দ্র-সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্যোতিস্তত্ত্ব সমস্তই অবগত ছিলেন এবং চান্দ্র দিন অনুসারে তাঁহারা ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ অংশে চন্দ্র শব্দের আধিক্য না থাকায় অনুমিত হয় যে, জনসাধারণ তখন চন্দ্র অর্থে সোম শব্দেরই অধিক ব্যবহার করিত।

* *

আশ্বিন্‌সূক্তানুক্রমণিকা।

আশ্বিনতৃচঃ প্রাতরনুবাকস্যাশ্বিনে ক্রতৌ বিনিযুক্তঃ। তথা চ সূত্রিতং—অথাশ্বিন এষো উষাঃ প্রাতর্যুজেতি চতস্রোঽশ্বিনা যজ্বরীরিষঃ। আ০ ৪।১৫। ইতি।

আশ্বিন্‌সূক্তের বঙ্গানুবাদ।

প্রাতরানুবাকের অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধীয় যজ্ঞকর্ম্মে আশ্বিনতৃচের প্রয়োগ হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "অথাশ্বিন" প্রভৃতি সূত্র সূত্রিত হইয়াছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চমোবর্গঃ।

* * *

আশ্বিন-সূক্তং।

আশ্বিন-সূক্তে বারটী ঋক আছে। অশ্বিনদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া, ঐ সূক্তের প্রথম ঋক্‌ত্রয় প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, সূক্তটী আশ্বিন-সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আশ্বিন-সূক্তের বারটী ঋকে চতুর্ব্বিধ দেবতার স্তুতিবাদ আছে। তিন তিনটী ঋক্ এক এক প্রকার দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। প্রথম তিনটী ঋক্ অশ্বিনদ্বয়ের সম্পর্কে, চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত ঋকত্রয় ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধে, সপ্তম হইতে দশম পর্য্যন্ত ঋক্‌ত্রয় বিশ্বেদেবগণ সম্বন্ধে এবং দশম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ঋক্‌ত্রয় সরস্বতী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বায়বীয়-সূক্তে যে তিন অভিনব দেবতার পরিচয় পাইয়াছিলাম, এখানে তাঁহাদের হইতে পৃথক পৃথক দেবতার সন্ধান পাইলাম। দেখিলাম—অশ্বিনদ্বয় (অশ্বিদ্বয়); দেখিলাম—ইন্দ্রদেবতাকে আর এক রূপে; দেখিলাম—বিশ্বেদেবগণকে; দেখিলাম—দেবী সরস্বতীকে। পুরাণে-উপাখ্যানে এই সকল দেবতার বিষয় কতরূপে কত ভাবেই ব্যক্ত আছে! আর তাহাতে এই সকল দেবতার কর্ম্ম-সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর করিয়া রাখিয়াছে।

অশ্বিনদ্বয় (অশ্বিদ্বয়)—পুরাণে দেববৈদ্য বলিয়া পরিচিত। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ষোড়শাধিক শততম-সূক্তে দেখিতে পাই,—তাঁহারা অসাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা-বিশারদ ছিলেন। ঐ সূক্তের সায়ণাচার্য্যকৃত-ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—রাজা খেলের স্ত্রী বিশপ্‌লার একটী পা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। যে রাত্রিতে বিশপ্‌লার পদ দ্বিখণ্ডিত হয়, সেই রাত্রিতে সদ্যই অশ্বিদ্বয় লৌহজঙ্ঘা দ্বারা বিশপ্‌লার সেই পদের অভাব মোচন করিয়াছিলেন। ঐ সূক্তে আরও

প্রকাশ,—রাজা ঋজ্রাশ্বের পিতা কর্ম্মফলে অন্ধ হইয়াছিলেন; অশ্বিদ্বয় তাঁহার অন্ধতা দূর করিয়া পুনরায় তাঁহার চক্ষু দান করেন। এইরূপ, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের সপ্তদশাধিক শততম-সূক্তের (৬ষ্ঠ ঋকে) ব্যাখ্যায় দেখি,—কক্ষিবানের দুহিতা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্তা হইয়াছিলেন; রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার বিবাহ হয় না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে রোগমুক্ত করায় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। অষ্টাদশাধিক শততম সূক্তে প্রকাশ,—অশ্বিদ্বয়, কণ্ব-ঋষির অন্ধতা বিদূরিত করেন (ঋক্ ৭); নিষাদ-পুত্র বধির হইয়াছিলেন, অশ্বিদ্বয়ের আনুকূল্যে তিনি শ্রবণশক্তি প্রাপ্ত হন। বধ্রিমতীর স্বামী নপুংসক ছিলেন; অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। প্রথম-মণ্ডলের ষোড়শাধিক শততম সূক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশত্যধিক শততম-সূক্ত পর্য্যন্ত অশ্বিদ্বয়ের যে স্তব আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে লোকাতীত-শক্তিসম্পন্ন শারীরবিজ্ঞানবিৎ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ব্যাধি-বিপত্তি লইয়া সংসার জর্জ্জরীভূত হইয়া আছে। সেই ব্যাধি-বিপত্তি বিনাশের দেবতারূপে অশ্বিদ্বয়ের উপযোগিতা, ভগবদ্বিভূতির সার্থকতা—বেদে পুরাণে নানা স্থানে নানা ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কেবল চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদ বলিয়া নহে; আরও বিবিধ প্রকারে মনুষ্যের বিপদ বারণে অশ্বিদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত হই। প্রথম মণ্ডলের সপ্তদশ অনুবাকে তাঁহারা তুগ্র রাজার পুত্র ভুজ্যুকে পোত-মগ্নে সমুদ্র- মধ্যে নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যান্য গুণের বিষয় সংক্ষেপে চতুস্ত্রিংশ-সূক্তের একাদশ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে প্রার্থনা করা হইতেছে,—"আপনারা আমাদিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি করুন; আপনারা আমাদিগের পাপরাশি বিধৌত করুন; আপনারা আমাদিগের রিপুগণের বিনাশসাধন করুন; আপনারা সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের সহায় হইয়া আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করুন।" এই সকল উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়,—অশ্বিদ্বয়, কেবল শারীর-বিজ্ঞানবিৎ শ্রেষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন না; সংসারী জীব যখন তাঁহাদিগের নিকট যে ভাবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, তখনই তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অশ্বিদ্বয়-নামে কাহার কোন্ বিভূতির মানুষ যে অর্চ্চনা করিয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু সে ভাবে তদ্রূপ উপলব্ধির সামর্থ্য সাধারণ মানুষ কিরূপে পাইবে? কর্ম্মঘোরের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সে সামর্থ্য-লাভের উপযোগিতা প্রাপ্ত হইতে না পারিলে তাঁহাদের স্বরূপ-তত্ত্ব কে বুঝিবে? সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান পল্লবিত হইয়া নানারূপে মানুষের চিত্তকে তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে। অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে, মহাভারতে ও শাস্ত্রাদিতে নিম্নরূপ উপাখ্যান-সমূহ প্রচারিত আছে; যথা,—

বিশ্বকর্ম্মার এক কন্যার নাম—সংজ্ঞা। সূর্য্যের সহিত তিনি পরিণীতা হন। কিন্তু পতির তেজ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। সেই হেতু আপন শরীর হইতে স্বসদৃশরূপা 'ছায়া' নাম্নী এক কামিনীকে সৃষ্টি করেন। সেই কামিনী সংজ্ঞার প্রতিনিধিরূপে সূর্য্যের সেবায় ব্রতী থাকেন। ছায়াকে প্রতিনিধি রাখিয়া সংজ্ঞা পিতৃগৃহে চলিয়া আসেন। সূর্য্যদেব তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হন, পিতা বিশ্বকর্ম্মা সংজ্ঞাকে যথোচিত ভৎর্সনা করেন। সংজ্ঞা পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া পিতা বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার মুখাবলোকন করিতে

চাহেন না। পিতা-কর্তৃক ভৎসিত হইয়া অভিমানে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সংজ্ঞা উত্তর-কুরুবর্ষে গমন করেন এবং সেখানে অশ্বিনী-রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে থাকেন। সূর্য্যদেব সেই বিষয় জানিতে পারিয়া এবং সংজ্ঞাকে নিরপরাধা বুঝিয়া, অশ্বরূপ পরিগ্রহ করেন এবং উত্তরকুরুবর্ষে গিয়া পত্নীর সহিত বসবাস করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের সেই বসবাসের ফলে দুই যমজ-পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই দুই পুত্র অশ্বিনীকুমার নামে অভিহিত হয়। ইঁহারা দেববৈদ্য, সুপণ্ডিত, বীরপুরুষ এবং সর্ব্বজনের কল্যাণসাধক। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভিন্ন সংজ্ঞার গর্ভে রেবন্ত নামে আর এক পুত্র জন্মে এবং তাহার পর সূর্য্যদেব সংজ্ঞাকে লইয়া স্বগৃহে আগমন করেন। মহাভারতে নকুল ও সহদেবের জনক বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্যদেবের অশ্বরূপ-গ্রহণ-কালে ইঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ইঁহারা অশ্বিন নামে পরিচিত। দস্র, নাসত্য, আশ্বিনেয়, বিশ্বেদেবা প্রভৃতি নামেও ইঁহারা পরিচিত হন। ধর্ম্মকর্ম্ম মাত্রেই ইঁহাদের পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে, তাঁহাদের নাসত্য ও দস্র প্রভৃতি নামকরণ বিষয়ে, বহু প্রকারে, বহু রূপ উপাখ্যান প্রচারিত আছে। তদ্বিবরণ যথাস্থানে প্রকাশ করা যাইবে।

গ্রীস-দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে 'ক্যাষ্টর' ও 'পোলক্স' নামক দুই দেবতার বিষয় বিবৃত আছে। অশ্বিদ্বয়ের সাদৃশ্য তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'ক্যাষ্টর' ও 'পোলক্স'——অশ্বিদ্বয়ের অনুস্মৃতি।

যাস্কের নিরুক্ত-গ্রন্থের অনুসরণে, ম্যাক্সমূলার-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে, অশ্বিদ্বয়-শব্দে প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের অবস্থা-বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হিন্দুগণ পুতুল পূজা করেন, পৌত্তলিক-হিন্দুগণ প্রকৃতির যখনই যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়াছেন, তখনই তাহার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবম্বিধ মত যাঁহারা পোষণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা অশ্বিদ্বয়কে প্রকৃতির ক্রিয়া ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারেন? তাঁহাদেরই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে (তাঁহার টিপ্পনীতে) নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে অশ্বিদ্বয় নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? যাস্ক নিরুক্ততে সে বিষয়ে এই লিখিয়াছেন,—'তৎ কৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবা-পৃথিব্যৌ ইতি একে। অহো রাত্রৌ ইতি একে। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃকাল ঊর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশীভবস্য অনুবিষ্টম্ভমনু।' অতএব যাস্ক, অশ্বিদ্বয়ের কাল নির্ণয় করিয়াছেন, অর্দ্ধ-রাত্রির পর এবং আলোক-প্রকাশের পূর্ব্বে।

"অশ্বিদ্বয় কে? সে বিষয়ে যাস্ক অনেকগুলি তাৎকালিক মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাঁহার নিজের মত, যতদূর বুঝা যায়, বোধ হয় এই যে, অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্ব্বে যে আলোক ও অন্ধকারে বিজড়িত থাকে, তাহাই অশ্বিদ্বয়।

"ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে Max Muller, অশ্বিদ্বয় অর্থে উভয় সন্ধ্যা অর্থাৎ

প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল বিবেচনা করেন। Origin and Growth of Religion (1882), P. 219. Goldstucker বিবেচনা করেন অশ্বিদ্বয় ঋভুগণের ন্যায় প্রসিদ্ধ মনুষ্য ছিলেন, পরে দেব বলিয়া অর্চ্চিত হইতে লাগিলেন, এবং তখন তাঁহারা অর্দ্ধরাত্রির পরের বিমিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার বলিয়া পূজিত হইতেন।

"The transition from darkness to light when the intermingling of both produces that inseparable duality expressed by the twin nature of these deities"—Dr. Goldstucker's note on Muir's Sanscrit Texts, Vol. V. (1884.) P. 257.

"উষার পূর্ব্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজদেব বলিয়া উপাসিত হইলেন, তবে তাঁহাদিগকে অশ্বি-নাম দেওয়া হইল কেন? এটী একটী বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, উষার আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেই জন্য সেই আলোক বা রশ্মি সমূহকে ঋগ্বেদে সর্ব্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং সূর্য্য ও উষাকে অশ্বযুক্ত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমা ও অর্থ ভুলিয়া গেল, এবং একটী উপাখ্যান সৃষ্ট হইল যে, সূর্য্য ও উষা অশ্ব ও অশ্বিনী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাদিগেরই পুত্র। এইরূপে বেদের অশ্বিদ্বয় (অর্থাৎ আলোক ও ছায়াযুক্ত উষার পূর্ব্ব সময়) পুরাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইয়া গেলেন। সে গল্প মহাভারতে দেখ।

"The legend of the Saranyu and Vivasvat assuming the form of horses may be meant simply as an explanation of the name of their children, the Aswins"—Maxmuller's Science of Language (1882) Vol. II. P. 530.

"অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলীয় ১৭ সূক্তে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে," যথা "ত্বষ্টা, কন্যার বিবাহ দিতেছেন এই বলিয়া বিশ্ব-ভুবন একত্রিত হইল, যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় মহৎ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। মর্ত্ত্যগণের নিকট হইতে অমর দেবীকে লুকাইয়া রাখিল। তাঁহার ন্যায় একজনকে সৃষ্টি করিয়া বিবস্বান্‌কে দান করিল। এই ঘটনার সময় সে অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিল, সরণ্যু মিথুনদের ত্যাগ করিয়া যাইল।"

"ইহার অর্থ পরিষ্কার নহে, কিন্তু এইটুকু বুঝা যায় যে, ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবস্বানের সহিত বিবাহ হয় এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

"বিবস্বান্ অর্থ সূর্য্য এবং সরণ্যু—উষা। কিন্তু তাঁহাদিগের অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার কোনও কথা এখানে নাই।

"যাস্ক, খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দে জীবিত ছিলেন, এবং উপরি উক্ত ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমজ-সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন

করেন। বিবস্বান্‌ও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান এবং তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।" তিনি আরও বলেন, অশ্বরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর যে যমজ সন্তান হইয়াছিল তাহারা যম ও যমী, এবং সরণ্যু আপন পরিবর্ত্তে যে দেবীকে বিবস্বানের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সবর্ণা এবং বিবস্বানের দ্বারা তাঁহার যে পুত্র হয়, তিনিই বৈবস্বত মনু।"

যেমন অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে, তেমনি বরুণাদি সম্বন্ধেও প্রকৃতির ক্রিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির কোন্ অবস্থা-বৈচিত্র্যকে কি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সে সকল বিষয় যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে। তবে আশ্বিন-সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিপ্রসঙ্গে যে সকল উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসমুদায় যে রূপক-মূলক, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অপিচ, কোনও পৌরাণিক বিবরণের সহিত অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধ-সূচনায় বিষয়টী জটীল রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

অশ্বিন, অশ্বিদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দস্র, নাসত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গের আলোচনায় অন্তরে কিন্তু এক অভিনব চিন্তার উদয় হয়। একেশ্বরবাদিগণের মনে সংশয় আসে,—পরমেশ্বর যদি এক ও অভিন্নই হইলেন, তবে (অশ্বিদ্বয়) 'দ্বয়' বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা হইল কেন? আর 'যমজ' রূপেই বা তাঁহার পরিকল্পনার কারণ কি? ইহার উত্তরে, আমাদের মনে হয়, ভগবানের যে বিভূতি ব্যক্ত করিবার জন্য যে নাম-সংজ্ঞার প্রয়োজন, 'দ্বয়' শব্দের প্রয়োগে তাহারই সার্থকতা সংসাধিত হইয়াছে। ঋকের ভাষ্যে এবং পুরাণের কাহিনীতে অশ্বিদ্বয়কে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। 'বৈদ্য' বলিলে দুইটী ভাব মনে আসে। যিনি দেহের চিকিৎসা করেন, যিনি রোগের চিকিৎসা করেন, অর্থাৎ যিনি দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসক, তিনি এক প্রকার বৈদ্য; আর যিনি মানসিক ব্যাধির নিরাস করেন, পাপ 'কলুষ-চিন্তা' দূর করিয়া দেন, তিনি আর এক প্রকারের বৈদ্য। কেবল দেহের ব্যাধি দূর হইলেই মনুষ্যজীবন সফল হয় না,—প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায় না। পরন্তু যাঁহার দেহের ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে মনের ব্যাধি দূর হইয়াছে, তাঁহাকেই প্রকৃত স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। অশ্বিদ্বয় নামে সেই দুই ভাবের—সেই দ্বিবিধ ব্যাধির শান্তিকারক অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি দেহের ব্যাধি নাশ করেন; আবার তিনি সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করিয়া অন্তরে শান্তি দান করেন। এই দুই ভাবে দুই দিকে তাঁহার দুই শক্তি প্রসারিত। সেই জন্যই 'দ্বয়' বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে। যমজ-সন্তানের সার্থকতাও দুই ব্যাধির সম্বন্ধ-সূত্রে উপলব্ধ হয়। দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি—দুই-এর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একের বিনাশে অন্যের ক্লেশ দূর হয় না। অতএব সূক্তে বলা হইতেছে,—'আমার দেহ, জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া জর্জ্জরীভূত; আবার অন্তরও পাপ রিপুগণের পরিপোষণে বিষম ব্যাধিগ্রস্ত। একই বেদনা দুই ভাবে প্রকাশমান। একই তুমি দুই ভাবে দুই দিক দিয়া দুইরূপ ব্যাধির শান্তি কর। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতির ইহাই তাৎপর্য্য।'

আগ্নেয়-সূক্তের পর বায়বীয়-সূক্তের সমাবেশ, চিত্তক্ষেত্রে এক অভিনব ভাবপ্রবাহ

সঞ্চারিত করে। তদন্তে আশ্বিন-সূক্তের অবতারণাও তদ্রূপ ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়। প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে যখন সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইল, যখন "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম" পঞ্চভূতের সমাবেশে (অগ্নি-বায়ু-বরুণ-ইন্দ্র-মিত্র পঞ্চদেবতার বিকাশে) নশ্বর জীবদেহের উৎপত্তি ঘটিল; তখনই ব্যাধি-বিপত্তির আধিপত্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসিল। আর, সেই সময়ই, সেই ব্যাধিবিপত্তি-বিনাশকারী দেবরূপ ভগবানের বিভূতি প্রকাশ আবশ্যক হইয়া পড়িল। আগ্নেয়-সূক্তের ও বায়বীয়-সূক্তের পর আশ্বিন-সূক্তের অবতারণা যেন মণিমালার দ্বারা ঋগ্বেদের একটী অঙ্গ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
অশ্বিনাবিন্দ্রোবিশ্বেদেবাঃ সরস্বতী দেবতাঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য
আশ্বিনসূক্তস্য প্রাতঃসবনে অশ্বিনে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

অশ্বিনা যজ্বরীরিষোদ্রবৎপাণী শুভস্পতী।

পুরুভুজা চনস্যতং ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বিনা। যজ্বরীঃ। ইষঃ। দ্রবৎপাণী ইতি দ্রবৎঽপাণী।

শুভঃ। পতী ইতি। পুরুঽভুজা। চনস্যতং ॥ ১ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে দ্রবৎপাণী (প্রসারিত-হস্তৌ) শুভস্পতী (শোভন-কর্ম্মপালকৌ) পুরুভুজা (বহু-ভোজিনৌ, প্রচুরপরিমাণদাতারৌ, বিস্তীর্ণভুজযুগলৌ বা) অশ্বিনা (অশ্বিনৌ, অশ্বিনী-কুমারৌ) যজ্বরীঃ (যাগনিষ্পাদিকাঃ) ইষঃ (হবির্লক্ষণানি অন্নানি) চনস্যতং (ইচ্ছতং ভুঞ্জাথাং) যুবামিতি শেষঃ। ১॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রসারিত-বাহু, সুকর্ম্মপ্রতিপালক, পুরুভুজ (বহুভোজী, বা দাতৃশ্রেষ্ঠ অথবা বিস্তীর্ণভুজ) অশ্বিনদ্বয়! আপনারা এই যজ্ঞনিষ্পাদক হবিঃস্বরূপ অন্ন গ্রহণ করুন। ১॥

* * *

সায়ণভাষ্যম্।

হে অশ্বিনৌ যুবামিষো হবির্লক্ষণান্যন্নানি চনস্যতং। ইচ্ছতং। ভুঞ্জাথামিত্যর্থঃ। যদ্যপি চনঃশব্দোঽন্নবাচী তথাপীষ ইত্যনেন সহ নাস্তি পুনরুক্তিদোষঃ। ইচ্ছামুপলক্ষয়িতুং প্রযুক্তত্বাৎ। বক্তব্যমুবাচ। সমূলকাষং কষতীত্যাদৌ যথা পুনরুক্ত্যভাবস্তদ্বৎ। কীদৃশীরিষঃ। যজ্বরীঃ যাগনিষ্পাদিকাঃ। কীদৃশাবশ্বিনৌ। দ্রবৎপাণী। হবির্গ্রহণায় দ্রবন্ত্যাং ধাবন্ত্যাং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা উভয়ে হবিঃস্বরূপ অন্ন সকল অভিলাষ করেন, অর্থাৎ ভোগ করিয়া থাকেন। 'চনস্' শব্দে যদিও অন্ন বুঝায়, কিন্তু তথাপি (অন্নাদিগণ) 'ইষ' শব্দের সহিত পুনরুক্তিদোষ ঘটিতেছে না। অর্থাৎ, 'চনস' ও ইষ'—উভয় শব্দেই অন্ন বুঝায়। কিন্তু এতদুভয় শব্দ যদিও অন্নবাচক, তথাপি উভয়ের একত্র প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই। ইচ্ছা অর্থে ভোজনের ইচ্ছা বুঝাইবার জন্য, 'চনস্যতং' ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া পুনরুক্তি দোষ বাধিত হইয়াছে। কারণ, ইচ্ছাকে উপলক্ষণ করিবার নিমিত্তই "চনস্যতং" ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে। "বক্তব্য বলিয়াছিলেন," 'যাহাতে সমূলে কষণ (নাশ) হয়, সেইরূপ কষণ (নাশ) করিতেছে" ইত্যাদি দৃষ্টান্তস্থলে যেমন (বক্তব্য এবং বলা, কষণ এবং কষণ, ইত্যাদিরূপে) পুনরুক্তি দোষ ঘটে না; সেইরূপ এ স্থলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই,—ইহাই বুঝিতে হইবে। কিরূপ রিষ (অন্ন) সমুদয়? অর্থাৎ, আপনারা কিরূপ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন?—"যজ্বরীঃ"—যাগকর্ম্মনিষ্পাদক। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ?—না, "দ্রবৎপাণী"; অর্থাৎ,—হবির্গ্রহণের

পাণিভ্যামুপেতৌ। শুভস্পতী। শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালকৌ। পুরুভুজা। বিস্তীর্ণভুজৌ বহুভোজিনৌ বা॥ অশ্বিনা আমন্ত্রিতস্যেতি ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। যজ্বরীঃ। যাগকরণান্নামপ্যন্নানামসিশ্ছিনত্তীতিবৎ স্বব্যাপারে কর্ত্তৃত্ববিবক্ষয়া সুযজোঙ্‌বনিপ্‌। পা০ ৩।২।১০৩। ইতি ঙ্‌বনিপ্‌প্রত্যয়ঃ। বনোরচ। পা০ ৪।১।৭। ইতি ঙীপ্‌। তৎ সন্নিয়োগেন রেফাদেশঃ। প্রত্যয়দ্বয়স্যানুদাত্তৌ সুপ্পিতাবিত্যনুদাত্তত্বাদ্‌ধাতুস্বর এবাবশিষ্যতে। ইষংশব্দে শসোঽনুদাত্তত্বাৎপ্রাতিপদিকস্বর এব শিষ্যতে। দ্রবন্তৌ ধাবন্তৌ পাণী যয়োঃ তয়োঃ সম্বোধনং দ্রবৎপাণী ইতি। তস্যামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং ন পুনরাষ্টমিকো নিঘাতোঽপাদাদাবিতি প্রতিষেধাৎ। ইষ ইতি পূর্ব্বপদস্য সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্‌ভাবেন মিত্রাবরুণাবৃতা-

নিমিত্ত দ্রবমান (ধাবমান) হস্তদ্বয় সমন্বিত; এবং "শুভস্পতী"; অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মের পালনকর্ত্তা; অপিচ "পুরুভুজা" অর্থাৎ বিস্তীর্ণভুজযুগলসমন্বিত অথবা অতিশয় ভোজনশীল বা যাঁহারা (যে দুইজন) বহু ভোজন করেন। "আমন্ত্রিতস্য" (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্র দ্বারা "অশ্বিনা" পদটির ষাষ্ঠিক আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "অসিশ্ছিনত্তি" অসি ছেদন করিতেছে—এই বাক্যে যেমন ছেদন ক্রিয়ায় করণভূত অসির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হয় (অর্থাৎ যেমন অসি দ্বারা ছেদন করিতেছে, এইরূপ না বলিয়া অসি ছেদন করিতেছে এইরূপও বলা হয়), তদ্রূপ এস্থলে যাগ-ক্রিয়ার বাস্তবিক করণভূত অন্ন-সমুদয়ের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করায় (উক্ত অন্ন সমুদায়ের বিশেষণ) যাগকর্ম্মনিষ্পাদকার্থ "যজ্বরীঃ" এই পদটি, কর্ত্তৃবাচ্যে বিহিত, "সুযজোঙ্‌বনিপ্‌" (পা০ ৩।২।১০৩) এই সূত্রানুসারে ("যজ্‌" ধাতুর উত্তর) "ঙ্‌বনিপ্‌" (বন্‌) প্রত্যয় এবং "বনোরচ।" (পা০ ৪।১।৭) সূত্র অনুসারে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ' (ঈ) প্রত্যয় এবং তাহার সন্নিয়োগহেতু নকারস্থানে রেফাদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" সূত্রানুসারে 'ঙ্‌বনিপ্‌' ও 'ঙীপ্‌'—প্রত্যয় দুইটির স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে বলিয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিল। "ইষঃ" পদটিতে (দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচন) শস্‌ প্রত্যয়ের অনুদাত্তত্ব হেতু প্রাতিপদিক স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "ধাবমান হইয়াছে হস্তদ্বয় যে দেবতাদ্বয়ের" এই অর্থে, সম্বোধনের দ্বিবচনে "দ্রবৎপাণী" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এই আমন্ত্রিত পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; "অপাদাদৌ" (পা০ ৮।১।১৮) এই সূত্র দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া, আষ্টমিক নিঘাত-স্বর হইতে পারিল না। (অর্থাৎ,—'ইষ' শব্দে 'শস্‌' প্রত্যয়যোগে "ইষঃ—নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেইজন্য উহার প্রত্যয়ের স্বর অনুদাত্ত। প্রত্যয়-স্বর অনুদাত্ত বলিয়া উহার প্রাতিপাদিক স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। (হবিরাদি গ্রহণ জন্য) ধাবমান হস্তদ্বয় যাঁহাদের,—এই অর্থে দ্রবৎপাণী পদ প্রযুক্ত। উহা সম্বোধনে ব্যবহৃত। "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্রানুসারে উহার আদিস্বর উদাত্ত। অপিচ, "অপাদাদৌ" (পা০ ৮।১।১৮) সূত্র অনুসারে অনুদাত্তত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আষ্টমিক নিঘাত-স্বর হইতে পারিল না।) "ইষঃ"—এই পূর্ব্ব-পদের, "সুবামন্ত্রিতে" (পা০ ২।১।২) সূত্র অনুসারে পরাঙ্গবদ্‌ভাব জন্য, "মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধৌ"

স্বধাবিতিবদপাদাদিত্বমিতি চেৎ। ন। তত্র সামানাধিকরণ্যেন পরস্পরান্বয়াৎ। ইহ ত্বিষো দ্রবৎপাণী ইত্যনয়োঃ সরস্বতিশুতুদ্রিপদবদসামর্থ্যেন প্রযুক্তত্বাৎ। শুভ ইতি শুভ শুংভ দীপ্তাবিত্যস্ত সম্পদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিবন্তস্য ষষ্ঠ্যেকবচনং ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র। পা° ৮।৩।৫৩। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। তস্য পতী ইত্যামন্ত্রিতে পরতঃ পরাঙ্গবদ্ভাবাদামন্ত্রিতাদ্যু-দাত্তত্বং। ন পুনরাষ্টমিকো নিঘাতঃ। তস্মিন্ কর্ত্তব্যে দ্রবৎপাণী ইতি পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্যা-মন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যবিদ্যমানবদ্ভাবেন পাদাদিত্বাদপাদাদাবিতিপ্রতিষেধাৎ। নন্থ মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবিতিবন্নামান্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইত্যবিদ্যমানবদ্ভাবপ্রতিষেধেন ভবিতব্য-মিতি চেৎ। ন। মিত্রাবরুণপদং হি সামান্যবচনমিতি যুক্তস্তস্যাবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধঃ।

পদের ন্যায়, দ্রবৎপাণী পদের পাদাদিত্ব হইতে পারে। (এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণের নিমিত্ত উত্তরে বলিতেছেন)—তাহা হইতে পারে না। কারণ, সেস্থলে "মিত্রাবরুণৌ" এবং "ঋতাবৃধৌ" পদদ্বয় পরস্পর সমানাধিকরণে অন্বিত হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু "সরস্বতি" ও "শুতুদ্রি" এই পদদ্বয়ের ন্যায় "ইষঃ" ও "দ্রবৎপাণী" পদদ্বয়ের সমানাধিকরণে অন্বয়ের সামর্থ্য ব্যতিরেকেই প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ "ইষঃ" ও "দ্রবৎপাণী" এই দুইটি পদের পরস্পর তুল্যাধিকরণের অন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। সুতরাং পাদাদিত্বও হইতে পারিল না। "শুভস্পতী" শব্দে "শুভশুংভদীপ্তৌ" দীপ্ত্যর্থ শুভ্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিত্ব হেতু ভাবে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া এবং ষষ্ঠীর একবচনে "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" (পা° ৮।৩।৫৩) এই সূত্র অনুসারে উক্ত ষষ্ঠী বিভক্তি "ঙস্" (অস্) এর সকার জাত বিসর্গের স্থানে স আদেশ হইয়া 'শুভস্' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তস্য পতী" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসনিষ্পন্ন আমন্ত্রিত পদ পরে আছে বলিয়া, পরাঙ্গবদ্ভাব জন্য, 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা° ৬।১।১৭৮) এই ষাষ্ঠিক সূত্র অনুসারে আমন্ত্রিত পদের আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। পরন্তু উহার আষ্টমিক নিঘাত স্বর (অনুদাত্ত স্বর) হইতে পারিল না। অনুদাত্ত স্বর সিদ্ধ করিতে হইলে "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্য-মানবৎ" সূত্র অনুসারে "দ্রবৎপাণী" এই পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবদ্ভাব হয় বলিয়া পাদাদিত্বহেতু অপাদাদিতে নিঘাত হয়; কিন্তু 'অপাদাদৌ' (পা° ৮।১।১৮) এই প্রতিষেধ সূত্র অনুসারে তাহা নিষিদ্ধ হওয়ায় অনুদাত্তস্বর হইল না। এস্থলে একটী সন্দেহের বিষয় উত্থাপিত হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন,—"মিত্রাবরুণৌ" এবং "ঋতাবৃধৌ" সম্বোধনান্ত পদদ্বয়ের ন্যায় 'শুভস্পতি' ও 'দ্রবৎপাণী' পদদ্বয় পরস্পর সমানাধিকরণ হইয়াছে বলিয়া ('দ্রবৎপাণী' পদের) অবিদ্যমানবদ্ভাব প্রতিবিদ্ধ হউক। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, "মিত্রাবরুণৌ" পদটী সামান্যবচনরূপে কথিত হইয়াছে। সেইজন্য উহার অবিদ্যমানবদ্ভাবের যে প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসিদ্ধই হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু "দ্রবৎপাণী" পদটী সেইরূপ (সামান্যাকারে) কথিত হয় নাই। এবম্ভূত বৈষম্যদোষ হয় বলিয়া তদ্রূপ আশঙ্কার কোনও কারণই নাই। "বিস্তীর্ণ হইয়াছে ভুজ-যুগল যে দেবদ্বয়ের"—এই

দ্রবৎপাণীপদং তু ন তথেতি বৈষম্যাৎ। পুরুভুজৌ। পুরু বিস্তীর্ণৌ ভুজৌ যয়োস্তৌ আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। পুরু বহু ভুঞ্জাতে ইতি বা। চনস্যত-মিত্যত্র চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চ। উ০ ৪।২০১। ইতি চায়ৃ পূজানিশামনয়োরিত্যস্মাসুন্‌প্রত্যয় আকারস্য হ্রস্বে চানুকৃষ্টে সুড়াগমে চ। লোপোব্যোর্বলি। পা০ ৬।১।৬৬। ইতি যকার-লোপে চনস্‌শব্দোঽন্ননামসু পঠিতঃ। তদাত্মন ইচ্ছতীতি সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌। পা০ ৩।১।৮। সনাদ্যন্তাঃ। পা০ ৩।১।৩২। ইতি ধাতুত্বাল্লোণ্মধ্যমদ্বিবচনং। ক্যচঃ প্রত্যয়স্বরেণান্তো-দাত্তত্বং। শপৈকাদেশে কৃত একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। উপর্য্যাখ্যাতস্য লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে স্বরিতত্বং। ন চ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্যা-বিদ্যমানবদ্‌ভাবেন পদাদপরত্বাৎ পাদাদিত্বাদ্বা তদপ্রাপ্তেঃ ॥ ১ ॥

* * *

বহুব্রীহি সমাসে "পুরুভুজা" পদ নিষ্পন্ন। আমন্ত্রিত (সম্বোধনে ব্যবহার) হেতু, 'আমন্ত্রিতস্য চ' (৬।১।১৭৮) সূত্র অনুসারে পুরুভুজা শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সুপাংসুলুক্‌' (পা০ ৭।১।৩৯) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে (ঔ স্থানে) ডা আদেশ হইয়াছে। কিম্বা বহু ভোজন করেন যে দেবদ্বয়, তাঁহাদিগকে "পুরুভুজা" অথবা বহুভোজী (দাতৃশ্রেষ্ঠ বা বিস্তীর্ণভূজ কহে। "চনস্যতং" পদটিতে, পূজা ও শ্রবণার্থ চায়ৃ (চায্‌) ধাতুর উত্তর "চায়তেরন্নেহ্রস্বশ্চ" (উঃ ৪।২০১।) সূত্র অনুসারে 'অসুন্‌' প্রত্যয় করিয়া অকারের হ্রস্ব করা হইয়াছে। অনুকর্ষ হেতু চ-কারের পরে সুট্‌ আগম; তৎপরে "লোপোব্যোর্বলি" (পা০ ৬।১।৬৬) সূত্র অনুসারে য-কারের লোপ করিয়া "চনস্‌" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অন্ননামকগণ মধ্যে 'চনস্‌' শব্দ পঠিত হয়। সেই জন্য চনস্‌ শব্দের অর্থ অন্ন। আত্মেচ্ছাতে "সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌" (পা০ ৩।১।৩২) সূত্র অনুসারে চনস্‌ শব্দের উত্তর ক্যচ (য) প্রত্যয় হইয়াছে। এইরূপে ক্যজন্তের (চনস্যের) "সনাদ্যন্তাঃ", (পা০ ৩।১।৩২) সূত্রানুসারে ধাতুত্ব সিদ্ধ করিয়া, লোটের মধ্যমপুরুষের দ্বিবচনে তম্‌ প্রত্যয়ে "চনস্যতং পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু, ক্যচ্‌ প্রত্যয়ের অন্তস্বর উদাত্ত হইল। শপ্‌ প্রত্যয়ের একাদেশ হইল বলিয়া "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" (পা০ ৮।২।৫) সূত্র অনুসারে উহার স্বর উদাত্ত হইয়াছে। আখ্যাতিক "ল"কার (এস্থলে লোটবিভক্তি) সার্ব্বধাতুক সকল ধাতু সম্পর্কেই ইহার প্রয়োগ দিদ্ধ হয়। এইজন্য অনুদাত্তস্বরের প্রাপ্তি ঘটায় 'চনস্যতং' পদের স্বর স্বরিত হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পা০৩।১।৩৪) এই সূত্র দ্বারা উহার নিঘাত-স্বর অর্থাৎ অনুদাত্ত স্বর হয় নাই। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী (পুরুভুজ) আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবদ্‌ভাবহেতু পদের আদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে; সেই জন্য, পাদাদিত্ব অর্থাৎ (পাদের আদিভূত পদ) হইয়াছে বলিয়া, 'চনস্যতং' পদের নিঘাত-স্বরের অপ্রাপ্তি ঘটিল অর্থাৎ উহার স্বর অনুদাত্ত হইল। ১ ॥

* * *

প্রথম ঋকের বিশদার্থ

——§•§——

এই ঋকের কয়েকটী শব্দ বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার উপযোগী। প্রথম—'দ্রবৎপাণী'। এই শব্দে (দ্রবন্ত্যাং ধাবন্ত্যাং পাণিভ্যাং হস্তাভ্যামুপেতৌ) সাধারণতঃ 'প্রসারিত-হস্ত' অর্থ উপলব্ধ হয়। যেন তিনি হবিঃ গ্রহণের জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন; অর্থাৎ, তিনি যেন বুঝাইতেছেন,—তাঁহার পূজার জন্য যজমানকে বিশেষ কোনও আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না; তিনি আপনিই পূজা-গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন। তিনি অনায়াসলভ্য বা অল্পায়াসলভ্য। 'দ্রবৎপাণী' শব্দে এই এক ভাব সূচিত হয়। আর এক ভাব,—তিনি হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন—তোমায় ক্রোড়ে লইবার জন্য—তোমার আধিব্যাধিশোকতাপ দূর করিবার জন্য—তোমায় শান্তি-সুখ প্রদান করিবার জন্য। যিনি আমার পূজা গ্রহণ করিতে, আবার যিনি আমার শান্তি-দান করিতে, বাহু বিস্তার করিয়া আছেন;—তেমন দেবতার পূজায় মানুষ অগ্রসর হইবে না কি? মানুষের চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ব্যাধিবিপত্তিনিগৃহীত জনগণকে যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, সন্তাপ-নিবারক এই বিভূতির (অশ্বিনদ্বয়ের) বিকাশ।

যুগে যুগে অবতাররূপ গ্রহণ করিয়া তিনি জগদ্বাসীকে যে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার 'দ্রবৎপাণী' বিশেষণে তাহারই আভাষ প্রাপ্ত হই। তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া আচণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহময় হস্ত যুগে যুগে প্রসারিত রহিয়াছে। রাম অবতারে গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়া, আলিঙ্গন করিয়া, তিনি যে বাহু-প্রসারের পরিচয় দেন; কৃষ্ণ অবতারে ভক্তমাত্রকেই হৃদয়ে স্থান দান করিয়া তিনি আপনার পদ্মবাহু-প্রসারের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান; পরিশেষে নদীয়ায় গৌরচন্দ্ররূপে উদয় হইয়া আচণ্ডালে যেরূপভাবে কোল দিয়া যান; তাহারই পূর্ব্ব-স্মৃতি

ঋকের ঐ 'দ্রবৎপাণী' শব্দে পরিব্যক্ত নহে কি? সত্যই তিনি 'দ্রবৎপাণী'; তিনি যদি 'দ্রবৎপাণী' না হইবেন, তিনি যদি পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়া না থাকিবেন, তবে আর জীবের গতি-মুক্তির উপায় কোথায়? তিনি যে দয়ার সাগর, তিনি যে করুণার আধার! তাঁহার করুণাময় দয়াময় নামের সার্থকতা কোথায় রহিবে—যদি তিনি না করুণা-বিতরণের জন্য হস্ত-প্রসারণ করিয়া রহিবেন। এই জন্যই তাঁহার 'দ্রবৎপাণী' বিশেষণ।

তিনি 'শুভস্পাতী' অর্থাৎ শোভনকর্ম্মের পালক, সুকর্ম্মের প্রতি-পোষক। শোভনকর্ম্মই বা কি, আর সুকর্ম্মই বা কি? শোভনকর্ম্ম বলে সেই কর্ম্মকে—যে কর্ম্মে মানুষের যশঃখ্যাতি বৃদ্ধি পায়। যশঃখ্যাতি অপেক্ষা মানুষের আর শোভনীয় সামগ্রী কি আছে? অঙ্গ-শোভা—দৈহিক সৌন্দর্য্য—জন্ম-জরা-বার্দ্ধক্যের সঙ্গে লোপ পায়। অলঙ্কারাদির শোভা—অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়; পরিশেষে সকলই মৃত্যুর করতলগত হয়। কিন্তু যশের শোভা—সুকর্ম্মের খ্যাতি—অবিনশ্বর রহিয়া যায়। পুণ্যশ্লোক দাতাকর্ণ, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দেহের শোভা কত দিন হইল লোপ পাইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের যশের শোভা আজিও জগৎ আলো করিয়া আছে! আর সে শোভা সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, সুকর্ম্মের প্রভাবেই তাঁহারা জগতে শোভনীয় হইয়া আছেন। সুকর্ম্ম—সৎকর্ম্মই শ্রেষ্ঠ শোভা। অশ্বিনদ্বয় সেই শোভার প্রতি-পালক। অর্থাৎ—সেই শোভা তাঁহারা বর্দ্ধন করেন ও রক্ষা করেন। সৎকর্ম্মের—শোভনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ভগবানের করুণা-আকর্ষণে স্বতঃই সামর্থ্যবান হন। বর্ত্তুল যেমন অল্পবেগে অতিক্রান্ত সঞ্চালিত হয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান সূচনা হইতেই সেইরূপ পূর্ণতা-লাভের প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অশ্বিনদ্বয়ের বিশেষণ যে 'শুভস্পতি', তদ্দ্বারা যজমানকে এই বলিয়া দিতেছে—তুমি অল্পপরিমাণে একবার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেখ, তোমার সে কর্ম্মের সাফল্য-বিষয়ে ভগবান আপনিই সহায় হইবেন। কেন-না, তিনি 'পুরুভুজ' অর্থাৎ প্রচুরপরিমাণ দাতৃত্বাদি-গুণসম্পন্ন। তিনি দয়ার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া আছেন; তুমি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তিনি তোমার সহায় হইবেন। 'পুরুভুজা' শব্দে যদি 'বহুভোজী' অর্থ

গ্রহণ করি, তাহাতেও তাঁহার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। তিনি বহুভোজী অর্থাৎ তাঁহাকে অর্চনা করিতে এবং তাঁহার পূজা প্রদান করিতে কোনই সঙ্কোচের আবশ্যক নাই। যিনি স্রক্‌চন্দনবিল্বদলে তাঁহার পূজা করিতে পারেন, তিনি তাহাই করুন; যিনি মাত্র গঙ্গোদকে তাঁহার পূজা করিতে চাহেন, তিনি তাহাতেই সফল-কাম হইবেন; যিনি পিষ্টক-পায়সাদি বহুবিধ ভক্ষ্যভোজ্য সংগ্রহে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিতে সামর্থ্যবান, তিনি তাঁহার পূজাও গ্রহণ করিবেন; আবার যিনি সামান্য উপকরণও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মাত্র উদকোপচারে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন; তাঁহার পূজাও তিনি গ্রহণ করিবেন। সুপেয় অপেয় সকলই তাঁহার আদরের সামগ্রী। তাঁহাতে যখন প্রচুর-ভোজন-সামর্থ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তিনি সকলেরই পূজা গ্রহণ করিতেছেন, বুঝিতে হইবে। অপিচ, তিনি সকলেরই মুক্তির পথের বাধাবিপত্তি দূর করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন।

মূলে আছে,—'অশ্বিনা'। টীকাকারের ব্যাখ্যায়—'অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ'; অর্থাৎ,—'অশ্বিনা' হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বুঝাইতেছে। ইহাই সমস্যার বিষয়। প্রত্যেক দেবতা প্রত্যেক বিভূতি, এক এক নামে পরিচিত আছেন। কিন্তু এখানে যে অভিন্ন যুগ্ম-দেবতার অবতারণা—ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—দুইয়েই এক, একেই দুই। একই ভগবান রামকৃষ্ণরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন; একই ভগবান রামলক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হন; একই ভগবানে রাধাকৃষ্ণের যুগ্মস্মৃতি জাগিয়া আছে। পরন্তু বিষয়-বিশেষের উপর আধিপত্য-বিস্তারের জন্য ভগবানকে যুগলমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল, আর সেই মূর্ত্তির মধ্যে তিনি যে অভিন্নভাবে বিদ্যমান ছিলেন, অশ্বিনদ্বয়ে তাহারই আদর্শ প্রতিফলিত রহিয়াছে।

যজ্ঞনিষ্পাদক হবিঃ স্বরূপ অন্ন গ্রহণ করুন,—এই বাক্যে তাঁহাদিগকে নিকটে আনিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। তিনি নিকটেই তো আছেন! তিনি কি দূরে থাকিতে পারেন? তিনি শুভকর্ম্মের পালক, তিনি প্রচুর-পরিমাণে দাতৃত্ব-শক্তি-সম্পন্ন; যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, নিশ্চয়ই তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া।

ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বিনা পুরুহদংসসা। নরা। শবীরয়া। ধিয়া।

ধিষ্ণ্যা। বনতং। গিরঃ ॥ ২ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

পুরুদংসসা (বহুকর্ম্মাণৌ আশ্চর্য্যকর্ম্মকারকৌ) নরা (বীরৌ, নেতারৌ বা) ধিষ্ণ্যা (নির্ভীকৌ, বুদ্ধিমন্তৌ বা) অশ্বিনা (হে অশ্বিনৌ) 'যুবাং' শবীরয়া (অপ্রতিহতগতিযুক্তয়া) (ধিয়া) আদরযুক্তবুদ্ধ্যা (গিরঃ অস্মাকং স্তুতীঃ) বনতং (স্বীকুরুতং) ॥ ২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে আশ্চর্য্যকর্ম্মশীল নেতৃস্থানীয় নির্ভীক বীর অশ্বিনদ্বয়! আপনাদের অপ্রতিহতগতি আদরবুদ্ধি, অর্থাৎ অবাধ অগাধ স্নেহ; আপনারা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন, অর্থাৎ প্রার্থনা শ্রবণ করুন। ২ ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ যুবাং গিরোঽস্মদীয়াঃ স্তুতীর্ধিয়াদরযুক্তয়া বুদ্ধ্যা বনতং। সংভজতং স্বীকুরুতং। রুদ্রশাবশ্বিনৌ। পুরুদংসসা। বহুকর্ম্মাণৌ। ষড়্বিংশতিসংখ্যকেষু কর্ম্মনামসু দংস ইতি পঠিতং। নরা। নেতারৌ ধিষ্ণ্যা ধাষ্ট্র্যযুক্তৌ বুদ্ধিমন্তৌ বা। কীদৃশ্যা ধিয়া। শবীরয়া। গতিযুক্তয়া। অপ্রতিহতপ্রসরয়েত্যর্থঃ॥ অশ্বিনেত্যাগ্যামন্ত্রিতচতুষ্টয়স্য ষাষ্ঠিক-মামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নাষ্টমিকো নিঘাতঃ। পুরুদংসসেত্যপি হি পাদাদিরেব-নামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্ত্বাৎ। নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইতি পূর্ব্বস্য সামান্যবচনত্বেনাস্য বিশেষবচনত্বেন নাবিদ্যমানবত্ত্বমিতি চেৎ। ন। অশ্বিশব্দবৎ-পুরুদংসস্ শব্দস্যাপ্যশ্বিনোরেব রূঢ্যা প্রযুজ্যমানতয়া সামান্যশব্দত্বাৎ। সামান্যবচনং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা উভয়ে, আমাদিগের স্তুতি সকল ধী-সহকারে অর্থাৎ আদর-যুক্ত বুদ্ধি দ্বারা, সম্যক্‌রূপে ভজনা করু—স্বীকার করু! অর্থাৎ,—আমরা আপনাদের উদ্দেশে যে সকল স্তুতি করিতেছি, আপনারা আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় সাদরে গ্রহণ করুন। সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ?—কি কি গুণবিশিষ্ট,—"পুরুদংসসা" অর্থাৎ বহুবিধ কর্ম্ম-নিষ্পাদক, (ষড়্বিংশতি প্রকার কর্ম্মবাচক শব্দের মধ্যে 'দংসস্' শব্দ পঠিত হইয়াছে।) "নরা" অর্থাৎ দেববৃন্দের নেতৃদ্বয় এবং "ধিষ্ণ্যা" অর্থাৎ নির্ভীক অথচ সুচতুর কিংবা প্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন। কীদৃশ বুদ্ধি দ্বারা স্বীকার করেন? "শবীরয়া"—গতিবিশিষ্ট; অর্থাৎ,—সর্ব্ববিষয়ে সমব্যাপী-অপ্রতিহত প্রখর বুদ্ধি দ্বারা। "অশ্বিনা" ইত্যাদি আমন্ত্রিতচতুষ্টয়ের, (অর্থাৎ অশ্বিনা পুরুদংসসা, নরা ও ধিষ্ণ্যা এই সম্বোধনান্ত পদ চারিটীর) আদিস্বর গুলি, পাণিনীয় ষষ্ঠ্যাধ্যায়-বিহিত আমন্ত্রিতাদি (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইল; পদাদিত্ব হেতু (পা০ ৮।১।১৮) আষ্টমিক নিঘাত স্বর হইতে পারিল না। "পুরুদংসসা" এই পদটিও পাদাদি হইয়াছে, যেহেতু "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বম-বিদ্যমানবৎ" এই সূত্র দ্বারা ইহার পূর্ব্বস্থিত "অশ্বিনা" পদের অবিদ্যমানবদ্-ভাব স্বীকার করিতে হয়। (অনুপস্থিতি কল্পনা করিতে হয়।) পক্ষান্তরে "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণেসামন্যবচনম্"—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের সামান্যবচনত্ব (বিশেষ্যত্ব) এবং 'পুরুদংসসা' এই পদের বিশেষ-বচনত্ব (বিশেষণত্ব) থাকায় (উক্ত প্রকারে) অবিদ্যমানবদ্ভাব হইবে না,—এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা আদৌ ভিত্তিহীন। কারণ, অশ্বিন শব্দের তুল্য অর্থ পুরুদংসস্ শব্দে রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) থাকায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অর্থেই সামান্যাকারে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ,—অশ্বিনীকুমারার্থক পুরুদংসস্ শব্দটি বিশেষণ নহে, ইহাও বিশেষ্য; সুতরাং এস্থলে সামান্য বিশেষ ভাবের আশঙ্কা হইতে পারে না।

নাবিদ্যমানবদিত্যুক্তেঽর্থাৎপরস্য বিশেষবচনত্বাবগমাৎ। উভয়োঃ সামান্যবচনত্বে পর্য্যায়ত্বেন পৌনরুক্ত্যা তৎসহাপ্রয়োগ ইতি চেৎ। ন। গুণবিশেষসঙ্কীর্ত্তনবৎ প্রসিদ্ধানেকনামবিশেষ-সম্বন্ধসঙ্কীর্ত্তনস্যাপি স্তুত্যুপযোগেন সপ্রয়োজনত্বানিপ্রয়োজনপুনর্ব্বচনস্যৈব পুনরুক্তত্বাৎ। অশ্বিপুরুদংসঃ শব্দয়োরেকার্থবৃত্তিত্বেঽপি পর্য্যায়ত্বাদেব প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদাভাবেনাসামানা-ধিকরণ্যাদপি নাবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধঃ। ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানামেব হ্যেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং। অশ্বিশব্দস্যাশ্বিসম্বন্ধো নিমিত্তং পুরুদংসঃ শব্দস্য তু বহুকর্ম্মসম্বন্ধ ইতি প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদ ইতি চেৎ। ন। তদ্ধি স্বয়ং ব্যুৎপত্তিমাত্রনিমিত্তং ন প্রবৃত্তিনিমিত্তং। ব্যুৎপত্তিনিমিত্তভেদমাত্রেণাপি সামানাধিকরণ্যাভিধানে বৃক্ষমহীরুহশব্দয়োরপি তথাত্ব-প্রসঙ্গঃ অত এব ইড়ে রন্তেঽদিতেসরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহি বিশ্রুতি এতানি তেঽঘ্ন্যে নামানীত্যত্র সহস্রতমীপ্রশংসোপযোগিত্বেনেড়াদিশব্দানামেতানি তে অঘ্ন্যে নামানীতি

যাহা সামান্য (বিশেষ্য) ভাবে কথিত হয়, তাহার অবিদ্যমানবদ্‌ভাব হয় না; এইরূপ নিয়মে, পরপদের বিশেষবচনত্ব (বিশেষণত্ব) অর্থাধীন অবগত হইতে পারা যায়। (অশ্বিনা ও পুরুদংসসা) এই উভয় পদে সামান্যবচনত্ব থাকিলে, অর্থাৎ দুইটী পদই একার্থজ্ঞাপক হইলে, পর্য্যায় শব্দ প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ হইয়া যায়। সুতরাং একত্র প্রয়োগ করিতে পারা যায় না।" ইহা আশঙ্কনীয় হইলেও তাহা সঙ্গত নহে, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না, কারণ গুণিব্যক্তির যেমন গুণবিশেষের সংকীর্ত্তন করিলে স্তুতি হয়, সেইরূপ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অনেক নাম কিংবা বিশেষ সম্বন্ধ বারম্বার কীর্ত্তিত হইলে, স্তুতিই হইয়া থাকে। অতএব উক্ত উভয় পদের সপ্রয়োজনত্ব হেতু (উক্তরূপ বিশেষ প্রয়োজন থাকায়) পুনরুক্তি দোষ হইল না। যেহেতু নিষ্প্রয়োজন একার্থক শব্দ পুনরায় কথিত হইলেই পুনরুক্তি দোষ হয়। অশ্বি ও পুরুদংসস্ শব্দের একার্থ বৃত্তিত্ব হইলেও এক পর্য্যায়ভুক্তই (উক্ত শব্দদ্বয়ের) প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভেদ না থাকায় সমানাধিকরণ্যের অভাব হইলেও পূর্ব্বোক্ত অবিদ্য মানবদ্‌ভাবের প্রতিষেধ (নিষেধ) হইবে না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি নিমিত্ত—শব্দসংঘের এক অর্থে বৃত্তিকে (বর্ত্তমানতাকে) সমানাধিকরণ্য কহে। "অশ্বি শব্দের অশ্ব সম্বন্ধটি নিমিত্ত এবং পুরুদংসস্ শব্দের বহু কর্ম্ম সম্বন্ধটি নিমিত্ত, অতএব উক্ত উভয় শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভেদ হইয়াছে"— এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কেন-না, তাহা হইলে কেবল দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি নিমিত্ত হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিনিমিত্ত হয় না। কেবল ব্যুৎপত্তিনিমিত্তের ভেদ দ্বারাই সামানাধিকরণ্য কথিত (স্থিরীকৃত) হইলে, বৃক্ষ ও মহীরুহ এই শব্দদ্বয়েরও সামানাধিকরণ্য প্রসঙ্গ (আপত্তি) হইতে পারে। এই নিমিত্তই "ইড়েরন্তেঽদিতে সরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহিবিশ্রুতি এতানিতেঽঘ্ন্যে নামানি"—এস্থলে সহস্র সহস্র প্রশংসার উপযোগিতা আছে বলিয়া ইড়াদি শব্দসমূহের "এতানিতে অঘ্ন্যে নামানি" অর্থাৎ হে অবধ্য গাভি! এইগুলি তোমার নাম

বচনেন পর্য্যায়াণামপ্যনেকবিশিষ্টনামসম্বন্ধনিবন্ধস্তুত্যর্থত্বেনৈব সহপ্রয়োগঃ। স্তুত্যুপযোগেনৈব ব্যুৎপত্তিনিমিত্তভেদবিবক্ষায়ামপি পর্য্যায়ত্বেনাসামানাধিকরণ্যাদেব নামন্ত্রিতইতি-নিষেধাভাবাদামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতি পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্বাৎসর্ব্বেষাং ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। তদ্বৎপ্রকৃতেঽপি। কৃশৄপৄকটিপটিশৌটিভ্য ঈরন্ পা০ ৪।৩০। ইত্যত্ত ঈরন্নিত্যনুবৃত্তৌ বহুলবচনাদন্যত্রাপীত্যনেন শুশ্রুগতাবিতি ধাতোরীরন্‌প্রত্যয়ে কৃতে নতি নিত্বাচ্ছরীরয়াশব্দআদ্যুদাত্তঃ। ধিয়েত্যত্র সাবেকাচ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। বনতমিত্যত্র শপঃ পিত্বাল্লোণ্মধ্যমদ্বিবচনস্য লসার্ব্বধাতুকত্বাচ্চ বন ষণ সংভক্তাবিতিধাতুদাত্তত্বমেব শিষ্যতে। ন চ তিঙ্ঙতিঙ ইতিনিঘাতঃ পূর্ব্বামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানবত্বেন পাদাদিত্বাৎ। গিরঃ। সুপোঽনুদাত্তত্বে প্রাতিপদিকস্বরঃ শিষ্যতে ॥ ২ ॥

এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় উক্ত বাক্যের পর্য্যায়-শব্দগুলির বিশিষ্ট বিশিষ্ট নামের সম্বন্ধবশতঃ স্তুতি-নিমিত্তক হওয়ায় (একার্থক) কতকগুলি শব্দের একত্র প্রয়োগ হইয়াছে। স্তুতির উপযোগিতা-হেতু ব্যুৎপত্তিনিমিত্তক ভেদ গৃহীত হইলেও পর্য্যায়ত্ব-হেতু (একপর্য্যায়ের অন্তর্গত হওয়ায়) সমানাধিকরণ্য হয় না বলিয়া, "নামন্ত্রিতে সামানাধিকরণে সামান্যবচনম্" এই সূত্র-বিহিত নিষেধ সঙ্গত হইতে পারিল না ; পরন্তু "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" এই সূত্র বিহিত হইল। (মন্ত্রস্থ আমন্ত্রিত) পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের অবিদ্যমানবদ্‌ভাব হওয়ায় সকল পদেরই ষাষ্ঠিক (পাণিনীয় ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত সূত্রানুসারে) আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে ; সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও (বর্ত্তমান স্থানেও) সেই নিয়ম বুঝিতে হইবে। "কৄ শৄ পৄ কটি-পটিশৌটিভ্য ঈরন্' (পা০ ৪।৩০) এই সূত্র হইতে ঈরন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে "বহুলবচনাদন্যত্রাপি" এই সূত্র দ্বারা গমনার্থ 'শু' ধাতুর উত্তর ঈরন্ প্রত্যয় দ্বারা "শরীরয়া" এই পদটি সাধিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্ব হেতু (অর্থাৎ ঈরন্ প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ধিয়া" এই পদটীর "সাবেকাচ" (৬।১।১৬৮) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে বিভক্তি-স্বর (অন্ত্যস্বর) উদাত্ত হইয়াছে। "বনতং" এই পদটীতে 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্ববশতঃ (অর্থাৎ প থাকে না বলিয়া) এবং লোটের মধ্যম পুরুষের দ্বিবচন "তম্" বিভক্তির লসার্ব্বধাতুকত্ব-নিবন্ধন (অর্থাৎ লকার মাত্রেরই সকল ধাতুতে সাধারণ-ভাবে সম্বন্ধ আছে বলিয়া) "সংভক্তি সম্যক ভজনা" অর্থাৎ স্বীকারার্থক বন্ ধাতুর উদাত্ত-স্বরই অবশিষ্ট রহিল। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাতস্বর হইল না ; যেহেতু পূর্ব্ব-বর্ত্তী আমন্ত্রিত পদের "ধিষ্ণ্যা" এই সমুদ্র-পদের (অবিদ্যমানবদ্‌ভাব হওয়ায়) বনতং পদের পাদাদিত্ব হইয়াছে। "গিরঃ" এই পদটীতে সুপ্ প্রত্যয়ের স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে ; সুতরাং প্রাতিপাদিক (বিভক্তি-রহিত প্রাকৃতিক) স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থ।।

——§ • §——

ঋকে বলা হইতেছে,—আপনারা আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী (পুরুদংসসা)। আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী না হইলে, আর বহুকর্ম্মকারী না হইলে, এই পাপভারাক্রান্ত বিপন্ন বহুনরের উদ্ধার-সাধন কাহার দ্বারা হইবে? বহুজনের উদ্ধার-সাধনে বহুকর্ম্মের ভাব আসিতেছে; আবার যাহার উদ্ধারের কোনও আশা নাই, যে পাপ-পঙ্কে পূর্ণ-নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করা—আশ্চর্য্যকর্ম্মকারকের আশ্চর্য্য কর্ম্ম নহে কি? যে কর্ম্ম মানুষে পারে না, তাহাই মানুষের নিকট আশ্চর্য্য কর্ম্ম; যে কর্ম্ম দেবগণের অসাধ্য, তাহার অধিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম আর কি আছে? অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা সেই আশ্চর্য্য-কর্ম্ম—দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি প্রশমনরূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম—সাধিত হয় বলিয়াই, তাঁহারা 'পুরুদংসসা' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

'নরা' অর্থাৎ বীর বা নেতৃস্থানীয় বিশেষণের সার্থকতাও ঐ সূত্রেই উপলব্ধি হয়। জীবের শান্তিবিধানরূপ যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম—সে কর্ম্ম যাঁহাদের দ্বারা সাধিত হয়, তাঁহাদের ন্যায় 'বীর' আর কে আছে? যুদ্ধে জয়লাভ করিলেই বীর হয় না; অরিদমনই একমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে; কর্ম্ম দ্বারা শ্রেয়োলাভ করাও যে বিশেষ বীরত্বের নিদর্শন, তাহাও বলিতে পারি না; সেই বীরত্বই শ্রেষ্ঠ বীরত্ব,—তাঁহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ বীর,—যিনি পাপী-তাপীর উদ্ধারসাধনে সমর্থ হন। সে সামর্থ্য মানুষে সম্ভবে না, দেবতায়ও বিরল দেখি। সে সামর্থ্য যাঁহার আছে, তিনিই লোকাতীত—তিনিই দেবাতীত। নেতৃত্বও তাঁহাতেই সম্ভবপর। কর্ম্মিজনের বা জ্ঞানিজনের নেতৃত্বে সেরূপ প্রতিষ্ঠা নাই; যাঁহার নেতৃত্ব অভাজন জনকে উদ্ধার করিতে পারে—মোক্ষের পথে অগ্রসর করাইতে পারে, তাঁহার নেতৃত্বই প্রকৃত নেতৃত্ব—সেই নেতাই প্রকৃত নেতা। তাঁহার নির্ভীকত্ব এই উপলক্ষেই উপলব্ধ হয়। সাধুদিগের পরিত্রাণের

জন্য যুগে যুগে অবতাররূপে তাঁহার আবির্ভাব তো আছেই; কিন্তু আপামর নরনারী সকলকেই উদ্ধার করার প্রয়াস—নির্ভীক বীরের বিশিষ্ট লক্ষণ। পরবর্ত্তিকালে পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষরূপে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভগবানের এই বিভূতিরই বিকাশ দেখি।

তাঁহাদিগের মধ্যে সকল গুণের শ্রেষ্ঠ গুণ—তাঁহাদের হস্ত অপ্রতিহত-ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে; আর তাঁহারা আদর করিয়া সকলকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন। 'অশ্বিনা শবীরয়া'—এই বাক্যের ঐ 'শবীরয়া' শব্দে যে গুণরাশি প্রকাশ পাইতেছে, তাহার তুলনা হয় না। মনে পড়ে—অযোধ্যার ভূষণ রাম-লক্ষ্মণের পুণ্যময় স্মৃতি; মনে পড়ে—বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণবলরামের লোকোত্তর কীর্ত্তি; মনে পড়ে,—গৌরনিতাইরূপ কর্ণ-ধারের জগাই-মাধাইরূপ অধমতারণ। এই ঋকের ঐ শব্দ দেখিয়া নিরাশের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতে পারে; হতাশের অশ্রুধারা শুকাইয়া যাইতে পারে। মনে আশার সঞ্চার হয়,—পাপী-তাপীর উদ্ধার-সাধনের জন্য তিনি যখন পদ্মহস্ত বিস্তার করিয়া আছেন, আর তিনি যখন আদরপূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিয়া ক্রোড় দিতে প্রস্তুত আছেন, তখন আর ভয় কিসের?—ভাবনাই বা কি? দ্বারে উপস্থিত হও; তাঁহারা আপনিই ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। তাহা হইলেই আমাদের স্তব তাঁহাদের গ্রহণ করা হইবে।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ

আয়াতং রুদ্রবর্ত্তনী ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দস্রা। যুবাকবঃ। সুতাঃ। নাসত্যা। বৃক্তবর্হিষঃ।

আ। যাতং। রুদ্রবর্তনী ইতি রুদ্রবর্তনী ॥ ৩ ॥

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে দস্রা (দস্রৌ—রিপূণাং নাশকৌ, শত্রুক্ষয়কারকৌ, রোগনাশকৌ বা) নাসত্যা, (নাসত্যৌ—সত্যস্য প্রণেতারৌ, অসত্যরহিতৌ, সৎস্বরূপৌ বা) রুদ্রবর্ত্তনী (রুদ্রাণাং শত্রুরোদনকারিণাং শূরাণাং বর্ত্তনির্মার্গো যয়োস্তৌ, বীরশ্রেষ্ঠৌ) 'অশ্বিনৌ' বৃক্তবর্হিষঃ (বৃক্তানি মূলরহিতানি বর্হীংষি আস্তরণরূপাণি দর্ভাণি যেষাং, মূলরহিতকুশোপরিস্থিতাঃ) সুতা (সুসংস্কৃতা সোমাঃ) যুবাকবঃ (যুবন্তি সুস্বাদবৃদ্ধ্যর্থং বসতীবরী প্রভৃতিভিঃ শ্রপণদ্রব্যৈঃ মিশ্রীভবন্তি যে তে, সুস্বাদুপদার্থৈর্জলৈর্বা মিশ্রিতাঃ যে তে) 'সন্তি'। আয়াতং (আগচ্ছতং) অস্মিন্ যজ্ঞে যুবামিতি শেষঃ। ৩ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে রিপুনাশকারী, সত্যস্বরূপ, শত্রুদলনকারী, বীরশ্রেষ্ঠ (অশ্বিনদ্বয়)! মূলরহিত কুশোপরি সুস্বাদু সোম সুসংস্কৃত হইয়া আছে। আপনারা আগমন করুন। ৩ ॥

সায়ণ-ভাষ্যং

অত্রাশ্বিনেত্যনুবর্ত্ততে। হে অশ্বিনাবায়াতমস্মিন্‌কর্ম্মণ্যাগচ্ছতং কিমর্থমিতি তদুচ্যতে। সুতা যুষ্মদর্থং সোমা অভিষুতাঃ। তান্ স্বীকর্ত্তুমিতি শেষঃ। কীদৃশাবশ্বিনৌ। দস্রা।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে পূর্ব্ব ঋকের "অশ্বিনা" এই পদ অনুবর্ত্তিত হইতেছে। হে অশ্বিনীকুমারযুগল! আপনারা এই (যজ্ঞ) কর্ম্মে আগমন করুন। কি জন্য? তাহা কথিত হইতেছে; আপনাদিগের পানীয় যে সোমসমূহ অভিষব-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত (পরিশোধিত) রহিয়াছে, সেই সমুদয়কে স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করিবার জন্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? "দস্রা" অর্থাৎ শত্রুক্ষয়কারী,

শত্রূণামুপক্ষয়িতারৌ। যদ্বা দেববৈদ্যত্বেন রোগাণামুপক্ষয়িতারৌ। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজাবিতি শ্রুতেঃ। নাসত্যা। অসত্যমনৃতভাষণং। তদ্রহিতৌ। অত্র যাস্কঃ। সত্যাবেব নাসত্যাবিত্যৌর্ণবাভঃ। সত্যস্য প্রণেতারাবিত্যাগ্রায়ণ ইতি। রুদ্রবর্ত্তনী। রুদ্রশব্দস্য রোদনং প্রবৃত্তিনিমিত্তং যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি তৈত্তিরীয়াঃ। তস্মদ্রো-দয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি বাজসনেয়িনঃ। রুদ্রাণাং শত্রুরোদনকারিণাং শূরভটানাং বর্ত্তনির্মার্গো ঘাটীরূপো যয়োস্তৌ রুদ্রবর্ত্তনী। যথা শূরা ঘাটীমুখেন শত্রূন্ রোদয়ন্তি তদ্বদেতাবিত্যর্থঃ। যুবাকব ইত্যভিষুতসোমানাং বিশেষণং বসতীবরীভিরেকধনাভিশ্চাভি-র্মিশ্রিতাইত্যর্থঃ। বৃক্তানি মূলৈর্বর্জ্জিতানি বর্হীংষ্যাস্তরণরূপাণি যেষাং সোমানাং তে বৃক্তবর্হিষঃ যদ্বা ভরতাইত্যাদিষষ্টস্বৃত্বিঙ্নামসু বৃক্তবর্হিষ ইতি। তদানীং তৃতীয়ার্থে প্রথমা ঋত্বিগ্‌ভিরভিষুতা ইত্যন্বয়ঃ॥ দস্রা। আমন্ত্রিতস্যচেত্যাদ্যুদাত্তঃ। যুবাকবঃ যু মিশ্রণে।

অথবা দেবতা সাধারণের চিকিৎসক অতএব সর্ব্বরোগক্ষয়কারী। যেহেতু শ্রুতিতে আছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবতাসমূহের ভিষক অর্থাৎ বৈদ্য। পুনরায় কিরূপ? "নাসত্যা" অর্থাৎ অসত্য অর্থে মিথ্যাভাষণ, তাহা রহিত অর্থাৎ যাঁহারা কখনও মিথ্যা বলেন না। এস্থলে মহাত্মা যাস্ক বলেন,—তাঁহারা সত্যস্বরূপ, এইজন্য তাঁহাদের নাম—"নাসত্যা"। (নিরুক্তকার) ঔর্ণবাভ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, এবং আগ্রায়ণাচার্য্যের মতে নাসত্যা অর্থাৎ তাঁহারা সত্যের প্রণেতা অল বা যজ্ঞের প্রণেতা—এই প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আশ্বিনদ্বয় পুনরায় কিরূপ?—"রুদ্রবর্ত্তনী।" রুদ্র শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তরোদন (অর্থাৎ রোদনকে উদ্দেশ করিয়াই রুদ্র শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে) তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ বলেন,—যেহেতু রোদন করিয়াছিলেন, সেই হেতুই রুদ্রের রুদ্রত্ব হইয়াছিল, অর্থাৎ রোদন করিয়াছিলেন বলিয়াই রুদ্র নাম হইয়াছে)। কিন্তু বাজসনেয়-শাখাধ্যায়িগণ বলেন যে—তাঁহারা যেহেতু তাহাদিগকে (শত্রুগণকে) রোদন করাইয়াছিলেন, সেই হেতু (শত্রুগণকে রোদন করাইয়াছিলেন বলিয়া) তাঁহাদের নাম রুদ্র হইয়াছিল। সুতরাং সেই রুদ্রগণের অর্থাৎ শত্রুরোদনকারী বীর সৈন্য সমূহের ঘাটীরূপ মার্গ (অর্থাৎ সৈন্যগণের গতিবিধির স্থান) যাঁহাদের (অধীনে), তাঁহারা "রুদ্রবর্ত্তনী।" ফলতঃ, বীরগণ যেমন ঘাটীমুখে অবস্থিত হইয়া, শত্রুসকলকে রোদন করায়; তদ্রূপ ইঁহারাও ঘাটীতে থাকিয়া অধ্যক্ষরূপে সৈন্য-ব্যূহ রচনা করিয়া (ধর্ম্মদ্বেষী) শত্রুদিগের বিনাশ-সাধন করিয়া থাকেন। "যুবাকবঃ" এই পদটি অভিষুত তৎতৎ প্রকারে পরিশোধিত পূর্ব্বোক্ত সোমরস-সমূহের বিশেষণ; (অর্থাৎ উক্ত সোমরস) যুবাকবঃ—"বসতীবরী" (পূর্ব্ব-দিবসের আহৃতজল অর্থাৎ পর্য্যুসিত জল) কিম্বা একধনা (সদ্যোগৃহীতজল) দ্বারা মিশ্রিত এবং "বৃক্তবর্হিষঃ" অর্থাৎ (যে সোমসমূহ) মূল-বর্জ্জিত কুশগুচ্ছদ্বারা আচ্ছাদিত। অথবা ভরতগণ প্রভৃতি করিয়া অষ্ট প্রকার ঋত্বিক্-সংজ্ঞার মধ্যে (বৃক্তবর্হিষঃ) সংজ্ঞাটী পরিগণিত। (সুতরাং) এই পক্ষে প্রথমা বিভক্তি তৃতীয়ার্থে গৃহীত হইবে, অর্থাৎ বৃক্তবর্হিষাখ্য ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক অভিষুত সোম-সমুদয় এইরূপ অন্বয় (সঙ্গতি) হইবে। 'দস্রা' এই পদটীতে 'আমন্ত্রিতস্যচ' (পা° ৬।১।১৭৮) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। "যুবাকবঃ" এই

যুবন্তি মিশ্রীভবন্তি বসতীবরীপ্রভৃতিভিঃ শ্রয়ণদ্রব্যৈরিতি যুবাকবঃ। কটিকষ্যাদিষ্বগণিতস্যাপি যৌতের্বহুলগ্রহণাৎ। উ° ৩।৭৬। কাকুপ্রত্যয়ঃ তস্য কিত্ত্বেন গুণাভাবাদুবঙাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। ন বিদ্যতেঽসত্যমনয়োরিতি নাসত্যৌ। নভ্রাণ্‌নপান্নবেদানাসত্যেত্যাদিনা। পা° ৬।৩।৭৫। প্রকৃতিবদ্ভাবান্নঞোন লোপাভাবঃ। পাদাদিত্বেন নিঘাতাভাবাদামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বৃক্তবর্হিষঃ। বৃক্তং মূলৈর্বর্জ্জিতং বর্হিরাস্তীর্ণং যেষাং সোমানাং তে বৃক্তবর্হিষঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ ক্তপ্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। আ ইত্যত্রোপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জং ফিঃ ৪।১২। ইত্যুদাত্তঃ। রুদ্রবর্ত্তনী। আমন্ত্রিতস্যচেত্যামন্ত্রিতনিঘাতঃ॥ ৩॥

আশ্বিনস্য সূক্তস্য ঐন্দ্রতৃচে প্রথমামৃচমাহ

* * *

পদটী মিশ্রণার্থ যু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—বসতীবরী প্রভৃতি শ্রয়ণ-দ্রব্য-সমুদয়ের দ্বারা মিশ্রিত। কটি, কষি প্রভৃতি, ধাতু-সমূহের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও, বহুলবচনপ্রযুক্ত উক্ত যু ধাতুর উত্তর ‘কাকু’ (আকু) প্রত্যয় করিয়া এবং সেই কাকু প্রত্যয়ের কিত্ব-হেতু (কাকু প্রত্যয়ের প্রথম ককার থাকে না বলিয়া) গুণের যু ধাতুর উকার স্থানে ও-কারের অভাব হওয়ায় উবঙাদেশে (যু ধাতুর উকার স্থানে উব করিয়া) নিষ্পাদিত যুবাকু শব্দের প্রথমার বহুবচনে উক্ত যুবাকবঃ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-স্বর হেতু আকারটী উদাত্ত হইয়াছে। যাঁহাদিগের (যে দুই জনার) মধ্যে অসত্য (মিথ্যা) বিদ্যমান থাকে না,—এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাস করিয়া ‘নাসত্যা’ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। “নভ্রাণ্‌ নপান্‌ ন বেদানাসত্যা” (পা° ৬।৩।৭৫) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রকৃতিবদ্ভাবহেতু, এস্থলে নঞ্‌ এর ন লোপ হয় নাই। সুতরাং উহার পাদাদিত্ব হেতু নিঘাত-স্বরের অভাব হওয়ায় আমন্ত্রিত আদিস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। “বৃক্তবর্হিষঃ” অর্থাৎ যাহাদিগের জন্য (যে সোম-সমূহের জন্য) মূলবর্জ্জিত কুশসকল আস্তীর্ণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে বৃক্তবর্হিষঃ কহে। এস্থলে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরহেতু প্রত্যয়স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। “আয়াতং” এই পদে, আ এই উপসর্গটি, “উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জম্” (ফি° ৪।১২।) এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত স্বর হইয়াছে। “রুদ্রবর্ত্তনী” এই পদটিতে “আমন্ত্রিতস্য চ” (পা° ৬।১।১৭৮) এই সূত্র দ্বারা আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর হইয়াছে॥ ৩॥

(অতঃপর) আশ্বিন-সূক্তের অন্তর্গত ঐন্দ্রতৃচে প্রথম ঋক কহিত হইতেছে।

* * *

তৃতীয় ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের লৌকিক অর্থ—যেন সোম-নামক মাদক-দ্রব্য নানাবিধ সুস্বাদু-পদার্থ-মিশ্রিত হইয়া কুশাসনোপরি পাত্রে অবস্থিত আছে। শত্রু-ক্ষয়কারী বীরপুরুষ অশ্বিদ্বয় আসিয়া সেই সোম গ্রহণ করুন,—যজমান তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। ঐরূপ অর্থ যে আদৌ সঙ্গত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ঋকে যাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে,—তাঁহারা রিপুদলনকারী; তাঁহারা কি মাদক-দ্রব্য-পানের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকেন! ঋকে যাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে—তাঁহারা সৎস্বরূপ; তাঁহাদের অস্তিত্ব কি মত্ততাজনক সোমপানেচ্ছার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়! ঋকে যাঁহাদিগকে শত্রুদলন-কারী বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; তাঁহাদিগের প্রতি মাদক-দ্রব্য-পানের লালসার আরোপ, নিশ্চয়ই মানুষের অবিমৃষ্যকারিতার ফল।

ঋকে তাঁহাদের কি পরিচয় প্রাপ্ত হই? ঋকে তাঁহাদের বিশেষণ দেখি—'দস্রা'। শারীরিক ব্যাধি দূরীকরণের জন্য, দৈহিক রোগ বিনাশের জন্য, তাঁহাদের 'দস্রা' নাম। আবার কামক্রোধাদি রিপুরূপ যে বিষম শত্রু, মানুষকে অহরহ বিপন্ন করিতেছে, তাঁহারা সেই রিপুশত্রুকে দলন করেন। ঋকের 'দস্রা' শব্দ বুঝাইতেছে,—তাঁহারা সকল বিপত্তি বিদূরণ করেন। রিপু-দস্যুর শাসনে বা প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ যে সকল অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আর সেই সকল অপকর্ম্মের ফলে দারুণ ক্লেশ ভোগ করে; অশ্বিনদ্বয়ের কৃপা লাভ করিলে, তাহাদের সে বিপদ-বিপত্তির আশঙ্কা দূরে যায়; অপিচ, অপকর্ম্মাদির ফলে যে রোগাদির সঞ্চার হয়, তাহাও তাঁহারা প্রশমন করিয়া থাকেন। এমন আদর্শ যাঁহাদের—এমন দেবতা যাঁহারা, তাঁহাদের দ্বারে মানুষ করযোড়ে দণ্ডায়মান হইবে না? রিপুগণের বিমর্দ্দন, আধি-ব্যাধির প্রশমন, দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ পীড়ার উচ্ছেদ সাধন,—এতৎপক্ষে যে প্রযত্ন, তাহাই অশ্বিনদ্বয়ের উপাসনা।

সোমপান তাঁহারা তখনই করেন, সোম সুসংস্কৃত তখনই হয়,—যখন সর্ব্বব্যাধির উপশম হইয়া শান্তির হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকে। অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত দেবগণের সুধাপান তাহাকেই কহে, যখন আধি-ব্যাধির সকল বিক্ষোভ দূরীভূত হইয়া প্রাণে শান্তিসুধা সিঞ্চিত হয়।

তাঁহারা কি সেই নশ্বর দেহধারী? তাঁহারা কি এই লোভপরায়ণ মানুষের প্রকৃতিসম্পন্ন? তাই কি তাঁহারা আহবনীয় সামগ্রীর প্রতি—মত্ততাজনক সোমরস পানের জন্য—লোলুপ হইয়া আছেন? তাঁহারা যে "নাসত্যা" অর্থাৎ,—যাহা অসৎ, তাহা নন। নশ্বর অসতের সহিত যখন তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ে যখন স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে,—তাঁহারা 'নাসত্যা' অর্থাৎ সৎস্বরূপ; তখন কিরূপে তাঁহাদের প্রতি সোমপানলোলুপতারূপ বিষম কলঙ্কের আরোপ করি? অসৎই কলঙ্কের কালিমায় কলুষিত হয়; সৎ কখনও কলঙ্কলিপ্ত হন না।

তাঁহারা 'নাসত্যা'—অনিত্য অসতের সহিত তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। সতের সহিত অসতের সম্বন্ধ থাকিতেও পারে না। গীতায় তাই শ্রীভগবান বলিয়া গিয়াছেন,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত।" অর্থাৎ—অসৎ বা অনিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা নাই; এবং সদ্বস্তুর বিনাশ নাই। সৎস্বরূপ চিরবিদ্যমান। সংসর্গানুসারে ভাবরাশি বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। মায়াময় মিথ্যার সংশ্রবে থাকিয়া আমরা মায়াকে মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ধারণা করি। দেখি—বুদ্‌বুদ; বলি—বুদ্‌বুদ; কিন্তু উহা যে জলের বিক্ষোভ, তাহা কচিৎ অনুভব করিতে সমর্থ হই। স্বপ্নে বিভীষিকা দেখিয়া শিশু শিহরিয়া উঠে; সে যেমন তাহার সংসার-সঙ্গের অনুস্মৃতি, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করাও সেইরূপ আমাদের বিভ্রমের ফলমাত্র। রজতের শুভ্রতা দেখিয়া শুক্তিতে রজত ভ্রম করি; সর্প রজ্জুর ন্যায় লম্বমান বলিয়া অনেক সময় রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটে; মরীচিকায় জলভ্রমে বিভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অজ্ঞানতা-বশে আমরা কোন্ পথে কোথায় চলিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারি না। ভাবিতেছি—ঘট সত্য; ভাবিতেছি—পট সত্য; কিন্তু বুঝিতেছি না যে, মৃত্তিকা উহাদের আদিভূত। মূলের সন্ধানে কচিৎ প্রবৃত্ত হই; বাহিরে বাহিরেই খুঁজিয়া বেড়াই। ঋকে দেখিলাম—তাঁহারা "নাসত্যা"; অথচ ভ্রান্তির

মধ্যে ডুবিয়া আছি বলিয়া কল্পনা করিলাম—রূপ, সৃষ্টি করিলাম—জন্মোপাখ্যান! উপহার দিতে বসিলাম—সোমরস নামধেয় মাদক-দ্রব্য! সংস্কারের প্রাবল্যে দর্পণে নীল প্রতিবিম্ব দেখিয়া নভোমণ্ডলের নীলিমা কল্পনা করিলাম; তত্ত্বজ্ঞানের সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা ভ্রমান্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইল না!

অসৎ আমরা; অসতের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিব—কি সাধ্য আমাদের! অসতের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে সতের সান্নিধ্যে পৌঁছিতে হইবে। সুতরাং যেমন রুচি-প্রকৃতি, যেমন আচার-পদ্ধতি, সেইরূপ ভাবেই নিজের অভীষ্ট দেবতাকে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। অজ্ঞতায় যখন সংসার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সত্যের ধারণা যখন মানুষের চিন্তার অতীত হইয়া পড়িল, ঋষিগণ তখন মানুষের চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধির জন্য বিবিধ প্রক্রিয়ার প্রবর্ত্তন করিলেন। লোকহিতে-উৎসৃষ্টপ্রাণ ঋষিগণ যখন দেখিলেন,—মানুষ আর পরমেশ্বরের—জগৎপাতার, ধারণায় সমর্থ হইতেছে না; তখনই তাঁহারা উহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। তুমি মদ্যপ, তুমি ব্যভিচারগ্রস্ত, তুমি সৎসঙ্গ-বিবর্জ্জিত; তোমার গতিমুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, তোমার অবলম্বিত পথের মধ্য দিয়াই যদি তোমায় পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাই, তাহাতে কতকটা সাফল্যের আশা আছে। এই মনে করিয়াই লোকপাবন ঋষিগণ বেদব্যাখ্যায় অভিনব-পন্থা-সকল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। দেবতা সোমরস পান করেন; তুমি তাঁহাকে সোমরস দান কর। যে যাহা ভালবাসে, দেবতাকে সে সামগ্রী প্রদানে তাহার তৃপ্তি আসে। সুতরাং মাদকদ্রব্য-পায়ীরা মাদক-দ্রব্য দ্বারা পূজায় আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। পরিশেষে ক্রমশঃ যখন অভিযুত সুসংস্কৃত সোমরস দেবতার উদ্দেশে দান করা হইতে লাগিল, তখন ক্রমশঃ দেবোদ্দেশে প্রদত্ত উপহৃত সামগ্রীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা লোপ পাইয়া আসিল। আজিও দেখিতে পাই, ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই আপনার দেবতার উদ্দেশে এক এক সামগ্রী অর্পণ করিয়া তত্তৎসামগ্রীর ব্যবহার পরিত্যাগ করেন। কত পুণ্যশীলা রমণী পুরুষোত্তমে গমন করিয়া আজিও কত স্পৃহনীয় ফল

দেবোদ্দেশে অর্পণ করিয়া আনন্দে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন ; এবং আজীবন সেই ফল-গ্রহণে বিরত রহিয়াছেন। দেবতার পূজায় সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য প্রদানে আপনাদিগের সোমপান ইচ্ছা পরিত্যাগ করার ভাবই এই সকল ঋকে প্রকাশ পাইতেছে ; পরবর্ত্তিকালে যাজ্ঞিকগণ তদুদ্দেশ্যে সোমরস দিয়া গিয়াছেন, মনে করা যাইতে পারে। প্রলোভনের মধ্য দিয়া ত্যাগের রাজ্যে লইয়া যাওয়া উহার একতম লক্ষ্য হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু ঋকের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাষণ করিতে গেলে ঐ বিষয়ে অন্য ভাবই প্রকাশ পায়।

ঋকে "রুদ্রবর্ত্তনীঃ" শব্দের ব্যবহারে "শত্রুত্রাসকারী" অর্থ সূচিত হয়। তাঁহারা বীরশ্রেষ্ঠ—শত্রুত্রাসকারী। শত্রু চারিদিকে ঘেরিয়া আছে! মানুষ! তুমি কোন্ পথে অগ্রসর হইবে? তোমার সাধ্য নাই—এক পদ অগ্রসর হও। তাই তিনি শত্রুদমনকারী বীর-রূপে অগ্রসর। শত্রুর কি সংখ্যা আছে? কামাদি রিপুবর্গ শত্রু, জরাদি ব্যাধিবর্গ শত্রু ; বন্য-জন্তুাদির আক্রমণরূপ শত্রু ;—মানুষের শত্রুর কি অন্ত আছে। তাঁহারা শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করেন ;—এ ঋকে তাই তাঁহাদিগকে "রুদ্রবর্ত্তনীঃ" বলা হইয়াছে। শত্রুকে বিনাশ করিয়া, সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার পথ তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া দেন ; তাই তাঁহাদের বিশেষণ—"রুদ্রবর্ত্তনী"।

ঋকে "বৃক্তবর্হিষঃ" এবং "সুতাঃ" শব্দদ্বয়, অন্তরে আর এক অভিনব ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়। আর তাহাতে বেশ বুঝা যায়,—'সুতাঃ' শব্দে কিরূপ সুসংস্কৃত সোমকে বুঝা যাইতেছে। "বৃক্তবর্হিষঃ" অর্থে মূলহীন কুশ বুঝায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বর্ণনাক্রমে সোমরস তরল পদার্থ। কুশের উপর তাহা কিরূপে অবস্থিতি করিবে? তবে কি কুশাগ্রে প্রদত্ত গঙ্গোদকের ন্যায়, সোমরসের প্রক্ষেপ দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হইত? তাহা হইলে মাদকপানার্থ দেবতার আগমন কল্পনা আদৌ ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রকৃতই সেইরূপ কল্পনা ভিত্তিহীন। মূলহীন কুশ ; এই শব্দের ভাবার্থ—কুশাঙ্কুররূপ সূচ্যগ্রবৎ হৃদ্বিদ্ধকারী কামনা-বাসনাদি রিপুনিচয় যখন সমূলে উৎপাটিত হয়, তখনই সুসংস্কৃত সোমরূপ শান্তি-সুধা হৃদয়ে বর্ষিত হইতে থাকে,—তখনই তপ্ত হৃদয় শান্তিধারায় অভিষিক্ত হয়।

এ ঋকে বলা হইতেছে,—হে আমার শান্তিদাতা! এস—আমার হৃদয়ে এস! আমার মানসযজ্ঞে আমি আমার রিপুদলকে বলি-প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়া আছি। এই তো তোমার আসার উপযুক্ত অবসর! এ সময় যদি তুমি না আসিবে, তবে আর কিরূপে কখন তাহারা দমন হইবে! মিথ্যায় অন্তর ঘেরিয়া আছে! এস—তুমি সত্য-স্বরূপ! তোমার সত্যের আলোকে মিথ্যার সে আঁধার দূরীভূত হউক। রিপুগণ বড় দুর্দ্ধর্ষ। তোমার ন্যায় বীর ভিন্ন কে তাহাদিগকে দমন করিবে? তাই ডাকি ভগবন্! এস—দুষ্টের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হও।'

———§•§———

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।

অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। যাহি। চিত্রভানো ইতি চিত্রঽভানো। সুতাঃ।

ইমে। ত্বাঽয়বঃ। অণ্বীভিঃ। তনা। পূতাসঃ॥ ৪॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে চিত্রভানো (বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, চিত্রঃ রমনীয়ঃ ভানুঃ কান্তির্যস্য স চিত্রভানো, বিচিত্রকান্তে) ইন্দ্র (ইন্দ্র) আয়াহি (আগচ্ছ) ত্বমিতি শেষঃ। অণ্বীভিঃ (ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ) তনা (নিত্যং) পূতাকঃ (পবিত্রাঃ শুদ্ধাঃ) ইমে (সোমাঃ) ত্বায়বঃ (ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে, ভবদর্থং প্রস্তুতাঃ সন্তি)। ৪ ॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে বিচিত্র-দীপ্তিশালী ইন্দ্রদেব! আপনি আগমন করুন। ঋত্বিক্‌দিগের অঙ্গুলি দ্বারা সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম আপনাকে কামনা করিতেছে। ৪ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

চিত্রভানো চিত্রদীপ্তে হে ইন্দ্রাস্মিন্‌কর্ম্মণ্যায়াহি। আগচ্ছ। সুতা অভিষুতা ইমে সোমাস্ত্বায়বস্ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে। অণ্বীভিঃ। অগ্রুব ইত্যাদিষু দ্বাবিংশতিসংখ্যাকেষ্বঙ্গুলিনামস্বণ্ব্য ইতি পঠিতং। ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ। এতে সোমাস্তনা নিত্যং পূতাসঃ পূতাঃ শুদ্ধা দশাপবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ। ইন্দ্রশব্দং যাস্কো বহুধা নির্ব্বক্তি (নিঃ ১০।৮) ইন্দ্র ইরাং দৃণাতীতি বেরাং দদাতীতি বেরাং দধাতীতি বেরাং দারয়ত ইতি বেরাং ধারয়ত ইতি বেন্দবে দ্রবতীতি বেন্দৌ রমত ইতি বেন্ধে ভূতানীতি বা তদ্‌যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধংস্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইদংকরণাদিত্যাগ্রায়ণ ইদংদর্শনাদিত্যৌপমন্যব ইন্দতের্বৈশ্বর্যকর্ম্মণ ইংশত্রূণাং দারয়িতা বা দ্রাবয়িতা বাদারয়িতা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে "চিত্রভানো" অর্থাৎ বিচিত্র-দীপ্তিশালী ইন্দ্রদেব, আপনি এই অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকর্ম্মে আগমন করুন। এই সোম-সমূহ অভিষুত (পরিশোধিত) হইয়া আপনার কামনায় নিয়োজিত রহিয়াছে। (অর্থাৎ আপনি গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাহারা নিরন্তর আপনার কামনা করিতেছে)। "অগ্রুবঃ" ইত্যাদি দ্বাবিংশতি-সংখ্যক অঙ্গুলিবাচক নামের মধ্যে "অণ্ব্যঃ" পদ পঠিত হইয়াছে ; অতএব (এই সোম-সমুদয়) ঋত্বিকগণের অঙ্গুলি-সমূহ দ্বারা অভিষুত (পরিশোধিত), এই প্রকার অন্বয় হইবে। এবং এইগুলি "তনা পূতাসঃ" অর্থাৎ নিত্যপবিত্র ; যেহেতু দশাপবিত্র দ্বারা (মেষলোমজাতকম্বল দ্বারা) শোধিত হইয়াছে। মহাত্মা যাস্ক স্বীয় নিরুক্তগ্রন্থে (নিঃ ১০।৮) ইন্দ্র শব্দের বহু প্রকার নির্ব্বচনার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— "ইরাং দৃণাতি ইতি ইন্দ্রঃ।" অর্থাৎ—যিনি মেঘকে বিদীর্ণ করেন, তিনি ইন্দ্র। এই বাক্যে অন্নবাচক ইরা শব্দের উত্তর বিদারণার্থ 'দৃ' ধাতু হইতে "ইন্দ্র" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ—

ধা চ যজ্ঞনামিতি। অস্যায়মর্থঃ। দৃ বিদারণ ইতি ধাতুঃ, ইরামন্নমুদ্দিশ্য তন্নিষ্পাদক-জলসিদ্ধ্যর্থং দৃণাতি মেঘং বিদীর্ণং করোতীতীন্দ্রঃ। ডুদাঞ দান ইতি ধাতুঃ। ইরামন্নং বৃষ্টিনিষ্পাদনেন দদাতীতীন্দ্রঃ। ধাঞ্‌ পোষণার্থঃ। ইরামন্নং তৃপ্তিকারণং শস্যং দধাতি জলপ্রদানেন পুষ্ণাতীতীন্দ্রঃ। ইরামুৎপাদয়িতুং কর্ষকমুখেন ভূমিং বিদারয়তীতীন্দ্রঃ। পূর্ব্বোক্তপোষণমুখেনেরাং ধারয়তি বিনাশরাহিত্যেন স্থাপয়তীতীন্দ্রঃ। ইন্দুঃ সোমবল্লীরসঃ তদর্থং যাগভূমৌ দ্রবতি ধাবতীতীন্দ্রঃ। ইন্দৌ যথোক্তে সোমে রমতে ক্রীড়তীতীন্দ্রঃ। ঞিইন্ধীদীপ্তাবিতি ধাতুঃ। ভূতানি প্রাণিদেহানিন্দ্ধে জীবচৈতন্যরূপেণান্তঃ প্রবিশ্য দীপয়তীতীন্দ্রঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য বাজসনেয়িন আমনন্তি-ইন্দ্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্‌পুরুষস্তং বা এতমিন্দ্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে। পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষ ইতি। তদ্‌যদিত্যাদিকং ব্রাহ্মণান্তরবাক্যং। তত্তত্রেন্দ্রবিষয়ে

যিনি অন্নকে উদ্দেশ করিয়া, তন্নিষ্পাদক জল সিদ্ধির নিমিত্ত মেঘকে বিদীর্ণ করেন, তাঁহাকেই ইন্দ্র কহে। অথবা, "ইরাং দদাতি ইতি ইন্দ্রঃ।" এই বাক্যে (ডুদাঞ্‌ দানে) দানার্থ দা-ধাতুর গ্রহণ হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি বৃষ্টি-নিষ্পাদন দ্বারা অন্নকে দান করেন, তিনি ইন্দ্র। অথবা, "ইরাং দধাতি ইতি ইন্দ্রঃ।" এস্থলে পোষণার্থ 'ধা' ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি জল প্রদানে (প্রাণিবর্গের) তৃপ্তির কারণভূত শস্যসমূহের পোষণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। অথবা "ইরাং দারয়তে ইতি ইন্দ্রঃ।" এস্থলে বিদারণার্থ 'দৃ' ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি, অন্নের (শস্য-সম্পদের) উৎপাদনার্থ কর্ষণীর (লাঙ্গলের) অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। অথবা "ইরাং ধারয়ত ইতি ইন্দ্রঃ" এস্থলে স্থাপনার্থ "ধারি" ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পোষণ দ্বারা (পরিপুষ্ট করিয়াও) যিনি ধারণ করেন; অর্থাৎ—যাহাতে (উক্ত শস্যাদি) নষ্ট না হয় এইরূপে স্থাপন করেন, তিনিই ইন্দ্র। অথবা "ইন্দবে দ্রবতি ইতি ইন্দ্রঃ।" এস্থলে ইন্দু শব্দে সোমলতার রস বুঝাইতেছে। যিনি সেই সোমরসের নিমিত্ত, যজ্ঞস্থলে ধাবিত হন তিনিই ইন্দ্র। অথবা "ইন্দৌ রমতে ইতি ইন্দ্রঃ।" অর্থাৎ—'যিনি যথোক্ত সোমে ক্রীড়া করেন (রত থাকেন), তিনিই ইন্দ্র। অথবা, "ইন্দ্ধে ভূতানি ইতি ইন্দ্রঃ।" এস্থলে "ঞিইন্ধী দীপ্তৌ"—দীপ্ত্যর্থ ইন্ধী ধাতু গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি জীবচৈতন্য স্বরূপে অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণিগণের দেহ-সমুদয়কে উদ্দীপিত (কার্য্যক্ষম) করেন, তিনিই ইন্দ্র। এই অভিপ্রায়েই (এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াই) বাজসনেয়-শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করিয়াছেন—"ইন্দ্ধোহ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ তং বা এতমিন্দ্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে। পরোক্ষেন পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ" ইতি। ইহার সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, যিনি এই দক্ষিণেক্ষণ পুরুষ, তিনিই ইন্দ্ধ। এই ইন্দ্ধকেই পণ্ডিতগণ পরোক্ষে ইন্দ্র বলিয়া থাকেন; পরোক্ষে (অপ্রত্যক্ষে) বলিবার কারণ—দেবতাগণ পরোক্ষ-প্রিয়, এবং প্রত্যক্ষদ্বেষী।" ব্রাহ্মণান্তরে কথিত হইয়াছে যে, "তদ্‌যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্দ্ধং-স্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি।" এস্থলে "তৎ" অর্থে তত্র অর্থাৎ সেই ইন্দ্র বিষয়ে নির্ব্বচন কথিত

নির্বচনমুচ্যতে ইতি শেষঃ। যদ্যস্মাৎকারণাদেনং পরমাত্মরূপমিন্দ্রং দেবং প্রাণৈর্বাক্‌চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণাপানাদিবায়ুভিশ্চ সহিতং সমৈন্ধন্। উপাসকা ধ্যানেন সম্যক্ প্রকাশিতবন্তঃ তত্তস্মাৎ কারণাদিন্দ্রনাম সম্পন্নং। অস্মিনপক্ষে ইধ্যতে দীপ্যতে ইতি কর্ম্মণি ব্যুৎপত্তিঃ। আগ্রায়ণনামকো মুনিরিদংকরণাদিন্দ্র ইতি নির্বচনং মন্যতে। ইন্দ্রো হি পরমাত্মরূপেণেদং জগৎকরোতি। ঔপমন্যবনামকো মুনিরিদংদর্শনাদিন্দ্র ইতি নির্বচনমাহ। ইদমিত্যাপরোক্ষ্যমুচ্যতে। বিবেকেন হি পরমাত্মানমাপরোক্ষেণ পশ্যতি। এতদেবাভিপ্রেত্যারণ্যকাণ্ডে সমাম্নায়তে। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্মততমপশ্যদিদমদর্শমিতী ওঁ তস্মাদিদন্দ্রোনামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদং দ্রংসন্তমিন্দ্রইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ইতি। ইদি পরমৈশ্বর্য্যে ইতি ধাতুঃ। স্বমায়য়া জগদ্রূপত্বং পরমৈশ্বর্য্যং। তদ্যোগাদিন্দ্রঃ। অনেনাভিপ্রায়েন শ্রূয়তে। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ

হইতেছে। অর্থাৎ—যেহেতু উপাসকগণ, ধ্যান-যোগে এই পরমাত্মরূপী ইন্দ্রদেবকে, প্রাণের অর্থাৎ বাক্‌চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর সহিত সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন); অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই কারণে তাঁহার ইন্দ্র নাম সঙ্গত হইয়াছে। এ পক্ষে, যিনি "ইধ্যতে" অর্থাৎ দীপিত হয়েন, তাঁহাকে ইন্দ্র কহে,—এইরূপ কর্ম্মবাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিতে হইবে। আগ্রায়ণ নামক মুনি, "ইদং করণাদিন্দ্রঃ" এইরূপ ইন্দ্র শব্দের নির্ব্বচনার্থ স্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ, ইন্দ্রই পরমাত্ম-রূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঔপমন্যবনামক মুনি, ইন্দ্র শব্দের "ইদং দর্শনাদিন্দ্রঃ" এইরূপ নির্ব্বচনার্থ বলিয়াছেন। "ইদং" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষকে বুঝাইতেছে; অর্থাৎ, যিনি পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছিলেন, যিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বসংসারকে পরমাত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র। বিবেক দ্বারাই সেই পরমাত্মাকে (বিশ্বরূপে) প্রত্যক্ষ করা যায়। এতদভিপ্রায় প্রকাশার্থ আরণ্যকাণ্ডে সম্যকরূপে পঠিত হইয়াছে—"স এতমেব পুরুষং ব্রহ্মততমপশ্যদিদমদর্শমিতী ওঁ তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রোহ বৈ নাম তমিদং দ্রংসন্তমিন্দ্রইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ" ইতি। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, তিনি (সেই পরমাত্মা) এই পুরুষকে ব্রহ্ম হইতে "তত" অর্থাৎ বিস্তৃত (আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত বিস্তৃত) দেখিয়াছিলেন, এই পুরুষকে (চরাচর বিশ্বাত্মক পুরুষকে) প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং শত্রু ও অকল্যাণকে দমন করিয়াছিলেন বলিয়া, অপ্রত্যক্ষপ্রিয় দেবগণ ইঁহাকে অপ্রত্যক্ষে 'ইন্দ্র' বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। 'ইদি' ধাতুর অর্থ পরমৈশ্বর্য্য; অর্থাৎ স্বকীয় মায়ার দ্বারা সমগ্র জগৎস্বরূপে প্রকাশিত হওয়া; যিনি তাহাতে যুক্ত (অর্থাৎ জগৎস্বরূপে প্রকাশমান), তিনিই ইন্দ্র। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতিতে কথিত আছে,—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইতি"; অর্থাৎ,—যিনি স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা পুরু (বহু) রূপ। অথবা, 'ইংশত্রূণাং

ইতি। ইনশব্দস্যেশ্বরবাচকস্যাকারলোপে সতি নকারান্তমিন্নিতি পদং ভবতি। দৃ ভয় ইতি ধাতুঃ। স চ পরমেশ্বরঃ শত্রূণাং দারয়িতা ভীষয়িতেতীন্দ্রঃ। দ্রু গতাবিতি ধাতুঃ। শত্রূণাং দ্রাবয়িতা পলায়নং প্রাপয়িতেতীন্দ্রঃ। যজ্বনাং যাগানুষ্ঠায়িনামাদরয়িতা ভয়স্য পরিহর্ত্তা এবমেতানি নির্বচনানি দ্রষ্টব্যানীতি॥ ইন্দ্রেত্যত্রামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। আ ইত্যত্র নিপাতত্বেনাদ্যুদাত্তঃ। চিত্রভানো। পদাৎপরত্বাদামন্ত্রিতনিঘাতঃ। ত্বামিচ্ছন্তীত্যর্থে যুষ্মচ্ছব্দাৎসুপ আত্মনঃ ক্যচ্। পা০ ৩।১।৮। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ। পা০ ৭।২।৯৮। ইতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। ক্যাচ্ছন্দসি। পাঃ ৩।২।১৭০। ইতি ক্যজন্তাদু-প্রত্যয়। ত্বয়ব ইতি প্রাপ্তৌ যুষ্মদস্মদোরনাদেশে। পাঃ ৭।২।৮৬। ইত্যবিভক্তাবপি হলাদৌ ব্যত্যয়েনাত্বং। উকারঃ প্রত্যয়স্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। অণুশব্দঃ সৌক্ষ্ম্যবাচকস্তদ্যোগাৎ প্রকৃতেঽঙ্গুলীষু বর্ত্ততে বোতোগুণবচনাৎ। পাঃ ৪।১।৪৪। ইতি ঙীষি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন

দারয়িতা ইতি ইন্দ্রঃ।' এই বাক্যে ঈশ্বরবাচক "ইন" শব্দের অকারের লোপ করিলে নকারান্ত "ইন্" এই পদ সিদ্ধ হয়; তাহার উত্তর ভয়ার্থ "দৃ" ধাতু হইতে ইন্দ্র, এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহার ফলিতার্থ এইরূপ যে, সেই পরমেশ্বর শত্রুগণের ভয়দাতা। অথবা "ইংশ্ছত্রূণাং দ্রাবয়িতা ইতি ইন্দ্রঃ"; অর্থাৎ,—যিনি শত্রুদিগকে দ্রাবিত করেন (পলায়িত বা বিতাড়িত করেন), তিনিই ইন্দ্র। এস্থলে 'ইন্' শব্দের উত্তর গতি-অর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে 'ইন্দ্র' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এবং "আদরয়িতা বা যজ্বনাং ইতি ইন্দ্রঃ"; অর্থাৎ যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋত্বিক্‌গণকে সমাদর করেন অর্থাৎ তাঁহাদের ভয় নিবারণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্র শব্দের নির্ব্বচনগুলি অবগত হইতে হইবে। "ইন্দ্র" এই সম্বোধনান্ত পদে আমন্ত্রিত আদিস্বরটি 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পাঃ ৬।১।১৭৮) সূত্র অনুসারে উদাত্ত হইয়াছে। "আ" এই পদটি নিপাতনে সিদ্ধ অর্থাৎ ইহা অব্যয়। সুতরাং ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চিত্রভানো" এই পদটি পদের পরে হইয়াছে বলিয়া (অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে অন্য পদ থাকায়) আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর (অনুদাত্ত স্বর) হইয়াছে। "ত্বামিচ্ছন্তি" অর্থাৎ তোমাকে ইচ্ছা করিতেছে—এই অর্থে, যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর "সুপ আত্মন ক্যচ্" (পা০ ৩।১।৮) এই সূত্র অনুসারে "ক্যচ্" (য) প্রত্যয় ও "প্রত্যয়ো-ত্তরপদয়োশ্চ" (পা০ ৭।২।৯৮) এই সূত্র দ্বারা যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে "ত্ব" আদেশ করিয়া এবং "ক্যাচ্ছন্দসি" (পা০ ৩।২।১৭০) এই সূত্র অনুসারে ক্যজন্তের উত্তর উ প্রত্যয় করিয়া জস্ (অস্) বিভক্তিতে "ত্বয়বঃ" এই পদ হয়। কিন্তু "ত্বায়বঃ" এই পদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং "যুষ্মদস্মদোরনাদেশে" (পা০ ৭।২।৮৬) এই সূত্র অনুসারে হলাদি বিভক্তি না হইলেও ব্যত্যয়ে (বিকল্পে) "আ" আদেশ করিয়া "ত্বায়বঃ" পদ সিদ্ধ করিতে হইয়াছে। 'ত্বায়বঃ' পদটিতে উকারটী প্রত্যয়স্বর হওয়ায় অনুদাত্ত হইয়াছে। অণু শব্দ সূক্ষ্মবাচক। কিন্তু ঐ সূক্ষ্মতা অঙ্গুলিসমূহে বিদ্যমান থাকায়, প্রকৃত স্থলে (বর্ত্তমানস্থলে) অঙ্গুলিসমূহকে বুঝাইতেছে। ("অণ্বীভিঃ" এই পদটিতে উক্ত 'অণু' শব্দের উত্তর) "বোতোগুণবচনাৎ" (পা০ ৪।১।৪৪) এই সূত্র দ্বারা ঙীষ্ প্রত্যয় হইয়াছে। পরে তাহার ব্যত্যয়ে (বিপর্য্যয়ে) ঙীন্ প্রত্যয় করিয়া

ঙীন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তনা ইত্যয়ং নিপাতোনিত্যমিত্যর্থে নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পূতাসঃ আজ্জসেরসুক্। পাঃ ৭।১।৫০। ইত্যসুক্॥ ৪॥

* * *

চতুর্থ ঋকের বিশদার্থ

সোম আপনাকে কামনা করিতেছে,—ইহার মর্ম্মার্থ বায়বীয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই ঋকের একটী নূতন শব্দ—"অণ্বীভিঃ সুতাঃ।" অর্থাৎ, অঙ্গুলিদ্বারা সুসংস্কৃত। তদনুসারে ঋষিগণের বা ঋত্বিক্‌গণের অঙ্গুলিদ্বারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছিল,—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে কিন্তু কত দূরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করা হয়, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময় আসে। 'অণু' শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীন্' প্রত্যয়ে ঐ শব্দ সিদ্ধ। তাহারই তৃতীয়ার বহুবচনে 'অণ্বীভিঃ ('অণ্বী' হইতে) নিষ্পন্ন করা হয়। অঙ্গুলির সূক্ষ্মতা আছে বলিয়া স্ত্রীলীঙ্গান্ত ঐ শব্দ অঙ্গুলি অর্থ সূচনা করে। অর্থও তদনুসারে হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু যদি 'অণু' শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক মুখ্য অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। 'সুতা' শব্দ দেখিয়া 'সুসংস্কৃত সোম' শব্দ রূপ মাদক-দ্রব্য অর্থ নিষ্পাদনও তাহাতে একেবারে কঠিন হইয়া আসে। পরন্তু এস্থলে অতি উপযোগী দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ এখানে বারিবর্ষণে ধরণীর শৈত্য-সম্পাদনের—স্নিগ্ধতা-সঞ্চারের ভাব উপলব্ধ হয়।

(অণ্বী শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে অণ্বীভিঃ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।) সুতরাং উক্ত ঙীন্ প্রত্যয়ের নিত্বহেতু (অর্থাৎ প্রত্যয়ে ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "তনা" এই পদটি নিপাত অর্থাৎ অব্যয়। সুতরাং "নিপাতস্বর নিত্যই আদ্যুদাত্ত হয়"—এই নিয়মে, ইহার আদি-স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "আজ্জসেরসুক্ (পা০ ৭।১।৫০) সূত্র অনুসারে 'পূত' শব্দের উত্তর 'অসুক্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে "পূতাসঃ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে॥৪॥

* * *

মনে হয়,—বিচিত্র-জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিতে সংসারের ক্লেদরাশি দগ্ধীভূত হইয়া সূক্ষ্ম-বাষ্পরূপে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টি-রূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করিতেছে। ইন্দ্র মেঘাধিপতি। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সমল বিমল সর্ব্বপ্রকার জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে অণু-পরমাণু-ক্রমে অভিনব-রূপ ধারণ করিয়া মেঘে পর্য্যবসিত হয়,। এখানে সেই অবস্থার বর্ণনা আছে,—মনে করা যাইতে পারে। "অগ্বীভিঃ সুতাঃ" তোমাকে পাইবার কামনা করিতেছে; অর্থাৎ পার্থিব জল-রাশি—নদী-হ্রদ-তড়াগাদি—তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদের স্থূল দেহ তোমার নিকট পৌঁছিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমার সহিত মিলিবার উদ্দেশে ধাবমান হইয়াছে। তাহাদের সেই একাগ্রতার ফলে, তুমি বারিরূপে বিগলিত হইয়া, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছ,—তাহাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছ। মনে হয়, সারা সংসার—প্রকৃতির প্রতি সামগ্রী—অণুরূপে তোমার চরণে মিলিবার জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

মানুষ কি তাহা পারে না? আমরা কি সেরূপভাবে, হে ভগবন্, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না! জন্ম-জরামরণ-ধ্বংসশীল এ পার্থিব দেহ—এ পাপপঙ্কিলপূর্ণ মায়াময় মিথ্যার দেহ—তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরে চির-নিমগ্ন থাকিবে? এই ঋক্, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। বলিতেছে,—তোমাতেও তো সোমসুধা সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে! স্থূল-দেহের পর সূক্ষ্ম-দেহ আছে; স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে! তোমার হৃদয়, তোমার অন্তর, তোমার চিত্ত—তাহারা তো কখনই স্থূল নহে! তাহারই তো তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মা-দপি-সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। পবিত্র হইলে, তাহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে? সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তোমার অন্তর—সে কেন ভগবচ্চ-রণে বিলুণ্ঠিত হয় না! তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসার-পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে? সে কেন তচ্চরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না। শরণ লও—তাঁহার! আশ্রয় কর—তাঁহার চরণ-পদ্ম। মত্ত

হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে! তবেই তো সোমপানেচ্ছা বলবতী হইবে তাঁহার!—তবেই তো দ্রবীভূত মেঘরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি!—তবেই তো, মনোবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মল করিয়া অণু-পরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে—তুমি!—তবেই তো পরাগতি লাভ হইবে—তোমার! ॥ ৪ ॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতোবিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।

উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। যাহি। ধিয়া। ইষিতঃ। বিপ্রংজূতঃ।

সুতংবতঃ। উপ। ব্রহ্মাণি। বাঘতঃ ॥ ৫ ॥

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব)! ধিয়েষিতঃ (ধিয়া অস্মদ্ভক্ত্যা ইষিতঃ প্রেরিতঃ, প্রণোদিতঃ) বিপ্রজূতঃ (বিপ্রৈঃ—মেধাবিভিঃ কর্ত্তৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভির্ব্বা, জূতঃ—প্রাপ্তঃ হুতো বা) সুতাবতঃ (সংস্কৃতসোমবিশিষ্টস্য) বাঘতঃ (ঋত্বিজঃ পুরোহিতস্য) ব্রহ্মাণি (বেদমন্ত্ররূপাণি স্তোত্রানি) উপ (উপেতুং প্রাপ্তুং বা শ্রোতুমিতি শেষঃ) আয়াহি (আগচ্ছ অস্মিন্ যজ্ঞে ইতি শেষঃ) ॥ ৫ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমরা ভক্তি-সহকারে আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আপনি আগমন করুন। বিপ্রগণও আপনার স্তব করিতেছেন; আপনি আগমন করুন। সোম সুসংস্কৃত। 'বাঘত' ঋত্বিক্‌গণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন। ৫ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্র ত্বমায়াহ্যস্মিনকর্ম্মণ্যাগচ্ছ। কিমর্থং। বাঘত ঋত্বিজো ব্রহ্মাণি বেদরূপাণি স্তোত্রাণ্যুপৈতুং। কীদৃশস্ত্বং ধিয়াস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়েষিতঃ প্রাপ্তঃ। অস্মদ্‌ভক্ত্যা প্রেরিত ইত্যর্থঃ। বিপ্রজূতঃ। যথা যজমানভক্ত্যা প্রেরিতস্তথান্যৈরপি বিপ্রৈর্মেধাবিভি-ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রেরিতঃ। কীদৃশস্য বাঘতঃ। সুতাবতঃ অভিষুতসোমযুক্তস্য। কেত ইত্যাদিষেকাদশসু প্রজ্ঞানামসু ধীরিতি পঠিতং। চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকেষু মেধাবিনামসু বিপ্রো ধীর ইতি পঠিতং। ভরতা ইত্যাদিষষ্টস্বৃত্বিঙ্‌নামসু বাঘত ইতি পঠিতং ॥ ইষিত ইত্যত্রেষ গতাবিত্যস্মান্নিষ্ঠায়ামিড়াগমঃ। আগমা অনুদাত্তাঃ। পাঃ ৩।১।৩।১! ইতীটোঽনুদাত্তত্বাৎ ক্তস্বরঃশিষ্যতে। বিপ্রজূতঃ। ডুবপ্‌ বীজতন্তুসন্তানে ইতি ধাতো-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি এই অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকর্ম্মে আগমন করুন, কি নিমিত্ত? বাঘত্‌ নামক ঋত্বিকের নিকট হইতে বেদমন্ত্ররূপ স্তোত্রসমূহ প্রাপ্তির (গ্রহণ করিবার) জন্য। আপনি কিরূপ? আমাদের প্রজ্ঞা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থাৎ আমাদের ভক্তি দ্বারা প্রেরিত (ফলতঃ আমাদের সদ্‌বুদ্ধি ও ভক্তি বলে লব্ধ সুতরাং সর্ব্বকর্ম্মে বিরাজমান)। "বিপ্রজূতঃ" অর্থাৎ যেমন যজমানের ভক্তিবলে প্রেরিত হও, সেইরূপ অন্যান্য অশেষ প্রজ্ঞাশালী যাজক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃকও প্রেরিত (লব্ধ) হও। কিরূপ বাঘত্‌ নামক ঋত্বিকের নিকট? "সুতাবতঃ" অর্থাৎ অভিষুত সোমরসযুক্ত। "কেত" ইত্যাদি একাদশ প্রকার প্রজ্ঞাসংজ্ঞক শব্দ মধ্যে "ধী" এই শব্দ পঠিত হইয়াছে। চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মেধাবিসংজ্ঞক শব্দ মধ্যে "বিপ্রোধীরঃ" এই শব্দ পঠিত হইয়াছে। "ভরতাঃ" ইত্যাদি আট প্রকার ঋত্বিক্‌ নামক গণের মধ্যে "বাঘত্‌" এই শব্দটী পঠিত হইয়াছে। "ইষিতঃ" এই পদটী গত্যর্থ ইষ ধাতুর উত্তর ক্তপ্রত্যয় করিয়া ইট্‌ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; "আগমা অনুদাত্তাঃ" (পা° ৩।১।৩।১) এই সূত্র দ্বারা "ইট্‌" আগমের স্বর অনুদাত্ত হওয়ায়, ক্তপ্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বিপ্রজূতঃ" এই পদটী বীজবপন ও সূত্রবিস্তার অর্থে "ডুবপ্‌" বপ্‌ ধাতুর উত্তর "ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্র..

ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রেত্যাদিনা। উং ২।২৯। রন্‌প্রত্যয়ান্তো বিপ্রশব্দো নিপাতিতঃ নিপাতনা-দুপধায়া ইকারো লঘূপধগুণাভাবশ্চ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তৈর্জূতঃ প্রাপ্তঃ। জু ইতি সৌত্রো ধাতুর্গত্যর্থঃ। শ্র্যুকঃ কিতি। পাঃ ৭।২।১১। ইতীট্‌প্রতিষেধঃ। তৃতীয় কর্ম্মণি। পাঃ ৬।২।৪৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুতাবতঃ। ছান্দসং দীর্ঘত্বং মতুপোঽনুদাত্তত্বাৎ ক্তপ্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। ব্রহ্মাণি। নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্ত্বং। বাঘচ্ছব্দ ঋত্বিঙ্‌নামসু পঠিতঃ। প্রাতিপদিকস্বরঃ॥ ৫॥

* * *

পঞ্চম ঋকের বিশদার্থ।।

——§ * §——

এইটী অতি সরল সুন্দর স্তোত্র। আমরা ভক্তিভরে আহ্বান করি-তেছি। পুরোহিতগণ মন্ত্রোচ্চারণে আহ্বান করিতেছেন। পূজার উপকরণ সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। এস দেব, স্তোত্র গ্রহণ কর।

এই ঋকে 'ধিয়েষিতঃ' আর 'সুতাবতঃ'—এই দুইটী শব্দ একপক্ষে যজমানের অনন্যাভক্তির ভাব প্রকাশ করিতেছে; অন্যপক্ষে, বিপ্রগণ নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন। ভক্তিতে গদগদ, অন্তর কলুষশূন্য;—এ অবস্থা যখনই হইবে, তখনই তিনি আসিবেন,—তখনই তিনি সঙ্কল্প-ব্রত সাধন করিয়া দিবেন।

(উঃ ২।২৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা রন্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে বিপ্রশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; নিপাতন হেতু উপধা (অন্তের সমীপস্থ) ইকারটী লঘু বলিয়া গুণ হইল না; নিত্ব হেতু আদি স্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। সেই বিপ্রগণ কর্তৃক "জূতঃ" অর্থাৎ প্রাপ্ত; গতি-অর্থক (সৌত্র) "জু" ধাতুর উত্তর "ক্ত" (ত) প্রত্যয় করিয়া "শ্র্যুকঃ কিতি" (পা০ ৭।২।১১) এই সূত্রদ্বারা ইট্ আগম নিষিদ্ধ হওয়ায় এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "তৃতীয়াকর্ম্মণি" (পা০ ৬।২।৪৭) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "সুতাবতঃ" এই পদটীতে ছান্দস হেতু অকারের দীর্ঘ আকার হইয়াছে। মতুপ্ প্রত্যয়ের স্বরটী অনুদাত্ত হওয়ায় ক্ত প্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "ব্রহ্মাণি" এই পদটীর "নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্য" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বাঘত্" শব্দটী ঋত্বিক্ পর্য্যায়ের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। ইহার প্রাতিপদিক (ফিট্) স্বর হইয়াছে॥ ৫॥

* * *

ভক্তাধীন্ ভগবান ভক্তের হৃদয় ভিন্ন অন্য কোথাও বাস করেন না। সৎস্বরূপের আশ্রয়-স্থান তিনি; তিনি সতের হৃদয়েই বসতি করেন। তিনি বৈকুণ্ঠেও বাস করিতে চাহেন না, তিনি যোগিহৃদয়েও বাস করেন না। ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান। তিনি তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥"

ভক্তের হৃদয়েই যে ভগবানের স্থান, বাহিরের কোটী বজ্র-বন্ধনেও যে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না, সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত প্রকট রহিয়াছে। ভগবান আপনিই অনেক সময় ভক্ত সাজিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে হইবে শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবেশে আসিয়া 'রাধা'-প্রেম' শিখাইয়া গিয়াছেন; আবার গৌররূপ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়ছিলেন। ভক্তের ভিতরে তাঁহার প্রভাব অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনক, শুকদেব, নারদ প্রভৃতির চিত্র মানুষের চিত্তপটে নিত্য উদ্ভাসিত আছে। কুচরিত্র কদাচারীও যে ভক্তিডোরে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে, তাহার শত দৃষ্টান্তের মধ্যে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মনে পড়ে না কি—বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বস্মৃতি! মনে পড়ে না কি—ব্রাহ্মণ-সন্তান বেশ্যাপ্রেমে বিভোর হইয়া কি অপকর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পরিশেষে মনে পড়ে করিয়া দেখুন দেখি,—তাঁহার চরিত্র-পরিবর্ত্তনের চিত্র! আরও মনে করিয়া দেখুন—সংসারের হেয় ঘৃণ্য সেই বিল্বমঙ্গল কেমন করিয়া ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন!

এক দিনের একটী ঘটনা স্মৃতিপথে নিত্য-জাগরূক থাকা আবশ্যক মনে করি। চিন্তামণি বলিয়াছিল,—'আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যদি তুমি ভগবানে অর্পণ করিতে পারিতে, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইত। চিন্তামণির এই কথা শুনিয়া বিল্বমঙ্গল গৃহত্যাগী হন,—ভগবানে চিত্ত ন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কি পাপ পূর্ব্ব-সংস্কার! যে শ্রেষ্ঠি তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করিল; বিল্বমঙ্গলের

চক্ষু তাঁহারই সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল! তবে তাঁহার সৌভাগ্য যে, একটু অগ্রসর হইয়াছেন; ভগবানের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! সুতরাং বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। বিল্বমঙ্গল মনে মনে কহিলেন,—'নয়ন! তুই-ই আমার সকল মোহের কারণ! তোর মোহে মুগ্ধ হইয়াই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।' অনুতাপানলে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল লৌহশলাকা গ্রহণ করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। তার পর অন্ধ হইয়া ভগবানের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

দিন যায়! রাত্রি আসে। ক্ষুৎপিপাসায় দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। কে পথ দেখাইবে? কোথায় যাইবেন? কে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে? ভগবানকে ডাকিতেছেন। ভক্তের ভগবান—কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া তিনি আহার্য্য লইয়া আসিলেন; কহিলেন,—'বিল্বমঙ্গল! তুমি অন্ধ; আমার জননী তোমার জন্য কিছু আহার্য্য পাঠাইয়াছেন। লও—আহার কর।' বিল্বমঙ্গল বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন,—'ভগবান, এইবার তোমায় ধরিয়াছি; আর তুমি কোথায় যাইবে? এই ভাবিয়া তিনি দৃঢ় মুষ্টিদ্বারা বালকের হস্তধারণ করিলেন। কিন্তু দৈহিক বলে কে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? বালক অনায়াসে বিল্বমঙ্গলের হাত ছিনাইয়া লইল। বিল্বমঙ্গলের জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'বড়ই ভুল বুঝিয়াছি!' পরক্ষণেই আবার কহিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

বুঝিলাম,—দৈহিক বলে তোমায় পাইবার নয়। কিন্তু দৈহিক বলে হাত ছিনাইয়া গেলে, তাহাতেই বা কি আসে যায়! এ বলকে তোমার অদ্ভুত বল বলিয়া মনে করি না।' এইবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলাম। দেখি,—যাও দেখি,—তুমি কোথায় যাইবে? হৃদয় হইতে যদি নিষ্ক্রান্ত হইতে পার, তবেই বুঝিব—তোমার পৌরুষ আছে।' ভগবান আর বিল্বমঙ্গলকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এ ঋকে যেরূপ ভক্তির আভাষ পাওয়া যাইতেছে, আমরা মনে করি, সে সেই ভক্তি!—সে সেই পরাভক্তি—সে সেই অনন্যাভক্তি! এ ঋক যেন বলিতেছে—সেই ভক্তিডোরে ভগবানকে বন্ধন কর। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করিবেন। সোমসুধা—সে তো সেই চিদানন্দ।

*

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ

সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ॥ ৬॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। যাহি। তূতুজানঃ। উপ। ব্রহ্মাণি। হরিহবঃ

সুতে। দধিষ্ব। নঃ। চনঃ॥ ৬

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে হরিবঃ (হরিনামকাশ্বযুক্তঃ) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্রদেবঃ) ত্বং তূতুজান (ত্বরমাণ সন্) ব্রহ্মাণি (বেদমন্ত্ররূপানি অস্মাকং স্তোত্রাণি) উপ (সমীপে) আয়াহি (আগচ্ছ)। নঃ (অস্মাকং) সুতে (অভিষব-সংস্কারযুক্ত কর্ম্মণি) চনঃ (হবির্লক্ষণমন্নং) দধিষ্ব (ধারয় গৃহাণ)। ৬॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে হরিবান ইন্দ্র! আমাদের স্তোত্র শ্রবণ (গ্রহণ) করিতে আপনি সত্বর আগমন করুন। আমাদিগের কৃত সুসংস্কৃত হবিঃ-স্বরূপ অন্ন আপনি গ্রহণ করুন (ধারণ বা পোষণ করুন)। ৬॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হরিশব্দ ইন্দ্রসংবন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং। হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেরিতি তদীয়াশ্বনামস্বেন পঠিতত্বাৎ। হে হরিবঃ! অশ্বযুক্তেন্দ্র ত্বং ব্রহ্মাণ্যুপৈতুমায়াহি। কীদৃশস্ত্বং। তূতুজানঃ। ত্বরমাণঃ। আগত্য চাস্মিন্ সুতে সোমাভিষবযুক্তে কর্ম্মণি নোঽস্মদীয়ং চনোঽন্নং হবির্লক্ষণং দধিষ্ব। ধারয়। স্বীকুর্বিত্যর্থঃ॥ তূতুজানঃ। তুজের্লিটি লিটঃকানজ্বা। পা০ ৩।২।১০৬। ইতি কানজাদেশঃ। তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য। পা০ ৬।১।৭। ইত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। অভ্যস্তানামাদিঃ। পা০ ৬।১।১৮৯। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। হরিব ইত্যত্র হরয়োঽস্য সন্তীতি মতুপি ছন্দসীরঃ। পা০ ৮।২।১৫। ইতি মকারস্য বত্বং। সম্বুদ্ধাবুগিদচাং। পা০ ৭।১।৭০। ইতি নুম্। সংযোগান্তলোপঃ। পা০ ৮।২।২৩। নকারস্য মতুবসোরুঃসম্বুদ্ধৌ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হরি শব্দটী ইন্দ্রদেবের অশ্বযুগলের নাম; যেহেতু "হরি" এই পদটী ইন্দ্রদেবের অশ্বযুগলের বাচক (এবং) "রোহিতঃ" এই পদটী অগ্নিদেবের অশ্বের বাচক বলিয়া অভিহিত আছে। হে হরিবঃ! অর্থাৎ অশ্বযুক্ত ইন্দ্রদেব! আপনি বেদমন্ত্রাত্মকস্তুতি (ব্রহ্ম মন্ত্র) সকলকে প্রাপ্তির (গ্রহণ করিবার) নিমিত্ত, (এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞে) আগমন করুন। আপনি কীদৃশ "তূতুজান" অর্থাৎ অতিশয় শীঘ্রগামী হইয়া এই সোমাভিষবযুক্ত কর্ম্মে আগমন পূর্ব্বক, আমাদিগের (অহৃত) হবিঃ-স্বরূপ অন্ন ধারণ করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন। "তূতুজানঃ" এই পদটি তুজি (তুজ্) ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তি করিয়া এবং "লিটঃ কানজ্বা" এই সূত্র দ্বারা ঐ লিট্ বিভক্তির স্থানে কানজ্ আদেশ ও তুজ্ ধাতুর "তু" এই অংশের দ্বিত্ব এবং "তুজাদীনাং" দীর্ঘোঽভ্যাসস্য" (পা০৬।১।৭) এই সূত্র দ্বারা উক্ত অভ্যাসের উকারের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে "অভ্যস্তানামাদিঃ" (পা০৬।১।১৮৯) এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "হরিবঃ" এই পদটি, হরয়ঃ অর্থাৎ "অশ্ববৃন্দ, ইহার (তাঁহার) আছে" এই অর্থে (হরি শব্দের উত্তর) মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া; (এবং) "ছন্দসীরঃ" (পা০৮।২।১৫)এই সূত্রদ্বারা মতুপ্ প্রত্যয়ের মকারের স্থানে বকার করিয়া সম্বোধনে, "উদীগচাং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নুম্ আগম, এবং সংযোগান্তের লোপ করিয়া "মতুবসোরুসম্বুদ্ধৌছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা, নকারের স্থানে

ছন্দসি। পা° ৮।৩।১। ইতিরুত্বং। আষ্টমিকো নিঘাতঃ। ব্রহ্মাণীত্যস্য হরিব ইত্যনেনা-সামর্থ্যাৎ সমর্থঃ পদবিধিরিতিনিয়মাৎ সুবামন্ত্রিতপরাঙ্গবদ্ভাবাভাবেনামন্ত্রিতনিঘাতাভাবা দাদ্যুদাত্তত্বে সত্যুপেত্যকারস্য সন্নতরঃ। দধিষ্বেত্যত্র দধাতের্লোটিথাস্। থাসঃ সে। পা° ৩।৪।৮০। সবাভ্যাং বামৌ। পা° ৩।৪।৯১। ইত্যেকারস্য বাদেশঃ। ছন্দস্যুভয়থা। পা° ৩।৪।১১৭। ইতি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকসংজ্ঞয়োঃ সত্যোঃ সার্ব্বধাতুকত্বেন শপি। পা° ৩।১।৬৮। তস্য শ্লৌ চ দ্বির্ভাবঃ। পা° ৬।১।১০। আর্দ্ধধাতুকত্বেনেড়াগমশ্চ। পা° ৭।২।৩৫। আতো-লোপ ইটি চ। পা° ৬।৪।৬৪। ইত্যাকারলোপঃ। চনঃ। চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চ। উ° ৪।২০১। ইত্যসুন্নন্তঃ। চকারান্নুড়াগমে যলোপঃ॥ ৬॥ ইতি প্রথমস্য প্রথমে পঞ্চমো বর্গঃ॥

আশ্বিন-সূক্তস্য বৈশ্বদেবতৃচে প্রথমামৃচমাহ।

* *

রু আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে পাণিনির অষ্টম অধ্যায়ের (পরবর্ত্তি পদের) সূত্র অনুসারে ইহার স্বরগুলি নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "ব্রহ্মাণি" এই পদটীর "হরিবঃ" এই পদের সহিত অন্বয়ের সামর্থ্য না থাকায় (অর্থাৎ পরস্পর লিঙ্গ, বচন ও অর্থের ভেদ থাকায়) "সমর্থঃপদবিধিঃ" এই নিয়মাধীন "সুবামন্ত্রিতে" ইত্যাদি সূত্রানুসারে পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না; সেই জন্য আমন্ত্রিত নিঘাত-স্বরের অভাব হওয়ায় ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইল। সুতরাং "উপ" এই অব্যয় শব্দের অকারটি সন্নতর স্বর (অত্যনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "দধিষ্ব" এই পদটিতে ধারণার্থ ধা ধাতুর উত্তর লোটের 'থাস্' বিভক্তি করিয়া "থাসঃ সে সবাভ্যাংবামৌ"। (পা° ৩।৪।৯১) এই সূত্র অনুসারে "থাস্" বিভক্তির স্থানে "সে" আদেশ হইয়াছে এবং একার স্থানে "ব" আদেশ হইল; "ছন্দস্যুভয়থা" (পা° ৩।৪।১১৭) এই সূত্রানুসারে সার্ব্বধাতুক ও আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা হওয়ায় সার্ব্বধাতুকত্ব-হেতু শপ্ প্রত্যয় হইয়াছে; এবং "শ্লৌ" (পা° ৬।১।১০) এই সূত্র অনুসারে দ্বিত্ব এবং আর্দ্ধধাতুকত্ব নিবন্ধন "ইট্" আগম হইয়া, ও "আতো লোপ ইটিচ" (পা° ৬।৪।৬৪) এই সূত্র দ্বারা আকারের লোপ করিয়া, "দধিষ্ব" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "চনঃ এই পদটি চায়্ ধাতুর উত্তর "চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চ" (উ° ৪।২০১) এই সূত্র দ্বারা অসুন্ প্রত্যয় ও সূত্রস্থ "চকার হইতে নুট্ আগম বিহিত হওয়ায়, "য" কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৬॥ ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত॥

(অতঃপর) আশ্বিন-সূক্তের বৈশ্বদেবতৃচে প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের 'হরিবঃ' শব্দে ইন্দ্রকে ঘোটকারূঢ় বা অশ্ব-সংযুক্ত রথোপরি অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। হরি নামক অশ্ব ইন্দ্রেরই অশ্ব বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া অতিদ্রুত আমার স্তব শ্রবণ করিতে আগমন করুন; আসিয়া আমার প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন অথবা পূজোপকরণাদি গ্রহণ করুন। ইহাই ঋকের সাধারণ অর্থ।

আমাদের দেবতাকে আমরা যেমন রূপ-গুণে বিভূষিত করিব, তিনি তেমনিভাবে আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবেন। তিনি যে রূপগুণের অতীত, তাহা ধারণা করা মানুষের পক্ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য। সুতরাং যখন যেমন আবশ্যক হয়, তখন তেমনই রূপগুণে তাঁহাকে গড়িয়া লওয়া হয়। রৌদ্রের খরকরতাপে ধরণী বিশুষ্ক দগ্ধী-ভূত হইতেছে; শস্যশ্যামলা মাতার ক্রোড়স্থিত তৃণ-শষ্পাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায় মানুষ ভগবানকে মেঘাধিপতি ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তখন ভগবানের অন্যান্য অশেষ বিভূতি মানুষের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া যায়। তখন তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়,—তিনি যেন ইন্দ্ররূপে-মেঘাধিপতিরূপে উপস্থিত হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর বক্ষ শীতল করেন। উত্তাপের এতই যন্ত্রণা যে, অশ্ববাহনে ত্বরায় না আসিলে প্রাণ-সংশয় হয়। পূজার উপকরণও তাঁহার চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যপক্ষে সাধক দেখিতেছেন,—যিনিই ইন্দ্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সূর্য্য—তিনিই সর্ব্বদেবময়। তাঁহার নিকট ইন্দ্রের ঐ যে 'হরিবঃ' বিশেষণ, তদ্দ্বারা সর্ব্বদেবময়ত্ব সূচিত হইয়াছে; কেন-না, 'হরি শব্দে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্র-যম-সূর্য্য সকলকেই বুঝাইয়া থাকে। অতএব 'হরিবঃ' শব্দ সর্ব্বদেববিভূতিসম্পন্ন সর্ব্বস্বরূপ

অর্থ সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হয়। সাধক ডাকিতেছেন,—পাপে তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; হৃদ্‌ভেদী আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে; এখনও তুমি নিশ্চিন্ত কেন? এস—দ্রুতগতি এস। মেঘরূপে উদয় হইয়া আমার দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষেত্র শীতল কর। যজ্ঞাহুতির হবিঃ স্বরূপ এই অন্তরকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; এস—গ্রহণ কর।

একপক্ষে মেঘরূপে উদয় হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর শীতলতা প্রদান; অন্যপক্ষে প্রশান্ত-মূর্ত্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ।— এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

—§*§-

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বেদেবাস আগত।

দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ওমাসঃ। চর্ষণিধৃতঃ। বিশ্বে। দেবাসঃ। আ। গত।

দাশ্বাংসঃ। দাশুষঃ। সুতং ॥ ৭

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

ওমাসঃ (অবন্তি রক্ষন্তি যে তে ওমসো রক্ষকাঃ) চর্ষণীধৃতঃ (চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ধারকাঃ) দাশ্বাংসঃ (ফলদানসমর্থাঃ, যজ্ঞফলস্য দাতারো বা) বিশ্বেদেবাসঃ (হে বিশ্বেদেবাঃ, ইন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ) দাশুষঃ (যজমানস্য) সুতং (অভিষুতং সোমং পাতু মিতিশেষঃ) আগত (আগচ্ছত) ॥ ৭ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে রক্ষক, হে প্রতিপালক, হে কর্ম্মফলদাতা বিশ্বদেবগণ! যজমানের পূজা (অভিষুত সোম) প্রস্তুত। আপনারা আসুন—সে পূজা গ্রহণ করুন ॥ ৭ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিশ্বেদেবাস এতন্নামকা দেববিশেষাঃ। দাশুষো হবির্দত্তবতো যজমানস্য সুতমভিষুতং সোমং প্রত্যাগত। আগচ্ছত। তে চ দেবা ওমাসো রক্ষকাঃ। চর্ষণীধৃতো মনুষ্যাণাং ধারকাঃ। দাশ্বাংসঃ ফলস্য দাতারঃ॥ মনুষ্যা ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু চর্ষণীশব্দঃ পঠিতঃ। অশ্বিনাবিত্যাদিষেকত্রিংশৎসংখ্যাকেষু দেববিশেষনামসু বিশ্বেদেবাঃ সাধ্যা ইতি পঠিতং। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। অবিতারো বাবনীয়া বা মনুষ্যধৃতঃ সর্ব্বে চ দেবা ইহাগচ্ছত দত্তবন্তো দত্তবতঃ সুতমিতি তদেতদেকমেব

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেবনামক দেবগণ! আপনারা, ভবদুদ্দেশে বিধিবৎ হবির্দানকারি যজমানের অভিষব সংস্কারের দ্বারা (তাদৃশ প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা) সংস্কৃত (শোধিত) সোমের নিকট আগমন করুন,—অর্থাৎ এই সোমযজ্ঞে অধিষ্ঠিত হউন। সেই বিশ্বেদেবগণ কিরূপ?—"ওমাসঃ" অর্থাৎ তাঁহারা রক্ষণশীল এবং "চর্ষণীধৃতঃ" অর্থাৎ মনুষ্যগণের ধারক (পরিপোষক বা স্থিতিস্থাপক) এবং "দাশ্বাংসঃ" অর্থাৎ (যজ্ঞানুষ্ঠায়িগণকে, প্রারব্ধ যজ্ঞাদি কর্ম্মের) ফলদাতা। "মনুষ্যাঃ" প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি (২৫) সংখ্যক মনুষ্য-বাচক-গণের মধ্যে চর্ষণী শব্দ পঠিত হইয়াছে। "অশ্বিনৌ" প্রভৃতি একত্রিংশৎ (৩১) সংখ্যক দেববিশেষ বাচক গণের মধ্যে "বিশ্বেদেবাঃ সাধ্যাঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। এই ঋক্‌কে মহাত্মা যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—"রক্ষক বা পূজ্য কিম্বা মনুষ্যগণের ধারণকারী অর্থাৎ মানবগণের আশ্রয়-স্বরূপ দেবতা-সমূহ, এই স্থানে যজ্ঞ ক্ষেত্রে আগমন করিয়া প্রদানকারী

বৈশ্বদেবং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে। যত্তু কিঞ্চিদ্বহুদৈবতং তদ্বৈশ্বদেবানাং স্থানে যুজ্যতে যদেব বিশ্বলিঙ্গমিতি শাকপূণিঃ। নি° ১২।৪০। ইতি। অত্র বিশ্বশব্দঃ সর্ব্বশব্দ-পর্য্যায় ইতি যাস্কস্য মতং। দেববিশেষস্যৈবাসাধারণং লিঙ্গমিতি শাকপূণের্মতং। অবন্তীত্যোমাসো দেবাঃ। মনিত্যনুবৃত্তাবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ। উ° ১।১৪২। ইতিমনু-প্রত্যয়ঃ। জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ। পা° ৬।৪।২০। ইত্যূট্। মনঃকিত্ত্বেহপি বাহুলকত্বাদ্গুণঃ। আজ্জসেরসুক্। পা° ৭।১।৫০। ইতি। জসেরসুগাগমঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। চর্ষণয়ো মনুষ্যাস্তান্ বৃষ্টিদানাদিনা ধারয়ন্তীতি চর্ষণীধৃতো দেবাঃ। পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্য সামান্যবচনস্য বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং। পা° ৮।১।৭৪। ইত্য-বিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধাদপাদাদিত্বেন (পা°৮।১।১৮) নিঘাতঃ। নম্বতএব বিদ্যমানবত্ত্বাৎ সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবেনৈকপদীভাবাৎ পদাদপরত্বেন কথং নিঘাত ইতি চেৎ। ন। বৎকরণং

জমানগণের অভিষুত সোম-সকল গ্রহণ করুন। শাকপূণি বলেন,—(নিঃ ১২।৪০) বসু আদি দশসংখ্যক বিশ্বদেবের মধ্যে, এই প্রকারের বৈশ্বদেব গায়ত্রতৃচ বিদ্যমান আছে। যাহা কিছু বহুদেবতাজ্ঞাপক এবং যাহা কিছু বিশ্বের লিঙ্গ (চিহ্ন), তাহাই বিশ্বদেবতার স্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে। এস্থলে নিরুক্তকার যাস্ক বলেন,—বিশ্ব শব্দ, 'সর্ব্ব' শব্দের পর্য্যায় এবং সমশ্রেণীভুক্ত। মহাত্মা শাকপূণির মতে বিশ্ব শব্দটি দেবতাবিশেষেরই অসাধারণ লিঙ্গ; অর্থাৎ যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারাই "ওমাসঃ" অর্থাৎ কতিপয় দেবতা-বিশেষ। এইরূপ অর্থে—মন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে "অবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ" (উঃ ১।১৪২) এই সূত্র অনুসারে 'অব' ধাতুর উত্তর 'মন' প্রত্যয় করিয়া "জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ" (পা° ৬।৪।২০) সূত্র দ্বারা উক্ত 'অব' ধাতুর স্থানে উট্ (উ) আদেশ হইয়াছে; মন প্রত্যয়ের কিৎ সংজ্ঞা হইলেও বহুল-বচন-প্রযুক্ত উ-কারের গুণ (অর্থাৎ উ-কার স্থানে ও-কার) হইল; এবং "আজ্জসেরসুক্" (পা° ৭।১।৫০) এই সূত্র অনুসারে ভাবিজসের (প্রথমার বহুবচনের) পূর্ব্বে অসুক্ (অস) আগম দ্বারা নিষ্পাদিত ওমস্ শব্দের প্রথমার বহুবচনে "ওমাসঃ" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনান্ত হেতু ঐ পদের আদি স্বর উদাত্ত হইল। 'চর্ষণী' শব্দে মনুষ্য জাতিকে বুঝায়; সেই মনুষ্যগণকে যাঁহারা বৃষ্ট্যাদি প্রদান করিয়া পোষণ বা পালন করেন, তাঁহারা "চর্ষণীধৃতঃ"। এস্থলে পূর্ব্বস্থিত (পাদের আদিভূত) সামান্যবাচী (বিশেষ্য) "ওমাসঃ" এই আমন্ত্রিত (সম্বুদ্ধ) পদে প্রবর্ত্তিত অবিদ্যমান-বদ্ভাব (অনুপস্থিতি কল্পনা) "বিভাষিতং বিশেষ বচনে বহুবচনং" (পা° ৮।১।৭৪) সূত্রানুসারে নিষিদ্ধ হওয়ায়, পরবর্ত্তী 'চর্ষণীধৃতঃ' পদটী পাদের আদিভূত হইতে পারিল না। সুতরাং উহার স্বরগুলি নিঘাত হইল। কিন্তু উক্ত রীতিতে যদি পূর্ব্ব-পদের বিদ্যমানবদ্ভাব স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে "সুবামন্ত্রিত" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে উক্ত পূর্ব্বপাদের পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু একপদীভাব (দুই পদে মিলিত হইয়া এক পদের ন্যায়) হইয়া যায়। সুতরাং ইহা আর পদের পরবর্ত্তী হইল না, তবে কেমন করিয়া উহা নিঘাত-স্বর হইবে,—এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত হইলে, তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

স্বাশ্রয়মপি যথা স্যাদিতিবচনাৎ পদভেদপ্রযুক্তস্য নিঘাতস্যাপ্যুপপত্তেঃ। একপদত্বেঽপ্যাদ্যু-দাত্তত্বেঽনুদাত্তং পদমেকবর্জমিতি সুতরামেব নিঘাতো ভবিষ্যতি। ইত্থমেব তর্হি দ্রবৎ-পাণী শুভস্পতী ইত্যত্রাপি পরাঙ্গবত্ত্বেনৈকপদ্যাদুত্তরস্য শেষনিঘাতপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ। ন। তত্র পরাঙ্গবদ্ভাবস্য পরেণামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যবিদ্যমানবদ্ভাবেন বাধিতত্বাৎ ইহ পুনর্বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনমিত্যবিদ্যমানবত্ত্বস্য নিষেধাৎ। পূর্ব্বস্যাপ্যামন্ত্রিতস্য বিদ্যমানবত্ত্বাৎ পরাঙ্গবত্ত্বং স্বীকৃতমিতি বৈষম্যং। বিশ্বে। পাদাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। গণদেবতা-বচনশ্চাত্র বিশ্বশব্দো ন সর্ব্বশব্দপর্য্যায় ইতি বিশেষ্যপরতয়া সামান্যবচনত্বাদোমাস ইত্যনেন ন সামানাধিকরণ্যং। সামানাধিকরণ্যে হি পূর্ব্বস্য পাদস্য পরাঙ্গবদ্ভাবে সতি মিত্রাবরুণা-বৃতাবৃধাবিত্যাদাবিবাত্রাপ্যামন্ত্রিতাদ্যুদাত্ততা ন স্যাৎ। বিশ্বে ইত্যস্য বিশেষণং দেবাস ইতি। দীব্যন্তীতি দেবাঃ প্রকাশবন্তঃ। নন্ববয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়প্রসিদ্ধির্বলীয়সীতি রূঢ় এবার্থো-

'তাহা হইতে পারে না।' যেহেতু বৎকরণং স্বাশ্রয়মপি যথা স্যাৎ" এই বচনানুসারে অর্থাৎ উক্ত "পরাঙ্গবদ্ভাব" (এই নিয়মবাক্যে) 'বৎ' প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বপদ পরপদের অঙ্গের ন্যায় হয় (অঙ্গ হয় না); সুতরাং উভয় পদের স্ব স্ব বিহিত কার্য্যও হয়। এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় পদভেদে বিহিত নিঘাত স্বরেরও সঙ্গতি রহিয়াছে। অপিচ একপদীভাবে, অনুদাত্তত্বের বিধান থাকিলেও "অনুদাত্তংপদমেকবর্জ্জং" (পা০ ৮।১।১৩) এই নিয়মানুসারে অবাধে নিঘাত বা অনুদাত্ত স্বর হইবে। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে "দ্রবৎপাণী" এবং "শুভস্পতী" পদদ্বয়ের এই প্রকারেই পরাঙ্গবত্ত্ব-হেতু একপদীভাব হওয়ায় উত্তর-পদের শেষ নিঘাত-স্বরের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। যদি এইরূপ আশঙ্কা করা যায়, তদুত্তরে মীমাংসা করিতেছেন,—তাহা হইতে পারে না। যেহেতু, সেস্থলে "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" (পা০৮।১।১৫) এই সূত্র দ্বারা পরবর্ত্তী অবিদ্যমানবদ্ভাব কর্ত্তৃক পরাঙ্গবদ্ভাব বাধিত হইয়াছে। এস্থলে, "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা০৮।১।৭৪) এই সূত্র অনুসারে অবিদ্যমানবদ্-ভাবের নিষেধ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্বোধনান্ত পদটি বিদ্যমান থাকিতে পরাঙ্গবদ্ভাব স্বীকৃত হইয়াছে; ইহাই বৈষম্য বলিয়া জানিতে হইবে। (এই বৈষম্য জন্যই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না) "বিশ্বে" এই পদটি পাদের আদিতে আছে বলিয়া, ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে বিশ্ব শব্দে গণদেবতাকে বুঝিতে হইবে। ইহা সর্ব্ব-শব্দের পর্য্যায় নহে। অতএব 'বিশ্ব' শব্দ বিশেষ্যরূপে সামান্যাকারে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, "ওমাসঃ" পদের সহিত সামানাধিকরণ্যে তুল্যরূপে অন্বিত হইল না। যদি সামানাধিকরণ্য হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব-পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হইয়া "মিত্রাবরুণৌ" "ঋতাবৃধৌ" ইত্যাদি পদের ন্যায় এস্থলেও আমন্ত্রিত পদের (সম্বোধনান্ত পদের) আদিস্বর উদাত্ত হইত না। "দেবাসঃ" এই পদটি "বিশ্বে" এই পদের বিশেষণ। দীপ্তিমান হয়েন যাঁহারা, তাঁহাদিগকে দেবগণ কহে; অর্থাৎ যাঁহারা স্বয়ং সর্ব্বদা প্রকাশশীল। এস্থলে আপত্তি হইতেছে যে,—"অবয়বের (একদেশের প্রসিদ্ধি (জ্ঞান) অপেক্ষা সমুদায়ের প্রসিদ্ধি (জ্ঞান) বলবতী"—এই নিয়মানুসারে, দেব—

দেবশব্দস্য গ্রাহ্যো ন যৌগিকঃ। যৌগিকত্বে হ্যবয়বার্থানুসন্ধানব্যবধানেন প্রতিপত্তি-বিক্ষিপ্তা স্যাৎ সমুদায়প্রসিদ্ধৌ তু ন বিক্ষেপ ইতি চেৎ। ন। সমুদায়প্রসিদ্ধৌ হি দেবশব্দস্য সামান্যপরতয়া বিশেষবচনত্বাভাবাদ্ বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং ইত্যনেনানিষিদ্ধ-ত্বাদ্ বিশ্বে ইত্যস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেন শুভস্পতী ইতিপদবদ্দেবাইত্যস্যাপ্যাদ্যুদাত্তত্বং স্যাৎ। স্বরানুসারেণ চ রূঢ়িত্যাগেনাপি দেবশব্দস্য যোগস্বীকারো যুক্ত এব। আগত। আগচ্ছত। বহুলংছন্দসীতি শপোলুকি। সত্যনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা মকারলোপঃ। আঙঃ পদাৎ পরত্বান্নিঘাতঃ। দাশ্বাংসঃ। দাশৃদান ইত্যস্য ক্বসৌ দাশ্বানসাহ্বান্মীঢ্বাংশ্চ। পা০ ৬।১।১২। ইতি নিপাতনাৎ ক্রাদিনিয়মপ্রাপ্তইড়াগমো দ্বির্বচনং চ। পা০ ৭।২।১৩। ন ভবতি। প্রত্যয়স্বরেণ ক্বসোরুদাত্তত্বং। দাশুষ ইত্যত্র বসোঃ সংপ্রসারণং। পা০ ৬।৪।১৩১। ইতি সংপ্রসারণং। সংপ্রসারণাচ্চ। পা০ ৬।১।১০৮। ইতি পূর্ব্বরূপত্বং শাসিবসিঘসীনাং চ। পা০ ৮।৩।৬০। ইতি ষত্বং ॥ ৭ ॥

শব্দের রূঢ়্যর্থই (প্রসিদ্ধ বা বিখ্যাত অর্থই) গৃহীত হইবে; যৌগিক (ব্যুৎপত্তিলভ্য) অর্থ গৃহীত হইবে না। যেহেতু, যৌগিক ব্যাখ্যা স্বীকারে অবয়বার্থের (প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের) প্রতিপত্তি (জ্ঞান) অন্বেষণার্থ সময়-সাপেক্ষ বলিয়া বিলুপ্ত হয়; অর্থাৎ 'দেব' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে অর্থ-নিষ্পত্তির ব্যাঘাত ঘটে না।" ইহার উত্তরে বলিতেছেন,— 'ন'—অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না; যেহেতু (এস্থলে) সমুদায়ের (প্রসিদ্ধ শব্দ-মাত্রের) প্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হইলে, 'দেব' শব্দের সামান্যাকারে অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রয়োগ হইয়া যায়। সুতরাং বিশেষবচনত্বের অভাব হেতু "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা০৮।১।৭৪) এই সূত্র অনুসারে বিহিত পূর্ব্বপদের অবিদ্যমানবত্ভাবের প্রসক্তি থাকে না। অতএব "বিশ্বে" এই পূর্ব্ব-পদটির অবিদ্যমানবত্ভাব হয় এবং "শুভস্পতী"পদের ন্যায় "দেবাঃ"পদের আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়া যায়। ফলতঃ, স্বরের অনুরোধে 'দেব' শব্দের রূঢ়্যর্থ ত্যাগ করিয়া যৌগিকার্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। "আগত" অর্থাৎ আপনারা আগমন করুন। 'আঙ' পূর্ব্বক গমনার্থ "গম" ধাতু হইতে লোটের মধ্যম-পুরুষের বহুবচন "ত" প্রত্যয় করিয়া "আগত" পদটি সাধিত হইয়াছে। এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই সূত্র অনুসারে আগম শপের লোপ হইয়াছে এবং 'অনুদাত্তোপদেশ' (পা০ ৬।৪।৩০) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ম-কারের লোপ হইয়াছে। পদের পরে হইয়াছে বলিয়া "আঙ" এই উপসর্গটি নিঘাত-স্বর হইয়াছে। "দাশ্বাংসঃ" এই পদটী, দানার্থ দাশৃ ধাতুর উত্তর 'ক্বসু' (বস্) প্রত্যয় করিয়া "দাশ্বান্ সাহ্বান মীঢ্বাংশ্চ" (পা০ ৬।১।১২) এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব এস্থলে ক্রাদি নিয়মে প্রাপ্ত (কৃ আদি ধাতুর নিয়ম প্রাপ্ত) 'ইট্' আগম ও দ্বিত্ব হইল না। পাণিনির (৭।২।১৩) সূত্রানুসারে প্রত্যয়স্বর বলিয়া ক্বসুর স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "দাশুষঃ" এই পদটীতে "বসোঃ সংপ্রসারণং" (পা০ ৬।৪।১৩১) এই সূত্র দ্বারা সংপ্রসারণ হওয়ায় "সংপ্রসারণাচ্চ" (পা০ ৬।১।১০৮) এই সূত্র অনুসারে পূর্ব্বরূপত্ব হইয়াছে; এবং "শাসিবসিঘসীনাংচ" (পা০ ৮।৩।৬০) এই সূত্র দ্বারা দন্ত্য'স' স্থলে মূর্দ্ধণ্য'ষ' হইয়াছে। ৭ ॥

সপ্তম ঋকের বিশদার্থ।

একে একে আহ্বান করিয়া যখন অন্তরের তৃপ্তি হইল না, যখন বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন শক্তির অভিব্যক্তির ভাব অন্তরে জাগরূক হইল, অভাবের তীব্র জ্বালা যখন চারিদিকে প্রকট হইয়া পড়িল; তখন আর এক দেবতাকে ডাকিয়া তৃপ্তি হইল না; ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আহ্বান করিতেও সামর্থ্যে কুলাইল না। তখন সর্ব্বদেবকে এক সঙ্গে এক স্বরে ডাকিয়া জ্বালা-নিবারণের জন্য প্রার্থনা জানান হইল। ইহাই মানুষের সাধারণ প্রকৃতি। সে যখন বিপদের পর বিপদের তরঙ্গে নিমজ্জমান হয়,—অভিঘাত পায়; তখন সে যে পরিত্রাণের জন্য কাহার শরণাপন্ন হইবে, স্থির করিতে পারে না। সে অবস্থায় ইন্দ্রকে ডাকে, বায়ুকে ডাকে, অবশেষে বিশ্বের সর্ব্ব-দেবতার শরণাপন্ন হয়। ডাকে—হে দেবগণ! তোমরা যে যেখানে আছ, যে যেমন করিয়া পারে, আমার উদ্ধার কর। এই ঋকে সাধারণতঃ এই ভাব মনে আসে। একসূত্রে সকলের পূজা, এক স্তোত্রে সকলের অর্চ্চনা—দারুণ ব্যাকুলতার মধ্যে সম্পাদিত হয়। ব্যষ্টিকে সমষ্টিভাবে প্রত্যক্ষীকরণের ইহাই আদি স্তর।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বিশ্বেদেবাসোঅপ্তুরঃ সুতমাগন্ত তূর্ণয়ঃ।

উস্রা ইব স্বসরাণি ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বে। দেবাসঃ। অপ্‌ইতুরঃ। সুতং। আ। গন্ত। তূর্ণয়ঃ।

উস্রাঃইইব। স্বসরাণি॥ ৮॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে বিশ্বেদেবাসঃ (হে ইন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ)! যূয়ং অপ্‌তুরঃ (আপো জলং তদ্বৎ তুরঃ দ্রুততরাঃ সন্তঃ, দ্রুতগতিবিশিষ্টা, বৃষ্টিপ্রদা বা)। উস্রাঃ (সূর্য্যরশ্ময়ো গাবো বা) ইব (যথা) স্বসরাণি (দিনানি, স্বগৃহানি) 'প্রতি ধাবন্তি তথা' তূর্ণয়ঃ (ত্বরান্বিতাঃ সন্তঃ) সুতং (ইদং যজ্ঞং) আগন্ত (আগচ্ছত)॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা 'অপ্‌তুর' (বৃষ্টিপ্রদ বা দ্রুতগামী)। উস্রা (সূর্য্যরশ্মি বা গাভী) যেমন স্বসরে (দিবসে বা স্বগৃহে আগমন করে; আপনারা সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া এই যজ্ঞে আগমন করুন॥ ৮॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বেদেবাস এতন্নামকগণরূপা দেববিশেষাঃ সুতং সোমমাগন্ত। আগচ্ছন্ত। কীদৃশাঃ অপ্‌তুরঃ। তত্তৎকালে বৃষ্টিপ্রদা ইত্যর্থঃ। তূর্ণয়ঃ। ত্বরাযুক্তাঃ। যজমানমনুগ্রহীতু-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেবগণ! অর্থাৎ বিশ্বেদেবনামকগণরূপ দেবতা-সমূহ! আপনারা এই অভিষুত সোমের নিকট আগমন করুন। আপনারা কিরূপ?—"অপ্‌তুরঃ"; অর্থাৎ—উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টিদাতা এবং "তূর্ণয়ঃ" অর্থাৎ ত্বরাযুক্ত—যজমানকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত

মালস্যরহিতা ইত্যর্থঃ। বিশ্বেষাং দেবানাং সোমং প্রত্যাগমন উস্রাইত্যাদির্দৃষ্টান্তঃ। উস্রাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ স্বসরাণ্যহানি প্রত্যালস্যরহিতা যথা সমাগচ্ছন্তি তদ্বৎ। খেদয় ইত্যাদিষু পঞ্চদশসু রশ্মিনামসূস্রা বসব ইতি পঠিতং। বস্তোরিত্যাদিষু দ্বাদশস্বহর্নামসু স্বসরাণি-ংসো ঘর্ম্ম ইতি পঠিতং। তচ্চ পদং যাস্কেন ব্যাখ্যাতং। স্বসরাণ্যহানি ভবন্তি স্বয়ং সারীণ্যপি বা স্বরাদিত্যোভবতি স এতানি সারয়তি। উস্রাইব স্বসরাণীত্যপি নিগমো ভবতীতি॥ দেবাসঃ। পচাদ্যজন্তশ্চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। পা০ ৩।১।১৩৪। অপ্তুরঃ। তুরত্বরণে শ্লুবিকরণী। তুতুরতি ত্বরয়ন্তীত্যর্থে ক্বিপ্চেতি ক্বিপ্। গতিকারকোপপদাৎ কৃদিত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আগন্ত। আগচ্ছন্তিত্যর্থে ব্যত্যয়েন মধ্যমপুরুষবহুবচনং। বহুলংছন্দসীতি শপোলুক্। তস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চ। পা০ ৭।১।৪৫। ইতি তবাদেশেঽপিৎ। পা০ ১।২।৪। ইতি প্রতিষেধাদঙিত্বাদনুনাসিকলোপাভাবঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। ঞিত্বরাসংভ্রম ইতি ধাতোস্ত্বরন্ত ইতি তূর্ণয়ঃ। নিরিত্যনুবৃত্তৌ বহ্নিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ। উং ৪।৫২। ইতি নিৎ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। উস্রাইবেত্যত্রেবেন নিত্যসমাসো

আলস্য-শূন্য। (বিশ্বেদেবগণের) সোমের নিকটে আগমন বিষয়ে "উস্রাঃ" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন "উস্রাঃ" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি-সমূহ প্রতি দিবসেই আলস্য-পরিশূন্য হইয়া অর্থাৎ যথাযথভাবে আগমন করিয়া থাকেন এবং পরিব্যাপ্ত হইয়া দিবাসমূহকে প্রকাশ করেন; আপনারাও সেইরূপ সমাগত হউন। অর্থাৎ, আপনারও সেইরূপ আমাদের এই সোমযজ্ঞে আগমন করুন এবং যজ্ঞফল প্রদান করুন। "খেদয়ঃ" ইত্যাদি পঞ্চদশ প্রকার রশ্মি-নামকগণের মধ্যে "উস্রাঃ" "বসবঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "বস্তোঃ" ইত্যাদি দ্বাদশ প্রকার অহর্নামকগণের মধ্যে (দিবানামের মধ্যে) "স্বসরাণি ংসো ঘর্ম্মঃ" ইত্যাদি পঠিত হইয়াছে। সেই ('স্বসরাণি') পদটির ব্যাখ্যায় যাস্ক বলিয়াছেন,—স্বসর শব্দে দিবসকে বুঝায়; অর্থাৎ যিনি নিজেই গমন করিয়া থাকেন, তিনিই স্বসর। অথবা আদিত্য দেব; অর্থাৎ যিনি এই সকলকে গমন করাইয়া থাকেন: অথবা কিরণের ন্যায় স্বসর, এই অর্থে নিগমকেও বুঝাইয়া থাকে। "দেবাসঃ" পদটীতে "পচাদ্যচ্" (পা০ ৩।১।১৩৪) এই সূত্র অনুসারে অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। এবং ঐ অচ্ প্রত্যয়ের চিত্ব হেতু ইহার অন্ত স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অপ্তুরঃ" এই পদটীতে, ত্বরণার্থ 'তুর' ধাতুর উত্তর "অতিশয় ত্বরাযুক্ত করিতেছে'—এই অর্থে "ক্বিপ্চ" এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ"—এই সূত্র অনুসারে উত্তর-পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "আগন্ত" এই পদটী "আগচ্ছন্তু" এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় এস্থলে লোট বিভক্তির প্রথম পুরুষের বহুবচনের ব্যত্যয়ে, (তৎপরিবর্ত্তে) মধ্যম পুরুষের বহুবচন হইয়াছে এবং "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই সূত্রানুসারে 'শপ্' আগমের লোপ হইয়াছে, "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" (পা০ ৭।১।৪৫) "তবাদেশেঽপিৎ" (পা০ ১।২।৪) এইরূপ প্রতিষেধ (নিষেধ) হেতু উক্ত শপ্ আগমটি 'অঙিৎ' হওয়ায় আনুনাসিকের লোপ হইল না। "তিঙ্ঙ তিঙঃ" (পা০ (৮।১।২) এই সূত্র অনুসারে ইহার নিঘাত স্বর হইয়াছে। সম্ভ্রমার্থ ঞিত্বরা (ত্বর) ধাতু হইতে "ত্বরন্তে"—ত্বরা-যুক্ত হইতেছে,—এইরূপ অর্থে "তূর্ণয়ঃ" পদটী নিষ্পন্ন

বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি সমাসে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং নিত্যং। সরতীতি সরঃ সূর্য্যঃ। পচাদ্যচ্। স্বঃ সরোযেষাং তানি স্বসরাণ্যহানি। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি স্বশব্দ আদ্যুদাত্তঃ॥ ৮॥

অষ্টম ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে বিশ্বেদেবগণকে 'অপ্তুরঃ' বলা হইয়াছে। 'অপ্তুরঃ' শব্দে 'বৃষ্টিপ্রদানকারী' বা ত্বরিতগতিবিশিষ্ট অর্থ সূচিত হয়। কিন্তু এই ঋকে 'তূর্ণয়ঃ' শব্দ 'ত্বরান্বিত' বা 'ত্বরিতগতির' ভাব প্রকাশ করিতেছে। একার্থ-বোধক দুই শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং 'অপ্তুরঃ' শব্দে সাধারণভাবে 'বৃষ্টিপ্রদ' অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বেদকে যাঁহারা কৃষকের গান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রায় প্রতি ঋকের মধ্যেই কর্ষণের উপযোগিতা অনুসারে বৃষ্টির এবং গো-জাতির সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই ঋকের তাই কেহ কেহ অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—'হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা বৃষ্টিদান করুন এবং গাভীগণ যেমন গোষ্ঠ হইতে গোগৃহাভিমুখে দ্রুতগতিতে আগমন করে,' আপনারা সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া আমাদের এই সোমরস পান করিতে আগমন করুন।'

কিন্তু এ ঋকের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন। 'অপ' শব্দে জল বুঝায়, 'অপ' শব্দে জ্যোতিঃ বুঝায়, 'অপ' শব্দে সৃষ্টির আদিভূত অবস্থা

হইয়াছে। "নিঃ" এই অনুবৃত্তিতে "বহিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহত্বরিভ্যো নিৎ" (উঃ ৪।৫২) এই সূত্র দ্বারা ইহার ত্বর ধাতুর নিৎপ্রত্যয় হইয়াছে। নিত্ব—হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উস্রাইব"—"পদে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ" এইরূপ নিয়মানুসারে 'ইব' শব্দের সহিত নিত্য-সমাস হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিস্বরত্ব নিত্য হইয়াছে এবং 'উস্রাঃ' এই পদের বিভক্তির লোপ হয় নাই। "যিনি গমন করেন তিনিই "সর" অর্থাৎ সূর্য্য। পচাদিত্ব হেতু সৃ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া "সর" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। নিজ-সম্বন্ধীয় হইয়াছে "সরঃ" (সূর্য্য) যাঁহাদের, এই অর্থে—'স্বসর' শব্দে দিবসকে কহে। "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যাপূর্ব্বপদং" এই নিয়মে স্ব শব্দ আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। ৮॥

বুঝাইয়া থাকে। জ্যোতিঃ বা আলোক সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিবিশিষ্ট। সুতরাং 'অপ্তুরঃ' শব্দে বুঝিতে পারি—বিশ্বেদেবগণ সত্বর বৃষ্টিপ্রদ অথবা সত্বর জ্যোতিঃ-প্রকাশক। এ ঋকে কৃষকের কৃষিকর্ম্মের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপিত হয় নাই। এ ঋকে বলা হইতেছে,—হৃদয় পাপের জ্বালায় জ্বলিতেছে। হে বৃষ্টিদাতা—শান্তিবিধাতা, ত্বরান্বিত হইয়া তুমি তপ্তহৃদয়-ক্ষেত্রে বারিবর্ষণ কর—শান্তিদান কর।

'উস্রাঃ'—গাভী নহে। ঋগ্বেদের যেখানেই 'গো' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই; সেখানেই 'গো' শব্দে 'মাতা', 'পৃথ্বীমাতা' প্রভৃতি অর্থ উপলব্ধি হয়। যদি 'উস্রাঃ' শব্দে গাভী অর্থই নিষ্পন্ন করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সে গাভী গো-জাতি নহে; সে ক্ষেত্রে 'উস্রাঃ' শব্দে 'মাতা' অর্থ মনে করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, ঋকে বলা হইতেছে,—জননী যেমন সন্তানের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া গৃহের চারিদিকে দ্রুতগতি অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, বিশ্বেদেবগণ—এস, তোমরাও সেইরূপ জননীর ন্যায় আমাদিগকে ক্রোড়ে গ্রহণ কর। 'উস্রাঃ' শব্দের 'রশ্মি' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পার। সূর্য্যরশ্মি যেমন দ্রুতগতি আসিয়া সংসারের অন্ধকার দূর করিয়া রশ্মিময় আলোকিত করে; ঋকে সেইরূপ বলা হইতেছে,—'হে বিশ্বেদেবগণ! অজ্ঞানান্ধকারে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এস—রশ্মিরূপে এস; এস—ত্বরান্বিত হইয়া এস;—আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর।

'সুতং আগন্ত' শব্দে অধিকারী অনুসারে অর্থ সূচিত হয়। যাহারা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য লইয়া দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের লক্ষ্য—সোমরস পান করিবার নিমিত্ত বিশ্বেদেবগণ যেন আবির্ভূত হন। যাঁহারা যজ্ঞ কার্য্যে ব্রতী, যজ্ঞোপকরণ হবিরাদি অন্ন গ্রহণ জন্য বিশ্বেদেবগণ আগমন করুন,—এইরূপ 'প্রার্থনা'—অর্থই তাঁহারা গ্রহণ করেন। যাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে সদ্বৃত্তি-সমূহ জাগরূক হইয়া যজ্ঞাহুতি-স্বরূপ প্রস্তুত রহিয়াছে, আর তদ্দ্বারা হৃদয়ে আনন্দের সহস্র ধারা প্রবাহিত হইয়াছে; সেই আনন্দের মধ্যে বিশ্বেদেবের আগমন যে সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় ত্বরান্বিত হইবে, তাঁহারা সেই ভাব উপলব্ধি করিতেছেন।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

বিশ্বে দেবাসো অস্রিধএহিমায়াসো অদ্রুহঃ

মেধং জুষন্ত বহ্নয়ঃ॥ ৯॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং

বিশ্বে। দেবাসঃ। অস্রিধঃ। এহিমায়াসঃ। অদ্রুহঃ।

মেধং। জুষন্ত। বহ্নয়ঃ॥ ৯॥

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে অস্রিধঃ (স্রিধ্ ক্ষয়ে ততোভাবে ক্বিপ্, স্রিৎ ক্ষয়ঃ, নাস্তি স্রিৎ ক্ষয়ো যেষাং তে অস্রিধঃ, অমরাঃ, ক্ষয়রহিতাঃ, হিংসারহিতা বা) এহিমায়াসঃ (এহিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্তা মায়া প্রজ্ঞা যেষাং তে, সর্ব্বতো ব্যাপ্তপ্রজ্ঞাঃ, সর্ব্বজ্ঞাঃ; মায়া কাপট্যং তদ্ যে অস্যন্তি ক্ষিপ্যন্তি পরিত্যজন্তি তে মায়াসঃ অমায়িকাঃ) অদ্রুহঃ (বৈবরহিতাঃ কল্যাণপ্রদাবা) বহ্নয়ঃ (ধনপ্রদা বা যজ্ঞফলপ্রদাঃ) বিশ্বেদেবাসঃ (ইন্দ্রাদি-গণদেবাঃ) মেধং (অস্মাভিঃ প্রদত্তং হবিঃ বা ইমং যজ্ঞং) জুষন্ত (সেবন্তাং)॥ ৯॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অক্ষয়, অমর, সর্ব্বজ্ঞ, কল্যাণপদ, ধনদ, বিশ্বেদেবগণ! আপনারা আমাদের প্রদত্ত যজ্ঞহবিঃ গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বেদেবাস এতন্নামকা দেববিশেষা মেধং হবির্যজ্ঞসম্বন্ধং জুষন্ত সেবন্তাং। কীদৃশাঃ। অস্রিধঃ। ক্ষয়রহিতাঃ শোষরহিতা বা। এহিমায়াসঃ। সর্ব্বতো ব্যাপ্তপ্রজ্ঞাঃ। যদ্বা। সৌচীকমগ্নিমপ্সু প্রবিষ্টমেহি মা যাসীরিতি যদবোচন্ তদনুকরণহেতুকোঽয়ং বিশ্বেষাং দেবানাং ব্যপদেশ এহিমায়াস ইতি। অদ্রুহঃ। দ্রোহরহিতাঃ। বহ্নয়ঃ। বোঢ়ারঃ। ধনানাং প্রাপয়িতারঃ॥ স্রিধেঃ ক্ষয়ার্থস্য শোষণার্থস্য বা সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপি নঞা বহুব্রীহিঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। এহিমায়াসঃ। ঈহচেষ্টায়াং। আ সমন্তাদীহত ইত্যেহি। ইন্। উ° ৪।১১৯। ইতি সর্ব্বধাতুসাধারণ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেবাদ! বিশেশ্বদেব নামক দেবগণ আপনারা এই যজ্ঞের হবনীয়দ্রব্য সেবা (ভোগ) করুন। (অর্থাৎ আপনারা আমাদের এই নিবেদ্যমান হবনীয় বস্তু ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করুন)। তাঁহারা কিরূপ?—"অস্রিধঃ" অর্থাৎ ক্ষয়রহিত অথবা শেষরহিত; এবং "এহিমায়াসঃ" অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তপ্রজ্ঞ (সর্ব্ববিষয়াবগাহী বুদ্ধিবিশিষ্ট), অথবা 'সৌচিকমগ্নিমপ্সু প্রবিষ্টমেহি মায়াসীঃ" অর্থাৎ "সৌচিক নামক অগ্নি, জলে প্রবিষ্ট হইলে ঋত্বিকগণ বলিয়াছিলেন,—"এহি—আগমন করুন, মায়াসীঃ—অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যাইবেন না"—ঋত্বিকগণের সেই বাক্যের অনুকরণের নিমিত্তই "এহিমায়াসঃ" এই পদটি বিশ্বদেবগণের ব্যপদেশরূপে (সংজ্ঞাস্বরূপে অথবা বিশেষণরূপে) কথিত হইয়াছে। তাঁহারা "অদ্রুহঃ"—দ্রোহরহিত। অর্থাৎ,—অনিষ্টচিন্তাবিরহিত। অপিচ, তাঁহারা "বহ্নয়ঃ"—বহনকর্ত্তা অর্থাৎ যাচকগণের অভীষ্ট ধনরাশির প্রদানকর্ত্তা। সম্পদাদি গণপাঠের মধ্যে ক্ষয়ার্থ অথবা শোষণার্থ 'স্রিধি' (স্রিধ্) ধাতুর উত্তর "সম্পাদাদিভ্যঃ"—এই সূত্র অনুসারে ভাববাচ্যে ক্বিপ প্রত্যয় করিয়া নঞের সহিত বহুব্রীহি সমাসে 'অস্রিধ' পদ নিষ্পাদিত। সেই 'অস্রিধ্' শব্দের প্রথমার বহুবচনে "অস্রিধঃ পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরকে বাধিত করিয়া "নঞ্‌সুভ্যাং" (পা° ৬।২।১৭২) এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "এহিমায়াসঃ" পদটিতে 'আঙ' পূর্ব্বক চেষ্টার্থ 'ঈহ' ধাতুর উত্তর (সর্ব্বত্র চেষ্টা করিতেছে এই অর্থে) "ইন্" (উঃ ৪।১১৯) এই সূত্র অনুসারে সার্ব্বধাতুক ইন্ প্রত্যয় করিয়া "এহি" এ পদ সি হইয়াছে। "ইন্" (ই) প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু (ন থাকে না বলিয়া), ইহার আদি

ইন্‌প্রত্যয়ো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। এহির্মায়া প্রজ্ঞা যেষামিতিবহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অথবা। আঙ উদাত্তাদুত্তরস্যেহীতিলোণ্‌মধ্যমৈকবচনস্য তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাত একাদেশ-উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যেকার উদাত্তঃ। এহীত্যেতৎ পদযুক্তং মা যাসীরিত্যত্র মায়েত্যক্ষর-দ্বয়ং যেষাং তে এহিমায়াসঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। অদ্রুহঃ। দ্রুহজিঘাংসায়াং। সংপদাদিত্বাদ্‌ভাবে ক্বিপি পা০ ৩।৩।১০৮।৯। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। মেধং। মেধৃসঙ্গমে চ। মেধ্যতে দেবৈঃ সংগম্যত ইতি মেধং হবিঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্‌। ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। জুষন্ত সেবন্তামিত্যর্থে ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ। পা০ ৩।৪।৬। ইতি ধাতু সম্বন্ধে লঙ্‌। যত উক্তরূপা বিশ্বেদেবা অতো জুষন্তেতি দ্রুহাদিধাত্বর্থৈঃ সম্বন্ধাৎ। বহুলং-ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি। পা০ ৬।৪।৭৫। ইত্যড়াগমাভাবঃ। বহ্নয়ঃ। নিরিত্যনুবৃত্তৌ বহিশ্রীত্যাদিনা বিহিতস্য নিপ্রত্যয়স্য নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৯ ॥

আশ্বিন-সূক্তস্য সারস্বততৃচে প্রথমামৃচমাহ।

স্বর উদাত্ত হইয়াছে। এইরূপে 'এহি' অর্থাৎ সর্ব্বত্রব্যাপিনী মায়া অর্থাৎ প্রজ্ঞা যাঁহাদের, এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস হওয়ায়, পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। কিংবা পক্ষান্তরে আঙ্‌ এই উদাত্তস্বরের উত্তর লোট-বিভক্তির মধ্যম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন "ইহি" এই পদের "তিঙ্‌ঙ তিঙঃ" (পা০ ৮।২।১) এই সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হইয়াছে। "একাদেশ উদাত্তে নোদাত্তঃ" এই নিয়মানুসারে (উক্ত "আঙ্‌"এর আকার ও "ইহি"র ই-কারের সন্ধিজাত) এ-কারটি উদাত্ত হইয়াছে। "এহি" এই পদযুক্ত "মাযাসীঃ" এই পদের "মায়া" এই অক্ষরদ্বয় যাঁহাদের, তাঁহারা 'এহিমায়াসঃ'। পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অদ্রুহঃ" এই পদটীতে হত্যা করিবার ইচ্ছাবোধক "দ্রুহ্‌" ধাতুর উত্তর সম্পদাদিত্ব হেতু (পা০ ৩।৩।১০৮) এই সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে 'ক্বিপ্‌' প্রত্যয় করিয়া বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" (পা০ ১।১৭২) এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদের অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "মেধং" এই পদটি সংগমার্থ মেধৃ ('মেধ্‌') ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "মেধ্যতে" অর্থাৎ দেবগণের সহিত যাহা সঙ্গত (মিলিত) হয়—এই অর্থে, মেধ শব্দে হবি বুঝাইতেছে। ঘঞ প্রত্যয়ের ঞিত্ত্ব হেতু (ঞ থাকে না বলিয়া) মেধ শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "জুষন্ত" পদটি "তাঁহারা সেবা করুন"—এই অর্থে, "ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ" (পা০৩।৪।৬) এই সূত্র দ্বারা ধাতু-সম্বন্ধে লঙ্‌ বিভক্তি হইয়াছে; অর্থাৎ যেহেতু বিশ্বেদেবগণ উক্তরূপ (দ্রোহরহিতাদিরূপ) গুণবিশিষ্ট, সেই নিমিত্তই তাঁহারা সেবা ভোগ করুন,—এই প্রকার অভিপ্রায়ে দ্রুহাদি ধাতুর অর্থের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত "জুষন্ত" পদে "বহুলং ছন্দস্যমাঙ যোগেঽপি" (পা০।৬।৪।৭৫) এই সূত্র দ্বারা অট্‌ (অ) আগম হয় নাই। "বহ্নয়ঃ" এই পদে "নিঃ" এই অনুবৃত্তিতে "বহিশ্রী" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিহিত নি প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ৯ ॥

(অতঃপর) আশ্বিন-সূক্তের অন্তর্গত সারস্বততৃচের
প্রথম ঋক্‌ কথিত হইতেছে।

সারস্বতে তৃচে যা প্রথমা সাম্বারম্ভণীয়েষ্টৌ সরস্বত্যাঃ পুরোহুবাক্যা। তথা দর্শপূর্ণ-মাসাবারপ্স্যমান ইত্যস্মিন্ খণ্ডে পাবকা নঃ সরস্বতী পাবীরবীকন্যা চিত্রায়ুঃ। আ০ ২।৮। ইতি সূত্রিতং।

* * *

নবম ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকে বিশ্বেদেবগণের স্বরূপ-পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। বুঝিয়াছি—ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ-যম সর্ব্বরূপেই তিনি বিকাশমান। বুঝিয়াছি—সর্ব্বদেবগণ অভিধায়ে তাঁহাদের সকলকেই আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু এই ঋকে বিশেষভাবে তাঁহাদের স্বরূপ বুঝান হইয়াছে। বলা হইয়াছে—তাঁহারা অক্ষয়। অক্ষয় অর্থাৎ অবিনশ্বর। এক পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সম্বন্ধেই 'অক্ষয়' বা 'অক্ষর' বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি। সুতরাং বিশ্বেদেবগণ বলিতে, তাঁহাদের বিশষণের দ্বারা, তাঁহাদিগকে সেই পরব্রহ্ম পরাৎপর বলিয়াই বুঝান হইল।

অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কিং তদ্‌ব্রহ্ম" ;—সেই ব্রহ্ম কি ? শ্রীভগবান উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"অক্ষরং ব্রহ্মপরমং।" শ্রুতি বলিয়াছেন,—গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যজ্ঞবল্ক্য সেই অক্ষর পরব্রহ্মের স্বরূপ-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন,—

"এতস্য বা প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাব্যাপৃথিব্যৌ বিধৃতে
তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা-মুহূর্ত্তা
অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতা-

সারস্বতাখ্য তৃচে যেটী প্রথমা ঋক্, সেই ঋক্‌টী অম্বারম্ভণীয় ইষ্টিতে সরস্বতীর পুরোহু-বাক্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। দর্শপূর্ণমাস যাগনামক আরপ্স্যমান এই পরবর্ত্তী খণ্ডে তাহা "পাবকা নঃ সরস্বতী পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ" (আঃ ২।৮), এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই ঋক্‌টী বলিতেছেন,—

* * *

তিষ্ঠন্তোতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা
নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং
যাং চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো
মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তা।"

"হে গার্গি! এই অক্ষরেরই (করণবিরহিত, অক্ষর সদ্বস্তুরই) প্রশাসনে (সুশাসনে অমোঘ আজ্ঞায়) সূর্য্য এবং চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া বর্ত্তমান (প্রকাশমান) রহিয়াছেন।

এই অক্ষর সদ্বস্তুরই বিশিষ্ট আজ্ঞায় দ্যুলোক এবং ভূলোক সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এই অক্ষর-সদ্বস্তুরই প্রকৃষ্ট বিধানে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, ঋতু—এইরূপ ক্রমে, বর্ষ-সমূহ পরিপুষ্ট হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে (হইতেছে)।

এই সদ্বস্তুরই সুনিয়মে-পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী-বিভিন্ন নদী-সমূহ, শ্বেত-পর্ব্বত-মালা হইতে স্যন্দিত (প্রবাহিত) হইতেছে এবং পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী অন্যান্য সরিৎসঙ্ঘ—যে, যে দিকে (যথানির্দ্দিষ্ট দিকে) প্রধাবিত হইতেছে।

এই অক্ষর-সদ্বস্তুরই অনুশাসন বাক্যে মানুষগণ—দাতৃগণকে, দেব-গণ—যজমানগণকে, পিতৃগণ—দর্বীকে প্রশংসা করিতেছেন এবং পরস্পর-অধীন (সম্বন্ধ-বিশিষ্ট) হইয়া রহিয়াছেন।

এবেই বুঝা যায়, অক্ষর অক্ষর বিশেষণে কাহার স্তোত্র উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহাকে আরও বলা হইয়াছে,—'তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্ব-কল্যাণপ্রদ। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকল্যাণপ্রদ প্রভৃতি বিশেষণ এক ভগবানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বিশ্বেদেবগণের উপাসনায় ভগবানের সকল বিভূতিকেই সমষ্টিভাবে আহ্বান করা হইয়াছে।

আর তিনি কেমন? তিনি যজ্ঞফলপ্রদানকারী। যাহা সৎকর্ম্ম—যাহা নিষ্কাম-কর্ম্ম—তাহাই যজ্ঞ-কর্ম্মের দ্যোতক। ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞ-দান-তপাদি কর্ম্ম অত্যাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন,—

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।"

সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু যজ্ঞ-দান-তপ কদাচ ত্যাগ

করিও না। কেন-না, উহারাই কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য। যজ্ঞ-দান-তপ দ্বারা মনীষিগণ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

যজ্ঞ-দান-তপের মধ্যে ভগবান্ বিরাজমান আছেন। যজ্ঞ-দান-তপের দ্বারাই তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার উদ্দেশ্যে বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তাঁহাকেই প্রাপ্তির অনুরূপ যজ্ঞফল প্রদান করে। যজ্ঞের হবিঃ তিনি গ্রহণ করেন—যজ্ঞের হবিঃ তিনি সেবন করেন; অর্থাৎ,—আমার নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠিত যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার সামীপ্য-স্বারূপ্য-সাযুজ্যাদি যথাক্রমে লাভ হইয়া থাকে।

—— * ——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী

যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং

পাবকা। নঃ। সরস্বতী। বাজেভিঃ। বাজিনীৎবতী।

যজ্ঞং। বষ্টু। ধিয়াৎবসুঃ ॥ ১০

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

পাবকা (পবিত্রকারিণী, মুক্তিদায়িনী) বাজিনীবতী ? (অন্নবতী, অন্নপ্রদানকরিণী) ধিয়াবসুঃ (কর্ম্মপ্রাপ্য ধননিমিত্তভূতা, কর্ম্মানুসারেণ ধনদাত্রী) বাজেভিঃ (বাজৈরন্নৈর্ধৈর্বা) নঃ (অস্মাকং) যজ্ঞং (আরব্ধং কর্ম্ম) বষ্টু (কাময়তাং, সম্পাদয়তু) ॥ ১০ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পতিতপাবনী, অন্নদাত্রী, কর্ম্মফলবিধায়িনী, দেবী সরস্বতী! আমাদিগের যজ্ঞে সুফল সম্পাদন করুন। (অন্নের সহিত যজ্ঞ কামনা করুন) ॥ ১০ ॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সরস্বতী দেবী বাজেভির্হবির্লক্ষণৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ। যদ্বা যজমানেভ্যো দাতব্যৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈর্নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং বষ্টু। কাময়তাং। কাময়িত্বা চ নির্বহত্বিত্যর্থঃ। তথা চারণ্যকাণ্ডে শ্রুত্যৈব ব্যাখ্যাতং। যজ্ঞং বষ্টিতি যদাহ যজ্ঞং বহত্বিত্যেব তদাহেতি। কীদৃশী সরস্বতী। পাবকা শোধয়িত্রী। বাজিনীবতী। অন্নবৎক্রিয়াবতী। ধিয়াবসুঃ। কর্ম্মপ্রাপ্যধননিমিত্তভূতা। বাগ্দেবতায়াস্তথাবিধং ধননিমিত্তত্বমারণ্যক-কাণ্ডে শ্রুত্যা ব্যাখ্যাতং। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুরিতি। বাগ্ বৈ ধিয়াবসুরিতি। শ্যেনঃ সোম ইত্যাদিষু

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সরস্বতী দেবী, হবিঃ-স্বরূপ অন্নের নিমিত্ত (অর্থাৎ আমাদিগের প্রদত্ত যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত), অথবা যজমানগণকে অন্নরাশি বিতরণ করিবার নিমিত্ত, আমাদের এই আরব্ধ যজ্ঞকে কামনা করুন অর্থাৎ কামনা করিয়া সুসম্পন্ন করুন। শ্রুতি আরণ্য-কাণ্ডে এইরূপ প্রকটিত করিয়াছেন; যথা,—"যজ্ঞং বষ্টু" (অর্থাৎ যজ্ঞকে কামনা করুন) এইরূপে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে "যজ্ঞং বহতু" (অর্থাৎ যজ্ঞ সুসম্পন্ন বা নির্ব্বাহ করুন) এইরূপ অর্থ সূচিত হয়। সরস্বতী কিরূপ?—"পাবকা" অর্থাৎ শোধনকর্ত্রী এবং "বাজিনীবতী" অর্থাৎ অন্নযুক্ত ক্রিয়াবিশিষ্টা। দোষ বা কলুষ নাশ করিয়া যিনি গুণের সঞ্চার করিয়া দেন, তিনিই শোধনকর্ত্রী—পাবকা। "ধিয়াবসুঃ"—কর্ম্মপ্রাপ্য ধনের নিমিত্তভূত; অর্থাৎ,—যাগাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ বাঞ্ছিত ধনলাভের আদিকর্ত্রী। স্বয়ং বেদ, স্বীয় আরণ্যক-কাণ্ডে বাগ্দেবতাকে উক্ত প্রকারে ধনের হেতুভূতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—"যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ"। এস্থলে 'বাগ্ বৈ ধিয়াবসুঃ'—বাগ্দেবতাই

পঞ্চত্রিংশৎসংখ্যাকেষু দেবতাবিশেষবাচিষু পদেষু সরমা সরস্বতীতি পঠিতম্। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। পাবকা নঃ সরস্বত্যন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্ম্মবসুঃ। নিঃ ১১।২৬। ইতি। পবনং পাবঃ শুদ্ধিঃ পাবং কায়তীতি পাবকা। কৈ গৈ রৈ শব্দে। আতোহনুপসর্গে কঃ। পা° ৩।২।৩। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেনান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা। পুনাতীত্যর্থে ণ্বুলি প্রত্যয়স্থাৎকাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ। পা° ৭।৩।৪৪। ইতীত্বস্যাভাবোহন্তোদাত্তত্বং চ ছান্দসং দ্রষ্টব্যং। সরশব্দঃ অসুন্নন্তত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মতুপ্‌ঙীপোঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। বাজেভিঃ। বাজশব্দো বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সহবৃৎকৃতত্বাদাকৃতিগণঃ। বাজোহন্নমাস্বিতি বাজিন্যঃ ক্রিয়াঃ। অতইনিঠনৌ। পা° ৫।২।১১৫। ইতীনিপ্রত্যয়ঃ। তাঃ ক্রিয়া যস্যাঃ সন্তি সা সরস্বতী বাজিনীবতী। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং।

কর্ম্ম দ্বারা লভ্যধনের হেতুময়ী বা আদিকর্ত্রী, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ,—দেবী সরস্বতী কর্ম্মফল অনুসারে ধন দান করিয়া থাকেন। 'শ্যেনঃ সোমঃ' ইত্যাদি পঁয়ত্রিশ প্রকার দেবতা-বিশেষবাচক পদের মধ্যে 'সরমা সরস্বতী' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। মহর্ষি যাস্ক, এই ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পাবকা নঃ সরস্বত্যন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্ম্মবসুঃ।" অর্থাৎ শুদ্ধিজ্ঞাপিকা সরস্বতী দেবী এবং অন্নের হেতুভূতা অতএব অন্নবতী, (অপিচ) ধিয়াবসু (অর্থাৎ কর্ম্মফলপ্রদায়িত্রী) সেই সরস্বতী দেবী আমাদিগের যজ্ঞকে কামনা করুন (নি° ১১।২৬)। 'পাব' শব্দের অর্থ শুদ্ধি। সেই শুদ্ধিকে যে দেবী শব্দিত করেন (জানাইয়া দেন), সেই দেবীকে 'পাবকা' কহে। 'কৈ গৈ' এবং 'রৈ' ধাতুর অর্থ—শব্দ। 'পাবক' পদটি, পাব শব্দ পূর্ব্বক, শব্দার্থ কৈ ধাতুর উত্তর "আতোহনুপসর্গেকঃ" (পা° ৩।২।৩) এই সূত্র দ্বারা ক (অ) প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে আৎ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব-হেতু উহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা "পবিত্র করিতেছে"—এই অর্থে, "ণ্বুলি প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ" (পা°৭।৩।৩৪) এই সূত্র দ্বারা ছান্দস-প্রযুক্ত ইত্বের অভাব এবং অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে,—ইহা জানিতে হইবে। "সরস্" শব্দটি সৃ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। এই জন্য ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সেই সরস্ শব্দের উত্তর মতুপ্ ও ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত হেতু (প্ থাকে বলিয়া) উহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। "বাজেভিঃ" এই পদে বাজ শব্দটি বৃষাদিগণপাঠের অন্তর্গত বলিয়া আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। সেই বৃষাদিগণটি, অবৃৎকৃতত্ব নিবন্ধন, আকৃতিগণ বলিয়া জানিতে হইবে। "বাজঃ" অর্থাৎ 'অন্ন আছে—এই সকলে', এই অর্থে, "অত ইনিঠনৌ" (পা° ৫।২।১১৫) সূত্র অনুসারে বাজ শব্দের উত্তর ইনি (ইন্) প্রত্যয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিয়া 'বাজিনী' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বাজিনী ('ক্রিয়াসমষ্টি') যাঁহাতে (যে দেবীতে) বিদ্যমান থাকে, সেই সরস্বতী দেবীকে "বাজিনীবতী" অর্থাৎ অন্নযুক্তক্রিয়াবিশিষ্টা কহে। এইরূপ বাক্যে 'বাজিনী' শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় দ্বারা "ছন্দসীরঃ" এই সূত্র অনুসারে উক্ত মতুপ প্রত্যয়ের ম-কারের স্থানে ব-কার করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' প্রত্যয়ে "বাজিনীবতী"

মতুব্ঙীপোঃ পিত্বেনানুদাত্তত্বাদ্বিনেঃ প্রত্যয়াদ্যুদাত্তমেব শিষ্যতে। যজ্ঞং। যজুয়াচেত্যাদিনা পাং ৩।৩।৯০। নঙ্ প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। বষ্টু। বশ কান্তৌ। কান্তিরভিলাষঃ। আদিপ্রভৃতিভ্যঃশপ ইতিশপোলুক্। নিঘাতঃ। ধিয়াবসুঃ। ধিয়া কর্ম্মণা বসু যস্যাঃ সকাশাদ্ভবতি সা ধিয়াবসুঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি বিভক্তিস্বর এব শিষ্যতে। ছান্দসস্তৃতীয়ায়া অলুক্ ॥১০॥

* *

দশম ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে সরস্বতীর স্তুতি-বন্দনা দেখিয়া, সরস্বতী-নদীর উপাসনা করা হইয়াছে বলিয়া, অনেকে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে জল আছে, সেই নদীই সরস্বতী—এইরূপ অর্থে নদীমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল,—এমন অর্থও কেহ কেহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান মধ্য-এসিয়ায় ছিল,—এই যুক্তির যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মরুক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যগণ যখন সরস্বতী নদীর তীরে উপনীত হইলেন, উত্তপ্ত বালুকারাশির পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধবারিপূর্ণ স্রোতস্বিনী সরস্বতীকে দেখিয়া, তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তাঁহারা দেবীজ্ঞানে সরস্বতী-নদীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অন্যপক্ষে দেখিতে গেলে, এ মন্ত্রে কাহাকে আবাহন করা

পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে মতুপ্ ও ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে বলিয়া 'ইনি' প্রত্যয়ের আদ্যুদাত্তস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'যজ্ঞং' এই পদটি "যজয়াচ" (পা০৩।৩।৯০) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নঙ্-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যয়স্বর-হেতু ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "বষ্টু" এই পদটি কান্ত্যর্থ 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কান্তি শব্দের অর্থ—অভিলাষ। এস্থলে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্র অনুসারে শপের লোপ হইয়া নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার নিকট হইতে ধন (প্রাপ্তি) হয়, তিনিই ধিয়াবসুঃ; "সাবেকাচঃ" (পা০ ৬।১।১৬৮) এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদং" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তি-স্বরই পরিগণিত হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত তৃতীয়ার লোপ হইল না। ১০ ॥

হইয়াছে, বুঝিতে পারি। এ পর্য্যন্ত একে একে অগ্নি-দেবতার, বায়ু-দেবতার, ইন্দ্রদেবতার, বরুণদেবতার, মিত্রদেবতার, অশ্বিদেবতার এবং পরিশেষে সর্ব্বদেবতার অর্চ্চনার বিষয় দেখিলাম। কিন্তু তাহাতেও তো তাঁহার অব্যক্ত অনন্ত মহিমার কণামাত্রও ব্যক্ত হইল না! তিনি যেমন পুরুষরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছেন, তেমনই আবার তিনি যে প্রকৃতিরূপে চরাচর ধারণ করিয়া আছেন;—সে ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? কায়া থাকিলেই ছায়া থাকিবে; আলোক থাকিলেই অন্ধকার থাকিবে; সত্য থাকিলেই মিথ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে; পুরুষ থাকিলেই প্রকৃতি থাকিবে। সংসারে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, চিত্ত-দর্পণে তাহারই প্রভাব প্রতিভাত হয়। যখন পিতৃরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি, তখনই মাতৃভাবের বিকাশ দেখিতে পাই।

বিশ্বেদেবগণের স্তব শেষ করিয়া, পুরুষরূপে পিতারূপে তাঁহাকে স্তব করিয়া, যখন তৃপ্তি হইল না, তখন তাঁহার অন্য এক বিভূতির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি মাতৃরূপে স্নেহধারে সন্তানের শ্রেয়ঃ-সাধন করেন, তখন সেই ভাব জাগরূক হইল। ইহা সাধনার একটী স্তরবিশেষ। 'সরস্বতী' শব্দে যাঁহারা জল বা নদী অর্থ করেন, তাঁহাদিগের বুঝা উচিত,—এ জল সাধারণ জল নহে; এ নদী—পর্ব্বতবাহিনী সাধারণ স্রোতস্বিনী নহে। এ ধারা—জননীর স্নেহধারা; এ নদী—অমৃত-প্রবাহিনী। এক দিকে তেজরূপে, বায়ুরূপে, ক্ষিতিরূপে তিনি যেমন প্রকাশমান রহিয়াছেন; অন্য দিকে তিনি তেমনি মমতার মন্দাকিনীরূপে, নির্ঝরিণী-রূপে প্রবাহিতা হইতেছেন।

ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে—তিনি 'পাবকা'। 'পুণাতীতি পাবকা'। অর্থাৎ,—পূতকারিণী পতিতপাবনী, সুতরাং মুক্তিদায়িনী। আমি অপবিত্র আছি, পাপের ক্লেদ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাতৃরূপিনী তিনি; সে ক্লেদ বিধৌত করিয়া আমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। অবোধ সন্তান মলমূত্র মাখিয়া অলিন্দে পড়িয়া কাঁদিতেছে। যেই তাহার ক্রন্দন-স্বর জননীর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল, অমনি তিনি দৌড়িয়া আসিয়া সন্তানের অঙ্গ বিধৌত করিয়া দিলেন এবং পরিশেষে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। নদী বা জল—এতদুভয় ভাবের সার্থকতা

পাপরাশি বিধৌত-করণের প্রসঙ্গে উপলব্ধ হয়। 'পাবকা সরস্বতী'—এই দুই পদ পাপী তাপীর পরিত্রাণকারিণী অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

— আর বলা হইয়াছে,—তিনি 'বাজিনীবতী'। টীকাকারগণ এই শব্দের বিবিধ অর্থ নিষ্কাষণ করিয়া গিয়াছেন। এক পক্ষ বলিয়াছেন,—বাজিনীবতী' শব্দের অর্থ 'অন্নপ্রদানকর্ত্রী'। তিনি অন্নপ্রদানকর্ত্রী তো বটেনই! সন্তানের মুখ চাহিয়া কে অন্ন প্রদান করে? অজ্ঞান অবোধ সন্তান যতই দুর্ব্বিনীত হউক না কেন; তাহাকে অন্ন দান না করিয়া জননী কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। সত্যই তিনি অন্নদাত্রী! অন্য আর এক পক্ষ ঐ 'বাজিনীবতী' শব্দের অর্থ করেন,—'অশ্বারূঢ়া'। বলা বাহুল্য, সে অর্থ ও তাঁহার একরূপ কল্পনা করিয়া নিষ্পন্ন করা হয়। কিন্তু আমরা মনে করি, সে অর্থেরও বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি অশ্বারূঢ়া—অর্থাৎ দ্রুতগতিবিশিষ্টা। কিন্তু কি জন্য দ্রুতগতিবিশিষ্টা?—সন্তানের উদ্ধার-কামনায়। সন্তান বিপন্ন হইলে, সন্তান ক্রন্দন করিলে, জননী কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তিনি দ্রুতগতি আসিয়া সন্তানের সেবায় ব্যাপৃত হন। ঋকে তাই বলা হইয়াছে সরস্বতী—বাজিনীবতী। আর কি বলা হইয়াছে? বলা হইয়াছে,—তিনি 'ধিয়াবসু'। (ধিয়া কর্ম্মণা বসু ধনং লভ্যতে যস্যাঃ সকাশাৎ সা ধিয়াবসুঃ)। অর্থাৎ—কর্ম্মানুসারে ধনদাত্রী। এই বিশেষণেই সরস্বতীর প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। মা আমার স্নেহময়ী বটেন;—মা আমার পতিত-উদ্ধারিণী সত্য;—কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একদেশদর্শিনী নহেন। তিনি কর্ম্মফলের উপযোগী ধন দান করেন। তাঁহাতে স্নেহ আছে, করুণা আছে; কিন্তু পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি করুণাময়ী; কিন্তু তাঁহার করুণার প্রবাহ অযথাপথে প্রবাহিত নয়। ইহ-সংসারে সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, যে সন্তান যেমন সৎকর্ম্মকারী, জননীর স্নেহ তাহার প্রতি সেইরূপ অধিক; ঋকের উক্তিতেও সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ঋক যেন উপদেশ দিতেছে,—সৎকর্ম্মশীল হও; জননী সুফল প্রদান করিবেন।

ঋকের 'বাজেভিঃ' শব্দে 'অন্নৈর্ধনৈর্বা' অর্থ সূচিত হয়। মানুষ অন্ন চায়—ধন চায়। তাই সাধারণভাবে তাহার প্রার্থনা, তিনি যেন অন্নের সহিত—ধনের সহিত আসিয়া, এই যজ্ঞে উপস্থিত হন। কিন্তু 'বাজেভিঃ'

শব্দের 'সুফল' অর্থ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তিনি সুফলের সহিত আগমন করুন অর্থাৎ সুফল দান করুন,—ইহাই 'বাজেভিঃ' শব্দের নিগূঢ় অর্থ। আমরা যেন সুকর্ম্মপরায়ণ হই; আর তিনি যেন আমাদিগকে সুকর্ম্মের সুফল প্রদান করেন;—ঋকে সেই প্রার্থনাই জানান হইয়াছে। ১০ ॥

—§•§—

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং

যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

চোদয়িত্রী। সূনৃতানাং। চেতন্তী। সুঽমতীনাং।

যজ্ঞং। দধে। সরস্বতী ॥ ১১ ॥

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

সূনৃতানাং (সৎকর্ম্মণাং প্রসাদানাং) চোদয়িত্রী (প্রেরয়িত্রী, প্রদাত্রী বা) সুমতীনাং (সুবুদ্ধীনাং) চেতন্তী (জাগয়ন্তী, জাগরয়ন্তী বা) সরস্বতী (বাগ্দেবী) যজ্ঞং দধে (যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদয়তি) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের প্রেরয়িত্রী, সুবুদ্ধির জাগরণকর্ত্রী, হে দেবী সরস্বতী! আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন। ১১॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যা সরস্বতী সেয়মিমং যজ্ঞং দধে। ধারিতবতী। কীদৃশী। সুনৃতানাং প্রিয়াণাং সত্যবাক্যানাং চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী। সুমতীনাং শোভনবুদ্ধিযুক্তানামনুষ্ঠাতৃণাং চেতন্তী। তদীয়মনুষ্ঠেয়ং জ্ঞাপয়ন্তী॥ চোদয়িত্রী চুদপ্রেরণে। ণ্যন্তাতৃচ্। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। ঋন্নেভ্যোঙীপ্। পা০ ৪।১।৫। ইতিঙীপ্। তস্যোদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ। পা০ ৬।১।১৭৪। ইত্যুদাত্তত্বং। সুনৃতানাং ঊনপরিহাণ ইত্যতঃ ক্বিপ্চেতি ক্বিপি সুতরামূনয়ত্যপ্রিয়মিতি-সূন্ ইতি প্রিয়মুচ্যতে। তচ্চ তদৃতং সত্যং চেতি সূনৃতং। পরাদিশ্ছন্দসিবহুলমিত্যুত্তর-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যিনি সরস্বতী, তিনিই স্বয়ং এবং যজমানদিগের দ্বারা এই যজ্ঞকে ধারণ করিয়া আছেন। (অর্থাৎ,—দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে প্রজ্ঞ-সম্পন্ন ঋত্বিকগণ সুচারুরূপে যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হন।) সেই সরস্বতী কিরূপ? "সুনৃতানাং চোদয়িত্রী" অর্থাৎ প্রিয় অথচ সত্যবাক্যের প্রেরণ- (বিকাশ) কর্ত্রী এবং "সুমতীনাং চেতন্তী" অর্থাৎ শোভনবুদ্ধিযুক্ত (সদ্বুদ্ধিশালী) অনুষ্ঠাতৃগণের (তদীয়) অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের জ্ঞাপনকর্ত্রী অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞানুষ্ঠায়ি (যাজ্ঞিক)- গণের কর্ত্তব্য-জ্ঞান-জনয়িত্রী। (অর্থাৎ,—দেবী সরস্বতীর আরাধনায় সত্যের বিকাশ হয়, সত্যের বিমল আলোকে হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠে; এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ যজমানগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্ম্ম বিষয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞান-লাভে সমর্থ হন।) "চোদয়িত্রী" এই পদটি প্রেরণার্থ ণ্যন্ত চুদ্ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। চিত্বহেতু (অর্থাৎ তৃচ্ প্রত্যয়ের চ্ থাকে না বলিয়া) ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঋন্নেভ্যো ঙীপ্" (পা০ ৪।১।৫) এই সূত্র দ্বারা ইহার উত্তর (স্ত্রীলিঙ্গে) 'ঙীপ্' প্রত্যয় হইয়াছে, এবং "তস্যোদাত্তয়ণোহল্পূর্ব্বাৎ" (পা০ ৬।১।১৭৪) এই সূত্র দ্বারা উক্ত ঙীপ্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। সুতরাং "ঊনয়তি অপ্রিয়ং" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে দূরীভূত করে অপ্রিয়কে—এই অর্থে, পরিহাণার্থ ঊন্ ধাতুর উত্তর "ক্বিপচ" এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সূন্ এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ—প্রিয়। সেই সূন্ (প্রিয়) অথচ সেই ঋত অর্থাৎ সত্য এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসে সুনৃত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "পরাদিশ্ছন্দসিবহুলং" এই সূত্র দ্বারা ইহার উত্তর পাদের আদিস্বর উদাত্ত

পদাত্ত্বাদাত্তত্বং। চেতন্তী। চিতি সংজ্ঞানে অত্র শপো ঙীপশ্চ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চাদুপদেশাল্লসার্ব্বকস্বরেণানুদত্তত্বং। ধাতুস্বরএব বিশষ্যতে। সুমতিশব্দস্য মতুপি হ্রস্বত্বান্নামন্যতরস্যামিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ১১॥

* * *

একাদশ ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের 'সূনৃতানাং চোদয়িত্রী' শব্দদ্বয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা-কারগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ ঐ দুই শব্দে 'প্রসাদ' বা 'অনুগ্রহ' (সূনৃতানাং—প্রসাদানাং) দানকর্ত্রী অর্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। তদনুসারে, দেবী সরস্বতী যেন প্রসাদ বিতরণ করিতে-ছেন,—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অন্য আর এক শ্রেণীর ব্যাখ্যা-কারগণ ঐ দুই শব্দের ব্যাখ্যায় 'সূনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এ অর্থে তাঁহা হইতে 'সূনৃত' অর্থাৎ সত্য-বাক্য উৎপন্ন হইতেছে,—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অন্য আর এক ব্যাখ্যায় দেখি,—তাঁহাকে সত্যভাষিণী, প্রিয়ভাষিণী অর্থাৎ তিনি সত্যভাষে প্রিয়-ভাষে উপদেশ দেন,—এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি যে সত্যের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্টা এবং তাঁহা হইতে যে জগতে সত্য প্রচারিত হয়,—সকল ব্যাখ্যাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই

হইয়াছে। "চেতন্তী" এই পদটি সংজ্ঞানার্থ 'চিতি' (চিত্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহাতে শপ্ এবং ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্বহেতু (প্ থাকে না বলিয়া) অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। শতৃ প্রত্যয়ের অৎ উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া লসর্ব্বধাতুক (ধাতুমাত্রসাধারণ) স্বরহেতু অনুদাত্ত স্বর হইয়া ধাতুর অন্তস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। মতুপ্—প্রত্যয়ান্ত "সুমতি" শব্দের বিভক্তি-স্বর "হ্রস্বত্বান্নামন্যতরস্যাং" (পা০৬৷১৷১৭৭) এই সূত্রদ্বারা উদাত্ত হইয়াছে।। ১১॥

* *

আমরা ঐ দুই শব্দে (সূনৃতানাং চোদয়িত্রী) সত্যের প্রেরয়িত্রী অর্থই পরিগ্রহ করিয়াছি। তাঁহা হইতেই সত্য প্রেরিত হয়, তিনিই সত্য-বিষয়ে শিক্ষাদান করেন,—ইহাই ঋকের ঐ দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ।

জ্যোতির আধার—সূর্য্যদেব। জ্যোতির বিস্ফুলিঙ্গ তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হয়। স্নিগ্ধতার আধার—চন্দ্রদেব। স্নিগ্ধতা তাঁহা হইতেই বিনির্গত হইয়া থাকে। সেইরূপ, সত্যের আশ্রয়ভূতা দেবী সরস্বতী; তাঁহা হইতেই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। এইজন্যই তিনি বাগ্দেবী;—এইজন্যই শব্দকে ব্রহ্ম বলে;—এইজন্যই শব্দের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব। সত্য-স্বরূপ যে শব্দ, দেবী সরস্বতীই তাহার আধার-স্বরূপা। শব্দ-রূপ যে ব্রহ্ম, ভগবানের সরস্বতী-রূপা বিভূতি হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। এইজন্যই তাঁহাকে 'সত্যের প্রেরয়িত্রী' বলা হইয়াছে।

এখানে দেবী সরস্বতীর আর এক পরিচয় আছে,—'সুমতীনাং চেতন্তী।' অর্থাৎ,—তিনি সুবুদ্ধি-প্রদানকর্ত্রী। এইখানেই বুঝা যায়,—সূনৃত-বাক্যের প্রচার দ্বারা, শব্দ-ব্রহ্ম-রূপ সত্য-জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা, তিনি সংসারীর সুবুদ্ধি প্রদান করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার বিদ্যাদানের ভাব আসিতেছে। সত্যজ্ঞান প্রচার করিয়া বিদ্যাদান দ্বারা তিনি সুমতি বিধান করেন। বাগ্দেবী সরস্বতীর পূজায় যে আমরা আজিও ব্রতী রহিয়াছি, সে তাঁহার এই অলৌকিক দানের আকাঙ্ক্ষায় মাত্র। বিদ্যার দ্বারা মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করে। সত্যজ্ঞানই তাহাদের সুবুদ্ধির উন্মেষকারী।

দেবী সরস্বতী আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন,—এ উক্তিতে বলা হইতেছে, যেন আমরা সত্যজ্ঞান পাই, যেন আমাদের সুবুদ্ধি সুমতি আসে। সরস্বতীর পূজা বা তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, ইহার প্রকৃত অর্থ—বিদ্যানুশীলন! বিদ্যার দ্বারা মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করে; বিদ্যাই মানুষকে সুবুদ্ধি সুমতি প্রদান করে। তাঁহার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ, তাহার লক্ষ্য—বিদ্যা-লাভ, জ্ঞান-লাভ।

এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যদি পরব্রহ্মের বিভূতি লক্ষ্য করিয়াই এই ঋকের প্রবর্ত্তনা হইয়া থাকে; তবে তাঁহাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করা হইল কেন? আমাদের মনে হয়,—ইহারও বিশেষ

সার্থকতা আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে অগ্নি-ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি দেবগণ উপলক্ষে শ্রীভগবানের যে সকল বিভূতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে; তৎসমুদায় পৌরুষব্যঞ্জক। সুতরাং সে সকল স্থলে পুরুষরূপেই তাঁহার মহিমা পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে। কিন্তু এখানে যে বিদ্যার বিষয় বলা যাইতেছে, যে বুদ্ধির বিষয় আলোচিত হইতেছে, তাহা কোমল স্নেহ-পদার্থ। এখানে বজ্রের প্রয়োজন নাই, এখানে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের সার্থকতা নাই, এখানে আগ্নেয় জ্বালা-মালার পূর্ণ অসম্ভাব। জননীর স্নেহশীতল স্পর্শ না পাইলে, চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে, বিদ্যা অধিগত হয় না,—সুমতি সুবুদ্ধি আসে না। রৌদ্রভাব—ভীষণতাময়। ভীষণতায় রৌদ্রভাবে মানুষ ভয় পায়। যে দিকে ভীষণতা আছে—যে পথে ভয়ের বিভীষিকা বর্ত্তমান, মানুষ সে দিকে অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু যাহাতে স্নিগ্ধতা আছে—শান্তি আছে, সে দিকে মানুষের চিত্ত স্বতঃই প্রধাবিত হয়।

কিবা রুদ্র, কিবা শান্ত, কিবা ভয়ঙ্কর, কিবা মনোহর,—যাঁহারা তাঁহার সকল ভাবই উপলব্ধি করিয়াছেন; যাঁহারা ভয়-মিত্রতা-শত্রুতা-ভালবাসা সকল পরীক্ষার সীমা উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যাঁহারা সংসারের মোহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বিভীষিকার পথে অগ্রসর হইতে সদাই সঙ্কুচিত হন; পরন্তু যে দিকে শান্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত দেখেন, সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া থাকেন। মাতৃমূর্ত্তি বাগ্দেবীর প্রবর্ত্তনায়—জননীর স্নেহ-করে বিদ্যাবিতরণে—সন্তানকে সৎপথে অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ করে। জননীর পূজা কর,—জননীর বন্দনা কর—বিদ্যা অধিগত হইবে। বিদ্যাই জ্ঞানের আকর। এখানে মাতৃপূজার অর্থই বা কি? বিদ্যানুশীলন, জ্ঞানচর্চ্চাই মাতৃপূজার মহামন্ত্র। এ ঋকে যেন বলা হইতেছে,—'ভক্ত সন্তান, বাগ্দেবীর পূজা কর; অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হও; সুবুদ্ধি পাইবে;—সত্যজ্ঞান লাভ করিবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তার জন্য জননী স্নেহকর বিস্তার করিয়া আছেন। গ্রহণ কর—সত্য; গ্রহণ কর—সুনীতি; গ্রহণ কর—সদ্বুদ্ধি।'

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।

ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

মহঃ। অর্ণঃ। সরস্বতী। প্র। চেতয়তি। কেতুনা।

ধিয়ঃ। বিশ্বাঃ। বি। রাজতি ॥ ১২ ॥

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

সরস্বতী (সা বাগ্দেবী) কেতুনা (কর্ম্মণা) মহঃ অর্ণঃ (প্রভূতং জলং, অনন্তমপসং বা) প্রচেতয়তি (জনান্ প্রজ্ঞাপয়তি)। বিশ্বাঃ (সর্ব্বাঃ) ধিয়ঃ (প্রজ্ঞানানি) বিরাজতি (প্রকাশয়তি, দীপয়তি বা) ॥ ১২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবী সরস্বতী, কর্ম্ম দ্বারা মহঃ অর্ণের (বিশ্বব্যাপী অপের) বিষয় জ্ঞাপন করেন। অর্থাৎ,—তিনি যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, তাঁহার কর্ম্ম দ্বারাই তাহা জানিতে পারি। তিনি সকল জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দেন ॥ ১২ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ। তত্র পূর্ব্বাভ্যামৃগ্‌ভ্যাং বিগ্রহবতী প্রতিপাদিতা। অনয়া তু নদীরূপা প্রতিপাদ্যতে। তাদৃশী সরস্বতী কেতুনা কর্ম্মণা প্রবাহরূপেণ মহো অর্ণঃ প্রভূতমুদকং প্রচেতয়তি। প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি। কিঞ্চ। স্বকীয়েন দেবতারূপেণ বিশ্বা ধিয়ঃ সর্ব্বাণ্যনুষ্ঠাতৃপ্রজ্ঞানানি বিরাজতি। বিশেষেণ দীপয়তি। অনুষ্ঠানবিষয়াবুদ্ধীঃ সর্ব্বেদাৎপাদয়তীত্যর্থঃ। সরস্বত্যা দ্বিরূপত্বং যাস্কো দর্শয়তি। তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তীতি। একশতসংখ্যাকেষূদকনামস্বর্ণঃ ক্ষোদ ইতি পঠিতং। এতামৃচং যাস্কো ব্যাচষ্টে। মহদর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি প্রজ্ঞাপয়তি কেতুনা কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বেমানি চ সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানান্যভিবিরাজতি। নিঃ ১১।২৭। ইতি। মহো অর্ণঃ। মহদিতি তকারস্য ব্যত্যয়েন সকারঃ। তস্য রুত্বোত্বগুণাঃ। প্রাতিপদিক-স্বরেণান্তোদাত্তঃ। এঙঃ পদান্তাদতি। পা০ ৬।১।১০৯ ইতি পূর্ব্বরূপে প্রাপ্তে প্রকৃত্যান্তঃ-পাদমব্যপরে। পা০ ৬।১।১১৫। ইতি প্রকৃতিভাবঃ। অর্ত্তীত্যর্ণঃ। উদকে নুট্‌চ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দ্বিবিধ সরস্বতীর বিষয় উল্লিখিত হয়। আকৃতি-বিশিষ্টা দেবতারূপা এবং নদীরূপা। তন্মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ঋক্‌দ্বয়ে আকৃতি-বিশিষ্টা সরস্বতী দেবীর বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই ঋকে কিন্তু নদীরূপা সরস্বতী প্রতিপাদিতা হইতেছেন। তাদৃশী অর্থাৎ সেই নদীরূপা সরস্বতী, প্রবাহরূপ কর্ম্ম দ্বারা প্রচুর পরিমাণ জলরাশিকে প্রকৃষ্টভাবে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এদিকে আবার স্বকীয় আকৃতিবিশিষ্ট দেবতারূপে অনুষ্ঠানকারীর (বিবিধ কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অর্থাৎ বিবিধ অনুষ্ঠান বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞানের) বিশেষরূপে উন্মেষ করিয়া দিতেছেন। অর্থাৎ,—অনুষ্ঠাতৃগণের অনুষ্ঠান-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি সকল উৎপাদিত করিতেছেন (জন্মাইয়া দিতেছেন)। সরস্বতীর দ্বিরূপত্ব (দ্বিবিধ রূপের বিষয়) মহর্ষি যাস্ক কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইতেছে। সেস্থলে (বাক্‌নামের মধ্যে) "সরস্বতী" শব্দে নদী এবং দেবতা অর্থবিশিষ্ট নিগম সকল উল্লিখিত আছে। শতসংখ্যক উদক-নামকগণের মধ্যে "অর্ণঃ", "ক্ষোদঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। যাস্ক, এই ঋকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা,—সরস্বতী, কর্ম্ম অথবা প্রজ্ঞা দ্বারা প্রভূত উদককে উত্তমরূপে জ্ঞাত করিতেছেন, এবং এই সমূহ-বুদ্ধিকে প্রকৃষ্টরূপে সর্ব্বদা উৎপাদিত করিতেছেন। (নিঃ১১।২৭)। 'মহোঅর্ণঃ'—এই পদটীতে 'মহৎ' এই পদের ত্‌-কারের পরিবর্ত্তে স্‌-কার হইয়াছে; এবং সেই স্‌-কারের স্থানে বিসর্গ, বিসর্গের স্থানে উৎ এবং উৎ এর গুণ হইয়া মহো এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাতিপাদিক স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "এঙঃ পদান্তাদতি" (পা০ ৬।১।১০৯) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব-রূপত্ব প্রাপ্ত হইলে পর, "প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে" (পা০ ৬।১।১১৫) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব হইয়াছে। 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'যে গমন করে' এই অর্থে—"উদকে নুট্‌ চ" (উঃ ৪।১৯৮) এই

উ° ৪।১৯৮। ইত্যসুন্প্রত্যয়ো নুড়াগমশ্চ। কেতুনা। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ।, বিশ্বাঃ। বিশ্বশব্দঃ কন্ প্রত্যয়ান্ত অদ্যুদাত্তঃ॥ ১২॥ ইতি প্রথমস্য প্রথমে ষষ্ঠোবর্গঃ।

ইতি প্রথমমণ্ডলে প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

* * *

দ্বাদশ ঋকের বিশদার্থ

——§•§-

এই ঋকের অর্থ-নিষ্কাষণে যে কতই কল্পিত মতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য প্রথমে সন্দেহের বীজ-বপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—পূর্ব্বোক্ত ঋকদ্বয়ে বিগ্রহবতী দেবীর বিষয় বলা হইয়াছে; আর শেষোক্ত এই ঋকে সরস্বতী নদীর বর্ণনা ও উপাসনা রহিয়াছে। সায়ণাচার্য্যের এবম্বিধ মন্তব্যের অনুসরণে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল পণ্ডিতই কল্পনার উপর নূতন কল্পনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। কত উপাখ্যানই যে এতদুপলক্ষে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

কেহ কহিয়াছেন,—আর্য্যগণ যখন মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্চনদ-প্রদেশে আগমন করেন, * পথিমধ্যে সরস্বতী নদী তাঁহাদের আশ্রয়স্থল হয়।

সূত্র অনুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় এবং 'নুট্' আগম হইয়া "অর্ণঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "কেতুনা" এই পদটীতে প্রাতিপদিক স্বর হেতু, অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। 'কন্' প্রত্যয়ান্ত-হেতু "বিশ্বাঃ" এই পদটীর আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ১২॥ ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষষ্ঠবর্গ সমাপ্ত। ইতি প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাক সমাপ্ত।

* * *

* মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমন যে ভ্রান্ত মত, পরন্তু ভারতবর্ষ হইতেই সভ্যতা-স্রোত যে ভারতের বহির্ভাগে প্রবাহিত হইয়াছিল,—এই মত "পৃথিবীর ইতিহাসে" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন আর মধ্য-এসিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারতে আগমনের যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং সরস্বতী-নদী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আর্য্যগণ কর্তৃক তাহার উপাসনা, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ম্যাক্সমূলারই বলিয়া যাউন,আর অন্য যে কেহই তাহার প্রতিধ্বনি করুন, সে মত এখন আর কোনক্রমেই মানিতে পারা যায় না।

মরুদেশে হইতে আসিয়া, পথিমধ্যে সহসা সুস্বাদু-সলিলপূর্ণা সরস্বতীকে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হন; এবং সেই নদীকে দেবতা জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেন। এখন যেমন দেবীজ্ঞানে গঙ্গা-নদীর পূজা হয়; তখন সেইরূপ দেবীজ্ঞানে সরস্বতীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এইরূপ, তাঁহারা আরও বলেন,—'নদীর উপাসনা হইতে হইতে উপাসনাটা ক্রমে বাগ্দেবীর উপাসনায় পর্য্যবসিত হয়। যাঁহারা আর্য্য-গণকে পৌত্তলিক আখ্যায়—জড়োপাসক অভিধায়ে অভিহিত করেন, বলা বাহুল্য, এ সকল কল্পনা তাঁহাদেরই উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচায়ক। নচেৎ, ঋকের মধ্যে সরস্বতী-নদীর বন্দনা আদৌ নাই।

ঋকের কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যকার-গণের বিভ্রম প্রকটিত হইয়া পড়িবে। পরন্তু ঐ ঋকের মধ্যে যে এক গভীর মহনীয় ভাব আছে, তাহা উপলব্ধ হইয়া আসিবে।

ঋকের প্রথম শব্দ—"মহো অর্ণঃ।" ঐ শব্দে কি সামান্য জলরাশি বুঝায়? 'মহঃ' এই যে বিশেষণ; ইঁহারই মধ্যে বিশ্বব্যাপকতা ভাব নিহিত নাই কি? বিশ্ব-সংসার যে সলিল-কণায় পরিব্যাপ্ত আছে, যাহার শান্তি-শীতলতার প্রভাবে তেজ বা অগ্নির দ্বারা পৃথিবী দগ্ধীভূত হইতেছে না,—এখানে সেই জল বা অপ্ বুঝাইতেছে। তিনি নদীর জলেও আছেন, তিনি তড়াগের জলেও আছেন, তিনি সরোবর-জলেও আছেন; আবার তিনি অপ্ রূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। জল যে নারায়ণ অভিধায়ে অভিহিত হয়, তাহার কারণ—তিনি জলরূপে, জলের অণুরূপে, পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। জলকে যেখানে দেবতা-রূপে পূজা করা হয়, সেখানে তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপকতার সর্ব্বস্নিগ্ধতার ভাবই মনে আসে। সামবেদীয় সন্ধ্যাবন্দনায় আমরা জলের উদ্দেশে যে স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণ করি, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—

"ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তান্ উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥ ৩॥
ওঁ যোবঃ শিবতমোরস,—স্তস্য ভাজয়তে হ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ৪॥
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বিথ।
আপো জনয়থা চ॥ ৫॥"

অর্থাৎ,—হে আপ্ (জল)! তোমরা আমাদিগকে সুখ দান কর। ইহলোকে অন্নদানের দ্বারা এবং পরলোকে রমণীয়দর্শন পরব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত করিয়া, আমাদিগকে কৃতার্থ কর॥ ৩॥ স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তোমরা ইহকালে আমা-দিগকে কল্যাণময় রস পরমার্থ প্রদান কর॥ ৪॥ তোমরা যে রসে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের তৃপ্তিসাধন করিতেছ, সেই রসে আমাদিগকে তৃপ্তিদান কর॥ ৫॥

সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধির অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্বোক্ত ঋকের এক 'ক্ষয়ায়' শব্দে 'ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তস্য জগত ইত্যর্থঃ'—সূচিত হয়; আর 'জিন্বথ' শব্দে 'প্রীণয়থ' অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং জলের যখন উপাসনা হয়, তখন কোন্ জলের উপাসনা করি,—ইহাতে তাহাই বোধগম্য হইতে পারে। অধিক বলিব কি, 'অপ্' হইতেই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রকটীভূত হন। "বিশ্বস্য মিষতঃ বশী।" 'মিষতঃ' (প্রকটীভবতঃ) 'বিশ্বস্য বশী' (প্রভুঃ)। সুতরাং, এ জল—সে জল নয়; এ অর্ণঃ—সে অর্ণ নয়। এ যে—'মহঃ অর্ণঃ।'

"কেতুনা প্রচেতয়তি।"—কর্ম্মের দ্বারাই এ ভাব উপলব্ধি হয়। পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ সূচনায় বুঝিয়া দেখুন, সে সরস্বতী কি কর্ম্মের বিধানকর্ত্রী! দশম ঋকে দেখিয়াছি—তিনি 'পাবকা;'—পাপীর ত্রাণকারিণী। আর দেখিয়াছি,—তিনি কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন। একাদশ ঋকে দেখিয়াছি,—তিনি সত্যের প্রেরণকর্ত্রী,—তিনি সুবুদ্ধির উন্মেষকারিণী। এ সকল কি ঐ শৈলসুতা সরস্বতীর কর্ম্ম? যদি বল,—এ ঋকের সহিত পূর্ব্ব ঋকের কোনও সম্বন্ধ নাই, পূর্ব্ব ঋকে দেবীর বিষয় বলা হইয়াছে, এ ঋকে নদীর বিষয় বলা হইতেছে; কিন্তু তাহাই বা কি প্রকারে সঙ্গত মনে করি? এ ঋকেও তো রহিয়াছে—"ধিয়ঃ বিশ্বাঃ বিরাজতি।" অর্থাৎ তিনি সকল জ্ঞানের উন্মেষ করিতেছেন; তিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নদী কি জ্ঞানের উন্মেষ করে? অতএব, ঋকে কখনও নদীকে লক্ষ্য করা হয় নাই। হইতে পারে, নদীরূপে তাঁহার বিভূতির কণামাত্র প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া নদী-সম্বোধনে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু নদীকে নহে; বুঝিতে হইবে,—নদী যাঁহার রূপ-কণা, ঋকের মন্ত্রে তাঁহাকেই আহ্বান করা হইয়াছে।

অরূপের অনন্ত রূপধারণা হয় না বলিয়াই অরূপে রূপের কল্পনা করা

হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ বলিয়াই, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে পাই। আমরা তাই অরূপ শব্দে রূপশূন্যতা অর্থ গ্রহণ করি না। আমরা মনে করি, তাঁর অনন্ত রূপ, তাই তাঁহাকে অরূপ বলা হয়। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নির্গুণ, আমাদের চিত্তে সে ভাব কখনও জাগরূক হয় না। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই, অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ,—এই জন্যই তাঁহার নির্গুণ (অনন্ত-গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও, তাঁহার অনন্ত রূপ অনন্ত গুণ জানিয়াও, তাঁহাতে যে রূপ-বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আমাদের আত্ম-তৃপ্তির জন্য। আমাদের সান্ত-হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াস-সাধ্য মনে করি' বলিয়াই আমরা আবশ্যক অনুসারে অনন্তে রূপ-গুণের আরোপ করি। লক্ষ্য—যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারি। কিন্তু সময় সময় হিতে বিপরীত ফল সংঘটিত হয়। অরূপে রূপের আরোপ, নির্গুণে গুণের দ্যোতনা, সর্ব্ব-ব্যাপকের স্থান-বিশেষে অবস্থিতির কল্পনা,—অনেক সময় অনর্থের সূচনা করে। অনেক সময় মহাপুরুষগণ তাই ভগবানের রূপ-গুণ-অবস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া পরিতপ্ত হন। তিনি যে রূপবিবর্জ্জিত, অথচ ধ্যানে তাঁহার রূপ কল্পনা করি; তিনি যে অখিলগুরু অনির্ব্বচনীয়, অথচ স্তবে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয়তা দূর করি; তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, অথচ তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তীর্থ-বিশেষে তাঁহার অবস্থিতি অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব নষ্ট করি; সাধকের হৃদয়ে এজন্য প্রকৃতই অনুতাপ আসে। সাধক তাই তাঁহাকে রূপ-গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্য জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

'রূপ-বিবর্জ্জিত তুমি; তোমাতে রূপের আরোপ করি। গুণাতীত তুমি; স্তবে তোমায় গুণবদ্ধ করি। সর্ব্বব্যাপী তুমি; তীর্থাদির কল্পনায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করি। হে জগদীশ! তোমার বিকলতা-সম্পাদন-বিষয়ক আমার এই ত্রিবিধ দোষ ক্ষমা কর।'

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—যেন এই রূপের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গণ্ডীতেই তোমায় আবদ্ধ দেখি।

তাই তাঁহারা বলেন,—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥"

'কি আকাশ, কি অনিল, কি অনল, কি সলিল, কি পৃথিবী, কি নক্ষত্র-দল; কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিক্-সমূহ, কি তরু-লতা-ফল-ফুল, কি সরিৎ, কি ভূধর, কি কন্দর,—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।'

তবেই বুঝা যায়, প্রণম্য সকলেই; কেবল মনে থাকিলেই হয় যে, সেই সকলই তাঁহার অঙ্গীভূত। আমরা যে মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা করি, আমারা যে ধ্যানেই তাঁহাকে ধারণা করি, আমরা যে স্থানেই তাঁহার অবস্থিতি কল্পনা করি, সকলই তাঁহারই উদ্দেশ্যে বিহিত হইতেছে মনে রাখিলেই শ্রেয়ঃ-লাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসে।

এই কারণেই অগ্নি-ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশে যজ্ঞ; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ-শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা; এই কারণেই জগন্মাতা-জগদ্ধাত্রী-কালী-দুর্গা-তারা মহাবিদ্যা প্রভৃতির অর্চ্চনা; এই কারণেই অগণ্য অসংখ্য তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়াই, সান্ত রূপগুণে বিভূষিত করিয়া, সান্তের মধ্য দিয়া, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকি। 'রূপবিবর্জ্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে আবদ্ধ, সর্ব্বব্যাপীকে স্থান বিশেষে অবস্থিতির কল্পনা এই কারণেই ঘটিয়া থাকে।

আশ্বিন-সূক্তের তাৎপর্য্য।

এই আশ্বিন-সূক্তে ঋগ্বেদের একটী বিভাগ—'প্রথম অনুবাক' অভিধেয় বিভাগ—সমাপ্ত হইল। ঋগ্বেদ যে বর্গ-বিভাগে বিভক্ত, তাহারও ছয়টী বর্গ এইখানে শেষ হইয়াছে। আগ্নেয়-সূক্তের পঞ্চম ঋকে প্রথম বর্গ ও নবম ঋকে দ্বিতীয় বর্গ, বায়বীয়-সূক্তের পঞ্চম ঋকে তৃতীয় বর্গ ও নবম ঋকে চতুর্থ বর্গ, এবং আশ্বিন-সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে পঞ্চম বর্গ এবং দ্বাদশ ঋকে ষষ্ঠ বর্গ পরিসমাপ্ত। এই বর্গ-বিভাগ ও অনুবাক-বিভাগ কি উদ্দেশ্যে সূচিত হইয়াছিল, বেদব্যাখ্যাকারিগণ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। স্থানান্তরে বর্গ-বিভাগের উদ্দেশ্য-নির্ণয়-পক্ষে চেষ্টা করা যাইবে। এক্ষণে অনুবাক-বিভাগের যে একটী নিগূঢ় উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, এস্থলে তাহার আভাষ দিতেছি।

প্রথম অনুবাকে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনদ্বয় প্রভৃতির স্তুতির পর বিশ্বেদেব-গণের স্তব দেখিতে পাই। তৎপরে জ্ঞানবিদ্যাবিধায়িনী দেবী সরস্বতীর স্তুতি-বন্দনা আছে। বেদবিভাগ-কালে বেদব্যাস অথবা অন্য যে কোনও ঋষিই এই অনুবাকের প্রবর্ত্তনা করিয়া থাউন ; স্তবগুলি যে ভাবে সজ্জিত হইয়া আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, একটা ক্রম-পর্য্যায়ের ধারা—একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য—উপলব্ধ হয়। ভগবানের যে বিভূতিকে বা যে পদার্থকে যে ভাবে দেখিতেছ, তাহাকে সেই ভাবেই দর্শন কর ; সেই দৃষ্টি অনুসারেই তাহার পূজা করিয়া যাও ;—তাহাতেও কোনও হানি নাই। কেন-না, সেইরূপভাবে পূজার ফলে, অগ্নিকে অগ্নি জানিয়া, বায়ুকে বায়ু জানিয়া, বরুণকে জলাধিপতি বুঝিয়া, ইত্যাদিক্রমে পূজার ফলে,—অভিনব জ্ঞান সঞ্জাত হয়। জ্ঞানের বিকাশ হইলেই স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ঋক্ কয়েকটীর ক্রম-পর্য্যায় অনুসরণ করিলে, প্রথম স্তরের উপাসক কেমন করিয়া উন্নত স্তরে উপনীত হন, তাহাই বুঝা যায়। শাস্ত্র পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন,—"জ্ঞানান্মুক্তিঃ।" জ্ঞানই মুক্তির হেতুভূত। এই অনুবাকে, ঋক্-সমূহের যথাবিন্যাসে, বুঝান হইতেছে,—প্রথম অবস্থায় বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, সদ্গুরুর উপদেশ অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ; সেই অনুষ্ঠানের ফলে, দেবী সরস্বতীর কৃপা লাভ হইবে ; তাঁহার কৃপায় জ্ঞান-লাভ হইলে, মুক্তির অধিকারী হইতে পারিবে। বালক বর্ণমালা শিক্ষা করে, গুরুর উপদেশ অনুসারে সে শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় ; তখন তাহার বুদ্ধি-প্রকাশের কোনই প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সেই বর্ণমালার মধ্য দিয়া পরিশেষে সে যখন ভাষা-জ্ঞানের অধিকারী হয়, তখন তাহার বুদ্ধিবৃত্তি স্বশক্তি প্রকাশ করিতে সামর্থ্য লাভ করে। এখানে, এই অনুবাকে, সেই ভাবেরই বিকাশ দেখি। সাধক স্তরে স্তরে জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিবে, জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিলেই সকল তত্ত্ব তাহার অধিগত হইবে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই সে মুক্তিলাভ করিবে। প্রথম অনুবাকে এই শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়াছে। স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইতে জ্ঞান লাভ হয় ; সেই জ্ঞানের ফলেই স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সরস্বতীর কৃপা লাভ করিলে—বিদ্যার অধিকারী হইলে—অগ্নি-বায়ু-বরুণ-ইন্দ্র সকলকেই চিনিতে পারা যায়। ঋক্-সমাবেশের ইহাই লক্ষ্য।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ। সপ্তমো বর্গঃ।

* * *

ঐন্দ্র-সূক্তং।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তদ্বয়ে বায়ু-বরুণাদি দেবতার স্তবের সঙ্গে ইন্দ্র-দেবতার স্তব দেখিয়াছি। কিন্তু এই সূক্ত সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রদেবতার স্তবে বিনিযুক্ত। ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটী সূক্তও এইরূপ একই ইন্দ্রদেবতার স্তব-উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

একই দেবতা—অভিন্ন তিনি; কিন্তু অনন্ত তাঁহার মহিমা। সংসার নানা দিকে নানা ভাবে তাঁহার মহিমা বিস্তৃত দেখে। তাই এক বার এক ভাবে ডাকিয়া তৃপ্তি পায় না; এক-বার একটী বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, একবার এক ভাবের ভাবুক হইয়া, তাঁহার তথ্য-নিরূপণে সমর্থ হয় না। যতই নূতন শক্তি, নূতন রূপ, নূতন ভাব প্রকাশ পায়; ততই সেই সেই শক্তির, সেই সেই রূপের, সেই সেই ভাবের আরোপ করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হয়। তিনি শত্রুক্ষয়কারী বলিয়া যখন জানিতে পারে; তখন তাঁহাকে হে 'শত্রু-বিমর্দ্দন' বলিয়া আহ্বান করে। তিনি সৎকর্ম্মের পালক বলিয়া যখন প্রতীতি জন্মে; তখন তাঁহাকে 'হে সৎকর্ম্মপোষক' বলিয়া ডাকিতে প্রবৃত্তি আসে। এইরূপ, মেধাবী, হিংসারহিত, সর্ব্বজ্ঞ, মিত্র-শ্রেষ্ঠ, বহুপ্রজ্ঞ প্রভৃতি যতই গুণ-বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য পড়ে, ততই তত্তদ্বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। ডাকিয়াছি—করুণাময়। তার পর দেখিলাম—তিনি দাতার শিরোমণি। তখন মনে হইল, শুধু করুণাময় বলিয়া ডাকিলে তো তাঁহাকে সম্যক্ভাবে সম্বোধন করা হইল না! তবে ডাকি—'হে করুণাময়, হে দাতার শিরোমণি!'

কিন্তু পরক্ষণেই দেখি—তিনি যে আরও অনেক গুণে গুণান্বিত! তিনি মেধাবী, তিনি হিংসারহিত, তিনি শত্রুক্ষয়কারী! তখন কাজেই ঐ সকল বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাঁহাকে ডাকিবার প্রবৃত্তি আসে। ইহাই মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। অনন্ত কাল হইতে অনন্ত কোটী মানুষ এই ভাবেই তাঁহাকে ডাকিয়া আসিতেছে। তাঁহাতে একাদিক্রমে গুণের পর গুণের সমাবেশ দেখিতে দেখিতে অবশেষে তাঁহাকে সর্ব্বগুণময় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এই সকল সূক্তের এবং তদন্তর্গত ঋক্-সমূহের অভ্যন্তরে গুণের পর গুণের সমাবেশে গুণাতীতের এবং সান্তের সমষ্টিতে অনন্তের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কোথায়? 'দেহি দেহি' রবের অবসান কত দূরে? চাহিতে—চাহিতে—চাহিতে, যখন চাহিবার আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়; দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে, দৃষ্টি যখন অনিমিক হইয়া আসে; তখনই প্রার্থনার সার্থকতা,—তখনই নয়নের সফলতা। নব নব রূপের সমাবেশে তাঁহাকে যে রূপান্বিত করি, নব নব গুণের সমাবেশে তাঁহাকে যে গুণান্বিত দেখি; তাঁহার সন্নিধানে পৌঁছিবার—তাঁহার সন্নিকর্ষ-লাভের—এ সকল স্তর-পর্য্যায় মাত্র। ইন্দ্রদেব, বরুণদেব, বায়ুদেব বা অন্য যে কোনও দেব ঋগ্বেদে সম্পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে, তাঁহাদের প্রত্যেকের রূপ-গুণ-কর্ম্মপদ্ধতি অনুশীলন করিতে করিতে, শেষে সেই ভাবই মনে আসে—যাহাতে তাঁহাদের পার্থক্য আর আদৌ উপলব্ধি হয় না। সেই স্তরে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন ঋকে, বিভিন্ন বিশেষণে, বিভিন্ন দেবতার অর্চ্চনার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। আর তাহাতে বুঝাইয়া দিতেছে,—পুষ্করিণীর জল, নদীর জল, তড়াগের জল, সমুদ্রের জল—এইরূপ বিভিন্ন নাম-বিশেষণে অভিহিত করা হইলেও বস্তুপক্ষে কিন্তু একই পদার্থ বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঐন্দ্র-সূক্তে ইন্দ্রদেবতার যে স্তুতি-বন্দনা আছে, তাহার বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। প্রধানতঃ তিনটী অর্থ অনায়াসেই আমরা অনুভব করিতে পারি। প্রথম অর্থে—ঐন্দ্র-সূক্তে দেহধারী ইন্দ্রদেবতার পূজা হইয়াছে, বুঝিতে পারি। দ্বিতীয় অর্থে—মেঘাধিপতিরূপে ইন্দ্রদেবতার কল্পনা করা হইয়াছে, বুঝা যায়। তৃতীয় অর্থে—ইন্দ্র নাম দিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করা হইতেছে, প্রতীত হয়। স্থূলতঃ, প্রতি ঋকেরই এই ত্রিবিধ অর্থ পাঠকগণ গ্রহণ করিতে পারেন। পর পর অনেকগুলি সূক্ত ইন্দ্র-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত আছে। অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সকল সূক্তের আলোচনা করিলে হৃদয়ে বহু ভাবের উন্মেষ হইতে পারে; আর তাহাতে অনন্তকে সান্তভাবে ধারণা করিবার উদ্দেশ্যেই যে ঐ সকল সূক্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

* * *

ঐন্দ্র-সূক্তানুক্রমণিকা

•প্রথমে মণ্ডলে দ্বিতীয়ানুবাকে চত্বারি সূক্তানি। তেষু সুরূপেত্যাদিকং দশর্চং প্রথমং সূক্তং সুরূপকৃত্নুং দশেত্যনুক্রান্তত্বাৎ। পূর্ববন্মধুচ্ছন্দসো গায়ত্রস্ত চানুবৃত্তেস্তে এবর্ষিচ্ছন্দসী। ইন্দ্রং পৃচ্ছেতি চতুর্থ্যামৃচি লিঙ্গদর্শনাদিন্দ্রো দেবতা। অভিপ্লবষড়হে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ প্রাতঃসবনে স্তোমবৃদ্ধাবাবাপার্থানি সুরূপকৃত্নুমূতয় ইত্যাদীনি ষট্ সূক্তানি। সূত্রিতং চাভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানীতিখণ্ডে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি ষট্ সূক্তানি। আ০ ৭।৫। ইতি। আগ্যানি ত্রীণি সূক্তানি মহাব্রতে নিষ্কেবল্য ঔষ্ণিহতৃচাশীতৌ শস্তব্যানি। উক্তং চ শৌনকেন। সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি ত্রীণ্যেন্দ্রসানসিং রয়িমিতিসূক্তে ইতি। চতুর্বিংশেঽহনি মাধ্যন্দিনে সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতিবৈকল্পিকস্তোত্রিয়স্তৃচঃ। হোত্রকাণামিতিখণ্ডে—মদে মদে হি নো দদিঃ সুরূপকৃত্নুমূতয়ে। আ০ ৭।৪। ইতিসূত্রিতত্বাৎ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি ধায্যা। সুরূপকৃত্নুমূতয়ে তৎকানুৎখমিতি সূত্রিতত্বাৎ।

• ঐন্দ্র-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রথম মণ্ডলে দ্বিতীয় অনুবাকে চারিটী সূক্ত সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে "সুরূপ" ইত্যাদি দশটী ঋক, প্রথম সূক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে; কারণ "সুরূপকৃত্নুং দশ" এইরূপ অনুক্রম হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায়, (পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তের ন্যায়) মধুচ্ছন্দার ও গায়ত্রের অনুবৃত্তি হইয়াছে। এইজন্য তাঁহারাই যথাক্রমে ঋষি ও ছন্দঃ (অর্থাৎ উক্ত ঋকে মধুচ্ছন্দাঋষি ও গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। চতুর্থ ঋকে "ইন্দ্রং পৃচ্ছ"—এইরূপ ঐন্দ্রলিঙ্গদর্শনহেতু, ঐ ঋকের ইন্দ্রই দেবতা। অভিপ্লবষড়হ যজ্ঞে, ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনামক ঋত্বিকের পাঠ্যরূপে, প্রাতঃসবন বিষয়ে, "স্তোমবৃদ্ধাবাবাপার্থানি সুরূপকৃত্নুমূতয়ঃ" ইত্যাদি ছয়টী সূক্ত আছে। এবং অভিপ্লবপৃষ্ঠাহানি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিতও হইয়াছে (আঃ ৭।৫)। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী সূক্ত, মহাব্রত যজ্ঞে নিষ্কেবল্য শস্ত্র কর্ম্মে উষ্ণীকছন্দোযুক্ত অশীতি সংখ্যক তৃচে শস্ত্র মন্ত্র স্বরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন,—"সুরূপকৃত্নুমূতয়ঃ" ইত্যাদি তিনটী ঋক্ "ইন্দ্রসানসিং রয়িং" ইত্যাদি সূক্তে উল্লিখিত আছে। "হোত্রকানাং" এই খণ্ডে "মদে মদে হিনো দদিঃ সুরূপকৃৎনুমূতয়ঃ" (আঃ ৭।৪) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে বলিয়া, চতুর্বিংশদিনসাধ্য যজ্ঞকর্ম্মের মাধ্যন্দিনসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ঋত্বিকের পঠনীয় "সুরূপকৃত্নুমূতয়ঃ" এই ঋক্‌টী, বৈকল্পিক স্তোত্রকর্ম্ম সম্বন্ধীয় তৃচরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (অর্থাৎ,—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের চতুর্ব্বিংশৎ দিনে মাধ্যান্দিন সবন-ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণাচ্ছংসি নামধেয় ঋত্বিক্‌গণ বিকল্পে 'সুরূপকৃত্নুমূতয়ঃ প্রভৃতি তিনটী ঋক সর্ব্বপ্রথম পাঠ করিবেন। (ব্রাহ্মণোক্ত বিধি অনুসারে যাহারা শস্ত্রমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ঋত্বিক)। আবার "সুরূপকৃত্নুমূতয়ে তৎকানুৎখং" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে বলিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বৈশ্বদেব শস্ত্রমন্ত্রে "সুরূপ- কৃত্নুমূতয়ঃ" এই ঋক্‌টী বিহিত হইয়াছে। এই সূক্তগত সেই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে॥

প্রথম মণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে প্রথমং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রঃ
পুত্রমধুচ্ছন্দাঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।

জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সুরূপকৃত্নুং। ঊতয়ে। সুদুঘাংইব। গোংদুহে।

জুহূমসি। দ্যবিংদ্যবি ॥ ১

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

ঊতয়ে (রক্ষণায়—অস্মাকং রক্ষার্থং) দ্যবিদ্যবি (প্রতিদিনং) সুরূপকৃত্নুং (শোভন-কর্ম্মকর্ত্তারং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মকর্ত্তারং, সৎকর্ম্মপোষয়িতারং, কর্ম্মস্তোত্তমকর্ত্তারং বা) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবং) জুহূমসি (আহ্বয়ামঃ প্রার্থয়ামহে)। ত্বং গোদুহে সুদুঘামিব (স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধচন্দ্র-সুধামিব, গোদোহনার্থং অক্লেশদোহনীয়াং গামিব) আগচ্ছ ত্বমিতি শেষঃ। ১ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মশীল (অথবা সৎকর্ম্মের পোষণকর্ত্তা, অথবা সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ-সম্পাদয়িতা) ইন্দ্রদেবকে আমাদের রক্ষণার্থ প্রত্যহ আহ্বান করিতেছি (অথবা তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি)। তিনি 'গোদুহে সুদুঘার' ন্যায় (অর্থাৎ স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার ন্যায়, অথবা সুদোহা গাভীর ন্যায়) আগমন করুন ॥ ১ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুরূপকৃত্নুং শোভনরূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমিন্দ্রং মূতয়েঽস্মদ্রক্ষার্থং দ্যবিদ্যবি প্রতিদিনং জুহুমসি। আহ্বয়ামঃ। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ। গোদুহে গোধুগর্থং সুদুঘামিব সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব। যথা লোকে গোর্যোদোগ্ধা তদর্থং তস্যাভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গামাহ্বয়তি তদ্বৎ। বস্তোরিত্যাদিস্থু দ্বাদশস্বহর্নামসু দ্যবি দ্যবীতি পঠিতং ॥ সুরূপকৃত্নুং। করোতীতি কৃত্নুঃ। কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ। উঃ ৩।৩০। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। তকারোপজনশ্ছান্দসঃ। সমাসান্তোদাত্তঃ। উতয়ে। অবতের্দাতোরুদাত্ত ইত্যনুবৃত্তাবূতিযূতিজূতিসাতিহেতি-কীর্ত্তয়শ্চ। পা০ ৩।৩।৯৭। ইতিক্তিন্নুদাত্তো নিপাতিতঃ। সুদুঘাং সুষ্ঠু দুগ্ধ ইতিসুদুঘা।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শোভনরূপে প্রাপ্তকর্ম্মের কর্ত্তাস্বরূপ ইন্দ্রদেবকে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত (আমরা) প্রতিদিন আহ্বান করিতেছি। কিরূপ আহ্বান করিতেছি, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। "গোদুহে" অর্থাৎ গো-দোহনকর্ত্তার নিমিত্ত শোভন দোহনশীলা গাভীর ন্যায়; লৌকিকে যেমন গাভীর যিনি দোগ্ধা, সেই দোহনকর্ত্তার নিমিত্ত, তাহার অভিমুখে দোহনীয়া গাভীকে আহ্বান করা হয়, সেইরূপ। (অর্থাৎ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, গাভীদোহন-কর্ত্তা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতিদিন উত্তম দোহনশীলা গাভীকে যেমন আহ্বান করিয়া থাকেন; সেইরূপ আমরা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতিদিন ইন্দ্রদেবকে যজ্ঞকর্ম্মে আহ্বান করি।) "বস্তোঃ" ইত্যাদি দ্বাদশ প্রকার অহর্নামকগণের মধ্যে "দ্যবি" "দ্যবি" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "সুরূপকৃত্নুং" এই পদটীতে "করিতেছে" এই অর্থে কৃত্নুং পদটি "কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ" (উঃ ৩।৩০) এই সূত্রদ্বারা কৃ ধাতুর উত্তর 'ক্নু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ক্নু' প্রত্যয়ের কিত্ত্ব-হেতু (ক থাকে না বলিয়া) গুণের অভাব হইয়াছে। ছান্দস্-প্রযুক্ত ত-কার আগম, হইয়াছে। 'সুরূপ' এই পদের সহিত সমাস হইয়াছে বলিয়া উহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উতয়ে" এই পদটী, রক্ষণার্থ 'অব' ধাতুর উত্তর 'উদাত্ত' এই অনুবৃত্তিতে "উতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ" (পা০ ৩।৩।৯৭) এই সূত্র দ্বারা ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন এবং উদাত্তস্বর নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "সুদুঘাং" এই পদটীতে 'শোভনরূপে দোহন করে

দুহঃকব্ ঘশ্চ। পা০ ৩।২।৭০। ইতি কপ্ প্রত্যয়ো হকারস্য চ ঘকারঃ। কিত্ত্বাদ্ গুণাভাবঃ। কপঃপিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণোকার উদাত্তঃ। সুশব্দেন গতিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন সএব স্বরঃ। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতীবসমাসে সএব। গাং গোগ্ধীতি গোধুক্। সৎসুদ্বিষেত্যাদিনা। পা০ ৩।২।৬১। ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জুহুমসি। হ্বয়তের্লট্ উত্তমপুরুষবহুবচনে বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। পা০ ২।৪।৭৬। অভ্যস্তস্য চ। পা০ ৬।১।৩৩ ইত্যভ্যস্তকারণস্য হ্বয়তেঃ। প্রাগেব দ্বির্বচনাৎ সংপ্রসারণং। সংপ্রসারণাচ্চ। পা০ ৬।১।১০৮ ইতি পরপূর্ব্বত্বং। হলঃ। পা০ ৬।৪।২। ইতি দীর্ঘঃ। ততঃ শ্লাবিতিদ্বির্বচনং। অভ্যাসস্য হ্রস্বঃ। পা০ ৭।৪।৫৯। চুত্বজশ্ত্বে। পা০ ৭।৪।৬২। ৮।৪।৫৪ ইদন্তোমসিঃ। পা০ ৭।১।৪৬ ইতীকারাগমঃ। প্রত্যয়স্বরেণ মকারস্তোদাত্তত্বং। দ্যবি দ্যবি। দ্যোশব্দঃপ্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। নিত্যবীপ্সয়োঃ। পা০ ৮।১।৪। ইতি দ্বির্ভাবঃ। তস্য পরমাম্রেড়িতং। পা০ ৮।১।২। অনুদাত্তং চ। পা০ ৮।১।৩। ইতি দ্বিতীয়স্যানুদাত্তত্বং ॥ ১ ॥

* * *

যে' এই অর্থে, "দুহঃ কব্ ঘশ্চ" (পা০ ৩।২।৭০) এই সূত্র দ্বারা 'দুহ্' ধাতুর উত্তর 'কপ্ প্রত্যয়' এবং হ-কারের স্থানে ঘ-কার হইয়াছে। কপ্ প্রত্যয়ের কিত্ত্ব হেতু 'দুহ' ধাতুর উ-কারের গুণ হয় নাই। পিত্ত্ব-হেতু (অর্থাৎ, 'প'—ইৎ যায় বলিয়া) অনুদাত্তস্বর হইলে পর, ধাতুস্বর-হেতু দুহ ধাতুর উ-কার উদাত্ত হইয়াছে। 'সু' শব্দের সহিত গতি সমাস হইয়াছে বলিয়া, কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব-হেতু সেই প্রকৃতি স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "সুদুঘামিব", এস্থলে "ইব" পদের সহিত নিত্যসমাস হইয়াছে বলিয়া উহার বিভক্তির লোপ হইতে পারিল না; অধিকন্তু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব-হেতু সেই স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। গাভীকে দোহন করে যে, তাহাকে "গোধুক" কহে। "সৎসুদ্বিষ" (পা০ ৩।২।৬১) এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। এস্থলে কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। "জুহুমসি" এই পদটীতে, "হ্বয়তি" আহ্বানার্থ 'হ্বেঞ্' ধাতুর উত্তর লট্-বিভক্তির উত্তমপুরুষের বহুবচনে (মস্ প্রত্যয়ে) "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ২।৪।৭৬) সূত্র অনুসারে শপাগমের পর 'শ্লু' প্রত্যয় হইয়াছে। "অভ্যস্তস্যচ" (পা০ ৬।১।৩৩) এই সূত্রানুসারে, অভ্যস্তার্থ হ্বেঞ্-ধাতুর অভ্যাসের (দ্বিত্বের) পূর্ব্বেই সংপ্রসারণ হইয়া "সংপ্রসারণাচ্চ" (পা০ ৬।১।১০৮) এই সূত্র দ্বারা পরের পূর্ব্বত্ব হইয়াছে। তার পর "হলঃ" (পা০ ৬।৪।২) এই সূত্র দ্বারা উকারের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। অনন্তর, "শ্লৌ" (পা০ ৭।৪।৫৯) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব এবং উকারের হ্রস্ব হইয়াছে। "চুত্বজশ্ত্বে" (পা০ ৭।৪।৬২।৮।৪।৫৪) এবং "ইদন্তোমসিঃ" (পা০ ৭।১।৪৬) এই সূত্র দ্বারা মস্ প্রত্যয়ে ই-কারাগম হইয়াছে। এস্থলে, প্রত্যয়স্বর-হেতু ম-কারের উদাত্তস্বর হইয়াছে। "দ্যবি দ্যবি"—এই পদটীতে, দ্যো-শব্দের প্রাতিপদিকস্বর-হেতু অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "নিত্যবীপ্সয়োঃ" (পা০ ৮।১।৪) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব হইয়াছে। সেই দ্বিত্ব-পদের "পরমাম্রেড়িতং" (পা০ ৮।১।২) এবং "অনুদাত্তঞ্চ" (পা০ ৮।১।৩) এই সূত্র দ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। ১ ॥

* * *

প্রথম ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকারগণ এই ঋকের প্রধানতঃ "সুদুঘামিব গোদুহে" উপমার অর্থ-নিষ্কাষণে বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা উহার অর্থ করিয়াছেন,—'গোদুহে (গোদোহনায় গোধুগর্থং) সুদুঘাং (সুষ্ঠুদোগ্ধ্রীং গামিব)'; অর্থাৎ,—দোহনকালে অনায়াসে যে গাভীর দুধ দোহন করা যায়, সেই গাভীর ন্যায়। ইহা হইতে অর্থ-নিষ্পন্ন করা হইয়াছে,—'দুধ-দোহনকালে সুদোগ্ধ্রী গাভীকে যেমন লোকে আহ্বান করে, হে শোভন-কর্ম্মশীল ইন্দ্রদেব, আমরা সেইভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।' বেদ যে কৃষকের গান, বেদের সহিত যে কেবল কৃষকেরই সম্বন্ধ, তাহা প্রতি-পাদন করার পক্ষে এরূপ অর্থের যথেষ্ট সার্থকতা আছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐরূপ অর্থের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে, আরাধ্য-দেবতা ইন্দ্রদেবকে যে অতি নিম্ন-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কোনও ভক্ত, কোনও সাধক, কখনও আপনার আরাধ্য-দেবতাকে এরূপভাবে নিম্ন-পর্য্যায়ের সহিত তুলনা করিতে পারেন না।

তবে 'সুদুঘামিব গোদুহে' বাক্যে কি সমীচীন অর্থ উপলব্ধ হয়? 'গো' শব্দে পৃথ্বীমাতাকে বুঝায়, চন্দ্রদেবকে বুঝায়। রঘুবংশে দেখি, রাজা দিলীপ পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন।

"দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্‌।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্‌॥"

'এখানে দিলীপ গাভী দোহন করিয়াছিলেন' অর্থ সঙ্গত হয় নাই। এখানে অর্থাগম হয়,—তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ,—

পৃথিবীর ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'কুমারসম্ভবেও' এইরূপ উক্তি—এইরূপ উপমা—দৃষ্ট হয়; যথা,—

"যং" সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্যবৎসং মেরৌস্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীংশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীং॥"

অর্থাৎ,—দোহনকর্ম্মসমর্থ দোগ্ধা সুমেরু গিরি বর্ত্তমান থাকিতে হিমালয়কে বৎস-পরিকল্পনা করিয়া পৃথু-রাজার উপদেশ অনুসারে পর্ব্বতগণ ধরিত্রী হইতে দীপ্তিশীল রত্ন এবং মহৌষধিসমূহ দোহন করিয়াছিল।' 'কুমারসম্ভবের' অন্যত্র দেখিতে পাই,—"দুদোহ গোরূপধরামিবোর্ব্বীং।" অর্থাৎ,—'গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।'

ঋকের 'গোদুহে' শব্দে আমরা তাই মনে করি, পৃথ্বীমাতাকে বা চন্দ্রদেবকে দোহনের অর্থ আসিতেছে। 'সুদুঘাং'—সহজে দোহন করিবার উপযোগী—আপনা হইতে অমৃতধারা ক্ষরণের উপযোগী—তাঁহাদের ন্যায় আর কে আছে? চন্দ্রের রশ্মিকণা যাচ্ঞা করিতে হয় না; আপনা-আপনিই সেই স্নিগ্ধ-রশ্মি সর্ব্বত্র ক্ষরিত হয়। আবার পৃথ্বীমাতা যে সুদুহা—তিনি যে অনন্ত রত্ন আপনিই বিতরণ করিয়া থাকেন,—তাহার কি তুলনা আছে? তিনি আপন বক্ষের উপর শ্যামল শস্যরূপ, ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষাদি রূপ, অনন্ত দুগ্ধভাণ্ডার ধারণ করিয়া আছেন। 'সুদুঘা' বিশেষণের সার্থকতা তাঁহাতে যেমন দেখিতে পাই, তিনি যেমন অকাতরে ফলশস্যপ্রদানে প্রাণিজগৎকে পরিতৃপ্ত করেন, এমন আর কোথায় আছে? যাহাতে যে গুণ বিশেষ-ভাবে বিদ্যমান, উপমায় তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়। আমরা তাই মনে করি, ঋকে পৃথ্বীমাতার কথা বলা হইয়াছে;—ঋকে চন্দ্রকিরণের কথা বলা হইয়াছে! ইন্দ্রদেবকে মেঘাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলে, ঐ দুই-এর সম্বন্ধ বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। মেঘ উৎপন্ন হয় কিরূপে? বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে। বাষ্প—সে তো ধরিত্রী-মাতাকে দোহন করিয়াই উৎপন্ন হয়! সুতরাং ধরিত্রী-মাতাকে তুমি যেমন করিয়া দোহন কর, তুমি যেমন তাঁহার স্তন্য-পানে পরিপুষ্ট হও, তোমার অস্তিত্ব যেমন তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কণা কণা অমৃতবিন্দুর উপর নির্ভর করে; হে ইন্দ্রদেব! আমরাও যেন

সেইরূপভাবে তোমাকে পাইয়া তোমারই প্রভায় প্রভান্বিত হই। মেঘের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধও অল্প নহে। তাঁহার আকর্ষণ-বিকর্ষণে অনেকাংশে মেঘের সঞ্চার ঘটে; পৃথিবীর বক্ষে বারিরাশি স্ফীত হইয়া উঠে। গো-দোহনে চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পৃথ্বীমাতার দোহন বা চন্দ্র-রশ্মির দোহন অনায়াস-সাপেক্ষ। 'সুদুঘাং' তাহাকেই বলে না কি—যাহা সুখের সহিত অনায়াসে দোহন করিতে পারা যায়।

ঋকে বলা হইতেছে,—'হে দেব! তুমি 'আপনিই' করুণা কর। আমরা অব্রতী অধম। আমাদের এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য নাই যে, তোমাকে আকর্ষণ করি। পৃথ্বীমাতার রসরূপ দুধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের রশ্মি যেমন আপনিই ক্ষুদ্র-মহৎ উচ্চ-নীচ সর্ব্বনির্ব্বিশেষে নিপতিত হয়, তুমি সেইরূপভাবে এস! আমাদিগকে আশ্রয় দান কর। ঋকের এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই সঙ্গত। কেন-না, তিনি—'সুরূপকৃত্নুং।' অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মশীল, প্রতিপালক। শরণাগত জনের উদ্ধারের অপেক্ষা শোভনকর্ম্ম আর কি আছে? তিনি শরণাগত-পালক। তিনি পৃথ্বীমাতার ন্যায় 'সুদুঘা',—তিনি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

———:*:———

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

উপ নঃ সবনাগহি সোমস্য সোমপাঃ পিব

গোদা ইদ্রেবতো মদঃ॥ ২ ॥

* *

পদ-বিশ্লেষণং।

উপ। নঃ। সবনা। আ। গহি। সোমস্য। সোমঽপাঃ।

পিব। গোঽদাঃ। ইৎ। রেবতঃ। মদঃ॥ ২॥

• • •

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে সোমপাঃ (হে অমৃতপায়িন অমর) নঃ (অস্মাকং) সবনাঃ (সবনানি ত্রিসবনানি—প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনসবনং সায়ংসবনঞ্চ—ত্রৈকালিকযজ্ঞাঃ) উপ (সমীপে) আগহি (আগচ্ছ)। সোমস্য (সোমং) পিব ত্বমিতিশেষঃ। রেবতঃ (রয়িৰ্ধনং অস্যাস্তীতি রেবান্ তস্য রেবতো—ধনবতস্তব) মদঃ (হর্ষঃ) গোদা (ধনংপ্রদ ধনং বা) ইৎ (এব) ভবতীতি শেষঃ। ধনদানঞ্চ করিষ্যসীতি ভাবঃ। ২॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতপায়ী অমর! আপনি আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে আগমন করুন। আপনি অমৃত পান করেন। আপনি ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। আপনি হর্ষ-সহকারে আমাদিগকে ধনদান করুন। ২॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোমপাঃ সোমস্য পাতরিন্দ্র সোমং পাতুং নোঽস্মদীয়ানি সবনা ত্রীণি সবনানি প্রত্যুপ সমীপ আগহি। আগচ্ছ। আগত্য চ সোমস্য সোমং পিব। রেবতো ধনবতস্তব

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সোমপাঃ (অর্থাৎ সোমরসের পানকর্ত্তা) ইন্দ্রদেব! আপনি, সোমরসকে পান করিবার নিমিত্ত, আমাদিগের (প্রাতরাদি বিহিত) সবনত্রয়ের প্রতি (সমীপে) আগমন করুন; এবং আগমন করিয়া (এই অনুষ্ঠিত) সোমযজ্ঞে প্রদত্ত (অভিষুত সোমরসের যে ভাগ আপনার স্বয়ং-প্রাপ্য, সেই ভাগ) সোমরস আপনি পান করুন। সোমরস পান

মদোহর্ষো গোদা ইৎ। গোপ্রদ এব। ত্বয়ি হৃষ্টে সত্যস্মাভির্গাবো লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। উপ। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সবনা। সূয়তে সোম এম্বিতি সবনানি। করণাধিকরণয়োশ্চ। পা° ৩।৩।১১৭। ইত্যধিকরণে ল্যুট্। সুপো ডাদেশষ্টিলোপশ্চ। লিতীতি-প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যাকারস্যোদাত্তত্বং। গহি। গমের্ব্বহুলং ছন্দসীতি শপোলুক্। হেঙিত্বা-দনুদাত্তোপদেশ। পা° ৬।৪।৩৭। ইত্যাদিনা মকারলোপঃ। অতোহেঃ। পা° ৬।৪।১০৫। ইত্যাভাচ্ছাস্ত্রীয়ে লুকি কর্ত্তব্যে অসিদ্ধবদত্রাভাৎ। পা° ৬।৪২২। ইত্যাভাচ্ছাস্ত্রীয়ো মকারলোপোঽসিদ্ধবত্তবতি। সোমপাঃ। আমন্ত্রিতস্য চেতিনিঘাত। তস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেঽপি পূর্ব্বাপেক্ষয়া তিঙ্ঙতিঙ ইতি পিবেত্যস্য নিঘাতঃ। ন চ পূর্ব্বস্যাপি পরাঙ্গবদ্ভাবেনাবিদ্যমানবত্ত্বং। অসামর্থ্যেন তদভাবাৎ। গাং দদাতীতি গোদাঃ। ক্বিপ্ চ পা° ৩।২।৭৬। তিক্বিপং পরমপি সরূপং বাধিত্বা প্রতিপদবিধিত্বাদাতো মনিন্ক্বনিব্বনিপশ্চ।

করিয়া হৃষ্ট (প্রফুল্ল) হউন) আপনি ধনবান। ধনবিশিষ্ট আপনার যে "মদ" অর্থাৎ হর্ষ, তাহা গোধন-প্রদানের নিমিত্তই হইয়া থাকে; অর্থাৎ, আপনি হৃষ্ট হইলে, আমাদের গোধন-লাভ হইয়া থাকে। "উপ" এই পদটী নিপাতনসিদ্ধ বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অভিষুত হয় সোমসকল এই কর্ম্মসমূহে",—এই অর্থে, অভিষবার্থ 'সু' ধাতুর উত্তর "করণাধিকরণয়োশ্চ" (পা° ৩।৩।১১৭) এই সূত্র অনুসারে অধিকরণবাচ্যে 'লুট্' প্রত্যয় হইয়াছে এবং সুপ্ প্রত্যয়ের স্থানে, 'ডা' আদেশ ও 'টি' লোপ হইয়া "সবনা" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "লিতি" (পা° ৬।১।১৯৩) এই সূত্রদ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আকার উদাত্ত হইয়াছে। "গহি" এই পদটিতে "বহুলং ছন্দসি" (পা° ৭।১।১০) এই সূত্র দ্বারা গমি (গম্) ধাতুর উত্তর বিহিত 'শপ' প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। 'হি' প্রত্যয়ের 'ঙিত্ব' হেতু অনুদাত্তোপদেশ (পা° ৬।৪।৩৭) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা গম্ ধাতুর ম-কারের লোপ হইয়াছে। "অতোহেঃ" (পা° ৬।৪।১০৫) এই সূত্র দ্বারা আভাচ্ছাস্ত্রীয় লোপ করা কর্ত্তব্য হইলেও "অসিদ্ধবদত্তাভ্যাং" (পা° ৬।৪।২২) এই সূত্র দ্বারা আভাচ্ছাস্ত্রীয়রূপে ম-কারের লোপ অসিদ্ধবৎ হইয়াছে। ফলতঃ, উক্ত অভিচ্ছাস্ত্রীয় ম-কারের লোপ হইলেও তাহা অসিদ্ধবৎ (লোপ হয় নাই এইরূপ জ্ঞান) হইয়াছে বলিয়া, "হি প্রত্যয়ের" লোপ হয় নাই। "সোমপাঃ" এই সম্বোধনান্ত পদটীর "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা° ৬।১।১৭৮) এই সূত্র দ্বারা নিঘাত-স্বর হইয়াছে। এই পদের অবিদ্যমানবত্ত্ব হইলেও, পূর্ব্বপদকে অপেক্ষা করিতেছে বলিয়া, "তিঙ্ঙ তিঙঃ" এই সূত্র দ্বারা "পিব" এই পদের নিঘাত-স্বর হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বপদের পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু অবিদ্যমানবদ্ভাব হইল না; যেহেতু অসামর্থ্য প্রযুক্ত (অর্থাৎ পরস্পর অন্বয় সামর্থ্য না থাকায়) তাহার (অবিদ্যমানবদ্ভাবের) অভাব হইয়াছে। যিনি গোকে দান করেন, তিনিই "গোদাঃ"; "ক্বিপ্ চ" (পা° ৩।২।৭৬) এই সূত্র দ্বারা ক্বিপের প্রাপ্তি হইলেও সেই রূপকে বাধিয়া প্রতিপদবিধিত্ব হেতু "অতোমনিন্ক্বনিব্বনিপশ্চ" (পা° ৩।২।৭১) এই সূত্র দ্বারা বিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ক্বিপ্ প্রত্যয় হইলে, "ঘুমাস্থ" (পা° ৬।৪।৬৬) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ধাতুর আকারের

পা০ ৩।২।৭১। ইতিবিচ্। ক্বিপি হি ঘুমাস্থা পা০ ৬।৪।৬৬। ইত্যাদিনা ধাতোরাকারস্যেত্বং স্যাৎ। রেবান্। রয়ির্ধনমস্যাস্তীতি মতুপ্। হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্। পা০ ৬।১।১৭৬। ইতি মতুবুদাত্তঃ। ছন্দসীরঃ। পা০ ৮।২।১৫। ইতি বত্বং। রয়ের্মতৌ বহুলং ছন্দসি। পা০ ৬।১।৩৭।২। ইতি সংপ্রসারণপরপূর্বত্বে গুণশ্চ। মদঃ। মদোঽনুপসর্গে পা০ ৩।৩।৬৭। ইত্যপ্ পিত্বাদনুদাত্তঃ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থ।

—§*§—

ভাষ্যকারগণ এই ঋকের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সে অর্থের অনুসরণ করিলে কোনও দেবতার অর্চ্চনায় এ ঋক্ কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর সে অর্থের অনুসরণ করিলে মনে হয়, আমরা যেন কোনও নরপাংশুল রাক্ষসের পূজায় ব্রতী রহিয়াছি।

ভাষ্যকারগণ সাধারণতঃ অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—'হে সোমপায়ী মদ্যপ ইন্দ্রদেব! আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে তুমি আগমন কর। সোম মদ্য পান কর। আর মদ্যপানের মত্ততাজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া আমাদিগকে গোধনাদি দান কর।' কোনও দেবতাকে তো দূরের কথা; কোনও মানুষকেও যদি এইরূপভাবে উপাসনা করা হয়, সে মানুষও রুষ্ট বৈ তুষ্ট হন না।

কিন্তু এ ঋকের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাত্মক। ঋকে বলা

স্থানে ই-কার হইয়া যাইবে। "রেবান্" এই পদটী, "রয়ি ধন ইঁহার আছে" এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্" (পা০ ৬।১।১৭৬) এই সূত্র দ্বারা মতুপ্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ছন্দসীরঃ" (পা০ ৮।২।১৫) এই সূত্র অনুসারে মতুপ্ প্রত্যয়ের ম-কারের স্থানে ব-কার হইয়াছে। "রয়ের্মতৌবহুলং ছন্দসি" (পা০ ৬।১।৩৭।২) এই সূত্র দ্বারা সংপ্রসারণের পর পূর্ব্বত্ব হওয়ায়, গুণ হইয়াছে। "মদঃ" এই পদটী, "মদোঽনুপসর্গে" (পা০ ৩।৩।৬৭) এই সূত্র দ্বারা অপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপ্ প্রত্যয়ের পিত্বহেতু (প-কারের লোপ হয় বলিয়া) ঐ পদের স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

* * *

হইয়াছে,—'হে অমৃতপায়ী—অমর! আপনি সর্ব্বদা আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাকে প্রদানের উপযোগী পূজার উপকরণ কি আছে? কি দিয়া আপনার তৃপ্তি-সাধন করিব? আপনার পানীয় স্বর্গের সুধা অমৃত, অকিঞ্চন—আমরা, কোথায় পাইব? আপনি অমৃতপায়ী—চির আনন্দময়। আপনার ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। আমরা দরিদ্র, আমরা কামনার দাস। আপনি আমাদিগকে ধনাদি দান করুন; আমাদের অভাব দূর হউক।' কামনা-মূলক এই এক অর্থ এ ঋকে নিস্পন্ন হইতে পারে।

অন্য অর্থে এ ঋকে সাধকের নিষ্কামভাব প্রকাশ পাইতেছে। সাধক বলিতেছেন,—আমি ত্রি-কাল তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিলাম; আমার হৃদয়ের ভক্তিসুধা তোমার চরণে চিরসমর্পিত রহিল। তুমি আনন্দময়; তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। তুমি ইচ্ছা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রদান করিতে পার। কিন্তু হে জগদীশ! আমায় আর সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিও না; আমায় আর সে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিও না! তোমার 'গোদা' বা ঐশ্বর্য্য আমার সম্বন্ধে 'ইৎ' হউক অর্থাৎ গত হউক। আমি সে ধনের ভিখারী নহি। ২ ॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং।

মা নোঅতিখ্যআগহি ॥ ৩ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

অথ। তে। অন্তমানাং। বিদ্যাম। সুমতীনাং।

মা। নঃ। অতি। খ্যঃ। আ। গহি

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

অথা (অথ—অনন্তরং) তে (তব) অন্তমানাং (অন্তঃস্থানামুত্তমানামতিশয়সমীপবর্ত্তিনাং বা) সুমতীনাং (উত্তমবুদ্ধিযুক্তপুরুষাণাং, অনুগ্রহাণাং, শুদ্ধবুদ্ধীনাং বা) বিদ্যাম (জানীয়াম. সম্যক্ লভেমহি বা; তবানুগ্রহেণ তে শুদ্ধবুদ্ধিং সম্যক লভেমহীতি ভাবার্থঃ)। নঃ (অস্মান্) অতি (অতিক্রম্য) মা খ্যঃ (মা খ্যাতো ভব, স্বৎস্বরূপং মা কথয়, স্বানুগ্রহং ন প্রকথয়, ন প্রকাশয়েত্যর্থঃ)। আগহি (আগচ্ছ) অস্মৎ সমীপ ইতিশেষঃ ॥ ৩ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমরা যেন আপনার অতিশয় সমীপবর্ত্তী উত্তম-বুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া আপনার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি (অথবা আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন আপনার ন্যায় শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই)। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া খ্যাত হইবেন না অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন না (অথবা আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করিবেন না)। আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন ॥ ৩ ॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ সোমপানানন্তরং হে ইন্দ্র তে তবান্তমানামন্তিকতমানামতিশয়েন সমীপবর্ত্তিনাং সুমতীনাং শোভনমতিযুক্তানাং শোভনপ্রজ্ঞানাং পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা বিদ্যাম। বয়ং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

"অথ" অর্থাৎ সোমপানানন্তর, হে ইন্দ্রদেব! আপনার অতিশয় নিকটবর্ত্তী শোভনবুদ্ধিযুক্ত সুমতিসম্পন্ন পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আমরা আপনাকে জ্ঞাত হই।

ত্বাং জানীয়াম্। যদ্বা। সুমতীনাং শোভনবুদ্ধীনাং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়াণাং লাভার্থমিত্যধ্যাহারঃ। বুদ্ধিলাভায় ত্বাং স্মরেমেত্যর্থঃ। ত্বমপি নোঽহতি মাখ্যঃ। অস্মানতিক্রম্যান্যেষাং ত্বৎস্বরূপং মাপ্রকথয়। কিন্ত্বাগচ্ছাস্মানেবাগচ্ছ॥ অথেতি নিপাত আদ্যুদাত্তঃ। নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। অন্তমানাং অতিশয়েনান্তিকা ইত্যতিশায়িনে তমপ্। পা॰ ৫।৩।৫৫ তমে তাদেশ্চ। পা॰ ৬।৪।১৪৯।৫। ইতি তাদিলোপঃ। অন্তোঽস্যাস্তীত্যন্তিকঃ সমীপঃ। অতইনিঠনাবিতি ঠন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। দূরোৎকর্ষস্য হ্যবসানং নাস্তি। সামীপ্যোৎকর্ষস্য পুনর্যো যস্য সমীপঃ সএব তস্যান্ত ইত্যন্তবত্ত্বাৎ সমীপমন্তিকমুচ্যতে। বিদ্যাম। বেত্তের্লিঙি যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তোঙিচ্চ। পা॰ ৩।৪।১০৩। ইতি যাসুডুদাত্তঃ। পাদাদিত্বাৎ তিঙ্ঙতিঙ ইতি ন নিঘাতঃ। সুমতীনাং। মতিশব্দে ক্তিন্নন্তেঽপি মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদভূবীরাউদাত্তঃ। পা॰ ৩।৩।৯৬। ইতীকার উদাত্তঃ। শোভনা মতির্যেষাং তে সুমতয় ইতি। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাপবাদেন নঞ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তঃ। শোভনা

অথবা, কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় শোভনবুদ্ধি সকলকে লাভ করিবার নিমিত্ত, আমরা আপনাকে জ্ঞাত হই; এইরূপ অধ্যাহার করিতে হইবে। অর্থাৎ, বুদ্ধিলাভের নিমিত্ত আপনাকে স্মরণ করিয়া থাকি। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্যের নিকট আপনার স্বরূপ কীর্ত্তন করিবেন না; পরন্তু আমাদের নিকট আগমন করুন। "অথ" এই পদটী নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; এবং "নিপাতস্য চ" (পা॰ ৬।৩।১৩৬) এই সূত্র দ্বারা অন্ত্য-অকারের দীর্ঘ হইয়াছে। "অন্তমানাং" এই পদটীতে অতিশয় সমীপবর্ত্তী—এই অর্থে, "অতিশায়িনে তমপ্" (পা॰ ৫।৩।৫৫) এই সূত্র দ্বারা তমপ্ প্রত্যয় করিয়া "তমেতাদেশ্চ" (পা॰ ৬।৪।১৪৯।৫) এই সূত্র দ্বারা তাদির লোপ হইয়াছে। "অন্ত ইহার আছে"—এই অর্থে, অন্তিক শব্দে সমীপকে বুঝাইতেছে। "অত ইনিঠনৌ" (পা॰ ৫।২।১১৫)। এই সূত্রদ্বারা ঠন্-প্রত্যয় হইয়াছে; এবং ঠন্ প্রত্যয়ের নিত্ব হেতু ইহার (অন্তিক শব্দের) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দূরোৎকর্ষ (দূরস্থিত) বস্তুর বিরাম (শেষ) নাই; সামীপ্যোৎকর্ষ (নিকটস্থ) বস্তুর যাহা সমীপ, সেই তাহার (নিকটস্থ বস্তুর) অন্ত,—এইরূপ অন্তবত্ত্ব-হেতু অন্তিক শব্দে সমীপকেই বুঝাইতেছে। "বিদ্যাম" এই পদটী, জ্ঞানার্থ বিদ্ ধাতুর উত্তর লিঙ্-বিভক্তির যাস প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তোঙিচ্চ" (পা॰ ৩।৪।১০৩) এই সূত্র দ্বারা যাসুট্-প্রত্যয় প্রযুক্ত উদাত্তস্বর হইয়াছে। পাদাদিত্ব হেতু (দ্বিতীয় পাদের আদিভূত বলিয়া) "তিঙ্ঙতিঙঃ" এই সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত-স্বর হইল না। "সুমতীনাং" এই পদটীতে 'ক্তিন্' প্রত্যয়ান্ত মতি শব্দের "মন্ত্রেবৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ" (পা॰ ৩।৩।৯৬) এই সূত্র দ্বারা ই-কার উদাত্ত হইয়াছে। "শোভনা মতি যাঁহাদের" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্বের অপবাদ (বাধা) হেতু, "নঞ্সুভ্যাং" (পা॰ ৬২।১৭২) সূত্র অনুসারে উহার উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শোভন এই মতি-সকল" এইরূপে কর্ম্মধারয়

মতয়ঃ সুমতয় ইতি কর্ম্মধারয়েঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাপবাদঃ। কৃত্তৃত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণান্তোদাত্তত্বৈব। অতো মতুপি হ্রস্বাদন্তোদাত্তাচ্চ সুমতিশব্দাৎ পরস্য নামোনামন্যতরস্যামিত্যুদাত্তত্বং। খ্যঃ। খ্যাপ্রকথন ইত্যস্য লুঙি সিপ্যস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ্ পা০ ৩।১।৫২। ইতিচ্লেরঙাদেশঃ। আতোলোপ ইটিচ। পা০ ৬।৪।৬৪।\ ইত্যাকারলোপঃ। ইতশ্চ। পা০ ৩।৪।১০০। ইতীকারলোপো রুত্ববিসর্গৌ। নমাঙ্যোগে। পা০ ৬।৪।৭৪। ইত্যড়ভাবঃ। গহি। গমের্বহুলং ছন্দসীতি শপোলুকি হেৰ্ডিত্বাদনুদাত্তোপদেশেতি মকারলোপস্যাসিদ্ধবদত্রাভাদিত্যসিদ্ধত্বাদতোহেরিতিলুগ ন ভবতি ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় ঋকের বিশদার্থ।

——§ * §——

পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের 'মদ' শব্দের অর্থ-নিষ্কাষণে ভাষ্যকারগণ যেরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ঋকের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের ব্যখ্যা-ব্যপদেশেও সেইরূপ নানা সংশয়-সন্দেহের অবতারণা হইয়াছে। 'অথ' শব্দের অর্থে তাঁহারা বলিয়াছেন,—'সোমপানান্তরং তব হর্ষে জাতে সতি।' অর্থাৎ—সোমরস পান করিয়া আপনার হর্ষ উপজিত হইলে। ভাষ্যকারগণের এই অর্থে ইন্দ্রদেবকে কোনও মদ্যপ ব্যক্তি বলিয়া

সমাস করিলেও পূর্ব্বপদ অব্যয়-প্রযুক্ত প্রাপ্ত প্রকৃতিস্বরের বাধ হইয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু অন্তস্বর উদাত্তই হইয়াছে। অতএব, মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত বলিয়া হ্রস্বত্ব নিবন্ধন অন্তোদাত্ত সুমতি শব্দের পর নাং এই শব্দের "নামোনামন্যতরস্যাং" এই সূত্র দ্বারা উদাত্তস্বর হইয়াছে। "খ্যঃ" এই পদটী, প্রকথনার্থ খ্যা ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তির সিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ্" (পা০ ৩।১।৫২) এই সূত্র দ্বারা চ্লি-এর স্থানে অঙাদেশ হইয়াছে। "আতোলোপ ইটি চ" (পা০ ৬।৪।৬৪) এই সূত্র দ্বারা 'খ্যা' এর আকারের লোপ হইয়াছে। "ইতশ্চ" (পা০ ৩।৪।১০০) এই সূত্র দ্বারা ইকারের লোপ হইয়া সিপ্ প্রত্যয়ের স-কারের স্থানে রুত্ব ও বিসর্গ হইয়াছে। "ন মাঙ্যোগে" (পা০ ৬।৪।৭৪) এই সূত্র দ্বারা অট্ আগম নিষিদ্ধ হইয়াছে। "গহি" এই পদটীতে "গমের্ব্বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ করিয়া হি-প্রত্যয়ের ঙিত্ব-হেতু "অনুদাত্তোপদেশ" এই সূত্র দ্বারা এস্থলে লুপ্ত ম-কারের "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" এই নিয়মে অসিদ্ধবৎ হইয়াছে বলিয়া "অতোহেঃ" এই সূত্র দ্বারা হি-এর লোপ হইল না ॥ ৩ ॥

* * *

অনুমান হয়। মনে হয়,—মদ্যপানেই যেন তাঁহার আনন্দ। যিনি তাঁহাকে পরিতোষরূপে মাদক-দ্রব্য পান করাইতে পারেন, তিনি তাঁহার প্রতিই অধিকতর সন্তুষ্ট হন।

বেদের অপব্যাখ্যাকারীর নিকট এরূপ ব্যখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রদেবতাকে সেই অদ্বিতীয় সদ্বস্তুর অন্যতম বিভূতি বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা যে কদাচ আদরণীয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। যিনি প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত সাধক, তিনি আপনার আরাধ্য-দেবতাকে—আপনার ইষ্টদেবকে এরূপভাবে কুৎসিত বিশেষণে বিশেষিত করিতে পারেন না। সতের সতেই আনন্দ; অসতে তাঁহার আনন্দ হয় না। অথবা সতে সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ; তাহা একবার সৎ, একবার অসৎ হইতে পারে না। পূর্ব্ব ঋকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় ব্যাখ্যা করিলে, আমাদের মনে হয়, 'অথ' শব্দে বুঝাইতেছে,—'পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগতসম্বন্ধ হইবার পর।' এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই যুক্তিসম্মত। এখানেও সেই ত্যাগের ভাব—সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ। প্রকৃত সাধকের ইহা ভিন্ন অন্য কামনা হইতে পারে না কিংবা অন্য কামনা থাকিতে পারে না।

সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ—ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভের একতম পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সৎসঙ্গে সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় সদ্বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই তাঁহাকে জানিবার—তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার স্পৃহা বলবতী হয়। স্বরূপ বুঝিলেই তন্ময়তা আসে; ফলে, মোক্ষ অধিগত হয়। সৎসঙ্গে সুফল-লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভগীরথ যখন গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যভূমে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, মাতা সুরধুনী তখন মর্ত্ত্যে আসিতে প্রথমে স্বীকার করেন না। তিনি ভগীরথকে বলেন,—'পৃথিবীতে পাপী মনুষ্যেরা আমার জলে পাপ-প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব? সে উপায় স্থির না হইলে আমি মর্ত্ত্যে যাইব না।' গঙ্গাদেবীর সান্ত্বনাচ্ছলে ভগীরথ, সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তিনি মাতা সুরধুনীকে বুঝাইয়া বলেন,—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তেহ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা আপনার কেন? আপনি অনায়াসে সে অপবিত্রতা দূর করিতে পারিবেন। কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন। তাঁহার স্ব স্ব অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি বর্ত্তমান আছেন।' সাধুসঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥"
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্ক সমুত্থিতঃ।
দেবতাবান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥"

ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা যেমন তাঁহাদিগের পরাশ্রয়; সেইরূপ, ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, আমিও তেমনি আর্ত্তের শরণ। পরকালে ধর্ম্ম যেমন মানবের একমাত্র সম্বল; সংসারভয়ভীত জনগণের তেমনি সাধুগণ একমাত্র আশ্রয়। যেমন আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়। তেমনি ভাগ্যাকাশে সজ্জন-রবির উদয় হইলে জ্ঞানের অনন্ত চক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে; অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; আর তাহাতে যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তু বিকাশ পায়। সাধু-সজ্জন দেবতার বান্ধব। আমার সহিত তাঁহারা ভেদ-বিরহিত।' সাধু-সঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিতকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে পরিগণিত হয়,—

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্য-চিত্তে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু মধ্যে গণ্য হইতে পারে। যথা,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥"

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,—'সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরি-পরায়ণ হয় এবং অনন্যচিত্তে তাঁহার ভজনা করে, তাহা হইলে সে পরম শোভাময়রূপে বিরাজ করে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হইলেও চন্দ্র কখনই তিমিরে পরাভূত হয় না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বাসনা-নদী—শুভ অশুভ উভয় পথে প্রধাবিত। তাহাকে কেবল শুভ-পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। মহাপোত সমুদ্রেই বিচরণ করে। সেইরূপ যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন নির্ম্মল-চিত্ত, সাধুসঙ্গ তাঁহারাই প্রাপ্ত হন।

ঋকের অন্তর্গত "অন্তমানাং সুমতীনাং" পদদ্বয়ে সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনার সমীপবর্ত্তী সুবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন আপনার ন্যায় সুমতি বা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই।' সুবুদ্ধিযুক্ত আর কাহারা? 'সু' বা সতের প্রতি যাঁহারা বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা অনুক্ষণ সতের প্রতি সংন্যস্তচিত্ত, তাঁহারাই তো সুবুদ্ধি-যুক্ত!—সতের জ্ঞানে, যাঁহারা সতের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিযুক্ত বা সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারাই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহারাই সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

ঋকে ইন্দ্রদেবের নিকট আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—"মা নো অতিখ্যঃ"। অর্থাৎ,—'আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আপনার খ্যাতি বা আপনার স্বরূপ যেন প্রকাশ না করেন।' আপনি প্রভূত জ্ঞানশালী। আপনার অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানী যাঁহারা, আপনার খ্যাতি—আপনার মহিমা—তাঁহাদের নিকট তো সুপরিব্যক্ত আছেই। কিন্তু অজ্ঞান

আমরা—অকিঞ্চন আমরা! আমরা আপনার মহিমা—আপনার খ্যাতি কিরূপে বুঝিব, প্রভু! আপনি না বুঝাইলে—আপনি না জানাইলে—কে সামর্থ্য আমাদের যে, আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করি—আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধ করিতে সমর্থ হই! আপনি সৎ—শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন। সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সৎকে কিরূপে জানিব, প্রভু! তাই ডাকি দেব! আমাদের সেই শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা আপনার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারি,—যাহাতে আমরা আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্য্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত,—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিরজর্জ্জরিত। আনন্দময়—তুমি; ঐশ্বর্য্যশালী—তুমি। জানি আমি—ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব! আমার সে ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান কর। সৎ—তুমি; সদ্বুদ্ধিশালী—তুমি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান কর—যাহাতে সৎকে—তোমাকে জানিতে পারি; সতের—তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে, তোমার সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—প্রভু। জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তোমার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃ-প্রকাশিত! তাই ডাকি দেব! এস—হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর—সুবুদ্ধি-প্রদান কর; তোমার অনন্ত মহিমা—অনন্ত খ্যাতি, দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। তোমায় ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। অকৃতি অধম আমি; আমাকে অতিক্রম (পরিত্যাগ) করিও না, প্রভু! হৃদয়-মন্দিরে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া আছে। এস—এস দেব! তথায় অধিষ্ঠান কর। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক, সকল সংশয় দূরে যাউক, সকল কর্ম্মের অবসান হউক। তোমার জ্যোতিঃ-কণা-লাভে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই। ৩॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছাবিপশ্চিতং।

যস্তে সখিভ্য আবরং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পরা। ইহি। বিগ্রং। অস্তৃতং। ইন্দ্রং। পৃচ্ছ। বিপঃ৽চিতং

যঃ। তে। সখি৽ভ্যঃ। আ। বরং ॥ ৪ ॥

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

যঃ ইন্দ্রঃ (ইন্দ্রদেবঃ) তে (তব) সখিভ্যঃ (সর্ব্বেভ্যো বন্ধুভ্যো মিত্রেভ্যশ্চ) আ (সমন্তাৎ, ইহপরত্র চ, সম্যক্ বা) বরং (শ্রেষ্ঠোভবতি, যদ্বা অভিলষিতং ধনপুত্রাদিকং দদাতীতি শেষঃ) তং (তমেব) বিগ্রং (মেধাবিনং) অস্তৃতং (হিংসারহিতং, অজেয়ং, ন কেনাপি স্তৃতঃ জীবিতঃ পরন্তু স্বয়মেব স্তৃতঃ ধৃতপ্রাণস্তং, স্বয়মেব সর্ব্বরক্ষণক্ষমস্তং বা ইত্যর্থঃ) বিপশ্চিতং (সর্ব্বজ্ঞমিন্দ্রং,) পরেহি (উপসর্প, সমীপং গচ্ছ)। পৃচ্ছা (জ্ঞাতুমিচ্ছ, স্বামনুগৃহীতুং, আত্মানঞ্চ নিবেদয় সমর্পয় ইতিশেষঃ)। ৪ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

যিনি সকল বন্ধুর শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু কেহ নাই অথবা যিনি শ্রেষ্ঠ ধনপুত্রাদি দান করেন), যিনি মেধাবী, যিনি হিংসারহিত (অজেয় অথবা সর্ব্বরক্ষণসমর্থ), যিনি সর্ব্বজ্ঞ সুপণ্ডিত, সেই ইন্দ্রদেবের নিকট উপস্থিত হও এবং তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন কর (অথবা তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, আত্মসমর্পণ কর)। ৪ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র যজমানং প্রতি হোতা ব্রূতে। হে যজমান ত্বমিন্দ্রং পরেহি। ইন্দ্রস্য সমীপে গচ্ছ। গত্বা চ বিপশ্চিতং মেধাবিনং হোতারং মাং পৃচ্ছ। অসৌ হোতা সম্যক্ স্তুতবান্ নবেত্যেবং প্রশ্নং কুরু। য ইন্দ্রস্তে তব যজমানস্য সখিভ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যো বরং শ্রেষ্ঠং ধনং পুত্রাদিকমাসমন্তাৎ প্রযচ্ছতীতিশেষঃ। তাদৃশমিন্দ্রমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। পুনরপি কীদৃশং। বিগ্রং। মেধাবিনং। অস্তৃতং। অহিংসিতং। বিপ্র ইত্যাদিষু চতুর্বিংশতি-সংখ্যাকেষু মেধাবিনামসু বিগ্রবিপশ্চিচ্ছব্দৌ পঠিতৌ॥ বিগ্রং। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অস্তৃতং। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রশব্দ ঋজ্রেন্দ্রাগ্রেত্যাদিনা রন্। নিত্বাদাদ্যু-দাত্তঃ। সখিভ্যঃ। সমানে খ্যঃশ্চোদাত্তঃ। উঃ ৪।১৩৮। ইতি সমান উপপদে খ্যাতেরিণ্। ডিদিত্যনুবৃত্তেস্তস্য ডিত্ত্বাট্টিলোপশ্চ। পা° ৬।৪।১৪৩। তৎসন্নিয়োগেন যলোপঃ। উপপদস্যো-দাত্তত্বং। সমানস্য ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু। পা° ৬।৩।৮৪। ইতি সভাবঃ। অতঃ-সখিশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। ব্রিয়ত ইতি বরঃ। গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা° ৩।৩।৫৮ ইত্যপ্। তস্য পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বরএব॥ ৪॥

সয়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এ ঋকে, যজমানের প্রতি হোতা বলিতেছেন। হে যজমান! আপনি, ইন্দ্রদেবের সমীপে গমন করুন! এবং গমন করিয়া "বিপশ্চিৎ" অর্থাৎ মেধাবান হোতৃরূপ আমার কথা জিজ্ঞাসা করুন!—এই হোতা, সম্যক্ স্তব করিয়াছেন কি না, এই রূপ প্রশ্ন করুন! যে ইন্দ্রদেব, যজমানরূপ আপনার, সখি অর্থাৎ ঋত্বিক্ সকলকে শ্রেষ্ঠ, ধন পুত্রাদিরূপ বর সর্ব্বতোভাবে প্রদান করেন; সেইরূপ ইন্দ্রদেবের নিকট গমন করুন, এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে। ইন্দ্রদেব পুনরায় কিরূপ? "বিগ্রং" অর্থাৎ মেধাবী; "অস্তৃতং" অর্থাৎ হিংসাদোষবিরহিত। বিপ্র ইত্যাদি চতুর্ব্বিংশ (চব্বিশ) সংখ্যক মেধাবিনামের মধ্যে, বিগ্র এবং বিপশ্চিৎ-শব্দ পঠিত হইয়াছে। "বিগ্রং" এই পদটীর বৃষাদিত্ব-হেতু আদিঃ স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্তৃতং' এই পদটীতে অব্যয়পূর্ব্বপদ-প্রযুক্ত 'অ' এই পদে প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। ইন্দ্রশব্দটি, "ঋজ্রেন্দ্রাগ্র" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা রন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সখিভ্যঃ" এই পদটীতে "সমান" এই উপপদপূর্ব্বক "খ্যা"ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় করিয়া "সখি" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ডিতের অনুবৃত্তিবশতঃ সেই ইন্ প্রত্যয়ের ডিত্ব-হেতু টি-এর লোপ হইয়াছে। (পা° ৬।৪।১৪৩) এবং সেই টিলোপের সন্নিয়োগ-বশতঃ য-কারেরও লোপ হইয়াছে। এবং ইহার উপপদের (সমান শব্দের) উদাত্তস্বর। "ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু" (পা° ৬।৩।৮৪) এই সূত্র দ্বারা সমান শব্দের স্থানে 'স'ভাব হইয়াছে; অতএব সখিশব্দের আদি স্বর উদাত্ত হইয়াছে। বরণার্থ বৃ ধাতুর উত্তর "গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ" (পা° ৩।৩।৫৮) এই সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে অপ্ প্রত্যয় করিয়া "বরঃ" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে সেই অপ্ প্রত্যয়ের পিত্ব হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে॥ ৪॥

* • *

চতুর্থ ঋকের বিশদার্থ

লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলে সাধারণতঃ মনে হয়, এ ঋকটীতে যেন কোনও মনুষ্যের স্তুতি করা হইয়াছে। যজমানকে বলা হইয়াছে,—তুমি ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও এবং তাঁহার অনুগ্রহ কামনা কর। ইহাতে ইন্দ্রদেবতাকে মনুষ্যরূপে পরিকল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট বিত্তৈশ্বর্য্যাদি প্রাপ্তির প্রার্থনা জানান হইয়াছে। পুত্রবিত্তাদি ধনরত্ন কাহার না আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী? মনুষ্য-মাত্রেরই সেই আকাঙ্ক্ষা—সেই কামনা। ইহাই সংসারী মানুষের সাধারণ প্রকৃতি। ইন্দ্রদেব তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন—তাঁহার অনুগ্রহে পুত্র-বিত্তাদি ধনরত্ন লাভ হইবে,—সাধারণ-দৃষ্টিতে ঋকের এই অর্থই উপলব্ধি হইতে পারে। প্রথম দর্শনে মনে হয়,—ঋকটীতে যেন মানুষের নিত্যপ্রত্যক্ষ সংসার-ছবির প্রতিচ্ছায়া প্রকটিত রহিয়াছে।

ভাষ্যকার এ ঋকের অন্য আর একরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তদনুসারে বুঝা যায়,—যজমান যেন হোতার যজ্ঞ-পারদর্শিতায় আস্থাবান্ নহেন। তাঁহার সেই ভাব উপলব্ধ করিয়া, হোতা যেন ক্রুদ্ধ হইয়া যজমানকে কহিতেছেন,—'আমি তোমার যজ্ঞ-সম্পাদনে যথারীতি সমর্থ হইয়াছি কিনা, এবং আমার স্তোত্র ইন্দ্রদেবতার নিকট পৌঁছিয়াছে কিনা, তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাহা জানিয়া আইস।' এরূপ ব্যাখ্যায় হোতার আত্মম্ভরিতার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হোতা আপনাকে নানা গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। হোতা বলিয়াছেন,—'আমি মেধাবী—যজ্ঞ-পারদর্শী। আমার প্রতি যদি তুমি আস্থাহীন হইয়া থাক; যাও—ইন্দ্রদেবতার কাছে যাও। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর,—আমি সম্যকরূপে তাঁহার স্তুতি করিতে সমর্থ হইয়াছি কিনা, আর সে স্তুতিতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা?'

কিন্তু একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, এ ঋকে অন্য ভাব উপলব্ধি হয়।

বুঝিতে পারি,—এ ঋকে এক মহান্ আদর্শের অবতারণা হইয়াছে। শাস্ত্রে ভক্তির নয়টী লক্ষণ উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে আত্ম-নিবেদন অন্যতম।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥"

এ ঋকে সেই পরাভক্তি আত্মনিবেদনের প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। আত্ম-নিবেদন যে শ্রেয়ঃসাধক, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। আত্ম-নিবেদনে শ্রেয়োলাভের মাহাত্ম্য-কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদুক্তিতে নিম্নরূপে পরিব্যক্ত রহিয়াছে,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

অর্থাৎ—'হে উদ্ধব, তোমাকে সার বলিতেছি। সংসারী জীব যখন সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে আমাকে আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে। প্রতি পদে যদি তাহারা সেই অমৃতত্ব লাভের প্রয়াস পায়, তাহা হইলেই তাহারা আমার মত হইবার উপযোগী হইতে পারে। ফলে আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের দ্বারাই আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তখন আমার সহিত তাহাদের কোনও স্বতন্ত্রতা থাকে না, অর্থাৎ আত্মায় আত্ম-সম্মিলন ঘটে।' দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশে আত্ম-নিবেদনের মাহাত্ম্য সম্যক পরিব্যক্ত হইয়াছে; যথা,—

"ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ-
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥"

অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে প্রহ্লাদ বুঝাইতেছেন,—'অন্তর্য্যামী পরম সুহৃৎ পুরুষোত্তমে যখন জীব আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার মায়া-বন্ধন টুটিয়া যায়।' ইত্যাদি।

সকল শাস্ত্রেই ভক্তির মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। একমাত্র ভক্তি-প্রভাবেই সুকৃতি সঞ্চয় হয়—ভগবানের পরম প্রসাদ লাভ করা যায়। একমাত্র ঐকান্তিকী ভক্তি ভিন্ন—একমাত্র আত্মনিবেদন ভিন্ন, তপঃজপধ্যান-

ধারণা—কোনও অনুষ্ঠানই সে অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে না। বিশ্বরূপ-দর্শনে বিমুগ্ধ চকিত-ভীত-ত্রস্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ,—'হে পরন্তপ! হে অর্জ্জুন! একমাত্র ভক্তি হেতুই জীব আমার এবংবিধ যথার্থ রূপ দেখিতে সমর্থ হয়—জানিতে সমর্থ হয়। আমার এই রূপ দেখিতে পাইলে, আমার এই রূপ জানিতে পারিলে, আমাতে প্রবেশ করিয়া জীব আমাতে বিলীন হইতে পারে।' ফলতঃ, ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহায়। যতক্ষণ না অনন্যা-ভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ কেহই তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে না। স্বরূপ-তত্ত্ব না জানিতে পারিলে, কেহই তাঁহাতে আত্মলীন হইতে সমর্থ হয় না।

ঐকান্তিকী ভক্তির-প্রভাবে—আত্ম-নিবেদনের ফলে, মুক্তি যে আপনিই অধিগত হয়, ভগবান কপিলের একটী উক্তিতে তাহা সুপরিব্যক্ত হইয়াছে। মাতা দেবহূতীকে কপিলরূপী ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাং
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

অর্থাৎ,—মাতঃ, যাহাদের দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান হরির প্রতি সেই সকলের যে স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলা যায়। শুদ্ধ সত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। বেদ-বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে পর, ইন্দ্রিয়-সকলে ঐ বৃত্তির উদ্রেক হয়। জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই ভক্তিও শীঘ্র লিঙ্গ শরীরকে দগ্ধ করে। প্রকৃত ভক্ত, ভগবানের সহিত, সমাবস্থা-লাভেও সমুৎসুক নহেন।'

এই অনন্যা-ভক্তি কিরূপে লাভ হয়? যখন ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া সকল কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত হইবে, তখনই অনন্যাভক্তি আসিবে—তখনই ভক্ত আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইবে। তখন সাধক কায়মনো-

বাক্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। তখন, সেই ভাব আসিবে, সেই ভাবে প্রাণ-মন মাতোয়ারা হইবে,—তখন সেই ভাবে তন্ময়তা আসিবে, যে ভাবে ভক্ত সাধক

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোতি যৎ তৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

নারায়ণকে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন। তখন ভক্ত সাধক যাহা কিছু করিবেন, সকলই ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে। তখন তাঁহার প্রার্থনাই হইবে,—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥"

তখন তাঁহার একমাত্র কামনাই হইবে,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

'চরণ ধরিয়া রহিলাম। কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়, আলিঙ্গন কর; রাগান্বিত হইয়া পদদলিত করিতে হয়, পদদলন কর; দেখা দিতে হয়, দেখা দেও; অথবা, অদর্শনে মর্ম্মাহত করিতে হয়, মর্ম্মাহত কর।' অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার সুখ, তাহাই আমার সুখসৌভাগ্য; তিনি আমার প্রাণনাথ প্রাণপতি; তিনি আমার পর নহেন। এই ভাবই অভেদ-ভাব; এই ভাবই—আত্ম-নিবেদন।

ঋকে সেই আত্মনিবেদনের ভাবই পরিস্ফুট রহিয়াছে। ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে যজমান! তুমি তাঁহার প্রতি আত্মনিবেদন কর—তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর; তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। যদি তুমি পার্থিব ধনরত্নাদির আকাঙ্ক্ষা কর, 'বরং'—শ্রেষ্ঠ ধনরত্নের অধিকারী তিনি, তোমার ঐহিক সুখের আকর ধনরত্নাদি তিনি প্রদান করিবেন। যদি মোক্ষপথের পথিক হইতে চাও; 'বিপ্রং'—প্রজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞানময় তিনি; তিনি তোমায় মোক্ষপথে টানিয়া লইবেন।

ঋকে ইন্দ্রদেবের আরও কতকগুলি বিশেষণ দেখিতে পাই। সে সকল বিশেষণ দেখিয়া মনে স্বতঃই সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত হয়। যিনি "ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং," সেই অজেয় অমর নির্গুণ গুণাতীত

সম্বন্তকে এরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিবার কারণ কি? যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণা বা;" সেই অক্ষর অব্যয় অনাদি অনন্ত ব্রহ্মকে মানুষের গুণ-ভূষণে বিভূষিত করা হইল কেন! ইহারও এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। অসীমকে সসীম, ধারণা করিতে পারে না। তাই সে তাহার ধ্যান-ধারণার অনুরূপ গুণবিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করিয়া লয়। সমান স্তরে—সমান পর্য্যায়ে অবস্থিত না হইলে, উচ্চস্তরে পৌঁছান বিশেষ আয়াসসাধ্য। তাই তাঁহাতে রূপগুণের পরিকল্পনা দেখিতে পাই। আমার আরাধ্য দেবতাকে আমি যদি আমার ধারণার অতীত, চিন্তার অতীত বলিয়া মনে করি; আর যদি বুঝিতে পারি, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া আমার সাধ্যের অতীত; তখন কি আর আমি সে দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা পাইব? তাই, যাহাতে সহজে মানুষের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সহজে যাহাতে মানুষ তাঁহার ধারণা করিতে পারে, প্রতি ঋকের প্রতি শব্দে সেই প্রযত্ন দেখিতে পাই। বিবিধ গুণ-বিশেষণে অনন্তকে সান্তে আবদ্ধ করিবার—অসীমকে সীমাবদ্ধ করিবার, ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

ঋকে ইন্দ্রদেবকে "সখিভ্যো বরং" বন্ধুগণের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সত্যই তাই। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কে আছে? জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পার্থিব বন্ধুত্বের অবসান হয়। কিন্তু মরণের পরও যাঁহার সহিত বন্ধুত্ব চিরবিদ্যমান থাকে, তিনিই তো প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ইহলৌকিক বন্ধুত্ব—অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। যতদিন ধনৈশ্বর্য্য, ততদিন বন্ধুত্ব; ধনৈশ্বর্য্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বেরও অবসান হয়। কিন্তু সৎস্বরূপের সহিত সখিত্ব, মরণের পরও বর্ত্তমান থাকে। তাঁহার সহিত সখিত্ব-স্থাপনে সমর্থ হইলে, তাহার আর অবসান হয় না। সে সখিত্ব কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? যাঁহারা শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত, তাঁহারাই সে সখিত্ব-লাভে সমর্থ হন।

এইরূপ, ঋকের অন্তর্গত এক একটি বিশেষণের আলোচনায় মনে এক, এক অভিনব ভাবের উদয় হয়। বুঝা যায়,—এ ঋকে ইন্দ্রদেবতার স্বরূপ-পরিব্যক্ত হইয়াছে। ঋত্বিক যজমানকে বুঝাইতেছেন,—'অজর, অজেয়

হিংসাদি-রহিত, সর্ব্বজ্ঞ, সুপণ্ডিত তিনি; তাঁহার সমীপবর্ত্তী হও। তিনি অজেয়, তিনি হিংসাদিরহিত। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যাঁহার শক্তির নিকট সকলের সকল শক্তি পরাভূত, দৈহিক বলে তাঁহাকে কে জয় করিতে পারে? একমাত্র ভক্তির সাহায্যেই তাঁহাকে জয় করা যায়। তিনি হিংসাদিরহিত। হিংসাদিরহিত অর্থাৎ তাঁহার নিকট সর্ব্বভূত সমভাবে পরিদৃশ্যমান। তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। পরন্তু তাঁহার প্রভাবে জীবের হিংসাদি প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। গীতায় তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" আমি সর্ব্বভূতেই সমান; আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কিছুই নাই। অথর্ব্ব-সংহিতায় এই সমচিত্তত এবং অবিদ্বেষভাব নিম্নরূপে বিবৃত হইয়াছে; যথা,—

"সহৃদয়ং সাম্মনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া॥"
প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥"

তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ সুপণ্ডিত বলা হইয়াছে। ভগবানের সম্বন্ধেই এরূপ গুণ-বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। শ্রুতিতে (ঈশোপনিষদে) আছে,—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ (২১)

অর্থাৎ—'তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তাঁহাকে প্রকাশ করিতে কেহ সমর্থ নহে। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগের যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।' শ্রুতিও (কঠোপনিষৎ) বলিয়াছেন,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র-তারকাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই সকল বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? সমুদায় জগৎ সেই

দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এ সকল তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে।' এ ঋকে ব্রহ্মের সকল বিভূতির পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

ঋকে ইন্দ্রদেবকে 'অস্তৃতং' বলা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাকে কেহ রক্ষা করে না; তিনি স্বয়ংই আপনাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পরন্তু তিনি স্থাবরজঙ্গমচরাচর সকলই ধারণ করিয়া আছেন এবং রক্ষা করিতেছেন।

> "স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা।
> তদ্‌যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি
> সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ॥" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

অর্থাৎ,—'সেই এক পরমাত্মা সকলের অধিপতি ও সকলের রাজা। যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও নেমিদেশে অর সকল সংযুক্ত থাকে, তদ্রূপ এই পরমাত্মাতে সমুদায় প্রাণী ও সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে।' তিনি "প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি॥" তিনি সকলের প্রাণস্বরূপ এবং সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন।

ঋকে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ—প্রভূত জ্ঞানশালী। অকৃতী আমরা,—অজ্ঞান-তিমিরে ডুবিয়া আছি। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন। বিশ্বম্ভর আপনি; আপনার বিশ্বরূপ সন্দর্শনে নয়ন সফল করি। আপনি সর্ব্বরক্ষণক্ষম। নিরাশ্রয় আমরা; আমাদিগকে আশ্রয় দানে রক্ষা করুন। আপনি সুপণ্ডিত—সর্ব্বদর্শী। আপনি আমাদের সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। আপনার স্বরূপ বুঝিলে, আপনার প্রতি সংন্যস্তচিত্ত হইতে পারিলে, আমরা সংসার-সুখে বিগতস্পৃহ হইতে পারিব। আর তাহা হইলেই আপনার সহিত শ্রেষ্ঠ সখিত্ব সংস্থাপিত হইবে।

'আপনার মহিমার অন্ত নাই। স্বয়ং বিধাতা যদি কোটী-কল্প ধরিয়া আপনার গুণ ব্যাখ্যা করেন, তথাপি তাহা শেষ হয় না। আকাশ যদি লিখনপত্র হয়, মহাসমুদ্রকে যদি কালীর পাত্র করিয়া লওয়া যায়, আপনার নামের একটী বর্ণে জগৎ ভরিয়া যায়; তবুও তাহার পূরণ হয় না।

জগতের বারিবিন্দু, ধরণীর ধূলিকণা গণনা করা যদি সম্ভব হয়, তবু আপনার অনন্ত তত্ত্বের কিছুই অন্ত পাওয়া যায় না। বিশ্ব-সংসারে যত কিছু শব্দ আছে, যত কিছু বাক্য আছে, সংসারের সমস্ত প্রাণিকণ্ঠ যদি তাহাতেও আপনার বর্ণনা করে, তবুও আপনার স্বরূপ-বর্ণনায় কেহ সমর্থ হয় না। তবে আপনি দয়া করিয়া নিজে যদি জানাইয়া দেন, তবেই তাহা জানা যায়। তাই প্রার্থনা করি,—হে দেব! আপনার সমীপস্থ হইলাম—আত্মনিবেদন করিলাম। আপনি সুপ্রসন্ন হউন। ক্ষুদ্র হৃদয়-সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি; ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রস্তুত রহিয়াছে। আসুন,—সেখানে উপবেশন করিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করুন। ৪ ॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

উত ব্রুবন্তু নোনিদোনিরন্যতশ্চিদারত।

দধানাইন্দ্রইদ্দুবঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। ব্রুবন্তু। নঃ। নিদঃ। নিঃ। অন্যতঃ। চিৎ। আরত।

দধানাঃ। ইন্দ্রে। ইৎ। দুবঃ ॥ ৫

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

ইন্দ্রে (ইন্দ্রদেবে) দুবঃ (পরিচর্য্যাং) দধানাঃ (কুর্ব্বাণাঃ) ইৎ (এব) ব্রুবন্ত (স্তবং কুর্ব্বন্ত)। উত (অপিচ) নঃ (অস্মাকং) নিদঃ (নিন্দিতারঃ) নিঃ আরত (নির্গচ্ছত) ইতঃ অন্যতশ্চিৎ (অস্মাৎ স্থানাৎ অপরস্থানাৎ যজ্ঞস্থানাদ্বা)। ৫॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া, তাঁহার স্তবে (বা আরাধনায়) নিযুক্ত হও। নিন্দকগণ (যজ্ঞকর্ম্মে বিঘ্নোৎপাদনকারী অথবা শত্রুগণ) সর্ব্বত্র যজ্ঞস্থল হইতে নির্গত (বিতাড়িত) হউক। ৫॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

নোঽস্মাকং সম্বন্ধিন ঋত্বিজ ইতি শেষঃ। তে ব্রুবন্ত। ইন্দ্রং স্তবন্ত। উত অপিচ হে নিদো নিন্দিতারঃ পুরুষা নিরারত। ইতোদেশান্নির্গচ্ছত। অন্যতশ্চিৎ অন্যস্মাদপি দেশান্নির্গচ্ছত। কীদৃশা ঋত্বিজঃ। ইন্দ্রে দুবঃ পরিচর্য্যাং দধানাঃ। কুর্ব্বাণাঃ ইচ্ছব্দোঽবধারণে। সর্ব্বদা পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্তএব তিষ্ঠন্ত্বিত্যর্থঃ॥ নিন্দন্তীতি নিদঃ। ণিদি কুৎসায়াং। ক্বিপি নুমভাবশ্ছান্দসঃ। সুপোঽনুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বরঃ। আমন্ত্রিতত্বেঽপি বাক্যান্তরত্বেন স্ববাক্যগতপদাদপরত্বান্ন নিঘাত ইত্যাদ্যুদাত্তত্বমেব। অন্যতঃ। লিতীতি প্রত্যয়পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। চিদিত্যপিশব্দার্থে। তেন ন কেবলমিতঃ। ইতোনির্গত্যান্য-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদের সম্বন্ধী যে সকল ঋত্বিক্ (যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা), তাঁহারা ইন্দ্রদেবকে স্তব করুন। এবং হে নিন্দক পুরুষগণ! (তোমরা) এই স্থান হইতে নির্গত হও, এবং অন্যস্থান হইতেও নির্গত হও! ঋত্বিকগণ কিরূপ? "ইন্দ্রে দুবঃ" অর্থাৎ ইন্দ্রদেবের পরিচর্য্যাকারী। ইৎ শব্দের অর্থ—অবধারণ। অর্থাৎ, সর্ব্বদাই পরিচর্য্যা করিতে থাকুন। যাহারা নিন্দা করে, তাহাদিগকে "নিদঃ" অর্থাৎ নিন্দক কহে। কুৎসার্থ ণিদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া ছান্দস্ প্রযুক্ত নুম্ আগমের অভাব হইয়াছে। সুপ্-প্রত্যয়ের অনুদাত্তত্ব হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। এই পদটী, সম্বোধনান্ত হইলেও ভিন্ন বাক্য,—এই নিমিত্ত স্বকীয় বাক্যগত পদের পরবর্ত্তী হয় নাই বলিয়া নিঘাত স্বরের অভাব হইয়াছে। অতএব ইহার আদিস্বর উদাত্তই হইল। "অন্যতঃ" এই পদটীতে 'লিতি' এই সূত্র দ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর (ন্য-এর অকার) উদাত্ত হইয়াছে। মন্ত্রস্থ "চিৎ" শব্দটী, অপি-শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য ইহার অর্থ,—"কেবল এ স্থান

তোঽপি নির্গচ্ছতেতি গম্যতে। স এষ ধাত্বর্থয়োঃ সম্বন্ধ আরতেতি লুঙা দ্যোত্যতে। সহি ধাতুসম্বন্ধাধিকারে বিধীয়তে। আরত। অর্ত্তেশ্ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি লোড়র্থে লুঙ্। মধ্যমবহুবচনস্য তাদেশঃ। সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ। পা° ৩।১।৫৬। ইতি চ্লেরঙাদেশঃ। ঋদৃশোঽঙিগুণঃ। পা° ৭।৪।১৬। ইতি গুণঃ। অড়াগমঃ। দধানাঃ। শানচশ্চিত্বাৎ প্রাপ্তমন্তোদাত্তং বাধিত্বা পরত্বাদভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দুবঃ পরিচর্য্যা। ইরজ্যতীত্যাদিষু দুবস্যতীতি পাঠাৎ। নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে সপ্তমো বর্গঃ।

পঞ্চম ঋকের বিশদার্থ।

——§ • §——

পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন কোনও কোনও পণ্ডিত এই ঋকের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। যজমানগণ যেন অন্যান্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, সে ব্যাখ্যায় সেই ভাব সূচিত হইয়াছে। তদনুসারে একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—'আমরা ইন্দ্রদেবের উপাসনা করি বলিয়া, নিন্দক অসুরগণ আমাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু আমরা সে নিন্দা গ্রাহ্য করি না।'

হইতে নহে, এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া অন্য স্থান হইতেও নির্গত হও"—এইরূপ অবগত হওয়া যাইতেছে। সেই ধাতু ও অর্থের সম্বন্ধ "আরত" এই লুঙ্ নিষ্পন্ন পদের দ্বারা সূচিত হইতেছে। যেহেতু সেই লুঙ্, ধাতুসম্বন্ধের অধিকারেই বিহিত হইয়া থাকে। "আরত" এই পদটীতে, গমনার্থ ঋ ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিটঃ" এই সূত্র দ্বারা লোড়র্থে, লুঙের মধ্যম পুরুষের বহুবচনের 'ত' করিয়া; "সর্ত্তি শাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ" (পা° ৩।১।৫৬) এই সূত্র দ্বারা চ্লি এর স্থানে অঙাদেশ হইয়াছে। "ঋদৃশোঽঙিগুণঃ" (পা° ৭।৪।১৬) এই সূত্র দ্বারা ঋ-এর গুণ করিয়া, আট্ আগম হইয়াছে। "দধানাঃ" এই পদটী শানচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সেই শানচ্ প্রত্যয়ের চিত্ব হেতু অন্তোদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হইলেও, সেই অন্তোদাত্ত স্বরকে বাধিয়া, "পরত্বাদভ্যস্তানামাদিঃ" এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইরজ্যতি" ইত্যাদির মধ্যে, "দুবস্যতি" এই পাঠ আছে বলিয়া, দুব শব্দে পরিচর্য্যাকে বুঝাইতেছে; "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্র দ্বারা ইহার ("দুবঃ" এই পদের) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৫॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গ সমাপ্ত॥

* * *

আর একজন বলিয়াছেন,—'নিন্দকগণ বলুক যে, আমরা অন্যান্য দেবতাকে অবহেলা করিয়া একমাত্র ইন্দ্রদেবতাকেই অর্চ্চনা দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।' ইত্যাদি।

ঋঙ্মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা যে আদৌ সমীচীন নহে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। এরূপ ব্যাখ্যায় মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হওয়া তো দূরের কথা; সাধারণ অর্থ বোধগম্য হওয়াও সুকঠিন। অনধিকার-প্রযুক্ত মন্ত্রের গূঢ়-লক্ষ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই যে ব্যাখ্যাকারগণ ঐরূপ অপব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ ঋকের লক্ষ্য—এ ঋকের আদর্শ, অতি উচ্চ—অতি মহান্। একে একে সকল বিভূতির উপাসনা করিয়া, যখন সকল বিভূতির মূলাধার সেই একের প্রতি লক্ষ্য পড়িল, তখন আর অপরের উপাসনার প্রয়োজন হইল না। ভক্ত সাধক তখন বুঝিলেন,—সেই এক অদ্বিতীয় অক্ষর পরব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় উপাস্য আর কেহ নাই। অন্যান্য যাহা কিছু, সে সকলই তাঁহার বিভূতি-বিকাশ মাত্র। সকলই যখন সেই একেরই বিভূতি-বিকাশ, তখন সেই একের উপাসনায়ই তাঁহার বিভূতি-সকলেরও উপাসনা করা হইল। এই ভাব পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যেই এই ঋকের অবতারণা বলিয়া মনে হয়।

নদীর জল, পুষ্করিণীর জল, কলসীর জল,—যে নামেই অভিহিত কর না কেন, 'জল' সেই এক অভিন্ন বস্তু;—বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে মাত্র। তদ্ভিন্ন, বস্তুপক্ষে কোনই প্রভেদ নাই। অগ্নি একই অভিন্ন পদার্থ; কিন্তু রূপভেদে প্রদীপ, পাকশালা, বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি নামে ব্যবহৃত হয় মাত্র। ব্রহ্ম বিষয়েও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। স্বরূপ একই; কেবল নামভেদে রূপভেদে ভিন্ন সামগ্রী ভাবিয়া ভ্রান্তিবশে অনুসরণ করা হয় মাত্র। নচেৎ, স্বরূপ-জ্ঞানে—সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্", এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। সেইরূপ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বিশ্বেদেব, অগ্নি, বায়ু, সরস্বতী—যত নামরূপেরই কল্পনা কর না কেন, পরব্রহ্ম সেই এক অদ্বিতীয়। বিভিন্ন নামরূপে তাঁহার এক এক বিভূতির অভিব্যক্তি হয় মাত্র। নচেৎ, বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত

করা যায় না। ভাষায় তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার শক্তি অনন্ত, কার্য্য অনন্ত, মহিমা অনন্ত, রূপ অনন্ত, নাম অনন্ত। তিনি এক হইয়াও বহু, বহু হইয়াও এক। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি ব্যক্ত, তিনি অব্যক্ত, তিনি নিরবয়ব, তিনি সাবয়ব, তিনি নিরঞ্জন, তিনি গুণাঞ্জন, তিনি গুণাধার, তিনি নির্গুণাধার, তিনি মূর্ত্ত, তিনি অমূর্ত্ত, তিনি মহামূর্ত্ত, তিনি সূক্ষ্মমূর্ত্ত; তিনি স্ফুট, তিনি অস্ফুট, তিনি করালরূপ, তিনি সৌম্যরূপ, তিনি আত্ম-স্বরূপ, তিনি বিদ্যাবিদ্যালয়, তিনি অচ্যুত, তিনি সদসৎস্বরূপসদ্ভাব, তিনি সদসদ্ভাবন, তিনি নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন, তিনি নিষ্প্রপঞ্চ, তিনি জ্ঞানিজনাশ্রিত, তিনি এক, তিনি অনেক, তিনি আদিকারণ, তিনি বাসুদেব, তিনি স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি প্রকট তিনি প্রকাশ, তিনি সর্ব্বভুত অথচ সর্ব্বভুতে নহেন, তিনি বিশ্বের হেতুভুত অথচ হেতুভুত নহেন। ভক্তসাধক তাই যুক্তকরে তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন,—

> ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ স্থূলসূক্ষ্মাক্ষরাক্ষর। ব্যক্তাব্যক্ত কলাতীত সকলেশ নিরঞ্জন॥
> গুণাঞ্জন গুণাধার নির্গুণাত্মন্ গুণস্থির। মূর্ত্তামূর্ত্ত মহামূর্ত্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তে স্ফুটাস্ফুট॥
> করাল সৌম্যরূপাত্মন্ বিদ্যাবিদ্যালয়াচ্যুত।
> সদসদ্রূপ সদ্ভাব সদসদ্ভাবভাবন॥
> নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন্ নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত।
> একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ॥
> যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
> বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতোর্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥

শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যকোপনিষদে) গার্গির প্রশ্নের উত্তরে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিতে, দেখিতে পাই,—সেই ভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

> "স হোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি,
> অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশ-
> মসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখম-
> মাত্রমনন্তরমবাহ্যং। ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।"

ঋকে ব্রহ্মের এই স্বরূপ বিষয়েই উপদেশ রহিয়াছে। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, জ্ঞানমার্গে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, এ ঋকে তাঁহারা সেই ভাবই উপলব্ধি করিবেন।

ঋকের একটী বাক্য,—"নো নিদোনিরন্যতশ্চিদারতঃ।" ইহার অর্থ,—'আমাদের নিন্দাকারিগণ যজ্ঞস্থল হইতে এবং সর্ব্বস্থান হইতে নির্গত হউক।' এতদ্বাক্যে দ্বিবিধ ভাব মনে আসিতে পারে। প্রথমতঃ, লৌকিক হিসাবে 'নিন্দক' শব্দে যজ্ঞকর্ম্মের নিন্দকারী অর্থ সূচিত হয়। যাহারা দেবদ্বেষী অধার্ম্মিক, তাহারাই ধর্ম্মকর্ম্মে নিন্দা করিয়া থাকে। আর এক অর্থে—ইন্দ্রদেবের শত্রু অসুরগণের ভাব মনে আসিতে পারে।

কিন্তু আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহার অন্য অর্থ সূচিত হয়। তাহাতে 'নিন্দক' অর্থে মানস-যজ্ঞে বাধা-প্রদানকারী কুমতি, কুপ্রবৃত্তি,—হিংসা-দ্বেষ—কাম-ক্রোধাদির বিষয় উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইতে অজ্ঞান অন্ধকার প্রভৃতির ভাবও আসিতে পারে।

হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। কাম-ক্রোধাদি রিপুনিচয় সে যজ্ঞে বাধা প্রদান করিতে উদ্যত। চঞ্চল মন শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে আয়ত্তাধীন করা, তাহার নিরোধ-সাধন করা, সাধকের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুর গতি নিরোধ করা যেমন সুকঠিন, সেইরূপ সাধক মনের গতি নিরোধ করিতে পারিতেছেন না। মনে নানা অসদ্বৃত্তির উদয় হইতেছে, চিত্তে চাঞ্চল্য আসিতেছে। মন স্থির করিয়া সাধক মানসযজ্ঞ-সাধনে, একের উপাসনায়, প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইতেছেন না।

তাই তিনি ডাকিতেছেন,—'হে দেব! আপনাকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর জানিয়া আপনার আরাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছি। আপনার পরিচর্য্যায় মন সংন্যস্ত করিয়াছি। যাহা আপনার প্রীতিকর, তাহা আমারও প্রীতিবিধায়ক। যাহা আপনার অভিলষিত, তাহা আমারও আকাঙ্ক্ষিত। আমি সর্ব্বতোভাবে আপনাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। কিন্তু মন যে প্রবোধ মানিতেছে না। দেহেন্দ্রিয়াদি অধিকার করিয়া সে আমার উদ্দেশ্য-সাধনের অন্তরায় হইতেছে। তাহাকে কেমন করিয়া নিরোধ করিব, প্রভু! নিন্দক রিপুগণ যজ্ঞের নিন্দা করিতেছে,—চিত্তবৃত্তিসমূহ সে যজ্ঞের অন্তরায় হইতেছে। আমার সকল কর্ম্ম—সকল অনুষ্ঠান পণ্ড হইতে চলিল। তাই ডাকি দেব! হৃদয়ে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বালিত কর। রিপুসমূহ দূরে পলায়ন করুক। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হউক। ৫ ॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উত নঃ সুভগাঁঅরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ

স্যামেদিন্দ্রস্য শর্ম্মণি ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। নঃ। সুঽভগান্। অরিঃ। বোচেয়ুঃ। দস্ম।

স্যাম। ইৎ। ইন্দ্রস্য। শর্ম্মণি ॥ ৬ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

দস্ম (হে শত্রুক্ষয়কারিণ্ ইন্দ্র) অরিঃ (শত্রবোহিংসকা বা অজ্ঞা ইত্যর্থ। অরিরিত্যত্র বচনব্যত্যয়েনৈকবচনং) উত (অপি) কৃষ্টয়ঃ (মিত্রভূতা মনুষ্যাঃ পণ্ডিতা বা) নঃ (ত্বদনুগ্রহপ্রার্থিনোঽস্মান্) সুভগান্ (শোভনধনোপেতান্) বোচেয়ুঃ (উচ্যাসুঃ শত্রূণাং মিত্রাণাঞ্চসমীপে ভবতো মহিমা সুব্যক্তেবেতি ভাবার্থঃ) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রদেবস্য) শর্ম্মণি (প্রসাদলব্ধধনে) স্যাম ইৎ (ভবেমৈব)। ভবতঃ প্রসাদে ধনবৎসু সৎসু তবৈব কীর্ত্তির্বর্দ্ধিতা ভবিষ্যতি, অতো ভবত এব শরণমাপন্না ইতি ফলিতার্থঃ ॥ ৬ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দস্ম (অরিন্দম) ইন্দ্র! আপনি শত্রুনাশক এবং মিত্রপালক (অথবা শত্রুমিত্র উভয়েরই নিকট আপনার মহিমা সুপরিব্যক্ত)। আপনার প্রসাদে শ্রেষ্ঠ-ধনে ধনী হইলে আপনারই কীর্ত্তি-খ্যাতি বৃদ্ধি হইবে। আমরা আপনার শরণ লইতেছি। ৬॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দস্ম শত্রূণামুপক্ষয়িতরিন্দ্র ত্বদনুগ্রহাদরিকৃত শত্রবোঽপি নোঽস্মান্ সুভগান্ শোভনধনোপেতান্ বোচেয়ুঃ। উচ্যাসুঃ। কৃষ্টয়ো মনুষ্যাঃ অস্মন্মিত্রভূতা বদন্তীতি কিমু বক্তব্যমিতিশেষঃ। ততোধনসম্পন্না বয়মিন্দ্রস্য শর্ম্মণীন্দ্রপ্রসাদলব্ধে সুখে স্যামেৎ। ভবেমৈব। মঘমিত্যাদিষষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু ধননামসু রয়িঃ ক্ষত্রং ভগ ইতি পঠিতং। মনুষ্যাইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু কৃষ্টয় ইতিপঠিতং॥ উত। এবাদী-নামন্তঃ। ফিং ৪।১৩। ইত্যন্তোদাত্তঃ। সুভগান্। ভগশব্দস্য ক্রত্বাদিষু পাঠান্নঞ্-সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং বাধিত্বা ক্রত্বাদয়শ্চ। পাং ৬।২।১১৮। ইত্যুত্তরপদাদ্যু-দাত্তত্বং। সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদে। পাং ৮।৩।৬। ইতি নকারস্য রুত্বং। ভোভগো। পাং ৮।৩।১৭। ইতি যত্বং। লোপঃশাকল্যস্য। পাং ৮।৩।১৯। ইতি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দস্ম! অর্থাৎ শত্রুক্ষয়কারী—ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহে শত্রুগণও যখন আমাদিগকে সৌভাগ্যবান্ অর্থাৎ শোভনধনযুক্ত বলিয়া থাকে, তখন মিত্রভূত মনুষ্যগণ যে আমাদিগকে (সৌভাগ্যবান্) বলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহলব্ধ সুখে (ধনাদিতে) ধনসম্পন্ন হইব। "মঘং" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতিসংখ্যক ধন নামের মধ্যে "রয়িঃ ক্ষত্রং ভগঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে বলিয়া ভগ শব্দে ধনকে বুঝাইতেছে। "মনুষ্যাঃ" ইত্যাদি পঞ্চবিংশতি (পঁচিশ) প্রকার মনুষ্য নামের মধ্যে কৃষ্টয়ঃ এইরূপ—পঠিত হইয়াছে। উত এই শব্দটীর, "এবমাদীনামন্তঃ" (ফিঃ ৪।১৩) এই সূত্র দ্বারা অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সুভগান্" এই শব্দটীতে, ভগ শব্দের 'ক্রতু' আদিতে পাঠ আছে বলিয়া, "নঞ্সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদে অন্তোদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হইলেও তাহাকে বাধিয়া "ক্রত্বাদয়শ্চ" (পাং ৬।২।১১৮) এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদে আদ্যুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি-সমানপাদে" (পাং ৮।৩।৬) এই সূত্র দ্বারা ন-কারের স্থানে রুত্ব হইয়াছে। "ভোভগো" (পাং ৮।৩।১৭) এই সূত্র দ্বারা সেই রুত্বের স্থানে যকার হইয়া, "লোপঃশাকল্যস্য" (পাং ৮।৩।১৯) এই সূত্র দ্বারা য-কারের লোপ হইয়াছে। সেই য-কার

যলোপঃ। তস্যাসিদ্ধত্বান্ন পুনঃ সন্ধিকার্য্যং। আতোঽটি নিত্যং। পা০ ৮।৩।৩। ইত্যাকারস্য সানুনাসিকতা। অরিঃ। বচনব্যত্যয়ঃ। অচইঃ। উ০ ৪।১৪০। ইতীপ্রত্যয়ান্তঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। বোচেমুঃ। উচ্যাসুঃ। বচপরিভাষণ ইত্যস্মাদাশীর্লিঙি ঝের্জুসাদেশে। পা০ ৩।৪।১০৮। লিঙ্যাশিষ্যঙ্। পা০ ৩।১।৮৬। ইত্যঙ্প্রত্যয়ে বচউম্। পা০ ৭।৪।২০। ইত্যুমাগমঃ। গুণঃ। কিদাশিষি। পা০ ৩।৪।১০৪ ইতি যাসুট্। ছন্দস্যুভয়থা। পা০ ৩।৪।১১৭। ইতি লিঙাদেশস্য সার্ব্বধাতুকত্বাল্লিঙঃ। সলোপোঽনন্ত্যস্য। পা০ ৭।২।৭৯। ইতি সকারলোপঃ। অতোয়েয়ঃ। পা০ ৭।২।৮০। আদ্গুণঃ। পা০ ৬।১।৮৭। অঙোঽদুপদেশত্বাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ লিঙোঽনুদাত্তত্বং। অঙ্ প্রত্যয়স্বরএব শিষ্যতে। তেন সহ ইকারস্য গুণ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। দস্ম। দসুউপক্ষয় ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদিষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যোম্। উ০ ১।১৪৩। পদাৎপরত্বাদামন্ত্রিতনিঘাতঃ। কৃষ্টয়ঃ ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং। পা০ ৩।৩।১৩৪। ইতি ক্তিচি মনুষ্যনামত্বাচ্চিত ইত্যন্তোদাত্তঃ। স্যাম। অস্‌ভুবি। শ্নসোরল্লোপঃ পা০ ৬।৪।১১১।

লোপের অসিদ্ধবত্ব হেতু পুনরায় সন্ধিকার্য্য হইল না। "আতোটিনিত্যং" (পা০ ।৮।৩।৩) এই সূত্রদ্বারা আকারটী সানুনাসিক হইয়াছে। "অরিঃ" এই পদটী ঋ ধাতুর উত্তর "অচঃ" (উঃ ৪।১৪০) এই সূত্রদ্বারা ই প্রত্যয় ও বচনব্যত্যয় (জসের স্থানে সু) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু এই শব্দটীর অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "বোচেমুঃ" এই পদটী পরিভাষণার্থবচ ধাতুর উত্তর আশীর্লিঙ বিভক্তিতে "ঝের্জুসা দেশে" (পা০ ৩।৪।১০৮) এই সূত্র দ্বারা ঝি—এর স্থানে জুস্ আদেশ এবং লিঙ্যাশিষ্যঙ্ (পা০ ৩।১।৮৬ এই সূত্র দ্বারা অঙ্ প্রত্যয় হইলে পর, "বচউম্" (পা০ ৭।৪।২০) এই সূত্র দ্বারা উম্‌াগম হইয়া তাহারে গুণ হইয়াছে। "কিদাশিষি" (পা০ ৩।৪।১০৪) এই সূত্রদ্বারা যাসুট্ আগম হইয়াছে। "ছন্দস্যুভয়থা" (পা০ ৩।৪।১১৭) এই সূত্র দ্বারা লিঙ আদেশের সার্ব্বধাতুকত্ব নিবন্ধন লিঙের "সলোপোঽনন্ত্যস্য" (পা০ ৭।২।৭৯) এই সূত্রদ্বারা স-এর লোপ। "অতোয়েয়ঃ" (পা০ ৭।২।৮০) এই সূত্রদ্বারা যাএর স্থানে ইয় "আদ্গুণঃ" (পা০ ৬।১।৮৭) এই সূত্র দ্বারা ই-কারের গুণ হইয়াছে। অঙের অদুপদেশত্ব প্রযুক্ত (অঙের অ থাকে বলিয়া) লসার্ব্বধাতুকস্বর নিবন্ধন (সর্ব্বধাতুতে:প্রয়োগার্হ) লিঙের অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। অঙের প্রত্যয়স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। তাহার সহিত ইকারের গুণ হইয়া "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "দস্ম" এই পদটী; উপক্ষয়ার্থ, অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ, দস্মু দস্ ধাতুর উত্তর "ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যোমক্" (উঃ ১।১৪৩) এই সূত্র দ্বারা মক্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এই পদটী, পদের পরে হইয়াছে বলিয়া আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর হইয়াছে। "কৃষ্টয়ঃ" এই পদটী, "ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩।৩।১৩৪) এই সূত্র দ্বারা ক্তিচ্ প্রত্যয় করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উক্ত কৃষ্টি-শব্দে মনুষ্যকে বুঝাইতেছে। "চিতঃ" এই সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে; "স্যাম" এই পদটী অস্ ধাতুর উত্তর, বিধিলিঙ্ উত্তমপুরুষের বহুবচন (যাম) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। শ্নসোরল্লোপঃ (পা০ ৬।৪।১১১) এই সূত্র দ্বারা

যাস্নুটউদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। শর্ম্মণি। শৄ হিংসায়াং হিনস্তি দুঃখমিতি শর্ম্ম। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা° ৩।২।৭৫। ইতি মনিন্। নেড্বশিকৃতি। পা° ৭।২।৮। ইতীট্প্রতিষেধঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৬॥

ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ

সংসার—কামনার দাস। কামনা—মানুষের চির-সহচর। কামনা-বিহীন মানুষ—এ মর্ত্ত্যভূমে খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। সংসারের প্রতি কার্য্যে, সংসারের প্রতি সামগ্রীতে মূর্ত্তিমতী কামনা বিরাজিতা। কিবা সৎকর্ম্ম, কিবা অসৎকর্ম্ম,—সকল কর্ম্মেই মানুষের কামনার পূর্ণ-প্রভাব প্রকটিত দেখি। মানুষের একমাত্র প্রার্থনা,—

"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

মানুষ চায়—রূপ। মানুষ চায়—সৌভাগ্য। মানুষ চায়—সুখ। মানুষ চায়—কল্যাণ। মানুষ চায়—বিপুল ঐশ্বর্য্য। মানুষ চায়—যশোগৌরব। মানুষের অনন্ত কামনা। মানুষের অনন্ত বাসনা। সংসারে দেখিতে পাই, যখনই কোনও আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখনই ফলের বিষয়ে প্রশ্ন উঠে। প্রশ্ন হয়—সে অনুষ্ঠানে কি ফলোদয় হইবে? যদি বুঝাইয়া দেওয়া হয়—সে কার্য্যে বা সে

যাস্নুট্ প্রত্যয়ের উদাত্তস্বর হইয়াছে; পাদের আদিতে আছে বলিয়া নিঘাতস্বর হয় নাই। হিংসার্থ শৄ ধাতুর উত্তর "দুঃখকে হিংসা করে যে" এই অর্থে, "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" (পা°৩।২।৭৫) এই সূত্র দ্বারা মনিন্ প্রত্যয় করিয়া সপ্তমী বিভক্তির একবচনে "শর্ম্মণি" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "নেড্বশিকৃতি" (পা° ৭।২।৮) এই সূত্র দ্বারা ইট্ আগমের নিষেধ হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৬॥

অনুষ্ঠানে, অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন সকল প্রশ্নের অবসান হয়। এ ঋকে সেই ভাবেরই আভাষ পাই।

ঋকে প্রার্থনাই জানান হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব। আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। আমরা দরিদ্র, আমরা কামনার দাস। আপনি আমাদিগকে ধনবিত্তাদি প্রদান করুন; আমাদের অভাব দূর হউক। আমরা ধনে পুত্রে লক্ষ্মীবান হইয়া আপনার যশোগান করিতে থাকি। ঋকে কামনা-মূলক এই একরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে।

কামনার মধ্য দিয়াই যে নিষ্কাম মার্গে উপনীত হওয়া যায়, ঋকে সে ভাবও পরিব্যক্ত। ইন্দ্রদেবের নিকট শ্রেষ্ঠ-ধন পাইবার প্রার্থনা জানান হইয়াছে। সংসারীর নিকট, হইতে পারে, তাহা পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য; কিন্তু যাঁহারা সাধন-মার্গে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা পার্থিব ধনের কামনা করেন না। তাঁহাদের নিকট শ্রেষ্ঠ ধন—মোক্ষধন। তাঁহারা সেই মোক্ষ ধনেরই অভিলাষী; তাহাই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী। ভক্ত সাধকের সেই একই কামনা—সেই একই প্রার্থনা,—'দেব! প্রসন্ন হউন। আপনার চরণতলে আশ্রয় লইলাম। আপনার প্রসাদে যেন মোক্ষধনের অধিকারী হই। ৬॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং।

পতয়ন্মন্দয়ৎসখং ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ঈং। আশুং। আশবে। ভর। যজ্ঞঽশ্রিয়ং। নৃঽমাদনং।

পতয়ৎ। মন্দয়ৎঽসখং ॥ ৭ ॥

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

আশবে (সর্ব্বত্রব্যাপ্তায় ইন্দ্রায়) যজ্ঞশ্রিয়ং (যজ্ঞস্য সম্পদ্রূপং) নৃমাদনং (নৃণাং নরাণাং হর্ষকারকং) পতয়ৎ (পতয়ন্তং কর্ম্মণি প্রাপ্নবন্তং ব্যবহার্য্যমিতি যাবৎ) মন্দয়ৎ-সখং (মন্দয়তো হর্ষয়তঃপ্রিয়মিতি যাবৎ) ঈম্ (ইমং—ঈমিত্যব্যয়মিদংশব্দার্থে বর্ত্ততে) আশুং (ব্যাপ্তং প্রযুক্তমিত্যর্থঃ) আভর (আহর)। ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

যজ্ঞের শ্রীসম্পাদক, যজ্ঞকর্ম্মের হেতুভূত, নৃমাদন (জগতের আনন্দ-দায়ক), হর্ষবর্দ্ধনকারী, অতীব প্রিয় 'আশু,' সর্ব্বতোব্যাপ্ত ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত (ইন্দ্রের পরিতোষ-বিধানার্থ) আহরণ কর ॥ ৭ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঈমিতি নিপাত ইদংশব্দার্থে বর্ত্ততে। হে যজমান। আশবে কৃৎস্নসোমযাগব্যাপ্তা-য়েন্দ্রায়। ঈমাভর। ইমং সোমমাহর। কীদৃশং সোমং। আশুং। সবনত্রয়ব্যাপ্তং যজ্ঞশ্রিয়ং। যজ্ঞস্য সম্পদ্রূপং। নৃমাদনং। নৃণামৃত্বিগ্‌যজমানানাং হর্ষহেতুং। পতয়ৎ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঈং' এই পদটী, নিপাতনে সিদ্ধ এবং ইদম্ শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত সোম-যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন যে ইন্দ্রদেব, সেই ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত, তুমি, হে যজমান! এই সোম আহরণ কর! সোম কিরূপ? "আশুং"—অর্থাৎ সবনত্রয়ান্বিত। পুনরায় কিরূপ? তাহা ক্রমে ক্রমে এক একটি বিশেষণ দ্বারা কথিত হইতেছে। "যজ্ঞশ্রিয়ং"—যজ্ঞের সম্পৎস্বরূপ। "নৃমাদনং"—ঋত্বিক্ এবং যজমানরূপ মনুষ্যগণের একমাত্র হর্ষের হেতুস্বরূপ। "পতয়ৎ"

পতয়ন্তং। কর্ম্মাণি প্রাপ্নুবন্তং। মন্দয়ৎসখং। য ইন্দ্রো মন্দয়তি যজমানান্ হর্ষয়তি তস্মিন্নিন্দ্রে সখিভূতোঽয়ং সোমঃ। তৎপ্রীতিহেতুত্বাৎ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্বা॥ আশুং। কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্যউণ। উঃ ১।১। ইত্যুণ্। প্রত্যয়স্বরঃ। আশবে। পূর্ব্ববৎ। যজ্ঞশ্রিয়ং। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তঃ। মাদ্যন্তেঽনেনেতিমাদনঃ। করণাধিকরণয়োশ্চ। পা০ ৩।৩।১১৭। ইতি ল্যুট্। তস্য লিত্বাৎ পূর্ব্ব আকার উদাত্তঃ। গতিকারকোপপদাৎকৃদিতি সএব শিষ্যতে। পতয়ৎ। পতেরদন্তস্য চৌরাদিকোণিচ্। পা০ ৩।১।২৫। অতোলোপঃ। পা০ ৬।৪।৪৮। তস্য স্থানিবত্ত্বাদুপধায়া বৃদ্ধ্যভাবঃ। পা০ ৭।২।১১৬। লটঃশত্রাদেশঃ। তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বেন শবভাবাদদুপদেশাদিতি নিঘাতাভাবেন প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বমেব ভবতি। আর্দ্ধধাতুকত্বেঽপি সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি ণেরনিটি। পা০ ৬।৪।৫১। ইতি ণিলোপাভাবঃ। সুপাং সুলুগিত্যমোলুক্। নলুমতা। পা০ ১।১।৬৩। ইতি প্রত্যয়লক্ষণনিষেধাদুগিদচাং। পা০ ৭।১।৭০। ইতি ন নুম্। এবং

(পতয়ন্তং) যাহা অনুষ্ঠানরূপ কর্ম্মসকলকে প্রাপ্ত হইয়াছে। "মন্দয়ৎসখং" অর্থাৎ যে ইন্দ্র যজমানসমূহকে হর্ষান্বিত করিয়া থাকেন, সেই ইন্দ্রদেবের সখিস্বরূপ। কারণ, এই সোম, সেই ইন্দ্রদেবের প্রীতির কারণ অথবা তৃপ্তির কারণ হইয়া থাকে। (ভোজনাদির দ্বারা অকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির নাম—তৃপ্তি; এবং অভিলষিত বস্তুর দর্শনাদি জন্য যে সুখ, তাহার নাম প্রীতি)। "আশুং" এই পদটী, (ব্যাপ্ত্যর্থ অশ্ ধাতুর উত্তর) "কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্" (উঃ ১।১) এই সূত্র দ্বারা উণ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "আশবে" এই শব্দটীর স্বরাদি প্রক্রিয়া পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। "যজ্ঞশ্রিয়ং" এই পদটীতে, "সমাসস্য" এই সূত্র দ্বারা অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নৃমাদনং" এই পদটী, হর্ষার্থ 'মদী মদ্' ধাতুর উত্তর, "ইহার দ্বারা হর্ষান্বিত হয়" এইরূপ অর্থে, করণবাচ্যে "করণাধিকরণয়োশ্চ" (পা০ ৩।৩।১১৭) এই সূত্র দ্বারা ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। সেই ল্যুট্ প্রত্যয়ের লিত্ত্ব-হেতু পূর্ব্ববর্ত্তী আকার উদাত্ত হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎকৃৎ" এই সূত্র দ্বারা সেই আকারই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "পতয়ৎ" এই পদটী, অদন্ত পত শব্দের "চৌরাদিকোণিচ্" (পা০ ৩।১।২৬) ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া "অতোলোপঃ" (পা০ ৬।৪।৪৮) এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হইয়াছে এবং সেই ণিচ্ প্রত্যয়ের স্থানিবত্ত্ব হেতু উপধার (অন্তের সমীপবর্ত্তী স্বরের) বৃদ্ধি হয় নাই (পা০ ৭।২।১১৬)। তাহার পর, পতি—ণিজন্ত ধাতুর উত্তর লট্ এবং সেই লটের স্থানে শতৃ আদেশ হইয়া সেই এই সূত্র দ্বারা শতৃপ্রত্যয়ের "ছন্দস্যুভয়থা" আর্দ্ধধাতুকত্ব হইয়াছে বলিয়া, "শবভাবাদদুপদেশাৎ" অর্থাৎ শপ্ প্রত্যয়ের অভাব বশতঃ অকারের উপদেশ থাকায় এই সূত্র দ্বারা নিঘাত-স্বরের অভাব হইয়াছে; সুতরাং প্রত্যয়ের আদ্যুদাত্ত-স্বরই হইয়াছে। আর্দ্ধধাতুকত্ব হইলেও ছন্দোবিষয়ে, সকল বিধিই বিকল্পিত হয়; অতএব "ণেরনিটি" (পা০ ৬।৪।৫১) এই সূত্র দ্বারা ণি লোপের অভাব হইয়া "সুপাংসুলুক্" এই সূত্র দ্বারা বিহিত অম্ বিভক্তির লোপ হইয়াছে। "ন লুমতা" (পা০ ১।১।৬৩) এই

মন্দয়চ্ছব্দোঽন্তোদাত্তঃ। মন্দয়ত্নীন্দ্রে সখা। সপ্তমীতিযোগবিভাগাৎ সমাসঃ। তৎপুরুষে তুল্যার্থেতি সপ্তমীপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৭ ॥

* • *

সপ্তম ঋকের বিশদার্থ

অপব্যাখ্যাকারীর কু-ব্যাখ্যায় ঋকের নানা কদর্থের সূচনা হইয়াছে। তাঁহাদের সে ব্যাখ্যার অনুসরণে কেহ এ ঋক কোনও দেবতার অর্চ্চনায় প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারেন না; পরন্তু সে অর্থের অনুসরণে যজমান, হোতা, দেবতা—সকলকেই মদ্যপ ও কদাচারী বলিয়া ধারণা জন্মে।

তাঁহারা সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ করিয়াছেন,—'হে যজমান! তোমরা এরূপ উন্মত্ততাজনক মদ সংগ্রহ কর, যাহা পান করিয়া তোমার মিত্রেরা নেশায় অভিভূত হইয়া পড়ে এবং কর্ম্মসম্পাদনে অসমর্থ হয়।' সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন কোনও উপদেষ্টাই যজমানকে এরূপ জঘন্য উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না। অথবা, কোনও যজমান এতদনুরূপ অনুষ্ঠানে আপনার ইষ্টসিদ্ধির অন্তরায় উপস্থিত করিতে চাহেন না। যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান—দেবতার প্রীতি-সাধনোদ্দেশ্যে। মাদকদ্রব্য সেবনে যদি মত্ততাই আসিল, আর তাহার ফলে যদি সকল অনুষ্ঠান পণ্ডই হইল, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠানের সার্থকতা কোথায় রহিল?

যত-কিছু গণ্ডগোল—ঋকের অন্তর্গত "আশবে" এবং "আশুং"—শব্দ-দ্বয় লইয়া। যাঁহারা বেদকে কৃষকের গান বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা 'আশুং' শব্দের ব্যাখ্যা করেন,—'প্রাবৃটকালসমুদ্ভব আশু

সূত্র দ্বারা প্রত্যয় লক্ষণের নিষেধ হেতু "উদিগচাং" (পা০ ৭।১।৭০) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নুমের নিষেধ হইয়াছে। এইরূপ "মন্দয়ৎ" শব্দটীও অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "যিনি হর্ষান্বিত করেন, সেই ইন্দ্রতে সখা" এইরূপ সপ্তমীর সহিত-যোগবিভাগে সমাস হইয়াছে। "তৎপুরুষেতুল্যার্থা" এই সূত্র দ্বারা সপ্তমীস-মাসান্ত পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে ॥ ৭ ॥

বা আউস ধান্য।' ইন্দ্রদেবতার প্রসাদে বারিবর্ষণ ও সুকর্ষণ হয়। ফলে প্রচুর ধান্য-শস্য জন্মে। তাহাতে লোকের আনন্দের অবধি থাকে না। যাঁহার প্রসাদে এতাদৃশ ধন-সম্পত্তির অধিপতি হওয়া যায়, তাঁহার স্তুতিবাদে তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনে স্বতঃই মন প্রধাবিত হয়। ঋকে সেই ধান্য-সংগ্রহের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। "আশ্বে" শব্দের অর্থ-নিষ্কাষণে তাঁহারা বলেন,—উহা সোমরস; উহা মাদকদ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আর্ষ-প্রয়োগ-হেতু 'স'-স্থানে 'শ' ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা 'আশু' শব্দে অভিষুত ত্রৈকালিক সোম এবং 'আশবে' শব্দে সর্ব্বতোব্যাপ্ত ইন্দ্রদেব অর্থ নিষ্পন্ন করেন। সে মতে উপলব্ধি হয়, সেই অভিষুত ত্রৈকালিক সোম সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী।

'আশু' শব্দের 'সোম' অর্থই যদি মানিয়া লই, তাহা হইলে সে সোম—কোন্ সোম; সে সোম—কেমন সোম? সে সোম—মাদক-দ্রব্য নহে;—সে সোম-পানে উন্মত্ততা আসে না। সে সোম—স্বর্গের অমৃত;—সে সোম-পানে অমৃতত্ব অমরত্ব লাভ হয়। সাধক যখন ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হইয়া যান, তখনই সহস্রারোপরিস্থিত সহস্রকমলদল হইতে মধু ক্ষরিত হইতে আরম্ভ হয়। সে মধুপানে তিনি ব্রহ্মানন্দে মত্ত হইয়া পড়েন। তখনই সোম অভিষুত হয়। সে সোম দেবগণের প্রিয়—সাধক যজমানের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী। সে সোম পান করিতে পারিলে ভবক্ষুধা দূর হয়। সাধক তাঁহারই ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহারই চিন্তায় তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। সে সোম মানস-যজ্ঞের অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করে,—যজ্ঞফলে যজ্ঞের শ্রী-সম্পাদিত হয়। সাধনায় যদি সিদ্ধিলাভই না হইল, সহস্রারে বিগলিত অমৃতধারা পানে যদি ব্রহ্মানন্দই না জন্মিল, তবে আর সে সাধনার সার্থকতা কোথায় রহিল? ঋকে তাই বলা হইতেছে,—হে যজমান, তোমরা এরূপ নিষ্ঠা-সহকারে, এরূপ একাগ্রচিত্তে যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, যাহাতে তোমরা সোম-সুধা—ব্রহ্মানন্দ আত্মানন্দ লাভ করিতে পার। আর সেই ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া তন্ময়তা-লাভে পরমাত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হও।

"আশবে"—সর্ব্বব্যাপিনে। সর্ব্বব্যাপী আর কে? তিনিই সর্ব্বব্যাপী—

সেই ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপী। "দাব্যাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।" এখানে সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি এক অনন্ত—চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া আছেন। তিনি লোক-প্রতিপালক ব্রহ্ম; তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

"অনন্তং বিততং পুরুত্রানন্তমন্তবচ্চ সমন্তে
তে নাকপালশ্চরতি বিচিন্বন্ বিদ্বান্ ভূতমুত ভব্যমস্য।"

এ ঋকে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনার বিষয়েই উপদেশ আছে।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনোবৃত্রাণামভবঃ।

প্রাবোবাজেষু বাজিনং ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং

অস্য। পীত্বা। শতক্রতোইতি শতঽক্রতো। ঘনঃ। বৃত্রাণাং। অভব।

। আবঃ। বাজেষু। বাজিনং ॥ ৮

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে শতক্রতো (হে বহুকর্ম্মযুক্ত, মহাবলশালিন্, প্রভূতপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিচিত্রকর্ম্ম-কারিন্ বা ইন্দ্র) অস্য (সোমং অমৃতং বা) পীত্বা বৃত্রাণাং (বৃত্রপ্রমুখানামসুরাণাং শত্রূণাং রিপূণাঞ্চ) ঘনো (হন্তা) অভবঃ। বাজেষু (যুদ্ধেষু, মুনিষু বা) বাজিনং (সংগ্রামবন্তং, বলবন্তং, প্রজ্ঞাসম্পন্নং বা) প্রাবঃ (প্রকর্ষেণ রক্ষিতবানসি পালিতবানসি, ব্যাপ্তবানসীতি যাবৎ)। ৮ ॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে শতক্রতো! আপনি অমৃত পান করিয়া বৃত্রগণকে (রিপুগণকে অথবা বৃত্রপ্রমুখ অসুরগণকে) হনন করেন। আপনি যুদ্ধে যুদ্ধকারীদিগকে (অথবা মুনিগণের মধ্যে প্রজ্ঞাসম্পন্নদিগকে) প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন (অথবা পরিপালন করেন, কিংবা ব্যাপিয়া থাকেন)। ৮ ॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শতক্রতো বহুকর্ম্মযুক্তেন্দ্র ত্বমস্য সোমস্য সম্বন্ধিনমংশং পীত্বা বৃত্রাণাং বৃত্রনামকাসুরপ্রমুখানাং শত্রূণাং ঘনোঽভবঃ। হন্তাভূঃ। অতো বাজেষু সংগ্রামেষু বাজিনং সংগ্রামবন্তং স্বভক্তং প্রাবঃ। প্রকর্ষেণ রক্ষিতবানসি। অস্যেতীদংশব্দেন প্রয়োগসময়ে পুরোদেশস্থঃ সোমোনির্দ্দিশ্যতে ন তু পূর্ব্বপ্রকৃতঃ সোমঃ পরামৃশ্যতে। অতোঽনন্বাদেশত্বান্নাত্রেদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ। পা° ২।৪।৩২। ইত্যশাদেশঃ। অতোন সর্ব্বানুদাত্তত্বং কিন্তু ত্যদাদ্যত্বে। পা° ৭।২।১০২। হলি লোপে অকারঃ প্রাতিপদিক-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শতক্রতো! অর্থাৎ বহুকর্ম্মযুক্ত ইন্দ্রদেব! আপনি এই সোমসম্বন্ধীয় অংশকে পান করিয়া, বৃত্রনামক অসুর প্রমুখ শত্রুসমূহের হননকর্ত্তা হইয়াছিলেন। এবং সেই সংগ্রাম-সমূহে যুদ্ধ্যমান স্বকীয় ভক্তকে উত্তমরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। "অস্য"—এই ইদম্ শব্দ দ্বারা প্রয়োগ সময়ে সম্মুখবর্ত্তী সোমই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; পরন্তু পূর্ব্বকৃত সোম কথিত হইতেছে না। অতএব অনন্বাদেশত্ব-হেতু, (পশ্চাৎকথন হয় নাই বলিয়া) এস্থলে "ইদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ" (পা° ২।৪।৩২) এই সূত্র দ্বারা ইদম্ স্থানে, অশ্ আদেশ হইতে পারে নাই। অতএব সর্ব্বানুদাত্তত্ব হইল না, অর্থাৎ সকল স্বর অনুদাত্ত হয় নাই। কিন্তু "ত্যদাদ্যত্বে" (পা° ৭।২।১০২) এই সূত্রানুসারে হলের লোপ হইলে পর, আদিষ্ট অকারটী,

স্বরেণোদাত্ত ইত্যন্তোদাত্তাদিত্যনুবৃত্তাবূড়িদংপদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ। *পা০ ৬।১।১৭১। ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। পীত্বা। পিবতেঃ ক্ত্বাপ্রত্যয়ে ঘুমাস্থাদিনেত্বং। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। অসামর্থ্যান্ন পরামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাবঃ। ঘনঃ। মূর্ত্তৌ ঘনঃ। পা০ ৩।৩।৭৭। ইতি হন্তের্ধাতোঃ কাঠিন্যেঽপ্প্রত্যয়ঃ। তদস্যাস্তীত্যর্শআদিত্বাদজন্তঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। বাজেষু। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বাজিনং। ইনিপ্রত্যয়স্বরঃ ॥ ৮ ॥

* * *

অষ্টম ঋকের বিশদার্থ।

——§ * §——

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিশ্লেষণে ঋকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঋকে ইন্দ্রদেবতাকে 'শতক্রতু' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় ঐ শব্দে 'বহুকর্ম্মযুক্ত'—অর্থ উপলব্ধ হয়। যিনি অন্তর্য্যামী, যিনি দেহযন্ত্রস্থিত ভুতবর্গকে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত করিতেছেন, যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বচরাচর পরিচালিত হইতেছে, যিনি সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা, তাঁহার অপেক্ষা বহুকর্ম্ম-যুক্ত আর কে আছে? তিনি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর, তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, তাঁহার কর্ম্মের কি অন্ত আছে? তিনি বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বকর্ম্মা; তাই তিনি শতক্রতু।

'ক্রতু' শব্দের সাধারণ অর্থ—যজ্ঞ। পৌরাণিকগণের মতে তিনি

---

* প্রাতিপাদিকস্বর হেতু উদাত্ত হইল। "অন্তোদাত্ত" এই সূত্র হইতে অন্তোদাত্তের অনুবৃত্তি হেতু "ঊড়িদংপদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ" (পা০ ৬।১।১৭১) এই সূত্রানুসারে, বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পীত্বা" এই পদটী পানার্থ পা ধাতুর, উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় করিয়া "ঘুমাস্থা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ধাতুর আকারের স্থানে ঈত্ব হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু এই পদটীতে উদাত্তস্বর হইয়াছে। অসামর্থ্য-প্রযুক্ত পরামন্ত্রিতাঙ্গবদ্‌ভাব (পরবর্ত্তী সম্বুদ্ধ 'শতক্রতো' পদের অঙ্গবদ্‌ভাব) হইল না। "ঘনঃ" এই পদটী, জিঘাংসার্থ হন ধাতুর উত্তর "মূর্ত্তৌ ঘনঃ" (পা০ ৩।৩।৭৭) এই সূত্রানুসারে কাঠিন্য অর্থে অপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। "সেই ঘন ইহার আছে" এই অর্থে অর্শ আদিত্ব হেতু অচ্ প্রত্যয়ান্ত হইয়াছে। সেই অচ্ প্রত্যয়ের চিত্ব-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বৃষাদিত্ব হেতু "বাজেষু" এই পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়ছে। "বাজিনং" এই পদটী, ইনি প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে ॥ ৮ ॥

* * *

শত-সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার নাম—শতক্রতু। কিন্তু ক্রতু শব্দে আবার ইচ্ছা, বাঞ্ছা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, শক্তি, প্রভাব, জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি অর্থও উপলব্ধ হয়। বুঝা যায়,—তিনি সকল ইচ্ছা, সকল কামনার মূলীভূত; বুঝা যায়,—তাঁহার ন্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন সদ্‌বুদ্ধিশালী দ্বিতীয় কেহ নাই; বুঝা যায়,—তাঁহার শক্তি, তাঁহার প্রভাব অতুলনীয়; আর বুঝা যায়—তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, তাঁহার ন্যায় কর্ম্ম, কল্পনার অতীত সামগ্রী। তাই তিনি শতক্রতু। শতক্রতু শব্দে সেই ইন্দ্র দেবতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, শ্রুতি যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"স বা অয়মাত্মা, সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্যেশানঃ, সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিং চ, স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বর এষ লোকপালঃ স সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।"

সেই পরমাত্মা সকল হইতে স্বতন্ত্র, সকলের নিয়ন্তা, সকলের অধিপতি। এই সকল যাহা কিছু, সকলই তিনি শাসন করিতেছেন। তিনি সাধু এবং অসাধু কার্য্য দ্বারা উন্নত বা অবনত হন না। তিনি নিত্য অবিকারী। তিনিই প্রাণিগণের অধিপতি, তিনিই সমুদায় লোকের অধীশ্বর, তিনিই সকলের প্রতিপালক। তিনি লোকভঙ্গনিবারণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়া এতৎসমুদায় ধারণ করিয়া আছেন।' তাই তিনি শতক্রতু, তাই তিনি অশেষকীর্ত্তিমন্ত, তাই তিনি অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি সর্ব্বভূতে ইচ্ছারূপে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে বিরাজিত। তিনি সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বভূতে জ্ঞানরূপে দীপ্তিমন্ত। তিনি সকলের সকল কর্ম্মের নিয়ামক,—সকলের সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাই তাঁহার শতক্রতু নামের সার্থকতা।

ঋকের আর একটী শব্দ,—"ঘনোবৃত্রাণামভবঃ।" ইহার সাধারণ অর্থ—বৃত্র-প্রমুখ শত্রুগণের বিনাশ করেন।' * এস্থলে ঋকের দ্বিবিধ

---

* ইন্দ্র ও বৃত্রের সম্বন্ধে নানা মত প্রচারিত আছে। নিরুক্তকার যাস্ক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ভেদে উহার দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থ যে সকলেই স্বীকার করেন, তাহা নহে। ঋগ্বেদের দ্বাত্রিংশ সূক্তের টীকায় রমানাথ সরস্বতী লিখিয়াছেন,—'এই সূক্তে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধ বর্ণিত হইয়াছে। বৃত্র একজন আসিরীয়া দেশীয় দলপতি। পারস্য-গ্রন্থ আভেস্তাতে

অর্থ সূচিত হয়। একবিধ অর্থে 'ইন্দ্র' শব্দে 'সূর্য্য' বুঝায়। বৃত্র—বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ—আবরণ। সে হিসাবে, 'বৃত্র' অর্থে—সূর্য্যের আবরক যে মেঘ, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে—উত্তাপে পৃথিবী নবজীবন লাভ করে; তাহাতে বৃক্ষলতা এবং জীবজন্তু-সমূহ জীবন প্রাপ্ত হয়। বৃত্র অর্থাৎ মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া পৃথিবীতে তাঁহার রশ্মির ও উত্তাপের গতিরোধ করে; তাহাতে সময় সময় পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে এ সংসারে এই আলোকের আধার ইন্দ্রের বা সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া পড়েন; পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইভাবে ক্রমাগত সূর্য্য-রশ্মি বা উত্তাপ বাধা-প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষতরুলতা, এমন কি—প্রাণী পর্য্যন্ত, গতজীবন হয়। এ বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যাহা হউক, অবশেষে ইন্দ্রই জয়লাভ করেন। বৃত্র নিহত অর্থাৎ মেঘ জলরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। তখন পুনরায় ইন্দ্রের গৌরব পূর্ণ-মাত্রায় প্রকাশ পায়। শক্র

লিখিত আছে যে, বৃত্রাসুর বাবূ-নগরের (Babylon) সমস্ত আর্য্যভূমি (Ariana) একেবারে জনশূন্য করিবার নিমিত্ত উপজাপ করিয়া অশ্বিশূর নাম্নী দেবীকে জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। বৃত্র, তথাপি নিজ কুচক্রে নিরত থাকে এবং অবশেষে ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক সবংশে নিপাতিত হয়। যদ্যপি এইরূপ কোনও তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্যই আর্য্যজাতি এবং সমিতিক জাতির মধ্যে ঘটিয়া থাকিবে; যেহেতু, ইন্দ্র আর্য্যদিগের রক্ষক এবং বৃত্রাসুর সমিতিকদিগের দলপতি। এই ঘোর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রদেবকে 'বেরেথ্রঘ্ন' উপাধিতে 'জেন্দ-আবেস্তায়' উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। জেন্দাবেস্তান্তর্গত 'বহ্রাম যহ্‌ৎ' সমস্তই বেরেথ্রঘ্ন ইন্দ্রের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে বৃত্রকে 'অহিদহক' (বেদের দাসঃ অহিঃ) বলা হইয়াছে।...বৃত্রাসুর আর্য্যকুলের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং তাঁহার বধের পর যেন আর্য্যগণ নূতন প্রাতঃকাল এবং নূতন আকাশ দেখিতে পাইলেন। বৃত্রাসুরের উৎপাতে আর্য্যগণ যেন বিপদের তিমিরে আবৃত ছিলেন।...পারস্যের রাজা সাইরস (Cyrus) যেমন টাইগ্রীস নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া বাবিলন নগর জয় করেন, বৃত্রাসুরও বোধ হয়, সেই প্রকার করিয়া আর্য্যভূমি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। জেন্দাবেস্তাতেও ইহাই লিখিত আছে। 'তৎকালে ইতিহাসের জন্ম হয় নাই। সুতরাং তথ্য-নির্ণয় দুঃসাধ্য। কিন্তু ঋগ্বেদ ও আবেস্তার ঐক্য-দর্শনে বোধ হয়, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে।' পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অধিকাংশ পণ্ডিত এবম্বিধ মতের

বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁহার জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে রূপকের কল্পনা করেন, তাঁহারা এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে বৃত্র-বধের এইরূপ অর্থই নিষ্কাষিত হয়। সংসার-তাড়নে বিঘূর্ণমান সংসারী সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা ইহার অধিক আর কত উচ্চ হইতে পারে? পুত্রকলত্রাদির পরিপালন-ভারগ্রস্ত বিপন্ন জন সুবর্ষণ-সুকর্ষণে শস্যোৎপত্তিরই কামনা করিয়া থাকে। তাই তাহার প্রার্থনা—তাহার কামনা, অধিক উচ্চে পৌঁছিতে পারে না।

কিন্তু যাঁহারা একটু উচ্চ স্তরের সাধক, যাঁহারা তাঁহাকে সৎস্বরূপ, সত্যধর্ম্মের প্রতিপালক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বৃত্রবধের তাৎপর্য্য অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। তাঁহাদের মতে 'ইন্দ্র' শব্দে ঈশ্বরকে বুঝায়। তিনি আলোকদাতা, তিনি সকল জ্ঞানের, সকল ধর্ম্মের সকল সত্যের আধারস্থল। সংক্ষেপতঃ, তিনি সৎস্বরূপ। সে অর্থে

পরিপোষক। এই বৃত্রাসুরের উপাখ্যান অন্যান্য দেশে কিরূপ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, এতৎ-প্রসঙ্গে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি।

ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্রে ইন্দ্রের গুণকীর্ত্তন আছে। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের ঘোর যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত বহু বিবরণ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বর্ণনা হইতে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন—বৃত্র বা অহি মেঘের নামান্তর মাত্র। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা মেঘকে আঘাত করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়াছিলেন, বৃত্রাসুর বধ-বর্ণনায় তাহাই উপলব্ধ হয়। পুরাণাদিতে বৃত্রাসুর-বধের যে উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, এই রূপক হইতেই তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা।' * মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—বাবিলন-নগরে সেমিটিক-জাতীয় এক প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র ঘোর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সেই হইতেই বৃত্রাসুর-বধের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে।' পারসিকগণের 'জেন্দ-আভেস্তা' গ্রন্থে বৃত্র—'বেরেথ্র' এবং ইন্দ্র—'বেরেথ্রঘ্ন' (বৃত্রঘ্ন) বলিয়া উল্লিখিত আছে। বেদে যেরূপ ইন্দ্রের মহিমা পরিকীর্ত্তিত; জেন্দ আভেস্তার অন্তর্গত 'বর্হাম যস্ৎ' অংশ তদ্রূপ বেরেথ্রঘ্নের স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ। বৃত্রের অহি নামের আভাষও 'জেন্দ আভেস্তায়' পাওয়া যায়। এই জন্য বেদের 'ইন্দ্র' এবং জেন্দ আভেস্তার 'বেরেথ্রঘ্ন'—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের 'জিয়স'

---

* ম্যাক্সমূলার বলেন,—'বেদের এই বৃত্রাসুর বধ হইতেই হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থে ট্রয়যুদ্ধের কল্পনা। বেদের সরমা—ট্রয় যুদ্ধে হেলেন (Helen), বেদের পণিগণ (Ponnis)—ট্রয়ের পারিস (Paris) নামে পরিগ্রহ করাই সম্ভবপর।'

বৃত্র তাঁহার বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন। বৃত্র মূর্ত্তিমান্ অন্ধকার ও কুকর্ম্ম। পরিদৃশ্যমান সংসারে আলোক ও অন্ধকারে যেরূপ চির-সংগ্রাম চলিয়াছে, নৈতিক জগতেও সেইরূপ সতের ও অসতের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। সূর্য্য যেমন পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে আলোক-রশ্মিতে পুলকিত করিয়া থাকেন; সেইরূপ সেই সৎ, পবিত্র, আধ্যাত্মিক আলোকের আকর ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন। সূর্য্যদেব যেমন সময় সময় মেঘ মধ্যে লুকায়িত হন এবং তাহাতে যেমন পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে; সেইরূপ জ্ঞান-সূর্য্য কখনও কখনও কু-প্রবৃত্তিরূপ মেঘদ্বারা আবৃত হন এবং তাহাতে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য কুপ্রবৃত্তি তখন বৃত্রের সৈন্যসামন্তরূপে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়-দুর্গ আক্রমণ করে,—ঈশ্বরের মহিমায় হৃদয়ে যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা

দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্রধারণ করিতেন। দানব-দলনে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আর সেই বজ্রে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন; গ্রীকদিগের 'জিয়স' সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। জিয়সের পুত্র 'হিফেষ্টস', পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে 'টিটানকুল' নির্ম্মূল হইয়াছিল। গ্রীকদিগের আপোলো দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। * ইন্দ্রের ন্যায় আপোলোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত তূণীর ছিল। আপোলো সূর্য্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক-দেবতা ফোয়েবাসের কশা ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের 'হেলিয়স' দেবতা অগ্নিময় রথে পরিভ্রমণ করিতেন; এইরূপ নানা বিষয়ে ইন্দ্রের সহিত গ্রীকদেবতাদিগের সাদৃশ্যের কথা উল্লিখিত হয়।

আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে ইন্দ্র ও বৃত্রঘ্ন অভিন্ন। ইরাণীয়গণ ইন্দ্র নামে দ্বেষযুক্ত; কিন্তু বৃত্রঘ্ন নামে শ্রদ্ধাবান। জেন্দ আভেস্তায় বৃত্রঘ্নের উপাসনার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,— "অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (সংস্কৃত বৃত্রঘ্নকে) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথস্ত্র অহুরমজদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে স্বয়ংচিত্ত অহুরো মজদ্, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা

---

* গ্রীকদিগের জিয়স (Zeus) লাটিন আবার জুপিটার (Jupiter) নামে অভিহিত। টিটান (Titan), আপোলো (Apollo), ফোয়েবস (Phœbus), হেলস (Helos) প্রভৃতির বিবরণ যে কোনও ইংরেজী অভিধান দেখিলেই জানিতে পারা যায়।

ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা প্রয়াস পায়। ইন্দ্রের এবং বৃত্রের সৈন্যগণ যখন এইরূপভাবে সমর-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়; আত্মা তখন কখনও কখনও সেই চতুর সর্পপ্রকৃতি ধূর্ত্ত বৃত্রের বশতাপন্ন হইতে প্রলুব্ধ হন। ফলে, হৃদয়ে নৈতিক-রাজ্যে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রের সমস্ত ক্ষমতা অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও সদ্ভাব-সমূহ হৃদয় হইতে অপসৃত হয়;—কু-প্রবৃত্তি-সমূহ তখন হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। হৃদয় তখন আর ইন্দ্রের পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। তখন গভীর অন্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে;—পাপের ও দৈন্যের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া আত্মা সদসৎ বিচারে অসমর্থ হয়। এইরূপে বৃত্রের পাপ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মা আপনার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিলে, অবশেষে ইন্দ্র বা ঈশ্বর সেই পতিতের উদ্ধার-সাধন করেন। আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহাই ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধ।

পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্যদিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী? অহুরো মজদ্ উত্তর করিলেন,—'হে স্পিতিমা জারাথস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী।" ইহাতে বৃত্রঘ্নের সমর-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। "ইহা হইতে বোধ হয় যে, প্রাচীন আর্য্যগণ বৃত্রঘ্নকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের মধ্যে দুইটী দল হইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন একদল বৃত্রঘ্নকে ইন্দ্র নাম দিলেন; সুতরাং অন্য দল ইন্দ্রকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।" ইন্দ্র ও বৃত্র এবং তাঁহাদের যুদ্ধকে যাঁহারা রূপক বলিয়া মনে করেন; যাঁহারা বলেন,—'মেঘের নাম বৃত্র বা অহি; ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন; ইরাণীয়গণের অবস্তা গ্রন্থে বৃত্র, অহি প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া তাঁহারা এই রূপক-তত্ত্বই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।'

ঋগ্বেদে বৃত্রের নাম 'অহি' বলিয়াও উল্লিখিত আছে। অহি শব্দের অর্থ—সর্প। সেই 'অহি' শব্দ হইতেই জেন্দ আভেস্তার 'অজি' এবং 'অহিদক' হইতেই জেন্দ-আভেস্তার 'অজিদহকের' উৎপত্তি। অঙ্গ্রমৈন্যু বা অসদাত্মা জেন্দ-আভেস্তায় সর্পপ্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বেদোক্ত বৃত্রের ছায়া প্রথমে জোরওয়াষ্ট্রিয়ান-ধর্ম্মে এবং তাহা হইতে পর্য্যায়ক্রমে য়িহুদীগণের, খৃষ্টানগণের এবং মুসলমানগণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার পূর্ব্বোক্ত অনুস্মৃতির বিষয় স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন,—আভেস্তা গ্রন্থে প্রধান অসদাত্মাকে সর্প বা অজিদহক বলা হইয়াছে বলিয়া জেনিসিসের তৃতীয় অধ্যায়োল্লিখিত সর্পরূপ সয়তানের প্রসঙ্গ তাহার

ঋকের আর একটী পাদ—"প্রাবোবাজেষু বাজিনং।" এ বাক্য বহুভাবদ্যোতক। ভাষ্যকারগণ ইহার ব্যাখ্যা করেন,—"বাজেষু যুদ্ধেষু বাজিনং যুদ্ধবন্তং প্রাবঃ প্রকর্ষেণ রক্ষিতবান্ অসি।" অর্থাৎ,—"বহু যুদ্ধে নিযুক্ত যোদ্ধগণকে আপনি প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন। সে যুদ্ধ—কেমন যুদ্ধ? অন্তরে অহরহঃ সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্-বৃত্তির যুদ্ধ চলিয়াছে। সদ্বৃত্তি-সমূহ অসদ্বৃত্তি-সমূহকে দূরে অপসারিত করিয়া মনোময়কে মনো-রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে; আর, অসদ্বৃত্তি-সমূহ তাহাতে বাধা জন্মাইতেছে। ইন্দ্রদেব সৎ ও অসতের সেই দ্বন্দ্বে, অসতের বিনাশ-সাধনে সতের প্রতিষ্ঠা করেন,—'প্রাবো বাজেষু বাজিনং' বাক্যে

অনুসরণ বলিয়া মনে হইতে পারে না। জেনিসিসে সর্পের যেরূপ ধূর্ত্ততার ও উত্তেজনা-পূর্ণ প্রকৃতির বিষয় অঙ্কিত হইয়াছে; বেদে বা জেন্দ আভেস্তায় অসদাত্মার সেরূপ ভীষণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।' * যাহা হউক, প্রকারান্তরে ম্যাক্সমূলার একে অন্যের অনুসরণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—জেনিসিসের পরবর্ত্তী গ্রন্থ-সমূহে (প্রথম ক্রনিকেল্‌স্, একবিংশ অধ্যায়ে ইস্‌মাইলকে হত্যা করিবার জন্য সয়তান ডেভিডকে উত্তেজিত করিতেছে; এবং দ্বিতীয় স্যামুয়েলের চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে এইরূপ ক্রোধোত্তেজনার বিষয় বর্ণিত আছে। সেখানে ইসমাইল এবং জুডার প্রতি প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়াছেন) এবং নিউটেষ্টামেণ্টের যে সকল অংশে অসদাত্মার ক্ষমতার বিষয় বিবৃত আছে, তন্মধ্যে পারসিকগণের প্রভাবের বিষয় স্বীকার করিতে পারি।' † ঋগ্বেদের অনুবাদকগণ বৃত্র ও অহি সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—মেঘেরই নাম—বৃত্র ও অহি। 'বৃ' ধাতু হইতে 'বৃত্র' আবরণার্থে এবং 'হন' ধাতু হইতে 'অহি' হননার্থে; এক অর্থে 'সূর্য্যরশ্মি আবরণ', অপর

* Vide, Prof Max Muller, *Chips from a German Workshop.*

† রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই দৃশ্য প্রদর্শনে ঋগ্বেদের টীকায় লিখিয়াছেন,—"Ahi reappears in the Greek Echles-Echidna the dragon which crushes its victim with its coil—Cox's *Introduction to Mythology and Folklore*, P. 34. note. But besides Kerberos, (ঋগ্বেদের যমের কুকুর সর্ব্বরা বা সারমের) there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos) is born of Typhon and Echidna (ঋগ্বেদের অহি). The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That Vedic Vritra should reappear in Greece in the shape of a dog need not surprise us, Thus we discover in Hercules the victim of Orthros, a real Vritrahan.—Max Muller's *Chips from a German Workshop*, vol. II, PP. 184. 185."

সেই ভাবই উপলব্ধ হইতেছে। উহার অন্য এক অর্থ—ইন্দ্রদেব অন্ন-সমূহ পালন করেন। যাঁহারা অন্নের অভিলাষী—অন্নগতপ্রাণ; তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রদেবের সেইরূপ মাহাত্ম্যই পরিব্যক্ত। 'বাজেষু বাজিনং' শব্দে অশ্বের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট অর্থও উপলব্ধি হয়। তিনি ক্ষিপ্র-গতিবিশিষ্ট কেন?—ভক্তের উদ্ধার-সাধন জন্য। ভক্ত যখন বিপন্ন হয়, বিপন্ন হইয়া সে যখন কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে ডাকে, তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি যে ভক্তের ভগবান! ভক্তের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি ক্ষিপ্রগতিতে আগমন করিয়া তাহার বিপদ নিবারণ করেন। উহার এক অর্থ,—'যাঁহারা মুনিজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, ইন্দ্রদেব তাঁহাদিগকে ব্যাপিয়া থাকেন।' এস্থলে বিভিন্ন স্তরের সাধকের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাঁহারা সাধনার চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারাই

অর্থে 'সূর্য্যরশ্মি হনন' বা অপহরণ। বৃত্র ও অহি যেমন জেন্দ আভেস্তায় রূপান্তরে পরিগৃহীত হইয়াছে, গ্রীসেও উহাতে সেই ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃত্রাসুরের জন্ম-বিবরণ বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। তাঁহার বীরত্ব-বিক্রম, তাঁহার সংসার-কাহিনী বড়ই অদ্ভুত। প্রজাপতি ত্বষ্টা, দৈত্যকন্যা রচনাকে বিবাহ করেন। রচনার গর্ভে তাঁহার বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র জন্মে। বিশ্বরূপ আপনার প্রতিভা-প্রভাবে দেবগণের পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। পুরাণে প্রকাশ,—'সেই দেবপুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটী মুণ্ড ছিল। তিনি একটী মুণ্ডে সোম পান করিতেন, একটী মুণ্ডে সুরাপান করিতেন, এবং অপর মুণ্ডে অন্নভোজন করিতেন। তিনি যজ্ঞকালে দেবগণকে প্রকাশ্যভাবে হবির্ভাগ প্রদান করিতেন বটে; কিন্তু মাতৃস্নেহের অনুবর্ত্তী হইয়া মাতৃকুল অসুরদিগকেও তিনি গোপনে যজ্ঞাংশ হবির্ভাগ দিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হন; বিশ্বরূপ দেবতা-গণকে অবজ্ঞা করিয়াছেন মনে করিয়া, ইন্দ্র তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। প্রজাপতি ত্বষ্টা তাহাতে ইন্দ্রের উপর রোষান্বিত হইয়া ইন্দ্র-হত্যার কামনায় যজ্ঞাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আহুতির দক্ষিণাগ্নি হইতে একটী ভীষণাকার অসুর উৎপন্ন হয়। তাহারই নাম—বৃত্রাসুর।' কোথাও কোথাও আবার দৃষ্ট হয়,—গয়াসুরের পুত্রের নাম বৃত্রাসুর। মহাদেবের বরে দর্পিত হইয়া, সে দেবগণের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইত্যাদি।' যাহা হউক, আহুতির দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অসুরের উৎপত্তি হইয়াছিল, শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়,—'সেই অসুরের বর্ণ তপ্ততাম্রতুল্য, লোচনদ্বয় মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় প্রাখর্য্য-সম্পন্ন; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। সেই অসুর, পদভরে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া, ত্রিশিখ শূলদ্বয়ে স্বর্গমর্ত্ত্য ত্রাসিত করিয়া, ইন্দ্রবধে ধাবমান হয়।' তখন তাহার প্রভাবে ত্রিলোক আবৃত হইয়াছিল; তজ্জন্যই সে 'বৃত্র' নামে অভিহিত হয়। সেই অসুর, দেব-দানব

শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাসম্পন্ন—মুনিজনের জ্ঞানিজনের মধ্যে তাঁহারাই উচ্চতম আসন প্রাপ্ত হন। যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন। শ্রীভগবান তাঁহাদের মধ্যেই সুপরিব্যক্ত; তাঁহারাই তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহারাই বুঝিতে পারেন,—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" যাঁহারা মুনিজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন, যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে তাঁহাদের লক্ষণ নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়; যথা,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

সকলকেই কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিল। ইন্দ্র বহু চেষ্টা করিয়াও, বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে হনন করিতে পারেন নাই। অবশেষে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া, সেই অসুর বধের জন্য প্রার্থনা করেন; বলেন,—"হে কৃষ্ণ! ত্বষ্টৃতনয় বৃত্রাসুর ত্রিভুবন গ্রাসে উদ্যত। আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং তেজ সমস্তই সে গ্রাস করিয়াছে। আপনি তাহার সংহার-সাধন না করিলে, আর উপায়ান্তর নাই।" বিষ্ণু তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন,—"ঋষি-শ্রেষ্ঠ দধীচি (দধ্যঞ্চ) তপস্যা প্রভাবে দৃঢ়দেহ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অস্থি যাচ্ঞা কর। সেই অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, সেই অস্ত্রে বৃত্রের সংহার-সাধন হইবে।" * দেবরাজ ইন্দ্র তখন সেই পরামর্শ শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে, মহর্ষি দধীচির নিকট গমন করিয়া, দেবগণ তাঁহার দেহ ভিক্ষা চাহিলেন। মহর্ষি দধীচি, দেবগণের প্রার্থনা মাত্র, দেহ-দানে সম্মত হইলেন; কহিলেন,—"আমার দেহ দান করিলে যদি দেবগণের উপকার হয়, দেবগণ নিষ্কণ্টক হন, পৃথিবী অসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পান, আমি দেহদানে ধন্য হইব। এই বলিয়া দেবগণের হস্তে দধীচি আপনার প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তখন দধীচির অস্থি লইয়া, বিশ্বকর্ম্মার † সাহায্যে, বজ্র

---

* দেবী ভাগবতে দৃষ্ট হয়,—ভগবতীর আরাধনায় দেবগণ আপনাদিগের আয়ুধে বল-সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; আর ব্রহ্মার বরে বৃত্রাসুর ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়াছিলেন।

† প্রজাপতি ত্বষ্টার অপর নাম—বিশ্বকর্ম্মা। কোনও কোনও পুরাণে দেখিতে পাই, ইন্দ্রবধের জন্য বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করিয়াও, তাহার কলুষ-চরিত্রে বিশ্বকর্ম্মা তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। তাই শেষে তিনি বৃত্রের সংহার-সাধন জন্য বজ্রনির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ,—যে নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি হৃদয়ের যাবতীয় বাসনার মূলোচ্ছেদ করিয়া পরমার্থদর্শনামৃতসেবনে অপার আনন্দ উপভোগ করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যাঁহার প্রশান্ত হৃদয় সাংসারিক সুখদুঃখে বিচঞ্চল হয় না, সুখদায়ক বস্তু লাভ-জন্য যিনি লালায়িত নহেন, যিনি আসক্তি, ভীতি, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুসমূহকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে

প্রস্তুত হইল। আবার—বৃত্রাসুরের সহিত দেবগণের তুমুল সংগ্রাম চলিল। সেই যুদ্ধে নমুচি, শম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, হয়গ্রীব, শঙ্কশিরা, বিপ্রচিত্ত, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, প্রহেতি প্রভৃতি দৈত্যগণ এবং সুমালী, মালী প্রভৃতি অসুরগণ বৃত্রের সহিত যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধে তাহাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হয়। দধীচি-অস্থি-বিনির্ম্মিত কুলিশ-প্রহারে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন। যুদ্ধের সময় অসুরেন্দ্র বৃত্র রথাদি সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু নারায়ণ কবচ, যোগবল ও মায়াবলের প্রভাবে ইন্দ্র তাহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হন এবং গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ তাহার মস্তক ছেদন করেন। ক্রমাগত তিন শত ষষ্টি দিন কাল বজ্রের দ্বারা হনন করিয়া, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মস্তকচ্ছেদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। * ইন্দ্র বৃত্রবধে—বৃত্রঘ্ন, বৃত্রহা প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন।

---

* দেবীভাগবতের মতে,—ইন্দ্র বঞ্চনা করিয়া বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। বৃত্র, ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিল,—দিবাভাগে বা রাত্রিকালে তাহার মৃত্যু হইবে না এবং শুষ্ক বা আর্দ্র কোনও প্রকার শস্ত্রে তাহার মৃত্যু নাই। যুদ্ধের সময় ইন্দ্র সন্ধির ছলে কৌশলে বৃত্রের মরণোপায় জানিয়াছিলেন। দিবা ও রাত্রির সন্ধি-মুহূর্ত্তে, সাগরজলের পর্ব্বতোপম জলফেণ লইয়া, সেই ফেণাবৃত বজ্রের দ্বারা তিনি বৃত্রকে হনন করেন।

শতপথব্রাহ্মণে এতৎসম্বন্ধে একটী উপাখ্যান বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—

"ইন্দ্রস্য ইন্দ্রিয়মন্নস্য রসং সোমস্য ভক্ষং সুরয়া আসুরো নমুচি রহরৎ। সোঽশ্বিনৌ চ সরস্বতীঞ্চ উপধাবৎ। শেপানোঽস্মি নমুচয়ে ন ত্বা দিবা ন নক্তং হনানি ন দণ্ডেন ন ধন্বনা ন পৃথেন ন মুষ্টিনা ন শুষ্কেন নার্দ্রেণ অথ মে ইদমহার্ষীৎ। ইদং মে আজিহীর্ষথ ইতি। তেঽব্রুবন্নস্তু নোঽত্রাপ্যথ আহরাম ইতি। সহ ন এতদথ আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাবশ্বিনৌ চ সরস্বতি চ অপাং ফেনং বজ্রমসিঞ্চন্ ন শুষ্কো নার্দ্র ইতি। তেন ইন্দ্রো নমুচেরাসুরস্য ব্যুষ্টায়াং রাত্রৌ অনুদিতে আদিত্যে ন দিবা ন নক্তমিতি শির উদবাসয়ৎ। তস্য শীর্ষংশ্ছিন্নে লোহিতমিশ্রঃ সোমোঽতিষ্ঠৎ। (শতপথ ব্রাঃ ১২।৭।৩ ১।)"

'নমুচি নামক অসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সোমপাত্র সুরা সহ অপহরণ করে। তিনি (ইন্দ্র) অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতীর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন, আমি নমুচির কাছে শপথ করিয়াছি যে, দিবায় অথবা রাত্রিতে, যষ্টি অথবা ধনুকে, হাতের তালু কিম্বা মুষ্টিতে, শুষ্ক অথবা আর্দ্র দ্বারে আমি তোমাকে হনন করিব না। এখন সে আমার যাহা (শক্তি প্রভৃতি) হরণ করিয়াছে, তোমরা কি আমার হইয়া উদ্ধার করিবে? তিনি (পুনরায়) বলিলেন, তাহা আমাদের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর। তৎপরে অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেণা দ্বারা বজ্রের সিঞ্চন করিলেন ও বলিলেন,—'এখন শুষ্ক কি আর্দ্র নয়।' ইন্দ্র তাহা (বজ্র) দ্বারা নমুচির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। এই সময় রাত্রি গিয়া ভোর হইতেছে, সূর্য্য এখনও উদয় হয় নাই; কাজেই এখন রাত্রিও নয়, দিনও নয়। তাঁহার মস্তক ছেদনকালে সোম রক্তমিশ্রিত ছিল, তাঁহারা ঘৃণা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা আবার সকলে পান করিলেন।'

সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি সকল বিষয়ে আসক্তি-পরিশূন্য, যিনি অনুকূল ঘটনা উপস্থিত হইলে হর্ষোৎফুল্ল এবং প্রতিকূল ঘটনা দর্শনে বিষাদ-ব্যাকুল হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কূর্ম্ম যেমন সামান্য ভয় প্রাপ্ত হইলে, স্বভাবতঃ আপনার করচরণাদি আকর্ষণ করে, সেইরূপ যে জ্ঞানী পুরুষ স্বকীয় ইন্দ্রিয়-সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁহারাই শ্রীভগবানের প্রিয়; শ্রীভগবান তাঁহাদিগকেই ব্যাপিয়া আছেন।

ঋকে বলা হইয়াছে,—হে যজমান! সেই পরম পুরুষ ইন্দ্রদেব সংসার-ভয় নিবারণ করেন, তিনি সর্ব্বরক্ষণক্ষম। তাঁহার কৃপা লাভ করিলে তোমার অন্তরের সকল শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তিনি শত্রুনাশক, রিপুনাশক। তুমি তাঁহার শরণ লও। জ্ঞানালোকে তোমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে। তুমি তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে। ৮॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো

ধনানামিন্দ্র সাতয়ে॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ত্বা। বাজেষু। বাজিনং। বাজয়ামঃ। শতক্রতোইতি

শতংক্রতো। ধনানাং। ইন্দ্র। সাতয়ে ॥ ৯ ॥

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে শতক্রতো (হে বিচিত্রকর্ম্মকারিন্ বহুকর্ম্মযুক্ত বা) হে ইন্দ্র (হে অধিপতে ইন্দ্রদেব) তং বাজেষু (যুদ্ধেষু) বাজিনং (বলবন্তং, অন্নযুক্তং, ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্টং বা)। ধনানাং (অভীষ্টানাং, স্নেহানাং বা) সাতয়ে (সম্ভজনায় সম্যক্ প্রাপ্তয়ে) ত্বা (ত্বাং) বাজয়ামঃ (হবিরর্পয়ামঃ প্রার্থয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ। ৯ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বিচিত্রকর্ম্মকারী! হে অধিপতি! আপনি যুদ্ধকালে প্রভুত-বলশালী। (অথবা যোধাগ্রগণ্য)। ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত অভীষ্ট-লাভের নিমিত্ত (অথবা আপনার স্নেহ-করুণা-লাভের আশায়) আপনাকে অন্নযুক্ত করিতেছি। (অথবা আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি)। ৯ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে শতক্রতো বহুকর্ম্মযুক্ত যদ্বা বহুপ্রজ্ঞানযুক্তেন্দ্র ধনানাং সাতয়ে সংভজনার্থং বাজেষু যুদ্ধেষু বাজিনং বলবন্তং ত্বা পূর্ব্বমন্ত্রোক্তগুণযুক্তং ত্বাং বাজয়ামঃ। অন্নবন্তং কুর্ম্মঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শতক্রতো! অর্থাৎ বহুকর্ম্মযুক্ত কিম্বা বহুপ্রজ্ঞাযুক্ত ইন্দ্রদেব। আমরা ধন-সমূহের সম্যক ভজনার্থ, (অর্থাৎ অভীষ্টপ্রাপ্তির কামনায়) সংগ্রামে বলবান্ এবং পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত গুণযুক্ত (অর্থাৎ যুদ্ধে, বৃত্রপ্রমুখ শত্রুসমূহের হননকর্ত্তা এবং যুধ্যমান স্বভক্ত যোদ্ধৃবৃন্দের রক্ষক) আপনাকে অন্নযুক্ত করিতেছি। (অর্থাৎ,—আপনাকে স্তুতিযুক্ত করিতেছি—আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। আপনাকে অন্নযুক্ত করিলে, আমরা

রণ ইত্যাদিষু ষট্‌চত্বারিংশৎসু সংগ্রামনামসু পৌংস্যে মহাধনে বাজে অজ্মন্নিতি পঠিতং। অষ্টাবিংশতিসংখ্যকেষন্নসামস্বন্ধো বাজঃ পাজ ইতি পঠিতং। উরুতুবীত্যাদিষু দ্বাদশসু বহুনামসু শতং সহস্রমিতি পঠিতং। অপোহপ্ন ইত্যাদিষু ষড়্‌বিংশতিসংখ্যকেষু কর্ম্মনামসু শতক্রতুরিতি পঠিতং। কেতঃ কেতুরিত্যাদিষ্বেকাদশসু প্রজ্ঞানামসু ক্রতুরসুরিতি পঠিতং॥ ত্বা। অনুদাত্তং সর্ব্বমিত্যনুবৃত্তৌ ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়া ইতি ত্বাদেশঃ। বাজেষু বজব্রজগতৌ। বাজয়তি গময়তি শরীরনির্ব্বাহমনেনেতি বাজোবলমন্নং বা। ণ্যন্তাৎ-করণে ঘঞ্। তত্র ঞ্নিৎস্বরস্যাপবাদে কর্ষাত্বতঃ। পা০ ৬।৪।১৫৯। ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে তস্যাপ্যপবাদত্বেন বৃষাদীনাং চ। পা০ ৬।১।২০৩। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। বাজয়ামঃ। বাজোঽস্যাস্তীতি বাজবান্। তং কুর্ম্মইত্যর্থে তৎকরোতি। পা০ ৩.১।২১। তদাচষ্টে। পা০ ৩।১।২৫। ইতি ণিচ্। ইষ্ঠবণ্ণৌ প্রাতিপদিকস্য। ৬।৪।১৫৫।২। ইতি তস্মিন্ পরতইষ্ঠবদ্ভাবাদ্বিন্মতোর্লুক্। পা০ ৫।৩।৬৫। ইতি মতুপোলুক্। টেঃ। পা০ ৬।৪।১১৫।

সম্যক্‌রূপে ধন-সমূহের ভোগাধিকারী হইতে পারিব।) "রণ" ইত্যাদি ষট্‌চত্বারিংশৎ (ছয়চল্লিশ) সংখ্যক সংগ্রাম নামের মধ্যে "পৌংস্যে মহাধনে বাজেঽজ্মন্" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি (আটাইশ) সংখ্যক অন্ন-নামের মধ্যে "অন্ধো বাজঃ পাজঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "উরুতুবি" ইত্যাদি দ্বাদশ (বার) সংখ্যক বহুনামের মধ্যে "শতং সহস্রং" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "অপোঽপ্নঃ" ইত্যাদি ষড়্‌বিংশতি (ছাব্বিশ) সংখ্যক কর্ম্মনামের মধ্যে "শতক্রতুঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "কেতঃ কেতুঃ" ইত্যাদি একাদশ (এগার) প্রকার প্রজ্ঞা নামের মধ্যে "ক্রতুঃ অসুঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "ত্বা" এই পদটি "ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ" এই সূত্রানুসারে, (যুষ্মদ্ শব্দের সহিত দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থানে) "ত্বা" আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং "অনুদাত্তং সর্ব্বং" এই অনুবৃত্তিতে অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "ইহার দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয়"—এই অর্থে গত্যর্থ বজ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া (সপ্তমীর বহুবচনে) "বাজেষু" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব বাজ শব্দে বল কিম্বা অন্নকে বুঝাইতেছে। সেই বাজ শব্দে ঞ্নিৎস্বরের অপবাদ হইয়া (অর্থাৎ লোপ হইয়া) "কর্ষাত্বতঃ" (৬।১।১৫৯) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তাহারও অপবাদ (নিষেধ) হেতু "বৃষাদীনাঞ্চ" (পা০ ৬।১।২০৩) সূত্র দ্বারা উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বাজ ইহার আছে"—এই অর্থে (মতুপ প্রত্যয় করিয়া) 'বাজবান' শব্দ নিষ্পন্ন। "সেই বাজবান অর্থাৎ অন্নযুক্ত করিতেছি"—এই অর্থে, "তৎকরোতি" (পা০ ৩।১।২১) "তদাচষ্টে" (পা০ ৩।১।২৫) এই সূত্র দ্বারা ণিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিচ' প্রত্যয় হওয়ার পর, "ইষ্ঠবণ্ণৌ প্রাতিপদিকস্য" (পা০ ৬।৪।১৫৫।১) এই সূত্র দ্বারা সেই 'বাজবৎ' শব্দের ইষ্ঠবদ্ভাব হেতু "বিন্মতোর্লুক্" (পা০ ৫।৩।৬৫) সূত্র অনুসারে মতুপ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে; এবং "টেঃ" (পা০ ৬।৪।১৫৫) এই সূত্র দ্বারা 'বাজ' শব্দের অ-কারের লোপ করিয়া বাজি-ণিজন্তের উত্তর লট বিভক্তির উত্তম পুরুষের বহুবচনে "বাজয়ামঃ" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

ইত্যকারলোপঃ। ণিচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। শপঃ পিত্ত্বেনানুদাত্তত্বং লসার্ব্বধাতুকস্বরেণা-খ্যাতস্যাপ্যনুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাত্তিঙ্ঙতিঙঃইতি ন নিঘাতঃ। শতক্রতো আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। ধনানাং। নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। সাতয়ে। উদাত্তইত্যনুবৃত্তাবূতিযূতিজূতি-সাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চেতি ক্তিন্নুদাত্তঃ॥ ৯॥

* * *

নবম ঋকের বিশদার্থ।

ঋকে ইন্দ্রদেবকে "বাজেষু বাজিনং" অর্থাৎ যুদ্ধে প্রভূত বীর্য্যশালী বলা হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় বীর্য্যবন্ত আর কে আছে? তিনি সকল শক্তির মূলাধার। তিনি শক্তি-সঞ্চার না করিলে, তিনি সহায় না হইলে, শক্তি কোথায় মিলিবে?

কিবা লৌকিক জগতে কিবা আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বকালে মহাসংগ্রাম চলিয়াছে। সে সংগ্রামে কেহ জয়লাভ করিতেছে, কেহ বিধ্বস্ত হইয়া পতনের অতলতলে নিমজ্জিত হইতেছে। কালরূপী রিপুগণ সদাই প্রবল হইয়া আছে; কামক্রোধাদি সদাই অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। তাই জ্ঞানালোক-প্রাপ্তির কামনায় সৎস্বরূপের করুণা আকর্ষণের প্রয়াস,—এই ঋকে দেখিতে পাই। তিনি "বাজেষু বাজিনং"—তিনি অদ্বিতীয় যোদ্ধ-পুরুষ—তিনি অশেষ বলবন্ত। তিনি যদি হৃদয়ে

এস্থলে ণিচ্ প্রত্যয়ের চিত্ব হেতু, অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (আগম) শপের পিত্ত্ব হেতু, অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। আখ্যাতের (তিঙের) লসার্ব্বধাতুকত্ব হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। পাদাদিত্ব হেতু (দ্বিতীয় পাদের আদিভূত বলিয়া) "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত স্বর (অনুদাত্ত স্বর) হয় নাই। "শতক্রতো" এই পদটী, সম্বোধনান্ত বলিয়া, আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "ধনানাং" এই পদটীতে "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সাতয়ে" এই পদটীতে, উদাত্তস্বরের অনুবৃত্তি প্রযুক্ত, "ঊতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ"—এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ৯॥

* * *

বলসঞ্চার করেন, তাহা হইলে ভাবনা কি? রিপু-দস্যু আপনিই পরাভূত হইবে;—জ্ঞান-সূর্য্যের বিমল আলোকে হৃদয়ের অন্ধকার আপনিই বিদূরিত হইবে।

সত্যজ্ঞানের অভাবই—অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই সকল দুঃখের আকর। অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে, সত্যের নির্ম্মল-জ্যোতিঃ হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে, শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে—রিপু-দস্যুর নির্ম্মূল সাধনে সমুৎসুক থাকিলে,—সত্যের অনুসন্ধান প্রথম প্রয়োজন। সত্যের অনুসন্ধান—ধর্ম্মের অনুসন্ধান—সৎস্বরূপের অনুস্মরণ। অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়,—একমাত্র সত্যের দ্বারা লোক-সমূহ ধৃত বা সংরক্ষিত হইয়া আছে। যাঁহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, তিনিই ধৃত বা সংরক্ষিত হন; অর্থাৎ—তিনিই মোক্ষ লাভের অধিকারী হইতে পারেন। শাস্ত্রোপদেশ হইতে বুঝা যায়,—একমাত্র সত্যের আশ্রয়েই সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়;—একমাত্র সত্যের সাহায্যেই সে বলে বলীয়ান হওয়া সম্ভবপর। তদ্ভিন্ন অভীষ্ট-লাভের সম্ভাবনা নাই।

সত্য-বল—শ্রেষ্ঠ-বল। সত্যের অনুসরণেই যদি সাধনার ধন লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে সত্যের স্বরূপ কি বুঝিতে হইবে। যাহা সত্য, যেমন করিয়াই দেখ, তাহা কখনই অসত্য অসৎ হইতে পারে না। সত্য—জ্ঞানেরই নামান্তর। সত্যকে চিনিবার পক্ষে—জ্ঞানকে বুঝিবার পক্ষে—সত্যই প্রধান সহায়—জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। সত্যের সাহায্যেই সৎকে পাইতে পারি; আবার জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞান-লাভ হইতে পারে,—আলোক-সাহায্যেই আলোক-লাভ সম্ভবপর। আলোক-লাভ না হইলে—জ্ঞান-লাভ না হইলে—সত্যের অনুসরণ না করিলে, কখনই সৎ-স্বরূপকে পাওয়া যায় না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অজ্ঞানী জন ভ্রমবশে সত্য-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। অজ্ঞানান্ধ যে মূঢ় ব্যক্তি, সে এই সংসারকে সুদূর-প্রবাহিত বলিয়া মনে করে; তজ্জন্যই তাহাকে মধ্যে মধ্যে অলীক-দুঃসহ-দুঃখ ও মিথ্যা-কল্পিত সুখ অনুভব করিতে হয়। যেমন পরিষ্কৃত ভূমি হইতে দুর্ব্বাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুখস্পর্শ বৃক্ষ হইতে তীক্ষ্ণধার

দুঃখস্পর্শ কণ্টক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অজ্ঞানীর অন্তঃকরণে শতদিক হইতে শত শত বাসনার উদয় হইয়া থাকে। যে অজ্ঞ,—যাহার চৈতন্য নাই, তাহার অন্তঃকরণও চৈতন্যশূন্য জড়,—পরিদৃশ্যমান্ মৃত্তিকার ন্যায় অসার। মাটিতে সমস্তই জন্মে। অচৈতন্য পৃথিবীর বক্ষে জীবন-বিনাশক বিষলতাও জন্মিয়া থাকে;—সেও ফুলফলে নবনব পল্লবে কত শোভা ধারণ করে। মূর্খে তাহা দেখিয়া বিমোহিত হয়। মূর্খের হৃদয় মৃত্তিকার ন্যায় অসার। তাই তাহাতে কোমলপল্লবা বিষলতারূপিণী অঙ্গনা বিলাসময়ী হইয়া শোভা পায়। সে লতায় অঙ্গনার চঞ্চল নয়নই চঞ্চল ভ্রমরী। সে ভ্রমরীর মোহকর বিলাসে তাহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল। তাহাদের স্ফুরিত অধরই নবপল্লব। মূর্খে উহা দেখে, আর মোহিত হইয়া যায়। জলময় সমুদ্র, ভীষণ তরঙ্গে নিয়তই অশান্ত। তাহার দুঃখমূর্ত্তি বাড়বানল-রূপে তাহাকে কতই দুঃখ দিয়া থাকে। সংসারে যে অজ্ঞ, তাহারও সেই দুর্গতি। যে জগৎ জ্ঞানীর চক্ষে অতি কোমল—অতি সুন্দর এবং যাহা গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প জলময়, অতি ক্ষুদ্র এবং অনায়াসে পার হইবার যোগ্য; সেই জগৎই অজ্ঞের পক্ষে অগাধ জলময় এবং একেবারে অপার।" জ্ঞান-লাভে অজ্ঞতা-দূর ভিন্ন সে জলধি উদ্ধারের উপায় নাই।

"সত্যাৎ পরো নাস্তি ধর্ম্মঃ;"—সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। সত্যপর হওয়া ভিন্ন অজ্ঞতা দূর হওয়া সম্ভব নয়। সত্যপর হইতে পারিলে, সত্য-ধর্ম্ম-পালনে অভ্যস্ত হইলে, আলোক লাভ অবশ্যম্ভাবী। সত্যই আলোক;—সেই আলোক-সাহায্যে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় প্রাণীর মধুস্বরূপ। তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম। শ্রুতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) তাই বলিয়াছেন,—

> "ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি
> ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
> পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো-
> ঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং।"

ঋকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, করুণার আধার সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—হে বিচিত্রকীর্ত্তি ইন্দ্রদেব! আপনি অশেষ

বলসম্পন্ন। আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠবল—সত্যবল প্রদান করুন;—যেন আমরা ইহলৌকিক সংগ্রামে জয়যুক্ত হইতে পারি। আপনি আলোক-ময় সত্যস্বরূপ। আপনি করুণাময়। আপনি কৃপাকণা বিতরণ করুন,—যেন আলোক-সাহায্যে আলোক দেখিতে পাই,—যেন সত্যের সাহায্যেই সৎস্বরূপকে জানিতে সমর্থ হই,—যেন আপনার সাহায্যে আপনাকে চিনিতে পারি,—যেন সত্যের মধ্যে সৎস্বরূপকে দেখিয়া সতের অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকি ॥ ৯ ॥

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

যোরায়োঽবনির্মহান্‌ৎসুপারঃ সুন্বতঃ সখা।

তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। রায়ঃ। অবনিঃ। মহান্। সুহপারঃ। সুন্বতঃ। সখা॥

তস্মৈ। ইন্দ্রায়। গায়ত ॥ ১০

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

যঃ (ইন্দ্রঃ) রায়ো (রায়ঃ—ধনস্য) মহান্ (শ্রেষ্ঠঃ) অবনিঃ (রক্ষকঃ যদ্বা আকরঃ) সুপারঃ (শোভনকর্ম্মণঃ পালকঃ, উত্তমকর্ম্মণঃ পূরয়িতা বা) সুম্বতঃ (সোমসংস্কারং কুর্ব্বতঃ যজমানস্য, স্থিতচিত্তস্য বা) সখা (মিত্রং প্রিয়ঃ) তস্মৈ ইন্দ্রায় গায়ত (স্তুত) শেষঃ ॥ ১০ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যিনি ধনের মহান্ রক্ষক (অথবা ধনের শ্রেষ্ঠ আকর), যিনি সুপার (অর্থাৎ শোভনকর্ম্মের পালক অথবা উত্তমকর্ম্মের পূরক), যিনি সুম্বতঃ (অর্থাৎ সোমসংস্কারে বিনিযুক্ত যজমানগণের, কিংবা প্রকৃষ্টরূপে অন্বিত সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানিগণের) সখা, সেই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে স্তব কর ॥ ১০ ॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

য ইন্দ্রো রায়ো ধনস্যাবনী রক্ষকঃ স্বামী বা তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত। হে ঋত্বিজস্তৎপ্রীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। মহান্। গুণৈরধিকঃ। সুপারঃ। সুষ্ঠু কর্ম্মণঃ-পূরয়িতা। সুম্বতো যজমানস্য সখা সখিবৎপ্রিয়ঃ। রায়ঃ। উড়িদংপদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অবনিঃ। অবরক্ষণগতিপ্রীতিতৃপ্ত্যবগমপ্রবেশশ্রবণস্বাম্যর্থযাচনক্রিয়েচ্ছা-দীপ্ত্যবাপ্ত্যালিঙ্গনহিংসাদানভাববৃদ্ধিষু চেত্যস্মাদর্ত্তিসৃধ্বধম্যশ্যবিতৃভ্যোঽনিঃ। উঃ ২।৯৮। ইত্যনিপ্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। সুপারঃ। পৄ পালনপূরণয়োরিত্যস্মাণ্ণিজন্তাৎ কর্ত্তরীত্যনুবৃত্তৌ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রদেব, ধনের রক্ষক অথবা স্বামী, হে ঋত্বিক্‌গণ! আপনারা সেই ইন্দ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত স্তুতি করুন! ইন্দ্রদেব কিরূপ? "মহান্"—অধিকগুণযুক্ত অর্থাৎ গুণসমূহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "সুপারঃ" অর্থাৎ সুষ্ঠু (উত্তম) কর্ম্মের পূরয়িতা (পূরণকর্ত্তা)। সোমাভিষবযুক্ত—যজমানের সখির ন্যায় প্রিয়। "রায়ঃ" এই পদটীর "উড়িদং পদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "রক্ষণ-গতি-প্রীতি-তৃপ্তি-অবগম-প্রবেশ-শ্রবণ-স্বাম্যর্থ যাচনক্রিয়া-ইচ্ছা-দীপ্তি-আলিঙ্গন-হিংসা-দান-ভাব-বৃদ্ধি,"—এই অর্থ-সম্পন্ন 'অব' ধাতুর উত্তর "অর্ত্তিসৃধ্বধম্যম্যশ্যবিতৃভ্যোঽনিঃ" (উ॰ ২।৯৮) সূত্র অনুসারে 'অনি' প্রত্যয় করিয়া "অবনিঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার 'অনি' প্রত্যয়ের আদি-স্বর উদাত্ত। সু পূর্ব্বক পালন কিম্বা পূরণার্থ প ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া কর্ত্তৃবাচ্যের

পচাদ্যচ্। পা০ ৩।১।৬৮। চিতঃ। পা০ ৩।১।১৩৪। ইত্যন্তোদাত্তঃ। সুব্রতঃ। শতুরনুমো-নদ্যজাদী। পা০ ৬।১।১৭৩। ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। সখা। সমানেখ্যশ্চোদাত্তঃ। উঃ৪।১৩৮। ইতীণ্প্রত্যয়ান্তঃ। তৎসন্নিয়োগেন যলোপঃ। সশব্দস্য চোদাত্তঃ। ডিত্বাট্টিলোপঃ। তস্মৈ। অদিরিত্যনুবৃত্তৌ ত্যজিতনিযজিভ্যোডিৎ। উঃ ১।১৩০। ইতি তনোতেরদি-প্রত্যয়ঃ। ডিত্বাট্টিলোপে প্রত্যয়স্বরেণ তচ্ছব্দ উদাত্তঃ। ত্যদাদ্যত্বং। একাদেশ-উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। সাবেকাচস্তৃতীয়াদিবির্ভক্তিরিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বপ্রাপ্তৌ প্রথমৈকবচনেঽবর্ণান্তত্বান্নগোশ্বন্সাববর্ণ। পাঃ ৬।১।১৮২। ইতি নিষেধঃ। ইন্দ্রায়। ইন্দ্র-শব্দো রন্প্রত্যয়ান্তোনিপাতিতঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সংপ্রদানং। পা০ ১।৪।৩২। ইত্যত্র ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং। পা০ ১।৪।৩২।১। ইতি বচনাদ্গানক্রিয়য়া প্রাপ্যত্বাৎ সংপ্রদানত্বেন চতুর্থী॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমেঽষ্টমোবর্গঃ॥ ৮॥

* * *

(পা০৩।১।৬৮) অনুবৃত্তিতে "পচাদ্যচ্" (পা০ ৩।১।১৩৪) এই সূত্র দ্বারা অচ্ প্রত্যয় করিয়া "সুপারঃ" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "চিতঃ" সূত্রানুসারে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শতুরনুমোনদ্যজাদী" (পা০ ৬।১।১৭৩) এই সূত্র দ্বারা "সুব্রতঃ" এই পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত। "সখা" এই পদটী (সমান শব্দ পূর্ব্বক খ্যা ধাতুর উত্তর)। "সমানে খ্যশ্চোদাত্তঃ" (উ০ ৪।১৩৮) এই সূত্র দ্বারা ইণ্ প্রত্যয় ও সন্নিয়োগ বশতঃ য-কারের লোপ হইয়া নিষ্পন্ন সমান শব্দের স্থানে 'স' আদেশ করিয়া 'স' শব্দের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ডিত্ববশতঃ টি-এর লোপ হইয়াছে। "তস্মৈ" এই পদটীর মূলীভূত তদ্ শব্দ,—তন্ ধাতুর উত্তর 'অদিঃ' এই অনুবৃত্তিতে "ত্যজিতনিযজিভ্যোডিৎ" (উং ১।১৩০) এই সূত্র দ্বারা অদি প্রত্যয় করিয়া এবং ডিত্ব-বশতঃ টি এর লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব প্রত্যয় স্বর নিমিত্ত উক্ত তদ্ শব্দে উদাত্তস্বর হইয়াছে। এবং ত্যদাদ্যত্ব হইয়া "একাদেশউদাত্তে-নোদাত্তঃ" এই সূত্র দ্বারা উদাত্তস্বর হইয়াছে। পরন্তু, "সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিঃ" সূত্র অনুসারে বিভক্তির উদাত্তস্বর প্রাপ্তি হয়, কিন্তু তাহা হইলেও প্রথমার একবচনে অবর্ণান্ত হয় বলিয়া "ন গোশ্বন্সাববর্ণ" (পা০ ৬।১।১৮) এই সূত্র দ্বারা সেই উদাত্ত-স্বরের নিষেধ হইয়াছে। "ইন্দ্রায়" এই পদটীর ইন্দ্র শব্দ—রন্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। রন্ প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু, ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "কর্ম্মণাযমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানং" (পা০ ১।৪।৩২) অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা যিনি অভিপ্রেত হয়েন, তাঁহাকে সম্প্রদান কহে। "অত্রক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং" (পা০ ১।৪।৩২।১) অর্থাৎ এস্থলে ক্রিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—এইরূপ বচন আছে বলিয়া, গানরূপ ক্রিয়া দ্বারা, সেই ইন্দ্র-দেবের প্রাপ্তি হয় বলিয়া, উক্ত ইন্দ্র শব্দের উত্তর সম্প্রদান কারকে চতুর্থী হইয়াছে॥ ১০॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গ সমাপ্ত॥

* * *

দশম ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী গুণ-বিশেষণে ইন্দ্রদেবের স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে। ঋকে ইন্দ্রদেবকে বলা হইয়াছে,—আপনি "রায়োহবনির্মহান্"; আপনি ধনের শ্রেষ্ঠ রক্ষক বা আকর। ইন্দ্রদেব যে ধনের শ্রেষ্ঠ আকর, সে ধন—কি ধন? অধিকারিভেদে এতদ্দ্বারা বিবিধ অর্থ সূচিত হয়। যাঁহারা ধনলোলুপ সাধারণ মানুষ—পুত্রকলত্রাদি-পরিপোষণ-ভার প্রপীড়িত, তাঁহারা যদি তাঁহাকে ধনরত্নাদির আকর বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে সহজে তাঁহার প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট হইবেন। এক হিসাবে সেই ধনলোলুপ জনসাধারণের অনুরাগ আকর্ষণের বিষয় এতদ্দ্বারা সূচিত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।

ধনরত্ন ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। অর্থের অনুগামী না হয়, এমন লোক সংসারে অতি বিরল। ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার তোষামোদ করিয়া ফেরা, মানুষের সাধারণ প্রকৃতি। ধন পাউক আর না পাউক, সে ধনীর পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইবে। মানুষের এই সাধারণ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মানুসারী করিবার জন্যই ঋকে শ্রীভগবানকে ঐরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তিনি করুণার সাগর। তিনি ধনের শ্রেষ্ঠ আকর। তুমি ধন চাও; তিনি শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী;—তাঁহার অনুসরণ কর; ধনলাভ করিবে। ঋকে তাঁহাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে,—পার্থিব ধনের প্রত্যাশায় তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া, মানুষ ক্রমশঃ তাঁহাতে শ্রেষ্ঠধন—মোক্ষধন দেখিতে পাইবে। তখন তাঁহাকে তেজোময় চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। হৃদয়ে যখন তাহার এইরূপ জ্ঞান-সঞ্চার হইবে, তখন তাহার আর তুচ্ছ পার্থিব ধন-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। তখন সে আর তুচ্ছ-ধনের জন্য লালায়িত হইবে না।

কিন্তু যিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছেন; তিনি ইন্দ্রদেবকে সেই শ্রেষ্ঠ ধন—সেই মোক্ষধনের আকর বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। আর তাঁহাকে মোক্ষধনের অধিকারী বলিয়া জানিয়া, তাঁহার প্রতি সংন্যস্তচিত্ত হইয়াছেন। তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন,—

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

'যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে। মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের প্রত্যেক মনকে জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।' সাধকের মনে যখন এই ভাবের উন্মেষ হয়, সাধক যখন ব্রহ্মের এই স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তখনই তাঁহার আত্মানন্দ লাভ হয়। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন,—

"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতংগহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥"

"তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন এবং অতি নিগূঢ় স্থানেও বাস করেন। তিনি নিত্য। ধীর ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত আত্মার সংযোগ পূর্ব্বক অধ্যাত্মযোগে সেই প্রকাশমান্ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া হর্ষ-শোক হইতে বিমুক্ত হন। পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক নিষ্কাম ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিধাতা ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দর্শন করেন (কঠোপনিষৎ)।" শ্রুতি (কঠোপনিষৎ) বলিয়াছেন;—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ,—চিত্ত সমাহিত না হইলে, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে না পারিলে কেবল জ্ঞান-সাহায্যে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। সেই জন্যই তাঁহাকে "সুপারঃ" অর্থাৎ শোভনকর্ম্মের পালক বা সুকর্ম্মের পোষক বা পূরক বলা হইয়াছে। শোভনকর্ম্ম কি—সুকর্ম্মই বা কি? যে কর্ম্মে মানুষের শোভাবৃদ্ধি হয়, তাহাই শোভনকর্ম্ম। মানুষের শোভা আর কি? যশঃ-খ্যাতি—মানুষের শোভা; সদ্‌গুণরাশি—মানুষের শোভা; সৎকর্ম্ম-রাজি—মানুষের শোভা। দৈহিক শোভা—শোভা নহে; দৈহিক সৌন্দর্য্য-সম্পাদনে যে প্রক্রিয়াদি, তাহাও শোভন-কর্ম্ম নহে। দৈহিক সৌন্দর্য্য—ঐহিক ঐশ্বর্য্যাদি—জন্মজরামরণবার্দ্ধক্যাদির অধীন। পার্থিব সৌন্দর্য্য—মরণের সঙ্গেসঙ্গেই লোপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহা নিত্য শাশ্বত সৌন্দর্য্য—তাহার আর ক্ষয়-ধ্বংস নাই। সে শোভা সে সৌন্দর্য্য—সৎকর্ম্ম, যশঃ-খ্যাতি, দয়াদাক্ষিণ্যাদি। পুরাণেতিহাসে যে পুণ্যশ্লোক শোভনকর্ম্মশীল ব্যক্তি-গণের পরিচয় দেখি, কত শত বর্ষ অতীত হইল, তাঁহাদের নশ্বর দেহ-সৌন্দর্য্য মৃত্তিকায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের, শোভন-কর্ম্মের সৌন্দর্য্য আজিও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। সৎকর্ম্ম—সদ্‌গুণরাশিই শ্রেষ্ঠ-শোভা। ইন্দ্রদেবই সেই সৎকর্ম্মের পালক এবং সৎকর্ম্মকারিগণের রক্ষক। তাই তিনি 'সুপারঃ'।

মানবজীবন—কর্ম্মময়। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের অস্তিত্ব সম্ভবে না। 'সু' 'কু', 'সৎ' অসৎ' ভেদে সে কর্ম্ম আবার দ্বিবিধ। সেই দ্বিবিধ কর্ম্মের একটী না একটীতে মানুষকে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবেই হইবে। কিন্তু সেই কর্ম্মের মধ্যে সু-কর্ম্ম সৎকর্ম্ম শ্রেয়ঃ-সাধক এবং কু-কর্ম্ম অসৎকর্ম্ম অশ্রেয়-বিধায়ক। সুকর্ম্মের সুফল এবং কুকর্ম্মের কুফল সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষীভূত হয়। কিন্তু তথাপি অজ্ঞতা-নিবন্ধন সুকর্ম্মের প্রতি সহজে মানুষের অনুরাগ আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু সে অজ্ঞতা কিসে দূর হয়? কর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেই—সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেই—সে অজ্ঞতা দূর হইতে পারে। কর্ম্মের স্বরূপ, শাস্ত্র অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ।" যে কর্ম্মে ভগবানের তুষ্টি-সম্পাদন হয়, সেই কর্ম্মই কর্ম্মপদবাচ্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—সেই ভগবানকে পায়, যে ভগবানের

কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। যাহার সকল কর্ম্ম ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই ভগবানকে লাভ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যৎকরোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

অর্থাৎ,—'হে কৌন্তেয়! যে কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যে কোনও দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, সে সকলই আমাতে অর্পণ করিবে।'

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—ভগবানের কর্ম্ম আবার কিরূপ? তাহারও মীমাংসা শাস্ত্রেই দেখিতে পাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যিনি সৎস্বরূপ, সৎকর্ম্মই তাঁহার কর্ম্ম, সৎকর্ম্মেই তাঁহার প্রীতি। যে কর্ম্মে তাঁহার প্রীতি, সেই কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর। যদি তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বিজ্ঞানময় বলিয়া মনে কর; সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সমাদর করিতে শিখ। যদি তাঁহাকে ন্যায়-স্বরূপ ন্যায়পর বলিয়া মনে কর; সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়পরায়ণ হইতে অভ্যস্ত হও। যদি তাঁহাকে করুণার আধার বলিয়া মনে কর; সঙ্গে সঙ্গে করুণা-বিতরণে দীক্ষা লও। তাঁহার যত গুণ, তোমাতেও যেন সেই সকল গুণের বিকাশ হয়। তাহা হইলেই তাঁহার পরিতোষ ঘটিবে, তাহা হইলেই তোমার শোভনকর্ম্ম করা হইবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে এই ভাবই সুন্দর পরিস্ফুট। শ্রীভগবান বুঝাইয়াছেন,—কর্ম্ম কর। কিন্তু কাম্য কর্ম্ম করিও না; নিষিদ্ধ কর্ম্মও করিও না। তবে কি কর্ম্ম করিবে? শোভনকর্ম্ম—সৎকর্ম্ম করিবে। কর্ম্ম করিবে—ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত হইয়া; কর্ম্ম করিবে—আসক্তি-পরিশূন্য হইয়া; অর্থাৎ কাম্য বা নিজের হিতসাধন জন্য কোনও কর্ম্ম করিও না। এমন কর্ম্ম করিও, যাহাতে জগতের হিতসাধন হয়। অহিত-সাধক কর্ম্ম—কিবা নিজের, কিবা অপরের,—কাহারও উদ্দেশে করিতে নাই।'

সুতরাং—চাই সমচিত্ততা, চাই—সহৃদয়তা, চাই—অবিদ্বেষভাব। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতেই সমভাবে বিরাজমান। তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। নভোমণ্ডলে দিনদেব উদিত হইয়া যেরূপ সর্ব্বত্র সমভাবে আলোক বিতরণ করেন; সংসারের সকল প্রাণী সমভাবেই যেমন তাঁহার আলোকরশ্মি প্রাপ্ত হয়; শ্রীভাগবানও তেমনি সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজমান থাকিয়া জীবের কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। অগ্নির যেমন

দ্বেষ্য ও প্রিয় নাই; তিনি যেমন তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে সকলকেই চরিতার্থ করেন; শ্রীভগবানও তেমনি অনুরাগ ও দ্বেষ বিরহিত ভাবে সকলকেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন। যেমন কল্পবৃক্ষ, বৈষম্যবোধ বিরহিত হইয়া, পাত্র-নির্ব্বিশেষে, প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীভগবানও বৈষম্য বিরহিত হইয়া, সকল প্রাণীতে সমদর্শন করেন। যাহারা যে প্রকারে ভগবানের ভজনা করে, তিনি সেই প্রকারেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তিনি কামনা-পরিশূন্য-বিকাররহিত, অমৃত, স্বয়ম্ভু, তিনি নিজের আনন্দে নিজে পরিতৃপ্ত; তিনি কিছুতেই ন্যূন নহেন। তিনি "অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভুং রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।" শ্রুতি (ঈশোপনিষৎ) তাই বলিয়াছেন;—

> "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥"
> তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
> তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ তৎসমুদয়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিষয়-লালসা ত্যাগ করিয়া তাহা ভোগ কর। ধনে লোভ করিও না। তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি সকলের অন্তরে আছেন, তিনি সকলের বাহিরেও আছেন।' ব্রহ্মের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, তিনি সর্ব্ব-জীবে সমভাবে অবস্থিত জানিয়া, যিনি তাঁহার প্রিয়কর্ম্ম-সাধনে তৎপর হন, তিনিই তাঁহার সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইতে পারেন। ভগবানের প্রিয়-কর্ম্মই—সৎকর্ম্ম; সেই কর্ম্মই শোভন-কর্ম্ম। তাহাই শ্রেয়ঃ সাধক—তাহাই কল্যাণ-বিধয়ক।

ঋকে ইন্দ্রদেবতাকে সেই সৎকর্ম্ম—শোভনকর্ম্ম-সমূহের পালক বা পূরক বলা হইয়াছে। তিনি সৎস্বরূপ; সৎকর্ম্মেই তাঁহার পরিতোষ। সকল সৎকর্ম্ম, সকল সদিচ্ছা, তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। তাই তিনি—"সুপারঃ"। "সুপারঃ" বলিয়াই তিনি "সুব্রতঃ সখা।"—সুব্রতগণের, স্থিতচিত্তদিগের সখাস্বরূপ

ভাষ্যকার "সুব্রতঃসখা" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'সোমসংস্কারে বিনিযুক্ত যজমানগণ।' সোম 'সুব্রত' সুসংস্কৃত হয় তখনই, যখন তাহা শ্রীভগবানের চরণসরোজে ন্যস্ত হয়; যখন তাহা পার্থিব ক্লেদ-কলঙ্ক-বিমুক্ত হয়; যখন তাহা একৈকশরণ্যভাবে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত থাকে। এস্থলে সাধকের চিত্ত ভগবানের প্রতি সংন্যস্ত হওয়ার ভাবই বুঝাইতেছে। অবিমিশ্র অকলঙ্ক ভাব প্রাপ্ত না হইলে, সোম কিরূপে সুব্রত হইবে? তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন সে নির্ম্মলতা কিরূপে আসিবে? যাঁহারা তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তিনি তাঁহাদিগকে পালন করেন বলিয়াই তাঁহার নাম—সুব্রতঃসখা।

'সুব্রত' শব্দের আর এক অর্থ—সংন্যস্ত। যাঁহারা তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়াছেন, তাঁহাকে সৎস্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সুব্রত। 'সুব্রতঃ' শব্দে স্থিতপ্রজ্ঞ বুঝায়। যে নিগৃহীতমনা সন্ন্যাসী, ইন্দ্রিয়-সমূহকে বশীভূত করিয়া সেই ব্রহ্মকে পরমার্থজ্ঞানে তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়াছেন, তাঁহার চিত্তই ভগবানে ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহার চিত্ত অবিকারে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনায় নিমগ্ন হইয়াছে। এইরূপে ইহলৌকিক সকল কর্ম্মের অবসানে, যখন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয়, সাধক তখনই সুব্রত বলিয়া গণ্য হন। সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে নিন্দা-স্তুতি বিষ্ঠা-চন্দন তুল্য বলিয়া উপলব্ধি হয়। তখনই তিনি নির্ব্বিকার,—তখনই তিনি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তখন ভক্ত ও ভগবান এক হইয়া যান;—দয়াল ঠাকুর তখন ভক্তের সুখে সুখ, ভক্তের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন; এবং ভক্তের বিপদে বিপদ জ্ঞান করিয়া সে বিপদ দূরীকরণে প্রযত্নপর হন। এই জন্যই তাঁহার 'সুব্রতঃসখা' গুণ-বিশেষণের সার্থকতা।

ঋকে বলা হইতেছে,—হে ঋত্বিক যজমানগণ! তোমরা সেই পরব্রহ্মের উপাসনায় নিরত হও। তিনি শ্রেষ্ঠধনের আকর। তোমার অভীষ্টফল তিনি প্রদান করিবেন। পৃথিবী যেমন অনন্ত রত্নের আকর, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মও তেমনি অশেষ রত্নের নিলয়। যদি পার্থিব ধনের কামনা কর, তাঁহার উপাসনায় তোমরা সে ধন প্রাপ্ত হইবে। আবার যদি তোমরা মোক্ষধন লাভের অভিলাষী হও, তাঁহার প্রসাদে তাহাও লাভ করিতে

পারিবে। তিনি সুপারঃ—শোভনকর্ম্মের পালক। তিনি সৎ—সৎস্বরূপ। তোমরা সৎকর্ম্মশীল হও; তাহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে। সৎ তিনি; সৎকর্ম্মেই তাঁহার আনন্দ। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; তাঁহার প্রতি একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন হও; মোক্ষলাভে তাঁহার সামীপ্য প্রাপ্তি ঘটিবে। তোমার ভাবনা কি? তিনি 'সুব্রতঃসখা।' তাঁহার প্রতি যদি তুমি সংন্যস্তচিত্ত হইতে পার, তোমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ যদি অবিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে; তোমার শোভন-কর্ম্মের প্রভাবে—সৎকর্ম্মের ফলে, তুমি তাঁহার সামীপ্য সাযুজ্য-লাভে পরামুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ১০॥

দ্বিতীয়ৈন্দ্র-সূক্তানুক্রমণিকা।

——§ • §——

আত্বিতি দ্বিতীয়ং সূক্তং দশর্চং সুরূপকৃত্নুং দশেত্যনুবৃত্তাবাতুযুঞ্জন্তীত্যেবমনুক্রান্তত্বাৎ। ঋষিচ্ছন্দোদেবতাবিনিয়োগাঃ পূর্ব্ববৎ। বিশেষবিনিয়োগস্তু অতিরাত্রে তৃতীয়পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণশস্ত্রে স্তোত্রিয়োঽয়ং তৃচঃ। অতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতিখণ্ডে আত্বেতানিষীদত আঃ ৬।৮। ইত্যুক্তত্বাৎ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ।

* * *

দ্বিতীয়ৈন্দ্র-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"সুরূপকৃত্নুং দশ" এই অনুবৃত্তিতে, "আতু যুঞ্জন্তি" এইরূপ অনুক্রম হইয়াছে বলিয়া, "আতু" এইটী দ্বিতীয় সূক্ত। ইহাতেও দশটী ঋক্ আছে। সেই ঋক্-সকলের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। কিন্তু এই তৃচ্‌টীর, (প্রথম ঋকত্রয়ের) অতিরাত্রযজ্ঞে তৃতীয় পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণ নামক শস্ত্রকর্ম্মে স্তোত্রিয়রূপে (স্তুতিমন্ত্ররূপে) বিশেষ বিনিয়োগ হইয়াছে। কেন-না, "অতিরাত্রে পর্য্যায়াণাং" এই খণ্ডে, "আত্বেতানিষীদত (আ০ ৬।৮)" এইরূপ কথিত হইয়াছে। সেই প্রথম ঋক্ ("আতু" এই ঋক) কথিত হইতেছে॥

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-:o:-

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। নবমো বর্গঃ।

* * *

ঐন্দ্র-সূক্তং

এই সূক্ত—দ্বিতীয় ঐন্দ্র-সূক্ত নামে অভিহিত। পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তের ন্যায় এই সূক্তও ইন্দ্রদেবতার আরাধনায় বিনিযুক্ত। ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে যে কয়েকটি সূক্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র একটি সূক্তে (ষষ্ঠ সূক্তে) ইন্দ্র-দেবতার সঙ্গে সঙ্গে মরুৎ-দেবতার স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়।

বক্ষ্যমাণ সূক্তে ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষণের প্রয়োগ দেখিতে পাই। তিনি বহুরিপুনাশক, তিনি পুরুষার্থসাধনক্ষম, তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, তিনি প্রভূতবলশালী, তিনি নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। এইরূপ, কত গুণবিশেষণেই তাঁহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে! নির্গুণে গুণের আরোপ—সসীমে অসীমের কল্পনা—মনে স্বতঃই সংশয় আনয়ন করে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহারও সার্থকতা সপ্রমাণ হয়।

অতিসঙ্কীর্ণ মনোমন্দিরে অতিক্ষুদ্র হৃদয়-সিংহাসন। কিন্তু অনন্ত তিনি,—অনাদি তিনি! অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিতে পারিব—কি প্রকারে? তিনি নিরাকার—তিনি নির্ব্বিকার—তিনি অবাঙ্মনসগোচর। তিনি বাক্যের অতীত—তিনি দৃষ্টির অতীত। তিনি মনের অগোচর—শূন্যস্বরূপ বিরাট পুরুষ।

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্ নিত্যং।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।" (মুণ্ডকোপনিষৎ)

ক্ষুদ্র আমি—ক্ষুদ্র মন আমার; সেই বিরাটকে—সেই অসীমকে ধারণা করি;—সে সামর্থ্য আমার কৈ? তাই আমার মনোময়কে আমি আমার মনের মত করিয়া গড়িয়া লই। এইরূপ, যাহার যেমন মন, সে তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই সীমাবদ্ধ করিয়া লয়;—

তাহার নিকট তিনি সেইরূপভাবেই প্রতিভাত হন। ক্ষুদ্র মনে ক্ষুদ্র তিনি, উচ্চমনে উচ্চ তিনি; আবার মহত্তের মহামনে মহান্ তিনি! যোগসিদ্ধ মহাতপঃ-পরায়ণ মহর্ষি হয় তো তাঁহাকে অনাদি অনন্তরূপে ধারণা করিতে পারেন। কিন্তু অরণ্যী গৃহাশ্রমী যিনি, তাঁহার ক্ষুদ্র মনে অনন্তের স্থান হইতে পারে কি? তাঁহার ভগবান—সান্ত সসীম। 'তিনি সৌন্দর্য্যের পুষ্পকান্তি, তিনি চারুচন্দ্রের স্নিগ্ধমূর্ত্তি, তিনি তীক্ষ্ণতপনের তীব্রজ্যোতিঃ; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি তাহার ধারণার অন্তর্ভুক্ত। তিনি মাধুর্য্যের জ্যোৎস্নাময়ী লহরী, তিনি দয়ার অমৃতনির্ধি, তিনি সরলতার স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী, তিনি সত্যের স্বপ্রকাশ সূর্য্যদেব, তিনি প্রেমের কনকপুতলি; কিন্তু তিনি তাহার ধারণার অন্তর্ভূত। নানালঙ্কারভূষিত, নানায়ুধপরিবৃত, দিব্যমাল্যপরিহিত, দিব্যগন্ধানুলেপিত—তিনি তাহার নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত।'

সেই জন্যই তাঁহার নানা নাম-রূপের কল্পনা;—সেই জন্যই অসীমকে সসীমে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস। নচেৎ, মূল—সেই এক! তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও শেষ গিয়া দাঁড়ায়—মূল সেই এক। যতই আকার-ভেদ, প্রকার-ভেদ কর না কেন; সকলের মূলে দাঁড়ায় গিয়া—সেই এক। এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। মূল সেই 'এক—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" সূক্তে যে ইন্দ্রদেবতার স্তব করা হইয়াছে, ইন্দ্রদেবতার নাম দিয়া, সেই একেরই উপাসনা করা হইয়াছে;—সেই একেরই অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

* * *

প্রথম মণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ॥ ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

আত্বেতা নিষীদতেন্দ্রমভিপ্রগায়ত।

সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

।·তু। আ। ইত। নি। সীদত। ইন্দ্রং। অভি। প্র। গায়ত।

সখায়ঃ। স্তোমহবাহসঃ॥ ১

• •

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে স্তোমবাহসঃ (স্তোমান্ ত্রিবৃৎ পঞ্চদশাদীন্ বহত্যস্মিন্ কর্ম্মণি প্রাপয়ন্তীতি স্তোমবাহসঃ—স্তোমবাহকাঃ, স্তুতিকারকাঃ) হে সখায়ঃ (হে সখিস্বরূপাঃ) ঋত্বিজঃ, আ তু আ ইত (ক্ষিপ্রমাগচ্ছতাগচ্ছত) নিষীদত (উপবিশত) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবং) অভিপ্রগায়ত (সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুত) যূয়মিতি শেষঃ। ১॥

• •

বঙ্গানুবাদ

হে স্তোমবাহক! হে সখা! সত্বর আগমন কর; (যজ্ঞস্থলে) উপবেশন কর; এবং সম্যক্‌রূপে ইন্দ্রদেবতার স্তুতি-গানে নিবিষ্ট-চিত্ত হও॥ ১॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

তু শব্দঃ ক্ষিপ্রার্থো নিপাতঃ। আভ্যামাঙ্‌ভ্যামন্বেতুমিতশব্দোঽভ্যসনীয়ঃ। হে সখায়ঃ ঋত্বিজঃ ক্ষিপ্রমস্মিন্ কর্ম্মণীতেত। আগচ্ছতাগচ্ছত। আদরার্থোঽভ্যাসঃ। আগত্য চ নিষী-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মন্ত্রস্থ 'তু' শব্দটী ক্ষিপ্রার্থ এবং নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। দুইটী আঙ্‌এর সহিত অন্বয় করিবার নিমিত্ত 'ইত' শব্দ,—দুই বার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হে সখাগণ! অর্থাৎ ঋত্বিকগণ! তোমরা এই কর্ম্মেতে শীঘ্রই আগমন কর, আগমন কর!! এস্থলে, আদরের নিমিত্ত—আগমন কর! আগমন কর!! এইরূপ দ্বিত্ব হইয়াছে। আগমন

দতোপবিশত। উপবিশ্য চেন্দ্রমভিপ্রগায়ত। সর্ব্বতঃপ্রকর্ষেণ স্তুত। কীদৃশাঃ সখায়ঃ। স্তোমবাহসঃ। ত্রিবৃৎপঞ্চদশৈকবিংশাদিস্তোমানস্মিন্ কর্ম্মণি বহন্তি। প্রাপয়ন্তি। আ তু আ। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ইতা। ইণ্ গতৌ। দ্ব্যচোতস্তিঙঃ। পা০ ৬।৩।১৩৫। ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। নি। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সীদত। পাঘ্রাধ্মাস্থাম্নাদাণদৃশী-ত্যাদিনা। পা০ ৭।৩।৭৮। সদেঃ সীদাদেশঃ। সদিরপ্রতেঃ। পা০ ৮।৩।৬৬। ইতি সংহিতায়াং ষত্বং। অভি। উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জমিতি বচনাৎ প্রাতিপদিকান্তোদাত্তত্বং। স্তোমবাহসঃ। অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষিক্ষুভাযাবাপদিযক্ষিনীভ্যো মন্। উঃ ১।১৩৮। ইতি স্তৌতে-র্মন্প্রত্যয়ান্তঃ স্তোমশব্দো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। স্তোমং বহন্তীতি স্তোমবাহসঃ। বহিহাধাঞ্-ভ্যশ্ছন্দসি। উঃ ৪।২২০। ইত্যসুন্প্রত্যয়ঃ। তত্র নিদিত্যনুবৃত্তেরতউপধায়া ইত্যু-পধায়াবৃদ্ধিঃ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ। উঃ ৪।২২৬। ইত্যৌণাদিকসূত্রাৎ সমাস আদ্যুদাত্তঃ ॥ ১ ॥

* * *

করিয়া উপবেশন কর! উপবেশন করিয়া, ইন্দ্রদেবকে সকল প্রকারে উত্তমরূপে স্তব কর! সখি-স্বরূপ ঋত্বিকগণ কিরূপ? "স্তোমবাহসঃ" অর্থাৎ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদি স্তোম (স্তব) সমূহের এই কর্ম্মে প্রাপক। "আ-তু-আ" এই পদত্রয় নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, ইহাদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইতা" এই পদটী, গত্যর্থ ইন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" (পা০ ৬।৩।১৩৫) এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘত্ব (ত-এর অকারের দী—আকার) হইয়াছে। "নি" এই পদটী, নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। "সীদত" এই পদটীতে, "পাঘ্রাধ্মাস্থাম্নাদাণদৃশি" (পা০ ৭।৩।৭৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সদির স্থানে সীদ আদেশ হইয়াছে। এবং "সদিরপ্রতেঃ" (পা০৮।৩।৬৬) এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে ষত্ব হইয়াছে। "অভি" এই পদটী,উপসর্গ। উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জং" এইরূপ বচনানুসারে ইহার প্রাতিপদিক অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্তোমবাহসঃ" এই পদটীতে স্তোম শব্দ, "অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষিক্ষুভাযাবাপদিযক্ষিনীভ্যো মন্" (উ০ ১।১৩৮) এই সূত্রে দ্বারা স্তু ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। মন্-প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যাঁহারা স্তোমকে (স্তুতিকে) বহন করেন, তাঁহাদিগকে "স্তোমবাহসঃ" কহে; "বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি" (উ০ ৪।২২০) এই সূত্র দ্বারা (বহ্ ধাতুর উত্তর) অসুন্ প্রত্যয় হইয়াছে। এই নিতের অনুবৃত্তি বশতঃ "অত উপধায়াঃ" এই সূত্রদ্বারা উপধার (অন্তবর্ণের সমীপবর্ত্তী বর্ণের) বৃদ্ধি হইয়াছে। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতি-স্বরত্ব প্রাপ্তি হইলেও (অর্থাৎ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে আদিস্বরের উদাত্তত্ব প্রাপ্তি থাকিলেও,) "গতিকারকয়োরপিপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ" (উ০ ৪।২২৬) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে সমাস হইয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ১ ॥

* * *

প্রথম ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ-দৃষ্টিতে প্রতীত হয়,— এ ঋক যেন ঋত্বিক ও যজমানগণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়,—যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজমান ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান করিতেছেন; কহিতেছেন,—'হে স্তবকারী ঋত্বিক্‌গণ! যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত। এক্ষণে আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করুন এবং ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে স্তব পাঠ করুন।' ভাষ্যকারের টীকার অনুসরণে স্থূলতঃ ঋকের এইরূপ অর্থই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু ঋকের অন্তর্গত "স্তোমবাহসঃ" এবং "সখায়ঃ" শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণে ঋকের অন্য অর্থ উপলব্ধ হয়। ঋকের "স্তোমবাহসঃ" শব্দের অর্থ-নিষ্পন্ন হইয়াছে,—'যাঁহারা স্তোম সকল বহন করেন।' তাঁহার স্তুতি, তাঁহার গুণগান, তিনিই করিতে পারেন,—যিনি সম্যক্‌প্রকারে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

"যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণং মহৎ॥"

যে সূত্রে প্রজা সকল গ্রথিত আছে, সেই বিস্তৃত সূত্রকে, সূত্রের সূত্রকে যিনি জানেন, তিনি সেই মহৎ ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অবগত আছেন। যাঁহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রুতি (কঠোপনিষৎ) বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

অনেক উত্তম বাক্য প্রয়োগে, অথবা মেধা বা বহু শ্রবণে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনিই তাঁহাকে

লাভ করিয়া থাকেন। সেই সাধকের নিকট পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। তবেই বুঝা যায়, চাই—আকুল আকাঙ্ক্ষা; চাই—তাঁহার অনুধ্যান; চাই—তাঁহার অনুস্মরণ। প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে, তাঁহার অনুধ্যানে, তাঁহার অনুস্মরণে প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে না পারিলে, তাঁহার স্বরূপজ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারে কি? যাঁহারা সে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই যতচিতাত্মা পুরুষই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-বর্ণনে সমর্থ। আর সেই জন্যই তাঁহারা সেই চিৎস্বরূপের গুণগানে সক্ষম। স্বরূপ না বুঝিলে, স্বরূপ-বর্ণনে কে বল সমর্থ হয়? ঋকে সেই সুব্রত ঋত্বিক্ যজমানগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা 'স্তোমবাহসঃ' বলিয়াই তাঁহারা "সখায়ঃ"—সখাস্বরূপ। ভক্ত ভিন্ন—সাধক ভিন্ন, তাঁহার সখিত্ব কে লাভ করিতে পারে? ভক্তেশ্বর ভগবান বলিয়াই তিনি ভক্তসখা। ভক্তিতেই মুক্তি—ভক্তিতেই সখ্যতা। শ্রীভগবান তাই নারদের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন,—

> 'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েন চ।
> মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

তিনি বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না; তিনি যোগীদিগের হৃদয়েও থাকিতে পারেন না। ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অবস্থান। ভক্তের হৃদয়েই তিনি পূর্ণ-প্রতিভাত। যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা সাধক, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার যথার্থ স্তুতিগানে সমর্থ হইয়াছেন।

ঋকে সেইরূপ যজমানকেই আহ্বান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে ভক্তসাধক যজমানগণ। হৃদয়ে মানসযজ্ঞক্ষেত্রে যাগোপকরণ সমস্তই প্রস্তুত। আপনারা স্তোমবাহস, আপনারা সখা। তিনি আপনাদের হৃদয়ে বিরাজিত। আপনারাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ; তাঁহার সহিত আপনাদেরই সখিত্ব সংস্থাপিত। আপনারা আসিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হউন এবং যোগবলে তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হউন।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং।

ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং

পুরুহতমং। পুরূণাং। ঈশানং। বার্য্যাণাং।

ইন্দ্রং। সোমে। সচা। সুতে ॥ ২ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

সোমে (সোমে সুধায়াং) সুতে (অভিষুতে সংস্কৃতে সতি) পুরূতমং (পুরূন্ বহূন্ শত্রূন্ তময়তি নাশয়তীতি পুরূতমমনেকরিপুঘাতকং বহুশক্রনাশকং বা) পুরূণাং (বহূনাং) বার্য্যাণাং বরণীয়ানাং ধনানাং, ঈশানং (স্বামিনং মহান্তং ঈশ্বরং, প্রভুং নেতারমিতি যাবৎ) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবং) স চ (সমবায়েন) প্রগায়ত (ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)। ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।

সোমসুধা (অথবা ভক্তিসুধা) অভিষুত হইলে, (হে ঋত্বিকগণ!) আপনারা সমবেত হইয়া (সকলে মিলিত হইয়া) পুরূতম (অর্থাৎ বহু-শত্রুবিনাশকারী) এবং প্রভূত ধনের ঈশান (অধিপতি অথবা পরম-ঐশ্বর্য্যশালী) ইন্দ্রদেবের স্তুতি-গানে প্রবৃত্ত হউন। ২ ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

সখায়োঽভিপ্রগায়তেতি পদদ্বয়মত্রানুবর্ত্ততে। হে সখায় ঋত্বিজঃ সচা যূয়ং সর্ব্বৈঃ সহ। যদ্বা সচা পরস্পরসমবায়েন সুতে অভিষুতে সোমে প্রবৃত্তে সতীন্দ্রমভিপ্রগায়ত। কীদৃশমিন্দ্রং। পুরূতমং। পুরূন্ বহূংশ্ছত্রূংস্তময়তি গ্লাপয়তীতি পুরূতমঃ। পুরূণাং বহূনাং বার্য্যাণাং বরণীয়ানাং ধনানামীশানং স্বামিনং॥ পুরূতমং তমু গ্লানাবিতিধাতোরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ পচাদ্যচি। চিত্বাদন্তোদাত্তেঽপি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং বাধিত্বা পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তর-পদাদ্যুদাত্তত্বং। পুরূণাং। পৄ পালনপূরণয়োরিত্যস্মাৎ কুরিত্যনুবৃত্তৌ পৄভিদিব্যধিগৃধিধৃষি-দৃশিভ্যঃ। উঃ ১।২৩। ইতি কুপ্রত্যয়ঃ। কিত্বাদ্গুণনিষেধ উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য। পা৹ ৭।১।১০২। ইত্যুকারঃ। উরণ্রপরঃ পা৹ ১।১।৫১। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ পুরুশব্দঃ। অতোমতুপি হ্রস্বাদন্তোদাত্তাৎ পুরুশব্দাৎ পরস্য নামোনামন্যতরস্যাং। পা৹ ৬।১।১৭৭। ইত্যন্তোদাত্তত্বং ঈশানং। ঈশ ঐশ্বর্য্য ইতিধাতোরনুদাত্তেত্বাৎ পরস্য শানচো লসার্ব্বধাতু-কানুদাত্তত্বং। বার্য্যাণাং বৃঙসংভক্তাবিত্যস্মাদৃহলোর্ণ্যৎ। পা৹ ৩।১।১২৪। ণ্যৎ বিধৌ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ঋকে "সখায়ঃ" "অভিপ্রগায়ত" এই পদদ্বয়ের অনুবৃত্তি হইতেছে। হে সখিগণ! অর্থাৎ ঋত্বিক্সমূহ! তোমরা, সকলের সহিত, কিম্বা পরস্পরের সমবায়ে অর্থাৎ সকলে মিলিত হইয়া এই সোম অভিষুত হইতে প্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ আরব্ধ হইলে ইন্দ্রদেবকে সর্ব্বতোভাবে উত্তমরূপে স্তব কর! ইন্দ্রদেব কিরূপ? "পুরূতমং" অর্থাৎ যিনি বহুতর শত্রুকে দমন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে "পুরূতম" কহে। কিম্বা যিনি বহুতর বরণীয় (শ্রেষ্ঠ) ধনের স্বামী, তাঁহাকে পুরূতম কহে। "পুরূতমং" এই পদটীতে গ্লানার্থ, অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ তমু (তম্) ধাতুর উত্তর পচাদিত্ব-হেতু "পচাদ্যচ্" সূত্রানুসারে অচ্ প্রত্যয় করিয়া "তমঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং সেই অচ্ প্রত্যয়ের চিত্ব-হেতু অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্তি হইলেও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতস্বরকে বাধিয়া "পরাদিশ্ছন্দসিবহুলং" এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদে আদ্যুদাত্তস্বরই হইয়াছে। "পুরূণাং" এই পদটি, পালন এবং পূরণার্থ পৄ ধাতুর উত্তর, কু প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি বশতঃ "পৄভিদিব্যধিগৃধিধৃষিভ্যঃ" (উঃ ১।২৩) এই সূত্রদ্বারা কু প্রত্যয় হইয়া (ষষ্ঠীর বহুবচনে) নিষ্পন্ন হইয়াছে। কু প্রত্যয়ের কিত্ব বশতঃ ঋকারের গুণ নিষেধ হইয়া, "উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য" (পা৹ ৭।১।১০২) এই সূত্র দ্বারা উকার আদেশ হইয়াছে। এবং "উরণ্ রপরঃ" (পা৹ ১।১।৫১) এই সূত্রদ্বারা 'র' পর (রকারাগম) হইয়াছে। প্রত্যয় স্বর বশতঃ এই পুরু-শব্দটী অন্তোদাত্ত হইয়াছে। অতএব মতুপ্ প্রত্যয়ে অন্তোদাত্ত, হ্রস্ব পুরু শব্দের পর 'নাং' এরও "নামো নামন্যতরস্যাং" (পা৹ ৬।১।১৭৭) এই সূত্রদ্বারা অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "ঈশানং" এই পদটি, ঐশ্বর্য্যার্থ ঈশ্ ধাতুর অনুদাত্ত ঈকারের পর শানচ্ প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুকত্ব নিবন্ধন অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "বার্য্যাণাং এই পদটি সংভক্ত্যর্থ (সম্যক ভজনা অর্থক) বৃঙ্ ধাতুর উত্তর "ঋহলোর্ণ্যৎ" (পা৹ ৩।১।১২৪) এই সূত্র দ্বারা ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া

হি বৃঞ এব গ্রহণং ন বৃঙঃ। পা০ ৩।১।১০৯।১। তিৎস্বরিতং। পা০ ৬।১।১৮৫। ইতি প্রত্যয়স্বরিতং বাধিত্বা ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ। ৬।১।২১৪। ইতিণ্যদন্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। যতোনাবঃ। পা০ ৬।১।২১৩। ইত্যত্র তু ণ্যতোগ্রহণং ন ভবতি তস্য দ্ব্যনুবন্ধকত্বাৎ। একানুবন্ধকগ্রহণে ন দ্ব্যনুবন্ধকস্যেতিনিয়মাৎ। সচা। ষচসমবায়ে ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। সংপদাদিত্বাদ্ভাবে কিবিতি কিপ্। তৃতীয়ৈকবচনং ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতিন্যায়েন সাবেকাচ ইতি সূত্রং ন প্রবর্ত্ততে। সচেত্যস্য নিপাতত্বপক্ষে স্পষ্টমাদ্যুদাত্তত্বং॥ ২॥

* • *

দ্বিতীয়া ঋকের বিশদার্থ।

সংসার—স্বার্থ-বিমুগ্ধ। বিনা উদ্দেশ্যে—বিনা প্রয়োজনে, সে কোনও কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না। এতই স্বার্থান্ধ সে—যে, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বেও সে তাহার মনের মত প্রয়োজন আরোপ করিয়া বসে। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি।" তাই সচরাচর দেখিতে পাই,—প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য ভিন্ন

(ষষ্ঠীর বহুবচনে) সিদ্ধ হইয়াছে। ক্যপ্ বিধিতে বৃঞ্ ধাতুরই গ্রহণ হয়; পরন্তু বৃঙ্ ধাতুর গ্রহণ হয় না। (এই হেতু বৃঙ্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় না হইয়া ণ্যৎ প্রত্যয় হইয়াছে) (পা০ ৩।১।১০৯।১)। "তিৎস্বরিতং" (পা০ ৬।১।১৮৫) এই সূত্র দ্বারা ইহার প্রত্যয়স্বর বাধিয়া, "ঈড়বন্দবৃশংসদুহাংণ্যতঃ" (পা০ ৬।১।২১৪) এই সূত্র দ্বারা ণ্যদন্ত হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যতোঽনাবঃ" (পা০ ৬।১।২১৩) এই স্থলে দ্ব্যনুবন্ধকত্ব বশতঃ ণ্যৎপ্রত্যয়ের গ্রহণ হয় না—যেহেতু ণ্যৎ প্রত্যয়ের ণ ও ৎ এই দুইটী অনুবন্ধ (ইৎ) হয়,—এইরূপ নিয়ম আছে। একানুবন্ধ গ্রহণে দ্ব্যনুবন্ধকের গ্রহণ হয় না। "সচা" এই পদটি, সমবায়ার্থ ষচ্ ধাতুর আদিভূত ষ-কারের স্থানে স-কার হইয়া সম্পদাদিত্বহেতু "ভাবেক্বিপ্" এই সূত্রদ্বারা কিপ্ প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার এক বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতুস্বর বশতঃ উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সকল বিধিই ছন্দোবিষয়ে বিকল্পিত হয়"—এইরূপ ন্যায়বশতঃ এস্থলে "সাবেকাচঃ" এই সূত্র প্রবর্ত্তিত (তৃতীয়া বিভক্তির স্বর উদাত্ত) হইল না। "সচা" এই পদটির নিপাতনসিদ্ধত্ব পক্ষেও (এই পদটিকে নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেও) আদ্যুদাত্ত স্বরই স্পষ্টীকৃত হইতেছে॥ ২॥

* • *

কেহ কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সকলেই প্রবৃত্ত-কর্ম্মের দাস; নিবৃত্ত-কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি নাই।

কিন্তু প্রবৃত্ত-কর্ম্মের মধ্য দিয়াই নিবৃত্ত-কর্ম্মে উপনীত হইতে হইবে। স্বার্থ-সাধনের মধ্য দিয়াই পরার্থ-সাধনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে। বেদের প্রতি সূক্তের প্রতি ঋকে সেই প্রয়াসেরই পরিচয় পাই।

কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি—শাস্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির এই ত্রিবিধ পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই তিনের মধ্যে আবার কর্ম্ম প্রধান। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান জন্মে না; জ্ঞান ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না। সকলেরই মূল—কর্ম্ম। সেই জন্য সকল শাস্ত্রেই কর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত; সেই জন্য সংসারকে কর্ম্মানুসারী করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের অশেষ প্রয়াস —অশেষ প্রযত্ন দেখিতে পাই।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্মই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র পন্থা। ফলমাত্রই যখন কর্ম্মের অনুসারী, আর ফললাভ-কামনা যখন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, তখন কর্ম্মের অনুগমন ভিন্ন সংসারীর প্রকৃষ্ট পন্থা আর কি আছে? নির্ব্বাণই বল, মুক্তিই বল, ভগবৎ-সামীপ্যই বল,—কর্ম্ম হইতেই সকল পথ প্রশস্ত হয়। তাই সংসারী জীবকে কর্ম্মঠ করিয়া, তাহাকে তাঁহার সামীপ্য-লাভের উপযুক্ত করিবার জন্যই, ভগবানের যত-কিছু প্রয়াস। অনন্ত-কর্ম্মী তিনি; তাই জ্যোতির্ম্ময় তরুণ-অরুণ-রূপে বিকাশ পাইয়া সংসারী জীবকে কর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

কর্ম্ম আবার উৎকর্ষের অনুসারী। প্রকৃতির কর্ম্ম—স্রষ্টার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-সাধন। সেই উৎকর্ষ-সাধন জন্যই প্রকৃতি কর্ম্ম-নিরত রহিয়াছে। পূর্ণতাসাধনই প্রকৃতির কর্ম্মের অন্তর্ভূত। সেই সূত্র ধরিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিলেই, তাহার অনুবর্ত্তী হওয়া যায়। সেই কর্ম্ম-সূত্র যাহাতে সরল সুগম হয়, শাস্ত্রে তাহার অশেষ প্রয়াস আছে। সেই জন্যই, সেই কর্ম্ম-সূত্র সরল সুগম করিবার অভিপ্রায়েই, ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তির—বিভিন্ন নামের কল্পনা হইয়া থাকে। তাই তিনি প্রেমময়—তাই তিনি প্রেমস্বরূপ। তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগী হইয়া মানুষ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, সেই কর্ম্মই—কর্ম্ম, সেই কর্ম্মই—ধর্ম্ম।

ঋকে, সেই কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির মাহাত্ম্যও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋকে বলা হইয়াছে,—"সোমে সুতে"; অর্থাৎ সোমসুধা (ভক্তি-সুধা) অভিযুত হইলে। সোমসুধা—ভক্তি-সুধা অভিযুত হয়—কিরূপে? যখন সেই ভক্তি—ঐকান্তিকী ভক্তি বা অনন্যাভক্তি রূপে ভগবানে ন্যস্ত হয়। তাহাও বহু প্রক্রিয়া সাপেক্ষ। নাম-শ্রবণ, নাম-কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য,—এই অষ্টবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে অনন্যাভক্তি লাভ হয়। এ সকলই কর্ম্ম—ভগবদনুসারী কর্ম্ম। এতৎসমূহের নিয়মিত অনুষ্ঠানে অনন্যাভক্তি আপনিই অধিগত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বর্ণন প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—"হে হরি, তোমার মহিমা দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার-পাশ হইতে মুক্তিলাভের অসম্ভাবনা দেখি না। কেন-না, যাঁহারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অল্পমাত্র প্রয়াস ব্যতিরেকেও স্বস্থানে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সাধুজনকথিত কর্ণগত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেহ-বাক্য-মন দ্বারা উহার আদর করতঃ কেবল জীবনধারণ করেন, হে অজিত! তাঁহারা ত্রিলোকের মধ্যে তোমাকে জয় করিতে পারেন; তাঁহাদিগের পক্ষে তুমি দুর্ল্লভ নহ।" এই বলিয়া ব্রহ্মা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন,—

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌॥"

যাহারা ক্ষুদ্রপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূলপ্রমাণ তুষসকল তাড়ন করে, তাহাদিগের যেরূপ কোনও ফল হয় না, সেইরূপ যাঁহারা তোমার মঙ্গলময় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভেই যত্ন করেন, তাঁহাদিগের মাত্র ক্লেশ-স্বীকারই সার হয়। উপসংহারে ব্রহ্মা বলিলেন,—জীবিত না থাকিলে যেমন দায়ে (পৈতৃক ধনে) অধিকার থাকে না, সেইরূপ ভক্তের জীবন ভিন্ন অধিকারোপায় নাই।

কিন্তু সেই অনন্যাভক্তি-লাভের—কর্ম্মানুষ্ঠানেরও বিবিধ অন্তরায় আছে। সেই সকল অন্তরায়ের বিষয় স্মরণ করিয়া পাছে কেহ সে অনুষ্ঠানে বিরত হয়, এই আশঙ্কায় ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি 'পুরুতমং;'

অর্থাৎ—তিনি বহু-শত্রুনাশক। তুমি তাঁহার কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; তাহাতে যদি কোনও বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সে বাধা তিনি দূর করিবেন। তিনি বহু শত্রুর নাশক; তোমার শত্রু-সমূহের তিনি সংহার-সাধন করিবেন। তিনি পুরূতম; তোমার ভাবনা কিসের? তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করাইবেন। উপলক্ষ তুমি; তুমি তাঁহার কর্ম্ম-সম্পাদনে তৎপর হও। কর্ম্মময় সংসারে তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিও না। কর্ম্ম কর—তাঁহার প্রীতির জন্য; কর্ম্ম কর—তাঁহার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইবার জন্য। তাঁহার কর্ম্ম সাধন করিতে পারিলে, তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে পারিলে, মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারিবে। তোমার রিপুদস্যু-সমূহ হয় তো তোমার সে কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তিনি পুরূতম। তাঁহার প্রভাবে, সে সকল শত্রু দূরে পলাইবে। তুমি তাঁহার কর্ম্মে রত হও। সোমসুধা—ভক্তিসুধা অভিষুত কর।

কেবল কর্ম্ম কর বলিলেই লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা করে;—তাহারা ফলের কামনা রাখে। সেইজন্য ঋকে তাঁহাকে "পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং" বলা হইয়াছে। "পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং" পদের অর্থ,—তিনি প্রভূত ধনের অধিপতি, তিনি পরম-ঐশ্বর্য্যশালী। তুমি বিনা প্রয়োজনে—বিনা উদ্দেশ্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না? তিনি প্রভূত ধনের ঈশ্বর; তাঁহার কর্ম্ম কর; তিনি তোমাকে প্রভূত ধন প্রদান করিবেন। তোমার সাংসারিক দুঃখদারিদ্র্য দূরে যাইবে; তুমি শ্রেষ্ঠধনে ধনী হইতে পারিবে। তুমি যদি পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা কর; তিনি তাহা তোমাকে প্রদান করিবেন। আবার যদি তুমি মোক্ষধনের অভিলাষী হও; তাহাও তিনি প্রদান করিবেন। চাই কেবল অনন্যমনে তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করা।

তিনি যে "ঈশানং", তাহাও কর্ম্মের দ্বারাই উপলব্ধি হয়। তিনি যে মহান্ ঈশ্বর—আর সকলই যে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কর্ম্মের দ্বারা সে জ্ঞানও অধিগত হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে,—কর্ম্মেই ব্রহ্ম বিরাজমান্ রহিয়াছেন। কর্ম্মই

ব্রহ্ম। কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম—যাহাতে 'সোম' সুসংস্কৃত হয়—যাহাতে তাঁহার সহিত সুযত হইতে পারা যায়। ঋকে সেই ভাবেরই আভাষ পাই;—ঋকে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়েই উপদেশ আছে।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যাং

গমদ্বাজেভিরা স নঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

সঃ। ঘ। নঃ। যোগে। আ। ভুবৎ। সঃ। রায়ে। সঃ।

পুরং২ধ্যাং। গমৎ। বাজেভিঃ। আ। সঃ। নঃ ॥ ৩

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

স ঘা (শত্রুহননকারী স এব ইন্দ্রদেব) নঃ (অস্মাকং) যোগে (পূর্ব্বমপ্রাপ্তস্য পুরুষার্থস্য বিষয়ে) আভুবৎ (অভবতু পুরুষার্থং সাধয়ত্বিত্যর্থঃ) স (ইন্দ্রঃ) নঃ (অস্মাকং) রায়ে (ধনায়) আভুবৎ (আভবতু ধনং দদাতু)। স (ইন্দ্রঃ) পুরন্ধ্যাং (বহুবিধায়া বুদ্ধৌ) আভুবৎ (আভুবতু বুদ্ধিং দদাতু)। স এব ইন্দ্রো বাজেভিঃ (বাজৈরন্নৈঃ সহ) আগমৎ (আগচ্ছতু) অন্নং দদাত্বিত্যর্থঃ। ৩॥

বঙ্গানুবাদ।

(বহুগুণযুক্ত) সেই ইন্দ্রদেব আমাদিগের পুরুষার্থ-সাধন করুন। (অথবা আমাদিগের যোগে আবির্ভূত হউন)। তিনি আমাদিগকে ধন প্রদান করুন (অথবা ধনপ্রাপ্তির সহায় হউন)। তিনি আমাদিগকে বহুবিধ বুদ্ধি প্রদান করিয়া অন্নাদি সহ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন (অথবা আমাদিগকে অন্নদান পূর্ব্বক অনুগ্রহ করুন)। ৩॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঘশব্দোঽবধারণার্থো নিপাতঃ। সর্ব্বৈস্তচ্ছব্দৈঃ সম্বধ্যতে। স ঘ স এবেন্দ্রঃ পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্টো নোঽস্মাকং যোগে পূর্ব্বমপ্রাপ্তস্য পুরুষার্থস্য সম্বন্ধে আভুবৎ। আভবতু। পুরুষার্থং সাধয়ত্বিত্যর্থঃ। সএব রায়ে ধনার্থমাভুবৎ। আভবতু। সএব পুরন্ধ্যাং যোষিত্যাভুবৎ। যদ্বা। বহুবিধায়াং বুদ্ধাবাভুবৎ পুরন্ধির্বহুধীঃ। নি॰ ৬।১৩। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মন্ত্রস্থ "ঘ" শব্দটি, অবধারণ (নিশ্চয়) অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে; এবং ইহার, মন্ত্রস্থিত সমস্ত "তদ্" শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে (অর্থাৎ ঋকে যে যে স্থলে তদ্ শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই সমস্ত তদ্ শব্দের সহিতই 'ঘ' এই পদটির অন্বয় হইবে)। সেই পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত বহুগুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব। আমাদিগের, পূর্ব্বের অপ্রাপ্ত পুরুষার্থকে সাধন করুন (অর্থাৎ আমরা যে পুরুষার্থকে পূর্ব্বে লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, সেই পুরুষার্থকে দান করুন); এবং সেই ইন্দ্রদেব, আমাদের ধনের নিমিত্ত হউন। সেই ইন্দ্রদেব, আমাদিগের স্ত্রীদের নিমিত্ত হউন; অথবা বহুবিধ বুদ্ধির নিমিত্ত হউন। মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন,—পুরন্ধি শব্দের অর্থ—বহুধী (নিঃ ৬।১৩)। সেই ইন্দ্রদেব,

যাস্কঃ। সএব বাজেভির্দৈরৈঃ সহ নোঽস্মান্ আগমৎ। আগচ্ছতু॥ ঘা। চাদয়োঽনুদাত্তা ইত্যনুদাত্তঃ। সংহিতায়াং ঋচিতুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং। পা° ৬৩।১৩৩। ইতিদীর্ঘঃ। যোগে। ঘঞো ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ভুবৎ। ভূয়াৎ। ভবতেরাশীর্লিঙি পরতো লিঙ্যাশিষ্যঙিত্যঙ্প্রত্যয়ঃ। তস্য ঙিত্বেন গুণাভাবাদুবঙাদেশঃ। কিদাশিষীতি যাসুট্ন ভবত্যনিত্যমাগমশাসনমিতিবচনাৎ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। ঊড়িদংপদাদ্যপ্‌-পুম্রৈদ্যুভ্য ইতি রায় ইত্যেতস্য বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পুরন্ধ্যাং। পুরন্ধিঃ, পুরুধীঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ। পা° ৬।৩।১০৯। উকারস্যামাদেশঃ ঈকারস্য হ্রস্বশ্চ। আদ্যুদাত্তপ্রকরণে দিবোদাসাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানং। পা° ৬।২।৯১।১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অথবা পুরং শরীরং ধীয়তেঽস্যামিতি কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা° ৩,৩।৯৩। ইতি কিপ্রত্যয়ঃ। অলুক্ছান্দসঃ। নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্যেতি পুরশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। দাসীভারাদিত্বাৎ। পা° ৬।২।৪২। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। গমৎ। গমেলেট্টিপ্। ইতশ্চলোপঃপরস্মৈ-

---

(তাঁহারই) দেয় অন্নের সহিত আমাদিগের নিকটে আগমন করুন। "ঘা" এই পদটির "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ" এই সূত্র দ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। এবং সংহিতাতে "ঋচিতনুঘমক্ষুতঙ্কত্রোরুষ্যাণাং" (পা° ৬।৬।১৩৩) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। "যোগে" এই পদটি, যুজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া (সপ্তমীর একবচনে) সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঞিত্ব বশতঃ ('ঞ' থাকে না বলিয়া) এই পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ভুবৎ (ভূয়াৎ) এই পদটিতে ভূ ধাতুর উত্তর আশীর্লিঙ্ পরে আছে বলিয়া "লিঙ্যাশিষ্যঙ্" এই সূত্র দ্বারা অঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। অঙ্ প্রত্যয়ের ঙিত্ব হেতু, গুণের অভাব হইয়া উবঙাদেশে হইয়াছে। কিদাশীর্লিঙ্ পরে আছে বলিয়া যাসুট্ আগম হয় নাই; কারণ আগমশাসন—অনিত্য। "তিঙ্ঙ তিঙঃ"—সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "রায়ে" (এই পদটি ধনবাচক রৈ শব্দের উত্তর চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই পদটির "ঊড়িদং পদাদ্যপ্‌পুম্রৈদ্যুভ্যঃ"—এই সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। পুরুধী শব্দ হইতে পৃষোদরাদিত্ব হেতু পাণিনির (৬।৩।১০৯) এই সূত্র দ্বারা উকারের স্থান অমাদেশ এবং ঈকারের হ্রস্ব হওয়ায় 'পুরন্ধি' এবং তাহার উত্তর সপ্তমী বিভক্তির একবচনে 'পুরন্ধ্যাং' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আদ্যুদাত্ত (স্বরের) প্রকরণে—"দিবোদাসাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানং" (পা° ৬।২।৯১।১) এই নিয়ম সূত্র দ্বারা উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা "শরীর ধারণ করা হয় ইহাতে" এই অর্থে অধিকরণবাচ্যে "কর্ম্মণ্যধিকরণেচ" (পা° ৩।৩।৯৩) এই সূত্র দ্বারা 'পুরং' পূর্ব্বক ধা ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় হইয়া এবং ছান্দস প্রযুক্ত অলুক সমাস হইয়া 'পুরন্ধি' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্র দ্বারা ঐ পুর শব্দটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দাসীভারাদিত্বাৎ"—পাণিনির (৬।২।৪২) এই সূত্র দ্বারা দাসীভারাদিত্ব হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "গমৎ" এই পদটি, গম্ ধাতুর উত্তর লেট তিপ্ প্রত্যয় করিয়া "ইতশ্চলোপঃ পরস্মৈ পদেষু" এই সূত্র দ্বারা তিপ্-এর ই-কারের লোপ এবং

পদেদ্বিতীকারলোপঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপোলুক্। লেটোডাটাবিত্যড়াগমঃ। আগমা অনুদাত্তা ইতি তস্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। বাজেভিঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ ৩॥

* ৩ *

তৃতীয় ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে ইন্দ্রদেবের সম্বন্ধে কতকগুলি গুণ-বিশেষণ-প্রযুক্ত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে,—তিনি পরমঐশ্বর্য্যশালী, প্রভূত ধনের অধিপতি এবং রিপুবিনাশক। এ ঋকে সেই সকল গুণ-বিশিষ্ট ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। তিনি পুরুষার্থসাধন করুন, ধনদান করুন, সুবুদ্ধি বিধান করুন এবং অন্নাদি দানে অনুগ্রহ প্রকাশ করুন,—ঋকে এইরূপ কত প্রার্থনাই জানান হইয়াছে!

ঋকে বলা হইয়াছে,—'যোগে আভুবৎ।' ইহাতে বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের পুরুষার্থ-বিধান করুন এবং ধ্যান-যোগে, জ্ঞান-যোগে, ভক্তিযোগে এবং কর্ম্মযোগে আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ-প্রতিভাত হউন। যোগ যে পুরুষার্থ সাধনের প্রধান সহায়, এ ঋকে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। পুরুষার্থসাধন বা মোক্ষলাভ পক্ষে জ্ঞান প্রয়োজন। বিদ্যা জ্ঞানলাভের প্রধান সহায়। বিদ্যা দ্বারা সত্যজ্ঞানের বিকাশ হয়; বুদ্ধি সতের প্রতি প্রধাবিত হয়। সুবুদ্ধি সদ্‌বুদ্ধি না জন্মিলে সতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে না। সৎকে না জানিলে—সৎ-স্বরূপকে না চিনিলে, পুরুষার্থ লাভ—মোক্ষলাভ সম্ভবপর নহে। ঋকে ইন্দ্রদেবের নিকট তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করুন,—সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা-লাভে সহায় হউন।

"বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ হইয়া "লেটোঽডাটৌ" এই সূত্র দ্বারা অট্ আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "আগমা অনুদাত্তাঃ" এই সূত্র দ্বারা সেই আগম অটের অনুদাত্তত্ব হইলে পর, ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বাজেভিঃ" এই পদটির বৃষাদিত্ব হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৩॥

আপনার প্রসাদে বিদ্যা অধিগত হইলে—আপনার স্বরূপ জানিতে পারিব। আপনার স্বরূপ জানিয়া—আপনার প্রতি চিত্ত সংন্যস্ত করিয়া, পুরুষার্থ-লাভে সমর্থ হইব।

তাই ডাকি,—'এস দেব! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও। বিদ্যাদান দ্বারা আমাদের জ্ঞান-লাভের সহায় হও। জ্ঞানসূর্য্যের বিমল আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক। তুমি অন্নদাতা, তুমি বিদ্যাদাতা, তুমি বুদ্ধিদাতা, তুমি পুরুষার্থবিধাতা। জ্ঞানযোগে—ধ্যানযোগে যেন তোমাকে সেই রূপে চিনিতে পারি। তোমাকে চিনিয়া, তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, শ্রেষ্ঠধনে—মোক্ষধনে ধনী হই।

ঋকের অন্তর্গত 'পুরন্ধ্যাং' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। উহার এক অর্থ—'পুরস্ত্রীগণের' মঙ্গল বিধান কর; অপর অর্থ,—বিবিধ-বিষয়িণী বুদ্ধি প্রদান করুন। পুরস্ত্রী—অর্থাৎ অন্তঃপুরবাসিনী। যাঁহারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, তাহারাই পুরস্ত্রী। সে হিসাবে হৃদয়-নিহিত দয়াদাক্ষিণ্যাদি বিবিধ সদ্‌গুণরাশি। ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহে হৃদয়ে বিবিধ সদ্‌গুণরাশি উপচিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হউক,—'পুরন্ধ্যাং' শব্দে এক হিসাবে সেই অর্থই সূচিত হয়। অন্য অর্থে—বিবিধ সদ্‌বুদ্ধি লাভের প্রার্থনা ঐ ঋকে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সৎ যিনি সদ্‌বুদ্ধিবিধায়ক তিনি। "পুরন্ধ্যাং" শব্দে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রবঃ।

তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যস্য। সংস্থে। ন। বৃণ্বতে। হরী ইতি। সমৎসু।

শত্রবঃ। তস্মৈ। ইন্দ্রায়। গায়ত ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

সমৎসু (যুদ্ধেষু) শত্রবঃ (অরয়ঃ) যস্য (ইন্দ্রস্য) সংস্থে (সম্যক্ তিষ্ঠতীতি সংস্থো রথস্তস্মিন্ যুক্তৌ মনোরথে বা) হরী (অশ্বৌ ধারণকর্ত্তারৌ) ন বৃণ্বতে (ন সম্ভজন্তে রথাশ্বৌ চ দৃষ্ট্বা পলায়ন্ত) তস্মা (তস্মৈ) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রদেবায়) গায়ত (প্রীণয়িতুং স্তুত)। ৪ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যুদ্ধকালে শত্রুগণ যাঁহার রথাশ্ব বরণ করে না (অর্থাৎ রথাশ্ব-দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে), সেই (সর্ব্বশক্তিমান্) ইন্দ্রদেবের প্রীতির জন্য তাঁহার স্তুতিগান কর ॥ ৪ ॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সমৎসু যুদ্ধেষু যস্যেন্দ্রস্য সংস্থে রথে যুক্তৌ হরী অবশ্যৌ শত্রবো ন বৃণ্বতে। ন সংভজন্তে। রথমশ্বৌ চ দৃষ্ট্বা পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তস্মা ইন্দ্রায় তৎসন্তোষার্থং হে ঋত্বিজো গায়ত। স্তুতিং কুরুত। রণ ইত্যাদিষু ষট্চত্বারিংশৎসু সংগ্রামনামসু সমৎসু সমরণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যুদ্ধ-সমূহে, যে ইন্দ্রদেবের রথযুক্ত অশ্বদ্বয়কে, শত্রুগণ সম্যকরূপে ভজনা করে না; অর্থাৎ যে ইন্দ্রদেবের রথ ও অশ্বদ্বয়কে দেখিয়া শত্রুগণ পলায়নপর হয়; সেই ইন্দ্রদেবের সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত, হে ঋত্বিকগণ! (তদুদ্দেশ্যে) আপনারা গান করুন, অর্থাৎ— সেই ইন্দ্রদেবের স্তুতি করুন। "রণ" ইত্যাদি ষট্চত্বারিংশৎ (ছচল্লিশ) সংখ্যক সংগ্রাম-নামের মধ্যে "সমৎসু সমরণঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "সম্যক্ তিষ্ঠতি" (অর্থাৎ

ইতি পঠিতং। সংস্থে সম্যক্ তিষ্ঠতীতি সংস্থো রথঃ। আতশ্চোপসর্গে। পা০ ৩।১।১৩৬। ইতি কপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বৃথতে। প্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ। পা০ ৬।১।১৫৮।৯। তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতো ন ভবতি 'যদ্বৃত্তা ন্নিত্যমিতি প্রতিষেধাৎ। পঞ্চমীনির্দ্দেশেঽপ্যত্র। পা০ ১।১।৬৭। ব্যবহিতেঽপি কার্য্যমিষ্যতে। হরতো রথমিতি হরী অশ্বৌ। ইন্নিত্যনুবৃত্তৌ দৃপিষিরুহি-বৃতিবিদিচ্ছিদিকীর্ত্তিভ্যশ্চ। উঃ ৪।১২০। ইতীন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সমৎসু। সংপূর্ব্বাদত্তেঃ ক্বিপ্। শত্রবঃ। শতিঃ সৌত্রোধাতুর্হিংসার্থঃ। রুশতিভ্যাংক্রুন্। উঃ ৪।১০৬। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তস্মৈ। সাবেকাচইতি বিভক্ত্যুদাত্তস্য নগোশ্বন্সাববর্ণেতি প্রতিষেধাৎ প্রাতিপদিকস্বরএব ॥ ৪ ॥

* * *

সম্যক প্রকারে থাকে, এই অর্থে সংস্থ শব্দে রথকে বুঝাইতেছে।) এই অর্থে সম্ পূর্ব্বক স্থা ধাতুর উত্তর 'আতশ্চোপসর্গে" (পা০ ৩।১।১৩৬।) এই সূত্র দ্বারা ক প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে "সংস্থে"—পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎ-প্রত্যয়ন্ত উত্তরপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। "বৃথতে" এই পদটির অকার, প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্ত হইয়াছে। 'সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্রবিকরণেভ্যঃ' (পা০ ৬।১।১৫৮।৯) এই নিয়মে অবশিষ্ট স্বর বলীয়ান হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" এই সূত্রানুসারে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইবে না; কারণ—"যদ্বৃত্তান্নিত্যং" এই সূত্রানুসারে উক্ত অনুদাত্তস্বরের নিষেধ আছে। "পঞ্চমী-নির্দ্দেশে" (পা০ ১।১।৬৭) ইত্যাদি সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকিলেও এ স্থলে ব্যবধানেও (ণ এর) পরবর্ত্তী কার্য্য ইষ্ট হইয়াছে। "হরতো রথং" অর্থাৎ "রথকে হরণ করে (এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়) যাহারা" এই অর্থে, হরি শব্দে অশ্বদ্বয়কে বুঝাইতেছে। ইন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি বশতঃ "দৃপিষিরুহিবৃতিবৃদিচ্ছিদিকীর্ত্তিভ্যশ্চ" (উ০ ৪।১২০) এই সূত্র দ্বারা হরণার্থ হৃঞ্ ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচনে "হরী" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং ঐ ইন্ প্রত্যয়ের নিত্ব হেতু (নকার থাকে না বলিয়া) ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সমৎসু" এই পদটী, সংপূর্ব্বক ভক্ষণার্থ অদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া, সপ্তমীর বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শত্রবঃ" এই পদটী, সৌত্র, হিংসার্থ শতি ধাতুর উত্তর "রুশতিভ্যাং ক্রুন্" এই সূত্রানুসারে ক্রুন (রু) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং ঐ ক্রুন্ প্রত্যয়ের নিত্ব বশতঃ (নকার থাকে না বলিয়া) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "তস্মৈ" এই পদটীর "সাবেকাচ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তির উদাত্তস্বর প্রাপ্তি হইলেও "ন গোশ্বন্সাববর্ণ" এই সূত্র দ্বারা নিষেধ বশতঃ প্রাতিপদিক স্বরই হইয়াছে ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ ঋকের বিশদার্থ।

যে ইন্দ্রদেবের রথাশ্ব দর্শন করিয়া শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করে, সেই ইন্দ্রদেবের গুণগান বিষয়ে এই ঋকে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ঋকের অন্তর্গত 'হরী' শব্দের অর্থ-নিষ্কাষণে ঋকে অন্যভাব উপলব্ধি হয়। ভাষ্যকার 'হরী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—অশ্ব। কিন্তু হরি শব্দে সেই পরম পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, যিনি "রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ। ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥" তিনি বিশ্বের রক্ষক, ভক্তের পালক। যিনি রুদ্ররূপে সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। রুদ্ররূপী ইন্দ্র যখন মনোময় 'সংস্থে' (রথে) আরোহণ করিয়া হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্য-রশ্মি সন্দর্শন করিবামাত্র রিপুদস্যুগণ ভয়ে পলায়ন করে। ঋকে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

'হরি' শব্দে 'রশ্মি' অর্থও উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ হৃদয়ে বিকাশ পাইলে, হৃদয়ের শত্রুরূপী অন্ধকার বিদূরিত হয়। পূর্ণব্রহ্মের বিমল আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তিনি বিদ্যাদাতা, জ্ঞান-দাতা, আলোকদাতা। "সংস্থে হরী"—শব্দে আর এক তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়। অশ্ব যেমন রথকে হরণ করে অর্থাৎ টানিয়া লয়, জ্ঞান-রশ্মি তেমনই মনকে ভগবানের দিকে লইয়া যায়।

ঋকে তাই বলা হইয়াছে,—'যাঁহার আলোক-রশ্মিতে হৃদয়ের সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়, তোমরা সেই ইন্দ্ররূপী ব্রহ্মের গুণগান কর। তোমাদের মন পবিত্র হইবে; জ্ঞানের বিমল-জ্যোতিঃ হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হইবে; তোমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং সেই সর্ব্বমূলাধার, সকল আলোকের আকর, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের শরণ লও, তাঁহার আরাধনায় নিমগ্ন থাক ॥ ৪ ॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

সুতপাব্নে সুতাইমে শুচয়োযন্তি বীতয়ে।

সোমাসোদধ্যাশিরঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সুতঽপাব্নে। সুতাঃ। ইমে। শুচয়ঃ। যন্তি। বীতয়ে।

সোমাসঃ। দধিঽআশিরঃ ॥ ৫ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

ইমে শুচয়ঃ (শুদ্ধাঃ পবিত্রীকৃতাঃ পাকদ্রব্যমিশ্রিতাঃ শোধিতা বা) দধ্যাশিরঃ (দধ্যেব আশীরুগ্রতাদোষনাশকং যেষাং সোমানাং তে দধ্যাশিরঃ অবনীয়মানদধিমিশ্রিতত্বাৎ সুপেয়াঃ স্নেহগুণসম্পন্না ধারণক্ষমা বা) সুতাঃ (অভিষুতাঃ) সোমাসঃ (সোমাঃ) সুতপাব্নে (সুতং পিবতি সুতং সুষ্ঠু পাতীতি বা সুতপাবা তস্মৈ, ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী, তস্য পাতুঃ শ্রেষ্ঠরক্ষা-কর্তুর্বেন্দ্রস্যেত্যর্থঃ) বীতয়ে (পানার্থং সম্ভজনার্থং, মুক্ত্যর্থং বা) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি, সমর্পন্তে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ)। ৫ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দধ্যাশিরঃ (অর্থাৎ স্নেহগুণবিশিষ্ট অথবা ধারণক্ষম) অভিষুত সোম-সুধা, প্রীতির নিমিত্ত (অথবা মুক্তির কামনায়) 'সুতপাব্নে' (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠরক্ষাকর্তা অথবা শ্রেষ্ঠপানকারী) ইন্দ্রের নিকট গমন করিতেছে (অথবা তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইতেছে)। ৫ ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইমে সোমাসোঽস্মিন্ কর্ম্মণি সম্পাদিতাঃ সোমাঃ সুতপাবেঽভিষুতস্য সোমস্য পানকর্ত্রে। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। তস্য পাতুর্বীতয়ে ভক্ষণার্থং যন্তি। তমেব প্রাপ্নুবন্তি। কীদৃশাঃ সোমাঃ। সুতাঃ। অভিষুতাঃ। শুচয়ঃ। দশাপবিত্রেণ শোধিতত্বাচ্ছুদ্ধাঃ। দধ্যাশিরঃ। অবনীয়মানং দধ্যাশীর্দোষঘাতকং যেষাং সোমানাং তে দধ্যাশিরঃ। সুতপাবে। সুতং পিবতীতি সুতপাবা। বনিপঃ পিত্বাদ্ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। সমাসে দ্বিতীয়াপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শুচয়ঃ। শুচদীপ্তৌ। ইন্নিত্যনুবৃত্তাবিগুপধাৎকিৎ। উঃ ৪।১২১। ইতীনঃ কিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বীতয়ে। বীগতিপ্রজননকান্ত্যসনখাদনেষ্বিত্যস্মান্মন্ত্রেবৃষেষপচমনবিদভূবীরাউদাত্তঃ। পা০ ৩।৩।৯৬। ইতি ক্তিন্নুদাত্তঃ। সোমাসঃ। ষুঞ্ অভিষবে। অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষীত্যাদিনা উঃ ১।১৩৮। মন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আজ্জসেরসুক্। পা০ ৭।১।৫০। ইত্যসুগাগমঃ। দধ্যাশিরঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মেতে সম্পাদিত-সোম সকল, অভিষুত (অভিষবাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত) সোমরসের পানকর্ত্তার ভক্ষণ নিমিত্ত গমন করিতেছে। অর্থাৎ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইতেছে। "পানকর্ত্রে" এস্থলে ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী হইয়াছে। কিরূপ সোমসকল? "সুতাঃ" অর্থাৎ অভিষুত—অভিষবাদি সংস্কাররূপ প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা পরিশোধিত। "শুচয়ঃ" অর্থাৎ দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত বলিয়া শুদ্ধ। অবনীয়মান (সোমে মিশ্রিত) দধি, দোষঘাতক হইয়াছে যে সোম সমূহের এই অর্থে "দধ্যাশিরঃ" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "সুতপাব্নে" এই পদটী "সুতকে পান করে যে" এই অর্থে, সুত উপপদ পূর্ব্বক পানার্থ পা ধাতুর উত্তর বনিপ্ (বন্) প্রত্যয় করিয়া ষষ্ঠ্যর্থে চতর্থীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে, বনিপ্ প্রত্যয়ের পিত্ব হেতু এই পদটীর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। এবং সমাসে দ্বিতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে (পরপদে) প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। "শুচয়ঃ" এই পদটী দীপ্ত্যর্থ শুচ্ ধাতুর উত্তর, ইন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি বশতঃ ইগুপধাৎ কিৎ (উ০ ৪।১২১) এই সূত্র দ্বারা ইন্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ইন্ প্রত্যয়ের কিত্ব বশতঃ লঘু উপধা (অন্তের সমীপবর্ত্তী) স্বরের গুণাভাব হইয়াছে এবং নিত্ববশতঃ এইপদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বীতয়ে" এই পদটী; গতি, প্রজনন, কান্তি, অসন ও খাদনার্থ "বী" ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া চতুর্থী বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং "মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ" (পা০ ৩।২।৯৬) এই সূত্রদ্বারা ঐ ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সোমাসঃ" এই পদটী, অভিষবার্থ ষুঞ্ ধাতুর উত্তর "অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষি" (উ০ ১।১৩৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা মন্ প্রত্যয় এবং "আজ্জসেরসুক্" (পা০ ৭।১।৫০) এই সূত্র দ্বারা অসুক আগম হইয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ প্রত্যয়ের নিত্বহেতু

দধাতি পুষ্ণাতীতি দধি। ডুধাঞ্‌ ধারণপোষণয়োঃ। আদৃগমহনজনঃকিকিনৌ লিট্ চ। পা° ৩।২।১৩১।. ইতি কিন্। লিড্‌বদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবঃ। কিত্বাদাকারলোপঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শৄ হিংসায়াং। শৃণাতি হিনস্তি সোমে অবনীয়মানং সৎ সোমস্য স্বাভাবিকং রসমৃজীষত্বপ্রযুক্তং নীরসং দোষং বেত্যাশীঃ। ক্বিপ্যৃতইদ্ধাতোঃ। পা° ৭।১।১০০। ইতীত্বং রপরত্বং চ। দধ্যেবাশীর্যেষাং সোমানাং তে দধ্যাশিরঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে নবমো বর্গঃ ॥

* • *

পঞ্চম ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ এ ঋকের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়,—এ ঋক যেন কোনও মদ্যপ সংসারীর উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। সোম যেন নীরস উগ্রগুণবিশিষ্ট মদ্যবিশেষ; তাহার উগ্রতা-নাশের নিমিত্ত যেন তৎসহ দধি এবং অন্যান্য স্নেহ-দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যজমান তাহা তাঁহার উদ্দেশে প্রদান করিতেছেন,—ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় সেই ভাব উপলব্ধি হয়। অধুনাতনকালের ন্যায় সে সময়ে মাদকাদির

ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দধ্যাশিরঃ" এই পদটীতে "পোষণ করে যে" এই অর্থে, ধারণ ও পোষণার্থ ডুধাঞ্‌ (ধা) ধাতুর উত্তর "আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ" (পা° ৩।২।১৩১) এই সূত্র দ্বারা কিন্ প্রত্যয় এবং ঐ কিন প্রত্যয়ের লিড্‌বৎ ভাব হেতু দ্বিত্ব হইয়াছে। এবং কিত্ব হেতু আকারের লোপ হইয়া "দধি" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ব হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আশীঃ" এই পদটী, হিংসার্থ শৄ ধাতু হইতে, ঋজীষত্ব প্রযুক্ত (পিষ্ট পচনত্ব প্রযুক্ত) "অবনীয়মান (সোমে মিশ্রিত) হইয়া সোমের স্বাভাবিক রসকে, অথবা নীরসরূপ দোষকে হিংসা করে যে" এই অর্থে ক্বিপ প্রত্যয় করিয়া "ঋতইদ্ধাতোঃ" (পা° ৭।১।১০০) এই সূত্র দ্বারা ঈত্ব ও রপরত্ব হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "দধিই হইয়াছে আশীঃ (দোষঘাতক) যে সোম সমূহের" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া ঐ "দধ্যাশিরঃ" পদটীর পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ৫ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে নবম বর্গ সমাপ্ত ॥

তীব্রতা-হ্রাসের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত, সে ব্যাখ্যায় তাহাও সূচিত হয়। এ হিসাবে, ইন্দ্রদেবকে কোনও মদ্যপ কুকর্ম্মী সাধারণ মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস হইয়াছে।

কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের পূর্ব্বোক্তরূপ কু-ব্যাখ্যা যে আদৌ উপহাসাস্পদ, ঋকের কয়েকটী শব্দের বিশ্লেষণে তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। ঋকে আছে—'দধ্যাশিরঃ'। এই পদের 'দধি' এবং 'আশির' শব্দদ্বয়ে এক অভিনব অর্থ সূচিত হইতে পারে। 'আশির' শব্দে 'আশীষ', এবং 'দধি' শব্দে 'শান্ত স্নিগ্ধ ধারণক্ষম' অর্থ নিষ্পন্ন করিলে, সকল গোল মিটিয়া যায়। সোম বা ভক্তিসুধা স্নিগ্ধ অর্থাৎ অবিমিশ্র নির্ম্মল না হইলে, তাঁহাকে ধারণ করিতে পারা যায় কি? যখন ভক্তিতে ঐকান্তিকতা আসে, যখন সংসারের সকল আবিলতা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই ভক্তি দোষরহিত বা শোধিত হয়। সে পক্ষে, দেবতার 'আশির' বা আশীর্ব্বাদ প্রথম প্রয়োজন। তিনি যদি অনুগ্রহ না করেন, তিনি যদি সংসারের আবিলতা দূর না করিয়া দেন, তিনি যদি বন্ধন-মোচনে সহায় না হন, তিনি যদি কৃপাদৃষ্টিপাত না করেন; তাহা হইলে, 'সোম' 'দধি-মিশ্রিত' হইতে পারে না; অর্থাৎ—ভক্তি অনন্যা না হইলে, তাহাতে নির্ম্মলতা না আসিলে, সংস্বরূপকে ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিতে পারে না। ঋকে তাই বলা হইয়াছে,—তাঁহার স্নেহাদি-আশীর্ব্বাদ-সহযোগে নির্ম্মল পবিত্র অতএব অনন্যা, ভক্তি-সুধা তাঁহারই উদ্দেশ্যে সমর্পণ কর। অর্থাৎ,—ভক্তিডোরে তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য, ভক্তিজোরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে, প্রাণ মন তাঁহার প্রতি সমর্পণ কর।

ঋকে ইন্দ্রদেবকে "সুতপাবে" বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'যিনি প্রকৃষ্টরূপে সোমরস পান করেন, সেই সোমরস-পানকারী ইন্দ্রদেব।' এ অর্থে সাধারণ-দৃষ্টিতে ইন্দ্রদেবকে মদ্যপানকারী ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়াই বুঝা যায় না। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে এতদ্দ্বারা অন্য অর্থ উপলব্ধি হয়। 'পা' ধাতু হইতে 'পাবে' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পা' ধাতুর অর্থ—পান, পালন বা রক্ষণ। সে হিসাবে বুঝা যায়,—'সুতপাবে' শব্দে সেই ইন্দ্রদেবতাকে বুঝাইতেছে, যে ইন্দ্রদেবতা অভিষুত সোমকে পালন বা রক্ষা করেন, অথবা পান করেন।

অভিষুত সোম—সুসংস্কৃত শুক্তি অর্থাৎ অনন্যাভক্তি কিংবা সুধা বা অমৃত। সেই ভক্তি যিনি পালন বা রক্ষা করেন; অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে সেই ভক্তির সঞ্চার করিয়া দেন, তিনি সুতপাবে; আবার যিনি সেই সুধা বা অমৃত পান করেন, অর্থাৎ ভক্তের ভক্তি উপহার গ্রহণ করেন,—তিনিই 'সুতপাবে'।

ঋকে আছে,—"বীতয়ে যন্তি।" সাধারণতঃ ইহার অর্থ-নিষ্পন্ন হয়,—'পানায় সম্ভজনায় প্রাপ্নুবন্তি।' অর্থাৎ,—(তাঁহার) পানের নিমিত্ত অথবা প্রীতির জন্য গমন করে। এস্থলে দ্বিবিধ অর্থ সূচিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, স্থূল-দৃষ্টিতে, বারিবর্ষণের ভাব মনে আসে। দ্বিতীয়তঃ, একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, এতদ্দ্বারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। ধরিত্রীর স্নিগ্ধতা-সম্পাদন জন্য বাষ্পরাশি আকাশে মেঘরূপে সঞ্চিত হয়। ইন্দ্র মেঘাধিপতি। তাঁহার প্রভাবে, মেঘরাশি বারিরূপে নিপতিত হইয়া সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করে। পানের নিমিত্ত ইন্দ্রদেবের নিকট সোমের গমনের, ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য বলিয়া উপলব্ধ হয়। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, বুঝা যায়,—অবিমিশ্র ভক্তি-সুধা মুমুর্ষুর মোক্ষেচ্ছা বহন করিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য গমন করিয়া থাকে। স্থূল-দেহ তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না; তাই এস্থলে সূক্ষ্ম-দেহের দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট। এ ঋক, তাই বোধ হয়, নিরাশায় আশা দিতেছে। বলিতেছে,—তোমার হৃদয়ে যে সোমসুধা সঞ্চিত আছে, তাহারই সাহায্যে তুমি পরাগতিলাভে সমর্থ হইতে পারিবে। সে সোমসুধা তুমি পবিত্র কর—ধারণক্ষম করিয়া তুল। পবিত্র হইলে তাহার ন্যায় শক্তিশালী আর কে হইতে পারে? তোমার সেই ভক্তিসুধা কেন তাঁহার চরণে সমর্পিত হয় না? তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত, তাহাকে সংস্কৃত নির্ম্মল করিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ কর। মুক্তির অভিলাষী—তুমি; মুক্তি আপনিই অধিগত হইবে।

প্রার্থনা যখন ভক্তিমিশ্রিত হয়, তখনই তাহা সেই ভক্তাধীনের নিকট পৌঁছিয়া থাকে। তখনই দধিরূপে তাঁহার করুণাধারা বিগলিত হয়। হৃদয়ের আবিলতা দূর কর; চিত্ত নির্ম্মল হউক; সোমসুধা সুসংস্কৃত কর—ভক্তির বিমল আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, দধিরূপে তাঁহার

স্নিগ্ধ-করুণাধারা আপনিই বর্ষিত হইবে। সোম যদি সুসংস্কৃত না হয়,—ভক্তি যদি অনন্যা না হয়, তাহা হইলে কি সে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে ?—না, সে সোমে স্নিগ্ধতা আসে ? একাগ্রতা না থাকিলে,—অঙ্গে অঙ্গ মিশাইবার আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে, সোম কি নির্ম্মল হয় ? সংসারের আবিলতা দূর কর, অন্তর নির্ম্মল কর, তাঁহার শরণ লও ; তাঁহার চরণপদ্ম আশ্রয় কর ; তাঁহার প্রেমসুধাপানে মত্ত হও। তবেই তো তিনি স্নিগ্ধ দধিরূপে আসিয়া তোমার সোম সংস্কৃত করিবেন !—তবেই তো তোমার পুরুষার্থ সাধন হইবে ! ৫ ॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যোবৃদ্ধোঅজায়থাঃ

ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠ্যায় সুক্রতো ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। সুতস্য। পীতয়ে। সদ্যঃ। বৃদ্ধঃ। অজায়থাঃ।

ইন্দ্র। জ্যৈষ্ঠ্যায়। সুক্রতো ইতি সুহক্রতো॥ ৬ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে সুক্রতো (হে শোভনকর্ম্মন্ শোভনপ্রজ্ঞ বা ইন্দ্র) ত্বং সুতস্য (সোমস্য) পীতয়ে (পানার্থং রক্ষণার্থং বা) সদ্যঃ (অচিরাৎ) জ্যৈষ্ঠ্যায় (জ্যেষ্ঠত্বেন গুণপ্রাধান্যেন) বৃদ্ধঃ (জ্যৈষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো বৃদ্ধিপ্রাপ্তো বা) অজায়থাঃ (অভবঃ) গুণৈঃ কর্ম্মভিশ্চ সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠো ভবসীত্যর্থঃ। ৬॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনকর্ম্মা (অথবা শোভনপ্রজ্ঞ ইন্দ্রদেব!) সোমপান জন্য (অথবা ভক্তিসুধা ধারণের বা ভক্তের উদ্ধারের নিমিত্ত), আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ। গুণপ্রাধান্যেও আপনি সকলের অগ্রগণ্য। ৬॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুক্রতো শোভনকর্ম্মন্ শোভনপ্রজ্ঞ বা হে ইন্দ্র ত্বং সুতস্যাভিষুতস্য সোমস্য পীতয়ে পানার্থং জ্যৈষ্ঠ্যায় দেবেষু জ্যেষ্ঠত্বার্থং চ সদ্যস্তস্মিন্নেব ক্ষণে বৃদ্ধোঽজায়থাঃ। অভিবৃদ্ধ্যোৎসাহেন যুক্তোঽভূঃ॥ পীতয়ে। পা পান ইত্যস্মাৎ স্থাগাপাপচোভাবে। পা০ ৩।৩।৯৫। ইতি ক্তিন্। ঘুমাস্থেত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৬৬। ঈত্বং। তস্য নিত্বেঽপি ব্যত্যয়েন প্রত্যয়োদাত্তত্বং উত্তরসূত্রগতমুদাত্তপদমত্রাপি বা যোজনীয়ং। সদ্যঃ। সদ্যঃপরুৎপরারীতিসূত্রেণ। পা০ ৫।৩।২২। সমানেঽহনীত্যর্থে সমানস্য সভাবো দ্যশ্চ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সুক্রতো অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মযুক্ত কিম্বা শোভনবুদ্ধিযুক্ত হে ইন্দ্রদেব! আপনি অভিষুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত, দেবসমূহের জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত সদ্যঃই অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; অর্থাৎ অভিবৃদ্ধি (সর্ব্বপ্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হেতু) উৎসাহযুক্ত হইয়াছিলেন। "পীতয়ে" এই পদটী পানার্থ পা ধাতুর উত্তর "স্থাগাপাপচো ভাবে" (পা০ ৩।৩।৯৫) এই সূত্র দ্বারা ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া এবং "ঘুমাস্থা" (পা০ ৬।৪।৬৬) এই সূত্র দ্বারা আকারের স্থানে ঈত্ব করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই ক্তিন্ প্রত্যয়ের নিত্ব হইলেও ইহার প্রত্যয়স্বরের পরিবর্তে উদাত্তস্বর হইয়াছে। কিম্বা উত্তর—সূত্রগত উদাত্ত পদকেও যুক্ত করিতে পারা যায় (কারণ তাহাতেও উদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হইতে পারে)। "সদ্যঃ" এই পদটী, "সদ্যঃ পরুৎপরারি" (৫।৩।২২) এই সূত্র দ্বারা 'সমান দিবসদ্বয়' এই অর্থে সমান শব্দের স্থানে 'স'ভাব এবং 'দ্যঃ' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে।

প্রত্যয়ো নিপাত্যতে। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। বৃদ্ধঃ। বৃধুবৃদ্ধৌ। উদিতোবা। পা০ ৭।২।৫৬। ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয় ইটো বিকল্পিতত্বাদ্‌যস্য বিভাষা। পা০ ৭।২।১৫। ইতি নিষ্ঠায়ামিট্‌প্রতিষেধঃ। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। জ্যৈষ্ঠ্যায়। জ্যেষ্ঠস্য ভাবো জ্যৈষ্ঠ্যং। গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃকর্ম্মণি চ। পা০ ৫।১।১২৪। ইতি ষ্যঞ্‌। ঞিত্ত্বাদাত্যুদাত্তঃ ॥ ৬ ॥

* *

ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এ ঋকের বিভিন্ন অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন। একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—"হে শোভনজ্ঞানবান্ ইন্দ্র! আপনি অভিষুত সোমপানের নিমিত্ত এবং দেবগণের মধ্যে প্রধান হইবার নিমিত্ত সেইকালে উৎসাহিত হয়েন।" আর এক জন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—"তুমি দেবগণের মধ্যে কনিষ্ঠ হইয়াও নিজগুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছ। এক্ষণে সোমপানবিষয়ে তুমি অগ্রভাগ পাইবার অধিকারী।" মন্তব্যে তিনি বলিয়াছেন,—"ইন্দ্র বিষ্ণুর বড় ও অন্যান্য দেবগণের কনিষ্ঠ।" আর একজন ব্যাখ্যাকার, ভাষ্যকারের অনুসরণে আর একরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন। সে মতে, ইন্দ্রদেব দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি সোমরস পানের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং সোমরস পান করিয়া স্বীয় গুণকর্ম্ম অনুসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋকের এরূপ অর্থ-নিষ্কাষণে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া তো

"বৃদ্ধঃ" এই পদটি বৃদ্ধ্যর্থ বৃধু—বৃধ্ ধাতুর উত্তর ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "উদিতোবা" এই সূত্র দ্বারা উদিৎ ধাতুর (যে ধাতুর উৎ যায়) পরে ক্ত্বা প্রত্যয় থাকিলে ইট্ আগম বিকল্পিত হয় বলিয়া "যস্য বিভাষা" সূত্রানুসারে নিষ্ঠা (ক্ত, ক্তবতু) প্রত্যয় পরে থাকিলে ইট্ আগমের নিষেধ হয়। অতএব এস্থলে ইট্ আগম হয় নাই; প্রত্যয় স্বর হেতু ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। "জ্যৈষ্ঠ্যায়" এই পদটি 'জ্যেষ্ঠের ভাব জ্যৈষ্ঠ্য" এই অর্থে, "গুণবচণব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণিচ" (পা০ ৫।১।১২৪) এই সূত্রদ্বারা জ্যেষ্ঠ শব্দের উত্তর ষ্যঞ্ (য) প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং ঐ ষ্যঞ্ প্রত্যয়ের ঞিত্ব হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ৬ ॥

* * *

দুরের কথা; এতদ্দ্বারা সাধারণভাবেও কোনও অর্থ—উপলব্ধি হয় না। ঐরূপ ব্যাখ্যা যে উপেক্ষণীয়, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। ঐরূপ ব্যাখ্যার অনুসরণেই যে বেদ কৃষকের গান বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা ত হাও উপলব্ধ হয়।

ঋকে ইন্দ্রদেবের সম্বন্ধে যে কয়েকটী গুণ-বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণেই এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ঋকে ইন্দ্রদেবকে "সুক্রতো" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। 'সুক্রতু' শব্দে 'শোভন-কর্ম্মকারী' অর্থ উপলব্ধি হয়। তিনি সৎ—তিনি সত্য। তাই তাঁহার কর্ম্ম—সৎ; তাই তাঁহার কর্ম্ম—শোভনকর্ম্ম। শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যকোপনিষদে) তাই উক্ত হইয়াছে,—

"ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি
ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥"

এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় প্রাণীর মধুস্বরূপ। সমুদায় প্রাণীও সেই সত্যস্বরূপের নিকট মধুরূপে প্রকাশমান। অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় যে সত্যস্বরূপ সত্যে বিরাজমান এবং যিনি শুদ্ধ চৈতন্য; সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরই এই পরমাত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম। সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম—বহুকর্ম্মী—শোভনকর্ম্মী। ঋকে ব্রহ্মরূপী সেই ইন্দ্রদেবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গার্গির প্রশ্নের উত্তরে, ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণন ব্যপদেশে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টশ্রুতং শ্রোত্রমতং
মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদ-
তোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্
নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥"

'হে গার্গী, এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে না। কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন। কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করিতে পারে না; কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন। কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন। কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে

না; কিন্তু তিনি সকলই জানেন। ইঁহা ব্যতীত দ্রষ্টা নাই, ইঁহা ব্যতীত শ্রোতা নাই, ইঁহা ব্যতীত বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি,—বিশ্ব-সংসার এই অবিনাশী পরমেশ্বরে ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।' বিশ্বকর্ম্মা না হইলে—শোভনকর্ম্মা না হইলে কি এত গুণ সম্ভবে! শ্রুতিতে তাঁহার এই বিশ্বব্যাপ্তির অথচ নির্লিপ্ততার ভাব সুন্দর পরিস্ফুট! বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই ভাব বিজ্ঞাপিত করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন,—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩ ॥ যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪ ॥ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫ ॥ যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬ ॥ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭ ॥ যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮ ॥ য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯ ॥ যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০ ॥ যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১ ॥ য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২ ॥ যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩ ॥ যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। ১৪ ॥ যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৫ ॥ যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৬ ॥ যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭ ॥ যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮ ॥ যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯ ॥ যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২০ ॥ যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত

আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১ ॥ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২২ ॥ যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥ ২৩ ॥"

অর্থাৎ,—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত থাকিয়া পৃথিবী হইতে পৃথক্, যাঁহাকে পৃথিবী জানিতে পারে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যে (আত্মা) পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, সেই আত্মাই অন্তর্য্যামী—বিনাশরহিত। ৩॥ যিনি অপে বিরাজিত অথচ অপ্-হইতে পৃথক; অপ্ যাঁহার শরীর হইয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না; যিনি অপ্-সমূহের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী বিনাশরহিত—অমৃত। ৪॥ যিনি অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র, অগ্নি যাঁহার শরীর; অথচ অগ্নি যাঁহাকে জানিতে পারে না; যিনি অগ্নির অন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করেন, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৫॥ যিনি অন্তরীক্ষে আছেন, কিন্তু অন্তরীক্ষ হইতে পৃথক; অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর, অথচ অন্তরীক্ষ যাঁহাকে জানিতে পারে না; যিনি অন্তরীক্ষের অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৬॥ যিনি বায়ুতে অবস্থিত, অথচ বায়ু হইতে স্বতন্ত্র; বায়ু যাঁহার শরীর অথচ বায়ু যাঁহাকে জানিতে পারে না; যিনি বায়ুর অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন, সেই আত্মাই অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৭॥ যিনি স্বর্গলোকে অবস্থিত, কিন্তু স্বর্গ হইতে অন্তর; স্বর্গ যাঁহার শরীর অথচ স্বর্গ যাঁহাকে জানে না; যিনি স্বর্গের অন্তরে থাকিয়া স্বর্গকে নিয়মিত করেন; সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৮॥ যিনি সূর্য্যে অবস্থিত, অথচ সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র; সূর্য্য যাঁহার শরীর হইয়াও সূর্য্য তাঁহাকে জানিতে পারেন না; যিনি সূর্য্যের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৯॥ যিনি দিক্-সমূহে অবস্থিত থাকিয়াও দিক্-সমূহ হইতে পৃথক; দিক-সমূহ যাঁহার শরীর অথচ দিক-সমূহ যাঁহাকে অবগত নহে; যিনি দিক-সমূহের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন,—সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ১০॥ যিনি আকাশে,

চন্দ্র, তারকা, তমঃ, তেজঃ প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিয়াও তৎসমুদায় হইতে পৃথক; আকাশ-চন্দ্র তারকাদি যাঁহার বিষয় অবগত নহে; অথচ যিনি তাহাদিগের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ১১—১৪॥ যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত; অথচ ভূতসমূহ হইতে স্বতন্ত্র। ভূতসমূহ যাঁহার শরীর, অথচ যিনি তৎ-সমুদায় হইতে পৃথক। যিনি ভূত-সমূহের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। যিনি প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিয়াও তৎসমুদায় হইতে পৃথক; প্রাণ-বাক্-চক্ষু শ্রোত্রাদি যাঁহার শরীরভূত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না; যিনি তাহাদের অন্তরে থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ১—২২॥ তাঁহার ন্যায় শ্রোতা, তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞাতা, তাঁহার ন্যায় মহৎ, আর কে থাকিতে পারে?

যাঁহারা ব্রহ্মের এই স্বরূপ—উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কি তাঁহাকে মদ্যাদি দানে তাঁহার পরিতৃপ্তি সাধনে প্রয়াস পান?—না, তাঁহাকে মদ্যপান করাইয়া নিজেরাই পরিতৃপ্ত হন? যিনি বিশ্বসংসারের তৃপ্তি-বিধান করেন, তিনি কি সামান্য মদ্যপানে পরিতৃপ্ত হন। যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের পূজার উপচার মদ্য নহে; তাঁহাদের সে পূজার উপচার—সুসংস্কৃত সোম—নিরাবিল ভক্তিসুধা—ঐকান্তিকী নিষ্ঠা। তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত—তাহাতেই তিনি ভক্তাধীন।

তিনি অনাদি অনন্ত, তাই তিনি জ্যেষ্ঠ—সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি নির্গুণ গুণাতীত, তিনি সর্ব্বগুণাধার, তিনি শ্রেষ্ঠ গুণের ঈশ্বর; তাই তিনি জ্যেষ্ঠ। তিনি অজর অমর—ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত; তাই তিনি বৃদ্ধ। তিনি অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন; তাই তিনি বৃদ্ধ। তিনি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, তিনি বৃহৎ হইতে বৃহত্তম; তাই তিনি বৃদ্ধ। তিনি পুরাণ, তিনি প্রাচীন; তাই তিনি বৃদ্ধ। তিনি গোত্রপতি, তিনি জ্যেষ্ঠ; তাই তিনি বৃদ্ধ।

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।"

তিনি আদিদেব। তাঁহা হইতেই ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম্ সকলেরই

উদ্ভব হইয়াছে। দেব-দানব-তির্য্যগাদি চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থ তাঁহা হইতে উদ্ভূত। সৃষ্টির আদিকালে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি শূন্য—ব্যোমের অতীত। প্রাণের প্রাণ—মহাপ্রাণ নিরঞ্জন—পরমব্যোম তিনি। তাঁহা হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতি। তিনি সকল ভূতের আদিভূত; তিনি পুরাণ—তিনি অনাদি; তাঁহার আদি অন্ত মধ্য অব্যক্ত; এই জন্য তিনি বৃদ্ধ—এই জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ।

ঋকে বলা হইয়াছে,—সেই বৃদ্ধ, জ্যেষ্ঠ, অজ, অক্ষর ব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণ কর। তিনি শোভনপ্রজ্ঞ—শ্রেষ্ঠপ্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি তোমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবেন। তিনি গুণাতীত গুণাগ্রগণ্য; তিনি তোমাকে শ্রেষ্ঠ গুণভূষণে ভূষিত করিবেন। তুমি তাঁহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর; একৈকশরণ্যভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হও। তাহা হইলেই তুমি পরাগতিলাভে সমর্থ হইবে। ৬॥

—§•§—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাসইন্দ্র গির্বণঃ।

শন্তে সন্তু প্রচেতসে॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ত্বা। বিশন্তু। আশবঃ। সোমাসঃ ইন্দ্র। গির্বণঃ।

শং। তে। সন্তু। প্রচেতসে। ৭ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে গির্ব্বণঃ (গিরঃ স্তুতয়স্তাভির্ব্বণ্যতে সেব্যতে ইতি গির্ব্বণঃ স্তুত্য) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব) আশবঃ (আশু-সংস্কৃতঃ) সোমাসঃ (সোমাঃ) ত্বা (ত্বাং) আ বিশন্তু (সম্যক্ গচ্ছন্তু, সম্যক প্রবিশন্তু, তৃপ্তিং জনয়ন্তু বা) প্রচেতসে (প্রকৃষ্টজ্ঞানবতে চৈতন্যস্বরূপায়) তে (তুভ্যং) শং (সুখরূপাস্তৃপ্তিপ্রদা ইতি যাবৎ, মঙ্গলপ্রদা বা) সন্তু (ভবন্তু)। ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে গির্ব্বণ! হে ইন্দ্র! আপনি প্রকৃষ্টজ্ঞান-শালী চৈতন্যস্বরূপ। আশব (অর্থাৎ আশু-সংস্কৃত) সোম আপনার তৃপ্তিবিধান করুক এবং আপনার সুখ-স্বরূপ (অথবা কল্যাণপ্রদ) হউক (অথবা আপনাতে প্রবেশ করুক)। ৭ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে ইন্দ্র ত্বা ত্বাং সোমাসঃ সোমা আবিশন্তু। আভিমুখ্যেন প্রবিশন্তু। কীদৃশাঃ সোমাঃ। আশবঃ। সবনত্রয়ে প্রকৃতিবিকৃত্যোর্বা ব্যাপ্তিমন্তঃ। কীদৃশেন্দ্র। গির্বণঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! তোমাতে, সোমসমূহ সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট হউক। সেই সোম-সমূহ কিরূপ? "আশবঃ" অর্থাৎ—(প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয়সবন) সবনত্রয়ে কিম্বা প্রকৃতি ও বিকৃতি যজ্ঞে ব্যাপ্তিমান্। ইন্দ্রদেব কিরূপ? "গির্ব্বণঃ" অর্থাৎ

ঃ স্তুতিভিঃ সংভজনীয়ো দেববিশেষঃ। গির্ণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তি। নিঃ ৬।১৪। ইতি যাস্কঃ। তথাবিধ হে ইন্দ্র তে তব প্রচেতসে প্রকৃষ্টজ্ঞানায় শং সুখরূপাঃ সোমাঃ সন্তু॥ গির্বণঃ। গৃণন্তীতি গিরঃ স্তুতয়ঃ। গৄ শব্দে। ক্বিপি ঋত ইদ্ধাতোঃ। পাং ৭।১।১০০। ইতীত্বং রপরত্বং চ। গীর্ভির্বন্যতে সেব্যত ইতি গির্বণাঃ। বনষণসংভক্তৌ। সংভক্তিঃ সেবা। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উঃ ৪।১৯০। ইত্যসুন্‌প্রত্যয়ঃ। প্রচেতসে। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৭॥

* • *

সপ্তম ঋকের বিশদার্থ।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এ ঋক যেন কোনও মনুষ্যের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণও সেই ভাবেই ঋকের ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—'মাদক সোমরস তোমার নিকট গমন করুক।' কেহ বলিয়াছেন,—'মাদক সোমরস তোমার উদরে প্রবেশ করুক।'

কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়,—এ ঋকে নিষ্কাম-কর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। সোম আপনার সুখ-

স্তুতিসমূহদ্বারা সম্যক্‌-প্রকারে ভজনীয় দেবতাবিশেষ। নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক বলেন—গির্ব্বণ শব্দে দেবতাকে বুঝায়, কারণ বাক্যের দ্বারা ইঁহাকে স্তুতি করা যায়, (নিং ৬।১৪) এবম্ভূত হে ইন্দ্রদেব! আপনার প্রকৃষ্টজ্ঞানের নিমিত্ত সোমসমূহ সুখস্বরূপ হউক। "গির্ব্বণঃ" এই পদটীতে "শব্দিত হইতেছে"—এই অর্থে "গিরঃ" শব্দের অর্থ স্তুতিসমূহ। শব্দার্থ গৄ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্‌ করিয়া "ঋত ইদ্ধাতোঃ" (পাং ৭।১।১০০) এই সূত্র দ্বারা ঋকারের স্থানে ইত্ব ও রপরত্ব হইয়াছে। সেই "গির অর্থাৎ স্তুতিসমূহ দ্বারা সেবিত হয়েন যিনি" এই অর্থে "গির্ব্বণাঃ" শব্দে দেবতা অভিহিত হইতেছেন। গির্ উপপদ পূর্ব্বক সংভক্ত্যর্থ বন্ ধাতুর উত্তর সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্ (উং ৪।১৯০) এই সূত্র দ্বারা অসুন্‌ প্রত্যয় হইয়া সম্বোধনের একবচনে "গির্ব্বণঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংভক্তির অর্থ সেবা। "প্রচেতসে" এই পদটীতে বহুব্রীহি সমাস প্রযুক্ত পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ৭॥

সাধন করুক; তদ্দ্বারা আপনার তৃপ্তি সাধিত হউক; তদ্দ্বারা আপনি কল্যাণযুক্ত হউন,—এরূপ কামনাবিহীন নিরাকাঙ্ক্ষা ভাব, সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কি? এখানে আত্মসুখ-সাধনেচ্ছা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে,—এখানে আত্মতৃপ্তির উৎকট আকাঙ্ক্ষা দূরে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। সোম যাঁহার জন্য সুসংস্কৃত হইতেছে, সে সোম তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া তাঁহারই কল্যাণ-কামনায় সাধক পরিতৃপ্ত হইতেছেন। ইহার অপেক্ষা নিষ্কাম-কর্ম্মের উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে?

ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। শ্রীভগবান প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে তাই পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন,—"সখা, কর্ম্ম কর; কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা কদাপি করিও না—'মা ফলেষু কদাচন'। নিষ্কাম কর্ম্মই সার কর্ম্ম। যে কর্ম্মই কর না কেন; সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর।"

এ ঋকে সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের বিষয়েই উপদেশ আছে। সংস্কৃত-সোম—অবিমিশ্র ভক্তি-সুধা আর কিরূপে তাঁহাতে সমর্পণ করা যাইতে পারে; কিরূপে সে সুধা তাঁহাকে পাইতে পারে? সে ভক্তিসুধা তখনই তাঁহাকে সমর্পণ করা হয়, সে সুধা তখনই তাঁহাকে পাইতে পারে; যখন আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত-চিত্তে সেই ভক্তিসুধা তাঁহার চরণে সমর্পিত হয়;—যখন নিষ্কাম-কর্ম্মী সাধক তাঁহাকেই একমাত্র কারণ জানিয়া, তাঁহার চরণে মন-প্রাণ উৎসর্গ করে। তখন তাঁহার আমিত্বের বিলোপ হয়—অহংভাব তিরোহিত হয়। তখন, তাঁহার মনমধুকর সেই মনোময়ের চরণসরোজে মধুপানে মত্ত হইয়া থাকে।

ঋকে তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'দেব! আমি ধন চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না। আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে। আমার দেহমনপ্রাণ তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম। কৃপা প্রকাশে গ্রহণ কর; চরিতার্থ কর। তুমি বিজ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপ। আমি মোহপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছি। আমার চৈতন্য-সম্পাদন কর। যেন তোমার স্বরূপ বুঝিয়া তোমাতে মত্ত হই।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ত্বাং স্তোমাঅবীবৃধন্ত্বামুকৃথা শতক্রতো।

ত্বাং বর্দ্ধন্তু নোগিরঃ। ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বাং। স্তোমাঃ। অবীবৃধন্। ত্বাং। উকৃথা শতক্রতো ইতি

শতঽক্রতো। ত্বাং। বর্দ্ধন্তু। নঃ। গিরঃ ॥ ৮ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে শতক্রতো (হে বিচিত্রকর্ম্মকারিন্ বহুপ্রজ্ঞ) ইন্দ্র স্তোমাঃ (প্রাচীনানাং সামানি) ত্বাং অবীবৃধন্ (বর্দ্ধিতবন্তি, গুণকীর্ত্তনেন অবর্দ্ধয়ন্) উকৃথাঃ (ব্রহ্মামুখনিঃসৃতশস্ত্রানি) ত্বাং অবীবৃধন্ (বর্দ্ধয়ামাসুঃ গুণকীর্ত্তনেন অবর্দ্ধয়ন্) নঃ (অস্মাকং) গিরঃ (স্তুতয়ঃ) ত্বাং বর্দ্ধন্তু (বর্দ্ধয়ন্তু প্রশংসয়ন্তু বা) ॥ ৮ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বহুপ্রজ্ঞ বিচিত্রকর্ম্মকারী ইন্দ্রদেব। প্রাচীনগণ সামমন্ত্রে এবং স্বয়ং ব্রহ্মা উকৃথমন্ত্রে আপনার গুণগান করিয়াছিলেন। আমরাও আপনাকে স্তুতি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। ৮ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শতক্রতো বহুকর্ম্মন্ বহুপ্রজ্ঞ বেন্দ্র ত্বাং স্তোমাঃ সামগানাং স্তোত্রাণ্যবীবৃধন্। বর্দ্ধিতবন্তি। তথা বহ্বৃচানামুক্থা শস্ত্রাণি ত্বামবীবৃধন্। যস্মাৎ পূর্ব্বমেবমাসীৎ তস্মাদিদানীমপি নোঽস্মাকং গিরঃ স্তুতয়স্ত্বাং বর্দ্ধন্তু। বর্দ্ধয়ন্তু। অতিবৃদ্ধং কুর্ব্বন্তু॥ স্তোমাঃ। মনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অবীবৃধন। বৃধুবৃদ্ধৌ। ণ্যন্তাৎ। পা° ৩।১।২৬। লুঙি চঙি। পা° ৩।১।৪৮। উর্ঋৎ। পা° ৭।৪।৭। ইতিবৃধেরুপধায়া ঋকারস্য ঋকারবিধানাদন্তরঙ্গোঽপি গুণো বাধ্যতে। দ্বির্ভাবঃ। পা° ৬।১।১১। হলাদিশেষ। পা° ৭।৪।৬০। ইত্ব। পা° ৭।৪।৭৯। দীর্ঘত্ব। পা° ৩।৪।৯৪। অড়াগমাঃ। পা° ৬।৪।৭১। উক্থা। উক্থানি। পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্। উ° ২।৭। ইতি থক্‌প্রত্যয়ঃ। তস্য কিত্ত্বাৎ সংপ্রসারণং শেশ্ছন্দসি বহুলং। পা° ৬।১।৭০। ইতি শিলোপো নলোপশ্চ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। অসামর্থ্যাদামন্ত্রিতপরস্যাপি ন পরাঙ্গবদ্ভাব ইতি নাদ্যুদাত্তত্বং। বর্দ্ধন্তু। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদ্‌বৃধের্ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং॥ ৮॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শতক্রতো! অর্থাৎ বহুকর্ম্মান্বিত কিম্বা বহুপ্রজ্ঞাযুক্ত ইন্দ্রদেব! আপনাকে সামগদিগের স্তোত্রসমূহ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। এবং বহ্বৃচ্‌দিগের শস্ত্রসমূহও বর্দ্ধিত করিয়াছিল। যেহেতু পূর্ব্বসময়ে এইরূপ ছিল, (অর্থাৎ ঐ স্তোত্র ও শস্ত্রসমূহ আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল), সেই হেতু অধুনাও আমাদিগের স্তুতিসমূহ, আপনাকে অতিশয় বর্দ্ধিত করুক। "স্তোমাঃ" এই পদটী স্তু ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ্যর্থ বৃধু (বৃধ্) ধাতুর উত্তর (পা° ৩।১।২৬) নিচ্ করিয়া "লুঙিচঙি" (পা° ৩।১।৪৮) লুঙের অন্ প্রত্যয় করিয়া "উর্ঋৎ" (পা° ৭।৪।৭) এই সূত্র-দ্বারা নিজন্ত 'বৃধি' ধাতুর উপধা (অন্তবর্ণের সমীপবর্ত্তী) ঋকারের স্থানে ঋকার বিধান প্রযুক্ত অন্তরঙ্গ (অবশ্যম্ভাবী) হইলেও গুণ বাধিত হইয়াছে। অনন্তর (পা° ৬।১।১১) দ্বির্ভাব হইয়া (পা° ৭।৪।৬০) এই সূত্রদ্বারা হলাদিশেষ হইয়াছে। দ্বিত্বের (পা° ৭।৪।৯৩) সন্বদ্ভাব হইয়া (পা° ৭।৪।৭৯) ইত্ব এবং (পা° ৩।৪।৯৪) দীর্ঘত্ব হইয়া (পা° ৬।৪।৭১) অট্ আগম হইয়া "অবীবৃধন্" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "উক্থা" অর্থাৎ "উক্থানি" এই পদটীতে "পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্" (উ° ২।৭) এই সূত্রানুসারে বচ্ ধাতুর উত্তর থক্ প্রত্যয় করিয়া, সেই থক্ প্রত্যয়ের কিত্ত্ব বশতঃ সংপ্রসারণ অর্থাৎ বচ্ ধাতুর স্থানে উচ্ আদেশ করিয়া "উক্থ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (এবং ঐ উক্থ শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচন করিয়া তাহার স্থানে শি আদেশ ও ন আগমাদি করিয়া "উক্থানি" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে।) "শেশ্ছন্দসি বহুলং" (পা° ৬।১।৭০) এই সূত্রদ্বারা শি ও ন-কারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। আমন্ত্রিত পর (অর্থাৎ পরপদ সম্বোধনান্ত) বলিয়া অন্বয়ের অসামর্থ্য বশতঃ পরাঙ্গবদ্ভাব হয় না। অতএব ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইল না। "বর্দ্ধন্তু" এই পদটীতে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ বৃধি ধাতুর ব্যত্যয়ে (বিনিময়ে) পরস্মৈপদ হইয়াছে। ॥ ৮ ॥

অষ্টম ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এ ঋকে ইন্দ্রদেবের স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে। ইন্দ্র নামে যে তাঁহারই—সেই একমেবাদ্বিতীয়মেরই অন্যতম বিভূতির উপাসনা হইয়া থাকে, এ ঋকে তাহারই আভাষ পাই। প্রাচীনগণ সাম-মন্ত্রে এবং স্বয়ং ব্রহ্মা উকৃথ-মন্ত্রে তাঁহার স্তুতিগান করিয়াছিলেন,—ঋকে সেই ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। সামবেদ—আদিবেদ এবং ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিকাল হইতে বিদ্যমান আছেন। কিন্তু সেই অনাদি দেব কতকাল হইতে প্রতিষ্ঠাপন্ন, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? তিনি অজ নিত্য, শাশ্বত। ব্রহ্মার উৎপত্তি-বিবরণ আছে; কিন্তু তিনি অজ—স্বয়ম্ভু। তিনি চিরদিনই বিদ্যমান আছেন। তাই তিনি অজ—অনাদি। তাই সর্ব্বকালে সমভাবে তাঁহার গুণগান চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনগণ তাঁহার গুণগান করিয়াছেন,—স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। আজি যে কেবল আমরাই তাঁহার গুণগান করি, তাহা নহে; আজি যে কেবল আমরাই তাঁহার নিকট পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্র হই, তাহাও নহে। এ ব্যগ্রতা—এ আকুল আকাঙ্ক্ষা, আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ—পূর্ব্ব পূর্ব্বতন স্তাবকগণ, সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। অনাদি অনন্তকাল অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার অনাদি অনন্ত মহিমার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়াছেন; আবার অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার চরণে শরণ লইবেন। সুতরাং তাঁহার পূজা, তাঁহার উপাসনা যে কেবল আমিই করিতেছি, তাহা নহে। তাঁহার পূজা, তাঁহার উপাসনা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই গবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে দেখিতে পাই,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

সেই পরমাত্মা জন্মমরণরহিত। দেহের ন্যায় তিনি উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হন না অথবা বিনষ্ট হইয়াই পুনরুৎপন্ন হন না। তাঁহার জন্ম নাই বলিয়া তিনি অজ, নির্ব্বিকার অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া তিনি নিত্য, ক্ষয় নাই বলিয়া তিনি শাশ্বত, রূপান্তর নাই বলিয়া তিনি পুরাণ। শ্রুতিতেও (কঠোপনিষদে) দেখিতে পাই,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে,—"স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।" তাঁহার বিকার নাই, তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই; তিনি অনন্ত শাশ্বত। অনন্ত মহিমাময় তিনি; তাই অনন্তকাল হইতে অনন্ত কোটী কণ্ঠে তাঁহার স্তুতিগান চলিয়া আসিতেছে।

ঋকে বলা হইয়াছে,—'আমরা স্তুতি দ্বারা আপনার সম্বর্দ্ধনা করি।' এখানে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—হে দেব! কত অনন্ত কোটী কাল হইতে অনন্ত কোটী সাধক আপনার গুণগান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা তোমার কণামাত্র গুণব্যাখ্যানেও সমর্থ হন নাই। স্বয়ং ব্রহ্মা উক্থমন্ত্রে স্তুতি করিয়াছেন; কিন্তু তিনিও তোমার মহিমা-বর্ণনে সমর্থ হন নাই। ক্ষুদ্র আমরা ক্ষুদ্র শক্তি আমাদের। আমাদের কি সাধ্য যে, তোমার মহিমা কীর্ত্তন করি? তোমায় ডাকিতে পারি, সে সামর্থ্য আমাদের নাই। অকিঞ্চন আমরা; তোমার উপযোগী পূজার উপচার কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সম্বল কিছুই নাই। আছে কেবল—ভক্তিসুধা। তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম; তোমার শরণ লইলাম। হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার কর। হৃদয়ের অন্ধকার দূর হউক। আলোক সাহায্যে আলোক দর্শন করিয়া তোমাতে আত্মলীন হই। ৮॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণং।

যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অক্ষিতঽউতিঃ। সনেৎ। ইমং। বাজং। ইন্দ্রঃ। সহস্রিণং।

যস্মিন্। বিশ্বানি। পৌংস্যা ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

অক্ষিতোতিঃ (অক্ষিতা অহিংসিতা হিংসারহিতা ক্ষয়রহিতা বা উতিঃ ক্ষরণং রক্ষণং যস্যাসৌ অক্ষিতোতিরখণ্ডাশ্রয়দাতা কদাচিদপি রক্ষণং ন বিমুঞ্চতীত্যর্থঃ ক্ষয়রহিতঃ ক্ষরণশীলো বা) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্রদেবঃ) ইমং সহস্রিণং (সর্ব্বযাগেষু প্রবর্ত্তমানং-বহুসংখ্যাযুক্তং বা) বাজং (সোমরূপং অন্নং ভক্তিং অমৃতং বা) সনেৎ (সেবেৎ সম্ভজেৎ স্বীকুর্য্যাদিতি বা) কীদৃশং বাজং ? যস্মিন্ (বাজে) বিশ্বানি (সর্ব্বাণি) পৌংস্যা (পুংসঃকর্ম্মাণি পৌংস্যানি বলানি বর্ত্তন্তে,) যদন্নসমর্পণেন বয়ং প্রভূতং বলং প্রাপ্নুয়াম যদ্বা পৌরুষসামর্থ্যং পুরুষার্থসাধনক্ষমপ্রভূতশক্তিং লভামহে ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অখণ্ড আশ্রয়দাতা! হে ক্ষয়রহিত ক্ষরণশীল ইন্দ্র! সর্ব্ববিধ যাগে আমরা আপনার উদ্দেশে অন্ন সমর্পণ করিতেছি (অথবা সর্ব্বতোভাবে আমরা আপনার নিকট ভক্তিভরে প্রার্থনা জানাইতেছি); আপনি তাহা গ্রহণ করুন। আমরা যেন পৌরুষ-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই (অথবা সাহসিক কার্য্য সম্পাদনে প্রভূত বল পাইতে পারি, কিংবা পুরুষার্থসাধনক্ষম প্রভূত শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই)। ৯॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্র ইমং বাজং সোমরূপমন্নং সনেৎ। সংভজেৎ। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। অক্ষিতোতিঃ। অহিংসিতরক্ষণঃ। কদাচিদপি রক্ষাং ন মুঞ্চতীত্যর্থঃ। কীদৃশং বাজং। সহস্রিণং। প্রকৃতৌ বিকৃতিষু চ প্রবর্ত্তমানত্বেন সহস্রসংখ্যাযুক্তং। যস্মিন বাজে বিশ্বানি সর্ব্বাণি পৌংস্যা পুংস্বানি বলানি বর্ত্তন্তে তাদৃশং বাজমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ অক্ষিতোতিঃ। নন্ক্ষিক্ষয় ইত্যয়ং ধাতুরকর্ম্মকঃ। তস্য চ কর্ম্মাভাবাদধিকরণে ভাবে কর্ত্তরি বা ক্তপ্রত্যয়েন ভবিতব্যং। তদিহ যদি কর্ত্তর্য্যধিকরণে বা স্যাত্তদা তয়োরর্থয়োর্ণ্যৎ প্রত্যয়স্যাবিধানাৎ ক্ষিয় ইত্যনুবৃত্তৌ। পা৹ ৬।৪।৫৯। নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে। পা৹ ৬।৪।৬০। ইতি দীর্ঘেণ ভবিতব্যং। তথা চ ক্ষিয়োদীর্ঘাৎ। পা৹ ৮।২।৪৬। ইতি নিষ্ঠানত্বে অক্ষীণেতিস্যাৎ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব এই "বাজ" অর্থাৎ সোমস্বরূপ অন্ন সম্যক্‌ভাবে ভজনা করেন অর্থাৎ—যথাযথভাবে সেবা ও বিতরণ করেন। ইন্দ্র কিরূপ? "অহিংসিতরক্ষণ"—অর্থাৎ যিনি সাধারণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং কখনও সেই রক্ষারূপ কার্য্য পরিত্যাগ করেন না। সেই "বাজ" কিরূপ? তাহা প্রকৃতি এবং বিকৃতিযাগে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া সহস্রসংখ্যক। যাহাতে অর্থাৎ যে সোমস্বরূপ অন্নে, সকল পুরুষত্ববল বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই সোমস্বরূপ অন্নকে ইন্দ্রদেব সম্যকরূপে ভজনা করেন, এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে। "অক্ষিতোতিঃ" এই স্থলে সন্দেহ এই যে—ক্ষয়ার্থ ক্ষি ধাতু অকর্ম্মক। ইহার কর্ম্মত্বের অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ কর্ম্ম না থাকায়, অধিকরণ, ভাব, অথবা কর্ত্তৃবাচ্যে "ক্ত" প্রত্যয় হওয়া উচিত। অতএব এই স্থলে যদি কর্ত্তৃ বা অধিকরণ বাচ্যে প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত দুই বাচ্যেই ণ্যৎ প্রত্যয়ের বিধান না থাকায় "ক্ষিয়ঃ" (পাঃ ৬।৪।৫৯) এই অনুবৃত্তিতে "নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে" (পাঃ ৬।৪।৬০) এই সূত্রানুসারে ক্ষি ধাতুর ইকারের দীর্ঘ হইয়া যায় এবং এইরূপ দীর্ঘ হইলে "ক্ষিয়োদীর্ঘাৎ" পাঃ ৮।২।৪৬। সূত্রানুসারে "ক্ত" প্রত্যয়ের স্থানে ন হইয়া "অক্ষীণ"

মত্বক্ষিতেতি। *অথ নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। পা০ ৩।৩।১১৪। ইতি ভাবপরঃ ক্ষিতশব্দো গৃহ্যতে। তদা তস্য ণ্যদর্থত্বেনাণ্যদর্থ ইতিনিষেধাদ্দীর্ঘনত্বয়োরভাবাৎ ক্ষিতমিতি সিদ্ধ্যতি। তদা তু নঞ্‌তৎপুরুষঃ প্রকৃতেন নাস্বেতীতি ন বিদ্যতে ক্ষিতমত্রেতি বহুব্রীহিণৈব ভবিতব্যং। তথা চ নঞ্‌সুভ্যাং। পা০ ৬।২।১৭২। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং স্যাৎ। পুনরূতিশব্দেন বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব স্বরস্তিষ্ঠেদিত্যভিমতমাদ্যুদাত্তত্বং ন সিদ্ধ্যেদিতি। সত্যং। অতএবাত্র ক্ষিধাতুরন্তর্ভাবিতণ্যর্থো গৃহ্যতে। তেন সকর্ম্মকত্বাৎ কর্ম্মণ্যেবা নিষ্ঠা। ততশ্চাণ্যদর্থ ইতি নিষেধাদ্দীর্ঘো নিষ্ঠা নত্বং চ ন ভবিষ্যতি। তথাচ নঞ্‌তৎপুরুষে নক্ষিতাক্ষিতাক্ষয়িতেত্যর্থঃ। তত্র চাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন নঞউদাত্তত্বং। পুনরূতিপদেন বহুব্রীহৌ সএব স্বরঃ স্যাস্যতীতি ন কোহপি দোষঃ। রিক্ষিচিরিজিরিদাশদ্রুজিঘাংসায়াং ইতি ক্ষিণোতের্হিংসার্থস্য বা কর্ম্মণি নিষ্ঠা। তথা চাহিংসিতোতিরিত্যর্থ উক্তক্রমেণ স্বরঃ সিদ্ধ্যতীতি ন দোষঃ। সনেৎ বনষণসংভক্তৌ।

এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়, পরন্তু "অক্ষিতা" এই পদ নিষ্পন্ন হয় না। যদি "নপুংসকে ভাবে ক্তঃ" (পা০ ৩।৩।১১৪) এই সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত ক্ষিত শব্দ গৃহীত হয়, তাহা হইলে এইস্থলে ণ্যদর্থত্বেনাণ্যদর্থে" এই নিষেধ বশতঃ ক্ষি ধাতুর ইকারের দীর্ঘ ও "ক্ত" প্রত্যয়ের স্থানে 'ন' না হইয়া "ক্ষিতং" এই পদটী সিদ্ধ হয়। এইরূপে "ক্ষিতং" পদটী নিষ্পন্ন হইলে "অক্ষিতা" এই সমস্ত-পদ-সাধনে নঞ্‌-তৎপুরুষ সমাসের উপযোগিতা না থাকায়, "ক্ষিতং" অর্থাৎ "ক্ষয় ইহাতে নাই" এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাস দ্বারা উহা সাধিত হইবে। এইরূপে উক্ত পদটী সিদ্ধ করিলে "নঞ্‌সুভ্যাং" (পা০ ৬।২।১৭২) এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়া যায়। পুনরায় উতি শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিলেও পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হওয়ায় ঐরূপ (পূর্ব্ববৎ) উত্তর পদের অন্তস্বরটীই উদাত্ত থাকিয়া যায়, পরন্তু (এস্থলের) অভিমত আদি স্বরটীও উদাত্ত হয় না! ইহা সত্য। এই কারণেই এইস্থলে ক্ষি ধাতুর অন্তর্ভাবিত নিচের অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে ক্ষি ধাতু সকর্ম্মক হওয়ায় কর্ম্মবাচ্যে "নিষ্ঠা" অর্থাৎ "ক্ত" প্রত্যয় হইয়াছে। এবং সেই জন্যই "অণ্যদর্থে" এই সূত্রে ক্ষি ধাতুর দীর্ঘত্বের নিষেধ থাকায়, উক্ত ইকারের দীর্ঘ ও "ক্ত" প্রত্যয়স্থানে ন-কার হইতে পারিল না। সেইরূপ নঞ-তৎপুরুষ সমাসেও "ন ক্ষিতা" "অক্ষিতা" অর্থাৎ অক্ষয়িতা এইরূপ হইবে। এইস্থলে পূর্ব্বপদ অব্যয়ের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রযুক্ত নঞের উদাত্তত্ব অর্থাৎ অক্ষিতা এই পদের অকার উদাত্ত হইয়াছে। পুনরায় উতি পদের সহিত উক্ত অক্ষিতা পদের বহুব্রীহি সমাস হইলেও পূর্ব্বোক্ত আদ্যুদাত্ত স্বরই স্থির রহিল। অতএব আর কোনও দোষ (আশঙ্কা) রহিল না। অথবা "রিক্ষিচিরিজিরিদাশদ্রুজিঘাংসায়াং এইরূপ গণ পাঠাধীন হিংসার্থক স্বাদিগণীয় ক্ষিণোতি ক্ষি-ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে নিষ্ঠা অর্থাৎ "ক্ত" প্রত্যয় দ্বারা 'ক্ষিত' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে অক্ষিতোতির অর্থ অহিংসিতোতি অর্থাৎ অহিংসিতরক্ষণ হয়। উক্ত প্রকারে (অভিমত) স্বরও সিদ্ধ হইতেছে অতএব এস্থলেও কোনও দোষাশঙ্কা নাই। বনষণসংভক্তৌ

ভৌবাদিকঃ। বাজং বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ইন্দ্রঃ। রনোনিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সহস্রিণং। সহস্রমস্যাস্তি। অতইনিঠনৌ। পা০ ৫।২।১১৫। প্রত্যয়স্বরঃ। বিশ্বানি। বিশেঃ কন্। উ০ ১।১৫০। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পুংসঃ কর্ম্মাণি পৌংস্যানি ব্রাহ্মণাদেরাকৃতিগণত্বাদ্ গুণবচন-ব্রাহ্মণাদিভ্যঃকর্ম্মণি চ। পা০ ৫।১।১২৪। ইতিষ্যঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। প্রথমাবহুবচনস্য সুপাংসুলুগিত্যাদিনা ডাদেশঃ। নমু স্ত্রীপুংসাভ্যাং নঞ্স্নঞৌ ভবনাৎ। পা০ ৪।১।৮৭। ইত্যনেন ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে খঞ্। পা০ ৫।২।১। ইত্যেতৎপর্য্যন্তেষ্বপত্যাদ্যর্থেষু নঞ্স্নঞোর্বিধানাদ্যথা পুংসোঽপত্যং পৌংস্নঃ পুংসআগতঃ পৌংস্ন ইত্যাদি তদ্বৎ পুংসোভাবঃ কর্ম্মবেত্যস্মিন্নর্থে ষ্যঞং বাধিত্বা পৌংস্নানীত্যেব ভবিতব্যং। কথমুচ্যতে পৌংস্যানীতি। উচ্যতে। আচত্বাৎ। পা০ ৫।১।১২০। ইতি সূত্রে ত্বাদিত্যবধিনির্দ্দেশাৎ ব্রহ্মণস্ত্বঃ। পা০ ৫।১।১৩৬। ইত্যেতৎপর্য্যন্তৈরিমনিজাদিভিঃ প্রত্যয়ৈঃ সহ ত্বতলোঃ সমাবেশঃ। এবং তত্রৈব চশব্দান্নঞ্স্নঞোরপি ষ্যঞাদিভিঃ সমাবেশ এব। ন বাধ্যবাধকভাবঃ। ৯॥

অর্থাৎ সংভক্তি—সম্যক ভজনার্থক ভ্বাদিগণীয় ষণ ধাতুর উত্তর বিধিলিঙের যাৎ প্রত্যয় করিয়া “সনেৎ” এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। বৃষাদিত্ব প্রযুক্ত “বাজং” এই পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “ইন্দ্রঃ” এই পদটীতে রন্ প্রত্যয়ের নিত্ব প্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “সহস্রিণং” এই পদটী, “ইহার সহস্র আছে” এই অর্থে “অত ইনিঠনৌ”। (পা০ ৫।২।১১৫) এই সূত্র দ্বারা ইন্‌প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়স্বর (উদাত্তস্বর) হইয়াছে। “বিশ্বানি” এই পদটি বিশি ধাতুর উত্তর “বিশেঃ কনি” (উঃ ১।১৫০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে কন্‌প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হইয়াছে এবং নিত্ব-হেতুক ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। ‘পুরুষের কর্ম্মসমূহ’ এই অর্থে ব্রাহ্মণাদির আকৃতিগণত্ব হেতু অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি শব্দ আকৃতিগণ বলিয়া “গুণবচন-ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ” (পা০ ৫।১।১২৪) এই সূত্রানুসারে পুমস্ শব্দের উত্তর ষ্যঞ্-প্রত্যয় করিয়া এবং “সুপাংসুলুক” সূত্রানুসারে প্রথমার বহুবচনের স্থানে ডা আদেশ করিয়া “পৌংস্যা” এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত ষ্যঞ্ প্রত্যয়ের ঞিত্ব প্রযুক্ত ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (কিন্তু) এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—“স্ত্রীপুংসাভ্যাং নঞ্স্নঞৌভবনাৎ”। (পা০ ৪।১।৮৭) এই সূত্র হইতে “ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রেখঞ্”। (পা০ ৫।২।১) এই সূত্র পর্য্যন্ত সমস্ত সূত্রে অপত্যাদি অর্থে নঞ্ এবং স্নঞ্ প্রত্যয়ের বিধান হেতু, যেরূপ পুরুষের অপত্য এবং পুরুষ হইতে আগত এই অর্থে “পৌংস্নঃ” ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেইরূপ (এই স্থলে) পুরুষের ভাব (অর্থাৎ ধর্ম্ম), অথবা পুরুষের কর্ম্ম এইরূপ অর্থেও ষ্যঞ্ প্রত্যয়কে বাধিয়া “পৌংস্নানি” এইরূপ প্রয়োগ হউক ? তাহার উত্তরে কথিত হইতেছে—“আচত্বাৎ”। (৫।১।১২০।) এই সূত্রে ত্বাৎ অর্থাৎ ‘ত্ব হইতে’ এই অবধিটি নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় “ব্রহ্মণস্ত্বঃ।” (পা০ ৫।১।১৩৬।) এই সূত্র পর্য্যন্ত ইমনিজাদি প্রত্যয়ের সহিত “ত্ব” এবং “তল্” প্রত্যয়ের সমাবেশ হইয়াছে। এবং সেই স্থলেই (সূত্রেই) চ শব্দের সন্নিবেশ থাকায় “নঞ্” এবং “স্নঞ্” প্রত্যয়ের ও “ষ্যঞ্” প্রভৃতি প্রত্যয়ের সহিত সমাবেশ, নিশ্চিত হইয়াছে। সুতরাং কোন বাধ্যবাধক ভাব নাই। ৯॥

নবম ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক কামনা-মূলক। তবে এ কামনা—স্বতন্ত্র কামনা। এ কামনা—পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের কামনা নহে; এ কামনা—পুত্রকলত্রাদি-লাভের কামনা নহে; এ কামনা—ভোগ-লালসা-মূলক নহে; এ কামনা—বিত্ত-সম্পত্তির কামনা নহে; স্থূলতঃ, এ কামনা—ঐহিক-সুখভোগ-লালসামূলক নহে। এ কামনায় সাংসারিক আবিলতা নাই; এ কামনা—ভোগ-লালসায় কলুষিত নহে; এ কামনায়—ঐহিক কলুষ-কলঙ্ক নাই। এ কামনার সহিত ভোগলিপ্সার, বিত্ত-সম্পত্তির, ধনপুত্রাদির কোনই সংশ্রব নাই।

সে কামনা—কিরূপ কামনা? সে কামনা—আত্মায় আত্মসম্মিলনের কামনা; সে কামনা—পরমাত্মায় আত্মলীন করিবার বাসনা; সে কামনা—পরাগতি মুক্তিলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা; সে কামনা—সেই অম্লান কুসুমের মধুপান জন্য মনোমধুকরের প্রবল তৃষ্ণা।

মানুষের কামনার অন্ত নাই; তাহার আকাঙ্ক্ষারও পরিতৃপ্তি দেখি না। সে যতই ধনাধিকারী হউক না কেন, তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় কি? একটীর নিবৃত্তি হইতে না হইতেই নূতন কামনা, নূতন আকাঙ্ক্ষা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। সে আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা-সম্পাদনে মানুষ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এইরূপে মানুষের ঐহিক কামনা—ঐহিক বাসনা তাহার সকল দুঃখের হেতুভূত হইয়া উঠে।

কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য সেই এক—অভিন্ন। মানুষ যাহা কিছু করে, সকলেরই উদ্দেশ্য—সেই দুঃখনিবৃত্তি, সুখসাধন। কিন্তু কোথায়ও তাহার দুঃখের নিবৃত্তি আছে কি? তাহার কামনা-বাসনার সঙ্গে সঙ্গে, দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। নদী-প্রবাহ যেমন একটীর পর একটী, তার পর একটী—অনবরত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে; মহাসমুদ্রের তরঙ্গ যেমন একটীর পর একটী করিয়া, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে; পুরাতনের পর

নূতন, নূতনের পর আবার নূতন—তাহার যেমন বিরাম দেখি না; সেই-রূপ দুঃখের পর দুঃখ আসিয়া, কামনার পর কামনা আসিয়া, তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে না হইতেই নূতন দুঃখের নূতন নিষ্পেষণে সে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। সংসারে যেমন দুঃখের অন্ত নাই; সংসারীর তেমনি দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টারও পরিসীমা দেখি না। কামনা বাসনাই সকল দুঃখের মূলীভূত, আশা-আকাঙ্ক্ষাই সকল দুঃখের আকর।

অনুভা'নাই দুঃখ। সেই দুঃখ-নিবৃত্তির বিবিধ উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ-নিবৃত্তি বিষয়ে প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইলে, কুল-গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন,—"যথার্থ বলিতেছি, 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান যতক্ষণ তোমার থাকিবে, ততক্ষণ তুমি দুঃখ-নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে না। যখন তোমার 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান বিদূরিত হইবে, তখনই তুমি দুঃখ-মুক্ত হইতে পারিবে।" সুতরাং অহঙ্কারই যে সকল দুঃখের হেতুভূত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা, যাহার অস্তিত্বাভাব, তাহা লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়াই দুঃখ। সে দুঃখের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা লাভ করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? তাই মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনরপি কহিলেন,—"যথার্থই, 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; আছে কেবল—একমাত্র পরাৎপর শিব পরমাত্মা। সেই শান্তিময় আত্মা হইতেই এই প্রতি-ভাসিক দৃশ্য বস্তু। কিন্তু এই দৃশ্যের কোনও স্বরূপ নাই, ইহা অলীক। জগৎ-নামক এই যে দৃশ্য দেখা যাইতেছে, ফলে ইহা সুবর্ণের বলয়ের ন্যায়, শিবময় আত্মা হইতে পৃথক কোনও বস্তু নহে। ইহাকে পৃথকরূপে না জানাকেই সাধুগণ ইহার ক্ষয় বলিয়া থাকেন। ইহার ক্ষয় হইয়া গেলে একমাত্র সত্য সেই পরব্রহ্মই থাকেন। বিল্বের অভ্যন্তরগত মজ্জা, অভ্যন্তরে যে বীজাদি উৎপাদন করে, সেই বীজাদি যেমন বিল্ব হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ চিৎস্বরূপ আত্মা আপনাতে যে চিত্ত নামক ত্রিপুটী রচনা করেন, সেই ত্রিপুটী তাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। ভূলোকের অন্তর্গত জম্বুদ্বীপাদি বিভাগ যেমন ভূলোক হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ আকাশের অন্তর্গত পৃথিব্যাদি পদার্থও, পরমাত্মা হইতে অণুমাত্র

পৃথক নহে। যেমন জল ও জলের অন্তর্গত দ্রবত্ব, পরস্পর অভিন্ন পদার্থ; সেইরূপ চিন্ময় ও চিত্ত একই পদার্থ; জলে যেমন দ্রবত্ব ও তেজে যেমন আলোক বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মেও চিদ্ভাব ও চিত্তভাব দুই-ই আছে। দৃশ্য প্রকাশ করাই চিতির কর্ম্ম; সেই কূটস্থ চৈতন্য হইতে ঐ দৃশ্য ভ্রমপ্রতীয়মান যক্ষের ন্যায় বৃথাই উদিত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা তাহা উদিত নহে। অতএব মনুষ্যের নিজের কোনও কর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা স্থির।”

সুতরাং যতদিন অহঙ্কার থাকিবে, যতদিন অহং-জ্ঞানের তিরোভাব না হইবে, ততদিন দুঃখের নিবৃত্তি নাই। কূপমধ্যে সঞ্জাত হরিৎ তৃণের লালসায় ধাবমান হইয়া হরিণ যেমন কূপমধ্যে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তৃষ্ণার অনুসরণে অনুসরণকারী মূঢ় ব্যক্তিও সেইরূপ অন্ধতম নিরয়কূপে নিপতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। তৃষ্ণা বা বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা কামনা—অহঙ্কারেরই নামান্তর। সেই অহঙ্কারের ক্ষয় হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়; তখনই শ্রেয়োলাভে—সুখসাধনে সমর্থ হইতে পারা যায়। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—“অনহঙ্কারিণী কর্ত্তরী দ্বারা অহংজ্ঞানরূপিণী তৃষ্ণাকে ছেদন করিতে পারিলে, নিখিল-সংসারভয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে সুখে অবস্থান করিতে পারা যায়।” কিন্তু এখানেও সংশয় উপস্থিত হয়। দেহ অহঙ্কারের আবাসভূত। অহঙ্কারের ক্ষয় হইলে দেহধারণ অসম্ভব হয়। যেমন জাম্বুর ন্যায়, সহিষ্ণু মূলভাগই বৃক্ষকে ধারণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ অহঙ্কারের অবলম্বনেই দেহ আছে। সুতরাং অহঙ্কারের ক্ষয় হইলেই অবশ্য দেহ থাকে না। শ্রীরামচন্দ্রের ঐ সংশয় নিরসন জন্য মহামুনি বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,—“হে রাজীবলোচন! তত্ত্বজ্ঞেরা বাসনা-ত্যাগকে সর্ব্বত্রই ‘জ্ঞেয়’ ও ‘ধ্যেয়’ এই দুই প্রকারে নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে ‘আমি ইহাদের, ইহারা জীবন ও আমার, আমি ইহাদের সহিত পৃথক কেহই নহি; ইহারাও আমার ভিন্ন কিছু নহে, এইরূপ নিশ্চয় তোমার মনে সতত রহিয়াছে; কিন্তু যখনই তুমি মনের সহিত বিচার করিয়া বুঝিবে যে, ‘আমি কাহারও নাই, আমারও কেহ নহে; তখনই, এই চরম জ্ঞান তোমার শীতল বুদ্ধিতে বিকাশ পাইলেই তোমার

ধ্যেয় অর্থাৎ চিন্তনীয় দ্বিতীয় বাসনা ত্যাগ হইয়াছে বুঝিবে এবং সমগ্র জগৎকে ব্রহ্ম-স্বরূপে অবগত হইয়া জীব নিজ প্রারব্ধের ক্ষয়ে যখনই মমতা-শূন্য হৃদয়ে দেহত্যাগ করে, তখনই তাহার জ্ঞেয়-সংজ্ঞক দ্বিতীয় বাসনা ক্ষয় সিদ্ধ হইল জানিবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারময়ী ও পূর্ব্বোক্তা ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। হে রঘুনাথ! যিনি ছলনাময়ী বাসনাকে নিঃশেষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি-লাভ করেন, তিনি জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী মুক্ত পুরুষ বলিয়া অভিহিত। জনকাদি সুজন মহাজন মহাত্মারা অনায়াস-ব্যবহারে ধ্যেয় বাসনা পরিত্যাগ করতঃ শান্তি পাইয়া পরম ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন। হে রাঘব! এই দ্বিবিধ বাসনা-ত্যাগই তুল্যরূপে মুক্তির কারণ হইয়া অবস্থিত আছে এবং দ্বিবিধ বাসনাত্যাগীরাই জ্ঞানশালী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন।"

বাসনার ক্ষয় করিতে হইবে—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে সে বাসনা ক্ষয় হইতে পারে? কর্ম্ম দ্বারা সেই বাসনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যিনি বাসনা বা তৃষ্ণা বিরহিত হইয়া শ্রেয়ঃকর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হন, তাঁহারই বাসনার ক্ষয় হইয়াছে;—তিনি সুখলাভে সমর্থ হইয়াছেন। সেই শ্রেয়ঃকর্ম্ম কিরূপ? শাস্ত্রে কর্ম্মের বিবিধ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম, প্রবৃত্তকর্ম্ম নিবৃত্তকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মের কতই পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। সেই সকলের মধ্যে সেই কর্ম্মই শ্রেয়ঃ কর্ম্ম, যাহাতে জগতের হিতসাধন হয়,—যাহাতে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করে। ভগবানের উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম;—সেই কর্ম্মই শ্রেয়ঃসাধক;—সেই কর্ম্মেই অহংজ্ঞানের নাশ;—সেই কর্ম্মেই দুঃখ নিবৃত্তি;—সেই কর্ম্মেই সুখসাধন, সেই কর্ম্মেই কামনার নিবৃত্তি;—সেই কর্ম্মেই বাসনার অবসান।

ঋকে সেই ভাবই পরিস্ফুট। ঋকে বলা হইতেছে,—'হে অক্ষয় ক্ষরণশীল ইন্দ্রদেব! আমরা সর্ব্ববিধ যাগে আপনার উদ্দেশ্যে অন্ন সমর্পণ করিতেছি; আপনি আমাদের পুরুষার্থসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন।' 'সর্ব্ববিধ যাগে আপনার উদ্দেশ্যে অন্ন সমর্পণ করিতেছি'—

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদিগের সর্ববিধ অনুষ্ঠানে আমাদের মনে যে কামনা-বাসনার উদয় হয়, যে অহংজ্ঞান জন্মে, সে সকলই, এমন কি কাম্যবস্তু পর্য্যন্ত, আপনার চরণে উৎসর্গ করিলাম। আপনি তাহা গ্রহণ করুন অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে আমাদের হৃদয়-কন্দর হইতে কামনা-বাসনা-রূপ শত্রুনিচয় বিদূরিত হউক,—আপনি তাহাদের সংহার-সাধন করুন। আমাদিগকে সেই ক্ষমতা প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পুরুষার্থ-সাধনে সমর্থ হই। কামনা-বাসনা ত্যাগে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির বিষয় এবং অহংজ্ঞানের অবসানে পরাগতি-লাভের প্রসঙ্গ এই ঋকে সুপরিব্যক্ত। ভগবানের কর্ম্ম করিতে করিতে, কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিতে করিতে, যখন অহংজ্ঞানের লোপ হয়, তখনই পুরুষার্থ-সাধনের শক্তি আসে। তাঁহার অনুগ্রহে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব দৈববলের সঞ্চার হয়; কামনা-বাসনার মোহঘোর কাটিয়া যায়; রিপুশত্রুগণ পলায়ন করে। হৃদয় অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন মনোময়কে মনোরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার সামর্থ্য আসে। তখনই ঐকান্তিকতা জন্মে, তখনই তাঁহার প্রতি অনুরক্তি আসে। তখনই তাঁহাকে একৈকশরণ্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

ঋকে ইন্দ্রদেবকে "অক্ষিতোতিঃ" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'অক্ষিতঃ' এবং 'উতিঃ' শব্দদ্বয়ের সহযোগে ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অক্ষিতঃ' শব্দে 'ক্ষয়রহিত' এবং 'উতিঃ' শব্দে 'রক্ষণশীল' বা 'ক্ষরণশীল' অর্থ সূচিত হয়। এ বিশেষণে সেই পূর্ণব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি অক্ষর ক্ষয়রহিত, তিনি ক্ষরণশীল অর্থাৎ তাঁহার করুণা-ধারা অজস্রধারে ক্ষরিত হয়; তিনি রক্ষণশীল অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় রক্ষাকর্ত্তা দ্বিতীয় নাই। শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) তাই বলিয়াছেন,—

"মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥"

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ॥"

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

অর্থাৎ,—'এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু এবং সকলের সকল অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। জ্ঞান ও জ্যোতিঃ স্বরূপ এই অনন্ত ঈশ্বর সুনির্ম্মল পদপ্রাপ্তিবিধান করেন। তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু ও শাস্তা, সকলের আশ্রয় এবং সকলের সুহৃৎ। তিনি এক বর্ণহীন; তিনি প্রজাদিগের সমস্ত প্রয়োজনের বিষয় অবগত হইয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আন্তন্তমধ্য তাঁহাকে ব্যাপিয়া আছে। তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তিনি শুভ-বুদ্ধি প্রদান করেন।' তিনি আবার অখণ্ড রক্ষাকারী; অর্থাৎ,—তাঁহার রক্ষণকার্য্যের বিরাম নাই। ক্ষণমাত্র যাঁহার কৃপাকটাক্ষপাত না হইলে, কণামাত্র যাঁহার করুণাধারা না পাইলে, সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়; তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি সর্ব্বদা সৃষ্টি ধারণ ও রক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার করুণা-ধারা সর্ব্বদা বর্ষিত হইয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিতেছে। বারিরূপে তাঁহার করুণা-ধারা ক্ষরিত হইতেছে; মাতৃস্তন্যরূপে তাঁহার করুণাধারা ক্ষরিত হইতেছে; সূর্য্যের রশ্মিরূপে, স্নিগ্ধ চন্দ্রমারূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে, বরুণরূপে—তাঁহার করুণা ধারা প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতেছে। তাঁহার করুণার কি অন্ত আছে? তাই তাঁহার বিশেষণ—ক্ষরণশীল। তিনি অক্ষর বিকারহীন; তাই তিনি ক্ষয়রহিত। তিনি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ।

সেই অক্ষর ব্রহ্মের ভজনা কর; তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর। তোমার কলুষরাশি বিদূরিত হইবে,—তোমার অহংজ্ঞান দূরে যাইবে। তোমার কামনা-বাসনা লোপ পাইবে। তাঁহার চরণে 'অন্ন' সমর্পণ কর—তাঁহার চরণে ভক্তি উপহার দেও। তিনি তোমার সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ-সাধনের সামর্থ্য প্রদান করিবেন। সে সামর্থ্য লাভ করিতে পারিলে—তোমার সকল কর্ম্মের অবসান হইবে,—তাঁহার চরণে আত্মলীন হইতে পারিবে;—আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে পরমানন্দলাভে সমর্থ হইবে। ঋকে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখি।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

মা নোমর্ত্তা অভিদ্রুহন্ তনূনামিন্দ্রগির্বণঃ।

ঈশানোযবয়াবধং ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। নঃ। মর্ত্তাঃ। অভি। দ্রুহন্। তনূনাং। ইন্দ্র

গির্বণঃ। ঈশানঃ যবয়। বধং ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে গির্ব্বণঃ (স্তুত্য) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব) মর্ত্তাঃ (বিরোধিনো মনুষ্যা, মরুদাদয়ো বা) নঃ (অস্মাকং) তনূনাং (দেহানাং) মা অভিদ্রুহন্ (অভিতো দ্রোহং মা কুর্য্যুঃ মা হিংস্যুরিতি শেষঃ) ঈশানঃ (সমর্থঃ, প্রভুত্বং) বধং (বৈরিভিঃ সম্পাদ্যমানং নাশং) যবয়া (যবয়, পৃথক্ কুরু, নিবারয়, অস্মান্ রক্ষেতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে গির্ব্বণ ইন্দ্র! আমাদের বিরোধিগণ (অথবা মরুতাদি ভূতগণ) যেন আমাদের শরীরের হিংসা না করে (অথবা কেহ যেন আমাদের শত্রুতাচরণ না করে)। আপনি প্রভু—শত্রুদমনে সমর্থ। আপনি বৈরিকৃত হিংসা নিবারণ করুন অর্থাৎ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

সায়ণ-ভাষ্যং

হে গির্ব্বণ ইন্দ্র মর্ত্তা বিরোধিনো মনুষ্যা নোঽস্মদীয়ানাং তনূনাং শরীরাণাং মাভিদ্রুহন্। অভিতো দ্রোহং মা কুর্য্যুঃ। ঈশানঃ সমর্থস্ত্বং বধং বৈরিভিঃ সম্পাদ্যমানং যবয়। অস্মত্তঃ পৃথক্কুরু। মনুষ্যা ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু মর্ত্তা ব্রাতাইতি পঠিতং॥ মর্ত্তাঃ অসি হসিমৃগ্রিণ্বাঽমিদমিল্পূধূর্বিভ্যস্তন্নিতিতন্ নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অভি। এবমাদীনামন্তঃ ফিঃ ৪।১৩। দ্রুহন্। দ্রুহজিঘাংসায়াং। লিঙর্থেলেট্। পা০ ৩ ৪।৭। ইতি প্রার্থনায়াং লেট্। তস্য ঝি। পা০ ৩।৪।৭৮। ঝোঽন্তঃ। পা০ ৭।১।৩। ইতশ্চলোপঃপরস্মৈপদেষু। পা০ ৩।৪।৯৭। ইতীকারলোপঃ। শপোলুক। সার্ব্বধাতুকমপিৎ। পা০ ১।২।৪। ইতি ঙিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। পা০ ১।১।৪। তনূনাং। অসামর্থ্যান্ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। ইন্দ্র গির্ব্বণঃ। গতং। ঈশানঃ। ধাতোরনুদাত্তেত্ত্বাচ্ছপোলুকি লসার্ব্বধাতুকস্বানুদাত্তত্বে ধাতুস্বর-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে গীর্ব্বণঃ—অর্থাৎ স্তুতিস্বরূপবাক্যসমূহদ্বারা সেবিত ইন্দ্রদেব! বিরোধী মনুষ্যগণ, আমাদিগের শরীর সমূহের (প্রতি) সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যেন কোনরূপ দ্রোহ (হিংসা) করিতে না পারে। আপনি সমর্থ; (অতএব) শত্রুগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান হত্যাব্যাপার আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক করুন। (অর্থাৎ বৈরিগণ, যাহাতে আমাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত না হয় আপনি তাহার বিধান করুন)। "মনুষ্যাঃ" ইত্যাদি পঞ্চবিংশতি (পঁচিশ) সংখ্যক মনুষ্যনামের মধ্যে "মর্ত্তা ব্রাতাঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "মর্ত্তাঃ" এই পদটী, মরণার্থ মৃ ধাতুর উত্তর "হসিমৃগ্রিণ্বাঽমিদমিল্পূধূর্ব্বিভ্যস্তন্" এই সূত্র দ্বারা 'তন্' প্রত্যয় করিয়া 'অস্' প্রত্যয়ে (প্রথমার বহুবচনে) নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্ব হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অভি" এই পদটীর "এবাদীনামন্তঃ" (ফিঃ ৪।১৩) এই সূত্রানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দ্রুহন্" এই পদটীতে, জিঘাংসার্থ দ্রুহ্ ধাতুর উত্তর "লিঙর্থে লেট্" (পা০ ৩।৪।৭) এই সূত্রানুসারে প্রার্থনাতে লিঙ্—অর্থে লেট হইয়া (পা০ ৩।৪।৭৮) এই সূত্রানুসারে উক্ত লেট বিভক্তির স্থানে 'ঝি' আদেশ হইয়াছে। "ঝোঽন্তঃ" (পা০ ৭।১।৩) এই সূত্রানুসারে ঝি এর (একাদশ ব এর) স্থানে 'অন্ত' আদেশ হইয়াছে। "ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু" (পা০ ৩।৪।৯৭) এই সূত্রদ্বারা ঝি এর ইকারের এবং আগম শপের লোপ হইয়াছে। "সার্ব্বধাতুকমপিৎ" (পা০ ১।২।৪) এই সূত্রানুসারে উক্ত ঝি প্রত্যয়ের ঙিত্ত্ব হেতু লঘু উপধস্বরের (দ্রুহের উকারের) গুণ হইল না। "তনূনাং" এইস্থলে (অম্বয়ের) অসামর্থ্যপ্রযুক্ত (সামর্থ্য না থাকায়) পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। "ইন্দ্র" ও "গির্ব্বণঃ" এই দুইটী পদের স্বরাদি প্রক্রিয়া পূর্ব্বে বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। "ঈশানঃ" এইস্থলে ঈশ-ধাতুর ইৎ অনুদাত্ত হওয়ায় শপের লোপ হইলে, সার্ব্বধাতুক-লকারের অনুদাত্তত্ব প্রযুক্ত ধাতুস্বরটীই অবশিষ্ট রহিল।

এব শিষ্যতে। যবয়া। যৌতের্ণিচি সংজ্ঞাপূর্ব্বকোবিধিরনিত্যইতি বৃদ্ধির্নক্রিয়তে। অথবা যৌতীতি যবঃ। পচাদ্যচ্। পা° ৩।১।১৩৪। যবং করোতীত্যর্থে তৎকরোতি তদাচষ্টে। পা° ৩।১।২১।২৫। ইতি ণিচ্। ইষ্টবত্তাবাট্টিলোপঃ। পা° ৬।৪।১৫৫।১। তস্য স্থানিবত্তাবাদ্-বৃদ্ধ্যভাবঃ। পা° ১।১।৫৭। বধং। হনশ্চবধঃ। পা° ৩।৩।৭৬। ইতিভাবে অপ্ তৎ-সন্নিয়োগশিষ্টঃ স্থানিবত্তাবেনান্তোদাত্তো বধাদেশঃ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাপ উদাত্তত্বং ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে দশমোবর্গঃ ॥ ১০ ॥

* * *

দশম ঋকের বিশদার্থ।

—‡•‡—

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী এ ঋকের বিভিন্ন অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। একজন ব্যাখ্যাকারী এ ঋকের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়,—আর্য্যেরা যখন ভারতে আসিয়া উপনীত হন, সে সময়ে ভারতের কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসিগণ তাঁহাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে থাকে। সেই অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারা যেন ইন্দ্রদেবতার নিকট করুণ আবেদন করিতেছেন; বলিতেছেন,—'হে ইন্দ্রদেব! ভারতের আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় মনুষ্যগণ অমাদিগের দেহের যেন কোনরূপ পীড়া না জন্মায়। আপনি প্রতিকার-সমর্থ;

"যবয়া" এই পদটি, যু ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "সংজ্ঞা পূর্ব্বকো-বিধিরনিত্যঃ" অর্থাৎ সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধি অনিত্য হয় এই অনুশাসন বশতঃ উক্ত স্থলে বৃদ্ধি করা হয় নাই। অথবা যু ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে "পচাদ্যচ্" (পা° ৩।১।১৩৪) এই সূত্রানুসারে অচ্ প্রত্যয় করিয়া "যবঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত 'যব' শব্দের উত্তর "তৎকরোতিতদাচষ্টে" (পা° ৩।১।২১।২৫) এই অর্থে ণিচ্ করিয়া "ইষ্টবত্তাবাট্টি-লোপঃ"। (পা° ৪।৬।১৫৫।১) এই সূত্রে টি-এর লোপ হইয়াছে। এবং উক্ত টিলোপের স্থানিবত্তাব-হেতু পাণিনির (১।১।৫৭) এই সূত্রে বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। "বধং" এই পদটী "হনশ্চ বধঃ" (পা° ৩।৩।৭৬) এই সূত্রানুসারে হন ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং তাহার স্থানিবত্তাব হেতু অন্তোদাত্তস্বর বিশিষ্ট-বধ আদেশ হইয়াছে। (এস্থলে) উদাত্ত নিবৃত্তি-স্বর হেতু "অপ্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে দশমবর্গ সমাপ্ত।

• • •

আপনি তাহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' ব্যাখ্যাকারীর এইরূপ ব্যাখ্যার অনুসরণে বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন করা তো দূরের কথা; বেদকে কৃষকের গান, স্বার্থপর আর্য্যগণের জড়োপাসনা, ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। যাঁহারা বেদকে সেইরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতেই এরূপ ব্যাখ্যার কল্পনা হইয়া থাকে।

ভাষ্যকারও এই ঋকের প্রায় অনুরূপ অর্থই নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে মরণশীল মানুষগণের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ইন্দ্রদেব যেন কোনও ক্ষমতাশালী মনুষ্য, তিনি যেন স্তুতিপ্রিয়, তাঁহার যেন অস্ত্রবল সৈন্যবল প্রভুত পরিমাণে রহিয়াছে, তিনি যেন সেই সকল শত্রুকে অনায়াসে দমন করিতে পারেন,—ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'মৃ' ধাতুর সাধারণ অর্থ ধরিলে, 'মর্ত্ত্য' শব্দে 'মনুষ্য' অর্থই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার সেই হিসাবেই এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; তবে ভাষ্যকার অপেক্ষা ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যায় কল্পনা-বাহুল্য বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

এ মরভূমে মানুষই মানুষের শত্রু। পাছে কেহ তাঁহাদের শত্রুতাচরণ করে, এই জন্য মহামনা স্তাবকগণ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনি আমাদিগের সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহার প্রভাবে, সকলকেই আমরা মিত্র করিয়া লইতে পারি। কেহই যেন আমাদের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত না হয়। হিংসাদ্বেষাদি যেন কাহারও মনে উদয় না হয়; আমরাও যেন কাহারও হিংসা না করি। আমরা যেন পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হই। ঋকে এ ভাবও উপলব্ধি হইতে পারে।

কিন্তু 'মৃ' ধাতুর আর্ষ-অর্থ ধরিয়া লইয়া 'মর্ত্ত্য' শব্দে মরুৎ-প্রমুখ ভূতগণ অর্থ নিষ্পন্ন করিলে, এ ঋকে যে এক উচ্চ আদর্শের অবতারণা হইয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। মানুষের দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। দৈব বা ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বজ্রপতনাদি দ্বারা মানুষের যে দুঃখ সংঘটিত হয়, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ; ভূতগণের

প্রকোপে অর্থাৎ ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূতগঠিত দেহের যে পীড়া, তাহাই মানুষের আধিভৌতিক দুঃখ; আর বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাদি এবং কাম-ক্রোধাদিজনিত যে ব্যাধি, তাহাই আধ্যাত্মিক পীড়া। আধিভৌতিক দুঃখনাশে আধ্যাত্মিক দুঃখ দূরীকরণের ভাব এই ঋকে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ত্রিবিধ দুঃখ কি উপায়ে নিবারিত হইতে পারে? সকল শাস্ত্রেই সেই একই উপদেশ দৃষ্ট হয়। সকল শাস্ত্রই বলিয়াছেন,—তত্ত্বজ্ঞান-লাভে পুরুষার্থ-প্রভাবে সে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভবপর। সাংখ্য বলিয়াছেন,—'পুরুষার্থ-প্রভাবে ত্রিবিধ দুঃখ নাশ হইতে পারে; জ্ঞান লাভই সেই পুরুষার্থ।' বৈশেষিকের মতেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে।' জ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও জ্ঞানলাভেই যে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তদ্বিষয়ে মতান্তর নাই। পূর্ণব্রহ্মের বিমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইলে কি আর দুঃখে অভিভূত হইতে হয়!

এ ঋকে ইন্দ্রদেব সেই পূর্ণব্রহ্মরূপে পরিকল্পিত। তিনিই—জ্ঞান, তিনিই পরমপুরুষার্থ। সেই পুরুষার্থ-প্রভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ সামর্থ্যযুক্ত আর কে আছেন? ঋকে তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—আমরা পঞ্চভূতাদি জনিত দুঃখে অভিভূত হইতেছি; তাহারা প্রতিনিয়ত সংক্ষুব্ধ হইয়া নিত্য নূতন দুঃখের তাড়নে আমাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে; আপনি শান্ত না করিলে, বৈষম্যে সাম্য কিরূপে সংঘটিত হইবে, দেব! জ্ঞান-বর্ত্তিকা সাহায্যে আপনি পথ প্রদর্শন না করিলে কিরূপে চলিব, প্রভু! প্রভু আপনি; সামর্থ্যবান—আপনি; শত্রুদমনক্ষম—আপনি। আপনি যদি কৃপা করিয়া শত্রুগণকে দমন না করেন, কে তাহাদিগকে দমন করিবে, প্রভু! আপনি যদি পৌরুষ-সামর্থ্য প্রদান না করেন, দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে কিরূপে, দেব!

তাই ডাকি দেব! আপনি আগমন করুন; হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হউন। শত্রুগণের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইতেছি; তাহাদের প্রবল পীড়নে হৃদয়-রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে; সাম্যে বৈষম্য ঘটাইতেছে। তাই ডাকি দেব! হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করুন; প্রবল দস্যুর হিংসা নিবারিত হউক। আমাদিগের আশ্রয় বিধান করুন। আমরা নিরাশ্রয়,

আশ্রয়-বিহীন। আপনি আশ্রয় না দিলে—আপনি শত্রুভয় নিবারণ না করিলে, কে আর রক্ষা করিবে, প্রভু। আপনি সর্ব্বরক্ষণশীল, আপনি সর্ব্বধারণক্ষম, আপনি সর্ব্বসংহারক। শত্রু দমন করুন, হিংসা নিবারণ করুন, আমাদিগকে আশ্রয় দেন। ১০ ॥

—— * ——

তৃতীয়েন্দ্র-সূক্তানুক্রমণিকা।

—— ° ——

সুরূপেত্যাদিষু ষট্সূক্তেষু তৃতীয়স্য যুঞ্জন্তীতি সূক্তস্য মন্ত্রসংখ্যা ঋষিচ্ছন্দোদেবতাবিনিয়োগশ্চেত্যেতে পূর্ব্ববদবগন্তব্যাঃ। দশর্চে তস্মিন্ সূক্ত আদ্যাস্তিস্রোঽন্তিমা চেত্যেতাশ্চতস্র ঐন্দ্র্যঃ। আদহেত্যেতাং চতুর্থীমারভ্য ষডৃচো মারুত্যঃ। তাসু মধ্যে বীলু-চিদিন্দ্রেণেত্যেতে দ্বে ঋচৌ মারুত্যৌ সত্যাবৈন্দ্রাবপি ভবতঃ। তদেতৎ সর্ব্বমনুক্রমণি-কায়ামুক্তং। সুরূপকৃত্নুং দশৈন্দ্রমাতু যুঞ্জন্ত্যাদহেত্যেতাঃ ষণ্মারুত্যো বীলুচিদিন্দ্রেণেত্যৈন্দ্রৌ চেতি। এতস্মিন্ সূক্তে যুঞ্জন্তীত্যসৌ তৃচস্তৃতীয়ে রাত্রিপর্য্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনোঽনুরূপঃ। তথা চাতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতিখণ্ডে যোগে যোগে তবস্তরং যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং। আ° ৬।৪। ইতি সূত্রিতং॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ।

* * *

"সুরূপ" প্রভৃতি ছয়টি সূক্তের মধ্যে "যুঞ্জন্তি" ইত্যাদি তৃতীয় সূক্তের মন্ত্র, সংখ্যা, ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ এই সমুদায়ই পূর্ব্বের মত জানিতে হইবে। দশটী ঋক্‌বিশিষ্ট এই সূক্তের আদীভূত ঋক্‌ত্রয় এবং শেষোক্ত একটী ঋক্ এই ঋক্‌চতুষ্টয়ের দেবতা ইন্দ্র। "আদহ" ইত্যাদি চতুর্থী ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টী ঋক্ মারুতী। অর্থাৎ ইহাদিগের দেবতা মরুদ্‌গণ। সেই সকল ঋকের মধ্যে 'বীলুচিৎ' ও 'ইন্দ্রেণ' এই ঋকদ্বয়ের দেবতা মরুদ্‌গণ হইলেও ইন্দ্রও ইহাদের দেবতা হয়েন। সেই হেতুই এতৎ সমুদায় অনুক্রমণিকাতে উক্ত হইয়াছে। যথা—সুরূপকৃত্নুং ইত্যাদি দশটী ঋকের দেবতা ইন্দ্র; 'আতু', 'যুঞ্জন্তি', 'আদহ' ইত্যাদি ছয়টি ঋকের দেবতা মরুদ্‌গণ এবং 'বীলুচিৎ' ও 'ইন্দ্রেণ' এই ঋকদ্বয়ের দেবতা ইন্দ্র ইত্যাদি। এই সূক্তে 'যুঞ্জন্তি' এই তৃচ্ ('যুঞ্জন্তি' ইত্যাদি ঋকত্রয়) তৃতীয়রাত্রি পর্য্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (তন্নামক ঋত্বিকের) অনুরূপ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'অতিরাত্রে পর্য্যায়ানাং' এই খণ্ডে "[illegible] গে তবস্তরং যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমা ঋক্ [illegible] হইতেছে।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকং
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। একাদশো বর্গঃ।

ঐন্দ্র-সূক্তং।

এই সূক্ত—তৃতীয়ৈন্দ্র সূক্ত নামে অভিহিত। ইহাতে দশটী ঋক আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তের ন্যায় এ সূক্তেরও দেবতা—ইন্দ্র। তবে, ইহার একটু বিশেষত্ব এই যে, ইন্দ্র-দেবতার সঙ্গে সঙ্গে এই সূক্তের কয়েকটী ঋকে মরুৎ-দেবতার স্তুতি আছে। তদনুসারে বুঝিতে পারি,—এই সূক্তের প্রথম তিনটী ঋক এবং দশম ঋক সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্র-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত; চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম এবং নবম ঋক-চতুষ্টয় একমাত্র মরুৎ দেবতার উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত; পঞ্চম ও সপ্তম ঋকদ্বয় ইন্দ্র ও মরুৎ দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্র-দেবতার স্তুতিমূলক সূক্ত সমূহের মধ্যে বক্ষ্যমাণ সূক্তের ইহাই বিশেষত্ব।

"ম্রিয়তে প্রাণী যস্যাভাবাদিতি" এই অর্থে মৃ ধাতু হইতে 'মরুৎ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মরুৎ শব্দের অর্থ—বায়ু। হিন্দু-শাস্ত্রমতে মরুতের সংখ্যা—উনপঞ্চাশটি। পুরাণাদিতে মরুতের উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই,—'কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে উনপঞ্চাশ মরুতের জন্ম হয়। মতান্তরে আবার দেখি,—ইন্দ্রদেব গর্ভস্থ বায়ুকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করেন। বায়ু তাহাতে রোদন করিতে থাকেন। ইন্দ্রদেব তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলেন,—"মা রুদঃ" অর্থাৎ ক্রন্দন করিও না। ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ সম্বোধন জন্য বায়ুর নাম 'মরুৎ' হয়। তিনি ভ্রাতৃবৎসল; তাঁহার প্রভাবে সকলে সৌভ্রাত্র্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে,—কেহ কেহ মরুৎ-দেবত সম্বন্ধে এরূপও বলিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ইন্দ্রদেবতার সঙ্গে সঙ্গে, মরুৎ-দেবতার উপাসনা প্রসঙ্গে, এক অভিনব ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। বায়বীয়-সূক্ত-প্রসঙ্গে পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণ উক্ত হইয়াছে, এতৎসম্পর্কেও তাহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সকল সম্প্রদায়ই সেই ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শাস্ত্রমতে বায়ু ও মরুৎ অভিন্ন। বায়ু—বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন; এই পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে, জলে বৃক্ষপত্রের ন্যায়, ভাসমান রহিয়াছে। বায়ু জীবের জীবন। বায়ু ভিন্ন প্রাণীর প্রাণধারণ অসম্ভব হয়। আবার, যে পাঞ্চভৌতিক উপাদানে পৃথিবী সংগঠিত, বায়ু বা মরুৎ তাহার অন্যতম। ইন্দ্র মেঘাধিপতি; মরুৎ—মেঘের সহচর। মেঘের উদয় হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মরুৎ * বা বায়ু তাহার সহায়তার জন্য আসিয়া উদয় হয়। তাই ইন্দ্র ও মরুৎ একই সূত্রে সংগ্রথিত।

বায়বীয় সূক্তের প্রসঙ্গে বায়ুকে যেমন যোগ-ক্রিয়ার মূলীভূত বলা হইয়াছে; এতৎ-সূক্তপ্রসঙ্গে মরুৎকেও তেমনি যোগের সহায়ক বলা যাইতে পারে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ যোগ বলিয়া অভিহিত হয়। বায়ুনিরোধে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। চিত্তবৃত্তি-নিরোধে—বায়ু-সংযমনে, দৈহিক ক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে;—দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। তৃতীয়ৈন্দ্র-সূক্তে সেই যোগক্রিয়ার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যোগ-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—পূর্ণব্রহ্মের সামীপ্য-সাযুজ্যাদি লাভ,—আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ-সাধন। তিনি প্রাণবায়ুরূপে জীবের হৃদয়ে নিত্য-বিরাজিত। ভক্তির শৃঙ্খলে প্রীতির বন্ধনে তাঁহাকে মনোমন্দিরে আবদ্ধ করিবার ভাব, এই সূক্তে উপলব্ধি হয়।

তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি এক হইয়াও বহু, বহু হইয়াও এক। তিনি অরূপ; তিনি বহুরূপ; তাঁহার রূপের অন্ত নাই। তিনি নামহীন; আবার অনন্ত তাঁহার নাম। তিনি নির্গুণ গুণাতীত; কিন্তু তাঁহার গুণ-বিশেষণের অন্ত নাই। তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বশক্তিমান্। সম্ভব অসম্ভব—সকলই তাঁহাতে সম্ভব। তিনি বিরাট; তিনি ক্ষুদ্র, তিনি অণু। সান্ত মনে বিরাটের ধারণা করা বিষম বটে; কিন্তু তাই বলিয়া পশ্চাৎপদ হওয়ার প্রয়োজন নাই। তিনি অণু; অণু অণু পরিমাণে অগ্রসর হও; অণু অণু পরিমাণে তাঁহার ধারণা করিতে শিখ। পথ আপনিই সরল সুগম হইয়া আসিবে। মনে কর, এই বিশ্বযজ্ঞাগারে তুমি তাঁহার একজন সেবক মাত্র; মনে কর,—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সেই অদ্বিতীয় বিরাট-পুরুষেরই অংশমাত্র। যখন তোমার ঐ জ্ঞানের উদয় হইবে, যখন তুমি অণু-পরমাণুক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইবে; তখনই

* মুসলমানগণের কোরাণে মরুতের উপাখ্যান আছে। সেখানে মরুৎ দেবদূত বলিয়া পরিগণিত। মরুতের প্রসঙ্গে কোরাণে লিখিত আছে,—আদমের পুত্রগণের অত্যাচারে ধরিত্রী বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। স্বর্গীয় দূতগণ সে অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া অত্যাচার দমন জন্য পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হন। আদমের পুত্রগণের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য তিনি মরুৎ ও হারুৎ নামক দুই দূত প্রেরণ করেন। তাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতার সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। তাঁহাদের নৈপুণ্য দর্শনে জোহ্রা (শুক্রগ্রহ) নারীদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করেন। মরুৎ ও হারুৎ তাঁহার রূপলাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া পড়েন। রমণী-দেহধারী জোহ্রা স্বর্গে গমন করিলে, মরুৎ ও হারুৎ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু স্বর্গরক্ষক রিজ্‌বান তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রবেশ করিতে দেন না। এইরূপে তাঁহাদের রমণীসম্ভোগজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়। বিচারের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা বাবিলন নগরে অবরুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন।

দেখিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে,—'সিন্ধু হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও তরঙ্গ যেমন সিন্ধুরই অংশমাত্র—এক অভিন্ন; জীবাত্মাও তেমনই দৃশ্যতঃ পৃথক হইলেও সেই একই পরমাত্মার ব্যষ্টিবিকাশমাত্র। সর্ব্বতঃপ্রসারী একই সিন্ধুজল যেমন বিশাল মহাসমুদ্রের অংশবিশেষ লইয়া নামরূপ-গ্রহণে তরঙ্গ অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে; তেমনই একই পরমাত্মার অংশ-বিশেষ লইয়া নামরূপ-গ্রহণে পৃথিব্যাদি কীট-পতঙ্গ-স্থাবর-জঙ্গমাদির উদ্ভব হইয়াছে। সমুদ্রজলে মিশাইয়া গেলে নামরূপ হারাইয়া তরঙ্গ যেমন এক হইয়া যায়; স্থাবর-জঙ্গমাদিও সেইরূপ প্রলয়কালে নামরূপ হারাইয়া পরব্রহ্মে মিশিয়া যায়।

* * *

প্রথম মণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে ষষ্ঠং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য ঐন্দ্রসূক্তস্য প্রাতঃ-
সবনে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।

রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

। ব্রধ্নং। অরুষং। চরন্তং। পরি। তস্থুষঃ

রোচন্তে। রোচনাঃ। দিবি॥ ১॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

ব্রধ্নং (মহান্তমাদিত্যরূপং) অরুষং (অহিংসকং হিংসারহিতং হিংসকরহিতং বা অগ্নিরূপং) চরন্তং (সর্ব্বতঃ প্রসরন্তং সর্ব্বত্র চরণশীলং বা বায়ুরূপং) পরিতস্থুষঃ (স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদি লোকবাসিনঃ) যুঞ্জন্তি (সংবদ্ধং কুর্ব্বন্তি, অর্চ্চয়ন্তীতি যাবৎ) দিবি (দ্যুলোকে) রোচনাঃ (প্রকাশ স্বভাবাদীপ্তিমন্নক্ষত্রানি) রোচন্তে (প্রকাশন্তে, ভবত এব মহিমাং প্রকাশন্ত ইত্যর্থঃ)। ১ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি সূর্য্যরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন; আপনি অগ্নিরূপে দীপ্তিমান আছেন; আপনি বায়ুরূপে বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। (স্বর্গমর্ত্ত্যাদি) সর্ব্বলোকে আপনি সম্পূজিত হন। আপনার দীপ্তিশালী (প্রতিকৃতিরূপ নক্ষত্রগণ আকাশে প্রকাশমান হইয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রোহি পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ। পরমৈশ্বর্য্যং চাগ্নিবায়্বাদিত্যনক্ষত্ররূপেণাবস্থানাদুপপদ্যতে। ব্রধ্নমাদিত্যরূপেণাবস্থিতং। অরুষং। হিংসকরহিতাগ্নিরূপেণাবস্থিতং। চরন্তং। বায়ুরূপেণ সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রং পরিতস্থুষঃ পরিতোঽবস্থিতা লোকত্রয়বর্ত্তিনঃ প্রাণিনো যুঞ্জন্তি। স্বকীয়ে কর্ম্মণি দেবতাত্বেন সংবদ্ধং কুর্ব্বন্তি। তস্যৈবেন্দ্রস্য মূর্ত্তিবিশেষভূতা রোচনা নক্ষত্রাণি দিবি-দ্যুলোকে রোচন্তে। প্রকাশন্তে। অস্য মন্ত্রস্যোক্তার্থপরত্বং ব্রাহ্মণান্তরে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব, প্রকৃতই পরম-ঐশ্বর্য্যশালী, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্র-রূপে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহার পরমৈশ্বর্য্য উপপন্ন হইয়াছে। "ব্রধ্নং" অর্থাৎ যিনি আদিত্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। "অরুষং" অর্থাৎ যিনি হিংসাশূন্য-অগ্নিরূপে বিরাজমান। এবং "চরন্তং" অর্থে—যিনি বায়ুরূপে সর্ব্বত্র প্রবহনশীল তাদৃশ ইন্দ্রদেবকে "পরিতস্থুষঃ" অর্থাৎ স্বর্গাদি-লোকত্রয়াবস্থিত প্রাণিগণ (অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য) স্বকীয় অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মে, দেবতারূপে সম্বদ্ধ (সংযোজিত) করেন। সেই ইন্দ্রদেবেরই মূর্ত্তিবিশেষ (অংশ স্বরূপ) নক্ষত্রনিকর দ্যুলোকে (আকাশমণ্ডলে) প্রকাশিত রহিয়াছে। এই মন্ত্রের যে উক্তরূপ অর্থ, তাহা

ব্যাখ্যাতং। যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমিত্যাহ। অসৌ বা আদিত্যো ব্রধ্নঃ। আদিত্যমেবাস্মৈ যুনক্তি। অরুষমিত্যাহ। অগ্নির্বা অরুষঃ। অগ্নিমেবাস্মৈ যুনক্তি। চরন্তমিত্যাহ। বায়ুর্বৈ চরন্। বায়ুমেবাস্মৈ যুনক্তি। পরিতস্থুষঃ ইত্যাহ। ইমে বৈ লোকাঃ পরিতস্থুষঃ। ইমানেব লোকানস্মৈ যুনক্তি রোচন্তে রোচনা দিবীত্যাহ। নক্ষত্রাণি বৈ রোচনা দিবি। নক্ষত্রাণ্যেবাস্মৈ রোচয়ন্তীতি। পঞ্চবিংশতিসংখ্যকেষু মহন্নামসু মহো ব্রধ্নইতি পঠিতং। আদিত্যস্যাপি মহত্বাদেব ব্রধ্নত্বং॥ যুঞ্জন্তি। অন্তেঃ প্রত্যয়স্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। ব্রধ্নং। প্রাতিপদিকান্তোদাত্তঃ। অরুষং। রুষরিষহিংসার্থাঃ রোষন্তীতি রুষাহিংসকাঃ। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা০ ৩।১।১৩৫। ইতি কঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। ন সন্তি রুষা যস্যাসাবরুষঃ। নঞ্ সুভ্যাং। পা০ ৬।২।১৬২। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অমিপূর্ব্বঃ। পা০ ৬।১।১০৭। ইতি পূর্ব্বরূপে একাদেশউদাত্তেনোদাত্তঃ পা০ ৮।২।৫। ইত্যুদাত্তত্বং। চরন্তং। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। তস্থুষঃ। তিষ্ঠতের্লিটঃ কসুরাদেশঃ। পা০ ৩।২।১০৭। বস্বেকাজাদ্‌ঘসাং। পা০ ৭।২।৬৭।

ব্রাহ্মণান্তরে অর্থাৎ বেদের শাখাবিশেষে বলা হইয়াছে। যথা—এই আদিত্যই ব্রধ্ন; এই আদিত্যকেই ইঁহার জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রোদ্দেশে নিযুক্ত করা হয়। অরুষ অর্থে অগ্নিদেব, অগ্নিদেবকে ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। চরন্তং অর্থে বিচরণশীল বায়ু, ইঁহাকেও উক্ত ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। পরিতস্থুষ অর্থে এই পরিদৃশ্যমান লোকসমূহকে বুঝাইতেছে। এই লোকসমূহকে এই ইন্দ্রদেবের নিমিত্তই অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মে নিরত করা হইতেছে॥ 'রোচনা' বলিতে নক্ষত্র বুঝায়, এই নক্ষত্র সকলও ইঁহার জন্যই প্রকাশিত হইতেছে। পঞ্চবিংশতি (পঁচিশ) সংখ্যক মহৎ নামের মধ্যে "মহো ব্রধ্নঃ" এই দুইটী শব্দ পঠিত হইয়াছে। এই মহত্ব আছে বলিয়া আদিত্যদেবকেও ব্রধ্ন কহে। "যুঞ্জন্তি" এইস্থলে "অন্তির" প্রত্যয়-স্বর বলিয়া আদিস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। "ব্রধ্নং" এই পদটিতে প্রাতিপদিক অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। "অরুষং" এই স্থলে হিংসার্থক রুষ ধাতুর উত্তর 'রোষ যাহারা করে তাহারা "রুষাঃ" অর্থাৎ হিংসক এই অর্থে "ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ" (পা০ ৩।১।১৩৫) সূত্রানুসারে ক প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয় স্বর হেতু ইহার উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'যাহার হিংসাভাব নাই তিনিই অরুষ' এই বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" (পাং ৬।২।১৭২) এই সূত্রানুসারে ইহার উত্তরপদের অন্তস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। এবং "অমিপূর্ব্বঃ" (পা০ ৬।১।১০৭) এই সূত্রানুসারে "অম্" বিভক্তির পূর্ব্বরূপ হওয়ায় "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" (পা০ ৮।২।৫) এই নিয়মে উক্ত অম্ বিভক্তির স্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। "চরন্তং" এই পদটিতে "শপ্" আগমের পিত্ব নিবন্ধন (প ইৎ যায় বলিয়া) উক্ত শপ্ আগমের স্বরটী অনুদাত্ত হইয়াছে। "শতৃ" প্রত্যয়ের স্বরটি সার্ব্বধাতুক বলিয়া ধাতুস্বরটিই অবশিষ্ট হইয়াছে। "তস্থুষঃ" এই পদটীতে, পাণিনির (৩।২।১০৭) সূত্রানুসারে স্থা ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির স্থানে কসু (বস্) আদেশ করিয়া, এবং "বস্বেকাজাদ্‌ঘসাং" (পা০ ৭।২।১০৭) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত,

ইতীটমন্তরঙ্গমপি বাধিত্বা সংপ্রসারণং। সংপ্রসারণাশ্রয়ং চ বলীয় ইতি শসি পরতোভত্বাৎ। পা০ ১।৪।১৮। বসোঃ সংপ্রসারণং। পা০ ৬।৪।১৩১। পরপূর্ব্বত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চ। পা০ ৮।৩।৬০। ইতি ষত্বং। বসোঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। রোচন্তে। তিঙো লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং ধাতুস্বরএব। রোচনা। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা০ ২।২।১৪১। ইতি যুচ্। যুবোরনাকৌ। পা০ ৭।১।১। ইত্যনাদেশঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। দিবি। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ১ ॥

* * *

প্রথম ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের ব্যাখ্যায়ও বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন অভিনব মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে সূর্য্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জ নিশ্চল জড় পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য ঘোটকারোহণে ভ্রমণ করেন, তাৎকালিক জনসাধারণের সেইরূপ ধারণা ছিল,—ব্যাখ্যায় সে ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। জনৈক ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা হইতে প্রতিপন্ন হয়, আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্রপুঞ্জ সকলকেই দেবতার আসনে বসাইয়া স্তাবকগণ

অন্তরঙ্গ (অবশ্যম্ভাবী) ইটের আগম নিষিদ্ধ হইয়া সম্প্রসারণ অর্থাৎ বস্তুর (বস্তুর) ব-কারের স্থানে উ-কার হইয়াছে। এইস্থলে 'সম্প্রসারণাশ্রয় বলবান' এই নিয়ম নিবন্ধন "শসিপরতো ভত্বাৎ" (পাঃ ৩।৪।১৮) সূত্রানুসারে ভ সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া "বসোঃ সম্প্রসারণং" (পা০ ৬।৪।১৩১) এই সূত্রানুসারে বস্তুর ব-কারের সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। "শাসিবসিঘসীনাঞ্চ" (পা০ ৮।৩।৬০) এই সূত্র দ্বারা ষত্ব হইয়াছে। "বসু"র বকার জাত স্বরটী প্রত্যয়স্বর বলিয়া উদাত্ত হইয়াছে। "রোচন্তে" এই পদটিতে ধাতুমাত্র সাধারণ তিঙ্ (অন্তে) বিভক্তির স্বরটি অনুদাত্ত হইয়াছে এবং শপ্ আগমের স্বরটিও পিত্ব নিবন্ধন অনুদাত্ত হইয়াছে ও ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "রোচনা" এই পদটী "অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ" (পা০ ২।২।১৪১) এই সূত্রানুসারে রুচ্ ধাতুর উত্তর যুচ্ (যু) প্রত্যয়, ও "যুবোরনাকৌ" (পাঃ ৭।১।১) এই সূত্র দ্বারা উক্ত যুচের স্থানে অন্ আদেশ হইয়াছে। "চিতঃ" এই সূত্রানুসারে উক্ত পদটির অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্রানুসারে "দিবি" এই পদটীর বিভক্তি স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ১ ॥

* * *

তাঁহাদের পূজা-উপাসনা করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্ক অনুসরণে, বৈদিক মন্ত্র-সমূহকে 'কৃষকের গান—অসভ্য বর্ব্বর জাতির জড়োপাসনা' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই যে তাঁহাদের ঐরূপ ব্যাখ্যার অবতারণা, তাহা বলাই বাহুল্য। * এ সকল ব্যাখ্যায় ঋকের যে কোনই তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয় না, স্থূল দৃষ্টিতেই তাহা প্রতীয়মান হয়।

যত কিছু গোলযোগ—'অরুষ' শব্দ লইয়া। তাঁহারা 'অরুষ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ঘোটক। হিংসার্থ 'রুষ' ধাতু হইতে 'অরুষ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহার হিংসা নাই, অথবা যাঁহার হিংসক নাই, তিনিই 'অরুষ'। সুতরাং অরুষের ধাত্বর্থ ধরিয়া লইলে, 'অরুষ' শব্দে ঘোটক অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সেই ধাত্বর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ-

* রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ঋকের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—"চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা (ইন্দ্রের সহিত) হিংসকরহিত (অগ্নি) ও বিচরণকারী (বায়ুর) সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; নক্ষত্রগণ আকাশে দীপ্যমান রহিয়াছে।" টীকায় তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"এই ঋকের অর্থ অতিশয় অপরিষ্কার। সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে এবং সে অর্থের মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ যে, সূর্য্য অগ্নি বায়ু ও নক্ষত্রগণ কেবল ইন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিবিশেষ। কিন্তু মূলে ইন্দ্রের বা সূর্য্যের বা অগ্নির বা বায়ুর নাম নাই, কেবল বিশেষণগুলি আছে। সায়ণ অনুমান করিয়া দেবগণের নাম বসাইয়া দিয়াছেন। যথা, মূলে 'অরুষ' শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন 'হিংসকরহিত।' হিংসকরহিত কে? সায়ণ অনুমান করেন, অগ্নিকে বুঝাইতেছে। এরূপ অর্থ করায় Max Muller সম্মত নহেন, সুতরাং তিনি এ সূক্তের একেবারে ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন; যথা। 'Those who stand around him, while he moves on, harness the bright red steed; the lights of heaven shine forth.' তিনি বলেন 'অরুষের' আদি অর্থ লোহিতবর্ণ, এবং 'অরুষ' বিশেষ্য হইয়া ব্যবহৃত হইলে সূর্য্যের একটী অশ্বের নাম। Max Muller আরও বলেন,— এই সূর্য্যের লোহিতবর্ণ অশ্ব 'অরুষ' গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'Eros' নাম ধারণ করিয়া (Cupid in Latin) প্রেমের দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। Chips from a German Workshop Vol. II. (1867) P. 28 to 140. সূর্য্যের অশ্বগণের সাধারণ নাম—হরিৎ। সেইজন্য সূর্য্যকে হরিদশ্ব কহে। Max Muller বিবেচনা করেন, এই 'হরিৎ'গণ গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া Charites নাম ধারণ করিয়া (The Graces) পরম রূপবতী ও কমনীয় দেবীরূপে পূজিত হইতেন। Science of Language (1882) Vol II. P. 405 to 412.

নিষ্পন্ন করিলে, সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। 'সূর্য্য অশ্বে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন'—এ বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সুকঠিন। কিন্তু অরুষ শব্দে হিংসকরহিত বা হিংসারহিত অগ্নিদেবরূপে সেই ব্রহ্মের অন্যতম অভিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করিলে, ঋকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই অর্থই সমীচীন,—সেই অর্থই শাস্ত্রসম্মত।

একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, এ ঋকে এক উচ্চ-আদর্শের কল্পনা হইতে পারে। বুঝা যায়, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্র—সকলেই সেই একেরই অভিব্যক্তি, সকলেই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ। আর বুঝা যায়, তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন; আর সকলই তাঁহাতে ওতঃপ্রোতঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তিতে সেই ভাব পূর্ণ পরিব্যক্ত। ভীত চকিত অর্জ্জুন স্তবে বলিয়াছেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥"

তোমার দেহে দেবগণ, প্রাণিসমূহ, দিব্য, ঋষিগণ, সর্পগণ, এবং কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। তোমার বহু বাহু, বহু উদর, বহু বদন, বহু নেত্র—অনন্তরূপে তোমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি। কিন্তু তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই দেখিতেছি না। তুমি কিরীটী, গদাচক্রধারী, প্রচণ্ডপ্রভাবিশিষ্ট, অপ্রমেয়রূপ; তোমাকে

সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম; তুমি বেদিতব্য; তুমি বিশ্বের প্রধান আশ্রয়স্থান; তুমি শাশ্বত, সনাতন ধর্ম্মের পালক, চিরন্তন পুরুষ। তুমি আদি-মধ্য-অন্ত-রহিত, অনন্তবীর্য্যশালী, অনন্ত বাহু। সূর্য্যচন্দ্র তোমার নেত্রদ্বয়, দীপ্ত-হুতাশন তোমার বদন; আপন তেজে বিশ্বসন্তাপক তুমি। সমুদায় স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দিক্-সমূহ তুমি ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তোমার বিশ্বরূপ-দর্শনে ত্রিলোক সন্ত্রস্ত। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্য ও দেবগণ, বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ, পিতৃগণ, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ সকলেই তোমার দেহে বিরাজমান। ইত্যাদি। শ্রুতিতেও (কঠোপনিষদে) আছে,—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

অর্থাৎ—যেমন ভুবনপ্রবিষ্ট অগ্নিদেব এক হইয়াও প্রতিরূপ (যে রূপকে আশ্রয় করেন, সেইরূপ) প্রাপ্ত হন, সেইরূপ এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (ব্রহ্ম) পৃথক হইয়াও প্রতিরূপে বিরাজিত হন। ভুবন-প্রবিষ্ট বায়ুদেব যেমন এক হইয়াও বহুরূপ আশ্রয় করতঃ বহুরূপে প্রতিভাত হন; সেইরূপ এই এক পরমাত্মা বিভিন্ন আধারে অনুঃপ্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন, সূর্য্যদেব সকল লোকের চক্ষুঃ হইয়াও চাক্ষুষ বাহ্যদোষে লিপ্ত হয়েন না; সেইরূপ এই এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (ব্রহ্ম) লোক-দুঃখে লিপ্ত হয়েন না। যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বশী (ব্রহ্ম) এক হইয়াও এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করিতে সমর্থ হয়েন; সেই আত্মা ব্রহ্মকে যে ধীরগণ দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই শাশ্বত-সুখলাভের অধিকারী। অন্য কেহ সে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অনিত্য-

সমূহের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনা-সমূহের মধ্যে যিনি চেতনা, যিনি এক হইয়াও বহুর কামনা ধারণ কিম্বা পোষণ করিতেছেন; সেই আত্মস্থ ব্রহ্মকে যে ধীরগণ দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তিলাভের অধিকারী। তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি সে শান্তি-সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

এ ঋকে, একের সেই বহু রূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। নচেৎ, এ ঋকে অন্য কোনও অর্থ উপলব্ধ হয় না। যে ইন্দ্রদেব, সূর্য্যরূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি কি সেই ইন্দ্ররূপী পরব্রহ্ম নহেন। ঋকে সেই পরব্রহ্মের রূপগুণের ব্যাখ্যান হইয়াছে। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে তাহাই উপলব্ধি হয়; ভক্ত সাধক সেই ভাবেই এ ঋকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ১ ॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।

শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যুঞ্জন্তি। অস্য। কাম্যা। হরী। ইতি। বিঽপক্ষসা।

রথে। শোণা। ধৃষ্ণূ ইতি। নৃঽবাহসা ॥ ২ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

অস্য (ইন্দ্রস্য) রথে বিপক্ষসৌ (বিবিধে পক্ষসী যয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ) কাম্যা (কাময়িতব্যৌ, সুন্দরৌ) ধৃষ্ণূ (ধর্ষণশীলৌ, প্রগল্‌ভৌ) শোণা (বিচিত্রবর্ণৌ, ক্ষিপ্রগামিনৌ) নৃবাহসা (বীরবাহকৌ) হরী যুঞ্জন্তি (যোজয়ন্তি, সংযুক্তং কুর্ব্বন্তি)। ২॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেবের রথে কাম্য, ধৃষ্ণু, শোণা (অথবা লোহিতবর্ণবিশিষ্ট), নৃবাহক হরী সংযোজিত হইয়া থাকে। ২॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্য ব্রহ্মাদিপ্রতিপাদ্যস্যাদিত্যাদিমূর্ত্তিভিস্তত্র তত্রাবস্থিতস্যেন্দ্রস্য রথে হরী এতন্নামানৌ দ্বাবশ্বৌ সারথয়ো যুঞ্জন্তি। ইন্দ্রসম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্হরিনামত্বং হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেরিতি পঠিতত্বাৎ। কীদৃশৌ হরী। কাম্যা। কাময়িতব্যৌ। বিপক্ষসা। বিবিধে পক্ষসী রথস্য পার্শ্বে যয়োরশ্বয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ। রথস্য দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োর্যোজিতাবিত্যর্থঃ। শোণা। রক্তবর্ণৌ। ধৃষ্ণূ। প্রগল্‌ভৌ। নৃবাহসা। নৃণাং পুরুষাণামিন্দ্রতৎসারথিপ্রমুখানাং বোঢারৌ॥

অস্য ব্রহ্মমিত্যুক্তস্য পরামর্শাদিদমোঽশ্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ। পাং ২।৪।৩২। ইত্যশ্। শিত্বাৎ। পাং ১।১।৫৫। সর্ব্বাদেশোঽনুদাত্তঃ। বিভক্তিরনুদাত্তেত্যেতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই প্রকার ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ-প্রতিপাদ্য, আদিত্যাদি মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা সেই সেই স্থানে অবস্থিত ইন্দ্রদেবের রথে হরিনামক অশ্বদ্বয়কে সারথিগণ নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইন্দ্রদেবের অশ্বদ্বয়ের নাম হরি, কেন-না, ইন্দ্রদেবের অশ্ব—হরি এবং অগ্নিদেবের অশ্ব—রোহিত এই প্রকার পঠিত হইয়াছে। সেই অশ্বদ্বয় কিরূপ? (তাহাই ক্রমশঃ বলিতেছেন) "কাম্যা" অর্থাৎ কামনার বিষয়ীভূত "বিপক্ষসা" অর্থাৎ যাহাদিগের (শোভার্থ) রথের পার্শ্বদ্বয় বিচিত্রপ্রকার, ফলতঃ যাহারা রথের দুই পার্শ্বে (সুচারুভাবে) যোজিত হইয়াছে এবং "শোণা" অর্থাৎ রক্তবর্ণ, "ধৃষ্ণূ" অর্থাৎ অতি সুচতুর কর্ম্মদক্ষ, এবং "নৃবাহসা" অর্থাৎ ইন্দ্রদেব এবং তাঁহার সারথি-প্রমুখ-পুরুষগণের বহনকর্ত্তা।

"অস্য" এই পদটি "ব্রহ্মং", ইত্যাদি পদের পরামর্শক হওয়ায় (অর্থাৎ পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত ইন্দ্রদেবকে বুঝাইতেছে বলিয়া) "ইদমোঽশ্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ" (পাং ২।৪।৩২।) এই সূত্রানুসারে (ইদম শব্দের স্থানে) অশ্ (অ) আদেশ হইয়াছে এবং শিত্ব প্রযুক্ত (আদিষ্ট অশ্-এর শ-কার গিয়াছে বলিয়া) পাণিনির (১।১।৫৫) সূত্রানুসারে সর্ব্বাদেশ (সমস্ত ইদম শব্দের স্থানে অশ্ আদেশ) ও অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। এস্থলে বিভক্তিস্বর

সর্ব্বানুদাত্তত্বং। কাম্যা। কমুকান্তৌ। কমের্ণিঙ্। পা০ ৩।১।৩০। কময়তেরচোযৎ। পা০ ৩।১।৯৭। তিৎস্বরিতাপবাদত্বেন যতোঽনাবঃ। পা০ ৬।১।২১৩। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি দ্বিবচনস্য ডাদেশঃ। হরতোরথমিতি হরী। হৃপিষীত্যাদিনা উ০ ৪।১২০। ইন্ নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বিপক্ষসা। পচিবচিভ্যাং সুট্ চ। উ০ ৪।২১৯। ইতি পচের-সুন্। সুড়াগমঃ। বিভিন্নে পক্ষসী পার্শ্বে যয়োস্তৌ। বিশব্দো নিপাতত্বাদুদাত্তঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ সএব শিষ্যতে। দ্বিবচনস্য ডাদেশঃ। রথে। রমন্তেঽস্মিন্নিতি রথঃ। রমুক্রীড়ায়াং। হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কৃথন্। উ০ ২।২। ইতি কৃথন্। কিত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৩৭। মকারলোপঃ। নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। শোণা। শোণৃ বর্ণগত্যোঃ। গমনকরণত্বাৎ করণে ঘঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। ধৃষ্ণু। ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে। ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃক্নুঃ। পা০

অনুদাত্ত বলিয়াই সকল (দুইটি) স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে। কান্তি-অর্থক কমু (কম্) ধাতুর উত্তর "কমের্ণিঙ্" (পা০ ৩।১।৩০) এই সূত্রানুসারে ণিঙ্ এবং "অচোযৎ" (পা০ ৩।১।৯৭।) এই সূত্র দ্বারা বিহিত-যৎ-প্রত্যয়-লব্ধ কাম্যশব্দের উত্তর প্রথমার দ্বিবচন-স্থানে "সুপাংসুলুক্" এই সূত্র দ্বারা "ডা" (আ) আদেশ করিয়া "কাম্যা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিৎস্বরিতের অপবাদক "যতোঽনাবঃ"। (পা০ ৬।১।২১৩।) এই সূত্রানুসারে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যে রথকে হরণ করে" (অর্থাৎ দেশান্তরে লইয়া যায়) এই অর্থে হরণার্থক হৃঞ্ (হৃ) ধাতুর উত্তর "হৃপিষি" (উ০ ৪।১২০) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ইন্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমা বিভক্তির দ্বিবচনে "হরী" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বপ্রযুক্ত ইহার আদি স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিপক্ষসা" এই পদটি, "পচিবচিভ্যাংসুট্চ" (উ০ ৪।২১৯।) এই সূত্রানুসারে বি-পূর্ব্বক "পচি" (পচ্) ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় ও সুট্ আগম হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—যাহাদের (যে দুইএর) "পক্ষসী" অর্থাৎ পার্শ্বদ্বয় বিভিন্ন সেই অশ্বদ্বয়। বি শব্দটী নিপাত (অব্যয়) হওয়ায় ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হেতু সেই উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। উক্ত 'বিপক্ষস' শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচন স্থানে ডা আদেশ হইয়াছে। "ইহাতে ক্রীড়া করা যায়", এই হেতু ইহাকে রথ বলে এইরূপ অর্থে ক্রীড়ার্থক "রমু" (রম্) ধাতুর উত্তর "হনি কুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কৃথন" (উ০ ২।২) সূত্রানুসারে কৃথন প্রত্যয় করিয়া কিত্ব হেতু "অনুদাত্তোপদেশ" (পা০ ৬।৪।৩৭) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ধাতুর ম-কারের লোপ হইয়া সপ্তমীর একবচনে "রথে" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। নিৎস্বর হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বর্ণ ও গতি-অর্থক শোনৃ (শোণ্) ধাতুর উত্তর গমন করণত্ব-প্রযুক্ত অর্থাৎ গমনরূপক্রিয়ার কারণ হেতু ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ঞিত্ব-নিবন্ধন ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে, এবং "সুপাংসুলুক" এই সূত্রানুসারে বিভক্তির স্থানে "ডা" আদেশ হইয়া "শোণা" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "ধৃষ্ণু" এই পদটিতে প্রাগল্ভ্যার্থ ঞিধৃষা (ধৃষ) ধাতুর উত্তর "ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ" (পা০ ৩।২।১৪০)

৩।২।১৪০। ক্বিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। নৃবাহসা। নৄন্‌বহন্তইতি বহের্বহিহাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসি। উ° ৪।২২০। ইত্যসুন্‌। ণিদিত্যনুবৃত্তের্বৃদ্ধিঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন সএব শিষ্যতে ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ এইরূপ নিষ্পন্ন করা হয়,—'ইন্দ্রের রথে উভয় পার্শ্বে সারথিগণ (লোকগণ) অশ্বযোজনা করেন; সে অশ্ব কমনীয় কান্তি, বিচিত্র-বর্ণ (রক্তবর্ণ) বিশিষ্ট, প্রগল্‌ভ বা শত্রু-ধর্ষণশীল এবং নরগণের (ইন্দ্রের ও তাঁহার সারথি-প্রমুখ পুরুষগণের) বাহক।' ভাষ্যকারগণ ও ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই অধুনা এই অর্থের অনুসরণ করেন।

কিন্তু ঋকের মধ্যে ঐ সাধারণ অর্থের অতীত যে এক নিগূঢ় অর্থ আছে, তৎপ্রতি অতি অল্প জনেরই দৃষ্টি নিপতিত হয়। দেহধারী সাকার-দেবতা-রূপে যখন ইন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করা হয়, তখন তাঁহার অশ্বাদির বিষয় ঐরূপভাবে পরিকল্পিত হইতে পারে। কিন্তু রূপ দেখিতে দেখিতে, গুণের বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে, যখন তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, তখন ঐ ঋকের আর এক অনুপম আধ্যাত্মিক অর্থ হৃদয়ে বিকাশ পায়।

ঋকের অন্তর্গত "হরী" শব্দ এবং তাহার বিশেষণ কয়েকটির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ভাব-রাজ্যের নূতন স্তরে উপনীত হইতে হয়। 'হরী'

এই সূত্রানুসারে ক্বু (ত্বু) প্রত্যয় হইয়াছে। কিত্ত্ব-হেতু গুণের অভাব হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "নৃবাহসা" এই পদটিতে, "মনুষ্যগণকে বহন করে যাহারা", এই অর্থে "বহ" ধাতুর উত্তর "বহিহাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসি" (উঃ ৪।২২০) এই সূত্রানুসারে অসুন্ (অস্) প্রত্যয় হইয়াছে এবং "ণিৎ" এই অনুবৃত্তি থাকায় বৃদ্ধি হইয়াছে। নিত্ত্ব প্রযুক্ত ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কৃৎ-নিষ্পন্ন উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হেতু উক্ত উদাত্ত স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে ॥ ২ ॥

* *

শব্দে 'কিরণ' বা 'জ্যোতিঃ' অর্থ সঙ্গত হয়। 'সপ্তাশ্ব-যোজিত রথে সূর্য্যদেব বিচরণ করেন'—এরূপ স্থলে 'সপ্তকিরণ দ্বারা সূর্য্যদেব প্রকাশ-মান হন'—অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ অর্থ মনে করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'কিরণ বা জ্যোতিঃ অর্থ বুঝাইতে দ্বিবচনান্ত 'হরী' শব্দ প্রযুক্ত হইল কেন?' তাহারও কারণ আছে। আমরা মনে করি, এখানে 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান'—এই দুইয়ের জ্যোতিঃ বুঝাইতেছে। 'রথে'—কিনা 'মনোরথে'। অর্থাৎ, তোমার বা আমার মনোরথে যখন জ্ঞান-ভক্তির জ্যোতিঃ সংযুক্ত হইবে, তখনই ইন্দ্রদেব আসিবেন বা সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। রথে অশ্ব-সংযোগ বা মনোরথে জ্ঞান-ভক্তির জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিবে কে বা কাহারা? সারথিগণ। সারথিগণ বলিতে এখানে আমাদের 'সৎকর্ম্মনিবহ'—অর্থ সূচিত হইতেছে। সৎকর্ম্মের অন্ত নাই; এই জন্যই বহুবচনান্ত 'যুঞ্জন্তি' ক্রিয়াপদ রহিয়াছে। তবেই বুঝা যায়, আমরা আমাদের সৎকর্ম্মনিবহ দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির দিব্য-জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত করিতে পারিলেই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের (ইন্দ্রের) অধিষ্ঠান হয়। সারথিগণ কর্তৃক রথের উভয় পার্শ্বে অশ্বযোজনার ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এখন এক একটী বিশেষণের বিষয় অনুধাবন করুন। তাহাতেও ঐ অর্থই বিশদীকৃত হইয়া আসিবে। দেখুন—সেই যে 'হরী' (অশ্বদ্বয়), তাহারা কেমন? তাহারা 'কাম্যা' অর্থাৎ কামনার বস্তু। জ্ঞান ও ভক্তি কাহার না কামনার সামগ্রী? জ্ঞানের অন্বেষণে, ভক্তির অনুসরণে, সারা সংসার বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে না কি? সুতরাং উহার বিশেষণ হইয়াছে—'কাম্যা'। আর বিশেষণ—'বিপক্ষসা'। ঐ শব্দের অর্থ—বিভিন্ন পক্ষে বা পার্শ্বে সংযুক্ত। বড় সমীচীন সুসঙ্গত বিশেষণ—'বিপক্ষসা'। জ্ঞান ও ভক্তি যে বিভিন্ন পার্শ্ব বা বিভিন্ন পক্ষ—এ সাক্ষ্য, জ্ঞানবাদীদিগের এবং ভক্তি-মার্গীদিগের বিতণ্ডার মধ্যে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত হয়। অপিচ, দুইয়ের সমন্বয়-সংযোগে রথ চলে—মুক্তি অধিগত হয়। ফলতঃ, সৎকর্ম্ম-নিবহদ্বারা জ্ঞান-ভক্তি দুইকে মনোরথে সংযুক্ত কর, তোমার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে,—এই ঋক ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

অতঃপর অপর তিনটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। সেই

'হরী' (অশ্বদ্বয়) আর কেমন? তাহারা 'শোণা' অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। জ্ঞান ও ভক্তির বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিষয় নিত্য-পরিদৃষ্ট নহে কি? কত রূপে, কত ভাবে, কত দিক দিয়া, জ্ঞানের ও ভক্তির স্ফূর্ত্তিলাভ হয়;—তাহার ইয়ত্তা আছে কি? জ্ঞান-ভক্তির যে নানা অঙ্গ, নানা প্রকারভেদ আছে, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে। 'ধৃষ্ণূ' শব্দের অর্থ শত্রুধর্ষণশীল। কাম-ক্রোধাদি রিপুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু। হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির উদয়ে তাহারা বিমর্দ্দিত হয়। সেই অর্থেই 'ধৃষ্ণূ'—শব্দের সার্থকতা। শেষ বিশেষণ—'নৃবাহসা' অর্থাৎ নরগণের বহনকারী। জ্ঞান-ভক্তিই যে মানুষকে ভগবৎ-সমীপে বহন করিয়া লইয়া যায়, এখানে সেই ভাব প্রকাশমান্ রহিয়াছে।

ফলতঃ ঋকে বলা হইয়াছে,—'তোমার সৎকর্ম্মনিবহ-রূপ সারথিগণ দ্বারা তোমার মনোরথের উভয় পার্শ্বে জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ হরিদ্বয় সংযোজিত কর। তদ্দ্বারা তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে, তুমি ভগবৎ-পাদপদ্মে সংবাহিত হইবে।' ইহাই ঋকের আধ্যাত্মিক অর্থ। (১ম, ৬সূ, ২ঋ।)

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে।

সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কেতুং। কৃণ্বন্। অকেতবে। পেশঃ। মর্য্যাঃ। অপেশসে।

সং। উষৎভিঃ। অজায়থাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে 'মর্য্যাঃ' (হে মরণধর্ম্মা মনুষ্যাঃ, হে অস্তগমনরূপমরণধর্ম্মশীল সূর্য্যাত্মক-ইন্দ্রদেব, —অত্রব্যত্যয়েনৈকবচনং, হে জ্যোতির্ম্ময়) 'অকেতবে' (রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞান-রহিতায় প্রাণিনে, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নানাং জনানাং) 'কেতুং' (প্রজ্ঞানং) 'কৃণ্বন্' (কুর্ব্বন্) 'অপেশসে' (রাত্র্যবন্ধকারাবৃতত্বেনানভিব্যক্তত্বাৎ রূপরহিতায় পদার্থায় অরূপায় ইত্যর্থঃ) 'পেশঃ' 'কৃণ্বন' (রূপং প্রকাশয়ন্, প্রাতরন্ধকারনিবারণেন পেশোরূপমভিব্যজ্যমানং কুর্ব্বন্) 'উষদ্ভিঃ' (উষঃকালৈঃ) 'সম্ অজায়থাঃ' (সমুদিতবান্)। (১ম—৬সূ—৩ঋ।)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্যোতির্ম্ময় ইন্দ্রদেব! আপনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন-জনের জ্ঞান দান করিয়া, অরূপে রূপের বিকাশ দেখাইয়া, প্রতি ঊষায় প্রকাশমান্ হয়েন।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে মর্য্যা মনুষ্যা ইদমাশ্চর্য্যং পশ্যতেত্যধ্যাহারঃ। কিমাশ্চর্য্যমিতি তদুচ্যতে। আদিত্যরূপোঽয়মিন্দ্র উষদ্ভির্দাহকৈ রশ্মিভিঃ প্রতিদিনমুষঃকালৈর্বা সংভূয়াজায়থাঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে "মর্য্যাঃ" অর্থাৎ মনুষ্যগণ! 'তোমরা এই আশ্চর্য্য দর্শন কর' এইরূপ অধ্যাহার (অতিরিক্ত সমাবেশ) করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা কথিত হইতেছে। আদিত্যরূপী এই ইন্দ্রদেব, দাহজনক রশ্মিসমূহের সহিত অথবা উষাকালের সহিত একত্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। কিম্বা অস্তসময়ে সূর্য্যদেবেরই মরণ উপচার

উদপদ্যত। অথবা সূর্য্যস্তৈবাত্তময়ে মরণমুপচর্য্য। ব্যত্যয়েন বহুবচনং কৃত্বা সম্বোধনং ক্রিয়তে। হে মর্য্য প্রতিদিনং সমজায়থা ইতি যোজ্যং। কিং কুর্ব্বন্। অপেশসে রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞানরহিতায় প্রাণিনে কেতুং কৃণ্বন্। প্রাতঃ প্রজ্ঞানং কুর্ব্বন্। অপেশসে রাত্রাবন্ধকারাবৃতত্বেনানভিব্যক্তত্বাদ্রূপরহিতায় পদার্থায় প্রাতরন্ধকারনিবারণেন পেশোরূপমভিব্যজ্যমানং কুর্ব্বন্॥

পেশ ইতিরূপনাম পিংশতেরিতি যাস্কঃ। অকেতবেঽপেশস ইতি চতুর্থ্যৌ ষষ্ঠ্যর্থে দ্রষ্টব্যৌ। কেতুং। প্রাতিপদিকস্বরঃ। কৃণ্বন্। কৃবিহিংসাকরণয়োশ্চ। লটঃ শত্রাদেশঃ। ইদিতোনুম্ধাতোঃ। পা° ৭।১।৫৮। ইতি নুমাগমঃ। কর্ত্তরি শপি প্রাপ্তে ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ। পা° ৩।১।৮০। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন বকারস্য চাকারঃ। অতোলোপঃ। পা° ৬।৪।৪৮। ইত্যকারলোপঃ। তস্য স্থানিবদ্ভাবাৎ পূর্ব্বস্য লঘূপধগুণো ন ভবতি। পা° ৭।৩।৮৬। অকারস্য প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। অকেতবে। বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যাং। পা° ৬।২।১৭২। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। পেশঃ। নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য। ফি° ২।৩। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। মর্য্যাঃ। ছন্দসি নিষ্টর্ক্যেত্যাদৌ। পা° ৩।১।১২৩। ম্রিয়তের্নিপাতঃ।

(স্বীকার) করিয়া একবচনের বিনিময়ে বহুবচন (মর্য্যাঃ) করতঃ সম্বোধন করা হইতেছে। হে মর্য্য—অর্থাৎ মরণশীল সূর্য্যদেব! আপনি প্রতিদিন জন্মিয়া থাকেন—এই প্রকার যোজনা করিতে হইবে। কি করিতে জন্মিয়া থাকেন?—রাত্রিকালে নিদ্রাভিভূত বলিয়া জ্ঞানরহিত প্রাণিসমূহকে প্রাতঃকালে প্রজ্ঞাযুক্ত করিতে এবং রাত্রিকালে অন্ধকারে আবৃত বলিয়া স্বকীয় রূপরহিত-পদার্থকে অন্ধকার নিবারণ দ্বারা প্রাতঃকালে রূপযুক্ত করিতে।

যাস্ক বলেন,—"পেশঃ" এই পদটি রূপবাচক। পিশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অকেতবে" ও "অপেশসে" এই দুই পদে ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থীর প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "কেতুং" এই পদে প্রাতিপদিকস্বর। হিংসা এবং করণার্থক "কৃবি" (কৃব্) ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ আদেশ করিয়া "ইদিতোনুম্ধাতোঃ" (পাঃ ৭।১।৫৮) এই সূত্রানুসারে নুম্ (ন) আগম এবং কর্তৃবাচ্যে শপের প্রাপ্তিস্থলে "ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ" (পা° ৩।১৮০।) এই সূত্রানুসারে "উ" প্রত্যয় হইয়াছে; এবং তাহার (উকারের) সন্নিয়োগ হেতু বকার স্থানে অকার ও "অতোলোপঃ" (পা° ৬।৪।৪৮।) এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ করিয়া "কৃণ্বন্" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইস্থলে পাণিনির (৭।৩।৮৬।) সূত্রানুসারে উক্ত অকারের স্থানিবদ্ভাব হওয়ায় পূর্ব্বের উপান্ত্য লঘুস্বরের গুণ হয় নাই। প্রত্যয়স্বরনিবন্ধন ইহার অকারটি উদাত্ত হইয়াছে। "অকেতবে" এই পদে "বহুব্রীহৌ-নঞ্সুভ্যাং" (পা° ৬।২।১৭২।) সূত্রানুসারে উত্তর পদের (পরপদের) অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "পেশঃ" এই পদটিতে "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" (ফিঃ ২।৩।) এই সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মর্য্যাঃ" এই পদটি "ছন্দসি নিষ্টর্ক্য" (পাঃ ৩।১।১২৩।) ইত্যাদি সূত্রানুসারে মৃঙ্ ধাতুর উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ

আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। অসামর্থ্যাৎ পূর্ব্বস্য ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। অপেশসে। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তর পদান্তোদাত্তত্বং। সং। নিপাতআদ্যুদাত্তঃ। উষদ্ভিঃ। উষপ্লুষদাহে। জ্বলন্তিঃ রশ্মিভিঃ। লটঃ শত্রাদেশে শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। সার্ব্বধাতুকমপিৎ। পাঃ ১।২।৪। ইতি তস্য ঙিত্বাল্লঘূপধগুণো ন ভবতি। শস্য প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। উপরি শতুরদুপদেশাৎ সার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। একাদেশউদাত্তেনোদাত্তঃ। অজায়থাঃ। অজায়তেত্যর্থে পুরুষ-ব্যত্যয়ে। নিঘাতঃ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক যেন মনুষ্যগণকে (মর্য্যাঃ) সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; সাধারণতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। তদনুসারে ঋকে যেন বলা হইতেছে,—'হে মনুষ্যগণ! এই আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যরূপ ইন্দ্রদেব, রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া, নিদ্রায় সংজ্ঞা দান করিয়া, অন্ধকারাবৃত অদৃশ্য সুতরাং রূপরহিত পদার্থে রূপ দান করিয়া, প্রতি উষাকালে রশ্মিমান্ হইয়া উদিত হন।' এ অর্থে, রাত্রির অন্ধকার দূর করায়, তাঁহার

হইয়াছে। এইস্থলে আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। অসামর্থ্যপ্রযুক্ত (অন্বয়ের অভাবপ্রযুক্ত) পূর্ব্ব পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। "অপেশসে" এই পদে "নঞ্‌সুভ্যাং" এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সং" এই পদটী নিপাত অর্থাৎ অব্যয় বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উষদ্ভিঃ" এই পদটি, দাহ-বাচক উষ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ আদেশ করিয়া তৃতীয়াবিভক্তির বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে শপের প্রাপ্তিস্থলে ব্যত্যয়ে অর্থাৎ বিকল্পে শ আগম করিয়া "সার্ব্বধাতু-কমপিৎ" (পাঃ ১।২।৪।) সূত্রানুসারে তাহার ঙিত্ব প্রযুক্ত উপান্ত লঘু স্বরের গুণ হয় নাই। প্রত্যয়স্বর নিবন্ধন শ-আগমটী উদাত্ত। শতৃ প্রত্যয়ের অৎ উপদেশ হেতু (অর্থাৎ "শতৃ"র অৎ থাকে বলিয়া) ধাতুমাত্র সাধারণ অনুদাত্তস্বর হইয়াছে; এবং "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রানুসারে অবশিষ্ট স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অজায়থাঃ" এই পদটী "অজায়ত" এই অর্থে প্রথম পুরুষের ব্যত্যয়ে মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ হইয়াছে; এবং ইহার নিঘাতস্বর হইয়াছে ॥ ৩ ॥

* * *

জগৎপ্রকাশক ভাব ব্যক্ত হইতেছে; আর স্তবকর্ত্তা যেন তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।

আর এক ব্যাখ্যায় দেখি,—ইন্দ্রদেবকে একজন যোদ্ধপুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সে স্থলে 'উষদ্ভিঃ' শব্দে 'আগ্নেয়াস্ত্রধারিভিঃ', 'কেতুং' শব্দে 'পতাকা' এবং 'পেশঃ' শব্দে 'সৌন্দর্য্য' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া বলা হইতেছে,—তিনি আগ্নেয়াস্ত্রাদি দ্বারা বিজয়-পতাকা উড্ডীন পূর্ব্বক 'অকেতবে' অর্থাৎ অপ্রধানকে প্রধান এবং 'অপেশসে' অর্থাৎ কুৎসিৎকে সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন; এবং তাহাতে তাঁহার অপ্রতিহত-প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। এ ক্ষেত্রে 'মর্য্যাঃ' শব্দ, সম্বোধন না বলিয়া উহাকে 'মর্য্যম্' (মনুষ্যকে) অর্থাৎ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদ-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে এ ঋকের অর্থ অতি উচ্চ। এখানে শ্রুতির (কঠোপনিষদের) সেই অমূল্য বাণী স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। মনে পড়ে,—

'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।'

এই বিশ্ব, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশমান্ হইতেছে; তাঁহারই জ্যোতিঃ, সকলকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া রাখিয়াছে।

অজ্ঞান-অন্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য লোপ পাইয়াছে। সাধক তাই কাতর-কণ্ঠে ডাকিতেছেন,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন। আমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে একবার জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হউক। আঁধারে তুমি রূপ লুকাইয়া অরূপ হইয়া আছ; তোমারই আলোকে তোমার স্বরূপ একবার আমায় দেখাইয়া দেও। উষার সঙ্গে সঙ্গে জগজ্জীবনের বিকাশে জগৎ যেমন প্রকাশ পায়, আমারও হৃদয়ে সেইরূপ উষার আলোক-রূপে উদয় হইয়া তুমি সকল অন্ধকার দূর কর। জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞান-আঁধার দূর হউক, আমার ন্যায় অরূপকে কুৎসিৎকে পাপীকে পরিত্রাণ (স্বরূপ সুন্দর) কর।' ইহাই এ ঋকের ফলিতার্থ।

——§ * §——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে।

দধানা নাম যজ্ঞিয়ং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আৎ। অহ। স্বধাং। অনু। পুনঃ। গর্ভঽত্বং। আঽঈরিরে।

দধানাঃ। নাম। যজ্ঞিয়ং ॥ ৪ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'আদহ' (অনন্তরং, অজ্ঞানান্ধকারনাশাৎপরং, দিব্যজ্ঞানলাভানন্তরং) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞার্হং, প্রকৃতযাজ্ঞিকং) 'নাম' (সংজ্ঞাং) 'দধানাঃ' (ধারয়ন্তঃ, প্রকৃত-যাজ্ঞিকজনা ইতি ভাবঃ) 'স্বধাং' (মন্ত্রং, মন্ত্ররূপব্রহ্ম) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, ধ্যায়ন্) 'পুনর্গর্ভত্বং (নবজীবনত্বং, মুক্তপুরুষ-স্বরূপং) 'এরিরে' (সম্যক্ প্রাপ্তাঃ)।—(১ম, ৬সূ, ৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানান্ধকার-নাশের পর (পূর্ব্ব ঋক অনুসারে) প্রকৃত যাজ্ঞিকনাম-ধেয় জন, মন্ত্র-রূপ ব্রহ্মের অনুধ্যান-পূর্ব্বক, মুক্তপুরুষলক্ষণ নবজীবন লাভ করেন।—(১ম, ৬সূ, ৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রাস্তি বিশেষবিনিয়োগঃ। চতুর্বিংশেঽহনি প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্র আদহ স্বধামন্বিতি দ্বে ঋচৌ। ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষস ইত্যেকা। অয়ং তৃচঃ ষড়হস্তোত্রিয়সংজ্ঞকঃ। তথা চ সূত্রিতং চতুর্বিংশে হোতাজনিষ্টেতিখণ্ডে। ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষস আদহস্বধামন্বিত্যেকা দ্বে চ। আ০ ৭।২। ইতি। যদ্যপ্যেতদৈন্দ্রং সূক্তং তথাপ্যাদহেত্যাদিষু ষট্সু মরুতো বর্ণ্যন্তে। প্রায়েণৈন্দ্রে মরুত ইত্যনুক্রমণিকায়ামুক্তত্বাৎ। আ০ পরি০ ১।২। আদিত্যয়মানন্তর্য্যার্থে নিপাতঃ। অহেত্যবধারণার্থঃ। আদহ বর্ষর্তোরনন্তরমেব। স্বধামনু। ইতঃপরং জনিষ্যমাণমন্নমুদকং বানুলক্ষ্য মরুতো দেবা গর্ভত্বমেরিরে। মেঘমধ্যে জলস্য গর্ভাকারং প্রেরিতবন্তঃ। জলস্য কর্ত্তারং পর্জন্যং প্রেরিতবন্তঃ। প্রতি সম্বৎসরমেবং কুর্বন্তীতি দর্শয়িতুং পুনঃশব্দঃ প্রযুক্তঃ। কীদৃশা মরুতঃ। যজ্ঞিয়ং। যজ্ঞার্হং নাম দধানাঃ। ধারয়ন্তঃ। সপ্তসু গণেষু মরুতামীদৃঙ্চান্যাদৃঙ্ চেত্যাদিনী যজ্ঞযোগ্যানি নামান্যন্যত্রাম্নাতানি।

অন্ধ ইত্যাদিষষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু অন্ননামসূর্ক্ রসঃ স্বধেতি পঠিতং। অর্ণ ইত্যাদিষ্বেকশতসংখ্যাকেষূদকনামসু তেজঃস্বধাক্ষরমিতি পঠিতং। আৎ। অহ। নিপাতাবাদ্যুদাত্তৌ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে এই প্রকার বিশেষ বিনিয়োগ আছে—চব্বিশদিনে প্রাতঃসবনে, ব্রাহ্মণচ্ছংসির (তন্নামক ঋত্বিকের) শস্ত্র মন্ত্ররূপে "আদহ স্বধামনু" প্রভৃতি দুইটী ঋক্ এবং "ইন্দ্রেণ সংহি দৃক্ষসে" এই একটি ঋক্ পঠিত হইয়া থাকে। এই ঋকত্রয়াত্মক তৃচটী ষড়হস্তোত্রিয়নামক। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে, চতুর্ব্বিংশ "হোতাজনিষ্টা" ইত্যাদি খণ্ডে "ইন্দ্রেণ সংহি দৃক্ষস আদহস্বধামনু" এই ঋক্ এবং অপর দুইটি ঋক্ সূত্রিত হইয়াছে। (আঃ ৭।২) যদিও ইহা ঐন্দ্র-সূক্ত নামে অভিহিত, তথাপি "আদহ" ইত্যাদি ছয়টি ঋকে বায়ুগণ বর্ণিত হইতেছেন। যেহেতু অনুক্রমণিকাতে 'ঐন্দ্র-সূক্তে মরুদ্‌গণ প্রায়শঃই অভিহিত হয়েন', এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। (অঃ পরিঃ ১।২) "আৎ" এই পদটি আনন্তর্য্য অর্থে এবং "অহ" এই পদটী অবধারণ অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "আদহ" অর্থাৎ বর্ষা ঋতুর পরই। অর্থাৎ ইহার পর জন্মিবে যে অন্ন অথবা উদক, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বায়ুদেবগণ মেঘের মধ্যে জলের গর্ভাকার প্রেরণ করিয়া থাকেন। জলের কর্ত্তা যে পর্জ্জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রদেব কিম্বা মেঘ, তাহাকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। "প্রতি বৎসর এইরূপ করিয়া থাকেন", ইহা দেখাইবার নিমিত্ত পুনঃ শব্দটী মন্ত্র মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। মরুদ্‌গণ কিরূপ? "যজ্ঞিয়ং" অর্থাৎ যাঁহারা যজ্ঞার্হ নামকে ধারণ করিয়াছেন।

সপ্তসংখ্যক গণদেবতার মধ্যে মরুৎ-সমূহের "ঈদৃঙ্ চ" "অন্যাদৃঙ্ চ" ইত্যাদি যজ্ঞযোগ্য নাম-সমূহ অন্য স্থলে পঠিত হইয়াছে। "অন্ধঃ" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি (আটাইশ) সংখ্যক অন্ন নামের মধ্যে "ঊর্ক্ রসঃ স্বধা" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "অর্ণঃ" ইত্যাদি একশত-সংখ্যক উদক নামের মধ্যে "তেজঃ স্বধাক্ষরং"

স্বধা। স্বং লোকং দধাতি পুষ্ণাতীতি স্বধা। আতোঽনুপসর্গেকঃ। পা০ ৩।২।৩। কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। অনুপুনঃশব্দৌ নিপাতাবাদ্যুদাত্তৌ। গর্ভস্য ভাবো গর্ভত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। এরিরে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদীরগতাবিত্যস্মাদনুদাত্তেতঃ পরস্য লিটোঝস্য। পা০ ৩।৪।৮১। ইরেচ্। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। সহসুপা। পা০ ২।১।৪। ইত্যত্র সুপেতি যোগবিভাগাদাঙা সহ তিঙঃ সমাসেঽপি সমাসস্য। পা০ ৬।১।২২৩। ইত্যন্তোদাত্তত্বং। ইজাদেশ্চ গুরুমতোঽনৃচ্ছঃ। পা০ ৩।১।৩৬। ইত্যাম্ ন ভবতি মন্ত্রত্বাৎ। অহশব্দযোগান্নিঘাতাভাবঃ। তুপশ্যপশ্যতাহৈঃ-পূজায়াং। পা০ ৮।১।৩৯। ইতি নিষেধাৎ। দধানাঃ। শানচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তেঽভ্যস্তানামাদিঃ। পা০ ৬।১।১৮৯। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যজ্ঞমর্হতি যজ্ঞিয়ং। যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ। পা০ ৫।১।৭১। ইতি ঘপ্রত্যয়ঃ। আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাং। পা০ ৭।১।২। ইতীয়াদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ ॥ ৪ ॥

* * *

এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "আৎ" এবং "অহ" এই পদদ্বয় নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া, ইহাদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্বধা" এই পদটী "স্বকীয় লোককে ধারণ ও পোষণ করে" এই অর্থে "আতোঽনুপসর্গে কঃ" (পা০ ৩।২।৩) এই সূত্র দ্বারা ক প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কৃৎ প্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে (পরপদে) প্রকৃতিস্বর (উদাত্তস্বর) হইয়াছে। "অনু" ও "পুনঃ" এই শব্দদ্বয় নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহা-দিগের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। গর্ভের ভাব "গর্ভত্ব"। এই গর্ভত্ব শব্দে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ ও গত্যর্থ আঙ্ পূর্ব্বক ঈর ধাতুর উত্তর লিট বিভক্তির আত্মনে পদের প্রথম পুরুষের বহুবচনে "এরিরে" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অনুদাত্ত ইতের পর লিটের ঝ-এর স্থানে পাণিনির (৩।৪।৮১) সূত্র দ্বারা ইরেচ্ আদেশ হইয়াছে। আদিষ্ট 'ইরেচ্'এর চিত্ত্ব হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সহ সুপা" (পা০ ২।১।৪) এই সূত্র দ্বারা এস্থলে 'সুপা'র যোগবিভাগ বশতঃ আঙের সহিত তিঙের সমাস হইলেও "সমাসস্য" (পা০ ৬।১।২২৩) এই সূত্রানুসারে অন্তস্বর উদাত্তই হইয়াছে। মন্ত্রত্ব-প্রযুক্ত "ইজাদেশ্চ গুরুমতোঽনৃচ্ছঃ" (পা০ ৩।১।৩৬) এই সূত্র দ্বারা লিট পরে আম্ হইল না। অহ শব্দের যোগবশতঃ ইহাতে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বরের অভাব হইয়াছে। কারণ "তুপশ্যপশ্যতাহৈঃ পূজায়াং" (পা০ ৮।১।৩৯) এই সূত্র দ্বারা ঐ নিঘাতস্বরের নিষেধ বিহিত আছে। "দধানাঃ" এই পদটিতে শানচ্ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব হেতু অন্তোদাত্ত স্বরের প্রাপ্তি হইলেও "অভ্যস্তানামাদিঃ" (পা০ ৬।১।১৮৯) এই সূত্রানুসারে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যজ্ঞযোগ্য হয়েন" এই অর্থে "যজ্ঞিয়ং" এই পদটি, যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ" (পা০ ৫।১।৭১) এই সূত্র দ্বারা ঘ প্রত্যয় হইয়া "আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাং" (পা০ ৭।১।২) এই সূত্র দ্বারা ইয়াদেশ করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার ইকার উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ ঋকের বিশদার্থ

—:•:—

ভাষ্যকারগণের গবেষণার প্রভাবে এই ঋকের অর্থ এতই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার পক্ষে দারুণ অন্তরায় ঘটিতেছে। মহামতি সায়ণাচার্য্যের অর্থের অনুসরণ করিলে একরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয়; আবার পাশ্চাত্য মতানুযায়ী অন্যান্য পণ্ডিতের মতে সে অর্থ অন্য আর একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে সকল অর্থের একটু আভাষ প্রদান না করিলে, আমাদের অর্থের উপযোগিতা উপলব্ধ হইবে না। সুতরাং সংক্ষেপে প্রথমে সেই সকল ব্যাখ্যার একটু পরিচয় দিতেছি।

সায়ণের মতে—'আদহ' পদে, বর্ষা ঋতুর পর যে জল বা অন্ন উৎপন্ন হইবে, তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'স্বধা' অর্থ সেই অন্ন বা জল। প্রতি বর্ষার পরে মরুৎ দেবগণ কর্তৃক অন্ন বা জল পুনঃপুনঃ মেঘ মধ্যে গর্ভাকারে প্রেরিত হয়,—এ মতে ঋকে সেই ভাব ব্যক্ত আছে। সায়ণ-ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ উপরেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মর্ম্ম অনায়াসেই বোধগম্য হইবে। "তাহার পর (মরুৎগণ) যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করিয়া স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে মেঘের মধ্যে গর্ভাকার রচনা করিলেন।" এই এক অনুবাদ। আর এক অনুবাদ,—"অব্যবহিত পরেই ঈদৃঙ্‌ অন্যাদৃঙ্‌ প্রভৃতি যজ্ঞীয়নামধারী মরুৎসংজ্ঞক-দেবগণ, হবিরন্ন প্রাপ্তির উদ্দেশে প্রতিদিন উৎপন্ন হয়েন।" অন্যান্য কেহ আবার কহিয়াছেন—"আদহ স্বধামনু" এই মন্ত্রে যজ্ঞ সমাপন করিয়া যাজ্ঞিকেরা অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি যজ্ঞীয় নাম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে পুনর্জাত বলিয়া ঘোষণা করেন। মন্ত্রে সেই ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে।

আমরা কোনও অর্থেই উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না। যিনি বারিবিন্দুর আশায় চাতকের ন্যায় মেঘপানে চাহিয়া আছেন, তিনি তো নিশ্চয়ই দেখিবেন—মেঘ-বাহনের কি অপার করুণার প্রভাবে তাঁহার

ভবিষ্যতের ভরসা মেঘ-গর্ভে অন্ন-জলের সঞ্চার হইতেছে। দেখিয়া, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইবেন,—ভগবচ্চরণে প্রণতি জানাইবেন। ঋকে এ লক্ষ্য যে নাই, কে বলিতে পারে? আবার যিনি আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহার ভাব যে অন্যরূপ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা-জন, যজ্ঞাবশেষে আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইবে,তাহাতেই বা আশ্চর্য্য আছে কি? অধিকারী অনুসারে প্রতি ঋকেই যে বিভিন্ন রূপ অর্থের আগম হইবে, তাহা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি। সুতরাং কোনরূপ অর্থেরই অসঙ্গতি প্রদর্শন আমাদের লক্ষ্য নহে। আমরা কেবল, ঐ ঋকেও পরব্রহ্ম-লক্ষীভূত আত্মোৎকর্ষ-বিষয়ক কি ভাব উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

ঋকের প্রথম শব্দ—'আদহ'। ঐ শব্দের অর্থ 'অনন্তর'। ঐ অর্থে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে—কিসের বা কাহার অনন্তর? আমরা বলি—পূর্ব্ব ঋকের সহিত উহার সম্বন্ধ আছে। থাকাই সঙ্গত। হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলে, হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাব ঘটিলে, যে অবস্থা হয়, 'তাহার পর'—এই ভাব আসিতে পারে। 'দধানা নাম যজ্ঞিয়ং—এই পাদে কোন অবস্থার সাধককে বুঝাইতেছে, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। প্রকৃত যাজ্ঞিক (যজ্ঞিয়ং) নাম পাইবার অধিকারী কোন্ জন? যিনি সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন, যিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, 'যাজ্ঞিক' নাম তাঁহারই যোগ্য; তিনিই প্রকৃত যাজ্ঞিক (যজ্ঞিয়ং) নামের অধিকারী। 'স্বধাং' শব্দের প্রকৃত অর্থ—যিনি স্বকীয় লোককে ধারণ বা পোষণ করেন, (স্বং লোকং দধাতি পুষ্ণাতীতি বা স্বধা); অর্থাৎ,—যিনি সেই জগৎপতি জগদীশ্বর, যিনি আপন সৃষ্টি আপনিই রক্ষা করিয়া থাকেন। এ স্থলে উক্ত 'স্বধা' শব্দে এক মাত্র পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে ব্যতীত আর কি বলিব? সেই স্বধাকে (পরব্রহ্মকে) অনুক্ষণ ধ্যান করিতে যিনি সমর্থ, তাঁহাতেই যিনি নিমজ্জমান্ আছেন, তিনি যে নবজীবন লাভ করিবেন, তিনি যে মুক্তপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ঋকে সেই অবস্থার বিষয়ই বিবৃত রহিয়াছে। (১ম—৬সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

বীলুচিদারুজত্নুভির্গুহাচিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।

অবিন্দউস্রিয়াঅনু ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বীলু। চিৎ। আরুজত্নুহভিঃ। গুহা। চিৎ। ইন্দ্র।

বহ্নিহভিঃ। অবিন্দঃ। উস্রিয়াঃ। অনু ॥ ৫ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব), 'বীলুচিৎ' (পাঠান্তরে 'বীড়ুচিৎ'—দৃঢ়মপি দুর্গমস্থানং) 'গুহাচিৎ' (গুহায়ামপি। বীলুচিৎ গুহাচিৎ—রিপুদস্যুপরিরক্ষিতং নিভৃতহৃদয়কন্দরং ইতি ভাবঃ) 'বহ্নিভিঃ' (বজ্রাগ্নিভিঃ, তবজ্যোতির্ভিঃ, জ্ঞানাগ্নিভিঃ) 'আরুজত্নুভিঃ' (সম্যক্ ভঞ্জদ্ভিঃ, ভেদকভিরিতি ভাবঃ) 'উস্রিয়াঃ' (গাঃ, সত্যধর্ম্মরূপাঃ, দিব্যজ্যোতি নিবহাঃ) 'অনু' (পশ্চাৎ) 'অবিন্দঃ' (লব্ধবান্, বিকীর্ণবান্) ইমিতিশেষঃ। (১ম, ৬স্, ৫ঋ।)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! গিরিগুহাবৎ দৃঢ়, রিপুদস্যু-পরিবৃত হৃদয়-কন্দর, জ্ঞান-রূপ বজ্রাগ্নি দ্বারা উদ্ভিন্ন করিয়া, আপনি তাহার মধ্যে সত্যধর্ম্মের দিব্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করেন। (১ম—৬সূ—৫ঋ ॥)

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্তি কিঞ্চিদুপাখ্যানং। পণিভিদেবলোকাদ্‌গাবোঽপহৃতা অন্ধকারে প্রক্ষিপ্তাঃ। তাশ্চেন্দ্রো মরুদ্ভিঃ সহাজয়দিতি। এতচ্চানুক্রমণিকায়াং সূচিতং। অঃ ৮।৬।১। পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়া গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতামসুর্যুগ্‌ভিঃ পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ প্রোচুরিতি। মন্ত্রান্তরে চ দৃষ্টান্ততয়া সূচিতং। নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবইতি। তদেতদুপাখ্যানমভিপ্রেত্যোচ্যতে। হে ইন্দ্র বীলুচিৎ দৃঢ়মপি দুর্গমস্থানমারুজত্নুভির্ভঞ্জদ্ভির্বহ্নিভির্বোঢ়ৃভিরন্যত্র নেতুং সমর্থৈর্মরুদ্ভিঃ সহিতস্ত্বং গুহাচিৎ। গুহায়ামপি স্থাপিতা উস্রিয়া গা অন্ববিন্দঃ। অন্বিষ্য লব্ধবানসি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপাখ্যান আছে;—দেবলোক হইতে পণিনামক অসুরগণ গো-সকলকে অপহরণ করিয়া অন্ধকারে প্রক্ষেপ করিয়াছিল। ইন্দ্রদেব, মরুদ্‌গণের সহিত সেই গো-সকলকে জয় করিয়াছিলেন। ইহা অনুক্রমণিকাতে সূচিত হইয়াছে। (অঃ ৮।৬।১) "পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়া গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতামসুর্যুগ্‌ভিঃ পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ প্রোচু"রিতি। অর্থাৎ ইন্দ্রদেব, পণিনামক অসুরগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ গো-সকলকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দেবশুনী সরমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পণিগণ, দেবতাদিগের সহিত মৈত্রী ইচ্ছা করিয়া সেই দেবশুনী সরমাকে বলিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তরূপে (এই ঋগ্বেদের) অন্য মন্ত্রেতেও সূচিত হইয়াছে যে, "নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ" ইতি অর্থাৎ দেবগণের গাভিসমূহ যেমন পণি কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ জলসমূহও নিরুদ্ধ হইয়াছে। সেই উপাখ্যানকে অভিপ্রায় করিয়া কথিত হইতেছে—হে ইন্দ্রদেব! আপনি অতিশয় দৃঢ় এবং দুর্গম স্থানের ভেদসূচক 'বহ্নি' অর্থাৎ পদার্থমাত্রকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিতে সমর্থ বায়ুগণের সহিত গুহানিহিত (অন্যের অলক্ষ্য) গো-সকলকেও অন্বেষণ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন।

ওজঃ পাজ ইত্যাদিষষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামসু দক্ষো বীলুচ্যৌত্নমিতি পঠিতং। নবসংখ্যাকেষু গোনামস্বম্ন্যোস্রোস্রিয়া ইতি পঠিতং। বীলু। প্রাতিপদিকস্বরঃ। চিৎ। চাদিরনুদাত্তঃ। আরুজত্নুভিঃ। রুজভঙ্গ ইত্যৌণাদিকঃ কত্নুচ্ প্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। গুহা। সপ্তম্যাডাদেশঃ। গ্রামাদীনাং চ। ফি০ ২।১৫। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। বহ্নিভিঃ। বহিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যোনিৎ। উ০ ৪।৫২। ইতি বহের্নিপ্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অবিন্দঃ। শেমুচাদীনাং। পা০ ৭।১।৫৯। ইতি নুমাগমঃ। লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বড়ুদাত্তঃ পা০ ৬।৪।৭১। বসন্তীত্যুস্রিয়াঃ। বসেঃ কর্ত্তরি রিয়কৃপ্রত্যয়ঃ। বত্বাভাবশ্চ বাহুলকাদূহনীয়ঃ। উক্তং হি। যন্ন পদার্থবিশেষসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যমিতি। ইকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ॥ ৫॥ ইতি প্রথমস্য প্রথমে একদেশোবর্গঃ॥ ১১॥

* * *

"ওজঃ পাজঃ" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক বল-নামের মধ্যে "দক্ষোবীলু চৌত্নং" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। নবসংখ্যক গো-নামের মধ্যে "অম্ন্যোস্রোস্রিয়া" (অম্ন্যা+উস্রা+উস্রিয়া) এই প্রকার পঠিত হইয়াছে। "বীলু" এই পদটীতে প্রাতিপদিকস্বর হইয়াছে। "চিৎ" এই পদটীতে "চাদিরনুদাত্তঃ" এই নিয়মে অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "আরুজত্নুভিঃ" এই পদটী আঙ্ পূর্ব্বক ভঙ্গার্থ রুজ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক কত্নুচ্ (ত্নু) প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এবং ঐ কত্নুচ্ প্রত্যয়ের কিত্ত্ব-হেতু উকারের গুণাভাব এবং চিত্ত্ব প্রযুক্ত অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎ প্রত্যয়ান্ত পরপদের প্রকৃতিস্বর (উদাত্তস্বর) হইয়াছে। "গুহা" এই পদটী, সপ্তমী বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে এবং "গ্রামাদীনাঞ্চ" (ফি০ ২।১৫) এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বহ্নিভিঃ" এই পদটী, "বহিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যোনিৎ" (উ০ ৪৫২) এই সূত্র দ্বারা বহি (বহ্) ধাতুর উত্তর নি প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এবং উক্ত নি প্রত্যয়ের নিত্ত্ব হেতু (ন ইৎ যায় বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অবিন্দঃ" এই পদটীতে, "শে মুচাদীনাং" (পা০ ৭।১।৫৯) এই সূত্র দ্বারা নুমাগম (ন আগম) হইয়াছে এবং "লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ" (পা০ ৬ ৪।৭১) এই সূত্র দ্বারা পদের আদিস্থিত অট্ (অ) উদাত্ত হইয়াছে। "বাস করে" এই অর্থে "উস্রিয়াঃ" এই পদটীতে, বসি বস্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে রিয়ক্ (রিয়) প্রত্যয় হইয়াছে; বহুলবচন-প্রযুক্ত এস্থলে বত্বের অভাব হইয়াছে, ইহা উহ্য করিতে হইবে। কথিত আছে—পদের অর্থ-বিশেষে যাহার প্রাপ্তি হয় না, প্রত্যয় কিম্বা প্রকৃতি হইতে তাহা উহ্য করা উচিত। 'উস্রিয়াঃ' এই পদের ই-কারটী, প্রত্যয়স্বর বশতঃ উদাত্তস্বর হইয়াছে। ৫॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে একাদশ বর্গ সমাপ্ত।

* * *

পঞ্চম ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের আধ্যাত্মিক ভাব পরিগ্রহণ বড়ই সঙ্কট-সমস্যা-পূর্ণ। সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা যায়,—'যেন কতকগুলি গাভীকে অসুরগণ অতি দুর্গম গিরি-গুহা-মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্রদেব বহ্নিদ্বারা বজ্রদ্বারা বা মরুৎগণের সহায়তায় সে গুহা ভেদ করিয়া গাভীগুলিকে উদ্ধার করেন।' মরুৎ-গণ রূপ সাঙ্গোপাঙ্গের সাহায্যে গো-চোরের হস্ত হইতে গাভীর উদ্ধার রূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন, আর তজ্জন্য তাঁহার স্তব স্তুতি,—ইহাই হইল ঋকের ব্যাখ্যা-বিবৃতি। প্রমাণ-ক্ষেত্রে পুরাণের উপাখ্যান আনিয়া কতই রঙ্গ-রঞ্জিত করিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অপিচ, কোন্ অসুর কখন গরু চুরি করিয়াছিল; এবং কি উপায়ে, মরুতাদি সাঙ্গোপাঙ্গ সহ কীদৃশ আয়াস স্বীকারে, ইন্দ্রদেব সেই গরুগুলির সন্ধান পান ও উদ্ধার সাধন করেন; তৎসম্বন্ধে কতই গবেষণা চলিয়াছে। *

---

* এই ঋকের গো-হরণ-রূপ ব্যাখ্যা উপলক্ষে অধুনাতন পণ্ডিতগণ এইরূপ টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন,—

"পণি নামক অসুরগণ দেবলোক হইতে বৃহস্পতির বহুসংখ্যক গাভি হরণ করিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারাবৃত দুর্গম গুহাতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মরুদগণের সহিত ইন্দ্র তাহাদিগের বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান উদ্দেশ করিয়া এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ ঋকে লিখিত আছে যে, বল নামক অসুর-দলপতির আজ্ঞাবহ পণিনামক অসুরগণ দেবগুরু বৃহস্পতির গাভিসকল অপহরণ-পূর্ব্বক কোন গুপ্ত-গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলে পর ইন্দ্র, সরমানাম্নী স্বর্গীয় কুক্কুরীকে সেই গো-সকলের উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সরমা, একটি নদী পার হইয়া বল দলপতির রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক গো-সকলের অন্বেষণ করিয়া, পণিদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। এই সরমা অতি উৎকৃষ্ট চরের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক-গ্রন্থকার সক্রোক্লিশ আজাক্স নামক বীর কর্ত্তৃক হৃত পশুদলের ইথাকা-দ্বীপাধিপতি যে অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই অনুসরণকে "স্পার্টা দেশীয় কুকুরীর" সহিত তুলনা করিয়াছেন। আসিরিয় দল-

অথচ, ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, পূর্ব্বাপর ঋকগুলির অর্থ-সামঞ্জস্য প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, ঋকের সহিত যে ঐ উপাখ্যানের অণুমাত্র সম্বন্ধ আছে, তাহা আদৌ উপলব্ধ হয় না। ঋকের সাদাসিধা অর্থ এই যে,—ইন্দ্রদেবের (শ্রীভগবানের) শরণাপন্ন হইলে পাপকলুষিত হৃদয়েও পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে পারে। পাপীর হৃদয়—রিপুদস্যু-পরিবৃত, সুতরাং দুর্গম গিরিগুহাসদৃশ। নিবিড়-অরণ্যানী-পরিবেষ্টিত দুর্গম গুহাভ্যন্তরে সূর্য্যের কিরণ পৌঁছিতে পারে না। অগ্নিদ্বারা (অগ্নিভিঃ) অরণ্য ভস্মসাৎ করিতে পারিলে, বজ্রের দ্বারা গুহা উদ্ভিন্ন

পতির রাজধানী ব্যাবিলন নগর ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থিত। ব্যাবিলনের নৃপতিদিগকে "বেলস" বলিত। তাহাদিগের আদি পুরুষের "পিনিউস" নামে এক সন্তান ছিল। ইহার বংশজাতদিগের "পিনিডেস্" বলা হইত। আসিরিয় শঙ্কুসন্নিত খোদিত লিপিসকলে ভূয়োভূয়ঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসীরিয়েরা পশু প্রভৃতি হরণ করিত। ঋগ্বেদের পণি ও বল বোধ হয় আসীরিয় লোকবিশেষ।"—রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদের টীপ্পনী।

"পণিঃ নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎদিগের সহিত তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীর অন্বেষণার্থে সরমা নাম্নী এক দেব-কুক্কুরীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সরমা অসুরদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর অনুসন্ধান পাইয়াছিল। সায়ণ। ইউরোপীয় পণ্ডিত Max Muller বিবেচনা করেন, এই বৈদিক উপাখ্যানটী প্রাতঃকালের প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় একটী উপমা মাত্র। তিনি বলেন—"সরমা ঊষার একটী নাম। দেবগণের গাভীগণ, অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি সমুদায় অথবা সেই রশ্মিরঞ্জিত মেঘখণ্ডগুলি অন্ধকার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। দেবগণ ও মনুষ্যগণ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। অবশেষে ঊষা দেখা দিলেন; তিনি বিদ্যুত গতিতে, গন্ধ পাইয়া কুক্কুরী যেরূপ যায় সেইরূপ, ইতস্ততঃ ধাবমণ করিতে লাগিলেন। তিনি (সরমা) সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসিলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হইয়া অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিতে এবং তাহাদিগের দুর্গ হইতে সেই দেব গাভী উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। Max Muller আরও বিবেচনা করেন, ট্রয়ের যুদ্ধের যে গল্প লইয়া চিরস্মরণীয় কবি হোমর গ্রীক ভাষায় মহাকাব্য লিখিয়াছেন, সে গল্প এই পণিঃ ও সরমার গল্পের রূপান্তর মাত্র। সরমা—Helena, বিলু (পণিসের দুর্গ) Ilium, পণিস্—Paris, বৃসয়—Brises, ইত্যাদি। "The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the East, by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the West."—Science of Language (1882,) Vol. II, pp. 513 to 515."—রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদের টীপ্পনী।

করিতে সমর্থ হইল, তবে সেখানে সে কিরণ বিচ্ছুরিত হইতে পারে। সে কার্য্য সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি মানুষের অতীত, পরাৎপর পরম পুরুষ, একমাত্র তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইলেই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়। এখানে সেই ভাবমাত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

রিপুপরতন্ত্র অজ্ঞানীর হৃদয়ে সত্যের আলোক কে প্রবেশ করাইবে? পাপের প্রস্তরবৎ দৃঢ় দুর্ভেদ্য-প্রাচীর—দুর্দ্দমনীয় দুর্ম্মদ রিপুগণ ব্যূহ রচনা করিয়া তাহাকে ঘেরিয়া আছে।' কাহার সাধ্য তন্মধ্যে প্রবেশ করে? এক মাত্র ভগবানের করুণা ভিন্ন সে অবরোধ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। ঋকে তাই বলা হইতেছে,—'হে সকল বলের শ্রেষ্ঠ-বলী, হে সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানী, এস—তুমি একবার এস, দেখ—তুমি একবার চাহিয়া দেখ! আমার হৃদয় বিষম অজ্ঞান অন্ধকারে ঘেরিয়া আছে। কাম-ক্রোধ-মদ-মাৎসর্য্যাদি রিপুদস্যুগণের তাড়নে আমি কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া আছি। এস—ভেঙ্গে দেও তাদের জারিজুরি! এস—দিব্য-জ্যোতিঃ বিস্তারে দূর কর হৃদয়ের এই সূচীভেদ্য-অন্ধকার!' (১ম, ৬সূ, ৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

দেবয়ন্তোযথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ।

মহামনূষত শ্রুতং॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণ।

দেবইয়ন্তঃ। যথা। মতিং। অচ্ছ। বিদৎহবসুং। গিরঃ।

মহাং। অনূষত। শ্রুতং ॥ ৬॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অচ্ছা' (ধূতপাপাঃ, নির্ম্মলান্তঃকরণা জনাঃ) 'যথামতিং' (যথাজ্ঞানং, জ্ঞানপূর্ব্বকং), 'দেবয়ন্তঃ' (দেবান্ ইচ্ছন্তঃ, দেবোদ্দেশ্যে প্রযুক্তঃ) 'গিরঃ' (গির্ভিঃ—স্তোত্রৈঃ, বচনব্যত্যয়ঃ), 'শ্রুতং' (বিখ্যাতং) 'মহ্যং' (মহান্তং) 'বিদদ্বসুং' (ধনবন্তং, মোক্ষপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'অনূষত' (স্তুতবন্তঃ) ইন্দ্রমিতিশেষঃ। নির্ম্মলান্তঃকরণানাং জনানাং যথাজ্ঞানোচ্চারিতং যৎ স্তোত্রং, তদপি বিখ্যাতং মহান্তং মোক্ষধনপ্রদং ভগবদুদ্দেশ্যে প্রযুক্তং ভবতীতি ভাবঃ। (১।৫।৬)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানপূর্ব্বক উচ্চারিত নির্ম্মলান্তঃকরণ জনের যে স্তুতিমন্ত্র, তদ্দ্বারা সেই প্রখ্যাত মহান্ত মোক্ষফলপ্রদ ইন্দ্রদেবেরই (পরমব্রহ্মেরই) অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। (১ম, ৫সূ, ৬ঋ)।

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবয়ন্তো মরুৎসংজ্ঞকান্ দেবানিচ্ছন্তো গিরঃ স্তোতার ঋত্বিজো মহাং প্রৌঢ়ং মরুদ্গণমচ্ছ প্রাপ্তুমনূষত স্তুতবন্তঃ। কীদৃশং মরুদ্গণং। বিদদ্বসুং। বেদয়দ্ভিঃ স্বমহিমপ্রখ্যাপকৈঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুন্নামক দেবগণকে ইচ্ছা করিতেছেন যে ঋত্বিকরূপ স্তোতৃগণ, তাঁহারা প্রৌঢ় (শ্রেষ্ঠ) মরুদ্গণকে পাইবার নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন। সেই মরুদ্গণ কিরূপ? বিদদ্বসুং। অর্থাৎ স্বীয় মহিমাকে কীর্ত্তন করিতেছে যে ধনসমূহ, সেই ধনসমূহযুক্ত। শ্রুতং অর্থাৎ

র্বস্তুভির্ নৈষু ক্তং। শ্রুতং। বিখ্যাতং। মরুদ্গণস্য দৃষ্টান্তঃ। যথা মতিং। মন্তারমিন্দ্রং যথা স্তুবন্তি তথেত্যর্থঃ॥

দেবয়ন্তঃ। দেবানাত্মন ইচ্ছন্তঃ। সুপআত্মনঃ ক্যচ্। পা০ ৩।১।৮। ক্যচি চ। পা০ ৭।৪।৩৩। ইতীত্বমকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ। পা০ ৭।৪।২৫। ইতি দীর্ঘত্বং চ ন ভবতি। নচ্ছন্দস্যপুত্রস্য। পা০ ৭।৪।৩৫। ইত্যনেন ক্যচি যৎ প্রাপ্তমীত্বং দীর্ঘত্বং বা তস্য সর্ব্বস্য প্রতিষেধাৎ। যদ্যপীত্বমেব প্রকৃতং তথাপি ব্যবহিতস্যাপি দীর্ঘত্বস্য স প্রতিষেধ ইতি বিজ্ঞায়তে। অশ্বায়ন্ত ইত্যাদাবশ্বাঘস্যাৎ। পা০ ৭।৪।৩৭। ইত্যাত্ত্ববিধানাদিতিহ্যুক্তং। ক্যজন্তাচ্ছতৃপ্রত্যয়ঃ। ক্যচশ্চিত্ত্বাচ্চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। শপঃ পিত্ত্বেন শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণানুদাত্তত্ব একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। যথা। প্রকারবচনে থাল্। পা০ ৫।৩।২৩। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমুদাত্তত্বং। মতিং। মন্ত্রে বৃষেষপচমনেত্যাদিনা। পা০ ৩।৩।৯৬। ক্তিনুদাত্তঃ। মতিশব্দো জ্ঞানপরোঽপ্যুপচারাৎ জ্ঞাতরীন্দ্রে বর্ত্ততে। অথবা পদান্তরে বিশেষ্যানুপাদানাদিন্দ্রস্যৈষা সংজ্ঞা। ততশ্চ ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং। পা০ ৩।৩।১৭৪। ইতি মন্যতে কর্ত্তরি ক্তিচ্। তস্যোপদেশেঽনু-

বিখ্যাত। মরুদ্গণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; যথা, (ঋত্বিকগণ) যেমন মন্তা অর্থাৎ ইন্দ্রদেবকে স্তব করিয়াছিলেন, সেইরূপ মরুদ্গণকেও স্তব করিয়াছিলেন।

"দেবয়ন্তঃ" এই পদটী, "দেবতাদিগকে ইচ্ছা করিতেছে" এই অর্থে "সুপ আত্মনঃক্যচ্" (পা০ ৩।১।৮) এই সূত্রানুসারে ক্যচ্ (য) হইয়া "ক্যচি" (পা০ ৭।৪।৩৩) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত ঈত্ব এবং "অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ" (প০ ৭।৪।২৫) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত দীর্ঘত্ব হইল না; কারণ ক্যচ্ প্রত্যয় পরেতে প্রাপ্ত যে ঈত্ব এবং দীর্ঘত্ব, "নচ্ছন্দস্যপুত্রস্য" (পা০ ৭।৪।৩৫) এই সূত্রদ্বারা সেই সকলের প্রতিষেধ (নিষেধ) আছে। যদিও ঈত্বই প্রকৃত পক্ষে প্রতিষিদ্ধ, তথাপি ব্যবহিত দীর্ঘত্বেরও সেই প্রতিষেধ ইহাই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। "অশ্বায়ন্তে" ইত্যাদিস্থলে "অশ্বাঘস্যাৎ" (পা০ ৭।৪।৩৭) এই সূত্রানুসারে আত্ব-বিধান হইয়াছে বলিয়া এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। অনন্তর "দেবয়" এই ক্যজন্ত ধাতুর উত্তর শতৃপ্রত্যয় হইয়াছে। ক্যচ্ প্রত্যয়ের চিত্ত্বহেতু (চ ইৎ থাকেনা বলিয়া) "চিতঃ" এই সূত্রানুসারে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু এবং শতৃ প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুকস্বরহেতু অনুদাত্তস্বর হইলে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত স্বরই হইয়াছে। "যথা" এই পদটী, "প্রকারবচনে থাল্" (পা০ ৫।৩।২৩) এই সূত্রানুসারে (যদ্ শব্দের উত্তর) থাল্ (থা) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; সেই থাল্ প্রত্যয়ের লিত্ত্ব (ল ইৎ) বশতঃ "লিতি" এই সূত্রদ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মতিং" শব্দটী, "মন্ত্রেবৃষেষপচমন" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা (মন্ ধাতুর উত্তর) ক্তিন্ প্রত্যয় ও উদাত্তস্বর হইয়াছে। মতি শব্দের অর্থ, 'জ্ঞান' হইলেও উপচার বশতঃ জ্ঞানকর্ত্তা ইন্দ্রদেবেই বর্ত্তিত (প্রযুক্ত) হইতেছে। কিম্বা অন্যপদেতে বিশেষ্যপদের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া ইহা (মতিশব্দটী) ইন্দ্রদেবেরই সংজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর "ক্তিচ্ক্তৌচসংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩।৩।১৭৪) এই সূত্রানুসারে মন্যতি (মন্) ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

ক্তাত্বাদিট্‌প্রতিষেধঃ। পা০ ৭।২।১০। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। অচ্ছ। অধ্যাহৃতগচ্ছত্যর্থ-যোগাদচ্ছগত্যর্থবদেষু। পা০ ১।৪।৬৯। ইতি গতিসংজ্ঞয়া সহ নিপাতসংজ্ঞায়া অপি সমাবেশাৎ। পা০ ১।৪।৬০। নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ। ফিঃ ৪।১২। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। বিদদ্বসুং। বিদজ্ঞান ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাচ্ছতৃপ্রত্যয়ে বিদন্ত্যৌদার্য্যাতিশয়বত্তয়া জ্ঞাপয়ন্তি বসূনি ধনানি যং স বিদদ্বসুঃ। বিদেঃ শতৃপ্রত্যয়ে অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ। পা০ ২।৪।৭২। ইতি শপো লুকি প্রত্যয়স্বরেণ শতুরুদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। গৃণন্তি স্তুবন্তীতি গিরঃ। গৃণাতেঃ ক্বিপ্‌, ঋতইদ্ধাতোঃ। পা০ ৭।১।১০০। ইতীত্বং রপরত্বং ধাতুস্বরেণোদাত্তত্বং। মহাং। মহান্তং। নকারতকারয়োর্লোপশ্ছান্দসঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণোদাত্তত্বং। অনূষত। পুস্তৌ ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। লুঙি ঝস্যাদাদেশঃ। পা০ ৭।১।৫। সিচি কুটাদিত্বেন। পা০ ১।২।১। ঙিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। ইড়ভাব উকারদীর্ঘত্বং চ ছান্দসং। নিঘাতঃ। শ্রুতং। প্রত্যয়স্বরঃ॥ ৬॥

উক্ত ক্বিচ্‌ প্রত্যয়ের উপদেশে পাণিনির (৭।২।১০) এই সূত্রানুসারে অনুদাত্তস্বর হওয়ায় ইট্‌ আগম নিষিদ্ধ হইয়াছে। চিত্বপ্রযুক্ত ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অচ্ছ" এই পদটী, অধ্যাহৃত গমধাতুর অর্থের সহিত যোগ আছে বলিয়া, "অচ্ছগত্যর্থবদেষু" (পা০ ১।৪।৬৯) এই সূত্র দ্বারা গতি সংজ্ঞার সহিত নিপাত সংজ্ঞারও সমাবেশ হওয়ায় (পা০ ১।৪।৬০)। "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" (ফিঃ ৪ ১২) এই সূত্রানুসারে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিদদ্বসুং" এই পদটী, জ্ঞানার্থ এবং অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ (যাহার অন্তরে ণিচের অর্থ আছে) বিদ্‌ ধাতুর উত্তর শতৃপ্রত্যয় হইলে, "বিদন্তি" অর্থাৎ "অতিশয় ঔদার্য্যের সহিত ধনসমূহ, যাঁহাকে জ্ঞাপিত করিয়া থাকে" তিনি বিদদ্বসু—এই প্রকার অর্থে বিদ্‌ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় হইলে, আদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" (পা০ ২ ৪ ৭২) এই সূত্রদ্বারা শপ্‌ প্রত্যয়ের লোপ করিয়া, প্রত্যয়স্বর বশতঃ শতৃপ্রত্যয়ের উদাত্তস্বর হইয়াছে। অনন্তর বহুব্রীহি সমাস নিবন্ধন পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব প্রযুক্ত সেই প্রকৃতিস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "যাঁহারা স্তব করেন" এই অর্থে 'গিরঃ' এই পদটী, গৄ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্‌ প্রত্যয় করিয়া "ঋতইদ্ধাতোঃ" (পা০ ৭।১।১০০) এই সূত্রানুসারে ঋকারের স্থানে ইত্ব (ইকার) এবং রপরত্ব (পরে র আগম) হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতুস্বর বশতঃ ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। "মহাং" অর্থাৎ মহান্তং। এস্থলে ছান্দস-প্রযুক্ত নকার ও তকারের লোপ হইয়াছে এবং প্রাতিপদিক স্বরপ্রযুক্ত উদাত্তস্বর হইয়াছে। "অনূষত" এই পদটী, স্তুত্যর্থ ণু ধাতুর উত্তর (পরস্মৈ পদের) ব্যত্যয়ে (বিনিময়ে) আত্মনেপদ হইয়াছে। এস্থলে পাণিনির (৭।১।৫) সূত্রানুসারে লুঙের ঝএর স্থানে অৎ আদেশ; স আগম হইয়া এবং পাণিনির (১।২।১) সূত্রানুসারে কুটাদিত্ব হইয়া ঙিত্ব হেতু গুণ হইল না। ছান্দসপ্রযুক্ত ইট্‌ আগমের অভাব এবং উকারের দীর্ঘ হইয়াছে। এই পদটিতে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "শ্রুতং" এই পদটিতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের অর্থ লইয়া বহু প্রকার বিতণ্ডা চলিয়াছে দেখিতে পাই। সায়ণাচার্য্যের অনুসরণে যাঁহারা অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ঋকের 'গিরঃ' শব্দে স্তোতা বা ঋত্বিক বুঝাইতেছে। তদনুসারে, মরুৎ দেবগণকে পাইবার জন্য ঋত্বিকগণ স্তব করিয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হয়; এবং 'মহাং' 'বিদদ্বসুং' 'শ্রুতং' বিশেষণ-ত্রিতয় মরুৎ দেবগণের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। এরূপ অর্থ নিষ্পাদনে দুইটী উহ্য পদের কল্পনা করা হইয়া থাকে। 'মতিং' শব্দের অর্থ 'জ্ঞাতা' বা 'জ্ঞানী' সিদ্ধ করিয়া, 'ইন্দ্রং' এবং 'স্তুবন্তি' এই দুইটী উহ্য পদ গ্রহণ-পূর্ব্বক বলা হয়,—'জ্ঞানিগণ যেমন ইন্দ্রদেবকে অর্চ্চনা করেন, ঋত্বিকগণ সেইরূপ (পূর্ব্বোক্ত বহুগুণান্বিত) মরুৎ দেবগণকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন।' এ সম্বন্ধে দুই জন প্রসিদ্ধ অনুবাদকের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা;—"দেবভক্ত স্তোতাসকল স্বমহিমা-সূচক, ধনদাতা, মহান্, বিখ্যাত মরুদ্‌গণকে স্তব করিয়াছিলেন, যদ্রূপ তাঁহারা বুদ্ধিমান্ ইন্দ্রদেবের স্তব করেন।" * "স্তোতাগণ দেবতা কামনা করিয়া ধনযুক্ত ও মহৎ ও বিখ্যাত (মরুৎগণকে) লক্ষ্য করিয়া সুমন্ত্রী (ইন্দ্রের) ন্যায় স্তুতি করে।" † ফলতঃ, ইন্দ্রের স্তুতির ন্যায় মরুদ্গণের স্তব করা হইয়াছিল, সকল ব্যাখ্যাতেই প্রায় এই আভাষ প্রাপ্ত হই।

এই ঋকে এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি ঋকে যদিও 'মরুৎ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, তথাপি এই সূক্তের চতুর্থ হইতে নবম পর্য্যন্ত ঋক-ষট্‌ক মরুদ্দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। বলা বাহুল্য, আমরা তাহা অমান্য করি না। অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য অমান্য করারও কোনও কারণ আবশ্যক করে না। কেন-না, বেদেরই উক্তি—ইন্দ্র মরুৎ যম বায়ু বস্তুপক্ষে সকলই সেই পরাৎপর পরব্রহ্মেরই

---

* রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ। † রমেশচন্দ্রের অনুবাদ।

নাম মাত্র। তাঁহারা এক এক বিভূতি—এক নামে পরিচিত আছেন, ইহাই স্থূল কথা। সে ক্ষেত্রে, ঋক্‌টি ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হউক, আর মরুদ্গণের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যেহেতু, মূলে সেই একেরই লক্ষ্য আছে বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ ইন্দ্রত্ব (মেঘাধিপতিত্ব) রূপ তাঁহার বিভূতির বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, তাঁহার সঙ্গে বায়ু দেবতার (তদঙ্গীভূত মরুৎ দেবতার) বিদ্যমানতা স্বতঃই মান্য করিতে হয়। বারি-বর্ষণ (ধরণীর শৈত্য-সম্পাদন) অথবা জ্যোতিঃ-বিকীরণ (উত্তাপ-বিতরণ) এতদুভয়ের মধ্যেই যেমন মেঘাধিপতি ইন্দ্রদেবের (সূর্য্যদেবের) কার্য্য আছে, তেমনই বায়ুদেবতার (মরুৎ দেবতার) সম্বন্ধও বড় অল্প নহে। সুতরাং জনসাধারণের প্রার্থয়িতব্য প্রাকৃতিক নৈসর্গিক ক্রিয়া-নিবহের বিষয় ঋকে উল্লিখিত হইয়াছে মনে করিলে, ইন্দ্র-মরুতের অভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। এক স্তরের অধিকারী এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন।

কিন্তু ঋকের আধ্যাত্মিক ভাব—পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি করিয়া যে অর্থ নিষ্পন্ন হয় তাহা—সম্পূর্ণ অন্যরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমাদের মনে হয়, দেবারাধনা-বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান যে বলিয়াছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

সেই ভগবদুক্তি এই ঋকেরই প্রতিধ্বনি-বিশেষ। ভগবদুক্তিতে প্রকাশ,—শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তি-সহকারে যাঁহারা অন্য দেবতার পূজা করেন, অবিধি-পূর্ব্বক হইলেও, তাঁহারা আমারই পূজা করিয়া থাকেন।' কেন-না,—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"

'আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (অধিকারী)।' এখানে এ ঋকে সেই ভাবই ব্যক্ত নহে কি? পরন্তু এ ঋক এক উদার বিশ্বজনীন ভাবে পরিপূর্ণ। এ ঋকে বলা হইতেছে,—'যথাবিধি অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরূপদেশ অনুসারে তুমি দেবতাগণের (যে কোনও দেবতারই) পূজা কর, তোমার সে পূজা সেই মহান্ বিখ্যাত মোক্ষাদিচতুর্ব্বর্গধনপ্রদ-পরমেশ্বরের নিকটই পৌঁছিবে।' আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহকে যাঁহারা একদেশদর্শিতা-দোষ-দুষ্ট বলিয়া মনে করেন, শাস্ত্রোক্তির মধ্যে যাঁহারা

ব্রাহ্মণগণের স্বার্থসিদ্ধি-রূপ লক্ষ্য মাত্র দেখিতে পান, একমাত্র এই ঋকের মর্ম্মানুধাবনে, তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন,—কি বিভ্রম-ঘোরে কি বিষম মোহ-পঙ্কে তাঁহারা নিমজ্জিত রহিয়াছেন!

এ ঋকের ন্যায় সাম্যভাবপূর্ণ, হতাশ-জীবনে আশ্বাসপ্রদ, বাণী আর কি থাকিতে পারে? এ ঋকের বিশদার্থ এই যে,—'পাপী তাপী যে যেখানে আছ, কেহই ভয় পাইও না. কেহই হতাশে অবসন্ন হইও না; সেই বিশ্বপতি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, অসংখ্য অগণ্য দেবতা-রূপে, বিচরণ করিতেছেন; তোমার যেমন মতি, যেমন প্রবৃত্তি, যতটুকু শক্তি, তুমি তাহারই মধ্য দিয়া, শরণাপন্ন হও; তিনি কোল পাতিয়া আছেন, আপনিই তোমায় কোলে তুলিয়া লইবেন।'

দেখিতে হইবে না,—তুমি বায়ু-দেবতার পূজা করিতেছ, কি ইন্দ্র-দেবতার পূজা করিতেছ! তোমার বিচার করারও প্রয়োজন নাই যে, কোন্ দেবতার অর্চ্চনায় তুমি কি ফল লাভ করিবে! শাস্ত্রের উপদেশ,—যথাবিধি একটা পথ অবলম্বন কর, সেই পথ দিয়াই অভীষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিবে—স্তরে স্তরে অগ্রসর হইবে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। কেহ হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—'যে-সে-ভাবে যাহার-তাহার উপাসনা করিলেই কি তবে সিদ্ধ-কাম হইতে পারা যাইবে।' না—তাহা নহে। 'যথামতিং' শব্দে 'যথাজ্ঞানং বিধিপূর্ব্বকং' এই ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। গীতার উক্তিতে এই ভাবটি যেন অধিকতর পরিস্ফুট দেখি। সেখানে বলা হইয়াছে—কেবল শ্রদ্ধাসহকারে ও ভক্তিভাবে অন্য দেবতার পূজা করিলেও সে পূজা ভগবানে অর্পিত হইবে বটে, কিন্তু "অবিধিপূর্ব্বকম্'। 'অবিধিপূর্ব্বকং' শব্দের অর্থ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন—'অজ্ঞানপূর্ব্বকং'। অজ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্য করিলে, তাহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে; তাই ঐরূপ পূজা, অন্যরূপ অনিষ্টকারণ না হইলেও, জন্ম-হেতুভূত হইয়া থাকে। সেই জন্যই ঋকের উপদেশ—'যথামতিং' (জ্ঞানপূর্ব্বকং)।

ঋকের প্রধান শব্দ—'দেবয়ন্তঃ'। উহার অর্থ—'দেবগণকে ইচ্ছা করেন এমন'। অর্থাৎ, দেবগণের প্রতি আকাঙ্ক্ষাবান্ হইতে হইবে।

এখানে ভক্তির ভাব আসিতেছে। তার পর দ্বিতীয় শব্দ—'যথামতিং'। এখানে জ্ঞানের সংযোগ বুঝা যাইতেছে। তৃতীয় শব্দ—'অচ্ছ'। এ শব্দে একই উদ্দেশ্য-খ্যাপনে দ্বিবিধ ভাব ব্যক্ত হয়; 'প্রাপ্তি' এবং 'বিগত-পাপ'। পর পর তিনটী শব্দে ভক্তি ও জ্ঞানের সংযোগে বিগত-পাপের ভাব মনে আসে। বিগত-পাপ—জনের বাক্য বা স্তোত্র সেই মহান্ মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইবে। ঋকে এ অর্থও কল্পিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ, এ ঋকের সরল সমীচীন অর্থ,—'দেবতার পূজায় দেবভাবের অনুসরণ কর, দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। দেবতার অন্ত নাই; ইন্দ্র বায়ু বরুণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—কালী দুর্গা সরস্বতী—এক এক বিভূতি এক এক নামে প্রখ্যাত আছে; বিধিপূর্ব্বক এক এক দেবতার পূজায় নিরত হও—আত্মনিয়োগ কর; সেই সেই গুণ, সেই সেই শক্তি, অধিগত হইবে; আর তাহারই প্রভাবে ক্রমে পরাগতি লাভ করিবে।' ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ। (১ম—৬সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা

মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ৭ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রেণ। সং। হি। দৃক্ষসে। সংঽজগ্মানঃ। অবিভ্যুষা।

মন্দূ ইতি। সমানঽবর্চসা ॥ ৭

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'হি' (নিশ্চিতং) 'ইন্দ্রেণ' (ইন্দ্রদেবেন, পরব্রহ্মণা) 'সম্' (তুল্যঃ, অভিন্নঃ) 'দৃক্ষসে' (দৃশ্যেথাঃ, দর্শনীয়ো ভবসি) এবং 'সংজগ্মানঃ' (সম্মিলিতঃ—অভিন্নভাবত্বাৎ) 'সমানবর্চ্চসা' (তুল্যদীপ্তিশালিনৌ) 'মন্দূ' (নিত্যহর্ষযুক্তৌ, আনন্দময়ৌ) 'অবিভ্যুষা' (ভীতিরহিতৌ, অমিতপরাক্রমশালিনৌ) প্রতীয়েত ইতি শেষঃ। এষা ঋক্ ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বেষাং দেবানামভিন্নত্বং সূচয়তি; অতঃ সর্ব্বেঽপি সমানৈশ্বর্য্যশালিনঃ প্রতীয়ন্তে ইতি ভাবঃ। (১ম—৬সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ (মরুদ্দেবগণ)! আপনারা নিশ্চয়ই পরম-ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়েন; আপনাদের পরস্পর সঙ্গতি হেতু (অভিন্নত্ব হেতু) আপনারা পরস্পর তুল্যদীপ্তিমান্, আনন্দময় ও অমিত-পরাক্রমশালী। (১ম—৬সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে মরুদ্গণ ত্বমিন্দ্রেণ সঞ্জগ্মানঃ সংগচ্ছমানঃ সংদৃক্ষসে হি। সম্যগ্ দৃশ্যেথাঃ খলু। অবশ্যমস্মাভির্দ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ। কীদৃশেনেন্দ্রেণ। অবিভ্যুষা। ভীতিরহিতেন। কীদৃশাবিন্দ্র-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনি যখন ইন্দ্রদেবের সহিত সম্যক্ প্রকারে গমন করিয়া থাকেন, তখন নিশ্চিতই আমরা আপনাকে সম্যক্ দেখিতে পাইয়া থাকি। অর্থাৎ—আপনি অবশ্যই আমাদের দর্শনীয় হইয়া থাকেন। কিরূপ ইন্দ্রদেবের সহিত? "অবিভ্যুষা"

মরুদ্গণৌ। মন্দূ। নিত্যপ্রমুদিতৌ। সমানবর্চ্চসা। তুল্যদীপ্তী। পুরা কদাচিদ্বৃত্রবধদশায়ামিন্দ্রস্য সখায়ঃ সর্ব্বে দেবা বৃত্রশ্বাসেনাপসারিতাঃ। তদানীমিন্দ্রস্য বৃত্রসম্বন্ধিসকলসেনাজয়ার্থং মরুদ্ভিঃ সঙ্গমোঽভূৎ। সোঽয়মর্থো বৃত্রস্য শ্বাখসথাদিতি মন্ত্রে সংগৃহীতঃ। ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হনিষ্যন্নিতি ব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতশ্চ। ইন্দ্রশব্দঃ পরমৈশ্বর্য্যবন্তং মরুদ্গণং বাভিধত্তে। তদানীমিন্দ্রস্য সম্বোধনং বহিরেবাধ্যাহর্ত্তব্যং। তথাচেয়মৃগ্ যাস্কেন ব্যাখ্যাতা। ইন্দ্রেণ হি সংদৃক্ষসে সংগচ্ছমানোঽবিভ্যুষা গণেন মন্দূ মদিষ্ণূ যুবাং স্থোঽপি বা মন্দুনা তেনেতি স্যাৎ সমানবর্চসেত্যেতেন ব্যাখ্যাতং। (নি০ ৪ ১২) ইতি॥

সংদৃক্ষসে। সংপশ্যেথাঃ। দৃশেশ্চেতি বক্তব্যং। পা০ ১৷৩ ২৯৷২। ইত্যাত্মনেপদং। দৃশের্লিঙর্থেলেট্। পা০ ৩৷৪৷৭। ইতি প্রার্থনায়াং লেট্। থাসঃ সে। পা০ ৩৷৪৷৮০। লেটোঽডাটৌ। পা০ ৩.৪৯৪। ইত্যড়াগমঃ। সিব্বহুলং লেটি। পা০ ৩৷১৷৩৪। ইতি সিপ্। সংজ্ঞাপূর্ব্বকোবিধিরনিত্য ইতি গুণাভাবঃ। ব্রশ্চাদিনা ষত্বং। পা০ ৮৷২৷৩৬। ষঢোঃকঃ সি। পা০ ৮.২৷৪৩। ইতি কত্বং। আদেশপ্রত্যয়য়োঃ। পা০ ৮৷৩৷৫৯। ইতি সিপঃ ষত্বং। বহুল-

---

অর্থাৎ ভীতিশূন্য। ইন্দ্রদেব ও মরুদ্গণ কিরূপ? "মংদূ" অর্থাৎ নিত্যহর্ষযুক্ত; "সমানবর্চ্চসা" অর্থাৎ পরস্পর সমদীপ্তিযুক্ত। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে বৃত্রাসুরের বধ-কালীন, ইন্দ্রদেবের সখা দেবতাসকল, বৃত্রাসুরের নিঃশ্বাসে অপসারিত হইয়াছিলেন; সেই সময় বৃত্রাসুরের সেনাসমূহকে জয় করিবার নিমিত্ত মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রদেবের সঙ্গম (সম্মিলন) হইয়াছিল। সেই অর্থটি, "বৃত্রস্য শ্বাখসথাৎ" এই মন্ত্রে সম্যকরূপে গৃহীত হইয়াছে। এবং "ইন্দ্রোবৈ বৃত্রং হনিষ্যন্" অর্থাৎ 'ইন্দ্রই বৃত্রাসুরকে বধ করিবেন' এইরূপ ব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। অথবা ইন্দ্রশব্দে মরুদ্গণ পরম (উৎকৃষ্ট) ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। এ পক্ষে ইন্দ্রশব্দের সংবোধন, ঋকের পূর্ব্বেতেই অধ্যাহৃত করিতে হইবে। মহাত্মা যাস্ক, এই ঋক্‌টির এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—ইন্দ্রেণ হি সংদৃক্ষসে সংগচ্ছমানোঽবিভ্যুষা গণেন মংদূ মদিষ্ণূ যুবাং স্থোঽপি বা মংদুনা তেনেতি স্যাৎ সমানবর্চ্চসেত্যেতেন ব্যাখ্যাতং (নি০ ৪৷১২)। অর্থাৎ,—হে ইন্দ্র! আপনি (ঈশ্বরের) সহিত এবং ভীতিরহিত মরুদ্গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া দৃষ্ট হয়েন। কিম্বা হর্ষযুক্ত মরুদ্গণের সহিত তুল্যদীপ্তিশালী মরুদ্গণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।

"সংপশ্যেথাঃ" এই অর্থে "সংদৃক্ষসে" এই পদটী, (সংপূর্ব্বক দৃশ্‌ধাতুর উত্তর) "দৃশেশ্চেতিঃ বক্তব্যং" (পা০ ১৷৩ ২৯.২) এই বক্তব্য সূত্রানুসারে আত্মনেপদ হইয়াছে। দৃশধাতুর উত্তর "লিঙর্থেলেট্" (পা০ ৩ ৪.৭) এই সূত্রানুসারে প্রার্থনাতে লিঙের অর্থে লেট্ বিভক্তির থাস্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "থাসঃ সে" (পা০ ৩.৪৷৮০) এই সূত্রানুসারে থাস্ বিভক্তির স্থানে সে হইয়া "লেটোঽড়াটৌ" (পা০ ৩ ৪ ৯৪) এই সূত্রানুসারে অট্ আগম হইয়াছে। অনন্তর "সিব্বহুলং লেটি" (পা০ ৩ ১৷৩৪) এই সূত্রদ্বারা সিপ্ (স) আগম হইয়া "সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধি অনিত্য" এই নিয়মে গুণের অভাব হইয়াছে পাণিনির (৮.২ ৩৬) এই সূত্রানুসারে ব্রশ্চাদিত্ব হেতু দৃশ্ ধাতুর শকারের স্থানে ষকার হইয়া "ষঢোঃকঃ সিঃ" (প০ ৮৷২৷৪৩) এই সূত্রদ্বারা ষএর স্থানে ক হইয়াছে। "আদেশপ্রত্যয়য়োঃ" (পা০ ৮.৩.৫৯) এই

গ্রহণাৎ সিপঃ পরস্তাচ্ছবপি ভবতি। সিপা ব্যবধানাৎ পশ্যাদেশো ন ভবতি। পা০ ৭।৩।৭৮। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। উত্তরস্তু সার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। হিশব্দযোগাত্তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। হি চ। পা০ ৮।১।৩৪। ইতি প্রতিষেধাৎ। সংজগ্মানঃ। গমেঃ সংপূর্ব্বাচ্ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ। পা০ ৩।৪।৬। ইতি বর্ত্তমানে লিট্। সমোগম্যৃচ্ছিভ্যাং পা০ ১.৩.২৯। ইত্যাত্মনেপদবিধানাল্লিটঃ কানজাদেশঃ। পা০ ৩.২.১০২। দ্বির্ভাবঃ। পা০ ৬।১।৮। হলাদিশেষঃ। পা০ ৭।৪।৬০। অভ্যাসস্য চুত্বং। পা০ ৭.৪।৬২। গমহনেত্যুপধালোপঃ। পা০ ৬।৪।৯৮। কানচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। গতিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অবিভ্যুষা ঞিভীভয়ে। পূর্ব্ববল্লিট্। শেষাৎ কর্ত্তরি পরস্মৈপদং। পা০ ১.৩.৭৮। ইতি পরস্মৈপদং। ক্বসুশ্চ। পা০ ৩।২।১০৭। ইতিলিটঃ ক্বস্বাদেশঃ। তস্য কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। দ্বির্ভাবঃ। অভ্যাসস্য হ্রস্বজশ্ত্বে। পা০ ৭।৪।৫৯ ৮।৪।৫৪। ক্রাদিনিয়মাৎ। পা০ ৭.২।১৩। প্রাপ্ত ইট্ বস্বেকাজাদ্ঘসাং। পা০ ৭.২।৬৭। ইতি নিয়মান্নিবর্ত্ততে। নঞ্সমাসে তৃতীয়ৈকবচনে ভস্যাবসোঃ সংপ্রসারণং। পা০ ৬।৪।১৩১।

সূত্রানুসারে সিপ্এর বহু হইয়াছে। বহুলগ্রহণপ্রযুক্ত সিপ্ প্রত্যয়ের পরে শপ্ হয় বলিয়া মধ্যে সিপ্ প্রত্যয় ব্যবধান হেতু (পা০ ৭.৩।৭৮) এই সূত্রানুসারে দৃশ্ ধাতুর স্থানে পশ্য আদেশ হইল না। শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং পরবর্ত্তী বিভক্তির সার্ব্বধাতুকত্ব নিবন্ধন অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। ইহাতে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "হিচ" (পা০ ৮.১।৩৪।) এই সূত্রদ্বারা নিষেধ আছে বলিয়া (ঋকে) হি শব্দের যোগ বশতঃ "তিঙ্ঙতিঙঃ" এই সূত্রদ্বারা ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইল না। "সংজগ্মানঃ" এই পদটী, সংপূর্ব্বক গম্ ধাতুর উত্তর "ছন্দসি-লুঙ্লঙ্লিটঃ" (পা০ ৩ ৪।৬) এই সূত্রদ্বারা বর্ত্তমানে লিট্ বিভক্তি হইয়াছে। "সমো গম্যৃচ্ছিভ্যাং" (পা০ ১.৩.২৯) এই সূত্রদ্বারা সংপূর্ব্বক গম ধাতুর উত্তর আত্মনে পদের বিধান আছে বলিয়া লিটের স্থানে পাণিনির (৩.২ ১০৬) এই সূত্রানুসারে কানচ্ আদেশ হইয়াছে। (পা০ ৬.১।৮) এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়া "হলাদিশেষঃ" (পা০ ৭।৪।৬০) এই সূত্রানুসারে হলাদিশেষ (অর্থাৎ দ্বিত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী ম-এর লোপ) হইয়াছে। এবং (পা০ ৭।৪।৬২) এই সূত্রানুসারে অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিত্ববর্ণের চুত্ব (গকারের স্থানে জকার) হইয়া "গমহন" (পা০ ৬।৪।৯৮) ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধাবর্ণের (পরবর্ত্তী গ এর অকারের) লোপ হইয়াছে। কানচ্ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। গতি সমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে প্রকৃতি স্বরত্ব হইয়াছে। "অবিভ্যুষা" এই পদটী, ভয়ার্থ ঞিভী (ভী) ধাতুর উত্তর পূর্ব্ববৎ লিট্, "শেষাৎ কর্ত্তরি পরস্মৈপদং" (পা০ ১।৩।৭৮) এই সূত্রদ্বারা পরস্মৈপদ হইয়া "ক্বসুশ্চ" (পা০ ৩।২।১০৭) এই সূত্রানুসারে লিটের স্থানে ক্বসু আদেশ হইয়াছে। সেই ক্বসু প্রত্যয়ের কিত্ত্ব হেতু গুণের অভাব হইয়াছে। তাহার পর (পা০ ৭।৪।৫৯) এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়া, পাণিনির (৮।৪।৫৪) এই সূত্রানুসারে অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিত্বের হ্রস্ব হইয়াছে। এবং (পা০ ৭।২।১৩ এই সূত্রানুসারে ক্রাদিনিয়ম হেতু প্রাপ্ত ইট্, "বস্বেকাজাদ্ঘসাং" (পা০ ৭।২।৬৭) এই নিয়ম সূত্রানুসারে নিবর্ত্তিত হইয়াছে। নঞ্ সমাস হইয়াছে বলিয়া তৃতীয়ার একবচনে (টা

ইতি বকারস্যোকারঃ। সংপ্রসারণাচ্চ। পা০ ৬।১।১০৮। ইতি পূর্ব্বরূপত্বং শাসিবসিঘসীনাং চ। পা০ ৮।৩।৬০। ইতি ষত্বং। ইয়ঙাদেশং বাধিত্বৈরনেকাচোঽসংযোগপূর্ব্বস্য। পা০ ৬৪৮২। ইতি যণাদেশঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পূর্ব্বেণ সহ সংহিতায়ামোকারস্থৈঙঃপদান্তাদতি। পা০ ৬১।১০৯। ইতিপরপূর্ব্বত্বে প্রাপ্তে প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে। পা০ ৬১.১১৫। ইতি প্রকৃতিভাবঃ মন্দূ। মদিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। ইদিতোনুম্‌ধাতোঃ। পা০ ৭।১।৫৮। ইতি নুমাগমঃ। কুরিত্যনুবৃত্তৌ স্বরুশংকুপীযুনীলংগুলিগু। উ০ ১.৩৬। ইত্যত্রাবিভক্তিকনির্দ্দেশাদ্ধন্তের্হিংগুরিতিবদ্ধাত্বন্তরাদপি কুরিত্যুক্তং প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। দ্বিবচনমৌ। প্রথময়োঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ। পা০ ৬।১।১০২। তৃতীয়ৈকবচনে চেৎ সুপাংসুলুগিত্যাদিনা পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। সমানবর্চসা। সমানং বর্চো যয়োস্তিবা যস্যেতি বা বহুব্রীহিঃ। দ্বিবচনে সুপাংসুলুগিত্যাদিনাকারাদেশঃ। সমানপদস্য প্রাতিপদিকান্তোদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ তদেব শিষ্যতে ॥৭॥

* * *

বিভক্তিতে) ভ সংজ্ঞা হেতু "বংসোঃ সংপ্রসারণং" (পা০ ৬।৪।১৩১) এই সূত্রানুসারে বকারের স্থানে উকার হইয়া "সংপ্রসারণাচ্চ" (পা০ ৬।১।১০৮) এই সূত্রদ্বারা (অকারের) পূর্ব্বরূপত্ব অর্থাৎ অস্‌এর অকারে এবং উক্ত উকারে মিলিত হইয়াছে। "শাসিবসিঘসীণাং চ" (পা০ ৮।৩।৬০) এই সূত্রানুসারে সকারের ষত্ব হইয়াছে। এস্থলে ইকারের স্থানে ইয়ঙ্ আদেশকে বাধিয়া "এরনেকাচোঽসংযোগপূর্ব্বস্য" (পা০ ৬ ৪।৮২) এই সূত্রানুসারে যণ্-আদেশ হইয়াছে। পূর্ব্বপদ অব্যয় বলিয়া প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ওকারের পর 'অবিভ্যুষা'র অকারের এঙঃ পদান্তাদতি" (পা০ ৬।১।১০৯) এই সূত্রদ্বারা পরপূর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইলেও "প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে (পা০ ৬।১।১১৫) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাবই হইল (অর্থাৎ যেমন, তেমনই রহিল)। "মংদূ" এই পদটী; স্তুতি, মোদ, (হর্ষ) মদ, স্বপ্ন, কান্তি ও গতি-অর্থক মদি (মদ্) ধাতুর, "ইদিতো নুম্ ধাতোঃ" (পা০ ৭।১।৫৮) এই সূত্রানুসারে নুম্ (ন) আগম হইয়া কু প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিবশতঃ "স্বরুশঙ্কুপীযুনীলঙ্গুলিগু" (উ০ ১।৩৬) এস্থলে বিভক্তিরহিতের নির্দ্দেশ হেতু (অর্থাৎ উক্ত ঔণাদিক সূত্রে কোন বিভক্তির নির্দ্দেশ না থাকায়) হন্ ধাতুজাত 'হিংগু' পদের ন্যায় ধাত্বন্তরের অর্থাৎ অন্যধাতুর উত্তরও কু প্রত্যয় উক্ত হইয়াছে বলিয়া কু প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অনন্তর (মন্দূ শব্দের উত্তর) দ্বিবচন 'ঔ' বিভক্তি করিয়া "প্রথময়োঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ" (পা০ ৬।১।১০২) এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ হইয়াছে। যদি তৃতীয়ার একবচনে (টা বিভক্তিতে) নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে "সুপাংসুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘত্ব হইবে। "সমানবর্চ্চসা" এই পদটী, "সমান হইয়াছে বর্চ্চঃ (তেজঃ) যে দেবতাদ্বয়ের বা যে দেবতার" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া দ্বিবচনস্থলে "সুপাং সুলুক" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা আকারাদেশ হইয়াছে। সমান-পদটার, প্রাতিপদিক-অন্তস্বর-উদাত্ত হইয়াছে। বহুব্রীহি-সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। ৭॥

* * *

সপ্তম ঋকের বিশদার্থ।

——§•§——

এ ঋকের সমলোচনায়, দেবগণের অভিন্নভাব উপলব্ধ হয়। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এই ঋকের অর্থ নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—'হে মরুদ্‌গণ। আপনারা ভয়রহিত ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া সুন্দর শোভা পাইতেছেন, আপনাদিগের তেজঃ সমান এবং আপনারা নিত্য-হর্ষযুক্ত। আপনাদের মিলনে যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হইয়াছে।' কেহ আবার বলিয়াছেন,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি পরম ঐশ্বর্য্যবান্ মরুদ্‌গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদিগের দৃষ্টি-গোচর হন।' নিরুক্তকার যাস্ক শেষোক্ত প্রকারেই এই ঋকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ, কেহ বা, মরুদ্গণকে নানা গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, তাঁহাদের সহিত ইন্দ্রের মিলনে উভয়েই পরম রমণীয় রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন—অর্থ করিয়াছেন; কেহ বা, ইন্দ্রের (ব্রহ্মের) সহিত মিলনে মরুদ্গণ পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন—ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কিন্তু ঋকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য—আধ্যাত্মিক ভাব—সম্পূর্ণ অন্যরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। ঋকে সকল দেবতাকেই সমান বলা হইয়াছে। ঋকে 'সমানবর্চ্চসা' এই যে একটী বিশেষণ আছে, উহাতেই ঐ ভাব পরিস্ফুট হয়। ঐ বিশেষণটীর অর্থ—'সমান হইয়াছে বর্চ্চঃ (তেজঃ) যাঁহাদের'। এস্থলে পরস্পরের তেজের অভিন্নতা স্বতঃই উপলব্ধ হইতেছে। ঋকে আরও যে কয়েকটী বিশেষণ রহিয়াছে, তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের সহিত দেবগণের অভিন্নভাব সূচনা করে।

ঋকটির একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা যেমন মরুদ্গণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে, তেমনই উহা আবার ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে; অপিচ, ঋকটি সাধারণভাবে সর্ব্বদেবগণের সম্বোধন-সূচক বলিয়াও মনে করিতে পারি। এবম্প্রকার সম্বোধন যে দেবগণের পরস্পরের অভিন্নত্ব-জ্ঞাপক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

'সংদৃক্ষসে' শব্দের মধ্যেও এক গভীর ভাব লক্ষ্য করিতে পারি। 'সংদৃক্ষসে' শব্দে প্রতীত হয়—'যখন তোমরা সম্যকরূপে পরিদৃষ্ট হও', অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি।' তাহা হইলেই বুঝা যায়, ঋক যেন বলিতেছেন,—'সেই অবস্থায়, যখন তোমাদের সম্বন্ধে সম্যক্-জ্ঞান সঞ্জাত হয়—তখন, নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সমান-দীপ্তিশালী অপ্রতিহত-প্রভাব-সম্পন্ন নিত্য-প্রমুদিত অভিন্ন বলিয়াই জানিতে পারি।' পূর্ব্ব ঋকের মর্ম্মার্থ অনুধাবনে বুঝিয়াছি, 'বিধিপূর্ব্বক যে কোনও দেবতারই পূজা কর না কেন, সে পূজা সেই পরমেশ্বরেই পৌঁছিবে'; এ ঋকে বুঝা গেল, (কেন-না) 'একটু অগ্রসর হইলেই, একটু জ্ঞান-সঞ্চার হইলেই, তাঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইবে।'

এই জন্যই শ্রুতি (স্তুতি) আছে,—

"ত্বং ব্রহ্মা ত্বং চ বৈ বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমগ্নির্বরুণো বায়ুস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বং নিশাকরঃ॥
ত্বমন্নস্ত্বং যমস্ত্বং পৃথিবী ত্বং বিশ্বং ত্বমথাচ্যুতঃ।
স্বার্থে স্বাভাবিকেঽর্থে চ বহুধা সংস্থিতিস্ত্বয়ি॥
বিশ্বেশ্বর নমস্তভ্যং বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ম্মকৃৎ।
বিশ্বভুগ্বিশ্বমায়ুস্ত্বং বিশ্বক্রীড়ারতিপ্রভুঃ॥
নমঃ শান্তাত্মনে তুভ্যং নমো গুহ্যতমায় চ।
অচিন্ত্যায়াপ্রমেয়ায় অনাদিনিধনায় চেতি॥"

এই জন্যই উক্ত হয়, তপস্যা দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হইবে, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই পরাগতি প্রাপ্ত হইবে। শ্রুত্যুক্তি; যথা,—

"তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসা প্রাপ্যতে হ্যাত্মা হ্যাত্মাপত্ত্যা নিবর্ত্ততে॥"

চাই—তপস্যা; চাই—সত্য-জ্ঞান। তবে তো অভিন্নত্ব অভেদ-ভাব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইবে। 'অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।' ঋক পর্য্যায়ক্রমে এই উপদেশ প্রদান করিয়া যাইতেছেন। (১ম—৬ম—৭ম)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি।

গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অনবদ্যৈঃ। অভিদ্যুভিঃ। মখঃ। সহস্বৎ। অর্চতি

গণৈঃ। ইন্দ্রস্য। কাম্যৈঃ ॥ ৮ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'মখঃ' (যথাবিধ্যনুষ্ঠীয়মানো যজ্ঞঃ, একাগ্রচিত্তেন ভগবদারাধনং বা) 'অনবদ্যৈঃ' (অবাধৈঃ, বাধাবিঘ্নরহিতৈঃ) 'অভিদ্যুভিঃ' (স্বর্গাভিমুখং অভিগতৈঃ) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ) 'কাম্যৈঃ' (কাময়িতব্যৈঃ, প্রিয়ৈঃ) 'গণৈঃ' (সদ্বৃত্তিসমূহৈঃ) 'সহস্বৎ' (বলবৎ) 'অর্চতি' (দীপ্যতে, শোভতে); ভগবৎপরায়ণা জনাঃ সাধনশক্তিপ্রভাবৈঃ অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদাং পরাং গতিং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৫সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বা উপাসনা, অবাধে স্বর্গাভিমুখে গমন করিয়া, ইন্দ্রদেবের (ভগবানের) প্রিয় সদ্বৃত্তি-সমূহের প্রভাবে, তেজের সহিত দীপ্তি পায়। (১ম—৫সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মখঃ প্রবর্ত্তমানোঽয়ং যজ্ঞোঽনবদ্যৈর্দোষরহিতৈরভিদ্যুভির্দ্যুলোকমভিগতৈঃ কাম্যৈঃ ফলপ্রদত্বেন কাময়িতব্যৈর্গণৈর্মরুৎসমূহৈঃ সহিতমিন্দ্রস্তেন্দ্রং সহস্বদ্ বলোপেতং যথা ভবতি তথার্চতি। পূজয়তি। অয়ং যজ্ঞো মরুত ইন্দ্রং চাতিশয়েন প্রীণয়তীত্যর্থঃ।

যজ্ঞ ইত্যাদিষু পঞ্চদশসু যজ্ঞনামসু মখো বিষ্ণুরিতিপঠিতং। চতুশ্চত্বারিংশদর্চতি-কর্ম্মস্বর্চতিগায়তীতি পঠিতং॥ ন বিদ্যতে অবদ্যং যেষাং তে অনবদ্যাঃ। নঞ্সুভ্যা-মিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অভিগতা দ্যৌর্যৈস্তেঽভিদ্যবঃ। তৈরভিদ্যুভিঃ। অভিশব্দঃ প্রাতি-পদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ সএব শিষ্যতে। মখঃ প্রাতি-পদিকস্বরঃ। সহো॰বলমস্মিন্নর্চনেশর্ম্মণ্যাস্তীতি সহস্বৎ। তসৌ মত্বর্থে। পা॰ ১।৪।১৯। ইতি ভসংজ্ঞয়া পদসংজ্ঞায়া বাধিতত্বাৎ সকারস্য রুত্বাভাবঃ। মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽয-বাদিভ্যঃ। পা॰ ৮।২।৯। ইতি বা ঝয়ঃ। পা॰ ৮।২।১০। ইতি বা মতুপোমস্য বত্বং। সহস্‌শব্দো নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। মতুপঃ পিত্বাৎ সএব শিষ্যতে। কাম্যৈঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রবর্ত্তমান (অনুষ্ঠিত) এই যে যজ্ঞ ইহা; যে মরুদ্‌গণ—দোষশূন্য, স্বর্লোকাভিগত, যজ্ঞীয় ইষ্টফল প্রদান করেন বলিয়া কামনার বিষয়ীভূত, সেই মরুদ্‌গণের সহিত ইন্দ্রদেব যাহাতে বলশালী হয়েন, সেইরূপ পূজা করিয়া থাকে। অর্থাৎ এই যজ্ঞ, মরুদ্‌গণকে এবং ইন্দ্রদেবতাকে অত্যন্ত প্রীত করিয়া থাকে।

"যজ্ঞঃ" ইত্যাদি পঞ্চদশ প্রকার যজ্ঞনামের মধ্যে "মখো॰বিষ্ণুঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। চতুশ্চত্বারিংশৎ (চুয়াল্লিশ্‌) প্রকার 'অর্চতি' কর্ম্মের মধ্যে "অর্চতি গায়তি" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "যাঁহাদের" অবদ্য (দোষ) বিদ্যমান "নাই" তাঁহাদিগকে "অনবদ্য" কহে। "নঞ্‌-সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যাঁহাদের কর্ত্তৃক দ্যৌ (স্বর্গ) অভিগত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে "অভিদ্যু" কহে।" সেই অভিদ্যু সমূহের সহিত। অভিশব্দটীর-প্রাতিপদিকস্বরহেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। উক্ত অভি শব্দের সহিত দ্যৌ শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হেতু সেই প্রকৃতিস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "মখঃ" এই পদটীতে প্রাতিপদিক স্বর (অন্তোদাত্তস্বর) হইয়াছে। "সহঃ—অর্থাৎ বল এই অর্চ্চনে আছে" এই অর্থে "সহস্বৎ" এই পদটী, সহস্ শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতুপ্‌প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তসৌ মত্বর্থে" (পা॰ ১।৪।১৯) এই সূত্র দ্বারা ঐ মতুপ্‌প্রত্যয়ের ভসংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া পদসংজ্ঞার বাধ হেতু, সহস্ এই পদের সকারের স্থানে রুত্ব (বিসর্গত্ব) হইল না। "মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽয়বাদিভ্যঃ" (পা॰ ৮।২।৯) এই সূত্র-দ্বারা মতুপ্‌প্রত্যয়ের মকারের স্থানে বকার হইয়াছে; অথবা "ঝয়ঃ" (পা॰ ৮।২।১০) এই সূত্র দ্বারা মতুপ্‌ প্রত্যয়ের মকারের স্থানে বকার হইয়াছে। সহস্ শব্দটীর "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে এবং মতুপ্‌ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব হেতু সেই উদাত্ত স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "কাম্যৈঃ" এই পদটী,

কমেৰ্ণিঙ্। অতউপধায়া। পা০ ৭।২।১১৬। ইতি বৃদ্ধিঃ। জনীজৃষ্‌ক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চ। ধা০ পা০ ১৯।৬৩।৬৭। ইত্যমন্তত্বেন প্রাপ্তস্য মিত্বস্য ন কম্যমিচমামিতি প্রতিষেধাৎ। ধা০ পা০ ১৯।৬৯। মিতাং হ্রস্বঃ। পাঃ ৬।৪।৯২। ইত্যুপধা হ্রস্বত্বং ন ভবতি। ণ্যাচোদ-চোযৎ। পা০ ৩।১।৯৭। ণিলোপঃ। পা০ ৬।৪।৫১। তিৎস্বরিতমিতি প্রাপ্তে যতোঽনাবঃ। পা০ ৬।১।২১৩। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৮ ॥

* • *

অষ্টম ঋকের বিশদার্থ

সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়—'যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলবৎ করে।' তদনুসারে কেহ বা 'অনবদ্যৈঃ' 'অভিদ্যুভিঃ' 'কাম্যৈঃ' প্রভৃতি বিশেষণ কয়েকটিকে ইন্দ্র-মরুতাদি দেবগণের বিশেষণরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন; কেহ বা, ঐ কয়েকটি বিশেষণকে যজ্ঞের বিশেষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'সহস্বৎ' শব্দের 'বলবৎ' অর্থ বিহিত হইলেও, কেহ বা ঐ শব্দে 'প্রীতি পরিতৃপ্তি' ইত্যাদি অর্থ মানিয়া লইয়াছেন। কেহ আবার ঋকের অর্থ প্রসঙ্গে কহিয়াছেন,—'দোষরহিত স্বর্গাভিগত কাময়িতব্য মরুদ্‌গণের সহিত ইন্দ্র বলসম্পন্ন হইয়াছেন বলিয়া যজ্ঞ তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতেছে।'

আমরা কিন্তু যজ্ঞ-সম্বন্ধে বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে 'অনবদ্যৈঃ', 'অভিদ্যুভিঃ' বিশেষণদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

কমি (কম্) ধাতুর উত্তর ণিঙ্ করিয়া "অত উপধায়াঃ" (পা০ ৭।২।১১৬) এই সূত্র দ্বারা উপধার (অকারের) বৃদ্ধি হইয়াছে। "জনীজৃষক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চ।" (ধা০ পা০ ১৯ ৬৩,৬৭) এই নিয়মানুসারে, (কম্‌ধাতু) অমন্ত বলিয়া প্রাপ্ত যে মিত্ব, তাহার "ন কম্যমিচমাং" (ধা০ পা০ ১৯।৬৯) এই সূত্র দ্বারা নিষেধ প্রযুক্ত, "মিতাং হ্রস্বঃ" (পা০ ৬।৪।৯২) এই সূত্রানুসারে উপধাস্বরের হ্রস্বত্ব হয় নাই। "ণ্যাদচো যৎ" (পা০ ৩।১।৯৭) এই সূত্রদ্বারা ('কামি' ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর) যৎ (য) প্রত্যয় করিয়া "ণিলোপঃ" (পা০ ৬।৪ ৫১) এই সূত্রানুসারে 'নি' এর লোপ হইয়াছে। যৎ প্রত্যয়ের তকার যার বলিয়া তিৎস্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইলে, "যতোঽনাবঃ" (পা০ ৬।১।২১৩) এই সূত্রদ্বারা ঐ পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

* • *

তদনুসারে অর্থ হয়, বিধিপূর্ব্বক ভগবানের যে উপাসনা, ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যে সাধনা, তাহা অবাধে স্বর্গাভিমুখে গমন করে; আর, তাহার দ্বারা ইন্দ্রের (ভগবানের) প্রিয় যে সদ্বৃত্তিসমূহ, তাহারা আপন তেজে, স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে, দীপ্তি পায়।' ভগবৎপরায়ণ-জন সাধনশক্তি-প্রভাবে অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ পরাগতি লাভ করিবে,—ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ।

এ ঋক্ সকল স্তরের অধিকারীকেই মুক্তির পথ-প্রদর্শন করিতেছে। যাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতেছেন, এ ঋক্ তাঁহাদিগকেও অভয় প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,—'এই যজ্ঞই তোমাকে অবাধে স্বর্গাভিমুখে লইয়া যাইবে; পরন্তু এই যজ্ঞফলে তোমার সদ্বৃত্তিসমূহ বলবৎ হইবে, এবং তদ্দ্বারা তুমি পরাগতি লাভ করিবে।' আবার যাঁহারা সাধনার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহাদের বহির্যজ্ঞ শেষ হইয়া অন্তর্যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, সৎ-কর্ম্মের বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যাঁহাদের সদ্বৃত্তিনিচয় একান্তে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে, এ ঋক্ তাঁহাদিগকেও লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে,—'ভয় কি? ভাবনা কিসের? মনোময় যজ্ঞের দ্বারা তোমরা তো তাঁহার সমীপস্থ হইতে চলিয়াছ।'

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে যজ্ঞ ত্রিবিধ। আবার, কায়িক বাচিক ও মানসিক ভেদেও যজ্ঞ ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক যজ্ঞের স্বরূপ সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন, সে পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। যে যজ্ঞে কাম্যবস্তু কিছুই নাই, যে যজ্ঞ সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের প্রীতি-সাধনোদ্দেশে প্রযুক্ত, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। সে যজ্ঞে আমার আমিত্ব লোপ পাইয়াছে, সে যজ্ঞে সকলই পরম-পুরুষে ন্যস্ত হইয়াছে। কায়-মনো-বাক্য—ত্রিবিধ সাধনা দ্বারা এ যজ্ঞ সম্পন্ন করার আবশ্যক হয়। দেহ তাঁহার, অন্তর তাঁহার, বাক্য তাঁহার—আমার বলিবার কিছুই নাই—এই অবস্থাই সাত্ত্বিক যজ্ঞের উপযোগী। রাজসিক যজ্ঞে আত্ম-সুখ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা আছে। তাহা থাকিলেও, তদ্দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে। তামসিক যজ্ঞ যে সর্ব্বথা নিন্দনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এখানে যে বলা হইয়াছে, বিধিপূর্ব্বক শ্রীভগবানের

যে উপাসনা, তাহা অবাধে স্বর্গাভিমুখে গমন করে, আর তাহার দ্বারা ভগবানের প্রিয় যে সদ্বৃত্তি-সমূহ, তাহা স্বতঃই দীপ্তি পায়; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সাত্ত্বিকভাবে ভগবৎ উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া যাও, তাঁহার প্রীতিলাভ করিবে।

এ ঋকের আর একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রভৃতির দ্বারা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য যজ্ঞ; তদ্দ্বারা স্বর্গাদি লাভ ও সদ্বৃত্তি-সমূহ বলবৎ হয়। তাহার পর সেই যজ্ঞের ফলে, অন্তর্যজ্ঞ আরব্ধ হইয়া কাম-ক্রোধাদি রিপুসমূহ তাহাতে আহুতি প্রদত্ত হইলে, পরাগতি প্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ, রাজসিক যজ্ঞের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সাত্ত্বিক যজ্ঞের উদ্‌যাপন করিতে হইবে, ঋকের ইহাই উদ্দেশ্য। (১ম—৬সূ—৮ঋ)।

:০:*:০:

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অতঃ পরিজ্মন্নাগহি দিবো বা রোচনাদধি।

সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অতঃ। পরিজ্মন্। আ। গহি। দিবঃ। বা। রোচনাৎ।

অধি। সং। অস্মিন্। ঋঞ্জতে। গিরঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে 'পরিজ্মন্'! (হে সর্ব্বব্যাপিন্) 'অতঃ' (অস্মাৎ অন্তরিক্ষাৎ) 'দিবো বা' (দ্যুলোকাদ্বা) 'রোচনাৎ' 'অধি' (দীপ্যমানাদাদিত্যমণ্ডলাদ্বা) 'অস্মিন্' (যজ্ঞে) 'আগহি' (আগচ্ছ—যত্র যত্র তিষ্ঠসি ততঃ সর্ব্বস্মাদিতিভাবঃ) ত্বমিতি শেষঃ; অস্মাকং 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'সম্' (সম্যক্) 'ঋঞ্জতে' (প্রসাধয়তি, সম্পাদয়তি) ইহাগচ্ছেতি ভাবঃ। (১ম—৬সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনি অন্তরিক্ষ-লোকেই অবস্থান করুন, আর দ্যুলোকেই অবস্থান করুন, অথবা দীপ্যমান্ আদিত্যমণ্ডলেই অবস্থান করুন, যেখানেই থাকুন, এই যজ্ঞে আগমন করুন। আমাদের স্তব সর্ব্বতোভাবে আপনারই গুণ-মহিমা-কীর্ত্তনে (তদুচিত কর্ম্ম সম্পাদনে) নিযুক্ত রহিয়াছে। (১ম—৬সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পরিজ্মন্ পরিতোব্যাপিন্ মরুদ্গণ। অতোঽস্মান্মরুদ্গণস্থানাদন্তরিক্ষাদাগহি। অস্মিন্ কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। দিবো বা। দ্যুলোকাদ্বা। সমাগচ্ছ। রোচনাদধি। দীপ্যমানাদাদিত্যমণ্ডলাদ্বা সমাগচ্ছ। অস্মদীয়কর্ম্মকালে যত্র যত্র তিষ্ঠসি ততঃ সর্ব্বস্মাদাগচ্ছেত্যর্থঃ।— কিমর্থমাগমনমিতি তদুচ্যতে।' অস্মিন্ কর্ম্মণি বর্ত্তমান ঋত্বিগ্গিরঃ স্তুতীঃ সমৃঞ্জতে। সম্যক্ প্রসাধয়তি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পরিজ্মন্! অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিমরুদ্গণ! আপনারা ঐ অন্তরীক্ষ হইতে এই (আরব্ধ) কর্ম্মে আগমন করুন। অথবা দ্যুলোক (স্বর্গ) হইতে সম্যক্‌রূপে আগমন করুন। কিম্বা দীপ্যমান সূর্য্যমণ্ডল হইতে সম্যক প্রকারে আগমন করুন। অর্থাৎ— আমাদিগের (এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ) কর্ম্মকালে, আপনারা যেখানে যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেই সকল স্থান হইতেই আগমন করুন। কি জন্ত আপনাদিগের আগমন (প্রার্থনীয়), তাহা কথিত হইতেছে—বর্ত্তমান এই যে কর্ম্ম, ইহাতে ঋত্বিক্‌গণের স্তুতিসমূহকে সম্যক্‌প্রকারে প্রসাধন (শ্রবণ) করিবার নিমিত্ত।

শ্রুতিঃ প্রসাধনকর্ম্মেতি যাস্কঃ। এতাঃ স্তুতীঃ শ্রোতুমাগচ্ছেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যৃত্বিজা মন্ত্রস্য প্রযুজ্যমানত্বাদৃশ্রুতিধাতোরুত্তমপুরুষেণ ভবিতব্যং। তথাপি পরোক্ষকৃতত্বেন নির্দ্দেশাৎ প্রথমপুরুষপ্রয়োগঃ। পরোক্ষকৃতলক্ষণং চ যাস্ক আহ। তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ। তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্ব্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথম-পুরুষৈশ্চাখ্যাতস্যেতি। অতঃ। পঞ্চম্যাস্তসিল্। পা০ ৫.৩।৭। এতদোঽশ্। পা০ ৫।৩.৫। শিত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। লীতিতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। পরিজ্মন্। অজগতি-ক্ষেপণয়োঃ অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা০ ৩।২।৭৫। ইতিমনিন্। অকারলোপশ্ছান্দসঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। গহি। গমের্বহুলং ছন্দসি। পা০ ২।৪।৭৩। ইতি শপোলুক্। হের্ঙিত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা। পা০ ৬.৪।৩৭। মলোপঃ। অতোহেঃ। পা০ ৬ ৪ ১০৫। ইতি হিলোপো ন ভবতি তস্মিন্ কর্ত্তব্যে অসিদ্ধবদত্রাভাৎ। পা০ ৬।৪.২২। ইতি মলোপস্যাসিদ্ধত্বেনানকারান্তত্বাৎ। দিবঃ। ঊড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। না।

যাস্ক বলেন—'শ্রুতি' অর্থাৎ প্রসাধন (সম্পাদন) কর্ম্ম। অর্থাৎ এই স্তুতিসমূহকে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আগমন করুন। যদিও ঋত্বিক কর্ত্তৃক মন্ত্র প্রযুজ্যমান হইতছে (অর্থাৎ ঋত্বিক, মন্ত্রের প্রয়োক্তা) বলিয়া "শ্রুতি" ধাতুর উত্তমপুরুষ হওয়া উচিত; তথাপি, 'পরোক্ষকৃত' অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষভাবে মন্ত্র নিদ্দিষ্ট হইতেছে বলিয়া প্রথমপুরুষের প্রয়োগ হইয়াছে। পরোক্ষকৃতমন্ত্রের লক্ষণ, যাস্ক এইরূপ বলিয়াছেন—সেই (বেদোক্ত) ঋক্সকল ত্রিবিধ;—পরোক্ষকৃতা, প্রত্যক্ষকৃতা ও আধ্যাত্মিকী। তন্মধ্যে পরোক্ষকৃতা ঋক্সমূহ; নাম ও বিভক্তি-সমস্ত এবং আখ্যাতের প্রথম পুরুষ দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "অতঃ" এই পদটীতে "পঞ্চম্যাস্তসিল্" (পা০ ৫।৩.৭) এই সূত্র দ্বারা এতদ্ শব্দের উত্তর পঞ্চমীর স্থানে তসিল (তস্) হইয়াছে এবং (পা০ ৫।৩.৫) এই সূত্রে দ্বারা এতদ্ শব্দের স্থানে 'অশ্' আদেশ, উক্ত অশের শিত্ব প্রযুক্ত (শকার থাকে না বলিয়া) সমগ্র এতদ্ শব্দের স্থানেই অশ্ আদেশ হইয়াছে। ('তসিল্' প্রত্যয়ের লিত্ব হেতু) "লিতি" এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পরিজ্মন" এই পদটিতে 'পরি' উপসর্গের উত্তর, গতি ও ক্ষেপণার্থক অজ্ ধাতুর উত্তর, "অন্যেভ্যোঽপিদৃশ্যন্তে" (পা০ ৩ ২।৭৫) এই সূত্রানুসারে মনিন্ (মন্) প্রত্যয় হইয়া ছান্দস হেতু অজ্ ধাতুর অকারের লোপ হইয়াছে। সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া এই পদটীর আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "গহি" এই পদটীতে গম ধাতুর উত্তর লোটের হি প্রত্যয় করিয়া "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ২।৪.৭৩) এই সূত্র দ্বারা শপ্এর লোপ হইয়াছে। হি প্রত্যয়ের ঙিত্বহেতু "অনুদাত্তোপদেশ" (পা০ ৬।৪।৩৭) এই সূত্র দ্বারা গম ধাতুর ম-কারের লোপ হইয়াছে। "অতোহেঃ" (পা০ ৬।৪।২০৫) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত হি প্রত্যয়ের লোপ হইল না কারণ 'হি' প্রত্যয়ের লোপ করা কর্ত্তব্য হইলে "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" (পা০ ৬.৪.২২) এই সূত্র দ্বারা মলোপের অসিদ্ধত্ব হেতু ইহা অকারান্তই হইতে পারে না! "দিবঃ" এই পদটীর "ঊড়িদং" ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "না" এই পদটী, "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ"

চাদয়োঽনুদাত্তাঃ ; ফি০ ৪।১৫। ইত্যনুদাত্তঃ। রোচনাৎ। রুচদীপ্তৌ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা০ ৩।২।১৪৯। ইতিযুচ্। যুবোরনাকৌ। পা০ ৭।১।১। ইত্যনাদেশঃ। চিদিত্যন্তোদাত্তঃ। অধিপরী অনর্থকৌ। পা০ ১।৪।৯৩। ইতি কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বেন সহ সন্নিপাতসংজ্ঞায়াঃ সমাবেশান্নিপাতা আদ্যুদাত্তা ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। অস্মিন্। পরিজ্মন্নিত্যাদিষ্টস্যেবান্বাদেশাদিদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ। পা০ ২।৪।৩২। ইত্যশ্ অনুদাত্তঃ। শিত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। বিভক্তিরনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ। পা০ ৩।১।৪। ইত্যনুদাত্তেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। ঋঞ্জতে। ঋজিভৃজ্জীবর্জ্জনে। সমিত্যুপসর্গযোগাৎ প্রসাধনে বর্ত্ততে। নিঘাতঃ। গিরঃ। প্রাতিপদিকস্বরঃ॥ ৯॥

* • *

নবম ঋকের বিশদার্থ।

-§*§-

এ ঋক সরল সুন্দর সদ্ভাবপূর্ণ। সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের নিকট মানুষ সচরাচর যে প্রার্থনা করিয়া থাকে, এ ঋকে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা মুখে বলি—তিনি সর্ব্বব্যাপী ; অথচ, আমাদের চিত্ত নিত্য-সংশয়ান্বিত—তিনি এখানে আছেন, কি সেখানে আছেন, দ্যুলোকে

(ফিঃ ৪।১৫) এই সূত্র দ্বারা অনুদাত্ত হইয়াছে। "রোচনাৎ" এই পদটীতে দীপ্ত্যর্থক রুচ্ ধাতুর উত্তর "অনুদাত্তেতশ্চহলাদেঃ" (পা০ ৩।২।১৪৯) এই সূত্রানুসারে যুচ্ প্রত্যয় হইয়া "যুবোরনাকৌ" (পা০ ৭।১।১) এই সূত্র দ্বারা সেই যুচ্ প্রত্যয়ের স্থানে অন আদেশ হইয়াছে। যুচ্ প্রত্যয়ের চিহ্ন হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অধি" এই পদটীর "অধিপরী অনর্থকৌ" (পা০ ১।৪।৯৩) এই সূত্রানুসারে (এস্থলে) অনর্থক অধিশব্দের, "কর্ম্মপ্রবচনীয়তার সহিত নিপাত সংজ্ঞার সমাবেশ হয় বলিয়া," "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অস্মিন্" এই পদটি, "পরিজ্মন্" এই পদ দ্বারা, আদিষ্টের অন্বাদেশ হওয়ায় ইদম্ শব্দের স্থানে, অন্বাদেশে 'অশ্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ" (পা০ ২।৪।৩২) এই সূত্রানুসারে উক্ত অশ (অ) টি অনুদাত্ত হইয়াছে। অশের শিত্ব-হেতু সমস্ত ইদম্ শব্দের স্থানে 'অ' হইয়া ঙি স্থানে স্মিন্ হইয়াছে। "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" (পা০ ৩।১।৪) এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিটি অনুদাত্ত; এইরূপে সকল স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে। "ঋঞ্জতে" এই পদটি "ঋজিভৃজ্জী বর্জ্জনে" অর্থাৎ ঋজ ধাতুর অর্থ বর্জ্জন ; কিন্তু "সং' এই উপসর্গের সহিত যুক্ত হইয়াছে বলিয়া ঐ ঋজ্ ধাতুর অর্থ—প্রসাধন হইয়াছে। এবং উক্ত "ঋঞ্জতে" এই পদটির নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "গিরঃ" এই পদটির প্রাতিপদিকস্বর হইয়াছে॥ ৯॥

* • *

আছেন—কি আদিত্য-মণ্ডলে আছেন। ইহাই মানুষের প্রকৃতি। ঋকে মানুষের মনের এই প্রতিচ্ছবি স্বভাব-সুন্দর ভাবে প্রকটিত রহিয়াছে।

ডাকিতেছি—'হে সর্ব্বব্যাপিন!' অথচ, প্রার্থনায় সময় কহিতেছি—'তুমি দ্যুলোকে, কি অন্তরিক্ষ-লোকে, অথবা দীপ্তিমান্ সূর্য্যলোকে, যেখানেই থাক, এই যজ্ঞে আগমন কর।' তবেই বুঝা যায়,—দৃঢ়বিশ্বাস এখনও জন্মে নাই, সংশয়-সাগরে পড়িয়া চিত্ত-তরী এখনও হাবুডুবু খাইতেছে। অজ্ঞান-অমার প্রগাঢ় অন্ধকারে খণ্ডমেঘ-মধ্যে এক একবার জ্ঞানের বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছে বটে; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মেঘান্তরালে বিলীন হইতেছে।

'আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার মহিমা কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়াছি; আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন।' এ উক্তি সাধারণ মানুষের সাধারণ ধারণার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ মনে করে যে, আমরা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি বা স্তব করিতেছি, তাহা হইলেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। হায় ভ্রান্ত! তাঁহার আবার মহিমা-কীর্ত্তন করিবে কি? যিনি সকল মহিমার আশ্রয়ভূত, যাঁহা হইতে সকল গুণ সকল বিশেষণ উৎসরিত, তাঁহাকে আবার কি বলিয়া মহিমান্বিত করিবে? যিনি সকলের বড়—যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ—তাঁহাকে বড় বলিলে বা শ্রেষ্ঠ বলিলে, তাঁহার মহিমা বাড়ান হয় না। সম্রাটকে সম্রাট্ বলিলে, তাহাতে তাঁহার মহিমা বাড়ে না, অথবা তাহাতে তাঁহার কিছু আসে-যায় না। বিশেষতঃ তাঁহার সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য প্রভৃতি মানুষের যাহা লক্ষ্য, কেবল গুণ-বিশেষণের উচ্চারণে, কেবল মহিমা কীর্ত্তনে সে লক্ষ্য কখনও সিদ্ধ হয় না। কীর্ত্তনে,—স্মরণে, অনুধ্যানে তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইবার প্রযত্ন আসে। সেই প্রযত্নের সাধনে, সিদ্ধি করতলাগত হয়। ইহাই সাধন-ফল-প্রাপ্তির ক্রম-পর্য্যায়।

এ ঋকে সাধারণ দৃষ্টিতে সাধারণ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইলেও, ইহার নিগূঢ় লক্ষ্য—স্তুতির সম্যক্ প্রসাধন (গিরঃ সম্ ঋঞ্জতে)। প্রসাধন শব্দের অর্থ—সম্পাদন। স্তুতির সম্যক সম্পাদন—ইহার তাৎপর্য্য কি? তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া বা তৎকর্ম্মে কর্ম্মান্বিত হওয়া। বলিতেছি,—তুমি সৎ; আকাঙ্ক্ষা—সাযুজ্য-লাভ। কেবল মুখে 'সৎ সৎ' বাক্য উচ্চারণ করিলেই কি সাযুজ্য লাভ হইতে পারে? কখনই না। 'সৎ সৎ' বলিতে

সৎ-বৃত্তির সাধনায় সৎ হইতে হইবে। তবে তো সাযুজ্য-লাভ সম্ভব হইবে তুমি ন্যায়পর, আমি তোমার স্বারূপ্য পাইতে চাই; তৎসঙ্কল্প সাধনে আমাকেও ন্যায়পর হইতে হইবে। ইহাই স্বারূপ্য-লাভের লক্ষ্য। তাঁহাতে যে যে গুণের আরোপ করি, সেই সেই গুণের অধিকারী হওয়াই সারূপ্য-লাভ। 'স্তুতি সম্যক প্রকারে সম্পাদন' প্রভৃতি বাক্যের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের ভাব আসিতেছে। কেবল মুখে স্তুতিগান করিয়া নিরস্ত হইলে হইবে না; কার্য্যে তাহার সাফল্য দেখাইতে হইবে। যাঁহারা সে সাফল্য দেখাইতে পারেন, তাঁহাদেরই বলিবার অধিকার আছে—'হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনি যেখানেই থাকুন, আমার এই যজ্ঞে আগমন করুন।'

স্তবস্তুতির লক্ষ্য—যাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাঁহার সন্তোষ-সাধন। কিন্তু কেবল বাক্যে কি সন্তোষ-সাধন সম্ভবপর? মুখে যদি 'প্রভু' 'প্রভু' বলি, আর কার্য্যে যদি অন্যায়াচার করি, প্রভু কি তাহাতে পরিতুষ্ট হন? একটী গল্প আছে। এক উদ্যান-স্বামী, আপনার উদ্যানের কর্ম্মের জন্য দুই জন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুই জনের উপর উদ্যানের দুই দিকের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু উদ্যানের কার্য্যে গিয়া, একজন ভৃত্য শুধুই উদ্যান-স্বামীর গুণ-কীর্ত্তনে রত থাকিত; উদ্যানের কার্য্য বড় একটা দেখিত না; অন্য দিকে অপর ভৃত্য, প্রভুর আদেশ পালনে, উদ্যানের বৃক্ষলতাগুলিকে যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই জীবন নিয়োগ করিয়াছিল। ফলে, উদ্যানের একটী দিক আগাছায় পরিপূর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, এবং অপর দিক ফল-ফুলে শোভা বিস্তার করিয়া ছিল। এ অবস্থায়, উদ্যান-স্বামী উদ্যান দেখিতে আসিয়া, কোন্ ভৃত্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন? সহজেই বুঝা যায়, যে ভৃত্য তাঁহার উদ্যানের পারিপাট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তিনি তাহাকেই পুরস্কৃত করিবেন। এ ক্ষেত্রেও সেই ভাবই বুঝিতে হইবে। সংসার-রূপ উদ্যানে তিনি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন—তাঁহার উদ্যানের পারিপাট্য-রক্ষার জন্য। উদ্দেশ্য—আগাছাগুলিকে তুলিয়া ফেলিবে; ভাল ভাল ফুল-ফলের গাছগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিবে। তাহাতেই তাঁহার সন্তোষ; তাহাতেই তিনি তোমায় পুরস্কৃত করিবেন।

এই ঋকে দুই শ্রেণীর সাধকের দুই ভাব ব্যক্ত দেখি। এই ঋকটিতে সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রকৃতি যেমন পরিস্ফুট; অসাধারণ মানুষের অসাধারণ শক্তি-প্রভাব সেইরূপ পরিদৃশ্যমান্। যাঁহারা সাধারণ পন্থাবলম্বী, তাঁহাদের আহ্বান,—'আমরা আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন।' কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মমার্গে অগ্রসর, জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা বলিতেছেন,—'আমরা আমাদের কর্ম্ম-প্রভাবে আপনাকে এই যজ্ঞে আনয়ন্ করিবার প্রার্থী।' আহ্বান উভয়েই করিতেছেন। এক জনের আহ্বান—নৈরাশ্যব্যঞ্জক, অন্যের আহ্বান—আশা-আশ্বাস-পূর্ণ।

যজ্ঞ—অন্তরে বাহিরে উভয়ত্র আরম্ভ হইতে পারে। মনে করিতে পারি, যিনি যে ভাবের ভাবুক, তিনি সেই ভাবেই ডাকিতেছেন,—'হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন।' হৃদয়ে ও যজ্ঞক্ষেত্রে উভয়ত্রই অভাব অনুভূত হইতে পারে। তিনি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্রে তিনি অনুপস্থিত। তিনি থাকিতে পারেন—অন্তরিক্ষ-লোকে, তিনি থাকিতে পারেন—দ্যুলোকে, তিনি থাকিতে পারেন—আদিত্য-মণ্ডলে; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্র (হৃদয়) যে শূন্য পড়িয়া আছে! সর্ব্বত্র তিনি; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্র (হৃদয়) শূন্য কেন? এবম্বিধ অনুভাবনার পরই কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে। কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, অবসাদ দূর করিয়া দেয়। এখানে সাধক স্তুতির অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং ডাকিবারও সামর্থ্য আসিয়াছে—'যেখানে থাকুন, এই যজ্ঞে আগমন করুন।'

কীর্ত্তনে, স্মরণে, অনুধ্যানে কোনও সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। কীর্ত্তন স্মরণ অনুধ্যানাদির দ্বারা তৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্যম আসে। কীর্ত্তনে স্মরণ হয়—প্রভু আমায় কি জন্য নিয়োগ করিয়াছেন! তাহাতে অনুধ্যান আসে—কেমন করিয়া সে কর্ম্ম সম্পাদন করিব! তখন কর্ম্ম আরম্ভ হয়। পরে স্তরে স্তরে কর্ম্মানুসারে আশা-আশ্বাসের সঞ্চারে সমীপস্থ হইবার সামর্থ্য আসে। ঋকের ইহাই আধ্যাত্মিক ভাব। (১ম—৬সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি।

ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইতঃ। বা। সাতিং। ঈমহে। দিবঃ। বা। পার্থিবাৎ।

অধি। ইন্দ্রং। মহঃ। বা। রজসঃ॥ ১০॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইতঃ' (অস্মাৎ) 'পার্থিবাৎ' (পৃথিবীলোকাৎ) 'বা দিবঃ' (অথবা দ্যুলোকাৎ) 'বা মহঃ' (অথবা মহর্লোকাৎ) 'বা রজসঃ' (অথবা অন্তরিক্ষলোকাৎ) 'ইন্দ্রং' (তমেকং পরমৈশ্বর্য্যশালিনং দেবং প্রতি) বয়ং 'অধি' (আধিক্যেন) 'সাতিং' (দানং, যথাভিলষিতং ধনং—কামনাবসানরূপং) 'ঈমহে' (যাচামহে)। হে দেব! অস্মাকমভীষ্টং সাধয়েতি-ভাবঃ। (১ম—৬সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! পৃথিবীতে, দ্যুলোকে, মহর্লোকে বা অন্তরিক্ষ-লোকে—যেখানেই আপনি অবস্থিতি করুন, আপনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, আমরা আপনার নিকট অশেষ ধন যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি আমাদিগকে আমাদের অভিলষিত ধন প্রদান করুন। (১ম—৬সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রং দেবং প্রতি সাতিং ধনদানমধীমহে। আধিক্যেন যাচামহে। কস্মাল্লোকাদিতি তদুচ্যতে। ইতোঽস্মাদভিদৃশ্যমানাৎ পার্থিবাৎ পৃথিবীলোকাদ্বা। দিবোবা। দ্যুলোকাদ্বা। মহো মহতঃ প্রেৌঢ়াদ্রজসো বা। পক্ষ্যাদীনাং রঞ্জকাদন্তরিক্ষলোকাদ্বা। অয়মিন্দ্রো যতঃকুতশ্চিদানীয়াস্মভ্যং ধনং প্রযচ্ছত্বিত্যর্থঃ।

সপ্তদশসু যাচ্ঞাকর্ম্মস্বীমহে যামীতি পঠিতং। ইতঃ। ইদম্শব্দাৎ পঞ্চম্যাস্তসিল্ ইদমইশ্। পা০ ৪।৩।৩। ইতীশ্। শিত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ।. অত্রোড়িদমিত্যস্যাবকাশঃ। আভ্যাং। এভিঃ। পা০ ৬।১।১৭১। লিতীত্যস্যাবকাশঃ। পা০ ৬।১।১৯৩। পচনং পাচকঃ। উভাবপি নিত্যৌ। তত্র পরত্বাদ্ বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যমিতি লিতীতীকারস্যোদাত্তত্বং। পশ্চাত্তসেঃ প্রাগ্দিশোবিভক্তিঃ। পা০ ৫।২।১। ইতি বিভক্তিসংজ্ঞকত্বাদুড়িদমিত্যাদিনাঽসর্ব্বনামস্থানবিভক্তেরুচ্যমানমুদাত্তত্বং ভবতি। সকৃদ্গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেবেত্যুড়িদমিত্যস্য পুনরপ্রবৃত্তিরেবেতি চেৎ। ন। লক্ষ্যানুরোধেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা ইন্দ্রদেবের নিকট ধনদান, অধিকপরিমাণে যাচ্ঞা করিতেছি। কোন লোক হইতে যাচ্ঞা করিতেছি? তদুত্তরে কথিত হইতেছে—এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীলোক হইতে অথবা দ্যুলোক (স্বর্গ) হইতে কিম্বা মহান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, পক্ষী-আদি প্রাণিসমূহের রঞ্জনকারী অন্তরীক্ষলোক হইতে। অর্থাৎ এই ইন্দ্রদেব, যে কোন স্থান হইতে ধন আনয়ন করিয়া আমাদিগকে প্রদান করুন।

সপ্তদশপ্রকার যাচ্ঞা কর্ম্মের মধ্যে "ঈমহে যামি" এই প্রকার পঠিত হইয়াছে। "ইতঃ" এই পদটি, ইদম্ শব্দের উত্তর পঞ্চমীর একবচন করিয়া "পঞ্চম্যাস্তসিল্" এই সূত্রানুসারে তাহার স্থানে তসিল্ (তস্) আদেশ হইয়াছে এবং "ইদম্ ইশ্" (পা০ ৪।৩।৩) এই সূত্রানুসারে ইদম্ শব্দের স্থানে ইশ্ হইয়াছে। সেই 'ইশ্'এর শিত্বহেতু সর্ব্ব আদেশ হইয়াছে। এস্থলে "উড়িদং" (পা০ ৬।১।১৭১) এই সূত্রানুসারে 'আভ্যাং এভিঃ' পদের ন্যায় বিভক্তিস্বরের উদাত্তত্ব অবকাশ (প্রাপ্তি) হইতে পারে এবং "লিতি" (পা০ ৬।১।১৯৩) এই সূত্র দ্বারা "পচনং পাচকঃ" পদের ন্যায় পূর্ব্বস্বরের উদাত্তত্ব অবকাশ (প্রাপ্তি) হইতে পারে। উক্ত উভয় বিধিই নিত্য হইলেও 'পরবিধিই বলবান হয়' এই নিয়মানুসারে "লিতি" এই পরবর্ত্তী সূত্রানুসারে ইকার উদাত্ত হওয়া উচিত। পশ্চাৎ 'তসি' প্রত্যয়ের "প্রাগ্দিশো-বিভক্তিঃ" (পা০ ৫।২।১) এই সূত্রানুসারে বিভক্তিসংজ্ঞা হেতু "উড়িদং" এই সূত্রদ্বারা সর্ব্বনামস্থান ভিন্ন বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইতে পারে, কিন্তু সমানবলশালী পরস্পর বিরোধী উভয় বিধির মধ্যে যে বিধি একবার বাধিত হয়, তাহা বাধিতই থাকে। অতএব "উড়িদং" এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত উদাত্তস্বরের অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তিই হয় না। এইপ্রকার সন্দেহের নিরসনার্থ কথিত হইতেছে "ন"—তাহা হইতে পারে না, কারণ "লক্ষ্যের অনুরোধে

পুনঃপ্রসঙ্গবিজ্ঞানং চেতি স্বীকারাৎ। নম্বেবং যতস্তত ইত্যাদাবপি পরেণ নিৎস্বরেণ বাধিতমপি সাবেকাচ ইতি তসিল উদাত্তত্বং স্যাদিতিচেৎ। ন। যত্তচ্ছব্দয়োঃ সাবর্ণান্তত্বে নগোশ্বন্‌সাবর্ণ। পা০ ৬।১।১৮২। ইতি নিষেধাৎ। ন চ পুনঃপ্রসঙ্গবিজ্ঞানং চেত্যেতৎ সার্ব্বত্রিকং লক্ষ্যানুরোধেন কচিদেব তদাশ্রয়ণাদিতি। সাতিং। ষণুদানে। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। পা০ ৬।১।৬৪। ভাবে ক্তিন্‌। জনসনখনাংসন্‌ঝলোঃ। পা০ ৬।৪।৪২। ইতি নকারস্যাত্বং। তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু চ। পা০ ৭২৯। ইতি নিষেধাদিণ্‌ ন ভবতি। নিৎস্বরে প্রাপ্তে উদাত্ত ইত্যনুবৃত্তাবৃতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চেতি নিপাতনাদন্তোদাত্তত্বং। ঈমহে। ঈঙ্‌ গতৌ। শ্যনোঽপি বহুলং ছন্দসীতিলুক্‌। অস্য ধাতোর্ঙিত্বাত্তাস্যনুদাত্তেন্‌ঙিদদুপদেশাৎ। পা০ ৬।১।১৮৬। ইতি লসার্ব্বধাতুকস্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। নচ তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতঃ। চবাযোগে প্রথমা। পা০ ৮।১।৫৯। ইতিনিষেধাৎউত্তরবাক্যয়োরপি হি বাশব্দযোগাদন্যথা বাক্যাপরিপূর্ত্তেস্তিঙ্‌বিভক্তেরবশ্যমধ্যাহারাত্তদপেক্ষৈষা

তৎপ্রসঙ্গেরও বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞান হয়" এইরূপ ন্যায় স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া "উড়িদং" এই সূত্রদ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্বই হইয়াছে। যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে 'যতস্ততঃ' ইত্যাদি স্থলেও, পরবর্ত্তী নিৎস্বরের দ্বারা বাধিত হইলেও "সাবেকাচঃ" এই সূত্রদ্বারা 'তসিল্‌'এর উদাত্তস্বর হইতে পারে, তদুত্তরে কথিত হইতেছে—না—তাহাও হইতে পারে না কেন—না, যদ্‌ শব্দ ও তদ্‌ শব্দ সাবর্ণান্ত বলিয়া 'নগোশ্বনসাবর্ণ" (পা০ ৬।১।১৮২) এই সূত্রদ্বারা উদাত্তস্বরের নিষেধ আছে। অতএব এস্থলে 'লক্ষ্যানুরোধে তৎপ্রসঙ্গের বিশেষ জ্ঞানরূপ' ন্যায়ের প্রয়োজন হয় নাই। যদিও প্রসঙ্গবিজ্ঞান সার্ব্বত্রিক, তথাপি লক্ষ্যের অনুরোধে মাত্র কোন কোন স্থলে তাহার আশ্রয় গৃহীত হয়। "সাতিং" এই পদটি দানার্থ ষণু (ষণ্‌) ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্তিন্‌ (তি) প্রত্যয়, "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" (পা০ ৬।১।৬৪) এই সূত্রানুসারে ষ-কারের স্থানে স-কার আদেশ এবং "জনসনখনাং সন্‌ঝলোঃ" (পা০ ৬।৪।৪২) এই সূত্রদ্বারা ন-কারের স্থানে আকার আদেশ করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিতুত্রতথসিসুসরকসেষুচ" (পা০ ৭।২।৯) এই সূত্রদ্বারা নিষেধ বশতঃ ইট্‌ (ই) আগম হয় নাই। ইহার নিৎস্বর (আদ্যুদাত্তস্বর) প্রাপ্তি হইলেও উদাত্তস্বরের অনুবৃত্তিতে "উতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ" এই সূত্রদ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঈমহে" এই পদটি, গত্যর্থ ঈঙ্‌ (ঈ) ধাতুর উত্তর লটবিভক্তির উত্তমপুরুষের বহুবচনে "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রানুসারে আগম শ্যন্‌-এর লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ধাতুর ঙিত্ব হেতু (ঙ-বায় বলিয়া) "তাস্যনুদাত্তেন্‌ ঙিদদুপদেশাৎ" (পা০ ৬।১।১৮৬) এই সূত্রানুসারে ধাতুমাত্রসাধারণ লকারের অনুদাত্তস্বর হইলে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" এই সূত্রদ্বারা নিঘাতস্বর হয় নাই, কারণ "চবাযোগে প্রথমা" (পা০ ৮।১।৫৯) এই সূত্রদ্বারা তাহার নিষেধ আছে। উত্তর (পরবর্ত্তী) বাক্যদ্বয়েও 'বা' শব্দের যোগ আছে বলিয়া অনুদাত্তস্বর হইল না। অন্যথা (বা-শব্দের যোগ না থাকিলে) বাক্য পূর্ণ হয় না অতএব তিঙ্‌বিভক্তির অধ্যাহার করা

প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তিরিতি। দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পার্থিবাৎ। প্রথ-প্রখ্যানে। প্রথত ইতি পৃথিবী। প্রথেঃ ষিবন্ সংপ্রসারণং চ। উ০ ১.১৪৯। ইতি ষিবন্-প্রত্যয়ঃ। ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ। পা০ ৪ ১ ৪১। ইতি ঙীষ্‌। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। শেষনিঘাতে মাদ্যুদাত্তাদিঃ পৃথিবীশব্দঃ। পৃথিব্যা বিকার ইত্যর্থে ওরঞ্‌ ইত্যনুবৃত্তাবনুদাত্তাদেশ্চ। পা০ ৪।৩।১৪০। ইত্যঞ্‌। যস্যেতি চ। পা০ ৬।৪।১৪৮। ইতীকারলোপঃ। তদ্ধিতেষ্ব-চামাদেঃ। পা০ ৭।২।১১৭। ইত্যাদিবৃদ্ধী রপরত্বং। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তঃ। অধি। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ইন্দ্রং। রন্‌প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। মহঃ। মহত ইত্য-স্যাকারতকারয়োর্লোপশ্ছান্দসঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রজসঃ। নব্‌বিষয়-স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে দ্বাদশো বর্গঃ ॥ ১২ ॥

* * *

অবশ্যই কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার অপেক্ষাতেই প্রথমা তিঙ্‌ বিভক্তি হইয়াছে। "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'দিবঃ' এই পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পার্থিবাৎ" এই পদটীতে, প্রখ্যানার্থ প্রথ্‌ ধাতু হইতে 'প্রখ্যাতা হয়েন' এই অর্থে "প্রথেঃ ষিবন্ সংপ্রসারণং চ" (উ০ ১ ১৪৯) এই সূত্রানুসারে ষিবন্‌ (ইব) প্রত্যয় হইয়াছে। "ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ" (পা০ ৪ ১ ৪১) এই সূত্র দ্বারা ঙীষ্‌ (ঈ) প্রত্যয় হইয়া পৃথিবী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর বশতঃ 'পৃথিবী' শব্দ অন্তোদাত্ত। শেষস্বর নিঘাত হেতু আদ্যুদাত্ত। 'পৃথিবীর বিকার' এই অর্থে ওরঞ্‌ এই অনুবৃত্তিতে "অনুদাত্তাদেশ্চ" (পা০ ৪.৩।১৪০) এই সূত্র দ্বারা অঞ্‌ (অ) প্রত্যয় হইয়াছে। "যস্যেতিচ" (পা০ ৬ ৪ ১৪৮) এই সূত্রদ্বারা ঈ-কারের লোপ এবং "তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ" (পা০ ৭ ২।১১৭) এই সূত্রদ্বারা আদিভূত ঋ-কারের বৃদ্ধি 'আ,' ও 'আ'-এর পর 'র' হইয়াছে। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" এই সূত্রদ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অধি" এই পদটী নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। রন্ প্রত্যয়ান্ত ইন্দ্র শব্দটীর আদিস্বর উদাত্ত। "মহঃ" এই পদটী, ছান্দস্ প্রযুক্ত 'মহৎ' শব্দের 'অ'কার এবং 'ত'কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "সাবেকাচঃ" এই সূত্রদ্বারা ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রানুসারে "রজসঃ" এই পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে

দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

* * *

দশম ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এ ঋক্ পূর্ব্ব ঋকেরই অনুস্মৃতি মাত্র। পূর্ব্ব ঋকে তাঁহার আগমন প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ ঋকে, তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা করা হইতেছে। তিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, সুতরাং তাঁহার নিকট অশেষ ধনের প্রার্থনা জানান হইতেছে।

সংসারে আবহমানকাল 'দেহি দেহি' রব চলিয়াছে। এ ঋক্ সেই আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি বলিয়া প্রতীত হইতেছে। 'আপনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, আমাদিগকে অশেষ ধন প্রদান করুন'; এই ভাবে যাচ্ঞা করিতে করিতে যাচকের চিত্ত যদি দাতার প্রতি ন্যস্ত হয়—এই উদ্দেশ্যে এবম্বিধ ঋকের পুনঃপুনঃ সমাবেশ দেখিতে পাই। ধন চাহিতে চাহিতে, রূপ চাহিতে চাহিতে, গুণ চাহিতে চাহিতে, মানুষ ধনান্বিত রূপান্বিত ও গুণান্বিত হয়,—দয়াল ভগবানের ইহাই লক্ষ্য। কেন-না, এবম্বিধ যাচ্ঞার ফলে, যাঁহার নিকট ধন চাহিতেছে, যাঁহার নিকট রূপ চাহিতেছে, যাঁহার নিকট গুণ চাহিতেছে, মানুষ তাঁহাকে চিনিতে পারে। তাঁহাকে চিনিতে পারিলে, তিনি কি ধনে ধনী, তিনি কি রূপে রূপবান, তিনি কি গুণে গুণান্বিত, তাহা বুঝিয়া, সেইরূপ প্রার্থনাতেই প্রবৃত্ত হয়; এবং শেষে সেই ধন, সেই রূপ, সেই গুণ অধিকার করিতে পারে।

ঋকের অন্তর্গত 'সাতিং' শব্দের অর্থ যে 'ধন' বা 'দান', তাহা কিরূপ ধন বা কিরূপ দান, তাহা একটু বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে, ঋকের লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। 'সাতিং' শব্দ সো-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সো ধাতুর অর্থ—নাশ বা অবসান। সুতরাং 'সাতিং' শব্দে সেই ধনকে বা সেই দানকে বুঝায়—যে ধনকে বা যে দানকে প্রাপ্ত হইলে অন্য ধনের বা অন্য দানের আকাঙ্ক্ষার নাশ বা অবসান হয়। সে হিসাবে ঋকের অর্থ হইতে পারে,—'হে পরম-ধনের অধিকারী! ধনের আকাঙ্ক্ষা করিতে

করিতে যেন সেই ধন পাই,—যাহাতে আমার সকল ধনের আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়।

'অধি সাতিং ঈমহে'—বাক্যাংশের অর্থ—'অত্যধিক মাত্রায় অভিলাষানুরূপ ধনের কামনা করিতেছি।' অতিরিক্ত অত্যধিক ধনপ্রাপ্তির পর কামনার নাশ হইবে। সেই কামনানাশের প্রসঙ্গেই এখানে ঐ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। কামনাই মানুষের পরম শত্রু। ধন চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। রূপ চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। সৌভাগ্য, আরোগ্য ও সুখ চাহিয়াও কামনার তৃপ্তি হয় না। যশে তার তৃপ্তি নাই। মনোরমা ভার্য্যাতেও তার তৃপ্তি নাই। বিদ্যাবন্ত যশস্বন্ত ও লক্ষ্মীবন্ত হইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার নিবৃত্তিই তৃপ্তি; কামনারূপ পরম শত্রুর নাশই—পরমার্থ লাভ। তাই বুঝি, 'রূপং দেহি' 'জয়ং দেহি' 'যশো দেহি' প্রার্থনায় তৃপ্তি হইল-না বলিয়া সাধকের হৃদয়-কন্দর হইতে শেষ-বাণী বিনিঃসৃত হইল—'দ্বিষো জহি'। অর্থাৎ,—যেন আমি শত্রুনাশ করিতে সমর্থ হই। বলিয়াছি তো—কামনাই মানুষের পরম শত্রু। অতএব এখানে কামনা রূপ শত্রু-নাশই চরম প্রার্থনা। যিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, সাধক তাঁহার নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করেন। ঋকের মর্ম্মার্থ—'সাধারণ মানুষ, পরমৈশ্বর্য্যশালীর সন্ধান পাইয়া তুচ্ছ পার্থিব-ধনের কামনা করে বটে; কিন্তু অলৌকিক সাধনশক্তিসম্পন্ন-জন, কামনা-বিসর্জ্জন-রূপ অপার্থিব ধনেরই যাচ্ঞা করে।' ঋকে দুই সম্প্রদায়ের পক্ষে দুই অর্থ বিহিত আছে বলিয়াই বুঝিতে পারি।

যিনি যদ্রূপ অর্থের অধিকারী, ভগবানের নিকট তিনি সেইরূপ অর্থই প্রার্থনা করেন। অধিকারী হিসাবে ঋকের বিভিন্ন অর্থ উপলব্ধ হয়। যিনি অর্থের জন্য লালায়িত, তিনি অর্থেরই প্রার্থী হইবেন। আবার যিনি পরমার্থ-লাভের জন্য ব্যাকুল, তিনি তাহারই প্রার্থনা জানাইবেন। সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহার যেমন প্রার্থনা, তিনি সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (১ম—৬সূ—১০ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ত্রয়োদশো বর্গঃ।

* * *

চতুর্থেন্দ্র-সূক্তং।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধেই অধিক সূক্ত, অধিক স্তোত্র প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। তাঁহার বিশেষণের অন্ত নাই; তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত। তিনি যখন তেজঃরূপে পরিকল্পিত, তখন মরুদ্গণ (বায়ুনিবহ) তাঁহার সহকারী। তিনি যখন মেঘাধিপতি, তখন বাষ্পনিবহ তাঁহার অনুসরণকারী। তিনি যখন বৃত্রহা (শত্রুহন্তা), বজ্র তখন তাঁহার প্রধান অস্ত্র।

সংসারে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বৈষম্য প্রতি পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখুন; আকৃতির ও প্রকৃতির কি বিষম বৈষম্যই তাহাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। অথচ, সেই বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয়,— কি যেন এক অসম্পূর্ণতা সৃষ্টির চারিদিকে বিরাজ করিতেছে; আর সেই যেন, সংসারে প্রতি সামগ্রীই পূর্ণতার প্রতি প্রধাবমান রহিয়াছে।

পূর্ণতাই সাম্যের শেষ সীমা। ক্ষুদ্র বৃহত্বলাভের জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে; বৃহৎ যথাক্রমে বৃহত্তর ও বৃহত্তম পর্য্যায়ের স্থান পাইবার জন্য বিষম সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। যাহার যে অঙ্গ অপরিপুষ্ট, যাহার যে বৃত্তি অপরিস্ফুট, সে তাহার পূরণের বা স্ফূর্ত্তির জন্য সদা সচেষ্ট রহিয়াছে। তৎপক্ষে যখন যে উপাদান প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহের জন্য উদ্বেগের অবধি নাই।

সেই উদ্বেগ নিবারণের উদ্দেশ্যেই মানুষ আবশ্যকানুরূপ ভগবদ্বিভূতির আশ্রয়প্রার্থী হয়, আর তদনুসারেই তাহারা আপনাপন দেবতার আরাধনা করে। যাহার ধন নাই, সে ধনের ভিখারী হয়; যে রূপহীন, সে রূপের প্রার্থনা করে; যে স্বর্গকামী, সে স্বর্গের কামনায় প্রার্থনা জানায়। এই হিসাবে, বুঝা যায়, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির অনুধ্যানে, আপন আপন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপগুণসম্পন্ন করিয়া লওয়া হয়।

এইরূপে বিভিন্নরূপগুণোপেত বিভিন্ন দেবতার পূজা করিতে করিতে, সকলই যে একেরই অনুস্থিতি, শেষে তাহা বোধগম্য হইয়া থাকে। পুনঃপুনঃ ঐন্দ্রসূক্তের অবতারণা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তোত্রে তাঁহার বিভিন্ন শক্তির খ্যাপন,—সেই একই বহু অথবা সেই বহুত্বেই একত্ব এই ভাবের বিকাশ করিয়া দেয়। এক এক শক্তির বা এক এক গুণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার অর্চ্চনা করিতে করিতে তাই—সকল শক্তির সকল গুণের সকলের আধারভূত বিশ্বপতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে। কি ঐন্দ্র-সূক্তের, কি বায়বীয়-সূক্তের, কি আগ্নেয়-সূক্তের অথবা যে কোনও সূক্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখুন; আর, নিবিষ্টচিত্তে তত্তৎসূক্তের লক্ষ্য অনুধাবন করুন; তাহাতে প্রতীত হইবে—যেন কি এক অনুপম অলৌকিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সূত্রে স্তোত্রগুলি পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট রহিয়াছে।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল সংসার-চক্রে বিষম অবস্থা-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া মানুষকে বিচরণ করিতে হইতেছে। সেই এক এক অবস্থার অনন্ত বিপ্লব-বিভীষিকায় মানুষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারই মধ্যে যখন যে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তখন সেই বিপদ ত্রাণের জন্য তদনুরূপ শক্তির শরণ লইতে বাধ্য হইতেছে। সকল সময়ে স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধ হয় না সত্য; কিন্তু অংশের অর্চ্চনায় যে বিরাটেরই অর্চ্চনা করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, বিমান-বিহার—বিভিন্ন পথে বিভিন্ন শক্তিতে কার্য্য করে বটে; কিন্তু মূলে যে সকলেই একই শক্তির প্রভাব, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। ঐন্দ্র-সূক্তে সেই তথ্যই প্রকটিত দেখি।

মার্ত্তণ্ডের খরকরতাপে পৃথিবী দগ্ধীভূত, শস্যক্ষেত্রসমূহ ধূল্যবলুণ্ঠিত; শরণাপন্ন হইলাম—মেঘাধিপতির; ডাকিলাম—'হে মঘবন! বারিদানে পৃথ্বীমাতাকে রক্ষা করুন।' পরক্ষণেই যখন আবার ধরণী ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল, অন্ধকারে পৃথিবী ঘেরিয়া ফেলিল; তখন ডাকিলাম,—'হে দীপ্তিমন! তুমি একবার উদয় হও; এ মেঘ অপসারণ করিয়া দেও।' একই ইন্দ্রদেবের আরাধনায় যখন এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত ভাবের স্তোত্র দেখিতে পাই, তখনও কি বুঝিতে পারি না—'কে তিনি, কি নামে, কখন কি রূপে, সম্বোধিত হইতেছেন!' বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন দুর্দ্দৈবের মধ্যে পড়িয়া মানুষ যে বিভিন্ন শক্তির সহায়তা প্রার্থনা করে; পরন্তু মূলে যে সকল শক্তিই অভিন্ন; এ সকল দৃষ্টান্তে তাহাই প্রতিভাত হয়।

সকল শক্তিই যে মূল শক্তির অংশ, সপ্তম সূক্তের (এই চতুর্থৈন্দ্র সূক্তের) দশটী ঋকে সেই আভাষ একটু স্পষ্টরূপে পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

* * *

চতুর্থৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

ইন্দ্রমিত্যাদিকং দশর্চং যৎ সূক্তং তৎ সুরূপকৃৎনুমিত্যাদিষু চতুর্থং। ঋষিচ্ছন্দোদেবতা-বিনিয়োগাশ্চ পূর্ব্ববৎ। বিশেষবিনিয়োগস্তূচ্যতে। মহাব্রতে নিষ্কেবল্যশস্ত্র ইন্দ্রমিদ্গাথিন ইতি সূক্তং। তথাচ পঞ্চমারণ্যকে সূত্রিতং। শিরো গায়ত্রমিন্দ্রমিদ্গাথিন ইতি। তথা চতুর্ব্বিংশেঽহনি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ শস্ত্র ইন্দ্রমিদ্গাথিন ইতি ষড়হস্তোত্রিয়স্তৃচঃ। চতুর্ব্বিংশে হোতা জনিষ্টেত্যুপক্রম্যায়াহি সুষমাহিত ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহৎ। আ॰ ৭।২। ইতি। সূত্রিতত্বাৎ। অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়েঽচ্ছাবাকশস্ত্রেঽয়মেবতৃচোঽনুরূপঃ। সূত্রিতংচ। ইন্দ্রায়মদ্বনে সুতমিন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহৎ। আ॰ ৬।৪। ইতি। তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

সায়ণাচার্য্যকৃত চতুর্থৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকার

বঙ্গানুবাদ।

"ইন্দ্রং ইত্যাদি দশটী ঋক্ বিশিষ্ট যে সূক্ত, তাহা "সুরূপকৃত্নুং" ইত্যাদি সূক্তের মধ্যে চতুর্থ সূক্ত। এই 'ইন্দ্রং' ইত্যাদি সূক্তের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। বিশেষ বিনিয়োগ কথিত হইতেছে—মহাব্রতে নিষ্কেবল্যশস্ত্রে "ইন্দ্রমিদ্গাথিনঃ" এই সূক্তের বিনিয়োগ করিতে হয়। পঞ্চম আরণ্যকেও ইহা সূত্রিত হইয়াছে "শিরোগায়ত্রমিন্দ্র মিদ্গাথিন ইতি। সেইরূপ চতুর্ব্বিংশদিবসে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-ঋত্বিকের পাঠ্যশস্ত্রে "ইন্দ্রমিদ্গাথিনঃ" ইত্যাদি ঋকত্রয়াত্মক ষড়হস্তোত্রিয়াখ্য-তৃচের বিনিয়োগ হইয়াছে। আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রেও "চতুর্ব্বিংশেহোতা জনিষ্টা" এইরূপ উপক্রম করিয়া "আয়াহি সুষমাহিতঃ" "ইন্দ্রামিদ্গাথিনো বৃহৎ" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে (আ॰ ৭।২) অতিরাত্রযাগে প্রথম পর্য্যায়ে অচ্ছাবাক-শস্ত্রে এই তৃচ্টী অনুরূপ পাঠ্যরূপে বিনিযুক্ত হয়। "ইন্দ্রায়মদ্বনেসুত-মিন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহৎ"—এইরূপে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে (আ॰ ৬।৪)। অতঃপর সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে সপ্তমং সূক্তং। ঋষির্ব্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে
বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্রমিদ্‌গাথিনোবৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

ইন্দ্রংবাণীরনূষত॥ ১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং

ইন্দ্রং। ইৎ। গাথিনঃ। বৃহৎ। ইন্দ্রং। অর্কেভিঃ।

অর্কিণঃ। ইন্দ্রং। বাণীঃ। অনূষত॥ ১॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রং ইৎ' (ইন্দ্রমেব) 'গাথিনঃ' (উদ্গাতারঃ, সামগাঃ) 'বৃহৎ' (বৃহতা—তৃতীয়ার্থে প্রথমা, উক্থেন, সামমন্ত্রেণ) ইন্দ্রং (ইন্দ্রমেব) 'অর্কিণঃ' (মন্ত্রোচ্চারণকারিণো হোতারঃ) 'অর্কেভিঃ' (ঋঙ্মন্ত্রৈঃ) ইন্দ্রং (ইন্দ্রমেব) 'বাণীঃ' (বাণ্যঃ-প্রথমার্থে দ্বিতীয়া, যজুর্মন্ত্রৈরধ্বর্য্যব ইতি ভাবঃ) 'অনূষত' (অনাবিষুঃ—আত্মনেপদমার্ষং, স্তুতবন্তঃ)। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সামগানকারী উদ্গাতৃগণ সামগানে ইন্দ্রদেবের স্তব করেন; ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ ঋঙ্মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন; যজুর্ব্বেদীয় অধ্বর্য্যুগণ যজুর্ম্মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

গাথিনো গীয়মানসামযুক্তা উদ্গাতারঃ। ইন্দ্রমিদিন্দ্রমেব বৃহৎ। ত্বামিদ্ধিহবামহে অ০ বে০ ৪।৭।২৭। ইত্যস্যামৃচি উৎপন্নেন বৃহন্নামকেন০ সাম্নানূষত। স্তুতবন্তঃ। অর্কিণোঽর্চ্চন-হেতুমন্ত্রোপেতা হোতারোঽর্কেভিঋগ্রূপৈর্ম্মন্ত্রৈরিন্দ্রমেবানূষত। যেঽবশিষ্টা অধ্বর্য্যবস্তে বাণী-র্বাগ্ভির্যজূরূপাভিরিন্দ্রমেবানূষত।

* অর্কশব্দস্য মন্ত্রপরত্বং যাস্কেনোক্তং। অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদনেনার্চ্চন্তি। নি০ ৫।৫। ইতি। শ্লোক ইত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসু বাঙ্নামসু বাণীবাণীতিপঠিতং॥ গাথিনঃ। উষি-কুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্। উ০ ২৪। ইতি গায়তেস্থন্প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। গাথা এষাং সন্তীতি গাথিনঃ। ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা০ ৫।২।১১৬। ইতীনিঃ। প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ। সচ সতি শিষ্টঃ। বৃহৎ। বৃহতা। তৃতীয়ৈকবচনস্য সুপাংসুলুগিতিলুক্। পৃষদ্বৃহন্মহজ্জ-গচ্ছতৃবৎ। উ০ ২৮১। ইত্যন্তোদাত্তো নিপাতিতঃ। অর্কেভিঃ। অর্চ্চপূজায়াং। অর্চ্চ্যন্তে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

* গীয়মান সামমন্ত্রযুক্ত উদ্গাতৃগণ, (সামবেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ) ইন্দ্রদেবকেই, "ত্বামিদ্ধি-হবামহে" (অঃ বেঃ ৪।৭।২৭) এই ঋকে উৎপন্ন 'বৃহৎ'নামক সামমন্ত্রের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। অর্চ্চনের হেতুভূত মন্ত্রযুক্ত হোতৃগণ, (ঋগ্বেদবিদ্ব্রাহ্মণগণ) ঋক্স্বরূপ মন্ত্রসমূহদ্বারা ইন্দ্রদেবকেই স্তব করিয়াছিলেন। এবং অবশিষ্ট যে অধ্বর্য্যুগণ (যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ) তাঁহারা যজুঃস্বরূপ বাক্সমূহ দ্বারা ইন্দ্রদেবকেই স্তব করিয়াছিলেন।

মহাত্মা যাস্ক, অর্কশব্দের মন্ত্রপরত্ব (অর্কশব্দের অর্থ—মন্ত্র) স্বকীয় নিরুক্তগ্রন্থে অভিহিত করিয়াছেন। "অর্ক বলিতে মন্ত্রকে বুঝায়, যেহেতু ইহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকে।" (নিঃ ৫.৫) "শ্লোকঃ" ইত্যাদি সাতান্নপ্রকার ঋক্ নামের মধ্যে "বাণী" "বাণী" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "গাথিনঃ" এই পদটি, "উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্" (উঃ ২।৪) এই সূত্রদ্বারা গৈ ধাতুর উত্তর থন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'থন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সেই "গাথা-সমূহ ইহাদের আছে" এই অর্থে "ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ" (পা০ ৫।২।১১৬) এই সূত্রদ্বারা ইনি প্রত্যয় করিয়া 'গাথিনঃ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার ইকারটী প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্ত হইয়া সেই উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বৃহৎ" অর্থাৎ 'বৃহতা'—এই পদটী, বৃহৎ শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এবং "পৃষদ্বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবৎ" (উ০ ২।৮১) এই সূত্রদ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহার অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "অর্কেভিঃ" এই

এভিরিত্যর্কা মন্ত্রাঃ। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা০ ৩.৩।১১৮। ইতি ঘঃ। চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ। পা০ ৭।৩ ৫২ ইতি কুত্বং। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭.১।১০। ইতি ভিস ঐসাদেশো ন ভবতি। অর্কা স্তুতিসাধনভূতা মন্ত্রা এষাং সন্তীত্যর্কিণঃ। বাণীঃ। বৃষাদীনাং চ। পা০ ৬।১ ২০৩। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। দীর্ঘাজ্জসি চ। পা০ ৬ ১।১০৫। ইতিপূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘনিষেধস্ত বাছন্দসি। পা০ ৬.১।১০৬। ইতি বিকল্পিতত্বাদ্দীর্ঘত্বং। তৃতীয়ার্থে প্রথমা। অনূষত। ণুস্তুতৌ। ণোনঃ। পা০ ৬.১।৬৫। ইতি নত্বং। লুঙি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। ঝস্যাদাদেশঃ। সিচ ইড়ভাব উকারস্য দীর্ঘত্বংচ ছান্দসং। ধাতোঃ কুটাদিত্বাৎ। পা০ ১.২১। সিচো ঙিত্বেন গুণাভাবঃ ॥ ১ ॥

* * *

পদটী, পূজার্থ অর্চ্চ্ ধাতুর উত্তর "অর্চ্চিত হয় ইহা দ্বারা" এই অর্থে "পুংসি সজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ" (পা০ ৩.৩।১১৮) এই সূত্রদ্বারা ঘ প্রত্যয় হইয়াছে এবং "চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ" (পা০ ৭ ৩ ৫২), এই সূত্র দ্বারা অর্চ্চ্ ধাতুর চকারের স্থানে কু (ক) হইয়া "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই সূত্রানুসারে ভিসের স্থানে ঐসাদেশ হইল না। "অর্কাঃ" অর্থাৎ "স্তুতির সাধনভূত মন্ত্রসমূহ ইঁহাদিগের আছে" এই অর্থে "অর্কিণঃ" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বৃষাদীনাঞ্চ" (পা০ ৬।১।২০৩) এই সূত্রানুসারে "বাণীঃ" পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এবং বাণী শব্দের উত্তর জস্ বিভক্তি করিয়া "দীর্ঘাজ্জসিচ" (পা০ ৬।১।১০৫) এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘ নিষেধের, "বাছন্দসি" (পা০ ৬।১।১০৬) সূত্রানুসারে বিকল্পবিধান আছে বলিয়া দীর্ঘ হইয়াছে; এস্থলে তৃতীয়ার্থে প্রথমা হইয়াছে। "অনূষত" এই পদটীতে স্তুত্যর্থ ণু ধাতুর "ণোনঃ" (পা০ ৬।১।৬৫) সূত্রানুসারে ণএর স্থানে ন হইয়া এবং ব্যত্যয়ে (পরিবর্ত্তে) লুঙের আত্মনেপদ হইয়া "ঝস্যাদাদেশঃ" (পা০ ৭।১।৫) সূত্রানুসারে সিচ্ হইয়া ছান্দস্ প্রযুক্ত ইটের অভাব ও উকারের দীর্ঘ হইয়াছে। (পা০ ১।২।১) ধাতুর কুটাদিত্ব, এবং (পা০ ২।২।৫) সিচের ঙিত্ব-হেতু নুএর উকারের গুণ হয় নাই ॥ ২ ॥

* * *

প্রথম ঋকের বিশদার্থ

ঋগ্বেদে ইন্দ্র-নামে কোন্ দেবতার উপাসনা করা হইয়াছে,—এই এক ঋকে তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করা যায়।

ঋকে বলা হইয়াছে,—'সামগায়ী উদ্গাতৃগণ সামমন্ত্রে যে গান করেন, সে তো তোমারই স্তুতিগান। ঋগ্বেদীয় হোতৃগণের উচ্চারিত ঋঙ্মন্ত্রসমূহ—সে তো তোমারই স্তুতি। আবার, অধ্বর্য্যুগণের যে যজুর্মন্ত্র—সে

সকল তো তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হয়। এক কথায়, ত্রয়ী (বেদ) তোমারই স্তুতিগানে বিনিযুক্ত আছে।' *

এমন যে ইন্দ্রদেব—তাঁহার যে উপাসনা, সে কি সেই জগৎপতির উপাসনা নহে? এই ঋক স্পষ্ট করিয়া সেই বাণী বিঘোষিত করিলেন। নাম দেখিয়া বিচঞ্চল হও কেন? তিনি যে অনন্ত। তাঁহার যে অনন্ত নাম। ইন্দ্র তাঁহার সেই অনন্ত নামের একটী নাম মাত্র।

যেমন তাঁহার নামের অন্ত নাই, তেমনই তাঁহার কর্ম্মেরও অন্ত নাই। অনন্ত-কর্ম্মী বলিয়াই অনন্ত রূপ-গুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাহাকে উদ্ভাসিত দেখি। যাঁহারা ইন্দ্র-নামে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন ('ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' অর্থাৎ ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহু রূপে উৎপন্ন হন); যাঁহারা বিষ্ণু, হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ-কারণ-রূপে ঘোষণা করিয়া-থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদের বোধশক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিরনেত্রে স্থিরচিত্তে মহিমা দর্শন করেন।

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য-সামগ্রী বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে; কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ। জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব। ত্রিবিধ চিত্তে জগৎ-সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্তি (পঞ্চদশী), যথা,—

"তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিক লৌকিকৈঃ ॥"

---

* পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ঋগ্বেদ প্রথমে রচিত হইয়াছিল সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ পরবর্ত্তী কালের রচনা। সুতরাং এই ঋকের 'গাথিনঃ', 'অর্কিণঃ' ও 'বাণীঃ' শব্দ দ্বারা 'সাম', 'ঋক্' ও 'যজুর' উল্লেখ প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহাদের মতে, সাধারণ ভাবে ঐ তিন শব্দে 'গাথী' 'অর্কী' ও 'বাণী' এই তিন শ্রেণীর উপাসক বা মন্ত্রোচ্চারণকারী অর্থ মাত্র উহা দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ মত সমীচীন নহে। একই বেদ যখন বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়; তখন একের মধ্যে অন্যের উল্লেখ না থাকিবার কোনই হেতু নাই।

পরিদৃশ্যমান্ যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এতাদৃশ বিরুদ্ধ মত-ভাবের অধ্যাস হয়, তখন যিনি অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে—তাঁহার প্রাপ্তিসম্বন্ধে—যে বহু মতবাদ উত্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। ইহাই অধিকার-বাদ। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ যে কঠোর কঠিন ভাবে অধিকারী অনধিকারীর স্তর-পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল—জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষয়ে অভিনিবেশ-পক্ষে উপদেশ-দান উদ্দেশ্য মাত্র।

এই দেখুন না কেন,—আমাদের ষড়দর্শন। সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনাশ—অনাবিল সুখসাধন; অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্নরূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী, বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক—শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হয়; কিন্তু সে যখন সাগরে গিয়া মিশিয়া যায়, তখন তাহার নাম-রূপ সমস্ত লোপ পায়। সচ্চিদানন্দ সাগরে মিলিতে পারিলে, চিত্তনদী সেইরূপ নামরূপ-বিমুক্ত হয়। জীবের তাহাই প্রার্থনীয়।

শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই কথাই কহিয়াছেন,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

মানুষের সেই লক্ষ্যই হউক। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নাম-রূপে বিমুক্ত হইয়া, মানুষ, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরেই লীন হউক।

সামগানকারী উদ্গাতৃগণ যে ইন্দ্রের গুণগান করেন, ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ যে ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করেন, অথবা যজুর্ব্বেদীয় অধ্বর্য্যুগণ যে ইন্দ্রের স্তব করিয়া থাকেন; এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবেই তাঁহাতে মিশিতে হইবে, এইরূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে। ঋকের ইহাই লক্ষ্য। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ত্রয়োদশো বর্গঃ।

* * *

চতুর্থৈন্দ্র-সূক্তং

ঋগ্বেদে ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধেই অধিক সূক্ত, অধিক স্তোত্র প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। তাঁহার বিশেষণের অন্ত নাই; তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত। তিনি যখন তেজঃরূপে পরিকল্পিত, তখন মরুদ্গণ (বায়ুনিবহ) তাঁহার সহকারী। তিনি যখন মেঘাধিপতি, তখন বাষ্পনিবহ তাঁহার অনুসরণকারী। তিনি যখন বৃত্রহা (শত্রুহন্তা), বজ্র তখন তাঁহার প্রধান অস্ত্র।

সংসারে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বৈষম্য প্রতি পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখুন; আকৃতির ও প্রকৃতির কি বিষম বৈষম্যই তাহাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে! অথচ, সেই বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয়,—কি যেন এক অসম্পূর্ণতা সৃষ্টির চারিদিকে বিরাজ করিতেছে; আর সেই যেন, সংসারে প্রতি সামগ্রীই পূর্ণতার প্রতি প্রধাবমান রহিয়াছে।

পূর্ণতাই সাম্যের শেষ সীমা। ক্ষুদ্র বৃহত্বলাভের জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে; বৃহৎ যথাক্রমে বৃহত্তর ও বৃহত্তম পর্য্যায়ের স্থান পাইবার জন্য বিষম সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। যাহার যে অঙ্গ অপরিপুষ্ট, যাহার যে বৃত্তি অপরিস্ফুট, সে তাহার পূরণের বা স্ফূর্ত্তির জন্য সদা সচেষ্ট রহিয়াছে। তৎপক্ষে যখন যে উপাদান প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহের জন্য উদ্বেগের অবধি নাই।

সেই উদ্বেগ নিবারণের উদ্দেশ্যেই মানুষ আবশ্যকানুরূপ ভগবদ্বিভূতির আশ্রয়প্রার্থী হয়, আর তদনুসারেই তাহারা আপনাপন দেবতার আরাধনা করে। যাহার ধন নাই, সে ধনের ভিখারী হয়; যে রূপহীন, সে রূপের প্রার্থনা করে; যে স্বর্গকামী, সে স্বর্গের কামনায় প্রার্থনা জানায়। এই হিসাবে, বুঝা যায়, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির অনুধ্যানে, আপন আপন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপগুণসম্পন্ন করিয়া লওয়া হয়।

এইরূপে বিভিন্নরূপগুণোপেত বিভিন্ন দেবতার পূজা করিতে করিতে, সকলই যে একেরই অনুস্যূতি, শেষে তাহা বোধগম্য হইয়া থাকে। পুনঃপুনঃ ঐন্দ্রসূক্তের অবতারণা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তোত্রে তাঁহার বিভিন্ন শক্তির খ্যাপন,—সেই একই বহু অথবা সেই বহুত্বেই একত্ব এই ভাবের বিকাশ করিয়া দেয়। এক এক শক্তির বা এক এক গুণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার অর্চনা করিতে করিতে তাই—সকল শক্তির সকল গুণের সকলের আধারভূত বিশ্বপতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে। কি ঐন্দ্র-সূক্তের, কি বায়বীয়-সূক্তের, কি আগ্নেয়-সূক্তের অথবা যে কোনও সূক্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখুন; আর, নিবিষ্টচিত্তে তত্তৎসূক্তের লক্ষ্য অনুধাবন করুন; তাহাতে প্রতীত হইবে—যেন, কি এক অনুপম অলৌকিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সূত্রে স্তোত্রগুলি পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট রহিয়াছে।

নিত্যপরিবর্তনশীল সংসার-চক্রে বিষম অবস্থা-বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষকে বিচরণ করিতে হইতেছে। সেই এক এক অবস্থায় অনন্ত বিপ্লব-বিভীষিকায় মানুষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারই মধ্যে যখন যে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তখন সেই বিপদ ত্রাণের জন্য তদনুরূপ শক্তির শরণ লইতে বাধ্য হইতেছে। সকল সময়ে স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধ হয় না সত্য; কিন্তু অংশের অর্চনায় যে বিরাটেরই অর্চনা করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, বিমান-বিহার—বিভিন্ন পথে বিভিন্ন শক্তিতে কার্য্য করে বটে; কিন্তু মূলে যে সকলেই একই শক্তির প্রভাব, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। ঐন্দ্র-সূক্তে সেই তথ্যই প্রকটিত দেখি।

মার্তণ্ডের খরকরতাপে পৃথিবী দগ্ধীভূত, শস্যক্ষেত্রসমূহ ধূল্যবলুণ্ঠিত; শরণাপন্ন হইলাম—মেঘাধিপতির; ডাকিলাম—'হে মঘবন! বারিদানে পৃথ্বীমাতাকে রক্ষা করুন।' পরক্ষণেই যখন আবার ধরণী ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল, অন্ধকারে পৃথিবী ঘেরিয়া ফেলিল; তখন ডাকিলাম,—'হে দীপ্তিমন! তুমি একবার উদয় হও; এ মেঘ অপসারণ করিয়া দেও।' একই ইন্দ্রদেবের আরাধনায় যখন এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত ভাবের স্তোত্র দেখিতে পাই, তখনও কি বুঝিতে পারি না—'কে তিনি, কি নামে, কখন কি রূপে, সম্বোধিত হইতেছেন!' বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন দুর্দৈবের মধ্যে পড়িয়া মানুষ যে বিভিন্ন শক্তির সহায়তা প্রার্থনা করে; পরন্তু মূলে যে সকল শক্তিই অভিন্ন; এ সকল দৃষ্টান্তে তাহাই প্রতিভাত হয়।

সকল শক্তিই যে মূল শক্তির অংশ, সপ্তম সূক্তের (এই চতুর্থৈন্দ্র সূক্তের) দশটী ঋকে সেই আভাষ একটু স্পষ্টরূপে পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

* * *

চতুর্থৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

ইন্দ্রমিত্যাদিকং দশর্চং যৎ সূক্তং তৎ সুরূপকৃৎনুমিত্যাদিষু চতুর্থং। ঋষিচ্ছন্দোদেবতা-বিনিয়োগাশ্চ পূর্ব্ববৎ। বিশেষবিনিয়োগস্তূচ্যতে। মহাব্রতে নিষ্কেবল্যশস্ত্র ইন্দ্রমিদ্‌গাথিন ইতি সূক্তং। তথাচ পঞ্চমারণ্যকে সূত্রিতং। শিরো গায়ত্রমিন্দ্রমিদ্‌গাথিন ইতি। তথা চতুর্ব্বিংশেহনি-ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ শস্ত্র ইন্দ্রমিদ্‌গাথিন ইতি ষড়হস্তোত্রিয়স্তৃচঃ। চতুর্ব্বিংশে০হোতা জনিষ্টেত্যুপ-ক্রম্যায়াহি সুষমাহিত ইন্দ্রমিদ্‌গাথিনোবৃহৎ। আ০ ৭.২। ইতি। সূত্রিতত্বাৎ। অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়েঽচ্ছাবাকশস্ত্রেঽয়মেবতৃচোঽনুরূপঃ। সূত্রিতংচ। ইন্দ্রায়মদ্বনে সুতমিন্দ্রমিদ্‌-গাথিনোবৃহৎ। আ০ ৬.৪। ইতি। তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

সায়ণাচার্য্যকৃত চতুর্থৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকার

বঙ্গানুবাদ।

"ইন্দ্রং ইত্যাদি দশটী ঋক্ বিশিষ্ট যে সূক্ত, তাহা "সুরূপকৃত্নুং" ইত্যাদি সূক্তের মধ্যে চতুর্থ সূক্ত। এই 'ইন্দ্রং' ইত্যাদি সূক্তের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ, পূর্ব্বের ন্যায়। বিশেষ বিনিয়োগ কথিত হইতেছে—মহাব্রতে নিষ্কেবল্যশস্ত্রে "ইন্দ্রমিদ্‌গাথিনঃ" এই সূক্তের বিনিয়োগ করিতে হয়। পঞ্চম আরণ্যকেও ইহা সূত্রিত হইয়াছে "শিরোগায়ত্রমিন্দ্রমিদ্‌গাথিন ইতি। সেইরূপ চতুর্ব্বিংশদিবসে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-ঋত্বিকের পাঠ্যশস্ত্রে "ইন্দ্রমিদ্‌-গাথিনঃ" ইত্যাদি ঋকত্রয়াত্মক ষড়হস্তোত্রিয়াখ্য-তৃচের বিনিয়োগ হইয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও "চতুর্ব্বিংশেহোতা জনিষ্টা" এইরূপ উপক্রম করিয়া "আয়াহি সুষমাহিতঃ" "ইন্দ্রামিদ্‌গাথিনো বৃহৎ" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে (আ০ ৭.২) অতিরাত্রযাগে প্রথম পর্য্যায়ে অচ্ছাবাক্-শস্ত্রে এই তৃচ্‌টী অনুরূপ পাঠ্যরূপে বিনিযুক্ত হয়। "ইন্দ্রায়মদ্বনেসুত-মিন্দ্রমিদ্‌গাথিনোবৃহৎ"—এইরূপে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে (আ০ ৬.৪)। অতঃপর সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে সপ্তমং সূক্তং। ঋষির্ব্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে
বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

ইন্দ্রংবাণীরনূষত ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রং। ইৎ। গাথিনঃ। বৃহৎ। ইন্দ্রং। অর্কেভিঃ।

অর্কিণঃ। ইন্দ্রং। বাণীঃ। অনূষত ॥ ১

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রং ইৎ' (ইন্দ্রমেব) 'গাথিনঃ' (উদ্গাতারঃ, সামগাঃ) 'বৃহৎ' (বৃহতা—তৃতীয়ার্থে প্রথমা, উক্থেন, সামমন্ত্রেণ) ইন্দ্রং (ইন্দ্রমেব) 'অর্কিণঃ' (ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারিণো হোতারঃ) 'অর্কেভিঃ' (ঋঙ্মন্ত্রৈঃ) ইন্দ্রং (ইন্দ্রমেব) 'বাণীঃ' (বাণ্যঃ-প্রথমার্থে দ্বিতীয়া, যজুর্মন্ত্রৈরধ্ব-র্য্যবঃ ইতি ভাবঃ) 'অনূষত' (অনাবিষুঃ—আত্মনেপদমার্ষং, স্তুতবন্তঃ)। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সামগানকারী উদ্গাতৃগণ সামগানে ইন্দ্রদেবের স্তব করেন; ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ ঋঙ্মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন; যজুর্ব্বেদীয় অধ্বর্য্যুগণ যজুর্ম্মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

গাথিনো গীয়মানসামযুক্তা উদ্গাতারঃ। ইন্দ্রমিদিন্দ্রমেব বৃহৎ। ত্বামিদ্ধিহবামহে অ০ বে০ ৪।৭।২৭। ইত্যস্যামৃচি উৎপন্নেন বৃহন্নামকেন সাম্নানূষত। স্তুতবন্তঃ। অর্কিণোঽর্চ্চনহেতুমন্ত্রোপেতা হোতারোঽর্কেভির্ঋগ্রূপৈর্মন্ত্রৈরিন্দ্রমেবানূষত। যেত্ববশিষ্টা অধ্বর্য্যবস্তে বাণীর্বাগ্‌ভির্যজূরূপাভিরিন্দ্রমেবানূষত।

অর্কশব্দস্য মন্ত্রপরত্বং যাস্কেনোক্তং। অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদনেনার্চ্চন্তি। নি০ ৫:৫। ইতি। শ্লোক ইত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসু বাঙ্‌নামসু বাশীবাণীতিপঠিতং॥ গাথিনঃ। উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্। উ০ ২৪। ইতি গায়তেস্থন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। গাথা এষাং সন্তীতি গাথিনঃ। ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা০ ৫।২।১১৬। ইতীনিঃ। প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ। সচ সতি শিষ্টঃ। বৃহৎ। বৃহতা। তৃতীয়ৈকবচনস্য সুপাংসুলুগিতিলুক্। পৃষদ্বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবৎ। উ০ ২৮১। ইত্যন্তোদাত্তো নিপাতিতঃ। অর্কেভিঃ। অর্চ্চপূজায়াং। অর্চ্চ্যন্তে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

গীয়মান সামমন্ত্রযুক্ত উদ্গাতৃগণ, (সামবেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ) ইন্দ্রদেবকেই, "ত্বামিদ্ধিহবামহে" (অঃ বেঃ ৪।৭।২৭) এই ঋকে উৎপন্ন 'বৃহৎ'নামক সামমন্ত্রের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। অর্চ্চনের হেতুভূত মন্ত্রযুক্ত হোতৃগণ, (ঋগ্বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণগণ) ঋক্‌স্বরূপ মন্ত্রসমূহদ্বারা ইন্দ্রদেবকেই স্তব করিয়াছিলেন। এবং অবশিষ্ট যে অধ্বর্য্যুগণ (যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ) তাঁহারা যজুঃস্বরূপ বাক্‌সমূহ দ্বারা ইন্দ্রদেবকেই স্তব করিয়াছিলেন।

মহাত্মা যাস্ক, অর্কশব্দের মন্ত্রপরত্ব (অর্কশব্দের অর্থ—মন্ত্র) স্বকীয় নিরুক্তগ্রন্থে অভিহিত করিয়াছেন। "অর্ক বলিতে মন্ত্রকে বুঝায়, যেহেতু ইহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকে।" (নিঃ ৫.৫) "শ্লোকঃ" ইত্যাদি সাতান্নপ্রকার ঋক্ নামের মধ্যে "বাশী" "বাণী" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "গাথিনঃ" এই পদটি, "উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্" (উঃ ২।৪) এই সূত্রদ্বারা গৈ ধাতুর উত্তর থন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'থন্' প্রত্যয়ের নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সেই "গাথা-সমূহ ইহাদের আছে" এই অর্থে "ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ" (পা০ ৫।২।১১৬) এই সূত্রদ্বারা ইনি প্রত্যয় করিয়া 'গাথিনঃ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার ইকারটী প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্ত হইয়া সেই উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বৃহৎ" অর্থাৎ 'বৃহতা'—এই পদটী, বৃহৎ শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এবং "পৃষদ্বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবৎ" (উ০ ২।৮১) এই সূত্রদ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহার অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "অর্কেভিঃ" এই

এভিরিত্যর্কা মন্ত্রাঃ। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা০ ৩.৩.১১৮। ইতি ঘঃ। চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ। পা০ ৭.৩.৫২ ইতি কুত্বং। প্রত্যয়স্বরেণাদ্যোদাত্তঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭.১.১০। ইতি ভিস ঐসাদেশো ন ভবতি। অর্কা স্তুতিসাধনভূতা মন্ত্রা এষাং সন্তীত্যর্কিণঃ। বাণীঃ। বৃষাদীনাং চ। পা০ ৬.১.২০৩। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। দীর্ঘাজ্জসি চ। পা০ ৬.১.১০৫। ইতিপূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘনিষেধস্য বাছন্দসি। পা০ ৬.১.১০৬। ইতি বিকল্পিতত্বাদ্দীর্ঘত্বং। তৃতীয়ার্থে প্রথমা। অনূষত। ণুস্তুতৌ। ণোনঃ। পা০ ৬.১.৬৫। ইতি নত্বং। লুঙি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। ঝস্যাদাদেশঃ। সিচ ইড়ভাব উকারস্য দীর্ঘত্বংচ ছান্দসং। ধাতোঃ কুটাদিত্বাৎ। পা০ ১.২.১। সিচো ঙিত্বেন গুণাভাবঃ ॥ ১ ॥

* * *

পদটী, পূজার্থ অর্চ্চ্ ধাতুর উত্তর "অর্চ্চিত হয় ইহা দ্বারা" এই অর্থে "পুংসি সজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ" (পা০ ৩.৩।১১৮) এই সূত্রদ্বারা ঘ প্রত্যয় হইয়াছে এবং "চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ" (পা০ ৭৩৫২) এই সূত্র দ্বারা অর্চ্চ্ ধাতুর চকারের স্থানে কু (ক) হইয়া "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭.১.১০) এই সূত্রানুসারে ভিসের স্থানে ঐসাদেশ হইল না। "অর্কাঃ" অর্থাৎ "স্তুতির সাধনভূত মন্ত্রসমূহ ইঁহাদিগের আছে" এই অর্থে "অর্কিণঃ" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বৃষাদীনাঞ্চ" (পা০ ৬।১।২০৩) এই সূত্রানুসারে "বাণীঃ" পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এবং বাণী শব্দের উত্তর জস্ বিভক্তি করিয়া "দীর্ঘাজ্জসিচ" (পা০ ৬।১।১০৫) এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘ নিষেধের, "বাছন্দসি" (পা০ ৬।১।১০৬) সূত্রানুসারে বিকল্পবিধান আছে বলিয়া দীর্ঘ হইয়াছে; এস্থলে তৃতীয়ার্থে প্রথমা হইয়াছে। "অনূষত" এই পদটীতে স্তুত্যর্থ ণু ধাতুর "ণোনঃ" (পা০ ৬.১।৬৫) সূত্রানুসারে ণএর স্থানে ন হইয়া এবং ব্যত্যয়ে (পরিবর্ত্তে) লুঙের আত্মনেপদ হইয়া "ঝস্যাদাদেশঃ" (পা০ ৭।১।৫) সূত্রানুসারে সিচ্ হইয়া ছান্দস্ প্রযুক্ত ইটের অভাব ও উকারের দীর্ঘ হইয়াছে। (পা০ ১।২।১) ধাতুর কুটাদিত্ব, এবং (পা০ ১।২।৫) সিচের ঙিত্ব-হেতু নুএর উকারের গুণ হয় নাই ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম ঋকের বিশদার্থ।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র-নামে কোন্ দেবতার উপাসনা করা হইয়াছে, এই এক ঋকে তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করা যায়।

ঋকে বলা হইয়াছে,—'সামগায়ী উদ্গাতৃগণ সামমন্ত্রে যে গান করেন, সে তো তোমারই স্তুতিগান! ঋগ্বেদীয় হোতৃগণের উচ্চারিত ঋঙ্মন্ত্র-সমূহ—সে তো তোমারই স্তুতি! আবার, অধ্বর্য্যুগণের যে যজুর্মন্ত্র—সে

সকল ভো তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হয়। এক কথায়, ত্রয়ী (বেদ) তোমারই স্তুতিগানে বিনিযুক্ত আছে।' *

এমন যে ইন্দ্রদেব—তাঁহার যে উপাসনা, সে কি সেই জগৎপতির উপাসনা নহে? এই ঋক স্পষ্ট করিয়া সেই বাণী বিঘোষিত করিলেন। নাম দেখিয়া বিচঞ্চল হও কেন? তিনি যে অনন্ত! তাঁহার যে অনন্ত নাম। ইন্দ্র তাঁহার সেই অনন্ত নামের একটী নাম মাত্র।

যেমন তাঁহার নামের অন্ত নাই, তেমনই তাঁহার কর্ম্মেরও অন্ত নাই। অনন্ত-কর্ম্মী বলিয়াই অনন্ত রূপ-গুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাহাকে উদ্ভাসিত দেখি। যাঁহারা ইন্দ্র-নামে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন ('ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' অর্থাৎ ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে উৎপন্ন হন); যাঁহারা বিষ্ণু, হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ-কারণ-রূপে ঘোষণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদের বোধশক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিরনেত্রে স্থিরচিত্তে মহিমা দর্শন করেন।

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য-সামগ্রী বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে; কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ। জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব। ত্রিবিধ চিত্তে জগৎ-সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্তি (পঞ্চদশী), যথা,—

"তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিক লৌকিকৈঃ॥"

---

* পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ঋগ্বেদ প্রথমে রচিত হইয়াছিল সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ পরবর্ত্তী কালের রচনা। সুতরাং এই ঋকের 'গাথিনঃ', 'অর্কিণঃ' ও 'বাণীঃ' শব্দ দ্বারা 'সাম', 'ঋক্' ও 'যজুর' উল্লেখ প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহাদের মতে, সাধারণ ভাবে ঐ তিন শব্দে 'গাথী' 'অর্কী' ও 'বাণী' এই তিন শ্রেণীর উপাসক বা মন্ত্রোচ্চারণকারী অর্থ মাত্র উহা দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ মত সমীচীন নহে। একই বেদ যখন বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়; তখন একের মধ্যে অন্যের উল্লেখ না থাকিবার কোনই হেতু নাই।

পরিদৃশ্যমান্ যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এতাদৃশ বিরুদ্ধ মত-ভাবের অধ্যাস হয়, তখন যিনি অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে—তাঁহার প্রাপ্তিসম্বন্ধে—যে বহু মতবাদ উত্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। ইহাই অধিকার-বাদ। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ যে কঠোর, কঠিন ভাবে অধিকারী অনধিকারীর স্তর-পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল—জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষয়ে অভিনিবেশ-পক্ষে উপদেশ-দান উদ্দেশ্য মাত্র।

এই দেখুন না কেন,—আমাদের ষড়দর্শন। সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনাশ—অনাবিল সুখসাধন; অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্নরূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী, বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক—শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হয়; কিন্তু সে যখন সাগরে গিয়া মিশিয়া যায়, তখন তাহার নাম-রূপ সমস্ত লোপ পায়। সচ্চিদানন্দ সাগরে মিলিতে পারিলে, চিত্তনদী সেইরূপ নামরূপ-বিমুক্ত হয়। জীবের তাহাই প্রার্থনীয়।

শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই কথাই কহিয়াছেন,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

মানুষের সেই লক্ষ্যই হউক। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নাম-রূপে বিমুক্ত হইয়া, মানুষ, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরেই লীন হউক।

সামগানকারী উদ্গাতৃগণ যে ইন্দ্রের গুণগান করেন, ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ যে ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করেন, অথবা যজুর্ব্বেদীয় অধ্বর্য্যুগণ যে ইন্দ্রের স্তব করিয়া থাকেন; এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবেই তাঁহাতে মিশিতে হইবে, এইরূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে। ঋকের ইহাই লক্ষ্য। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ইন্দ্রইদ্ধর্য্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আবচো যুজা।

ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রঃ। ইৎ। হর্য্যোঃ। সচা। সংঽমিশ্লঃ। আ।

বচঃঽযুজা। ইন্দ্রঃ। বজ্রী। হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র ইৎ' (ইন্দ্র এব) 'বচোযুজা' (বচোযুজয়োঃ—বচসা ভগবদ্বাক্যানুরূপেণ কর্ম্মণা যুজয়ো যুক্তয়োঃ) 'হর্য্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপদিব্যকিরণয়োঃ) 'সচা' (সহ) 'আ সম্মিশ্লঃ' (সম্যক্ মিশ্রতঃ, ভবতীতি শেষঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'বজ্রী' (বজ্রযুক্তঃ, বজ্রধারী, কঠোরভাবাপন্নঃ) 'হিরণ্যয়ঃ' (হিরণ্যময়ঃ—স্বর্ণাভরণভূষিতঃ, দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণভূষণভূষিতঃ, করুণাসম্পন্ন ইতি ভাবঃ)॥ (১ম—৭সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেবই, ভগবদ্‌বাক্যানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা যুক্ত (প্রাপ্ত) জ্ঞান-ভক্তি-রূপ দিব্যকিরণ সহ সম্মিলিত হয়েন ; তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর ; তিনি সুবর্ণের ন্যায় কমনীয় (স্নেহশীল)। (১ম—৭সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রইদিন্দ্রএব হর্য্যোর্হরিনামকয়োরশ্বয়োঃ সচা সহ যুগপদাসংমিশ্লঃ সর্ব্বতঃ সম্যগ্‌-মিশ্রিয়তা। কীদৃশোর্হর্য্যোঃ। বচোযুজা। ইন্দ্রস্য বচনমাত্রেণ রথে যুজ্যমানয়োঃ সুশিক্ষি-তয়োরিত্যর্থঃ। অয়মিন্দ্রো বজ্রী বজ্রযুক্তঃ। হিরণ্যয়ঃ। হিরণ্ময়ঃ সর্ব্বাভরণভূষিতইত্যর্থঃ॥

হর্য্যোঃ। হরত ইতি হরী। ইন্‌। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সচা। সহেত্যুক্তং। সম্মিশ্লঃ। মিশ্রণং মিশ্রঃ। মিশ্রয়তের্ঘঞ্‌। পা০ ৩.৩.১৮। সম্যক্‌ মিশ্রো যস্যাসৌ সংমিশ্রঃ। লত্বং ছান্দসং। সম্যক্‌ মিশ্রয়িতেত্যর্থঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বচোযুজা। বচসা যুজ্যেতে ইতি বচোযুজৌ। তয়োঃ। ষষ্ঠীদ্বিবচনস্য সুপাং সুলুগিত্যাকারাদেশঃ। যুজ্‌শব্দো ধাতুস্বরেণান্তোদাত্তঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ সএব শিষ্যতে। বজ্রী। বজ্রমস্যাস্তি। অত ইনিঠনৌ। প্রত্যয়স্বরঃ। হিরণ্যয়ঃ। ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বীহিরণ্যয়ানি ছন্দসি। পা০ ৬।৪।১৭৫। ইতি হিরণ্ময়শব্দস্য মকারলোপো নিপাত্যতে। অকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। পূর্ব্বেণানুদাত্তেন সহৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ॥ ২॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেবই, হরিনামক অশ্বদ্বয়ের সহিত অর্থাৎ এককালীন সর্ব্বতোভাবে সম্যক্‌রূপে মিশ্রণকর্ত্তা। সেই হরিনামক অশ্বদ্বয় কিরূপ?—"বচোযুজা"—যে হরিনামক অশ্বদ্বয় ইন্দ্রদেবের বচনমাত্রেই রথে যুক্ত হয় অর্থাৎ সুশিক্ষিত। এই ইন্দ্রদেব "বজ্রী" অর্থাৎ বজ্রযুক্ত। "হিরণ্যয়ঃ"—সুবর্ণময় অর্থাৎ সর্ব্বাভরণে ভূষিত।

"হরণ করে" অর্থাৎ বাহ্যবস্তুকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায় এই অর্থে হৃঞ্‌ (হৃ) ধাতুর উত্তর ইন্‌ (ই) প্রত্যয় করিয়া হরি, এবং ঐ হরিশব্দের উত্তর ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বিবচন করিয়া "হর্য্যোঃ" এই পদ সম্পন্ন হইয়াছে। নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। সহ অর্থে "সচা" পদটি অভিহিত হইয়াছে। "সংমিশ্লঃ" পদটিতে মিশ্রশব্দের অর্থ—মিশ্রণ। ণিজন্ত 'মিশ্র' ধাতুর উত্তর (পা০ ৩।৩.১৮) সূত্রানুসারে ঘঞ্‌ প্রত্যয় করিয়া ছান্দসপ্রযুক্ত মিশ্রপদের রএর স্থানে ল হইয়াছে। সম্যক্‌রূপে মিশ্র হইয়াছে যার সেই সংমিশ্রঃ। অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে মিশ্রণ কর্ত্তা। সংশব্দের সহিত মিশ্রশব্দের বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "বচোযুজা" এই পদটি "বাক্যের দ্বারা যুক্ত হয় যারা" এই অর্থে বচোযুজশব্দের উত্তর ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বিবচনে (ওস্‌) করিয়া "সুপাংসুলুক্‌" সূত্রানুসারে সেই ষষ্ঠী বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যুজ্‌ শব্দটি ধাতুস্বর প্রযুক্ত অন্তোদাত্ত হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে প্রকৃতিস্বরহেতু সেই প্রকৃতিস্বরই (উদাত্ত স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে। "বজ্র ইহার আছে" এই অর্থে "বজ্রী" পদটী, "অত ইনিঠনৌ" সূত্রানুসারে বজ্রশব্দের উত্তর ইন্‌ (ই) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে। "ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বীহিরণ্যয়ানিছন্দসি" (পা০ ৬।৪।১৭৫) এই সূত্রানুসারে 'হিরণ্ময়ঃ' শব্দের মকারের লোপ করিয়া "হিরণ্যয়ঃ" পদটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার প্রথম অকার উদাত্ত। "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুদাত্তস্বরের সহিত পরবর্ত্তি অকারও উদাত্ত হইয়াছে॥ ২॥

দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থ

এই ঋকের অর্থ-সঙ্গতি বিষয়ে বড়ই সমস্যা দেখিতে পাই। সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে অর্থ হয়,—'ইন্দ্রেরই বাক্য মাত্রে হরি নামক অশ্বদ্বয় তাঁহার রথে সংযুক্ত হয়। ইন্দ্র বজ্রযুক্ত এবং স্বর্ণাদিনির্ম্মিত ভূষণে ভূষিত।' পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, 'বচোযুজা' শব্দ 'বচোযুজয়োঃ' (ষষ্ঠীর দ্বিবচন) হইবে এবং উহা 'হর্য্যোঃ' শব্দের বিশেষণ-হেতু উহার অর্থ হইবে—'বচন মাত্রে (ইন্দ্রের) রথে যুক্ত।' বলা বাহুল্য, ঋকে রথবাচক কোনও শব্দ নাই; কিন্তু ঐরূপ অর্থের জন্য একটী 'রথে' শব্দ এখানে টানিয়া আনিতে হইবে। 'আসম্মিশ্লঃ' শব্দে 'সম্যক মিশ্রয়িতা'; এবং তদনুসারে 'রথের সহিত অশ্বের মিশ্রণকারী' অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। 'আসম্মিশ্লঃ' শব্দে 'মিশ্রিত হওনের' ভাব-হেতু কেহ আবার ঐ অংশের অর্থ করিয়াছেন,—'ইন্দ্রদেব, বাক্য মাত্র রথে অশ্ব সংযুক্ত করিয়া সকলের সহিত মিলিত হন।' ঋকের শেষাংশের 'হিরণ্যয়ঃ' (হিরণ্ময়ঃ) শব্দকে কেহ আবার বজ্রের বিশেষণ-রূপে কল্পনা করিয়া ঐ শব্দে 'লৌহ-নির্ম্মিত' অর্থ স্থির করিয়াছেন।

'তাঁহার বচন মাত্রে বা ইঙ্গিত মাত্রে অশ্বদ্বয় সংযুক্ত হয়'—এরূপ উক্তির কি মূল্য আছে, অথবা এরূপ উক্তিতে সেই দেবরাজ ইন্দ্রের যে কি গৌরব বৃদ্ধি হয়, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অশ্বের সহিত 'আসম্মিশ্লঃ' অর্থাৎ 'সম্যকরূপে মিশ্রিত হওনই' বা কি? অশ্বস্বামী তিনি, অশ্বকে যথেচ্ছ চালনা করিতে পারেন; তাহাতে আর তাঁহার পৌরুষই বা কি আছে? সে পৌরুষ-ঘোষণাই যদি ঋকের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বেদকে নমস্কার করিয়া বেদের নিকট হইতে

বিদায় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য মনে করি। তিনি 'বজ্রধারী' বলিয়া ভয় পাইতে পারি; তিনি স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিত—সুতরাং ধনবান বলিয়া তাঁহার চরণলেহনে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি; কিন্তু তাঁহার বচন মাত্র তাঁহার রথে অশ্ব সংযুক্ত হয় জানিয়া, কি দিব্য ভাব মনে আসিতে পারে—বুঝিতে পারি না। অসাধারণ পুরুষ হইতে নিঃসৃত বেদ যে এত সাধারণ কথায় পূর্ণ আছে, তাহা মনে করিতেও কষ্ট হয়।

তবে কি? ঋকে তবে কি নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত আছে? 'হরি' শব্দের অর্থ যে 'কিরণ' 'জ্যোতিঃ', এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। দ্বিবচনান্ত 'হরী' শব্দে যে 'জ্ঞান-ভক্তির দিব্য জ্যোতিঃ' বুঝায়, তাহাও পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখানে একটী নূতন শব্দ—'বচোযুজা' (বচোযুজয়োঃ)। এ শব্দের অর্থ আমরা মনে করি—'ভগবানের বাক্য বা উপদেশানুরূপ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যুক্ত বা প্রাপ্ত।' এইবার এই অর্থের কি সার্থকতা, তাহা উপলব্ধি করুন। অনেক সময় মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। তাই রজ্জুতে সর্পজ্ঞান—সত্যজ্ঞান নহে—ভ্রম জ্ঞান। ভক্তিও এইরূপ অনেক সময় অযথা পাত্রে ন্যস্ত হইতে পারে। সুতরাং সকল ভক্তিই ভক্তি-নামের বাচ্য নহে। এ ঋকে তাই বলা হইয়াছে,—'ভগবানের উপদেশানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত (প্রাপ্ত) যে জ্ঞান-ভক্তি, তাহারই সহিত শ্রীভগবান সম্যক-রূপে মিলিত হন।' পক্ষান্তরে বলা হইতেছে,—'তদ্রূপ জ্ঞান-ভক্তির দ্বারাই মানুষ ভগবানে লীন হইতে পারেন।' ঋকের এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

তিনি বজ্রধর ও স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিত। তাঁহার এই দুই বিশেষণের বিশেষ সার্থকতা দেখি—দুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে। যে-জন কুকর্ম্ম-পরায়ণ, যে-জন ভগবানের উপদেশানুরূপ ভগবৎ-প্রীতি-সাধনোদ্দেশে কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত নহে; অর্থাৎ, যে পাপী জন, তাহার নিকট তিনি বজ্রধর, ভীষণ-মূর্ত্তি; কিন্তু যে জন সৎকর্ম্মপরায়ণ, 'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ'—এই ধ্রুবজ্ঞানে যে-জন ভগবানের কর্ম্মে উৎসৃষ্ট-প্রাণ, তাহার নিকট তিনি স্বর্ণালঙ্কার-পরিহিত—স্নেহকারুণ্যাদি-গুণবিভূষণ-বিভূষিত। দুর্জ্জনের দৃষ্টিতে তাঁহার মূর্ত্তি বিষম বিভীষিকাপ্রদ; আর, সজ্জন সাধুর নিকট তিনি সদা আনন্দময়।

ঋকের ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থ। তাঁহার অশ্বযোজিত রথ প্রভৃতি অর্থ অধিকারি বিশেষের ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তিদানের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলেও, ঋকের নিগূঢ় ভাব তাহা নহে। (১ম—৭সূ—২ঋ)

—— ‡*‡ ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আসূর্য্যং রোহয়দ্দিবি।

বিগোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রঃ। দীর্ঘায়। চক্ষসে। আ। সূর্য্যং রোহয়ৎ।

দিবি। বি। গোভিঃ। অদ্রিং। ঐরয়ৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'দীর্ঘায়' (নিরন্তরায়) 'চক্ষসে' (লোকানাং দর্শনায়) 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'সূর্য্যং' (আদিত্যদেবং) 'আরোহয়ৎ' (স্থাপিতবান্), স চ সূর্য্যঃ 'গোভিঃ' (স্বকীয়রশ্মিভিঃ) 'অদ্রিং' (পর্ব্বতপ্রমুখং সর্ব্বং জগৎ) 'ব্যৈরয়ৎ' (বি+ঐরয়ৎ—বিশেষেণ প্রেরিতবান্, প্রকাশিতবানিত্যর্থঃ) ॥ (১ম—৭সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

লোক-সকলকে নিরন্তর দর্শনশক্তি-দানের নিমিত্ত ইন্দ্রদেব দ্যুলোকে সূর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। সেই সূর্য্য, স্বকীয় রশ্মিপ্রভাবে পর্ব্বত-প্রমুখ সর্ব্বজগৎকে বিশেষ প্রকারে প্রকাশিত করিতেছেন। (১ম—৭সূ—৩ঋ)। *

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মিন্দ্রো দীর্ঘায় প্রৌঢ়ায় নিরন্তরায় চক্ষসে দর্শনায় দিবি দ্যুলোকে সূর্য্যমারোহয়ৎ। পুরা বৃত্রাসুরেণ জগতি যদাপাতিতং তমস্তন্নিবারণেন প্রাণিনাং দৃষ্টিসিদ্ধ্যর্থমাদিত্যং দ্যুলোকে স্থাপিতবানিত্যর্থঃ। সচ সূর্য্যো গোভিঃ স্বকীয়রশ্মিভিরদ্রিং পর্ব্বতপ্রমুখং সর্ব্বং জগদ্ ব্যৈরয়ৎ। বিশেষেণ দর্শনার্থং প্রেরিতবান্। প্রকাশিতবানিত্যর্থঃ। অথবা। ইন্দ্রএব গোভির্জলৈ-র্নিমিত্তভূতৈরদ্রিং মেঘং ব্যৈরয়ৎ। বিশেষেণ প্রেরিতবান্।

পঞ্চদশসংখ্যাকেষু রশ্মিনামসু খেদয়ঃ কিরণা গাব ইতি পঠিতং। ত্রিংশৎসংখ্যাকেষু মেঘনামস্বদ্রিগ্রাবেতি পঠিতং। দীর্ঘায়। প্রাতিপদিকস্বরেণোদাত্তঃ। চক্ষসে। চক্ষেঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেব, চিরকাল নিরন্তর দর্শনের নিমিত্ত স্বর্গলোকে সূর্য্যদেবকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বকালে জগতে বৃত্রাসুর কর্তৃক যে তমঃ আপতিত হইয়াছিল, সেই তমঃ (অন্ধকার) নিবারণের জন্য এবং প্রাণি-সমূহের দৃষ্টিসিদ্ধির নিমিত্ত (ইন্দ্রদেব) সূর্য্যদেবকে আকাশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই সূর্য্যদেব, স্বীয় রশ্মি সমূহ দ্বারা পর্ব্বত-প্রমুখ সমস্ত জগৎকে বিশেষরূপে দর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিম্বা ইন্দ্রদেবই, জলের নিমিত্ত মেঘকে বিশেষরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ প্রকার রশ্মি-নামের মধ্যে "খেদয়ঃ" "কিরণাঃ" "গাবঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। ত্রিংশৎসংখ্যক মেঘ নামের মধ্যে "অদ্রিঃ" "গ্রাবা" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। প্রাতিপদিক স্বরহেতু "দীর্ঘায়" পদটী অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "চক্ষসে" এই পদটী চক্ষিঙ্ (চক্ষ্) ধাতুর

* এ ঋকে 'গোভিঃ' শব্দ দেখিয়া কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার এখানেও (৬ষ্ঠ সূক্তের ৫ম ঋকের অর্থের ন্যায়) গোরু-চুরির উপাখ্যান উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্যকে ইন্দ্রের ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন; এবং ইন্দ্রের নির্দ্দেশে সূর্য্য, পর্ব্বতে উঠিয়া, দূর হইতে চোরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করেন। সরমা প্রভৃতি গুপ্তচরও সন্ধানে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব ঋকে (৬সূ, ৫ঋ) সায়ণাচার্য্য গোরু চুরি অর্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি 'গোভিঃ' শব্দের 'স্বকীয়রশ্মিভিঃ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ঋক-সমূহের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে প্রকৃত অর্থ জাগরূক হয়। অথবা, লিপিকর-প্রমাদে বা পরবর্ত্তী কালে প্রথমোক্ত অর্থ যোজিত হইয়াছিল।

সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্নিত্যসুন্। বহুলগ্রহণাৎ খ্যাঞাদেশাভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সূর্য্যং। সুবতি প্রেরয়তীতি সূর্য্যঃ। ষূ প্রেরণে। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা। পা০ ৩।১।১১৪। ক্যপ্ প্রত্যয়ঃ। তস্য রুড়াগমশ্চ নিপাত্যতে। ক্যপঃ কিত্বাদ্ গুণাভাবঃ। পিত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। রোহয়ৎ। রুহের্ণ্যন্তাল্লঙি বহুলংছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি - পা০ ৬।৪।৭৫। ইত্যড়ভাবো নিঘাতশ্চ। দিবি। ঊডিদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অদ্রিং। অদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্। উ০ ৪।৬৬। ইতি ক্রিন্ প্রত্যয়ঃ। অদন্তি পশবস্তৃণাদিক মত্রেত্যদ্রিঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঐরয়ৎ। ঈরগতৌ ণ্যন্তাল্লঙ্। নিঘাতঃ॥ ৩॥

* * *

উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" সূত্রানুসারে অসুন্ প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। বহুলগ্রহণ প্রযুক্ত চক্ষিঙ্ ধাতুর স্থানে খ্যাঞ্ (খ্যা) আদেশ হইল না; নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "প্রেরণ করেন" এই অর্থে "সূর্য্যঃ" এই পদটীতে প্রেরণার্থ ষূ ধাতুর ষ-কারের স্থানে "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" সূত্রানুসারে 'স' হইয়া "রাজসূয়সূর্য্য" (পা০ ৩।১।১১৪) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্যপ্ (য) প্রত্যয় হইয়াছে। এবং তাহার রুট্ (র) আগম নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ক্যপ্ প্রত্যয়ের কিত্ববশতঃ গুণ হইল না ও পিত্ববশতঃ ইহার অনুদাত্ত-স্বর হইয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "রোহয়ৎ" এই পদটি, ণ্যন্ত রুহ্ ধাতুর উত্তর লঙ্ বিভক্তির পরস্মৈপদের একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। "বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি" (পা০ ৬।৪।৭৫) সূত্রানুসারে ইহার অট্ (অ) আগমের অভাব ও নিঘাত-স্বর হইয়াছে। "ঊডিদং" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা "দিবি" পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অদ্রিং" পদটি অদ্ ধাতুর উত্তর "অদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্" (উ০ ৪।৬৬) এই সূত্রানুসারে ক্রিন্ (রি) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে; যে স্থলে পশুগণ তৃণাদি ভক্ষণ করে তাহাকে অদ্রি কহে। (ক্রিন্ প্রত্যয়ের) নিত্ব হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঐরয়ৎ" পদটি, গত্যর্থ ঈর্ ধাতুর উত্তর নিচ্ করিয়া লঙ্ বিভক্তির পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে) নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে।৩॥

তৃতীয় ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

ইন্দ্রদেব কীদৃশ শক্তিসম্পন্ন, এই ঋকে উপলব্ধি করুন। যে সূর্য্যদেব সংসারের চক্ষুঃস্বরূপ, যে সূর্য্যদেবের প্রভাবে জগৎ প্রকাশিত; সেই সূর্য্যদেবকে প্রাণিগণের দৃষ্টিশক্তি বিকাশ জন্য, ইন্দ্রদেবই দ্যুলোকে স্থাপন করিয়াছেন। ঋকে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

কি বিষম প্রহেলিকা! কি দারুণ সমস্যার বিষয়! সূর্য্যার্ঘ্যদানের মন্ত্রে সূর্য্যদেব পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। দেখি,—

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥"

'হে পরব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব, তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্, বিষ্ণুর তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র ও কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; তোমাকে প্রণাম করি।'

এখানে আবার দেখিতেছি,—তিনি তো জগতের কর্ত্তা দূরের কথা, তিনিই ইন্দ্রদেবের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছেন।

কেবল কি এই পর্য্যন্ত! ঋগ্বেদই পুনরায় (দ্বিতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ২২বর্গ দ্রষ্টব্য) ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি, সূর্য্য, যম প্রভৃতিকে, 'একই অভিন্ন তিনি—বিভিন্ন নামে পরিচিত আছেন' বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তবে আবার এ কি সমস্যা!

শ্রুতিতেও (নারায়ণোপনিষদে) এইরূপ দেখি—'নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে।...ব্রহ্মা নারায়ণঃ।' এই বা কি অর্থ-দ্যোতক?

এই সব লইয়াই মানুষের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়। এবম্বিধ সমস্যাবর্ত্তে পড়িয়াই মানুষ 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' হয়। শাক্ত বলেন—শক্তি হইতে, বৈষ্ণব বলেন—বিষ্ণু হইতে, শৈব বলেন—শিব হইতে, সৌর বলেন—সূর্য্য হইতে, গাণপত্য বলেন—গণপতি হইতে, সৃষ্টি (তিনি ভিন্ন অন্য দেবগণ) সমুদ্ভূত। ইহারই বা কারণ কি? সকলেই কি বিভ্রম-গ্রস্ত? কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। বেদবাক্য শ্রুতিবাক্য কদাচ বৃথাপ্রযুক্ত নহে। মহাজনগণও মিথ্যাবাক্য বলেন নাই। সুতরাং এবম্বিধ উক্তির নিশ্চয়ই কোনও নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে মনে করিতে হইবে। আর সেই তাৎপর্য্যানুধারনপক্ষে প্রযত্নপর হওয়া এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

প্রথমে একটা স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা এ সন্দেহের নিরসন-পক্ষে চেষ্টা করা যাইতেছে। মনে করুন,—কয়েক জন যাত্রী বিষুবরেখার বিভিন্ন স্থান হইতে উত্তরমেরু দর্শন করিতে যাত্রা করিয়াছিল। কেহ ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করে; কেহ আফ্রিকা-মহাদেশ হইতে যাত্রা করে; কেহ মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে যাত্রা করে; কেহ বা আমেরিকা-মহাদেশ

হইতে যাত্রা করে। তাহারা সকলেই যদি সমান গতিতে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সকলেই একই সময়ে একই কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারে; আর, তখন তাহাদের প্রত্যেকেই স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারে যে, তাহাদের প্রত্যেকের অবলম্বিত পন্থাই প্রকৃত পন্থা। এ ক্ষেত্রে, বিভিন্ন জনে বিভিন্ন পথের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেও, কাহারও পথের কথা মিথ্যা নহে, পরন্তু সকলের কথাই সত্য।

এখানেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যিনি ইন্দ্রদেবকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুসরণে অগ্রসর হইয়াছেন; তিনি তাঁহাতেই সর্ব্বকারণ-কারণ দেখিতে পাইয়াছেন। যিনি নারায়ণকে ধরিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাকে ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন; তিনি তাঁহারই মধ্যে সকল প্রভাব দৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—কালী দুর্গা সরস্বতী—সকল জ্যোতিঃর মধ্যেই যখন জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম রহিয়াছেন; তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়াই কেন-না তাঁহার দর্শন ঘটিবে? দূরে আলোকস্তম্ভ আছে; জ্যোতিঃ চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। যেদিক হইতেই জ্যোতিঃ-রেখা ধারণ করিয়া অনুসরণ কর না কেন, কেন্দ্রস্থানেই উপস্থিত হইবে। যে জ্যোতিঃ, সেই আলোক; অভিন্নতা আদৌ নাই। প্রদীপের আলোও আলো, বাতীর আলোও আলো। পার্থক্য কোথায় বল? প্রদীপের আলোকেও অগ্নি প্রজ্বালিত করা যায়; আবার বাতীর আলোকেও অগ্নি প্রজ্বালিত করা যায়। এইরূপে বুঝিতে পারি, যিনি যে দেবতার শরণাপন্ন হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি যে দেবতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার মধ্যেই সকল শক্তির বিকাশ দেখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকেই সর্ব্বমূলাধার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদ বা বৈপরীত্যভাব—এ ক্ষেত্রে আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না।

অতএব, সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, ইন্দ্রদেব সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন বলিলেও দোষ থাকে না, আবার সূর্য্যদেব ইন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন বলিলেও দোষের হয় না। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, এবং ব্রহ্মা হইতে নারায়ণ উৎপন্ন হন,—এবম্বিধ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যেরও এ প্রকারে সঙ্গতি রক্ষা করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মের সম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ নানা শ্রুতি আছে। বলা হইয়াছে—"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্।" বলা হইয়াছে—"অশরীরং শরীরেম্বনবস্থেম্ববস্থিতম্।" বলা হইয়াছে—"নির্গুণং পরমং ব্রহ্ম।" বলা হইয়াছে—"বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" এ সকল ক্ষেত্রেও তার্কিকগণ নানা বিতর্ক তুলিয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ—দার্শনিকগণ, সে সকল তর্কের সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ এই দুই লক্ষণে দুইভাবে দুইরূপ শ্রুতিরই উপযোগিতা আছে—প্রতিপন্ন হয়। 'স্বরূপ-লক্ষণ'ও বিশেষণ, 'তটস্থ-লক্ষণ'ও বিশেষণ। প্রভেদ এই যে, 'স্বরূপ-লক্ষণে' প্রতিবাক্য মাত্রে বস্তুকে বুঝাইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তদ্দারা বস্তুপক্ষে বিশেষ কিছুই বুঝাইবার চেষ্টা হয় না। মূল শব্দে বা বাক্যে যাহা জানা গিয়াছিল, 'স্বরূপ-লক্ষণ' বিশেষণে সেইটুকুমাত্রই জানা যায়। স্বরূপ-লক্ষণ বুঝাইবার দৃষ্টান্ত; যথা,—সৎ, চিৎ, আনন্দ। ব্রহ্ম কেমন? না—তিনি সৎ। ব্রহ্ম কেমন? না—তিনি চিৎ। ব্রহ্ম কেমন? না—তিনি আনন্দ। এই তিন বিশেষণই সমান জ্ঞান হইল; অর্থাৎ, সাধারণ ভাবে বিশেষ কিছুই জানা গেল না। ইহাই হইল—স্বরূপ-লক্ষণ বিশেষণ। এইরূপ, 'ঘট' বলিলেও যাহা বুঝি, 'কলস' বলিলেও তাহাই বুঝি। যে জন 'ঘট' বা 'কলস' দেখে নাই, তাহার পক্ষে দুই বিশেষণই সমান। উহারা পরস্পরই পরস্পরের স্বরূপ-লক্ষণ বিশেষণ। কিন্তু তটস্থ-লক্ষণ বিশেষণে বস্তুকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। মনে করুন, বুঝাইতে হইবে—'শূন্য' কাহাকে কহে। যদি বলি—'অবকাশ', 'অভাব'; তাহাতে বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না। সেই জন্যই দর্শনকারগণ 'শূন্য' বুঝাইতে তটস্থ-লক্ষণে বলিয়াছেন,—'গৃহপ্রাচীরের ভিতর দিকের ও বাহিরের দিকের যে অবকাশ (ফাঁক), তাহাকে শূন্য বলা যায়।' এইরূপ, 'কলসের' বা 'ঘটের' তটস্থ লক্ষণে বলা যাইতে পারে, মৃত্তিকা বা ধাতু নির্ম্মিত পাত্র (পেট ফাঁপা, মুখ সরু)—যাহাতে জলাদি রক্ষা করা যাইতে পারে। ফলতঃ, যে বিশেষণ দ্বারা বস্তুকে সাধারণ বুদ্ধিতে একটু ভালভাবে বুঝা যায়, তাহাই তাহার তটস্থ-লক্ষণ। এই হিসাবেই, 'তিনি কর্ত্তা,' 'তিনি বিশ্বের আশ্রয়দাতা' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তাহা তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ। 'তিনি সৎ', 'তিনি

চিৎ' প্রভৃতি স্বরূপ-লক্ষণে সাধারণ লোকে তাঁহাকে বুঝিবে না, তাই তাঁহাকে 'কর্ত্তা' 'দাতা' প্রভৃতি-রূপ তটস্থ-লক্ষণে ব্যক্ত করা হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যিনি 'সৎ', যিনি 'চিৎ', তিনি আবার কেমন করিয়া 'কর্ত্তা' 'দাতা' প্রভৃতি-রূপ কর্ম্ম-সম্বন্ধ-যুক্ত হইবেন? তাহার উত্তর—বেদান্তের সেই বিতর্ক-মূলক সূত্র—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।" * অর্থাৎ, সেই একে—সেই ব্রহ্মে সকলই সম্ভবপর হয়। কর্ত্তাও তিনি, কর্ম্মও তিনি, ভোক্তাও তিনি, ভোজ্যও তিনি। তাঁহাতে কিছুই অসম্ভব নাই। পরন্তু ভক্তের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—

'অসম্ভব সব, তোমাতে সম্ভব,
প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব।'

অপিচ, এখানে 'মহিম্নস্তোত্রের' সেই অমূল্য-বাণীই মনে পড়ে; মনে পড়ে—সকল পথই অভিন্ন-লক্ষ্য-মূলক; মনে পড়ে,—

'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥'

অর্থাৎ,—'কি ত্রয়ী (বেদ), কি সাংখ্য, কি যোগ, কি পশুপতিমত (পাশুপতশাস্ত্র), কি বৈষ্ণব (বৈষ্ণব-শাস্ত্র) সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনই প্রভেদ নাই; মানুষের রুচি বিভিন্ন বলিয়াই সরল-কুটিল বিভিন্ন পথ কল্পিত হয়। বিভিন্ন পথে গতিশীল নদনদী যেমন একই মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ হে ভগবন্, যে যে-পথেই গমন করুক না কেন, তুমিই মানবের একমাত্র গন্তব্য স্থান।'

---

* বেদান্ত-দর্শনের এই সূত্রটির ভাষ্য লইয়া শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের সহিত জৈন দার্শনিকগণের বিষম বিতণ্ডা আছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে—'অস্তির' সঙ্গে 'নাস্তি' থাকিতে পারে না; জৈন দার্শনিকগণের মতে—'অস্তি' মানিলেই 'নাস্তি' মানিতে হইবে। 'পৃথিবীর ইতিহাস' ষষ্ঠ খণ্ডে 'বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিতণ্ডার নিরসন' প্রসঙ্গে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি—'সেই একে পরব্রহ্মে সকলই সম্ভব।' পরন্তু সূত্রের যে অর্থ লইয়া বিতণ্ডা, সেই অর্থই অনুরূপ দাঁড়াইতেছে। 'পৃথিবীর ইতিহাস', ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯৫—২৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহাই সার সিদ্ধান্ত। এই বুঝিয়াই গন্তব্য পথে অগ্রসর হও। ঋক্ ইহাই উপদেশ দিতেছেন।

ঋকের মর্ম্মানুসরণে মনোমধ্যে আর এক মহনীয় ভাবের উন্মেষ হইতে পারে। 'ইন্দ্রই সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন', 'সূর্য্য দ্বারাই সূর্য্যদেব প্রত্যক্ষীভূত হন', 'আলোক সাহায্যেই আলোককে দেখা যায়'—এবম্বিধ উক্তিসমূহ সম-পর্য্যায়ভুক্ত। এখানে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়। 'অগ্নি দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিলাম'—এতদুক্তি যেমন যুক্তি-যুক্ত; যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিল এবং যে অগ্নি প্রজ্বালিত হইল—সেই দুই অগ্নিতে যেমন বিভেদ নাই, তেমনই 'নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা এবং নারায়ণই ব্রহ্মা' এতদুক্তিতেও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। এতাদৃশ দৃষ্টিতে একের দ্বারা অন্যের—ইন্দ্রের দ্বারা সূর্য্যের প্রতিষ্ঠার বিষয়—কেন-না অঙ্গীকার করা যাইবে? তার পর, অর্থান্তরে, একে জড়ত্ব ও অপরে কর্ম্মত্ব আরোপ করিলেও, কর্ম্ম ও কর্ম্মীর সম্বন্ধ-রূপ পরস্পরের সম্বন্ধ কদাচ ছিন্ন হইতে পারে না। সে ক্ষেত্রে সূর্য্যকে জড় জ্যোতিঃপিণ্ড এবং ইন্দ্রকে তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা মনে করিলেই বা হানি কি আছে? পক্ষান্তরে আবার যখন ইন্দ্রকে জড়মেঘখণ্ড এবং সূর্য্যকে তাঁহার পরিচালক বলিয়া মনে করিবে, তাহাতেও কোনও বিরোধ আসিতে পারে না। ফলতঃ, যে ভাবেই দেখিতে চাও, দেখিতে আরম্ভ কর; দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে, দৃষ্টিশক্তি অভ্রান্ত হইয়া আসিবে। শিশু আগুন ধরিতে যায়। তাহার দৃষ্টিশক্তি তখন অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। বড় হইলে, সে আর আগুন দেখিয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে না। তাহার ভূয়োদর্শনের ফল, তাহার প্রকৃতির ঐরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করে। কিন্তু সে যদি আগুন আর কখনও না দেখিত, তাহার ভ্রান্তি থাকিয়াই যাইত; বড় হইয়া পরেও হয় তো সে আগুন ধরিতে গিয়া বিপদে পড়িত। সেই জন্যই শাস্ত্রের উপদেশ,—'দেখ, দেখিতে আরম্ভ কর; বুঝ, বুঝিতে আরম্ভ কর; স্তরে স্তরে অগ্রসর হও।'

বৃথা বিতর্কে ফল নাই। স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার চেষ্টা কর। সর্ব্বজগৎ-আলোককারী জ্যোতীরশ্মির ন্যায় তিনি হৃদয়ে প্রকাশমান্ হইবেন। এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৭সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।

উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। বাজেষু। নঃ। অব। সহস্রঽপ্রধনেষু। চ।

উগ্রঃ। উগ্রাভিঃ। উতিঽভিঃ॥ ৪॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) ত্বং 'উগ্রঃ' (শত্রূণাং ভয়ঙ্করঃ, অপ্রধৃষ্যঃ,) 'উগ্রাভিঃ' (অপ্রতিহতাভিঃ, অপ্রধৃষ্যাভিঃ) 'উতিভিঃ' (তব রক্ষাশক্তিভিঃ) 'ব্যজেষু' (সংগ্রামেষু) 'সহস্রপ্রধনেষু' (সহস্রাণি প্রধনানি নিধনানি লোকক্ষয়া যেষু তেষু, মহাসংগ্রামেষ্বিতি ভাবঃ), নঃ (অস্মান্) 'অব' (রক্ষ)। ত্বমিতি শেষঃ। (১ম—৭সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি অজেয় (শত্রুদিগের ভয়প্রদ); সমরে ও মহাসমরে, আপনার অপ্রতিহত রক্ষা-শক্তির দ্বারা, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। (১ম—৭সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র উগ্রঃ। শত্রুভিরপ্রধৃষ্যস্ত্বমুগ্রাভিরপ্রধৃষ্যাভিরূতিভিরস্মদ্বিষয়রক্ষাভির্বাজেষু যুদ্ধেষু নোঽস্মানব। রক্ষ। তথা সহস্রপ্রধনেষু চ। সহস্রসংখ্যাকগজাশ্বাদিলাভযুক্তেষু মহাযুদ্ধেষ্বপি রক্ষ॥

বাজেষু। বৃষাদীনাং চ। পা০ ৬।১।২০৩। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। নোঽব। নসঃ সকারস্য রুত্বোত্বগুণেষু প্রকৃত্যান্তঃপাদমিতি প্রকৃতিভাবো ন ভবতি। অব্যপরে ইতি নিষেধাৎ। পা০ ৬।১।১১৫। অবরক্ষণে। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। যদ্যপি সহস্রপ্রধনেষ্ববেত্যধ্যাহৃতাং ক্রিয়ামপেক্ষ্য প্রথমায়াঃ শ্রূয়মাণায়া অবেতি ক্রিয়ায়াশ্চবাযোগে প্রথমা। পা০ ৮।১।৫৯। ইতি নিঘাতনিষেধঃ প্রাপ্তঃ। তথাপি বাজেষ্বিত্যত্র চকারস্য লুপ্তত্বাচ্চাদিলোপে বিভাষা। পা০ ৮।১।৬৩। ইতি নিষেধস্য বিকল্পিতত্বাদত্র নিঘাতঃ প্রবর্ত্ততে। সহস্রশব্দঃ কর্দ্দমাদীনাং চ। ফি০ ৩।১০। ইতি মধ্যোদাত্তঃ। সহস্রপ্রধনেষু বাজেষু। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। উগ্রঃ। উচ সমবায়ে। চস্যগঃ। ঋজ্রেন্দ্রেতি রন্। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তঃ। ঊতিভিঃ। ঊতিযূতীত্যাদিনাক্তিন্নুদাত্তঃ॥ ৪॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! শত্রুসমূহ কর্ত্তৃক অপ্রধৃষ্য (অজেয়) আপনি,—অস্মদ্ বিষয়ক অপ্রধৃষ্য (সুদৃঢ়) রক্ষা দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং সহস্রসংখ্যক হস্তি-ঘোটকাদিলাভযুক্ত মহাযুদ্ধ-সমূহেও রক্ষা করুন।

"বাজেষু" পদটি, বৃষাদীনাঞ্চ (পা০ ৬।১।২০৩) সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে "নোঽব" এস্থলে নসের সকারের রুত্ব (বিসর্গ) উত্ব (বিসর্গের স্থানে উকার) এবং গুণ হইয়া "প্রকৃত্যান্তঃপাদং" সূত্রানুসারে প্রকৃতিভাব হইল না; যেহেতু "অব্যপরে" এই নিয়মানুসারে নিষেধ আছে। রক্ষণার্থ অব্ ধাতুর উত্তর লোট লকারের পরস্মৈপদের মধ্যমপুরুষের এক-বচনে "অব" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। যদিও "সহস্রপ্রধনেষু" পদে "অব" এই অধ্যাহৃত ক্রিয়াপদকে অপেক্ষা করিয়া ("অব" এই ক্রিয়াপদের) শ্রূয়মান প্রথমা তিঙ্ বিভক্তির "চবাযোগে প্রথমা" (পা০ ৮।১।৫৯) এই সূত্রদ্বারা নিঘাতস্বরের নিষেধ প্রাপ্তি হয়; তবুও "বাজেষু" এই পদে চকারের লুপ্তত্ব হেতু "চাদিলোপে বিভাষা" (পা০ ৮।১।৬৩) এই সূত্রদ্বারা (উক্ত) নিষেধের বিকল্পিতত্ব বশতঃ এস্থলে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বরই প্রবর্ত্তিত হইল। "কর্দ্দমা-দীনাঞ্চ" (ফি০ ৩।১০) এই ফিট্ সূত্রানুসারে সহস্রশব্দটি মধ্যোদাত্ত হইয়াছে। "বাজেষু" পদের বিশেষণীভূত "সহস্রপ্রধনেষু" পদটি, বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। সমবায়ার্থ উচ্ ধাতুর চএর স্থানে গ করিয়া এবং "ঋজ্রেন্দ্র" সূত্রানুসারে রন্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমা বিভক্তির একবচনে "উগ্রঃ" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরিবর্ত্তে (নিত্বহেতু আদ্যুদাত্ত স্বরের প্রাপ্তিতে) ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ঊতিভিঃ" পদটিতে "ঊতিযূতি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ক্তিন্ প্রত্যয় উদাত্ত হইয়াছে।

চতুর্থ ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ সরল ও স্বাভাবিক। সায়ণাচার্য্যের অনুসরণে এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'আপনি যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং অশ্বগজাদি লাভযুক্ত মহাযুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এ হিসাবে সাধারণ যুদ্ধ একটা এবং মহাযুদ্ধ একটা—দুইটা যুদ্ধে অমোঘ প্রতাপে রক্ষার ভাব আসে। তদনুসারে 'বাজেষু' শব্দে 'যুদ্ধেষু' এবং 'সহস্রপ্রধনেষু' শব্দে 'মহাযুদ্ধেষু' অর্থ উপলব্ধ হয়। অপিচ, সায়ণ, 'সহস্রপ্রধনেষু' শব্দে 'সহস্রসংখ্যাকগজাশ্বাদিলাভযুক্তেষু মহাযুদ্ধেষু' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ 'সহস্রপ্রধনেষু' শব্দ 'বাজেষু' শব্দের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমোক্তকে শেষোক্তের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করাই হউক, আর ঐ দুই শব্দে 'যুদ্ধ' ও 'মহাযুদ্ধ' কল্পনা করিয়া লওয়াই হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে-যায় না,—ভাবার্থের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে না। পরন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে গেলে, বিশদ অর্থই প্রকটীভূত হয়।

'যুদ্ধ' শব্দে কি অর্থ—কি ভাব উপলব্ধ হয়, প্রথমে তাহা বুঝা উচিত। সংসারে যুদ্ধ বা সংগ্রাম নানারূপে নানাদিকে চলিয়াছে। রাজায় রাজায় লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হয়। ব্যাধি-বিপত্তির সহিত চির-সংগ্রাম বাধিয়াই আছে। এক কথায়, যাহা ক্ষয়কর অনিষ্ট-সাধক, তাহাই যুদ্ধ।

যুদ্ধ—অন্তরে ও বাহিরে দুই দিকে বাধিয়াছে। বহির্যুদ্ধের তুলনায় অন্তর্যুদ্ধই যে ভীষণ, ঋকের তাহাই লক্ষ্য—বলিতে পারি। বহির্যুদ্ধে পৃথিবীর অল্প প্রাণীই নিহত হয়; কিন্তু অন্তর্যুদ্ধে অতি-বড় রথিগণও ধরাশায়ী হন। বহির্জগতে মানুষে মানুষে বা মানুষে-পশুতে যুদ্ধ হয়; মারা পড়ে—মানুষ; মারা পড়ে—পশু; কিন্তু তুলনায় অনেক কম। অন্তর্জগতের যুদ্ধ—পাপের সঙ্গে—প্রলোভনের সঙ্গে—কামনাদির সঙ্গে। সে যুদ্ধের অন্ত নাই। আর, সে যুদ্ধে বিনষ্ট হয় না—এমন প্রাণীই অল্প।

'বাজেষু' ও 'সহস্রপ্রধনেষু চ' শব্দে—এই জন্যই (ঋকে ভেদসূচক 'চ'-হেতু) যুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধ—দুই যুদ্ধের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ঋকে তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে অজেয়! হে শত্রুত্রাসকারী ইন্দ্রদেব! আপনি আপনার দুর্দ্ধর্ষ রক্ষণশক্তি-প্রভাবে আমাদিগকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করুন; আর, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী অন্তঃশত্রুদিগের কবল হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।' এ প্রার্থনা—মানুষ নিয়তই করিতেছে। এ প্রার্থনা—মানুষের সাধারণ প্রার্থনা।

ঋকে আরও এক ভাব কল্পনা করা হইয়া থাকে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সে অনুভাবনার অবশ্যই মূল্য আছে। কথিত হয়, পুরাকালে অসুরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিত। দেবরাজ ইন্দ্র প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। যাজ্ঞিক জন-সাধারণ তাঁহার শরণাপন্ন হয়। তিনি যজ্ঞ রক্ষা করেন। তাহা হইতেই এই ঋকের প্রবর্ত্তনা।

সে অর্থ—সে ভাব গ্রহণ করিতে গেলেও, আমরা বলি,—পুরাকালেই বা কেন, চিরকালই অসুরগণ যজ্ঞনষ্ট করিতেছে, চিরকালই যাজ্ঞিকগণ দেবরাজের শরণাপন্ন হইতেছেন। ঋক সেই নিত্য-সত্য প্রার্থনা বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—৭সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।

যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রং। বয়ং। মহাঽধনে। ইন্দ্রং। অর্ভে। হবামহে।

যুজং। বৃত্রেষু। বজ্রিণং ॥ ৫ ॥

* _ *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বয়ং' (যজ্ঞানুষ্ঠাতারঃ, শত্রুপীড়িতা জনা বা) 'মহাধনে' (প্রভূতধননিমিত্তং, মহারণে বা) 'অর্ভে' (অর্ভকে, স্বল্পেঽপি ধননিমিত্তং, সামান্যসংগ্রামে বা) 'বৃত্রেষু' (রিপুষু, ধনলাভ-বিরোধিষু শত্রুষু প্রাপ্তেষু তন্নিবারণায়েত্যর্থঃ) 'যুজং' (যজ্ঞানুষ্ঠানে সহকারিণং, যোগ্যং) 'বজ্রিণং' (বজ্রধারিণং, শত্রুদমনে বজ্রোপেতমিতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, যাচামহে) ॥ (১ম—৭সূ—৫ঋ) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

বহুধন-লাভে বা অল্পধন-লাভে (অথবা, সামান্য সংগ্রামে বা মহাসংগ্রামে), আমাদিগের প্রতিবাদী শত্রু-দমন জন্য, যজ্ঞের সহায় (অথবা যোগ্য) বজ্রধারী ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান করিতেছি। (১ম—৭সূ—৫ঋ)।

* . *

সায়ণভাষ্যং।

বয়মনুষ্ঠাতারো মহাধনে প্রভূতধননিমিত্তমিন্দ্রং হবামহে। আহ্বয়ামঃ। অর্ভে অর্ভকে স্বল্পেঽপি ধনে নিমিত্তভূতে সতীন্দ্রং হবামহে। কীদৃশমিন্দ্রং। যুজং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা (যজ্ঞের) অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রচুর ধনাকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করি। স্বল্প পরিমিত ধনের প্রয়োজন হইলেও ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিয়া থাকি। কীদৃশ ইন্দ্রদেবকে? সহকারি অথবা সমাহিত ইন্দ্রদেবকে (অর্থাৎ আমাদিগের অনুষ্ঠেয়-যজ্ঞসম্পাদনের হেতুভূত যজ্ঞাদক দেবতাকে অথবা অস্মদীয় আরব্ধ-যজ্ঞের সম্পাদন

সহকারিণং সমাহিতং বা। বৃত্রেষু শত্রুষু ধনলাভবিরোধিষু প্রাপ্তেষু তন্নিবারণায় বজ্রিণং বজ্রোপেতং।

মহাধনশব্দো যদ্যপি সংগ্রামনামসু পঠিত তথাপি মহাধনবচনমত্র সংগ্রাম ইতি বহুব্রীহিত্বে সত্যন্তোদাত্তত্বাসিদ্ধের্নাত্র তদ্‌গৃহীতং। মহাধনে। মহচ্চ ধনং চেতি সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তঃ। অর্ভে। অর্ত্তিগৃভ্যাংভন্। উ° ৩।১৫০। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। হবামহে। হ্বেঞ্‌ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। ঞিত্বাৎ কর্ত্রভিপ্রায়ে। পা° ১।৩।৭২। আত্মনেপদং। লটঃ স্থানে মহিঙ্‌। টিত আত্মনেপদানাং। পা° ৩।৪।৭৯। ইতি টেরেত্বং কর্ত্তরি শপ্। পা° ৩।১।৬৮। হ্বঃসংপ্রসারণং। পা° ৬।১।৩২। ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলংছন্দসি। পা° ৬।১।৩৪। ইতি সংপ্রসারণং। বকারস্যোকারঃ। পরপূর্ব্বত্বং। গুণাবাদেশৌ। অতো দীর্ঘো যঞি। পা° ৭।৩।১০১। ইতি দীর্ঘত্বং তিঙ্‌ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। যুজং। যুজসমাধাবিত্যস্য ক্বিপ্। যুজেরসমাসে। পা° ৭।১।৭১। ইতি নুম্ ন ভবতি। স হি যুজেরিতি নির্দ্দেশাদিকাররহিতস্য ন ভবতি।

ও অভীপ্সিত ফল দান বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞকে) (এবং) "বজ্রিনং" (অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের অভীপ্সিত) ধনলাভের বিরোধী (যজ্ঞে বিঘ্নস্বরূপ) শত্রুগণের নিবারণের (তাড়নার) নিমিত্ত বজ্রযুক্তকে (বজ্রধারীকে)।

মহাধন শব্দটি যদিও সংগ্রাম পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে সংগ্রাম অর্থে মহাধন শব্দের পাঠ করিলে বহুব্রীহি সমাসে অন্তস্বরের উদাত্তত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব এস্থলে তাহা (ঐরূপ অর্থ) গৃহীত হইল না। "মহাধনে" এইপদটির মহৎ-ধন এইরূপ (কর্ম্মধারয়) সমাস করিয়া "সমাসস্য" এই সূত্রানুসারে অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "অর্ভে" এই পদটি ঋ ধাতুর উত্তর "অর্ত্তিগৃভ্যাংভন্" (উঃ ৩।১৫০) এই সূত্রানুসারে "ভন্" প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় নিত্প্রযুক্ত ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইল। "হবামহে" এই পদটি স্পর্দ্ধা ও শব্দ অর্থক "হ্বেঞ্" (হ্বে) ধাতুর উত্তর ঞিত্বহেতু কর্ত্তৃবাচ্যের অভিপ্রায়ে (পাঃ ১।৩।৭২।) পাণিনির সূত্রানুসারে আত্মনে পদে লটের "মহিঙ্" (মহি) এবং "টিত আত্মনে পদানাং" (পাঃ ৩।৪।৭।) সূত্রদ্বারা "টি"এর এত্ব (অর্থাৎ মহিঙ্এর ইকার স্থানে একার) ও "কর্ত্তরিশপ্" (পাঃ ৩।১।৬৮।) এই সূত্রে "শপ্" আগম এবং "হ্বঃ সম্প্রসারণং" (পাং ৬।১।২২।) এই অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" (পাঃ ৬।১।৩৪।) এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ (অর্থাৎ "হ্বেঞ্" ধাতুর স্থানে হু আদেশ) করিয়া, পর-পূর্ব্বত্ব গুণ ও অবাদেশ, এবং "অতোদীর্ঘো যঞি" (পাঃ ৭।৩।১০১।) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এই পদে "তিঙ্ঙ তিঙঃ" এই সূত্রানুসারে নিঘাত স্বর হইয়াছে। "যুজং" এই পদটি, সমাধি-অর্থক যুজ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "যুজেরসমাসে" (পাঃ ৭।১।৭১।) এই অনুশাসন বশতঃ এস্থলে নুম্ আগমের সম্ভব নাই। কেন-না, সেই নুম্ বিধানটি, "যুজেঃ" এইরূপ ইকার নির্দ্দেশ থাকায় (অর্থাৎ ইকারান্ত "যুজি" ধাতুর উত্তর বিধান থাকায়) ইকার-বিরহিত "যুজ্" ধাতুর উত্তর হইতে পারে না।

অনিত্যমাগমশাসনমিতি বা যুজির্যোগ ইত্যস্যাপি নুম্ ন ভবতি। বৃত্রেষু। বৃতু বর্ত্তনে। প্রতিকূলতয়া বর্ত্তন্ত ইতি বৃত্রাণি শত্রুকুলানি। স্ফায়িতঞ্চি। উ০ ২।১৩। ইত্যাদিনা রক্‌প্রত্যয়ঃ কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বজ্রিণং। অত ইনিঠনাবিতিনঃ প্রত্যয়স্বরঃ ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ত্রয়োদশো বর্গঃ ॥ ১৩ ॥

* * *

পঞ্চম ঋকের বিশদার্থ।

—‡•‡—

এ ঋকের অর্থ সাধারণতঃ দুই ভাবে দুই প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। প্রবাদ এই যে, অল্পধনের জন্যই হউক আর অধিক ধনের জন্যই হউক, যাজ্ঞিকগণ যখন যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী থাকিতেন, বৃত্রাদি অসুরগণ তাঁহাদের যজ্ঞে—সুতরাং ধনলাভে বিঘ্ন উৎপাদন করিত; এ ঋকে সেই যজ্ঞনাশ-জনিত ধনলাভে বিঘ্ন দূর করার জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে। উদ্দেশ্য—শত্রু-দমন। সুতরাং 'মহাধন' ও 'অর্ভে'—শব্দদ্বয়ের অর্থ 'অধিক ধন' ও 'অল্প ধন' হউক অথবা 'মহাসংগ্রাম' ও 'সামান্য সংগ্রাম' হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

সামান্য সংগ্রাম ও মহাসংগ্রাম বিষয়ে (পূর্ব্ব ঋকে) আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে 'অল্প ধন' ও 'অধিক ধন' শব্দদ্বয় কি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত

অথবা (যাবতীয়) "আগমের নিয়ম অনিত্য" এই নিয়মানুসারে যোগার্থক "যুজির" এই ধাতুর উত্তরও নুম্ আগম হইল না। "বৃত্রেষু" এই পদটি, "যাহারা প্রতিকূলভাবে (বিরোধিভাবে) অবস্থান করিতেছে" এই বাক্যে—"বৃত্রাণি" বৃত্রগণ অর্থাৎ শত্রুগণ এই অর্থে—অবস্থানার্থক বৃতু (বৃৎ) ধাতুর উত্তর "স্ফায়িতঞ্চি" (উঃ ২।১৩) ইত্যাদি সূত্রানুসারে "রক্" (র) প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইস্থলে কিৎ নিবন্ধন (অর্থাৎ রক্ প্রত্যয়ের 'ক' ইৎ, থাকে না বলিয়া) গুণের অভাব হইয়াছে। ইহা প্রত্যয়স্বর। "বজ্রিণং" এই পদটি, বজ্র শব্দের উত্তর "অত ইনি ঠনৌ" এই সূত্রানুসারে ইন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব ইনের প্রত্যয় স্বর (উদাত্তস্বর) হইল।

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত ॥

হইয়াছে, অনুধাবন করিয়া দেখিতে পারি। মহাধন বলিতে—মোক্ষ বা মুক্তি অর্থই সঙ্গত হয়। কল্পান্তস্থায়ী হইলেও, পার্থিব সুখভোগ (স্বর্গাদিলাভ পর্য্যন্ত) নিশ্চয়ই অল্পধন; পরন্তু জন্ম-জরা-মরণ-রূপ গতাগতির শেষভূত মোক্ষধনই পরমধন। আমরা তাই মনে করি, ঐ দুই ধনের বিষয়ই ঋকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এখন, বৃত্র বা শত্রু বা রিপু কাহারা? পুনঃপুনই সে কথা বলিয়া আসিয়াছি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ তাপে প্রাণ সন্তপ্ত। সুতরাং ত্রিবিধ শত্রুর উপদ্রবে জীবমাত্রেই উপদ্রুত; তাহারাই জীবের পরম শত্রু। অন্তরে বাহিরে চারিদিকে তাহারা বিষ-জ্বালা বিস্তার করিয়া আছে। অল্পধন-লাভ-পক্ষেও তাহারা অন্তরায়, আবার অধিকধন-প্রাপ্তি পক্ষেও তাহারা প্রতিবাদী। যজ্ঞকারীর (সৎকর্ম্মাচারীর) সহায় ইন্দ্রদেব, বজ্র-কঠোর-হস্তে তাহাদিগকে দমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন;—ইহাই প্রার্থনা,—ইহাই ঋকের আধ্যাত্মিক ভাব। (১ম—৭সূ—৫ঋ)।

—————

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

সনো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপাবৃধি।

অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। বৃষন্। অমুং। চরুং। সত্রাহদাবন্।

অপ। বৃধি। অস্মভ্যং। অপ্রতিহস্কৃতঃ॥ ৬

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে 'সত্রাদাবন্' (সত্রে যজ্ঞে আ সম্যক্ দাবন্ অভীষ্ট-ফলানাং প্রদাপয়িতঃ, সততদানশীল), 'বৃষন্' (বর্ষণকারিন্, প্রার্থনাপরিপূরক) ইন্দ্রদেব 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'অপ্রতিষ্কুতঃ' (অপ্রতিস্খলিতঃ, প্রতিশব্দরহিতঃ, যদ্যদস্মাভির্যাচ্যতে তত্র সর্ব্বত্র নেতি প্রতিশব্দরহিতঃ, সর্ব্বং দাস্যসীত্যর্থঃ) 'স ত্বং' (সর্ব্বাভীষ্টসাধকঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'অমুং' (দৃশ্যমানং) 'চরুং' (মেঘং, গুপ্তচরং) 'অপাবৃধি' (উৎপাটয়, দূরীকুরু)॥ (১ম—৬সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অস্মদীয় অভীষ্টফলপ্রদ প্রার্থনাপরিপূরক (বৃষ্টিপ্রদ) ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের কোনও প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন না; আজ আপনি দূরে দৃশ্যমান্ শত্রুর ঐ গুপ্তচরকে দূর করুন (অর্থান্তরে—ঐ মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া জলদান করুন)। (১ম—৭সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সত্রাদাবন্। অস্মদভীষ্টানাং সর্ব্বেষাং ফলানাং সহ প্রদাতঃ। অতো ব্রীহ্যাদি নিষ্পত্ত্যর্থং হে বৃষন্ বৃষ্টিপ্রদেন্দ্র নোহস্মদর্থমমুং দৃশ্যমানং চরুং মেঘমপাবৃধি। উৎপাটয়।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে "সত্রাদাবন্" অর্থাৎ (যাচ্ঞামাত্রেই) আমাদিগের সর্ব্ববিধ বাঞ্ছিত ফল সহদায়ক। অতএব ধান্যাদি শস্যসম্পত্তির নিষ্পাদনার্থ হে "বৃষন্" অর্থাৎ বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রদেব! আপনি এই পরিদৃশ্যমান "চরুং" অর্থাৎ মেঘ সকলকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করুন। আপনি

তথৈবাস্মভ্যমস্মদর্থং অপ্রতিষ্কুতঃ প্রতিশব্দরহিতঃ। যদ্যদস্মাভির্যাচ্যতে তত্র সর্ব্বত্র নেতি প্রতিশব্দং নোচ্চারয়তি। অতোঽস্মদ্বিষয়ে কদাচিদপ্যপ্রতিস্খলিতঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য যাস্ক আহ অপ্রতিষ্কুতোঽপ্রতিষ্কৃতোঽপ্রতিস্খলিতো বেতি।

বৃষন্। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। অমুং। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। চরুং। চরতীতি চরুঃ। ভৃমৃশীতৃচরিৎসরিতনিধনিমিমস্জিভ্যউঃ। উ০ ১।৭। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরে-ণান্তোদাত্তঃ। সত্রাদাবন্। সত্রাশব্দঃ সহার্থে। অভিমতফলজাতং সকলং সহ দদাতীতি সত্রাদাবা। আতোমনিন্‌ক্বনিব্‌বনিপশ্চ। পা০ ৩২৭৪। ইতি বনিপ্। আমন্ত্রিতস্যচেত্যা-দ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। অপা। নিপাতস্যচেতি দীর্ঘঃ। নিপাত আদ্যুদাত্তঃ। বৃধি। বৃঞ্ বরণে। লোটঃ সিপ্। তস্য সেহ্যপিচ্চ। পা০ ৩।৪।৮৭ ইতি হিঃ। স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ। পা০ ৩।১।৭৩। তস্য বহুলংছন্দসীতি লুক্ শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি। পা০ ৬।৪।১০২। ইতি হের্ধিরাদেশঃ। তস্য ঙিত্বাৎ পূর্ব্বস্য গুণাভাবঃ। নিঘাতঃ। অস্মভ্যং অস্মচ্ছব্দাভ্য-

---

আমাদিগের নিমিত্ত "অপ্রতিষ্কুতঃ—প্রতিশব্দরহিত" অর্থাৎ আমরা যাহা যাহা (আপনার নিকট) প্রার্থনা করিয়া থাকি, সেই সেই বিষয়ে "হইবে না—বা পাইবে না" এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রয়োগ করেন না; অতএব আমাদিগের (প্রার্থিত) বিষয়ে কখনও অসম্মত নহেন বা না হউন। এইরূপ অর্থ অভিপ্রেত করিয়া যাস্ক মুনি বলিয়াছেন:—"অপ্রতিষ্কুতঃ" অর্থাৎ অপ্রতিষ্কৃত অথবা অপ্রতিস্খলিত।

"বৃষন্" এই পদটিতে আমন্ত্রিত নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "অমুং" এই পদটির প্রাতিপদিক স্বর হেতুক উহা অন্তোদাত্ত। "অমুং" এই পদটিতে প্রাতিপদিক স্বর হেতুক অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। "চরুং" এই পদটি "বিচরণ করে" এই অর্থে চর ধাতুর উত্তর "ভৃমৃশীতৃচরিৎসরিতনিধনিমিমস্জিভ্য উঃ" (উঃ ১.৭) এই সূত্রানুসারে উ প্রত্যয় দ্বারা দ্বিতীয়া-বিভক্তির একবচনে নিষ্পাদিত হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বরত্ব প্রযুক্ত ইহা অন্তোদাত্ত। সত্রাশব্দ সহার্থে পঠিত হইয়াছে। (যিনি) "অভিমত ফল সকল সহ অর্থাৎ (প্রার্থনামাত্রেই) দান করেন" এই অর্থে, সত্রা শব্দের উত্তর "আতো মনিন্‌ক্বনিব্‌বনিপশ্চ" (পা০ ৩২।৭৪।) এই সূত্রানুসারে "বনিপ্" (বন্) প্রত্যয় করিয়া "সত্রাদাবা" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইস্থলে "আমন্ত্রিতস্যচ" এই সূত্রানুসারে স্বরের উদাত্তত্ব স্থির হইল। পাদাদিত্ব নিবন্ধন নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইল না। "অপ" এই পদটির "নিপাতস্যচ" এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। ইহার নিপাতস্বরবশতঃ আদ্যুদাত্ত স্বর হইয়াছে। বরণার্থ বৃঞ্ (বৃ) ধাতুর লোটের সিপ্ (সি) আদেশ এবং "সেহ্যপিচ্চ" (পা০ ৩.৪।৮৭) এই সূত্রানুসারে "সি" এর স্থানে হি, "স্বাদিভ্যঃশ্নুঃ" (পা০ ৩.১।৭৩।) সূত্রে শ্নু (নু), "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রানুসারে শ্নু এর লোপ, এবং "শ্রুশৃণু-পৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি" (পা০ ৬।৪।১০২।) এই সূত্রদ্বারা উক্ত হি-এর স্থানে ধি আদেশ করিয়া এবং তাহার ঙিত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বের গুণের অভাব হওয়ায় "বৃধি" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার নিঘাত স্বর। "অস্মভ্যং" এই পদটি অস্মদ্ শব্দের উত্তর (চতুর্থীর বহুবচনের)

সোত্যাং। পা০ ৭.১।৩০। ইতি ত্যমাদেশঃ। শেষেলোপঃ। পা০ ৭.২।৯০। ইতি দকারলোপঃ। বহুবচনে ঝল্যেৎ। পা০ ৭.৩।১০৩। ইত্যেৎং ন ভবতি অঙ্গবৃত্তেপুনর্বৃত্তাববিধিনিষ্ঠিতস্যেত্যুক্তং মঃ ভাঃ। ৭।১।৩০। প্রাতিপদিকস্বরেণ স্মেত্যকার উদাত্তঃ। ভ্যসোঽভ্যমিতি অভ্যমাদেশপক্ষে লোপ ইতি মপর্য্যন্তশেষস্যাস্মদ্‌শব্দস্য লোপঃ। তদোদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাভ্যমাদের কারস্যোদাত্তত্বং। পা০ ৬।১।১৬১। অপ্রতিষ্কুতঃ। কেনচিদপ্রতিশব্দিতঃ। কুঙ্‌ শব্দে। নিষ্ঠেতি কর্ম্মণি ক্তপ্রত্যয়ঃ। প্রতেঃ প্রাক্‌প্রয়োগঃ। পারস্করাদেরাকৃতিগণত্বাৎ সুড়াগমঃ। পা০ ৬।১।১৫৭। সুষামাদেরাকৃতিগণত্বাৎ ষত্বং। পা০ ৮৩৯৮। নঞ্‌ সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৬ ॥

* * *

ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ।

—§ * §—

এই ঋকে, মেঘ-পক্ষে অসুর-পক্ষে এবং আমাদের অসদ্‌বৃত্তি-সমূহ-সম্বন্ধে, ত্রিবিধ ভাব ব্যক্ত আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন ভাবে এই ঋকের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মরুক্ষেত্রের অধিবাসী—যাঁহারা বারিবিন্দুর জন্য ব্যাকুল—তাঁহাদের পক্ষের অর্থ,—'হে যজ্ঞফলদাতা বৃষ্টির কর্ত্তা ইন্দ্রদেব। আপনি আমাদের

"অস্"এর স্থানে "ভ্যসোভ্যাং" (পাঃ ৭।১৩০) এই সূত্রদ্বারা ভ্যং আদেশ এবং "শেষে লোপঃ" (পা০ ৭।২৯০) এই সূত্রে (অস্মদ্ এর) দকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে "অঙ্গবৃত্তেপুনর্বৃত্তাববিধিনিষ্ঠিতস্য" (মঃ ভাঃ ৭১।৩০) এই নিয়ম বশতঃ "বহু-বচনে ঝল্যেৎ" (পাঃ ৭৩।১০৩) এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত এত্ব (অর্থাৎ 'স্ম'এর অকারস্থানে একার) হইতে পারিল না। প্রাতিপদিক স্বর বলিয়া "স্ম"এর অকারটি উদাত্ত হইল। "ভ্যসোঽভ্যং" এই নিয়মে "ভ্যস্"এর স্থানে অভ্যং আদেশ-পক্ষে "শেষেলোপঃ" এই সূত্রানুসারে অস্মদ্ শব্দের মকার হইতে শেষ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ "মদ্" এই পর্য্যন্ত) লোপ হইলে পাণিনির (পা০ ৬।১।১৬১) নিয়মানুসারে উদাত্ত-নিবৃত্তি-স্বর-হেতুক অভ্যম্-এর আদি অকারের উদাত্তত্ব হইবে। "অপ্রতিষ্কুতঃ" এই পদটিতে, (যিনি) 'কাহারও দ্বারা প্রতি-শব্দিত নহেন' এই অর্থে শব্দার্থক কুঙ্‌ ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" এই সূত্রে কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়া, 'প্রতি' উপসর্গের, পূর্ব্বে প্রয়োগ হইয়াছে। পাণিনির (পাঃ ৬।১।১৫৭) সূত্রে পারস্করাদির আকৃতিগণত্ব প্রযুক্ত ("প্রতি"র পরে) সুট্ (স্) আগম ও (পা০ ৮।৩।৯৮) অপর সূত্রে সুষামাদির আকৃতিগণত্ব প্রযুক্ত ষত্ব হইয়া নঞ্‌ সমাসে অব্যয়-পূর্ব্বপদের স্বরটী প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। ৬॥

* *

কোনও প্রার্থনায় কখনও 'না' বলেন নাই; এক্ষণে, আমাদিগকে জল-দানের জন্য, দূরে দৃশ্যমান্ ঐ মেঘখণ্ডকে বিদীর্ণ করুন; সুবর্ষণের ফলে ধরণী শস্যশালিনী হউক, আমরা প্রচুর ধনলাভ করি।' সাধারণ মানুষ এরূপ প্রার্থনাই করিয়া থাকে।

অপর অর্থ—বৃত্রাসুরাদি কর্তৃক যজ্ঞনাশ-সূচক ও স্বর্গমর্ত্ত্য-অধিকার মূলক আখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতে—বৃত্রের গুপ্তচরগণ প্রতি-নিয়ত আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছে; কোন্ সময় কখন অসুরগণ আসিয়া আক্রমণ করিবে—তাহারই বিভীষিকায় জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়াছে। সেই অবস্থায় তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে,—'হে দেব! আমরা অসুরগণের অত্যাচারের ভয়ে বড়ই ভীত হইয়াছি। আপনি তাহাদের গুপ্তচরদিগকে সত্বর দূরীভূত করুন।'

অন্য অর্থ—আধ্যাত্মিক ভাবমূলক। কিবা মেঘ-বিদারণ, কিবা গুপ্ত-চর-বিতাড়ন—সেখানে উভয় অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। আমরা সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

হৃদয়, মরুক্ষেত্রবৎ উষর অনুর্ব্বর পড়িয়া আছে;—কুকর্ম্মের খরকর-তাপে, পাপের অনলবর্ষী শিখায়, অহরহ জ্বলিয়া পুড়িয়া জর্জ্জরিত হইতেছে। দূরে কচিৎ-দৃশ্যমান্ সৎকর্ম্মনিবহের খণ্ডমেঘ-সমূহ সজ্জিত হয় বটে; কিন্তু বর্ষণ ঘটে না; অপকর্ম্মের প্রচণ্ড উত্তাপে সে মেঘ উবিয়া যায়। সেই অবস্থায়, সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে করুণাবর্ষী ইন্দ্রদেব! মেঘ বিদারণ করুন। একবার বারিবর্ষণ হউক। প্রাণ জ্বলিয়া গেল। এ মরুভূমি একটু শান্তি লাভ করুক। তোমার করুণা ভিন্ন পাপ-তাপ দূর হইবার নহে। তুমি করুণার আধার। করুণায় রক্ষা কর।' অদূরের অত্যাচার হইতে রক্ষা বিষয়েও এই ভাবই আসিতে পারে।

হৃদয়ের মধ্যে অহরহঃ দেবাসুরের সংগ্রাম চলিয়াছে। সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির সংগ্রামই—সেখানে দেবাসুরের সংগ্রাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে সংগ্রামে অসুর-পক্ষের গুপ্তচর—কামনা (প্রলোভন)। কামনাই পাপবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করে। গুপ্তচর যেমন প্রতিপক্ষের সন্ধি-স্থানের ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্ধান দিয়া আপন পক্ষকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে, কামনাও সেইরূপ সদ্বৃত্তির হীনবল বুঝিয়া অসদ্বৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া

থাকে। আর, তাহারই ফলে মানুষকে অশেষ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ঋকে তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে পরম কারুণিক! আমার হৃদয়ে শত্রুর গুপ্তচর-রূপ কামনা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার কুপরামর্শে শত্রু আমার সর্ব্বনাশ-সাধনে অগ্রসর হইতেছে। আপনি কৃপা-পুরঃসর তাহাকে দূরীভূত করুন। কামনা (প্রলোভন) দূর হইলে, আমার শত্রু-ভয় দূর হইবে,—আমি শান্তিলাভ করিব।' ইহাই ঋকের সঙ্গত আধ্যাত্মিক অর্থ মনে করা যাইতে পারে। (ম—৭সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ।

ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তুঞ্জেঽতুঞ্জে। যে। উৎঽতরে। স্তোমাঃ। ইন্দ্রস্য

বজ্রিণঃ। ন। বিন্ধে। অস্য। সুঽস্তুতিং ॥ ৭

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'তুঞ্জে তুঞ্জে' (স্তরে স্তরে, পুঞ্জে পুঞ্জে, তস্মিন্ তস্মিন্ ফলদাতরি দেবান্তরে) 'উত্তরে' (উৎকৃষ্টাঃ) 'যে' 'স্তোমাঃ (স্তুতিমন্ত্রাঃ, সর্বস্মিন্ ফলদাতরি দেবে তত্তৎসম্বন্ধীনি উত্তরোত্তরমুৎকৃষ্টানি যানি স্তোত্রাণি সন্তি ইতি ভাবঃ) তৈঃ স্তোত্রৈঃ 'বজ্রিণঃ' (বজ্রধারিণঃ, শত্রুদমনত্বাদ্ বহূপকারিণঃ) 'অস্য ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'সুষ্টুতিং' (যোগ্যাং, শোভনাং স্তুতিং) 'ন বিন্ধে' (ন লভে)। (১ম—৭সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টফলদাতা তত্তৎ দেবতা-বিষয়ে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যত স্তুতি আছে, সকলই বজ্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্যক্ মহিমা কীর্ত্তন (সুস্তুতি) করা হয় না। (১ম—৭সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

তুঞ্জে তুঞ্জে তস্মিন্ তস্মিন্ ফলদাতরি দেবান্তরে যে স্তোমাঃ স্তোত্রবিশেষা উত্তর উৎকৃষ্টাঃ সন্তি তৈঃস্তোমৈঃ সর্ব্বৈরপি বজ্রিণো বজ্রযুক্তস্যেন্দ্রস্য সুষ্টুতিং যোগ্যাং শোভনস্তুতিং ন বিন্ধে। ন বিন্দামি। ইন্দ্রস্যাত্যন্তগুণবাহুল্যেন দেবান্তরেষূত্তমত্বেন প্রসিদ্ধান্যপি স্তোত্রাণি ন পর্য্যাপ্তানীত্যর্থঃ। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। তুঞ্জস্তুঞ্জতের্দানকর্ম্মণঃ। দানে দানে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণো নাস্য তৈর্বিন্দামি সমাপ্তিং স্তুতেঃ। নিঃ ৬।১৮। ইতি॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই সেই বিশিষ্টফলদায়ক অন্যান্য দেবতা-সমূহে যে সমুদায় "স্তোমাঃ" অর্থাৎ স্তোত্রবিশেষ (অর্থাৎ বিবিধ প্রকারের স্তোত্র বা স্তুতি) উৎকৃষ্ট (বলিয়া) উল্লিখিত আছে, সেই সমুদয় স্তোত্র দ্বারা বজ্রধারী-ইন্দ্রদেবের যথোপযুক্ত উত্তম স্তব লাভ করিতে পারি না। অর্থাৎ, অন্যান্য দেবতার অপেক্ষায় ইন্দ্রদেবের গুণাধিক্যবশতঃ ঐ সকল স্তোত্র, দেবতান্তরে প্রসিদ্ধ হইলেও ইঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই ঋকের যাস্ক মুনি এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, দানক্রিয়াবাচক তুজি ধাতু হইতে তুঞ্জ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। (অতএব) প্রত্যেক দানে (অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান কালে) যে সকল "উত্তর" (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) স্তোত্র উক্ত হইয়াছে, সেই সকলের দ্বারা এই বজ্রধারী ইন্দ্রদেবের স্বরূপ-ব্যাখ্যার সমাপ্তিলাভ করিতে পারি না। (নিঃ ৬।১৮) ইতি।

তুঞ্জে তুঞ্জে। তুঞ্জতির্দানকর্ম্মেত্যুক্তং। ততঃ কর্ত্তরি পচাদ্যচ্। পা০ ৩.১ ১৩৪। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং নিত্যবীপ্সয়োঃ। পা০ ৮।১।৪। ইতিদ্বির্ভাবঃ। তস্যপরমাম্রেড়িতং। পা০ ৮ ১.২। ইতি দ্বিতীয়স্যাম্রেড়িতসংজ্ঞা। অনুদাত্তং চ। পা০ ৮ ১।৩ ইত্যনুদাত্তত্বং। দাতরি দাতরীত্যর্থঃ। নিরুক্তে তু দানে দানে ইত্যর্থতো ব্যাখ্যানং। উত্তরে। তৄ প্লবন-তরণয়োঃ। ভাবে ঋদোরপ্। পা০ ৩.৩.৫৭। উচ্ছব্দ উৎকৃষ্টবচনঃ উৎকৃষ্টস্তরো যস্যেতি-বহুব্রীহিঃ। উচ্ছব্দো নিপাতা আদ্যুদাত্তা ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। স্তোমাঃ অর্ত্তিস্তুসু। উ০ ১।১৩৮। ইত্যাদিনা স্তোমশব্দো মনন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বিন্দে বিদ্‌লৃ লাভে। লট্। স্বরিতেত্বাদাত্মনেপদং। উত্তমৈকবচনমিট্। পা০ ৩।৪।৭৮। তুদাদিভ্যঃ শঃ। পা০ ৩।১।৭৭। শেমুচাদীনামিতিনুম্। দকারস্য ব্যত্যয়েন ধকারঃ।

অস্য। প্রকৃতস্যেন্দ্রস্য পরামর্শাদন্বাদেশ ইদমোঽশ্। পা০ ২।৪।৩২। শিত্বাৎ সর্ব্বাদেশো-

---

"তুঞ্জে তুঞ্জে" এই পদটি দানার্থক তুঞ্জতি (অর্থাৎ তুজিধাতু) হইতে উৎপন্ন। 'তুজি' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে "পচাদ্যচ্" (পাঃ ৩।১।১৩৪) এই সূত্রানুসারে অচ্ প্রত্যয় করিয়া "তুঞ্জ" এই পদ নিষ্পন্ন হয়। তাহার উত্তর সপ্তমীর একবচনে "তুঞ্জে" এই পদ সিদ্ধ করিয়া "নিত্যবীপ্সয়োঃ" (পা০ ৮।১।৪) সূত্রানুসারে ঐ "তুঞ্জে" পদের দ্বিরুক্তি হওয়ায় "তুঞ্জে তুঞ্জে" এই পদটি নিষ্পাদিত হইয়াছে। এ স্থলে "চিতঃ" এই অনুশাসনবশতঃ প্রথম নিষ্পন্ন "তুঞ্জে" এই পদের অন্ত-স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে এবং দ্বিরুক্তির "তুঞ্জে" পদের "পরমাম্রেড়িতং" (পা০ ৮।১।২) এই নিয়মানুসারে আম্রেড়িত সংজ্ঞা ও "অনুদাত্তঞ্চ" (পা০ ৮।১।৩) এই সূত্রদ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। সুতরাং "তুঞ্জে তুঞ্জে" অর্থে প্রত্যেক দানকর্তাকে বুঝায়। কিন্তু নিরুক্তকার "প্রত্যেক দানে" এইরূপ অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "উত্তরে" এই পদটি প্লবন ও তরণ অর্থবিশিষ্ট "তৄ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে "ঋদোরপ্" (পাঃ ৩.৩.৫৭) এই সূত্রানুসারে অপ্ প্রত্যয় দ্বারা 'তর' শব্দটি সিদ্ধ হয়। উৎকৃষ্টবাচক উৎশব্দের সহিত, 'যাহার তর (অবস্থা) উৎকৃষ্ট'—এই বাক্যে বহুব্রীহিসমাস হইয়াছে ; এবং "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" এই সূত্রদ্বারা উৎশব্দের আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদের স্বর প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "স্তোমাঃ"—"অর্ত্তিস্তুসু" ইত্যাদি (উঃ ১।১৩৮) সূত্রানুসারে "স্তু" ধাতুর উত্তর মন্ (ম) প্রত্যয় করিয়া স্তোম-শব্দ হইয়াছে এবং ঐ স্তোম শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচন করিয়া 'স্তোমাঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থলে মন্ প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতুক (অর্থাৎ ন থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "বিন্ধে"—এখানে লাভ-অর্থক "বিদ্‌লৃ" (বিদ্) ধাতুর উত্তর, স্বরিতেত্ব-প্রযুক্ত (অর্থাৎ ইহার ঋকলা থাকে না বলিয়া) পাণিনির (পা০ ৩।৪।৭৮) সূত্রদ্বারা আত্মনেপদের বিধান হইয়াছে। লটের আত্মনেপদে উত্তম পুরুষের একবচনে ইট্ (ই) করিয়া এবং "তুদাদিভ্যঃ শঃ" (পা০ ৩।১।৭৭) এই সূত্রানুসারে শ (অ) আগম ও "শেমুচাদীনাং" (পাঃ ৭।১।৫৯) সূত্রানুসারে নু (ন) আগম করিয়া এবং বিকল্পে (বিদ্ ধাতুর) দকারের স্থানে ধকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে।

"অস্য" এই পদটি ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে ; এই হেতু ইদম্ শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর একবচনে "ইদমোঽশ্" (পাঃ ২।৪।৩২) সূত্রদ্বারা অন্বাদেশ অর্থাৎ নইদম্ শব্দের স্থানে

হ্রস্বদাত্তঃ। সুষ্টুতিং। ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। ধাত্বাদেঃষঃসঃ। পা০ ৬ ১.৬৪। ইতি সত্বং। স্ত্রিয়াংক্তিন্। পা০ ৩।৩।৯৪। ইতি ভাবে ক্তিন্। স্বিত্যাদাত্তেনোপসর্গেণ প্রাদিসমাসঃ। উপসর্গাৎ সুনোতি। পা০ ৮।৩।৬৫ ইত্যাদিনা ষত্বং। অত্রাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন সোঃ প্রাপ্তমুদাত্তত্বং বাধিত্বা গতিকারকোপপদাৎকৃৎ। পা০ ৬।২।১৩৯। ইত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন ধাতোরুদাত্তত্বে প্রাপ্তে তদপবাদত্বে তাদৌচনিতিকৃত্যতৌ। পা০ ৬।২।৫০। ইত্যানন্তরস্য গতিসংজ্ঞকস্য সোরেবোদাত্তত্বেন ভবিতব্যং। তৎ তুমন্ক্তিন্ব্যাখ্যানশয়নাসনস্থানযাজকাদিক্রীতঃ। পা০ ৬।২।১৫১। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তেন বাধ্যতে। তথাচ সুহবাং সুষ্টুতী হবে ঋ০ বে০ ২।৭।১৫। বৃক্ষেচোদস্ব সুষ্টুতিং ঋ০ বে০ ৬।৪।২৫ যাস্তেরাকেসুমতয়ঃ ঋ০বে০ ৭।২।১৫। ইত্যাদাবন্তোদাত্তত্বমিত্যাহুঃ। যথাতু মন্ক্তিন্নিত্যাদৌ বৃত্তাবুক্তং তথৈব তন্নঘটত ইতি লক্ষ্যতে। তত্র হি কারকাদ্দত্তশ্রুতয়োরেবাশিষি। পা০ ৬ ২ ১৪৮। ইত্যতঃ কারকাদিত্যনুবৃত্তেঃ। পাণিনিকৃতিরিত্যাদাবেব মন্ক্তিন্নিত্যাদিসূত্রমিত্যুক্তং। কারকাদিত্যেব প্রকৃতিঃ প্রহৃতিরিতি প্রত্যুদাহৃতং স্যাদেতৎ।

অশ্ (অ) আদেশ হয়। উহার ষষ্ঠীর একবচন স্থানে 'স্য' করিয়া 'অস্য' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে শিত্ব-নিবন্ধন সকল আদেশ (স্বরই) অনুদাত্ত হইয়াছে। "সুষ্টুতিং" এই পদটি, স্তুতি-অর্থক "ষ্টুঞ্" (স্তু) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধাতুর উত্তর "স্ত্রিয়াং ক্তিন্" (পাঃ ৩।৩।৯৫) সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় করিয়া এবং "ধাত্বদেঃষঃসঃ" (পাঃ ৬।১।৬৪) সূত্রানুসারে 'ষ্টুঞ্' ধাতুর আদিস্থিত 'ষ' স্থানে "স" করিয়া, 'স্তুতি' পদ নিষ্পন্ন হয়। উদাত্তস্বর বিশিষ্ট "সু" এই উপসর্গের সহিত উক্ত 'স্তুতি' পদের প্রাদি-সমাস ও "উপসর্গাৎ সুনোতি" ইত্যাদি (পাঃ ৮।৩।৬৫) সূত্রানুসারে ষত্ব (অর্থাৎ উক্ত স্তুতির "স" স্থানে "ষ") করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে 'সুষ্টুতিং' নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই স্থলে—"অব্যয় পূর্ব্বপদ হইলে (অর্থাৎ পদের পূর্ব্বাংশে যদি অব্যয় থাকে তবে) তাহার স্বর প্রকৃতিস্বর হয় (অর্থাৎ উদাত্ত হয়)"—এই বিধানানুসারে "সু" এই উপসর্গের স্বরটির অবশ্যম্ভাবী-উদাত্তের বিধান নিবারিত হয়; এই হেতু, "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" (পাঃ ৬।২।১৩৯) এই সূত্রানুসারে ধাতুস্বরটি উদাত্ত হইতে পারিত; এবং "তাদৌ চ নিতিকৃত্যতৌ" (পাঃ ৬।২।৫০) এই সূত্রানুসারেও অনন্তবর্ত্তী "সু" উপসর্গের গতিসংজ্ঞ হওয়ায়, ইহার স্বরটিও উদাত্ত হইতে পারিত; কিন্তু, "মন্ক্তিন্ব্যাখ্যানশয়নাসন-স্থানযাজকাদিক্রীতাঃ" (পা০ ৬।২।১৫১) এই সূত্রে উত্তর পদের অন্তস্বরের উদাত্তবিধান দ্বারা উহাও বাধিত হইল। যেমন,—'সুহবাং সুষ্টুতীহবে' (ঋঃ বেঃ ২।৭।২৪), 'বৃক্ষে চোদস্ব সুষ্টুতিং' (ঋঃ বেঃ ৬।৪।২৫), 'যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ' (ঋঃ বেঃ ২।৭।১৫) ইত্যাদি স্থলে অন্তস্বরগুলি উদাত্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। "সুতরাং মন্ক্তিন্" ইত্যাদি বৃত্তিতে যেরূপ বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই অনুসারেই তাহা (অর্থাৎ উক্ত আদিপদের উদাত্তস্বরের বিধি) সঙ্গত হইল না—ইহাই এস্থলের লক্ষ্য। কারণ, সেস্থলে "কারকাদ্দত্তশ্রুতয়োরেবাশিষি" (পা০ ৬।২ ১৪৮) এই সূত্র হইতে "কারকাৎ" এই অনুবৃত্তি (অর্থাৎ কারকের অধিকার) হয় বলিয়া "পাণিনিকৃতিঃ" ইত্যাদিস্থলেও 'মন্ক্তিন্' ইত্যাদি-সূত্র (অর্থাৎ মন্ প্রত্যয়ান্ত ও ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ—অন্তোদাত্ত) উক্ত হইয়াছে। "কারকাৎ" এই অনুবৃত্তি-অধিকার হেতু "প্রকৃতিঃ প্রহৃতিঃ" স্থলে অন্তোদাত্তস্বর হয় নাই (কারণ এস্থলে 'প্র' এই পূর্ব্বপদ কারক হয় নাই), এইরূপ প্রত্যুদাহৃত হইয়াছে।

স্তূয়তেঽনয়েতি স্তুতিরিতি ক্তিনা করণভূতর্গভিধীয়তে। সুশব্দেন চ করণমেব বিশেষ্যতে ন ধাত্বর্থঃ। তথাচ সুষ্টুতিরিত্যত্র সুশব্দঃ কারকপর এব ভবিষ্যতি। প্রকৃতিঃ প্রহৃতিরিত্যাদৌ তু প্রশব্দো ধাত্বর্থবিশেষণমেবেতি তৎপ্রত্যুদাহরণোপপত্তিরিতি। ন। এবং সতি সুশব্দস্য ক্রিয়াযোগাভাবাদুপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে। পা০ ১।৪।৫৯ ইত্যুক্তা উপসর্গসংজ্ঞা ন স্যাৎ। তথাচোপসর্গাৎসুনোতিসুবতীত্যাদিনা। পা০ ৮।৩।৬৫। ষত্বং ন স্যাৎ। নমু ক্তিনা করণমভিধীয়তে। ক্রিয়াসাধনংচ করণং। তথাচ করণবিশষণস্যাপি সুশব্দস্য করণান্তর্গতক্রিয়াযোগাদুপসর্গতা ভবিষ্যতীতি। ন। তথা সতি যৎক্রিয়াযুক্তাস্তং প্রত্যুপসর্গসংজ্ঞকা ইতি করোত্যর্থমেব প্রতি সোঽপসর্গতা নতু স্তুধাত্বর্থং প্রতীত্যস্য ষত্বং ন স্যাদেব। নমু স্তুধাত্বর্থদ্বারৈব তৎকরণস্য সুশব্দো বিশেষণং ভবিষ্যতি। যা হি শোভনা স্তুতিস্তৎকরণমপি শোভনমেবেতি। এবং চ স্তুধাত্বর্থসম্বন্ধাত্তং প্রত্যুপসর্গত্বেন ষত্বমপি ভবিষ্যতি। তদ্দ্বারা করণবিশেষণত্বাৎকারকবচনোঽপি সুশব্দো ভবিষ্যতীতি বৃত্ত্যবিরোধেনৈব মন্ক্তিন্নাদিসূত্রস্য সুষ্টুতিশব্দো বিষয়ো ভবিষ্যতি। প্রকৃতিঃ প্রহৃতিরিত্যত্র ভাবে ক্তিন্নিতি প্রত্যুদাহৃতে ইতি। ন। তত্র প্রশব্দস্য করণপরত্বং। করণে ক্তিন্নুদাহরণেঽপি ধাত্বর্থমাত্রবিশেষণত্বৈক

এইরূপই হউক। "ইহার দ্বারা স্তব করা যায়" এই অর্থে করণ-বাচ্যে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়-সাধিত 'স্তুতি' শব্দের দ্বারা করণভূতা ঋক্ অভিহিত হইতেছে, এবং 'সু' শব্দের দ্বারা করণই বিশিষ্ট হইতেছে, ধাতুর অর্থ বিশিষ্ট হইতেছে না। তাহা হইলে 'সুষ্টুতিঃ' এস্থলে 'সু' শব্দটা কারক-পরই হইবে। কিন্তু "প্রকৃতিঃ" প্রহৃতিঃ" স্থলে 'প্র' শব্দটা ধাত্বর্থের বিশেষণই হইয়াছে; তাহা (এবম্প্রকার) প্রত্যুদাহরণের উপপত্তি (লাভ) হইতে পারে না। তাহা হইলে 'সু' শব্দের ক্রিয়া-যোগের অভাব-বশতঃ "উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" (পা০ ১।৪।৫৯) এই সূত্রোক্ত উপসর্গ-সংজ্ঞা হইতে পারে না; এবং "উপসর্গাৎ সুনোতিসুবতি" (পা০ ৮।৩।৬৫) এই সূত্রদ্বারা ('স্তু' ধাতুর) ষত্বও হইতে পারে না। যদি একথা বলা যায় যে, এস্থলে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় দ্বারা 'করণ' অভিহিত হইতেছে, ক্রিয়ার সাধনকেই করণ কারক কহে (অর্থাৎ যাহা দ্বারা করা যায় তাহাকে করণ কহে), তাহা হইলে করণের বিশেষণ 'সু' শব্দের, করণের অন্তর্গত-ক্রিয়ার যোগবশতঃ, উপসর্গতা হইবে—ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা হইলে যে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয়, তাহার (সেই ক্রিয়ার) প্রতি, উপসর্গ-সংজ্ঞা হইতে পারে; 'করোতি'র (করা-ক্রিয়ার) অর্থের প্রতিই 'সু' শব্দের উপসর্গ-সংজ্ঞা, পরন্তু 'স্তু' ধাতুর অর্থের প্রতি উপসর্গ-সংজ্ঞা নয়; এই হেতু ষত্বও হইবে না। যদি বলা যায়—'স্তু' ধাতুর অর্থ দ্বারাই তাহার করণ-কারকের 'সু' শব্দটা বিশেষণ হইবে অর্থাৎ যে স্তুতি শোভনা, তাহার করণও—শোভন, এইরূপ হইবে; তাহাতে, 'স্তু' ধাতুর অর্থ-সম্বন্ধ-বশতঃ তাহার প্রতি ('সু' শব্দের) উপসর্গত্ব হয় বলিয়া ষত্বও হইবে, এবং তাহার ('স্তু' ধাতুর অর্থের) দ্বারা করণের বিশেষণত্ব হেতু 'সু' শব্দটী কারক-বচনও হইবে। অতএব, বৃত্তির অবিরোধেই 'সুষ্টুতি' শব্দটা; 'মন্ক্তিন্' প্রভৃতি সূত্রের বিষয়ীভূত হইবে। 'প্রকৃতিঃ প্রহৃতিঃ' স্থলে ভাববাচ্যে বিহিত ক্তিন্ (তি) প্রত্যুদাহৃত হইয়াছে, সে স্থলে 'প্র' শব্দের করণ-পরত্ব হয় নাই। করণবাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয়ের উদাহরণ স্থলেও ধাতুর অর্থমাত্রের

বিবক্ষিতা ন তদ্দ্বারা প্রত্যয়ার্থবিশেষণতাপীতি তৎপ্রত্যুদাহরণোপপত্তিরিতি। সুষ্টুতিরিত্যত্র পুনঃ ক্তিন্নভিধেয়করণপর্য্যন্তং সুশব্দস্য ব্যাপার ইত্যুদাহরণতৈব ন প্রত্যুদাহরণত্বেতি। ন। কিমত্র সুশব্দঃ শ্রুত্যৈব প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থোভয়বিশেষণপরঃ। উত শ্রুত্যৈকং বিশিনষ্টি। অর্থাদিতরদিতি। যদাপ্যুভয়পরত্বং তদাপি যৌগপদ্যেন উত ক্রমেণেতি। আদ্যে প্রতি বিশেষ্যং বিশেষণপদাবৃত্তিরিতিপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে বিরম্যব্যাপারাপাতঃ। ন চ শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্যব্যাপারঃ কথঞ্চিদ্দৃষ্ট ইষ্টো বা। অতো ন শ্রুত্যোভয়পরত্বং। অথৈকত্র শ্রুত্যা তাৎপর্য্যং। অন্যপরত্বমর্থাদিতি। তত্র ধাত্বর্থসম্বন্ধস্যার্থিকত্বে স্বরাসিদ্ধিঃ। প্রত্যয়ার্থসম্বন্ধস্যার্থিকত্বে মন্ক্তিন্নিত্যাদিস্বরাসিদ্ধিঃ। আর্থিকেনাপি কারকসম্বন্ধেনোদাহরণত্বাভিধানে প্রকৃতিঃ প্রহৃতিরিত্যাদ্যুদাহরণং ন স্যাৎ। শ্রুত্যা ধাত্বর্থমাত্রসম্বন্ধস্যাপি প্রশব্দস্যার্থাত্তৎকরণসম্বন্ধঃ কেন বারয়িতুং শক্যত ইত্যেষা দিক্। অত ইহ প্রত্যয়ার্থমাত্রসম্বন্ধপরত্বাঙ্গীকারেণ স্বরঃ সিদ্ধ্যতু যত্বং তু ছান্দসমস্তু। শোভনা স্তুতির্যস্যামিতি বহুব্রীহির্বা ভবতু। এবংচ নঞ্সুভ্যাং। পা০

বিশেষণই বিবক্ষিত হয়; তদ্দ্বারা প্রত্যয়ার্থের বিশেষণ বিবক্ষিত হয় না; এইরূপে তাহার প্রত্যুদাহরণের উপপত্তি হইতে পারে। 'সুষ্টুতিঃ' এস্থলে পুনরায় ক্তিন্ প্রত্যয় দ্বারা অভিধেয় করণ পর্য্যন্ত 'সু' শব্দের ব্যাপার, এই হেতু উদাহরণতাই হইবে, প্রত্যুদাহরণতা হইবে না। এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে—না তাহা হইতে পারে না। এস্থলে 'সু' শব্দ, শ্রুতি মাত্রেই কি, প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই উভয়ার্থের বিশেষণ-পর হইতেছে? কিম্বা শ্রুতিমাত্রে একের অর্থকে বিশিষ্ট করিতেছে? অথবা, একের অর্থ হইতে ইতরকে বিশিষ্ট করিতেছে? যখন উভয়-পরত্ব (অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই উভয়ার্থের বিশেষণ-পর) হয়, তখন কি যুগপৎ (এককালেই) উভয়ার্থের বিশেষণ-পর হয়? অথবা, ক্রমে ক্রমে হয়? আদ্য অর্থাৎ যুগপৎ হয় বলিলে প্রত্যেক বিশেষ্য-পদের প্রতি বিশেষণ-পদের আবৃত্তিরূপ প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং দ্বিতীয়েও অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে হয় বলিলেও 'বিরম্য-ব্যাপার'-রূপ দোষ ঘটে। শব্দ, বুদ্ধি এবং কর্ম্মের 'বিরম্য-ব্যাপার'-রূপ দোষ কোথাও দেখা যায় না বা ইষ্টও হয় না। অপরন্তু শ্রুতিমাত্রে প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই উভয়ার্থপরত্ব হইতে পারে না। অতএব, একস্থানে শ্রুতিমাত্রে তাৎপর্য্য অন্যস্থানে অর্থানুসারে তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে ('সুষ্টুতিং' পদে) ধাত্বর্থের সহিত 'সু' শব্দের আর্থিক-সম্বন্ধ হইলে স্বরের অসিদ্ধি হইতেছে এবং প্রত্যয়ার্থের সহিত আর্থিকত্ব সম্বন্ধ হইলে 'মন্ক্তিন্' ইত্যাদি প্রত্যয়ের স্বরের অসিদ্ধি হইতেছে। অর্থানুসারে কারক-সম্বন্ধ দ্বারাও উদাহরণত্ব অভিধান করিলে (বলিলে) 'প্রকৃতিঃ' 'প্রহৃতিঃ' ইত্যাদি উদাহরণও হইতে পারে না। শ্রুতিমাত্রে ধাত্বর্থ-মাত্রের সহিত সম্বন্ধ—'প্র' শব্দের অর্থের দ্বারাই সেই করণ-কারক-সম্বন্ধ, কে বারণ করিতে সমর্থ হয়? (অর্থাৎ কেহই নিবারণ করিতে পারে না)। এই এক প্রকার সিদ্ধান্ত। অতএব, এস্থলে মাত্র প্রত্যয়ার্থের সহিত ('সু' শব্দের) সম্বন্ধ-পরত্ব অঙ্গীকার করিলে (অতাই) স্বর সিদ্ধ হয় এবং ছান্দস্ প্রযুক্ত ষত্বও সিদ্ধ হয়। অথবা "শোভনা স্তুতি আছে যে ক্রিয়াতে" (পা০ ৬।২।১৭২) এই সূত্রদ্বারা 'সুষ্টুতিং' পদের স্বরস্বর উদাত্ত

৬।২।১৭২। 'ইত্যন্তোদাত্তত্বং ভবিষ্যতি। অথবা সুষ্ঠু স্তুবন্তীতি সুষ্টুতয় ইতিকরণভূতা ঋচঃ স্তুতিশব্দেনোচ্যন্তে। ক্তিচ্‌ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং পা০ ৩।৩।১৭৪। ইতি ক্তিচ্‌প্রত্যয়ে সতি চিত্বাদন্তোদাত্তা ভবিষ্যতি। ন চ করণীভূতানামৃচাং কর্ত্তৃপ্রত্যয়েন ক্তিচা কথমভিধান-মিতি বাচ্যং। কাষ্ঠানি পচন্তীতিবত্তাসামপি স্বব্যাপারবিবক্ষয়া করণত্বোপপত্তেরিতি ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

এ ঋকে প্রধানতঃ দুইটী ভাব মনে আসে। প্রথম,—যত সুন্দর স্তোত্রেই যে-কোনও দেবতার স্তব করি না কেন, সকল স্তবস্তুতি তোমাতেই (ভগবানেই) পৌঁছে। দ্বিতীয়,—যত উৎকৃষ্ট স্তুতিই হউক না কেন, তাহাতে তোমার (ভগবানের) সম্যক্ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা যায় না। তুমি সর্ব্বদেবময়, দেবতার উদ্দেশ্যে যে কোনও স্তব-স্তুতি, সকলই তোমাতে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তোমার মহিমা অপার অনন্ত; স্তবে কি তাহা ব্যক্ত হইতে পারে?

স্তবে যে—ভাষার নিগড়-বন্ধনে যে—অনন্তের অনন্ত মহিমা নিবদ্ধ করা যায় না, মহিম্ন-স্তোত্রের একটী স্তবে তাহা সুন্দর ব্যক্ত দেখি।

> 'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
> সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
> লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্ব্বকালং
> তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥'

হইবে।' কিম্বা 'উত্তম স্তব করে যাহারা' এই অর্থে 'স্তুতি' শব্দের দ্বারা করণভূত ঋক্-সমূহ উক্ত হইতেছে। এ পক্ষে "ক্তিচ্‌ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩।৩।১৭৪) এই সূত্র দ্বারা ক্তিচ্ (তি) প্রত্যয় হইলে উক্ত ক্তিচ্ প্রত্যয়ের চিত্ব হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইবে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে—করণীভূত ঋক্‌সমূহের কর্ত্তৃবাচ্যে বিহিত-ক্তিচ্ প্রত্যয় দ্বারা কিরূপে অভিধান হইতে পারে? তদুত্তরে মীমাংসিত হইতেছে যে, 'নচ' অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না। কারণ "কাষ্ঠানি পচন্তি" এস্থলে যেমন অন্নপাকরূপ ক্রিয়ায় কাষ্ঠেরও প্রাধান্য আছে বলিয়া কাষ্ঠের করণ-কারকত্ব উপপত্তি (লাভ) হয়, তদ্রূপ সেই ঋকসমূহেরও স্তুতি-ব্যাপারে (প্রাধান্য) বিবক্ষা দ্বারা করণকারকত্ব উপপন্ন হইতেছে। ৭ ॥

* * *

হে জগদীশ! যদি অসিতগিরি অর্থাৎ কৃষ্ণাঞ্জননিভ-পর্ব্বত সমুদায় কজ্জল অর্থাৎ মসী হয়, সিন্ধু মহাসমুদ্র যদি মস্যাধার-পাত্র হয়, কল্পতরুশাখা যদি লেখনী হয়, বিস্তীর্ণা পৃথিবী যদি লেখ্যপত্র হয়, আর দেবী সরস্বতী যদি এই সকল উপকরণ লইয়া নিরত লিখিতে প্রবৃত্ত থাকেন, তথাপি তোমার মহিমার ইয়ত্তা হয় না।

ঋকে সেই ভাবই ব্যক্ত দেখি। ভক্ত সাধক কবি এই দৃষ্টিতেই ভগবন্মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—

'কোটি কলপ ধরি, বিহি যদি বর্ণয়ে, তবহঁ না পাওয়েত্ত পার। ১ ॥
আকাশ পত্র'পরি, সিন্ধু-মসীপাত্র করি, কলপ কলপ জগ জনে জনে লিখ।
এক বরণে তুয়া, জগত ভরল হে, তাক ন পাপয়ে দিশ। ২ ॥
বারিবিন্দু যত, ধরণী ধূলি যত, কো যদি গণইতে পারে।
সো তব তত্ত্বক অন্ত না পাওয়ে, সিন্ধুপারু—এ অপার। ৩ ॥
অযুত নয়ন ধরি, আদি অন্ত হেরি, হোয় হোয়ব জন দেখ;
বিশ্ব অশেষ কণ্ঠ, তাহে অনিপুণ, বিশ্ব-বাণী করি এক। ৪ ॥
জগতে যত, অন্তর আছয়ে, চিন্তা জ্ঞান করি এক;
সো যদি ধ্যান-সমাধি আলাপয়ে, হিম অচলে তৃণ-রেখ। ৫ ॥
অন্ত নাহি তব, অন্ত নাহি তব, অনন্ত দেখ—তু অদেখ;
......তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক। ৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার মুখেও এবম্বিধ উক্তি দেখিতে পাই। ভগবানের মহিমা-কীর্ত্তনে ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

"গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥"

হে ভগবন্! তোমার গুণ-মহিমা কে গণনা করিতে পারে? কোনও নিপুণ ব্যক্তি যদি জন্মজন্মান্তরের চেষ্টায় পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ, শূন্যের শিশিরবিন্দুসমূহ এবং গগনমণ্ডলের নক্ষত্রমালার কিরণ-কণা গণনা করিতে সমর্থ হয়, তিনিও তোমার গুণ-মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারিবেন না।

ঋকে ভগবন্মহিমার বিষয় এরূপ ভাবেই খ্যাপন করা হয় নাই কি? কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ঋকের 'উত্তরে' শব্দে 'উত্তরযুগে' অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—'পূর্ব্বে যে সকল স্তুতিমন্ত্র বিহিত হইয়াছে এবং পরে যে সকল স্তুতিমন্ত্র বিহিত

হইবে, তোমার মহিমার তুলনায় সে সকলই অকিঞ্চিৎকর।' পূর্ব্বোদ্ধৃত কবি-বাক্যের অন্তর্গত 'হোয় হোয়ব জন দেখ'—তাঁহার সেই ভাবই বুঝাইয়া থাকে। ফলতঃ, যেদিক দিয়াই দেখি, ঋকে অচিন্ত্য অব্যক্ত মহিমার বিষয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইয়াছে,—স্তোত্রের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। (১ম-৮সূ-৭ঋ)। *

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্ত্যোজসা।

ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৮ ॥

* তবে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ঋকের 'নবিন্ধে' পদটির দ্বিবিধ অর্থ নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে মতে,—'নবিন্ধে' পদে 'জানা' ও 'না-জানা' দুই অর্থ উদ্ধার করা হয়। তদনুসারে ঋকের অর্থ হয়,—'উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যে স্তোত্রসমূহ তোমার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে আমি বিরহিত নহি (ন বিন্ধে তৈর্ব্বিরহিতো নাস্মি তানি জানামি ইত্যর্থ) অর্থাৎ তাহা আমি জানি। অন্যপক্ষে তাহা আমি জানি না (ছান্দস-ব্যত্যয়-প্রযুক্ত 'বিন্দে' স্থলে বিন্ধে হইয়াছে; এ পক্ষে ইহার অর্থ—আমি জানি না)। প্রথমোক্ত অর্থে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-সূচক কোনই ভাব উপলব্ধ হয় না। সুতরাং সে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম না। তবে ভগবৎ-সম্বন্ধে 'জানা' ও 'না-জানা' উভয় উক্তিই সম্ভবপর। কেন-না, তিনি যেমন 'জানা' ও 'না-জানা'—দুইয়েরই অতীত, তেমনই আবার দুইয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

পদ-বিশ্লেষণং।

বৃষা। যূথাঽইব। বংসগঃ। কৃষ্টীঃ। ইয়র্ত্তি।

ওজসা। ঈশানঃ। অপ্রতিঽস্কুতঃ ॥ ৮ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (দুঃখং) 'বংসগঃ' (বংশগঃ—সহজাতঃ, জন্মগতঃ) 'যূথা' (যূথানি—সর্গণাম্, বিষয়সংসর্গজান্) 'ইব' (খলু) ; 'অপ্রতিস্কুতঃ' (প্রত্যাখ্যানসূচকশব্দরহিতঃ, অভীষ্টদ-ইত্যর্থঃ) 'ঈশানঃ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেবঃ) 'ওজসা' (বলেন অনুগ্রহীতুং, ত্বরয়া উদ্ধারয়িতুমিতি ভাবঃ) 'কৃষ্টীঃ' (সাধনমার্গিনঃ মনুষ্যান্, স্বভক্তান জনান্) 'ইয়র্ত্তি' (প্রাপ্নোতি, তস্মাৎ দুঃখাৎ উদ্ধারয়তীতি ভাবঃ)। (১ম—৭সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ

দুঃখ নিশ্চয়ই বিষয়সংসর্গজ—সহজাত ; অভীষ্টফলপ্রদ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব স্বধর্ম্মানুগত মনুষ্যগণকে সেই দুঃখ হইতে সত্বর পরিত্রাণ করেন। (১ম—৭সূ-৮ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

বৃষা কামানাং বর্ষিতেন্দ্র ওজসা স্বকীয়বলেনানুগ্রহীতুং কৃষ্টীর্মনুষ্যানিয়র্ত্তি। প্রাপ্নোতি। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। ঈশানঃ। সমর্থঃ। অপ্রতিস্কুতঃ। প্রতিশব্দরহিতঃ। যাচ্যমানং ন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

"বৃষা" অর্থাৎ বহু[illegible] কামপ্রদ ইন্দ্রদেব স্বকীয়বলের দ্বারা (অর্থাৎ স্বাভাবিক শক্তি প্রয়োগে) মনুষ্যগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য (অর্থাৎ নানা প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য) [illegible] হয়েন (অর্থাৎ যজ্ঞকালে মনুষ্যমধ্যে সমাগত হয়েন)। ইন্দ্রদেব কীদৃশগুণ-বিশিষ্ট ?—(তিনি) "ঈশানঃ" অর্থাৎ (সর্ববিষয়ে) সমর্থ এবং "অপ্রতিস্কুতঃ"—প্রতিশব্দরহিত বা অপ্রতিশব্দিত অর্থাৎ যাচ্যমান বস্তুর অবিরোধী (অর্থাৎ যাচকের প্রার্থিতবস্তু প্রদানে

পরিহরতীত্যর্থঃ। ইন্দ্রস্য দৃষ্টান্তঃ। বংসগো বননীয়গতির্বৃষভো যূথেব গোযূথানি যথা প্রাপ্নোতি তদ্বৎ॥

বৃষা। কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ। উ০ ১।১৫৫। ইতি বর্ষতেঃ কনিন্ প্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। যূথাইব। যুবন্তি মিশ্রীভবন্তীতি যূথানি। যুমিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উ০ ২।১২। ইতি থপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বং। প্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি লুক্। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যং। পা০ ২।২।১৮।১০। ইতি সমাসেঽপি স এব স্বরঃ। বংসগঃ। পৃষোদরাদিত্বাদভিমতরূপস্বরসিদ্ধিঃ। পা০ ৬।৩।১০৯। কর্ষন্তীতি কৃষ্টয়ঃ। ক্তিচ্ক্তৌচসংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। ইয়র্ত্তি। ঋস্থগতৌ। তিপ্ শপঃ শ্লুঃ। শ্লাবিতি দ্বির্ভাবঃ। অভ্যাসস্যোরিদত্বহলাদিশেষৌ। পা০ ৭।৪।৬৬।৬০। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ। পা০ ৭।৪।৭৭। ইত্যাকারস্যেকারঃ। অভ্যাসস্যাসবর্ণে। পা০ ৬।৪।৭৮।

অক্রিয়ত); ইন্দ্রদেবের (মনুষ্যমধ্যে সমাগমের) দৃষ্টান্ত দিতেছেন যে "বংসগঃ" অর্থাৎ বর্ণনীয়-গতি-বৃষভ (সুন্দর শক্তিশালী বৃষ) যেমন গোযূথবৃন্দ প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ বিবিধ গোসমষ্টির মধ্যে অপ্রতিহতভাবেবিচরণ করে,) ইনিও মনুষ্যমধ্যে সেইরূপভাবে আগমন করেন।

"বৃষা" এই পদটি "বৃষ" ধাতুর উত্তর, "কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ" (উঃ ১।১৫৫) এই সূত্রানুসারে কনিন্ (অন্) প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হইয়াছে। এস্থলে কিত্ত্ব-নিবন্ধন (অর্থাৎ—কনিন্ প্রত্যয়ের ক্ থাকে না বলিয়া) গুণ হইল না এবং ঐরূপ নিত্ত্ব-হেতু (ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "যূথাইব"—'যুবন্তি' অর্থাৎ মিশ্রিত হইতেছে এই বাক্যে মিশ্রিত হওয়া বা করা এই অর্থে মিশ্রণ ও অমিশ্রণ অর্থবিশিষ্ট "যু" ধাতুর উত্তর "তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ" (উঃ ২।১২) এই সূত্রানুসারে নিপাতনে 'থ' প্রত্যয় ও "যু" ধাতুর 'উ'কারের দীর্ঘ করিয়া যূথ' পদ নিষ্পাদিত হইয়াছে। উক্ত যূথ পদের উত্তর দ্বিতীয়াবিভক্তির বহুবচনে 'যূথানি' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর বলিয়া 'যূথ' শব্দের অকারটি উদাত্ত হইয়াছে এবং "শেশ্ছন্দসিবহুলং" এই নিয়মানুসারে "শি" এর লোপ হইয়াছে। (এজন্য যূথানি না হইয়া "যূথা" হইয়াছে,) এবং ইব শব্দের সহিত সমাস হইয়া—বিভক্তির অলোপ হইয়াছে। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ বক্তব্যম্।" (পাঃ ২।২।১৮।১০।) এই সূত্রানুসারে সমাস হইলেও সেই প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "বংসগঃ" এইস্থলে "পৃষোদরাদিত্বাৎ" এই নিয়মে অভিমত স্বর সিদ্ধ হইয়াছে। "যে কর্ষণ করে তাহাকে কৃষ্টি বলে" এই অর্থে "কৃষ্" ধাতুর উত্তর "ক্তিচ্ ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং" এই সূত্রানুসারে "ক্তিচ্" (তি) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত কৃষ্টি-শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে "কৃষ্টীঃ" এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থলে চিত্ত্ব নিবন্ধন (অর্থাৎ ক্তিচ্ প্রত্যয়ের চ্ থাকে না) ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "ইয়র্ত্তি" পদটি গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। প্রথমে তিপ্ (তি) বিভক্তি, পরে 'শপ্ (অ)' তাহার উত্তর শ্লু। 'শ্লৌ' প্রভৃতি সূত্রানুসারে দ্বির্ভাব, অভ্যাসের 'ঋ' স্থানে 'অৎ', "হলাদিশেষঃ" (পা০ ৭।৪।৬৬।৬০) এবং "অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোঃ" (পা০ ৭।৪।৭৭) ইত্যাদি সূত্রানুসারে অ-কার স্থানে ই-কার এবং "অভ্যাসস্যাসবর্ণে" (পা০ ৬।৪।৭৮) সূত্রানুসারে

ইত্তীগুড়াদেশঃ। অজসা গুণো রপরত্বং। ওজসা। উব্জেৰ্বলেবলোপশ্চ। উ° ৪।১৯৩। ইত্যসুন্। তৎসন্নিয়োগেন বকারলোপঃ। লঘূপধগুণঃ। নিত্বাদাহ্যুদাত্তঃ। ঈশানঃ। ঈশঐশ্বর্য্যে। লটঃ শানচ্। অদিপ্রভৃতিভ্যঃশপ ইতি শপো লুক্। চিদিত্যন্তোদাত্তং বাধিত্বানুদাত্তেত্ত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বেন ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। অপ্রতিষ্কুতঃ। অপ্রতি-শব্দিতঃ। কুশব্দে। কর্ম্মণিক্তঃ। পারস্করাদেরাকৃতিগণত্বাৎ সুড়াগমঃ। সুষামাদিত্বাৎষত্বং। নঞ্সমাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৮॥

অষ্টম ঋকের বিশদার্থ।

এই অমূল্য ঋকটির কু-ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। একে 'বৃষা', তায় 'যূথা', উপরন্তু 'বংসগঃ'। সুতরাং বেদ কি আর 'চাষার গান' না হইয়া যায়। বিশেষতঃ উপমান কর্ষণবাচক

'ইরঙ্' আদেশ হয়। তৎপরে অঙ্গের গুণ ও র-পরত্ব করিয়া ঐ শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। "ওজসা" এই পদটি, "উব্জ্" ধাতুর উত্তর "উব্জেৰ্বলেবলোপশ্চ" (উঃ৪। ১৯৩) এই সূত্রানুসারে "অসুন্" (অস্) প্রত্যয় করিয়া এবং উক্ত 'অসুন্' প্রত্যয়ের সন্নিযোগ-বশতঃ উব্জ ধাতুর বকারের লোপ ও উপান্ত্য-লঘুস্বরের গুণ (অর্থাৎ উব্জধাতুর উকার স্থানে ওকার) করিয়া নিষ্পাদিত 'ওজস্' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এই পদটিতে নিত্ব-নিবন্ধন (অর্থাৎ অসুন্ প্রত্যয়ের "ন্" থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইল। "ঈশানঃ" এই পদটি, ঐশ্বর্য্য-বাচক "ঈশ" ধাতুর উত্তর "লট্" বিভক্তির স্থানে "শানচ" (আন্) আদেশ করিয়া ও মধ্যে শপ্ (অ) আগম করিয়া "আদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" ইত্যাদি সূত্রানুসারে ঐ শপের লোপ করিয়া নিষ্পাদিত ঈশান শব্দের প্রথমার এক বচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থলে "চিৎ" এই নিয়মানুসারে ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইতে পারিত; কিন্তু সর্ব্বধাতুকস্বর সাধারণতঃ অনুদাত্ত হয় এই নিয়মানুসারে ঈশ্ ধাতুর ঈকারটি অনুদাত্ত হওয়ায় ধাতুস্বরটি ঐরূপেই উচ্চারিত হইবে। "অপ্রতিষ্কুতঃ" এই পদটি প্রতিশব্দরহিত অর্থে গৃহীত হওয়ায় (প্রতিপূর্ব্বক) শব্দবাচক কু ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে "ক্ত" (ত) প্রত্যয় করিয়া "পারস্কার" প্রভৃতি আকৃতিগণ হয় (অর্থাৎ পারস্করাদি পদ সুট্ নিপাতনে সিদ্ধ হয়)। এই হেতু ঐ স্থলেও প্রতি ও কুত ইহার মধ্যে সুট্ (স্) আগম করিয়া এবং ঐ "স" কারের "সুষামাদি" হেতু ষত্ব করিয়া নিষ্পাদিত "প্রতিষ্কুত" শব্দের সহিত নঞ্ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে অব্যয় পূর্ব্বপদ হওয়ায় ইহা প্রকৃতিস্বর অর্থাৎ উদাত্ত ॥ ৮ ॥

'কৃষ্টীঃ' শব্দ? আর রক্ষা আছে কি? অতএব, ষাঁড়ের, গাভীর ও কৃষকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থ করিতেই হইবে। গো-জাতিকে দেবতা জ্ঞান যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অদিতর ব্যাখ্যাকারিগণ এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন কি? কাজেই সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ করা হইয়া থাকে,—'বৃষ যেমন বংশবৃদ্ধির জন্য কামনাপরবশ হইয়া গাভীগণকে প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রদেব সেইরূপ মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হন।' যাঁহারা অতি-সাবধানতার সহিত অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা 'বংসগঃ' শব্দের 'বননীয় গতি' (সুন্দরগতিবিশিষ্ট) অর্থ নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক "বননীয় গতি বৃষ যেমন গাভীগণের নিকট গমন করে'—ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ, সর্ব্বত্রই বৃষের (ষাঁড়ের) সহিতে ইন্দ্রের উপমা করা হইয়াছে।

কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলে নিশ্চয় বোধগম্য হইবে যে, ঐ ঋকের 'বৃষা' পদের অর্থ ষাঁড় নহে; কেন-না, উহা যে 'বৃষ' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহা সপ্রমাণ হয় না। 'বৃষ' শব্দের প্রথমার একবচনে বিসর্গান্ত 'বৃষঃ' পদ সিদ্ধ হয়; 'বৃষা' পদ হয় না। বহুবচন হইলেও বিসর্গান্ত 'বৃষাঃ' পদ হইত। পরন্তু যখন 'বংসগঃ' শব্দের সহিত উহার সম্বন্ধ, তখন উহা বহুবচনান্ত হইতেই পারে না। তবে 'বৃষা' কি? আমরা বলি, 'বৃষন্' শব্দের প্রথমার এক বচনে ঐ 'বৃষা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ—দুঃখ। 'বংসগঃ' (বংশগঃ) শব্দের অর্থও বংশবৃদ্ধির জন্য বা বননীয়-গতিবিশিষ্ট নহে; উহার অর্থ—'সহজাত', 'জন্মগত'। 'যূথা' শব্দের প্রকৃত রূপ—'যূথানি'। উহার অর্থ—বিষয়-সংসর্গ হইতে উৎপন্ন। 'ইব' অব্যয় শব্দ-নিশ্চয়ার্থক। ফলে, "বৃষা যূথেব বংসগঃ" বাক্যের অর্থ—গো-বংশ-বৃদ্ধির জন্য গাভীর নিকট ষাঁড়ের গমন নহে; উহার প্রকৃত অর্থ—'বিষয়সংসর্গজাত কর্ম্মানুসৃত জন্মগত দুঃখপ্রবাহ।'

সে দুঃখপ্রবাহ রোধ করিবে কি প্রকারে? বিরুদ্ধ কর্ম্মফলরূপ জন্মগত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি আছে? ঋকে সেই উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ (ঈশানঃ) ভগবান্, কাহারও কোনও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না; কেন-না, তিনি যে 'অপ্রতিস্কুতঃ'; অর্থাৎ, 'না'—এই প্রতিশব্দ কখনও তাঁহার মুখে

উচ্চারিত হয় না। অপিচ, ঋকে আছে—'কৃষ্টীঃ ইয়র্ত্তিঃ ওজসা।' অর্থ,—তিনি বলপূর্ব্বক (স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া) মানুষকে প্রাপ্ত হন বা উদ্ধার করিয়া থাকেন। তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মানুষকে উদ্ধার করেন, এ বিষয়ে কি আর সংশয় আছে? এ বাণী নিত্যসত্য। অপকর্ম্ম প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া, ভগবানের পাদপদ্ম হইতে মানুষ নিয়ত দূরে সরিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে; আর, সৎকর্ম্মের স্নিগ্ধ-রশ্মি দেখাইয়া, শ্রীভগবান পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। দুর্ব্বৃত্ত পুত্র যেমন দুষ্কর্ম্মের উপযোগী স্থানে পিতার চক্ষুর অন্তরালে লুকাইতে চেষ্টা পায়, আর পিতা যেমন তাহাকে সুপথে আনার জন্য প্রযত্নপর হন;—ভগবানের করুণাও সেইরূপ। ঋকে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে।

দুঃখ যে বিষয়সংসর্গজ, দুঃখ যে জন্মসহজাত, অপকর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর জন্মগতি-প্রবাহ রোধ করিতে পারাই যে মোক্ষ বা মুক্তি; সকল শাস্ত্র—সকল দার্শনিক তারস্বরে এই সত্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ও ব্যসনাদি জনিত যে দুঃখ, তাহা দেহীদিগের আত্ম-অপরাধ-রূপ বৃক্ষের ফল বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ, এ জীবনে মানুষ যে কিছু অপরাধ বা পাপকর্ম্ম করিবে, তাহার ফলভোগ করিবার জন্য পুনরায় তাহাকে নূতন জীবন ধারণ করিতে হইবে। সুতরাং জন্ম-গ্রহণ জীবনধারণ নিশ্চয়ই দুঃখভোগহেতুভূত। এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি; যথা,—

'রোগশোকপরিতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহীনাম্॥"

গীতায় শ্রীভগবান এই কথাই আরও একটু বিশদভাবে যথা-পর্য্যায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

ইন্দ্রিয়ের বা রিপুগণের পরিতৃপ্তি সাধন জন্য, বিষয়ের সহিত যে সঙ্গ—বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি, তাহাই মনুষের সর্ব্বনাশের—অশেষ

ক্লেশের কারণ। বিষয়ে আসক্তি হইতে কিরূপে স্তরে স্তরে মানুষ দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হয়, ভগবদ্বাক্যে তাহারই আভাষ পাই। সে বাক্য—এ ঋকের প্রথমাংশের বিবৃতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ঋকের শেষাংশের বিবৃতিও আবার ঐ গীতাতেই দেখুন,—

'রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥'

অর্থাৎ,—কোনও বিষয়ে অনুরাগও নাই, কোনও বিষয়ে বিদ্বেষও নাই—এমন রাগদ্বেষপরিশূন্য যাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম, আত্মবশীভূত অর্থাৎ ভগবৎপদাশ্রানুগত হইয়াছে, এবং যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ মনকে বশীভূত করিয়া ভগবচ্চরণে ন্যস্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই পরম আনন্দের অধিকারী হন।

যিনি বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়াছেন, তিনিই আনন্দ-লাভ করেন বা ভগবানকে প্রাপ্ত হন। 'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ'—যে জন সর্ব্বকামনা সংযম করিয়া ভগবৎপরায়ণ হইতে পারেন, মোক্ষ তাঁহারই অধিগত হয়। গীতার শ্লোকের এই যে তাৎপর্য্য, ঋকেরও তাহাই লক্ষ্য। প্রথমাংশ—বিষয়-সম্বন্ধ-বিষয়ক; শেষাংশ—ভগবৎপরায়ণতা-মূলক।

ঋকের অন্তর্গত 'কৃষ্টীঃ' শব্দের বিষয় আলোচনা করিলে, শেষোক্ত অবস্থার বিষয়ই উপলব্ধ হইবে। 'কৃষ্টীঃ' শব্দ 'কর্ষণ'-অর্থমূলক 'কৃষ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহার কর্ষণ হইয়াছে অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দূরীভূত হইয়া যাঁহার চিত্তক্ষেত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, 'কৃষ্টীঃ' শব্দে সেইরূপ উন্নতচিত্ত ভগবৎপরায়ণ সাধু মনুষ্যকেই বুঝাইতেছে। বুঝাইতেছে—'সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করেন বটে, কিন্তু 'কৃষ্টি'-দিগকেই—আত্মোৎকর্ষসাধক সাধনসম্পন্ন জনকেই ত্বরায় (সবলে) উদ্ধার করেন। ভগবান তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই মুক্তিলাভ হয়।'

ঋকের ইহাই সঙ্গত আধ্যাত্মিক ভাব। অথচ, উহাতে কি বিপরীত ভাবই ব্যক্ত করা হইয়া থাকে! (১ম—৭সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি।

ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। একঃ। চর্ষণীনাং। বসূনাং। ইরজ্যতি।

ঃ। পঞ্চ। ক্ষীতিনাং ॥ ৯ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'চর্ষণীনাং' (মনুষ্যাণাং) 'বসূনাং' (ধনানাং) 'এক' (অদ্বিতীয়ঃ) 'ইরজ্যতি' (ঈশ্বরঃ, স্বামীতি ভাবঃ) স হি 'পঞ্চক্ষিতীনাং' (ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতানাং) ঈশ্বর ইতি শেষঃ। (১ম—৭সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রদেব মনুষ্যগণের এবং সমস্ত ধনরত্নের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, তিনিই পঞ্চক্ষিতির একমাত্র অধিস্বামী। (১ম—৭সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

*য ইন্দ্রঃ স্বয়মেক এব চর্ষণীনাং মনুষ্যাণামিরজ্যতি। ঈষ্টে। তথা বসূনাং ধনানামিরজ্যতি স ইন্দ্রঃ পঞ্চ নিষাদপঞ্চমানাং ক্ষিতীনাং নিবাসার্হাণাং বর্ণানাং অনুগ্রহীতেতি শেষঃ॥

একঃ। ইণ্ গতৌ। ইণ্ভীকাপাশল্যতিমর্চিভ্যঃকন্। উ০ ৩৪৩। ইতিকন্। বাহুলকাৎ কলোপাভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। চর্ষণীনাং। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। অন্তোদাত্তাদিত্যনুবৃত্তৌ নামন্যতরস্যামিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বসূনাং। নিদিত্যনুবৃত্তৌ শৃস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসিহনিক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ। উ০ ১।১০। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ইরজ্যতি। কণ্ড্বাদিষীরজ ঈর্ষ্যায়াং। অত্রৈশ্বর্য্যার্থঃ। কণ্ড্বাদিভ্যোযক্। পা০ ৩।১।২৭। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। পঞ্চ। পচি ব্যক্তীকরণে, পচেশ্চেতি কনিন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ক্ষিতীনাং। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। নামন্যতরস্যামিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ৯॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রদেব "চর্ষণীনাং" অর্থাৎ মানব-সমূহের এবং "বসূনাং" অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ধনরাশির "একঃ" অর্থাৎ অদ্বিতীয়রূপে "ইরজ্যতি—ঈষ্টে" অর্থাৎ প্রভু বা অধিকারী (হইয়াছেন), তিনিই "পঞ্চ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চাণ্ডাল পর্য্যন্ত পঞ্চ প্রকার "ক্ষিতীনাং" অর্থাৎ নিবাসক্ষম মনুষ্যগণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং চাণ্ডাল জাতির) অনুগ্রহকর্ত্তা।

"একঃ" এই পদটি গতি-অর্থক ইন্ (ই) ধাতুর উত্তর "ইন্ভীকাপাশল্যতিমর্চিভ্যঃকন্" (উঃ ৩।৪৩) এই সূত্রানুসারে "কন্" (ক) প্রত্যয় করিয়া এবং ইকারের গুণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে বাহুল্যবশতঃ (অর্থাৎ ক-লোপবিধির অনিত্যতা হেতু) 'ক' এর লোপ হইল না এবং নিত্ব-হেতু (অর্থাৎ কন্ প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "চর্ষণীনাং" এই পদটিতে প্রাতিপদিক স্বর থাকায় ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। এই স্থলে, "অন্তোদাত্তাৎ" এই অনুবৃত্তিতে "নামন্যতরস্যাং" এই নিয়ম থাকায় বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বসূনাং" এই পদটি, "নিৎ" এই অনুবৃত্তিতে "শৃস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসিহনিক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ" (উঃ ১।১০) এই সূত্রানুসারে "বসি" (বস্) ধাতুর উত্তর উন (উ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত বসু শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে নিত্ব-হেতু (অর্থাৎ উন্ প্রত্যয়ের 'ন্' থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইরজ্যতি" এই পদটি কণ্ড্বাদিগণ-পঠিত ঈর্ষ্যার্থক। এই স্থলে ঐশ্বর্য্য-অর্থক ইরজ্ ধাতুর উত্তর প্রথম পুরুষের একবচনে "কণ্ড্বাদিভ্যো যক্" (পাঃ ৩।১।২৭) এই সূত্রানুসারে যক্ (য) আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-স্বর হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পঞ্চ" এই পদটি ব্যক্তীকরণ বা প্রকাশ করা এই অর্থে "পচি" (পচ্) ধাতুর উত্তর "পচেশ্চ" এই সূত্রানুসারে কনিন্ (অন্) প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্বহেতু (অর্থাৎ প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। 'ক্ষিতীনাং" এই পদটিতে প্রাতিপদিক স্বর-হেতু অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "নামন্যতরস্যাং" এই নিয়মানুসারে এই স্থলে বিভক্তি স্বরটি উদাত্ত হইল। ৯॥

নবম ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে ইন্দ্রদেবকে নিখিল বিশ্বের (মনুষ্যাদির ও ঐশ্বর্য্যাদির) অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

তবে ঋকের অন্তর্গত "পঞ্চ ক্ষিতীনাং" শব্দের অর্থ লইয়া বড়ই একটা গণ্ডগোল বাধিয়া আছে। সায়ণাচার্য্য ঐ শব্দের অর্থ পঞ্চ জাতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে—ঐ শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ (বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত অন্ত্য জাতিনিবহ এই পর্য্যায়ভুক্ত) এই পাঁচ জাতিকে বুঝাইতেছে। কিন্তু অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণ, ঐ শব্দে পঞ্চনদ-প্রদেশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * কেহ আবার 'বসূনাং' পদটি 'চর্ষণীনাং' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট স্থির করিয়া ঐ দুই শব্দে 'কৃষকদিগের ধনাদি' অর্থ সিদ্ধি করিয়াছেন। তদনুসারে, ইন্দ্রদেব দস্যুর উপদ্রব হইতে পঞ্চনদ-প্রদেশের কৃষকদিগের ধনাদি রক্ষা করেন—এইরূপ অর্থ স্থির হয়।

যাহা হউক, 'পঞ্চ ক্ষিতীনাং' শব্দে 'পঞ্চজাতি' বা 'পঞ্চনদ-প্রদেশ' এ দুইয়ের কোনও অর্থই এক্ষেত্রে আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আমরা মনে করি—'পঞ্চক্ষিতীনাং' শব্দের অর্থ—'ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতানাং'।

* ওয়েবার, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির মতানুবর্ত্তী পণ্ডিতগণ বলেন—'ঋগ্বেদ-রচনার সময় জাতিভেদ সৃষ্টি হয় নাই; সুতরাং সায়ণ-কথিত পঞ্চ-জাতির প্রসঙ্গ উহাতে আসিতেই পারে না। উহাতে পঞ্জাব-প্রদেশে আর্য্যগণের বসতি-সময়ের কথাই বুঝাইতেছে।' এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির সিদ্ধান্ত,—

"If, then, with all the documents before us, we ask the question, does caste, as we find it in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teachings of the Vedas? We can answer with a decided no."

বলা বাহুল্য, বেদ হইতেই প্রতিপন্ন হয়, জাতিবর্ণ বরাবরই আছে। যথাস্থানে সে আলোচনা দেখিবেন। মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাসে" (প্রথম খণ্ডেই) এ বিষয়ের প্রমাণাদি দেখিতে পাইবেন।

যেমন 'পঞ্চগঙ্গা' বলিতে গঙ্গাদি পাঁচটি নদীকে বুঝায়; সেইরূপ, পঞ্চক্ষিতি বলিতে, এখানে ক্ষিতি (আদি) অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতকেই বুঝাইতেছে। পূর্ব্বাপর ঋকের অর্থ-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, ঐ অর্থই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পরমেশ্বরের উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম মহিমার বিষয় কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে সাধকের হৃদ্‌গম্য হইতে থাকে, সূক্তে ও ঋকে তাহারই আভাষ আছে।

সূক্তে ভগবানের অনেক গুণ-বিশেষেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; তিনি প্রার্থনা পূরণ করেন, তিনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তিনি দুঃখপ্রবাহ রোধ করেন,—ইত্যাদি। এবম্বিধ ভাবে পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনের পর, এই ঋকে প্রথমে বলা হইল—'তিনি মনুষ্যগণের প্রভু।' তার পর বলা হইল—'তিনি সমস্ত ধনের অধিস্বামী।' অর্থাৎ, কেবল 'মনুষ্যগণের প্রভু' বলিয়া যেন তৃপ্তি হইল না। সুতরাং পুনরায় বলা হইল,—'তিনি সকল ধনের অধিস্বামী।' এখানে মহিমার অনেকটা ব্যাপকতা-ভাব আসিল! কিন্তু তাহাতেও যখন সকল কথা বলা হইল না বলিয়া অনুভূত হইল, তখন বলা হইল,—'তিনি পঞ্চক্ষিতির অধীশ্বর।' অর্থাৎ, 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম' এই যে পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টি, সকলেরই তিনি অধিস্বামী।' সাধনার পথে স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইতে সাধকের চিত্তে যে ভাব উদ্ভাসিত হয়, এখানে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সাধক যেমন শ্রীভগবানের সর্ব্বময়ত্ব উপলব্ধি করেন, এ ঋকের যেন তাহাই লক্ষ্য। উদ্দেশ্য—স্তরে স্তরে তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্ব খ্যাপন। ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে করিতে—উঠিতে উঠিতে উঠিতে—সাধক যেন আরোহণীর শেষ-সীমায় উপস্থিত হইলেন।

এতদনুসারে ঋকের অর্থ হয়:—'যে ইন্দ্রদেব মনুষ্যগণের, কেবল মনুষ্যগণেরই বা বলি কেন—পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি অসামান্য—তিনি ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টিরই একমাত্র অধীশ্বর।' অতএব, বুঝিয়া দেখুন—কি ঋকের কি অর্থই অধুনা চলিয়া আসিতেছে! (১ম—৭সূ—৯ঋ)।

——:•:——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ

অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রং। বঃ। বিশ্বতঃ। পরি। হবামহে। জনেভ্যঃ।

অস্মাকং। অস্তু। কেবলঃ ॥ ১০

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বেভ্যঃ) 'জনেভ্যঃ' (লোকেভ্যঃ) 'পরি' (উপরি অবস্থিতমিতিশেষঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ বয়মিতি শেষঃ) স হি 'অস্মাকং' (অস্মদীয়ঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং, যুষ্মদীয়ঃ, 'অস্মাকং বঃ'—অস্মদীয়ো যুষ্মদীয়ঃ সর্ব্বেষাং ইতি ভাবঃ) 'কেবলঃ' (কৈবল্যপ্রদঃ, মোক্ষদঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। (১ম—৭সূ—১০)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) যে ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান (স্তব) করিতেছি; তিনি আমাদের ও তোমাদের সকলেরই কৈবল্যমোক্ষ-প্রদানকর্ত্তা। (১ম—৭সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণাচার্য্যকৃতানুক্রমণিকা।

আশ্বিনং শংসিষ্যন্নিন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরীতিজুহুয়াৎ। সংস্থিতেষ্বাশ্বিনায় স্তুবত ইতি খণ্ডে বণ্মহাং অসি সূর্য্যেতি দ্বাভ্যামিন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি। আ০৬৪। ইতি সূত্রিতং। চতুর্ব্বিংশেহহনি প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরীত্যারম্ভণীয়া। চতুর্ব্বিংশ ইত্যুপক্রম্য ঋজুনীতী নো বরুণ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি। আ০ ৭।২। ইতি সূত্রিতং॥ তামেতাং দশমীমৃচমাহ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ। বিশ্বতঃ সর্ব্বেভ্যো জনেভ্যঃ পরি। উপর্য্যবস্থিতমিন্দ্রং, বো যুষ্মদর্থং হবামহে। আহ্বয়ামঃ। অতঃ স ইন্দ্রোঽস্মাকং কেবলোঽসাধারণোঽস্তু। ইতরেভ্যোপ্যধিকমনুগ্রহমস্মাসু করোত্বিত্যর্থঃ।

ইন্দ্রং রন্‌প্রত্যয়ান্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বঃ। অনুদাত্তং সর্ব্বমিত্যনুবৃত্তৌ বহুবচনস্য বস্নসৌ।০ পা০ ৮.১ ২১। ইতি বস্। বিশ্বতঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমুদাত্তং। পরি। নিপাত-

সায়ণাচার্য্যকৃত অনুক্রমণিকার মর্ম্মার্থ।

আশ্বিন-স্তোত্র পাঠের সময়, "ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি"—এই ঋক (১০ম ঋক) উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দিবে। "সংস্থিতেষ্বাশ্বিনায় স্তুবত ইতি" এই খণ্ডে (আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে) "বন্মহাং অসি সূর্য্যে" ইত্যাদি দুইটী মন্ত্রের সঙ্গে "ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি" এই ঋক্ সূত্রিত হয়। চতুর্ব্বিংশ দিনে প্রাতঃসবনে 'ব্রাহ্মণাচ্ছংসী' আখ্যাধারী ঋত্বিকের "ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি" ঋক আরম্ভণীয়া। "চতুর্ব্বিংশ" এইরূপ উপক্রমের পর "ঋজুনীতী নো বরুণ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি" (আ০ ৭।২) এইরূপ সূত্রিত (উচ্চারিত) হইয়াছে। সেই দশমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পুরোহিতগণ এবং যজমানগণ! আমরা আপনাদিগের নিমিত্ত "বিশ্বতস্পরি" অর্থাৎ সর্ব্বজন-মানবের উপরি বর্ত্তমান, (অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ ও নিয়ামক) ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি। অতএব সেই ইন্দ্রদেব আমাদিগের অসাধারণ (সহায়) হউন। অর্থাৎ অন্যান্য জীবগণের অপেক্ষায় আমাদিগের বিষয়ে (প্রতি) অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ (বিতরণ) করুন।

"ইন্দ্রং" এই পদটিতে রন্ প্রত্যয়ের নিত্বহেতু (অর্থাৎ ন্ থাকেনা বলিয়া) আদি স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "বঃ" এই পদটি, যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর চতুর্থীর বহুবচন 'ভ্যস্' করিয়া "অনুদাত্তং সর্ব্বং" এই অনুবৃত্তিতে "বহুবচনস্য বস্ নসৌ" (পা০ ৮।১।২১) এই সূত্রানুসারে যুষ্মদ্ শব্দের সহিত বহুবচন স্থানে "বস্" করিয়া এবং ঐ "বস্" এর স্ স্থানে বিসর্গ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "বিশ্বতঃ" এই পদটিতে "লিতি" এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "পরি" এই পদটি নিপাত (অর্থাৎ অব্যয়)

স্বাদ্যাদ্যুদাত্তঃ। সংহিতায়াং পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে। পা০ ৮৩৫১। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। হবামহে। হ্বেঞঃ শপি বহুলংছন্দসীতি সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। গুণাবাদেশৌ। জনেভ্যঃ। জন্তু ইতি জনাঃ। জনয়তেঃকর্ম্মণিঘঞ্‌ জনিবধ্যোশ্চ। পা০ ৭৩৩৫। ইত্যুপধায়া বৃদ্ধ্যভাবঃ। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অস্মাকং। অস্মচ্ছব্দোঽন্তোদাত্তঃ। শেষে, লোপ ইত্যন্তলোপপক্ষে সামআকং। পা০ ৭।১।৩৩। ইত্যাকারেণৈকাদেশ উদাত্তঃ। টিলোপপক্ষ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাকার উদাত্তঃ। কেবলঃ। বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে চতুর্দ্দশো বর্গ॥ ১৪॥

ইতি প্রথমে মণ্ডলে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

* * *

বলিয়া ইহার আদি স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। উক্ত "বিশ্বতস্পরি" এই পদটি 'বিশ্বতঃ' এবং 'পরি' এই দুই পদের সন্ধিতে "সংহিতায়াং পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে" (পা০ ৮।৩।৫১) এই সূত্রানুসারে বিসর্গ স্থানে 'স' হইয়াছে। "হ্বেঞ্‌" (হ্বে) ধাতুর উত্তর "ক্রিয়াৎ কর্ত্রভিপ্রায়ে" (পা০ ১।৩।৭২) এই নিয়মানুসারে আত্মনে পদে লটের স্থানে "মহিঙ্‌" (মহি) এবং "টিতআত্মনেপদানাং" (পা০ ৩।৪।৭৯) এই সূত্র দ্বারা "টি" এর এত্ব (অর্থাৎ উক্ত মহিঙ্‌ এর ইকার স্থানে একার) ও "কর্ত্তরিশপ্‌" (পা০ ৩।১।৬৮) এই সূত্রে শপ্‌ (অ) আগম এবং "হ্বঃ সম্প্রসারণং"। (পা০ ৬।১।৩২) এই অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি"। (পা০ ৬।১।৩৪) এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ (অর্থাৎ হ্বেঞ্‌ ধাতুর স্থানে হু আদেশ) করিয়া (ক্রমশঃ) পরপূর্ব্বত্ব, গুণ, (অর্থাৎ হু ধাতুর উ-কার স্থানে ও-কার) অবাদেশ, (অর্থাৎ উক্ত গুণজাত ও-কার স্থানে "অব্‌" আদেশ) এবং "অতোদীর্ঘোযঞি" (পা০ ৭।৩।১০) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ অর্থাৎ উক্ত শপ্‌ (অ) আগমের স্থানে আ হওয়ায় "হবামহে" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। "জনেভ্যঃ"—'যাহারা জন্মায়' এই অর্থে "জনি" ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্‌ প্রত্যয় করিয়া "জনিবধ্যোশ্চ"। (পা০ ৭।৩।৩৫) সূত্রানুসারে উপধার (অর্থাৎ 'জনি' ধাতুর উপান্তস্বর-অকারের) বৃদ্ধি ("আ") না হওয়ায় জন শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে এবং উক্ত জন শব্দের উত্তর চতুর্থীর বহুবচনে 'জনেভ্যঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ঘঞ্‌ প্রত্যয়ের ঞিত্ববশতঃ (অর্থাৎ ঞ্‌ থাকে বা বলিয়া) ইহার আদি স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "অস্মাকং" এই পদটী, অস্মদ্‌ শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত অস্মদ্‌ শব্দটী অন্তোদাত্ত। "শেষলোপঃ" সূত্রানুসারে অন্তবর্ণের লোপপক্ষে "সাম আকং" (পা০ ৭।১।৩৩) এই সূত্র দ্বারা ('আকং'এর) আকারের সহিত একাদেশ উদাত্তস্বর হইয়াছে। এবং টিলোপপক্ষে উদাত্তনিবৃত্তিস্বর হেতু আকার উদাত্ত হইয়াছে। বৃষাদির আকৃতিগণ বলিয়া "কেবলঃ" শব্দটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ১০॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

ইতি প্রথম মণ্ডলে দ্বিতীয় অনুবাক সমাপ্ত॥ ২॥

* * *

দশম ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'হে যজমানগণ! তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা সকল লোকের উপরিস্থিত ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি; তিনি কেবল আমাদেরই (অর্থাৎ আমাদেরই প্রতি অনুগ্রহশীল) হন।'

ঋত্বিকগণ বা পুরোহিতগণ এই ঋকে যেন প্রকাশ করিতেছেন—'ভগবান একমাত্র তাঁহাদেরই নিজস্ব অর্থাৎ তাঁহাদেরই কথা শুনেন; তাই যজমানের জন্য তাঁহারা ভগবানকে ডাকিতেছেন।'

এ হিসাবে, ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা এই ঋকে যেন জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশমান্ রহিয়াছে। ঈশ্বর কেবল আমাদেরই (পুরোহিত-গণেরই),—এই যদি ঋকের প্রকৃত অর্থ হয়, আর 'আমরা (পুরোহিতগণ) তোমাদের (যজমানদিগের) মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি তোমাদের মঙ্গল-বিধান করিতে আসিবেন'—এই যদি ঋকের লক্ষ্যস্থল হয়; তাহা হইলে আমরা বলি, এ ঋক বেদের অঙ্গ হইতে এখনই বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য,—এরূপ অসদ্ভাবমূলক ঋক একেবারেই অপঠিতব্য।

'অস্মাকমস্তু কেবলঃ';—এ বাক্যের অর্থ কেহ কেহ আবার 'তিনি (ঈশ্বর) কেবল ভারতবাসীরই হন'—এমন ব্যাখ্যাও করিয়া গিয়াছেন। এ ব্যাখ্যাও পূর্ব্বরূপ বৈষম্যপূর্ণ একদেশদর্শিতা-দোষ-দুষ্ট—সুতরাং গ্রহণীয় নহে বলিয়াই মনে করি।

ঋকের অন্তর্গত 'বঃ' এবং 'কেবলঃ' শব্দদ্বয়ের অর্থ-বিবৃতি-হেতু যত অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। 'যুষ্মদ্' শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'বঃ' হইলে, 'তোমাদের জন্য' অর্থ না হইবেই বা কেন? হইতে পারে; তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যেখানে 'সম্বন্ধে ষষ্ঠী' সুসঙ্গত হয়, সেখানে দূর অন্বয়ে 'নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী' কল্পনা করি কেন? বিশেষতঃ এখানে যখন 'হেতু' শব্দের প্রয়োগ নাই; সুতরাং "নিমিত্তাদ্ধেতুপ্রয়োগে" সূত্রের উপ-যোগিতা এখানে দেখা যায় না। অতএব, আমরা বলি, সাদাসিধা 'তোমাদের'

অর্থই গ্রহণ করা হউক। সম্বন্ধ-সূচক ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থই এখানে অধিকতর সঙ্গত। তার পর—'কেবলঃ'। এ কি পাদপূরক 'চ-বা-তু-হি'-বৎ 'কেবল' মাত্র অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত? কদাচ নহে। এখানে 'কেবলঃ' শব্দের অর্থ—'কৈবল্যপ্রদঃ' 'মোক্ষপ্রদঃ' 'মুক্তিপ্রদঃ'। 'কেবল আমাদের' —এই একটা স্বার্থপূর্ণ ভাব ব্যক্ত করিতে, সূক্তের শেষে—ঋকের শেষে —উপসংহারে, একটা বাজে শব্দ কখনও ব্যবহৃত হইতে পারে না;— উপসংহারে সারবাক্যে পরিণতি-মূলক ভাবই ব্যক্ত হওয়া সঙ্গত।

অতএব, এখানে ঋকের সঙ্গত অর্থ এই যে,—'সেই পরাৎপর পরমেশ্বর আমাদিগের এবং তোমাদিগের সকলেরই মুক্তিদাতা। তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় মুক্তিদাতা কেহই নাই। তাঁহার শরণ লও,—তিনি মুক্তিদান করিবেন।'

কেহ হয় তো কূট প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন—'আমাদিগের' ও 'তোমাদিগের' ('অস্মাকং' ও 'বঃ') দুই শব্দের প্রয়োগ কেন হইল? একমাত্র 'আমাদের' বলিলেই তো সকলকেই বুঝাইত,—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। বৃথা কেন দুই শব্দ?

আমরা মনে করি, তাহারও নিগূঢ় কারণ আছে। 'আমাদের' শব্দে, মন্ত্রের উচ্চারণকারী বা যাজ্ঞিক কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুসারী বা হিন্দু-গণকে বুঝাইতে পারে। আর 'তোমাদের' শব্দে যজমানকে, অন্য মার্গাবলম্বীকে বা হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতিকেও, লক্ষ্য থাকা অসম্ভব নহে। তিনি যে কেবল আমাদেরই অথবা আমরাই যে কেবল মুক্তির অধিকারী, এতাদৃশ উক্তি অজ্ঞ অবিচারী জনের মুখেই শোভা পায়। সত্য সনাতন বেদবাক্য তদ্রূপ স্বার্থপরতা-দোষে কদাচ কলুষিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাই মনে হয়, সার্ব্বজনীন সাম্যভাব প্রকাশে, ঋকে বলা হইয়াছে,— 'তিনি যেমন আমাদের, তিনি তেমনই তোমাদের—সকলেরই; যে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইবে, তিনি সকলকেই উদ্ধার করিবেন।'

কোথায় বিশ্বজনীন ঔদার্য্য, আর কোথায় অতি-অনুদার সঙ্কীর্ণতা! অর্থ-ব্যত্যয়ে এতই ভাব-ব্যত্যয় ঘটিয়া আসিয়াছে। (১ম—৭সূ—১০ ঋক্)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। অষ্টমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চদশঃ ষোড়শশ্চ বর্গঃ।

পঞ্চমৈন্দ্র-সূক্তং।

স্তোত্রের পর স্তোত্র, সূক্তের পর সূক্ত, ঋকের পর ঋক্—একই দেবতার উদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত দেখিতেছি। বলিয়াছি তো,—সংসারে অবস্থা-বিপর্য্যয়ের অন্ত নাই, ইহ-সংসারে সংসারীর অভাবেরও পরিসীমা নাই, আবার নিত্য-নূতন রূপ পরিগ্রহণ-হেতু তাহার আকাঙ্ক্ষারও শেষ দেখিতে পাই না। যত ভাব, যত আকাঙ্ক্ষা, যত অভাব, যত অবস্থা, স্তোত্র-শাস্ত্র উপাসনা-প্রক্রিয়াও তদ্রূপ অসংখ্য—অনন্ত।

বলিয়া বলিয়া বলার শেষ হয় না। ডাকিয়া ডাকিয়া ডাকা আর ফুরায় না। চাহিয়া চাহিয়া চাহার আর শেষ হয় না। মানুষের প্রকৃতিই এই। সুতরাং তাহার প্রার্থনা-মূলক স্তোত্রও যে অসংখ্য হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সেই কারণেই ঐন্দ্র-সূক্তের বহুত্ব। সেই কারণেই আগ্নেয়-সূক্তের প্রাচুর্য্য। সেই কারণেই বরুণ, বায়ু, মরুৎ, যম প্রভৃতি অগণ্য অসংখ্য দেবতার স্তবস্তুতির সমাবেশ। সকল প্রকৃতির সকল পর্য্যায়ের সকল লোক সদ্গতি লাভ করুক,—করুণাময়ের করুণার প্রস্রবণ এমনই বিশ্বজনীন ভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে।

বিদ্যার জন্য জ্ঞানীর নিকট, ধনের জন্য ধনীর দ্বারে, গুণের জন্য সৎসঙ্গের সহবাসে, দিন কাটাইতে হয়। সকল অভাব পূরণ করিবার আবশ্যক বুঝিলে, সকলের দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অবসন্ন হইয়া, শেষে একের আশ্রয় অনুসন্ধান আবশ্যক হয়। সেই সন্ধান যে-জন লাভ করিতে পারে চাহিতে—চাহিতে—চাহিতে, তাহার চাওয়ার অবসান হইয়া আসে।

যে চাওয়ায় কেবল চাওয়ারই আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, যাহার নিকট প্রার্থনায় কেবল কামনাই প্রবল হইয়া উঠে, সে চাওয়া বা সে প্রার্থনার পাত্র, কদাচ শুভফলপ্রদ নহে। পরন্তু যে চাওয়ায় চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দূর হয়, সেই চাওয়াই চাওয়া চাই; অপিচ, যাহার নিকট প্রার্থনায় কামনার নিবৃত্তি আসে, তদ্রূপ ফলদাতার দ্বারেই অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকার আবশ্যক হয়। ঐন্দ্র-সূক্ত স্তরে স্তরে প্রার্থনার সেই স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেছে।

উহার এক একটি ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর; আর, সঙ্গে সঙ্গে, দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হও; প্রার্থনার পূরণ হইবে,—'দেহি দেহি' রব লোপ পাইবে।

পঞ্চমৈন্দ্র-সূক্তের দশটী ঋক, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঋক-সমূহের সহযোগে, প্রবৃত্তিমার্গের মধ্য দিয়া, সোপানের পর সোপান অতিক্রম করাইয়া, ধীরে ধীরে কেমন নিবৃত্তি-মার্গে লইয়া চলিয়াছে। আত্যন্তিক-দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ-অভিলাষী জনের, মুক্তিকামী মানবের, ঋকের মধ্যে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

* * *

পঞ্চমৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

তৃতীয়েঽনুবাকে চত্বারি সূক্তানি। তত্রেন্দ্রসানসিমিত্যাদিকং প্রথমং দশর্চং সূক্তং। সুরূপকৃত্নুমিত্যাদিষু ষট্সু পঞ্চমং। ঋষ্যাদয়স্ত পূর্ব্ববৎ। বিশেষবিনিয়োগস্ত। মহাব্রতে নিষ্কেবল্য ঔষ্ণিহতৃচাশীতাবেন্দ্রসানসিং রয়িমিত্যাদিকে দ্বে সূক্তে। পঞ্চমারণ্যকে ঔষ্ণিহতৃচাশীতিরিতি খণ্ডে শৌনকেন সূত্রিতং। সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি ত্রীণ্যেন্দ্রসানসিং রয়িমিতি দ্বে ইতি। অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়েঽচ্ছাবাকশস্ত্রে এন্দ্রসানসিমিতি সূক্তং। সূত্রিতঞ্চ-ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহদেন্দ্রসানসিং। আ০ ৬।৪। ইতি। দর্শযাগ ইন্দ্রযাজিনঃ সান্নায্যস্তানু-বাক্যা। এন্দ্রসানসিংরয়িমিতি। উক্তা দেবতা ইত্যস্মিন্ খণ্ড এন্দ্রসানসিং রয়িং প্রসসাহিষে পুরুহূত শত্রূন্। আ০ ১।৬। ইতি সূত্রিতং। তস্মিন্ সূক্তে তামেতাং প্রথমামৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্য পঞ্চমৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

তৃতীয় অনুবাকে চারিটী সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম "এন্দ্রসানসিং" ইত্যাদি দশটী ঋক্ বিশিষ্ট-সূক্ত "সুরূপকৃত্নুং" ইত্যাদি ছয়টী সূক্তের মধ্যে পঞ্চম সূক্ত। ইহার ('এন্দ্রসানসিং' ইত্যাদি ঋক্ বিশিষ্ট সূক্তের) ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বেরই ন্যায়। মহাব্রতে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে ইহার বিশেষ বিনিয়োগ হইয়া থাকে। ঔষ্ণিহতৃচাশীতিতে "এন্দ্রসানসিং রয়িং" ইত্যাদি দুইটি সূক্তের বিনিয়োগ হয়। শৌনক মুনি, পঞ্চমারণ্যকে 'ঔষ্ণিহতৃচাশীতি' এই খণ্ডে সূত্রিত করিয়াছেন—"সুরূপকৃত্নুমূতয়ে" ইত্যাদি ঋক্ত্রয় এবং "এন্দ্রসানসিং রয়িং" ইত্যাদি ঋক্দ্বয় বিনিয়োগ করিবে। অতিরাত্রযাগে প্রথম পর্য্যায়ে অচ্ছাবাক শস্ত্রমন্ত্রে "এন্দ্রসানসিং" এই সূক্তের বিনিয়োগ হইবে। কারণ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহদেন্দ্রসানসিং" (আ০ ৬।৪) ইতি। অর্থাৎ "ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহৎ" ইত্যাদি ঋকবিশিষ্ট সূক্ত এবং "এন্দ্রসানসিং" ইত্যাদি ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত (অতিরাত্রযাগে) বিনিযুক্ত করিবে। দর্শযাগে ইন্দ্রযাজী 'সান্নায্য' নামক ঋত্বিকের অনুবাক্যারূপে 'এন্দ্রসানসিংরয়িং' ইত্যাদি বিনিয়োগ করিবে। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে "উক্তা দেবতাঃ" এই খণ্ডে, "এন্দ্রসানসিং রয়িং" "প্রসসাহিষে" "পুরুহূত শত্রূন্" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে (আ০ ১।৬) সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে॥

প্রথমমণ্ডলস্য তৃতীয়েঽনুবাকে অষ্টমং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দাঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে
বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং

বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥ ১ ॥

* *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ইন্দ্র। সানসিং। রয়িং। সংজিত্বানং। সদাংসহং।

বর্ষিষ্ঠং। ঊতয়ে। ভর ॥ ১

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'ঊতয়ে' (অস্মাকং রক্ষার্থং) 'সানসিং' (সংভজনীয়ং, সুখসেব্যং, আত্মানন্দপ্রদং ইতি ভাবঃ), 'সজিত্বানং' (সদা শত্রুজয়শীলং) 'সদাসহং' (সদাস্থিরত্বাৎ অচঞ্চলং) 'বর্ষিষ্ঠম্' (প্রভূতং, নিত্যবর্দ্ধমানং) 'রয়িং' (ধনং—জ্ঞানস্বরূপং) 'আ ভর' (আহর, প্রদানং কুরু অস্মভ্যমিতি শেষঃ)। (১ম—৮সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমাদের রক্ষার জন্য আত্মানন্দপ্রদ সদাশত্রুজয়কারী নিত্যস্থিতিশীল নিত্যবর্দ্ধমান্ জ্ঞান-ধন আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। (১ম—৮সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র। উতয়েঽস্মদ্রক্ষার্থং রয়িং ধনমাভর। আহর। কীদৃশং রয়িং। সানসিং। সংভজনীয়ং। সজিত্বানং। সমানশত্রুজয়শীলং। ধনেন হি শূরান্ ভৃত্যান্ সম্পাদ্য শত্রবো জীয়ন্তে। সদাসহং। সর্ব্বদা শত্রূণামভিভবহেতুং। বর্ষিষ্ঠং অতিশয়েন বৃদ্ধং প্রভূতমিত্যর্থঃ। সানসিং। বনষণসংভক্তাবিত্যস্মাদসিপ্রত্যয়ো বৃদ্ধিরন্তোদাত্তত্বং চ সানসিবর্ণসীত্যাদিনা। উ০ ৪।১০৯। নিপাত্যন্তে। রয়িং। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। সজিত্বানং। সমানান্ শত্রূন্ জেতুং শীলমস্য। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা০ ৩।২।৭৫। ইতি কনিপ্। উপপদসমাসঃ। সমানস্য ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু। পা০ ৬।৩।৮৪। ইতি সমানস্য সভাবঃ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। বর্ষিষ্ঠং। বৃদ্ধশব্দাদতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত ধন আহরণ করুন। কিরূপ ধন? "সানসিং" অর্থাৎ—আমাদিগের সম্যক ভজনীয়। "সজিত্বানং" অর্থাৎ—সমানশত্রুজয়শীল। ধনের দ্বারাতেই শূরগণকে ভৃত্য সম্পাদন করিয়া শত্রুসমূহ জিত হইয়া থাকে। "সদাসহং" অর্থাৎ—সকলসময়েই শত্রুগণের পরাভবের হেতু। "বর্ষিষ্ঠং"—অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ আমাদের রক্ষার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ ধন আহরণ করুন।

"সানসিং" পদটীর, সম্যক্ ভজনার্থক ষণ্ ধাতুর উত্তর "সানসিবর্ণসি" (উ০ ৪।১০৯) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা নিপাতনে অসিপ্রত্যয়, বৃদ্ধি ও অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। প্রাতিপদিকস্বর বশতঃ "রয়িং" এই পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সজিত্বানং"—'সমান শত্রুসমূহকে জয় করিতে স্বভাব হইয়াছে ইহার' এই অর্থে 'সমান' উপপদপূর্ব্বক জি ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" (পা০ ৩।২।৭৫) এই সূত্রদ্বারা কনিপ্ (বন্) প্রত্যয় হইয়াছে। উপপদসমাসে "সমানস্য ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু" (পা০ ৬।৩।৮৪) এই সূত্রানুসারে 'সমান' শব্দের স্থানে সকার-আদেশ করিয়া দ্বিতীয়াবিভক্তির একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বর্ষিষ্ঠং" এই পদটীতে, 'বৃদ্ধ' শব্দের উত্তর "অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ" (পা০ ৫।৩।৫৫) এই সূত্রদ্বারা

পা০ ৫।৩।৫৫। ইতীষ্ঠন্ প্রিয়স্থির। পা০ ৬।৪।১৫৭। ইত্যাদিনা বৃদ্ধশব্দস্য বর্ষাদেশঃ। ইষ্ঠনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। উতয়ে। উদাত্ত ইত্যনুবৃত্তাবূতিযূতিজূতিসাতীত্যাদিনা ক্তিন্নন্তো নিপাতিতঃ। ভর। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি। পা০ ৮।২।৩২।১। ইতি হকারস্য ভকারঃ। তে প্রাগ্ধাতোঃ। পা০ ১।৪।৮০। ইতি ধাতোঃ প্রাক্ প্রয়োক্তব্যস্যাঙো ব্যবহিতাশ্চ পা০ ১।৪।৮২। ইতি ছন্দসি ব্যবহিতপ্রয়োগঃ॥ ১॥

* *

প্রথম ঋকের বিশদার্থ।

'ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই বলিয়া গিয়াছেন,—এ ঋকে 'শত্রুদের দমনের জন্য অর্থ প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচুর অর্থ পাইলে, অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া, অসুরদিগকে দস্যুদিগকে দমন করিতে পারিব,—ইহাই এ ঋকের লক্ষ্য।' অসুর-রূপ শত্রুদমন এবং তজ্জন্য অর্থ-প্রার্থনা—এই হইল যেন এ ঋকের প্রতিপাদ্য।

কিন্তু ঋকে কোন্ ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে, ধনের বিশেষণ কয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাহা বোধগম্য হয় না কি? সে ধন

ইষ্ঠন্ (ইষ্ঠ) প্রত্যয় করিয়া "প্রিয়স্থির" (পা০ ৬।৪।১৫৭) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বৃদ্ধ-শব্দের স্থানে বর্ষ আদেশ হইয়াছে। ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু উক্ত 'বর্ষিষ্ঠং' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উতয়ে" এই পদটি, উদাত্তস্বরের অনুবৃত্তিতে "ঊতিযূতিজূতিসাতি" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়ে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উক্ত সূত্রানুসারে উদাত্ত হইয়াছে। "ভর" এই পদটী, হৃ ধাতুর উত্তর লোটের পরস্মৈপদের মধ্যমপুরুষের একবচনে "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি" (পা০ ৮।২।৩২১) এই সূত্রদ্বারা হ-কারের স্থানে ভ-কার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। (একটী আশঙ্কা হইতে পারে যে, মন্ত্রের শেষস্থিত 'ভর' এই ক্রিয়াপদের সহিত আদিস্থ 'আ'এর যোগে কিরূপে অন্বয় হইতে পারে? তন্নিরাসার্থ উক্ত হইতেছে) "তে প্রাগ্ধাতোঃ" (পা০ ১।৪।৮০) এই সূত্রানুসারে ধাতুর পূর্ব্বে প্রযুক্ত 'আঙ্' (আ) এর "ব্যবহিতাশ্চ" (পা০ ১।৪।৮২) এই সূত্রদ্বারা ছন্দোবিষয়ে ব্যবহিত (দূরে) প্রয়োগ হইয়া থাকে॥ ২॥

'কেমন? না—'সানসিং'—সম্যক্ ভজনীয়। যাহা চিরসুখপ্রদ, যাহা পরম আনন্দদায়ক, তাহাই সম্যক্ ভজনীয় (সেবনীয়) নহে কি? 'সজিত্বানং'—'সমভাবে বা সদা জয়শীল'—সে ধনও সামান্য ধন কি? তার-পর, 'সদাসহং'—'সদাস্থিরতর অচঞ্চল' যে ধন, তাহার কি আর তুলনা আছে? 'বর্ষিষ্ঠং' বিশেষণে অধিকপরিমাণে বর্দ্ধনশীল বা নিত্যবর্দ্ধ-মানের ভাব আসে। সুতরাং সে ধন যে কোন্ ধন, তাহা বুঝিয়া দেখুন। সে ধন—নিশ্চয়ই টাকাকড়ি ধন-দৌলত নহে; সে ধন—কেবলমাত্র তোমার-আমার পারিপার্শ্বিক এই সব শত্রুদের দমন জন্যও নহে।

'সজিত্বানং' শব্দ জয়ার্থক 'জি' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ অসুরাদি শত্রুজয়ের বা দস্যুজয়ের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু অপরাপর বিশেষণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিতে গেলে, সে শত্রু যে কেমন শত্রু, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। তদনুসারে, দেহের শত্রু, অন্তরের শত্রু, কামক্রোধাদি রিপু-শত্রুকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাই বুঝা যায়। শত্রুগণ যাহাতে সম্যক্-ভাবে পরাজিত হয় অর্থাৎ রিপু-শত্রুর কবল হইতে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ পাই, তেমন ধন লাভের উদ্দেশ্যেই ঐ সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি।

তবেই ঋকের অর্থ হয় এই যে,—'হে ইন্দ্রদেব! তুমি আমায় সেই ধন দেও, যে ধন—চিরসুখসেব্য আত্মানন্দপ্রদ। তুমি আমায় সেই ধন দেও—যে ধন আমার প্রবল রিপু-শত্রুর কবল হইতে আমায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করে। তুমি আমায় সেই ধন দেও—যে ধন অচঞ্চল অক্ষয়। তুমি আমায় সেই ধন দেও—অতিমাত্রায় যে ধনের বৃদ্ধিই আছে; কখনও ক্ষয় নাই।'

সে ধন যে কোন্ ধন, তাহা কি আর বলিবার আবশ্যক হয়? এ ঋকে সাধক শ্রীভগবানের নিকট সেই পরমধন—জ্ঞানধন—প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাই উপলব্ধ হয়। সামান্য ধন-দৌলত যে তিনি চাহেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। (১ম-৮সূ-১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ।

ত্বোতাসো ন্যর্বতা ॥ ২

পদ-বিশ্লেষণং

নি। যেন। মুষ্টিঽহত্যয়া। নি। বৃত্রা। রুণধামহৈ।

ত্বাঽউতাসঃ। নিঽঅর্বতা

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'যেন' (জ্ঞানস্বরূপেণ ধনেন) 'নি' (নিশ্চয়ং) 'বৃত্র' (বৃত্রাণি—শত্রূণ, অসদ্বৃত্তীঃ রিপূন্) 'মুষ্টিহত্যয়া' (মুষ্ট্যাঘাতৈঃ, অনায়াসেন ইতিভাবঃ) 'নিরুণধামহৈ' (বিনাশয়ামঃ), হে ইন্দ্র (হে ভগবন্) 'ত্বোতাসঃ' (ত্বয়া ঊতাসঃ রক্ষিতাঃ) 'অর্ব্বতা' (অর্ব্বতাং—ইন্দ্রত্বং, তৎসাযুজ্যত্বং, আত্মলীনরূপং মোক্ষমিতিভাবঃ) প্রাপ্নুয়াম বয়মিতি শেষঃ। (১ম—৮সূ—২ঋ)

মর্ম্মানুবাদ।

হে ভগবন্! তোমার প্রদত্ত জ্ঞান-রূপ সেই ধনের প্রভাবে নিশ্চয়ই অনায়াসে রিপুশত্রুগণকে বিনাশ করিব; এবং তোমা-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তোমাতেই আত্মলীন করিতে সমর্থ হইব। (১ম—৮সূ—২ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

যেন ধনেন সম্পাদিতানাং ভটানাং নি মুষ্টিহত্যয়া মিতরাং মুষ্টিপ্রহারেণ বৃত্রা শত্রূন্ নিরুণধামহৈ নিরুদ্ধান্ করবাম তাদৃশং ধনমাহরেত্যর্থঃ। ত্বোতাসঃ ত্বয়া রক্ষিতা বয়মর্বতা-অশ্বারোহেণাশ্বেন নিরুণধামহা ইত্যনুষঙ্গঃ। পদাতিযুদ্ধেনাশ্বযুদ্ধেন চ শত্রূন্ বিনাশয়ামেত্যর্থঃ॥

মুষ্টিহত্যয়া। হনস্ত চ। পা০ ৩।১।১০৮। ইতি সুবন্ত উপপদে ক্যপ্। তৎসন্নিযোগেন নকারস্ত তকারঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং। পা০ ৬।২।১৯৯। ইতি বহুলগ্রহণেন ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দস্তন্তোদাত্তত্বাভিধানাৎ। পা০ ৬.২ ১৯৫।১। অন্তো-দাত্তত্বং। নি। আখ্যাতসম্বন্ধস্যাপি নেরুপসর্গস্ত ব্যবহিতাশ্চেতি ব্যবহিতপ্রয়োগঃ। বৃত্রা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। নলোপঃ। রুণধামহৈ। আটুসংযোগেন পিত্বাৎ। পা০ ৩।৪।৯২। শ্নসোরল্লোপঃ। পা০ ৬।৪।১১১। ইত্যাকারলোপ ন ভবতি। পিত্বাদেব চাখ্যাতস্যানুদাত্তত্বেন বিকরণস্ত শ্নম এবোদাত্তত্বং শিষ্যতে। ননু তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতেন ভবিতব্যং। ন। দ্বে হ্যত্র তিঙ্বিভক্তী। নিবিড়য়া মুষ্ট্যা নিরুণধামহা ইত্যত্র মুখ্যা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! (আমরা) যে ধনের দ্বারা সম্পাদিত ভট (সৈন্য) সমূহের অতিশয় মুষ্টিপ্রহারে শত্রুসমূহকে নিরুদ্ধ করিতে পারি, (আপনি আমাদের জন্য) তাদৃশ ধন আহরণ করুন। আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত আমরা, আমাদিগের অশ্বদ্বারা (শত্রুসমূহকে) নিরুদ্ধ করিব। অর্থাৎ—আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিলে, আমরা পদাতি যুদ্ধে এবং অশ্বযুদ্ধে শত্রুসমূহকে বিনাশ করিতে পারিব।

"মুষ্টিহত্যয়া" এই পদটী 'মুষ্টি' উপপদ পূর্ব্বক হন্ ধাতুর উত্তর "হনস্তচ" (পা০ ৩।১।১০) এই সূত্রদ্বারা ক্যপ্ (য) প্রত্যয় করিয়া, তাহার (সেই ক্যপ্ প্রত্যয়ের) সন্নিয়োগবশতঃ হন্ ধাতুর ন-কারের স্থানে ত-কার আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর (পরবর্ত্তী) পদে প্রকৃতি স্বরের প্রাপ্তিতে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" (পা০ ৬।২।১৯৯) এই সূত্রে বহুলগ্রহণ হেতু 'ত্রিচক্রাদি' শব্দের ছন্দোবিষয়ে অন্তোদাত্তস্বরের বিধান থাকায় (পা০ ৬।২।১৯৯।১) ইহারও অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নি" এই পদটী উপসর্গ, ইহার আখ্যাত (রুণধামহৈ) পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও "ব্যবহিতাশ্চ" এই সূত্রানুসারে ব্যবহিত প্রয়োগ হইয়াছে। "বৃত্রা" এই পদটী "শেশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্রানুসারে "বৃত্রাণি" শব্দের শি (ই)এর লোপ এবং ন-কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "রুণধামহৈ" পদটিতে আট্ (আ) এর সংযোগ আছে বলিয়া পাণিনির (পা০ ৩।৪।৯২) এই সূত্রদ্বারা পিত্বনিবন্ধন "শ্নসোরল্লোপঃ" (পা০ ৬।৪।১১১) এই সূত্রদ্বারা আগম 'অ'এর অকার লোপ হয় নাই। পিত্ব-নিবন্ধন আখ্যাতের স্বর অনুদাত্ত বলিয়া আগম 'শ্নম' এরও স্বর উদাত্ত অবশিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে আকাঙ্ক্ষা হইতেছে যে "তিঙ্ঙতিঙঃ" এইসূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হউক? তন্নিরসনার্থ কথিত হইতেছে 'ন' অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না, যেহেতু এস্থলে দুইটি তিঙ্বিভক্তি অন্বিত হইতেছে। "নিবিড় মুষ্টিদ্বারা নিরুদ্ধ করিব" এই প্রথমা তিঙ্বিভক্তি প্রতি

শ্রূয়েতে। অর্বতা নিরুণধামহা ইত্যত্রানুষক্তা দ্বিতীয়া। তয়োঃ সমুচ্চয়ার্থশ্চকারো লুপ্যতে তেন চাদিলোপে বিভাষা। পা০ ৮।১।৬৩। ইতি প্রথমেয়ং তিঙ্‌বিভক্তির্ন নিহন্যতে। যথা নাত্মনা তৃপ্যতি নান্যস্মৈ দদাতীত্যত্র হি সমুচ্চয়ার্থস্য চশব্দস্য লোপাত্তৃপ্যতীতি প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির্ন নিহন্যতে দদাতীতি দ্বিতীয়া তু নিহন্যতএব। নন্বত্র দ্বে তিঙ্‌বিভক্তী শ্রূয়েতে। ইহ পুনরেকৈব শ্রুতা। সৈবোত্তরত্রানুষজ্যতে নান্যা শ্রূয়ত ইতি দ্বিতীয়াভাবাৎ কথমিয়ং প্রথমা। ন। অনুষঙ্গলব্ধদ্বিতীয়াপেক্ষমপি প্রাথম্যমুপজীব্য নিঘাতনিষেধদর্শনাৎ। পুরোডাশং চাধিশ্রয়ত্যাজ্যং চ। প্রোক্ষণীশ্চাসাদয়ত্যাজ্যং চেত্যত্র হ্যধিশ্রয়ত্যাসাদয়তীত্যাখ্যাতয়োঃ প্রথমবাক্যদ্বয়শ্রুতয়োরুত্তরবাক্যদ্বয়েঽনুষঙ্গমপেক্ষ্যৈব প্রাথম্যস্বীকারেণ চবাযোগে প্রথমা। পা০ ৮।১।৫৯। ইতি নিঘাতনিষেধো দৃষ্ট ইতি ত্বয়োতা রক্ষিতাস্ত্বোতাসঃ। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ। পা০ ৭।২।৯৮। ইতি মপর্যন্তস্য ত্বাদেশে দকারলোপশ্ছান্দসঃ। অবতের্নিষ্ঠায়ামিড়ভাবশ্চ জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ। পা০ ৬।৪।২০। ইত্যূঠ্। এত্যেধ-

হইতেছে এবং 'অশ্বদ্বারা শত্রু-সমূহকে নিরুদ্ধ করিব' এস্থলে দ্বিতীয়া তিঙ্‌বিভক্তি অনুষক্ত হইতেছে। উক্ত তিঙ্‌বিভক্তিদ্বয়ের সমুচ্চয়ার্থ চ-কারের লোপ হইয়াছে। সেই হেতু "চাদিলোপে বিভাষা" (পা০ ৮।১।৬৩) এই সূত্রানুসারে এই প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইতে পারে না; যেমন 'নাত্মনা তৃপ্যতি নান্যস্মৈ দদাতি' এস্থলে সমুচ্চয়ার্থ চ-শব্দের লোপ হেতু 'তৃপ্যতি' এই প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির নিঘাতস্বর হয় নাই পরন্তু 'দদাতি' এই দ্বিতীয়া তিঙ্‌বিভক্তির নিঘাতস্বর হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলে প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির নিঘাতস্বর হয় নাই। পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে—সেই ('নাত্মনা তৃপ্যতি নাত্মনা দদাতি') স্থলে দুইটী তিঙ্‌বিভক্তি শ্রুত হইয়াছে, এস্থলে মাত্র—একটী তিঙ্‌বিভক্তি শ্রুত হইতেছে এবং সেই একটী তিঙ্‌বিভক্তিই উত্তর (পরবর্ত্তী) বাক্যে অনুষঙ্গ হইতেছে, অন্য তিঙ্‌বিভক্তি শ্রুত হইতেছে না। সুতরাং দ্বিতীয়া তিঙ্‌বিভক্তির অভাব বশতঃ কি প্রকারে ইহা প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তি হইতে পারে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে 'ন'—এ প্রকার আশঙ্কাও করিতে পারা যায় না, যেহেতু অনুষঙ্গ দ্বারা লব্ধ দ্বিতীয়কে অপেক্ষা করিতেছে যে প্রথম, তাহাকে উপজীব্য (লক্ষ্য) করিয়াও নিঘাতস্বরের নিষেধ হইয়া থাকে। "পুরোডাশংচাধিশ্রয়ত্যাজ্যংচ' 'প্রোক্ষণীশ্চাসাদয়ত্যাজ্যংচ' এস্থলে প্রথম বাক্যদ্বয়ে শ্রুত হইয়াছে যে 'অধিশ্রয়তি' 'আসাদয়তি' এই আখ্যাতদ্বয়, ইহাদের উত্তর (পরবর্ত্তী) বাক্যদ্বয়ে অনুষঙ্গকে (অন্বয়কে) অপেক্ষা করিয়াই প্রাথম্য স্বীকার হেতু "চবাযোগে প্রথমা" (পা০ ৮।১।৫৯) এই সূত্রদ্বারা নিঘাতস্বরের নিষেধ দৃষ্ট হইয়াছে। "ত্বোতাসঃ" এই পদটী, 'আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত' এই অর্থে "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" (পা০ ৭।২।৯৮) এই সূত্রদ্বারা ম-পর্য্যন্ত 'যুষ্মদ্' শব্দের (যুষ্ম) স্থানে 'ত্ব' আদেশ করিয়া ছান্দসপ্রযুক্ত দ-কারের লোপ হইয়াছে। (অনন্তর) অব্ ধাতুর উত্তর ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া ইট্ (ই) আগমের অভাব হইয়াছে। "জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ" (পা০ ৬।৪।২০) এই সূত্রদ্বারা ঊঠ্ (ঊ) আদেশ হইয়া "এত্যেধত্যূঠ্‌সু" (পা০ ৬।১।৮৯) এই সূত্রানুসারে বিহিত-

ছ্যষ্টিসু। ইতি বৃদ্ধ্যভাবশ্ছান্দসঃ। তৃতীয়াকর্ম্মণি। পা০ ৬.২।৪৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণাকার উদাত্তঃ। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। অর্বতা অর্বতি গচ্ছতীত্যর্বা অর্ব গতৌ অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্‌প্রত্যয়ঃ। নেড্‌বশিকৃতি। পা০ ৭।২।৮। ইতীট্‌প্রতিষেধঃ। লোপোব্যোর্বলি। পা০ ৬ ১।৬৬। ইতি বকারলোপঃ। অর্বনস্ত্রসাবনঞঃ ইতি তকারঃ। বনিপঃ পিত্বাদ্ধাতুস্বর এব ॥ ২ ॥

* * *

বৃদ্ধিকার্য্যটী ছন্দোবশতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। "তৃতীয়াকর্ম্মণি" (পা০ ৬ ২।৪৮) এই সূত্রদ্বারা প্রকৃতিস্বর-নিমিত্ত পূর্ব্বপদের (ত্বা এই পদের) আকার উদাত্ত হইয়াছে। এবং "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রদ্বারা (অবশিষ্ট স্বর) উদাত্ত হইয়াছে। 'গমন করে যে' —এই অর্থে গত্যর্থ অর্ব্ব্‌ ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্রদ্বারা বনিপ্‌ (বন্‌) প্রত্যয়, "নেড্‌বশিকৃতি" (পা০ ৭।২৮) এই সূত্রদ্বারা ইট্‌ (ই) আগমের নিষেধ, "লোপোব্যোর্ব্বলি" (পা০ ৬।১।৬৬) এই সূত্রদ্বারা (ধাতুর) 'ব'এর লোপ, এবং "অর্ব্বনস্ত্রসাবনঞঃ" এই সূত্রানুসারে ত-কারাগম করিয়া তৃতীয়ার একবচনে 'অর্ব্বতা' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'বনিপ্‌' প্রত্যয়ের পিত্বহেতু ধাতুস্বরই (উদাত্তস্বরই) হইয়াছে ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়; যথা,— 'অনেক ধন-দৌলত পাইলে অনেক সৈন্য নিযুক্ত করিব। পদাতিক সৈন্যগণ, মুষ্টিপ্রহারে বিপক্ষ-শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিবে, এবং আমরাও ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অশ্বারোহণে বিপক্ষ-দমন করিব।' এ হিসাবে 'যেন'-শব্দ 'সাধারণ ধনদৌলত দ্বারা' অর্থ জ্ঞাপন করে; এবং 'অর্ব্বতা' ('অর্ব্বৎ' হইতে) শব্দে 'অশ্বেন' অর্থাৎ 'অশ্বে আরোহণ দ্বারা' অর্থ সূচিত হয়। 'মুষ্টিহত্যয়া' দেখিয়া, 'পদাতিক সৈন্য নিয়োগে মুষ্টিপ্রহারে দূরীকরণ' অর্থ আসে। তার পর আর যাহা কিছু ভাব, সকলই কল্পনার সাহায্যে টানিয়া বুনিয়া গ্রহণ করা হয়।

বলিয়াছি তো—যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাঁহার চক্ষে তদ্রূপ অর্থই প্রতিভাত হইবে। শাস্ত্রকারগণ তাই বলিয়া গিয়াছেন,—ঋকের অর্থ স্বর্গে একরূপ, মনুষ্যের নিকট একরূপ, দেবতার নিকট একরূপ, দৈত্যের নিকট একরূপ; বিভিন্ন আধারে উহার বিভিন্ন ভাব অবভাসিত

হয়।' আলোক-রশ্মি বর্ত্তুলাকার অবকাশ-পথে বর্ত্তুলাকার ধারণ করে; চতুষ্কোণ অবকাশ-পথে চতুষ্কোণাকার প্রাপ্ত হয়; ত্রিকোণ-পথে তাহার ত্রিভুজ-রূপ প্রত্যক্ষ করি। বেদ-ব্যাখ্যাতেও আমাদের সেই অবস্থা। তবে জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে সঙ্গতি-অসঙ্গতি যতটুকু বোধগম্য হয়, তাহাই প্রকাশ করিতেছি মাত্র।

পূর্ব্ব ঋকের 'রয়িং' শব্দের বিশেষণাদির বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিয়াছি,—'রয়িং' শব্দে যে 'ধন' বুঝায়, তাহাতে 'জ্ঞানরূপ ধন' ভিন্ন অন্য কোনও ধন সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং আমরা "ত্বেন" শব্দে 'জ্ঞান-রূপ ধন দ্বারা' অর্থই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। 'বৃত্র' শব্দে 'শত্রু রিপু অসদ্বৃত্তি' বুঝায়। 'মুষ্টিহত্যয়া' শব্দে মুষ্ট্যাঘাতে সংহার-সাধনের (অনায়াসে বিনাশের) ভাব আসে। জ্ঞান-রূপ ধনের অধিকারী হইলে—জ্ঞানোদয় হইলে, অসদ্বৃত্তি বা অজ্ঞানতা বা রিপুদস্যুগণ যে (নি) 'নিশ্চয়ই' 'অনায়াসে' বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আদৌ সংশয় আসিতে পারে না। সুতরাং এখানে ধন-দৌলত দ্বারা সংগৃহীত পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে 'মুষ্ট্যাঘাতে' শত্রুগণকে নিশ্চয় 'বিনাশ' করা অর্থই সঙ্গত, কি জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা-নাশ অনায়াস-সাধ্য-রূপ অর্থই সঙ্গত;—সকলেই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

শেষ রহিল—'অর্ব্বতা' শব্দ। ঐ শব্দের 'অশ্বেন' অর্থ যাঁহারা নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহারা বলেন—ঐ পদ 'অর্ব্বৎ' শব্দ হইতে সাধিত। কিন্তু আমরা বলি—'অর্ব্বন্'-শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয় করিয়া ঐ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ—'অর্ব্বন'-এর ভাব অর্ব্বতা। 'অর্ব্বৎ' ও 'অর্ব্বন্' দুই শব্দই একার্থ-বাচক; দুই শব্দেই 'ইন্দ্র' ও 'অশ্ব' দুই অর্থই হয়। 'অর্ব্বৎ' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে, এই 'অর্ব্বতা' পদ সিদ্ধ হইয়াছে মনে না করিয়া, 'অর্ব্বন্' শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয়ে ঐ পদ সিদ্ধ হইয়াছে স্থির করিলেই বা হানি কি? একটা আপত্তি উঠিতে পারে,—'দ্বিতীয়ার একবচনে আমরা যে অর্থ করিতেছি, উহার সে বিভক্তি কোথায়? অর্ব্বতা-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে 'অর্ব্বতাং' হইত না কি?' তাহার উত্তর এই যে, বৈদিক মন্ত্রে 'সুপাংসুলুক্' সূত্রানুসারে 'ডা' আদেশেরও বিধি আছে। এখানে বিভক্তির স্থানে ডা (আ) আদেশে 'অর্ব্বতা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এরূপ

সিদ্ধান্তও করিতে পারি। আর তাহাতে যে সঙ্গত সমীচীন অর্থ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হইলে, ভগবৎ-কৃপা লাভ করিলে, তাঁহার স্বারূপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তি অধিগত হইবে—ইহাতে কি আর সংশয় থাকিতে পারে? শাস্ত্রেই (শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ) তো আছে,—

'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।'

ভগবানের অনুকম্পায় ভগবচ্চরণানুগত জন মুক্তিলাভের অধিকারী হয়—এ একরূপ নিত্যসত্য। এই নিত্যসত্য-বাণীই এ ঋকে বিঘোষিত দেখি। এ ভিন্ন ঋকে অন্য অর্থের আগম অতি দূরান্বয়-সূচক ও কষ্ট-কল্পনা-মূলক বলিয়াই মনে করি।

কেহ যদি বলেন,—বিভিন্ন জনের প্রার্থনা বিভিন্ন-রূপ হইতে পারে; শত্রু-দ্বারা আক্রান্ত নিঃস্ব নৃপতি, আপনার ধনভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবার প্রার্থনায় ব্যাকুল হইতে পারেন; তাঁহার পক্ষে পদাতিক সৈন্যের ও অশ্বারোহী সৈন্যের আবশ্যক থাকিতে পারে; আমাদের তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। যাঁহার যেমন অভাব, তদনুসারেই তিনি প্রার্থী হইবেন—তাহা আর বিচিত্র কি? ঋকেও সেই বিশ্বজনীন প্রার্থনাই আছে,—মনে করিতে পারি।

যাহা হউক, ঋকের প্রকৃত আধ্যাত্মিক অর্থসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঋকে বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! তুমি সেই ধন আমাদিগকে দেও—সেই চির-অচঞ্চল সদাজয়প্রদ আনন্দস্বরূপ সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর (পূর্ব্ব ঋকের প্রার্থনানুরূপ)—যে ধনের প্রভাবে আমরা নিঃসন্দেহে অবাধে অনায়াসে আমাদের রিপু-গণকে দমন করিতে পারি; আর, যে ধনে ধনী হওয়ার দরুণ, তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া, তোমাতেই লীন হইতে সমর্থ হই।' মর্ম্মার্থ এই যে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার দিব্যজ্যোতিঃপ্রভাবে আমার হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকাশ-প্রাপ্ত হউক; আর, সেই জ্ঞানোদয়ে আমার হৃদয়ের অজ্ঞান-আঁধার দূরে পলায়ন করুক; ফলে, জ্যোতির্ম্ময়ের অঙ্কে এ জ্যোতিঃ-কণা মিশিয়া যাউক।' (১ম—৮সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি।

জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং

ইন্দ্র। ত্বা২উতাসঃ। আ। বয়ং। বজ্রং। ঘনা। দদীমহি।

জয়েম। সং। যুধি। স্পৃধঃ॥ ৩

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'ত্বোতাসঃ' (ত্বয়া উতাসঃ রক্ষিতাঃ) 'বয়ং' 'ঘনা' (ঘনং, দৃঢ়ং) 'বজ্রং' (আয়ুধং) 'আদদীমহি' (স্বীকুর্ম্মঃ, গৃহ্নাম ইতি যাবৎ), 'যুধি' (যুদ্ধক্ষেত্রে) 'স্পৃধঃ' (স্পর্দ্ধমানান্ শত্রূন্) 'সংজয়েম' (পরাজেতুং সম্যক্ শক্নুমঃ)। (১ম—৮সূ—৩ঋ)। —

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইলে আমরা দৃঢ় বজ্রধারণে সেই দুর্দ্দম শত্রুদিগকে সম্যক্ পরাজিত করিতে সমর্থ হই। (১ম—৮সূ—৩ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বোতাসস্ত্বয়া পালিতা বয়ং ঘনা ঘনং শত্রুপ্রহরণসমর্থং দৃঢ়ং বজ্রমায়ুধমাদদীমহি। স্বীকুর্মঃ। তেন চ বজ্রেণ যুধি যুদ্ধে স্পৃধঃ স্পর্দ্ধমানাঞ্ছত্রূন্ সংজয়েম। সম্যক্ জয়েম॥

ত্বোতাসঃ উক্তং। বজ্রং। বজ ব্রজ গতৌ। ঋজ্রেন্দ্রাগ্রেত্যাদিনা রন্প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ঘনা। ঘনঃ কাঠিন্যং। তদস্যাস্তীত্যর্শআদিত্বাদচ্। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। সুপাংসুলুগিতি ডাদেশঃ। দদীমহি। ডুদাঞ্ দানে। প্রার্থনায়াং লিঙ্। ক্রিয়াফলস্য কর্তৃগামিত্বাৎ স্বরিতঞিতঃ। পা০ ১।৩।৭২। ইত্যাত্মনেপদোত্তমপুরুষবহুবচনং. দদীমহি। জুহোত্যাদিভ্যঃ শ্লুঃ। শ্লাবিতি দ্বির্ভাবঃ। লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য। পা০ ৭।২।৭৯। ইতি সলোপঃ। শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ। পা০ ৬।৪।১১২। ইত্যাকারলোপঃ। জয়েম। জিজয়ে শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরাৎ। ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। ছন্দসি পরেঽপি। পা০ ১।৪।৮১। ইতি সমঃ পরঃ প্রয়োগঃ। যুধি। যুধসংপ্রহারে। সম্পদাদিত্বাদ্ভাবে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমরা আপনা কর্তৃক পালিত হইয়া শত্রুদিগের (প্রতি) প্রহরণের নিমিত্ত অত্যন্ত দৃঢ় বজ্র (আয়ুধ) স্বীকার করি অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকি। এবং যুদ্ধস্থলে সেই বজ্র দ্বারা স্পর্দ্ধাযুক্ত শত্রু-সমূহকে সম্যক্‌রূপে জয় করিয়া থাকি॥

"ত্বোতাসঃ" এই পদটির সাধনপ্রণালী পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। গত্যর্থ বজ্ ধাতুর উত্তর, "ঋজ্রেন্দ্রাগ্র" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা রন্ (র) প্রত্যয় করিয়া "বজ্রং" পদটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "ঘনা" পদটি, "ইহার ঘন অর্থাৎ কাঠিন্য আছে" এই অর্থে, অর্শ আদিত্ব হেতু অচ্ (অ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অচ্ প্রত্যয়ের চিত্ব হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এবং "সুপাংসুলুক" এই সূত্রদ্বারা (বিভক্তির স্থানে) ডা (আ) আদেশ হইয়াছে। "দদীমহি" পদটি, দানার্থ ডুদাঞ্ (দা) ধাতুর উত্তর প্রার্থনার্থে লিঙ বিভক্তিতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্রিয়াফলের কর্তৃগামিত্ব নিবন্ধন (অর্থাৎ ক্রিয়ার ফল কর্তাতেই গমন করিয়া থাকে এই হেতু) "স্বরিতঞিতঃ" (পা০ ১।১.৭২) এই সূত্রানুসারে আত্মনে পদের উত্তম পুরুষের বহুবচন হইয়াছে। জুহোত্যাদিত্ব-হেতু (হ্বাদিগণীয় বলিয়া) শপের স্থানে শ্লু হইয়া "শ্লৌ" এই সূত্রদ্বারা দ্বিত্ব হইয়াছে। এবং "লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য" (পা০ ৭।২।৭৯) এই সূত্র-দ্বারা সলোপ হইয়া "শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ" (পা০. ৬।৪।১১২) এই সূত্রদ্বারা আ-কারের লোপ হইয়াছে। "জয়েম" এই পদটিতে শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ব হেতু অনুদাত্ত-স্বর হইয়াছে। তিঙের লসার্ব্বধাতুক স্বর (ধাতুমাত্রসাধারণস্বর) বলিয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "ছন্দসি পরেঽপি" (পা০ ১।৪.৮১) এই সূত্র অনুসারে "জয়েম" পদের পরে "সং" এই উপসর্গের প্রয়োগ হইয়াছে। সংপ্রহারার্থ যুধ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া (সপ্তমীর

ক্বিপ্। সাবেকাচইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। স্পৰ্দ্ধ ইতি স্পৃধঃ। স্পর্দ্ধসংঘর্ষে। ক্বিপ্‌চেতি ক্বিপ্। বহুলং ছন্দসীতি রেফস্য সংপ্রসারণমৃকারঃ। অকারলোপশ্চ॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের অর্থ স্বতঃপ্রকাশিত। বহিঃশত্রু এবং অন্তঃশত্রু দ্বিবিধ শত্রু-সম্বন্ধেই এ ঋক প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থ করা যায়। যাঁহারা বাহিরের সংগ্রাম লইয়াই ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের পক্ষের অর্থ এই যে, ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিলে, বজ্রধারণপূর্ব্বক, তাঁহারা স্পর্দ্ধমান্ শত্রুদিগকে দমন করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা বহিঃসংগ্রাম অপেক্ষা অন্তঃসংগ্রামকেই ভীষণতর সংগ্রাম বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষের অর্থ এই যে,—'আমাদের রিপুশত্রুগণ, যতই বলদর্পী হউক না কেন, আমরা যদি ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিতে পারি, কিসের ভাবনা, তাহাদিগকে বজ্রহস্তে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব।' কি বহিঃশত্রু, কি অন্তঃশত্রু, সকল শত্রুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়—যদি ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহার কৃপায় আভ্যন্তরীণ দুর্দ্ধর্ষ রিপুনিচয় অনায়াসে দমিত হইতে পারে, তাঁহার কৃপায় যে বহিঃশত্রু দমিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? (১ম—৮সূ—৩ঋ)।

এক বচনে) যুধি-পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং "সাবেকাচঃ" সূত্রানুসারে ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্পর্দ্ধা করিতেছে" এই অর্থে সংঘর্ষার্থ স্পৃধ্ ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্‌চ" সূত্রদ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া (দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে) "স্পৃধঃ" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বহুলংছন্দসি" সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ করিয়া রেফের স্থানে ঋকার এবং 'স্প' এর) অকার লোপ হইয়াছে॥ ৩॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং।

সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ॥ ৪॥

.

পদ-বিশ্লেষণং।

বয়ং। শূরেভিঃ। অস্তৃভিঃ। ইন্দ্র। ত্বয়া। যুজা।

বয়ং। সসহ্যাম। পৃতন্যতঃ॥ ৪॥

.

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'ত্বয়া যুজা' (ত্বয়া সহায়ভূতেন, ত্বদ্রক্ষিতেন ইতি ভাবঃ) 'বয়ং' (ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ) 'শূরেভিঃ' (শৌর্য্যবীর্য্যশালিভিঃ) 'অস্তৃভিঃ' (আয়ুধপ্রক্ষেপ্তৃভিঃ সৈন্যৈর্মিলিতাঃ সন্তঃ) 'পৃতন্যতঃ' (সংগ্রামং কর্ত্তুং সেনামিচ্ছতঃ, যুযুৎসূন্ শত্রূন্) 'সাসহ্যাম' (অতিশয়েন অভিভবেম, পুনঃপুনঃ পরাভবেম)॥ (১ম—৮সূ—৪ঋ)

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইলে, আমরা শৌর্য্যবীর্য্য-শালী অস্ত্রশস্ত্রপরিচালনপটু বীরগণের সহিত মিলিত হই, এবং সংগ্রামেচ্ছু শত্রুদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিতে পারি। (১ম—৮সূ—৪ঋ)।

.

সায়ণ-ভাষ্যং।

বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ শূরেভিঃ শৌর্য্যযুক্তৈরস্তৃভিরায়ুধানাং প্রক্ষেপ্তৃভির্ভটৈঃ সংযুজ্যেমহীতি-শেষঃ। হে ইন্দ্র তাদৃশভটসহিতা বয়ং যুজা সহায়ভূতেন ত্বয়া পৃতন্যতঃ সেনামিচ্ছতঃ শত্রূন্ সাসহ্যাম। অতিশয়েনাভিভবেম॥

শূরেভিঃ। শু গতৌ। ক্রমিত্যানুবৃত্তৌ শুসিচিমীনাং দীর্ঘশ্চ। উ০ ২।২৬। ইতি ক্রন্। কিত্ত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বহুলং ছন্দসীতৈত্যাসো নিষিদ্ধত্বাদ্‌বহুবচনে ঝল্যেদিত্যেত্বং। সহযোগে তৃতীয়াবলাদ্‌বয়মিত্যস্মৎপদসমভিব্যাহারাচ্চ বয়ং সংযুজ্যেমহীতি গম্যং। বিনাপি সহশব্দেন বৃদ্ধোযূনা। পা০ ১।২।৬৫। ইতি নিপাতনাদিতিহ্যুক্তং। পা০ ২.৩।১৯। অস্তৃভিঃ। শস্ত্রাস্ত্রপ্রক্ষেপণশীলৈঃ। তদ্ধর্ম্মতিদ্বৎসাধুকারিভির্বা। অসু ক্ষেপণে। তৃন্নিতি তাচ্ছীল্যাদিষু তৃন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ঋধাদিভ্যশ্চ। পা০ ৭।২।৪৫। ইতি বিকল্পবিধানাদয়ং পক্ষ ইড়ভাবঃ। বস্তুতস্তু ঋধাদ্যাবভাবাত্তৃন্তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ। উ০ ২।৯৩। ইত্যনেনানিট্‌তৃন্। ত্বয়া। যুষ্যসিভ্যাং মদিক্। উ০ ১।১৩৭। কিত্ত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। যুষ্মদঃপ্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। তৃতীয়ৈকবচনং টা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ, শৌর্য্যান্বিত ও আয়ুধসমূহের প্রক্ষেপক ভট (সৈন্য) গণের সহিত সংযুক্ত হইতেছি। হে ইন্দ্রদেব! আপনার সহায়তায়, উক্তরূপ ভটগণের সহিত আমরা সেনা-সংগ্রহেচ্ছু-শত্রুসমূহকে অতিশয় পরাভূত করিতে পারি।

"শূরেভিঃ" এই পদটি, গত্যর্থ শু ধাতুর উত্তর, ক্রন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে "শুষি-চিমীনাং দীর্ঘশ্চ" (উ০ ২।২৬) এই সূত্রানুসারে ক্রন্ (র) প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ক্রন্ প্রত্যয়ের কিত্ত্বহেতু গুণের অভাব ও নিত্ত্ব-হেতু আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে (তৃতীয়ার বহুবচন) ভিস্ বিভক্তির স্থানে ঐস্ আদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া "বহুবচনে ঝল্যেৎ" এই সূত্রানুসারে অকারের স্থানে একার হইয়াছে। সহ শব্দের যোগে তৃতীয়া হয় বলিয়া এবং "বয়ং" এই অস্মদ্ শব্দের সমভিব্যাহার হইয়াছে বলিয়া "আমরা সংযুক্ত হইতেছি' এই ক্রিয়া পদ অবগত হওয়া যাইতেছে। ঋকে যদিও সহ শব্দের যোগ নাই তথাপি "বৃদ্ধোযূনা" (পা০ ১।২।৬৫) এই সূত্রানুসারে নিপাতনে তৃতীয়া বিভক্তি ইহাই উক্ত হইয়াছে (পা০ ২৩১৯)। "অস্তৃভিঃ" অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্র-প্রক্ষেপণশীল কিম্বা অস্ত্র-শস্ত্র-প্রক্ষেপণরূপ কর্ম্মে নিপুণ-ভটগণের সহিত। ক্ষেপণার্থ অসু (অস্) ধাতুর উত্তর "তৃন্" এই সূত্রানুসারে তাচ্ছীল্যাদি অর্থে তৃন্ প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে "অস্তৃভিঃ" পদটি সম্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। এস্থানে "ঋধাদিভ্যশ্চ" (পা০ ৭।২।৪৫) এই সূত্রানুসারে ইট আগমের বিকল্প বিধান আছে বলিয়া এই পক্ষে উক্ত ইট আগমের অভাব হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু ঋধাদিতে অভাব পক্ষে "তৃন্‌তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ" (উ০ ২।৯০) এই সূত্র অনুসারে এস্থলে অনিট্ তৃন প্রত্যয় হইয়াছে। "ত্বয়া" এস্থলে "যুষ্যসিভ্যাং মদিক্" (উ০ ১।১৩৭) এই সূত্রানুসারে 'যুষি' (যুষ্) ধাতুর উত্তর 'মদিক্' (মদ্) প্রত্যয় করিয়া যুষ্মদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু যুষ্মদ্ শব্দের

ত্বমাবেকবচনে। পা০ ৭.২.৯৭। ইতি মপর্য্যান্তস্য ত্বাদেশঃ। অতোগুণে। পা০ ৬।১।৯৭। ইতি পররূপত্বং। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। যুজা। ঋত্বিগ্দধৃক্‌স্রগ্দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাং চ। পা০ ৩.২।৫৯। ইতি কিন্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। সাসহ্যাম। ভৃশং পুনঃ পুনঃ সহেমহি। ষহমর্ষণে। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। ধাতোরেকাচো হলাদেঃ ক্রিয়াসমভিব্যাহারে যঙ্। পা০ ৩।১।২২। যঙোঽচিচ। পা০ ২।৪।৭৪। ইতি লুক্। সন্যঙোঃ। পা০ ৬।১।৯। ইতি দ্বির্ভাবঃ। হলাদিশেষঃ। পা০ ৭।৪।৬০। দীর্ঘোঽকিতঃ। পা০ ৭।৪।৮৩। ইতিদীর্ঘঃ। প্রার্থনায়াং লিঙ্। চর্করীতং পরস্মৈপদমদাদিবচ্চ দ্রষ্টব্যং। সিঃ কৌঃ নিঃ ষঃ। ইতি পরস্মৈপদোত্তমপুরুষবহুবচনং মস্। কর্ত্তরিশপ্। অদাদিবদ্ভাবাল্লুক্। নিত্যংঙিতঃ। পা০ ৩।৪।৯৯। ইত্যন্ত্যসকারলোপঃ। যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তোঙিচ্চ। পা০ ৩।৪।১০৩। ইতিযাসুট্। লিঙঃসলোপোঽনন্ত্যস্য। পা০ ৭।২।৭৯। ইতি সকারলোপঃ সতিশিষ্টত্বাদ্ যাসুট এবোদাত্তত্বং শিষ্যতে। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। পৃতন্যতঃ। যুযোৎসুং পৃতনামাত্মন ইচ্ছতঃ। সুপআত্মনঃক্যজিতিক্যচ্। সনাদ্যন্তা ধাতবঃ। পা০ ৩।১।৩২। ইতিধাতু-

---

অকারটি উদাত্ত। উক্ত যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর তৃতীয়া-বিভক্তির একবচনে "টা" (আ) করিয়া "ত্বমাবেকবচনে" (পা০ ৭২৯৭) এই সূত্রানুসারে ম-পর্য্যন্ত (যুষ্ম) স্থানে 'ত্ব' আদেশ হইয়াছে। "অতো গুণে" (পা০ ৬১৯৭) এই সূত্রদ্বারা অকারের পররূপত্ব হইয়া "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" সূত্রানুসারে উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "যুজা" এই পদটি, "ঋত্বিগ্দধৃক্‌স্রগ্দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাং চ" (পা০ ৩.২।৫৯) এই সূত্রানুসারে যুজ্ ধাতুর উত্তর কিন্ প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সাবেকাচঃ" এই সূত্রানুসারে ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অতিশয়, পুনঃ পুনঃ মর্ষণ (পরাভূত) করিব" এই অর্থে "সাসহ্যাম" এই পদটি, মর্ষণার্থ ষহ ধাতুর "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" সূত্রানুসারে ষ-কারের স্থানে 'স' হইয়া "ধাতোরেকাচো হলাদেঃ ক্রিয়া সমভিব্যাহারে যঙ্" (পা০ ৩।১।২২) সূত্রানুসারে যঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। "যঙোঽচি চ" (পা০ ২।৪।৭৪) এই সূত্রানুসারে উক্ত যঙ্ প্রত্যয়ের লোপ এবং "সন্যঙোঃ (পা০ ৬।১।৯) সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়াছে। পাণিনির (পা০৭।৪।৬০) সূত্রানুসারে "হলাদিশেষ" এবং "দীর্ঘোঽকিতঃ" (পা০ ৭।৪ ৮৩) এই সূত্রদ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। এস্থলে প্রার্থনা অর্থে লিঙ্ বিভক্তি। 'যঙ্ প্রত্যয়ের লোপে পরস্মৈপদ হয় এবং তাহার কার্য্য অদাদিবৎ হয়' (সিঃ কৌঃ নিঃ ষঃ) এই নিয়মানুসারে, পরস্মৈপদের উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'মস্' হইয়াছে। অনন্তর কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্ আগম এবং অদাদিবত্তাব-হেতু সেই শপ্ আগমের লোপ হইয়াছে। "নিত্যংঙিতঃ" (পা০ ৩.৪ ১০৩) এই সূত্র-দ্বারা অন্ত্য স-কারের (মসের সকারের) লোপ হইয়াছে। "যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তোঙিচ্চ" (পা০ ৩.৪ ১০৩) এই সূত্রানুসারে 'যাসুট্' হইয়া "লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য" (পা০ ৭।২।৭৯) এই সূত্র-দ্বারা ('যাসুট্'এর) সকারের লোপ হইয়াছে। সতি-শিষ্ট হেতু 'যাসুট্'-এর উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। পাদাদিত্ব হেতু নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হয় নাই। "পৃতন্যতঃ"—পদটির অর্থ, "পুনঃপুনঃ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শত্রুর সেনাকে ইচ্ছা করিতেছে যাহারা, তাহাদিগকে"। "সুপ আত্মনঃ ক্যচ্" এইসূত্রদ্বারা ('পৃতনা' শব্দের উত্তর) ক্যচ্ প্রত্যয় করিয়া "সনাদ্যন্তা ধাতবঃ (পা০ ৩.১৩২)

সংজ্ঞায়াং সুপোধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ। পা° ২।৪।৭১। ইতি সুপো লুক্। ক্যচিচেত্যনুবৃত্তৌ কব্যধ্বরপৃতনস্যর্চ্চিলোপঃ। পা° ৭।৪।৩৯। ইত্যাকারলোপঃ। পৃতন্যধাতুশ্চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। উপরি লটঃশত্রাদেশঃ। কর্ত্তরিশপ্। পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণোদাত্তেন সহৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইতি পৃতন্যচ্ছব্দোহন্তোদাত্তঃ। শসঃ সুপ্স্বরেণানুদাত্তস্যাত্তোদাত্তাদিত্যনুবৃত্তৌ শতুরনুমোনদ্যজাদী। পা° ৬।১।১৭৩। ইত্যুদাত্তত্বম্ ॥ ৪ ॥

চতুর্থ ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থও সরল সুপরিস্ফুট। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইতে পারিলে, তাহার আবার শত্রুভয় কিসের? তখন শস্ত্র-আয়ুধধারী শৌর্য্যবীর্য্যশালী বীর আসিয়া অস্ত্রনিক্ষেপে শত্রুকে পরাভূত করিবে—তাহাই বা আশ্চর্য্য কি? এ ঋকে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। *

ভগবানে ন্যস্তচিত্ত ভগবদ্-সম্বন্ধ-যুক্ত জন, শত্রুভয়ে বিচলিত হইবে কেন? কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণ যতই উত্তেজিত পরাক্রান্ত হউক না

এই সূত্রানুসারে ধাতুসংজ্ঞা হইলে পর "সুপোধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ" (পা° ২।৪।৭১) এই সূত্রদ্বারা সুপের লোপ হইয়াছে। "ক্যচিচ" এই অনুবৃত্তিতে "কব্যধ্বরপৃতনস্যর্চ্চিলোপঃ" (পা° ৭।৪।৩৯) এই সূত্রদ্বারা আকারের লোপ হইয়াছে। চিত্বহেতু 'পৃতন্য' ধাতুর অন্তস্বর উদাত্ত। লট্ বিভক্তির স্থানে শতৃ (অৎ) আদেশ ও কর্তৃবাচ্যে শপ্ আগম হইয়াছে। পিত্বহেতু শপের স্বর অনুদাত্ত। শতৃ-প্রত্যয়ের ধাতু-মাত্র-সাধারণ উদাত্ত-স্বরের সহিত "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" সূত্রানুসারে 'পৃতন্যৎ' শব্দটির অন্তস্বর উদাত্ত এবং 'শস্' বিভক্তির সুপ্ স্বর হেতু "সুপ্স্বরেণানুদাত্তস্যাত্তোদাত্তাৎ" এই অনুবৃত্তিতে "শতুরনুমোনদ্যজাদী" (পা° ৬।১।১৭৩) এই সূত্রানুসারে উদাত্তস্বর হইয়াছে ॥ ৪ ॥

* কেহ কেহ কহেন,—ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অধিকার বিস্তার লইয়া আর্য্যগণের সহিত যখন দস্যুগণের সংগ্রাম আরম্ভ হয়, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র (স্বর্গ নামক অঞ্চলের অধিপতি) আর্য্যগণের সাহায্য করিয়াছিলেন; ঋকে সেই কথাই ব্যক্ত আছে। বলা বাহুল্য, আমরা এ মত অগ্রাহ্য করি। যে সংগ্রাম চিরদিন চলিয়াছে; মানুষে মানুষেই সংগ্রাম হউক, আর মানুষে পশুতেই যুদ্ধ বাধুক, অথবা দেবাসুরের সমরই কল্পিত থাকুক;—সে সংগ্রাম আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে; নিত্য-সত্য বেদ-মন্ত্রে তাহাই ব্যক্ত আছে। কাল-বিশেষের ঘটনা-বিশেষ উহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

কেন, দয়া সত্য সরলতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিনিচয়, বজ্র-কঠোর অস্ত্র ধারণ করিয়া, তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে যে। সুতরাং ভাবনা কি তাঁহাদের? এ ঋক্ সেই আশা-আশ্বাসের ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। (১ম—৭সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

মহাঁইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে।

দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ॥ ৫॥

* *

পদ-বিশ্লেষণম্।

মহান্। ইন্দ্রঃ। পরঃ। চ। নু। মহিত্বং

বজ্রিণে। দ্যৌঃ। ন। প্রথিনা। শবঃ॥ ৫॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'পরঃ' (গুণাতীতঃ) 'নু' (নিশ্চয়ং অবতীত শেষঃ) 'বজ্রিণে' (বজ্রধারিণে, বিপুলশক্তিশালিনে তস্মৈ) 'মহিত্বং' (মহত্বং) 'অস্তু' (সদাকালং সর্ব্বত্র ভবতু ইতি ভাব) শবঃ (অস্য ইন্দ্রস্য বলং, প্রভাবঃ) 'দ্যৌন' (দ্যুলোক ইব) 'প্রথিনা' (প্রথিমা—বাহুল্যেন সর্ব্বব্যাপ্ত ইতি শেষঃ)। (১ম—৮সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব মহান্ (শ্রেষ্ঠ) ও পর (গুণাতীত)। তাঁহার বিপুল-শক্তির মহিমা সদাকাল সর্ব্বত্র বিস্তৃত। তাঁহার প্রভাব যেমন স্বর্গলোকে, তেমনই অন্যত্র অতিমাত্রায় বিদ্যমান্। (১ম—৮সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মিন্দ্রো মহান্ শরীরেণ প্রৌঢ়ঃ পরশ্চ গুণৈরুৎকৃষ্টোঽপি। নু কিঞ্চ বজ্রিণে বজ্রযুক্তায়েন্দ্রায় মহিত্বং পূর্ব্বোক্তং দ্বিবিধমাধিক্যং সর্ব্বদাস্তু। স্বভাবসিদ্ধস্যাপি ভক্ত্যা প্রার্থনমেতৎ। কিঞ্চ। দ্যৌর্ন। দ্যুলোক ইব শবো বলমিন্দ্রস্য সেনারূপং প্রথিনা প্রথিম্না পৃথুত্বেন যুজ্যতামিতি শেষঃ। যথা দ্যুলোকঃ প্রভূত এবমস্য সেনা প্রভূতা ॥

নুশব্দো যদ্যপি ক্ষিপ্রনামসু নুমক্ষু ইতি পঠিতস্তথাপ্যত্র তস্যান্বয়াভাবান্নিপাতস্যেনানেকার্থত্বসম্ভবাচ্চ সমুচ্চয়ার্থোঽত্র গৃহীতঃ। নশব্দো লোকে প্রতিষেধার্থ এব। স্বাধ্যায়েতু প্রতিষেধার্থ উপমানার্থশ্চেতি দ্বিবিধঃ। যেন পদেনান্বীয়তে তস্মাৎ পূর্ব্বং প্রযুজ্যমানঃ প্রতিষেধার্থঃ। উপরিষ্টাৎ প্রযুজ্যমান উপমানার্থঃ। তথাচ যাস্ক উদাহরতি। উভয়মন্বধ্যায়ন্ নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি প্রতিষেধার্থীয়ঃ পুরস্তাদুপচারস্তস্য যৎ প্রতিষেধতি। দুর্মদাসো

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেব, "মহান্" অর্থাৎ আকৃতিতে বৃহৎ এবং গুণসমূহের দ্বারা উৎকৃষ্ট। অপিচ, বজ্রযুক্ত ইন্দ্রদেবের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ আধিক্য সর্ব্বদাই হউক। উক্ত গুণ, ইন্দ্রদেবের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ইহা ভক্তিভাবে প্রার্থনা। পরন্তু ইন্দ্রদেবের সেনারূপ 'বল' দ্যুলোকের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে হউক। অর্থাৎ—দ্যুলোক যেমন প্রভূত (অনন্ত), সেইরূপ এই ইন্দ্রদেবের সেনা প্রভূত অর্থাৎ প্রচুর।

নু শব্দটি যদিও ক্ষিপ্রনামের মধ্যে 'নু মক্ষু' এইরূপ পঠিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে তাহার (উক্ত ক্ষিপ্রার্থ স্বীকার করিলে) অন্বয়াভাব (অর্থের অসঙ্গতি) হয় এবং নিপাতনসিদ্ধ পদের অনেকপ্রকার অর্থ সম্ভব হয় বলিয়া 'সমুচ্চয়' অর্থই গৃহীত হইয়াছে। লৌকিকতঃ 'ন' শব্দটি নিষেধার্থই হইয়া থাকে (সাধারণতঃ 'ন' শব্দের অর্থ নিষেধ)। কিন্তু স্বাধ্যায়ে (বেদে) 'ন' শব্দের অর্থ "নিষেধ" ও 'উপমান' এই দ্বিবিধ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। যে পদের সহিত 'ন' শব্দের অন্বয় হয় সেই পদের পূর্ব্বে (উক্ত 'ন' শব্দ) প্রযুক্ত হইলে নিষেধার্থ এবং পরে প্রযুক্ত হইলে উপমার্থ বলিয়া জানিতে হইবে। নিরুক্তকার যাস্ক, সেইরূপ উদাহৃত করিয়াছেন; যথা,—"উভয়মন্বধ্যায়ন্ নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি প্রতিষেধার্থীয়ঃ পুরস্তাদুপচারস্তস্য যৎপ্রতিষেধতি। দুর্মদাসো ন সুরায়ামিত্যুপমার্থীয়

নহুরাম্মিত্বাপমার্থীর উপরিষ্টাদুপচারস্ত যেনোপমিমীত। নি০ ১৪। ইতি। অত্রোপমাবাচিনো হ্বাশব্দস্যাপি প্রযুক্তত্বাদুপমার্থঃ স্বীকৃতঃ। অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামসু পাজঃশব ইতি পঠিতং। মহানিতি নকারস্য সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদে। পা০ ৮৩৯। ইতি রুত্বং। আতোটিনিত্যং। পা০ ৮৩৩। ইতি পূর্বস্যাকারস্যানুনাসিকঃ। ভোভগোঅঘোঅপূর্বস্য যোঽশি। পা০ ৮৩১৭। ইতি যকারঃ। তস্য লোপঃ। পা০ ৮৩১৯। তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। পা০ ৮২১। স্বরসন্ধির্ন ভবতি। মহেরিন্। উ০ ২৫৭। ইত্যৌণাদিক ইন্ মহের্ভাবো মহিত্বং। ত্বমিতিপ্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। স এব শিষ্যতে। বজ্রিণে। ইকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। দ্যৌঃ। দ্যো-শব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। গোতোণিৎ। পা০ ৭১৯০। ইতি ণিত্তেকর্ণিত্বাদচোঞ্ণিতি। পা০ ৭২১১৫। ইতি বৃদ্ধিরাস্তরতম্যাদৃদাত্তৈব ভবতি। প্রথিনা। প্রথিম্না। পৃথোর্ভাব ইত্যর্থে পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা০ ৫১১২২। ইতীমনিচ্। র ঋতো হলাদের্লঘোঃ। পা০ ৬৪১৬১। ইতি ঋকারস্য রভাবঃ। তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু। পা০ ৬৪১৫৪। ইত্যনুবৃত্তৌ টেঃ। পা০ ৬৪১৪৪। ইতিটিলোপঃ প্রথিমন্ শব্দশ্চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। তৃতীয়ৈকবচনে তস্যাদল্লোপোঽনঃ।

উপরিষ্টাদুপচারস্ত যেনোপমিমীতে" (নিঃ ১৪)। এস্থলে উপমাবাচী 'হ্বা' শব্দের পরে প্রয়োগ হেতু 'ন' শব্দের উপমা-অর্থই স্বীকৃত হইল। অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বল-নামের মধ্যে "ওজঃ পাজঃ শবঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "দীর্ঘাদটিসমানপাদে" (পা০ ৮৩৯) এই সূত্রানুসারে 'মহান্' এই শব্দের নকারের স্থানে রুত্ব (বিসর্গত্ব) হইয়াছে। "আতোঽটি-নিত্যং" (পা০ ৮৩৩) এই সূত্রানুসারে পূর্ববর্তী আকারের অনুনাসিক হইয়া "ভোভগো অঘো অপূর্বস্য যোঽশি" (পা০ ৮৩১৭) এই সূত্রানুসারে (বিসর্গস্থানে) যকার এবং (পা০ ৮৩১৯) সূত্রানুসারে সেই যকারের লোপ হইয়াছে। (পা০ ৮২১) এই সূত্রানুসারে সেই 'য'-লোপের অসিদ্ধত্বহেতু (মহাঁ ও ইন্দ্র এই উভয় পদে) স্বরসন্ধি হয় নাই। "মহেরিন্" (উ০ ২৫৬) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ইন্ প্রত্যয় করিয়া 'মহী' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মহীর ভাব মহিত্ব; (ইহার অন্তস্থিত) 'ত্বং' এই পদটির প্রত্যয়স্বর-হেতু উদাত্তস্বর হইয়া তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বজ্রিণে" এই পদস্থিত ইকারটি প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্ত। দ্যৌঃ। দ্যো-শব্দটি প্রাতিপদিক স্বরহেতু অন্তোদাত্ত। "গোতো ণিৎ" (পা০ ৭১৯০) এই সূত্রানুসারে বিভক্তির ণিত্ব-হেতু "অচোঞ্ণিতি" (পা০ ৭২১১৫) এই সূত্রানুসারে বৃদ্ধি আন্তরতম্য বলিয়া উদাত্তই হইয়াছে। "প্রথিনা" এই পদটি, 'পৃথুর ভাব' এই অর্থে "পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা" (পা০ ৫১১২২) এই সূত্রদ্বারা পৃথুশব্দের উত্তর 'ইমনিচ্ (ইমন্) প্রত্যয় করিয়া "র ঋতো হলাদের্লঘোঃ" (পা০ ৬৪১৬১) এই সূত্রানুসারে (পৃথুর) ঋকারের স্থানে রকার হইয়াছে। "তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু" (পা০ ৬৪১৫৪) এই অনুবৃত্তিতে "টেঃ" (পা০ ৬৪১৪৪) সূত্রদ্বারা টিএর লোপ হইয়া প্রথিমন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। চিত্বহেতু প্রথিমন্ শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (প্রথিমন্ শব্দের উত্তর) তৃতীয়াবিভক্তির একবচন (টা) করিয়া তন্নহেতু "অল্লোপোঽনঃ" (পা০ ৬৪১৩৪)

পা০ ৬।৪।১৩৩। ইত্যাকারলোপঃ। ছান্দসো মকারলোপঃ। অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। শবঃ। নব বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে পঞ্চদশো বর্গঃ ॥ ১৫ ॥

* * *

পঞ্চম ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের মধ্যেও ভাবান্তর ঘটাইবার উপযোগী কোনরূপ শব্দ নাই। সরলভাবে ভগবন্মহিমা ঘোষণা—এ ঋকের লক্ষ্য মাত্র। "জয় জগদীশ", "জয় সর্ব্বশক্তিমান্" প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণে সাধারণতঃ ভগবানের যে মহিমা প্রচার করা হয়, এ ঋকে তাহাই ব্যক্ত দেখিতে পাই। তিনি মহান্, তিনি পর, তাঁহার বিপুল শক্তির মহিমা সর্বত্র বিঘোষিত হউক,—এবংবিধ উক্তি ভক্তের কণ্ঠে স্বতঃই সচরাচর নির্গত হয়। এ সকল প্রাণের সামগ্রী ;—ইহার মধ্যে অর্থান্তরের কোনই কারণ নাই।

অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, এ ঋকেরও অর্থান্তর ঘটিয়া আছে। কেহ কেহ বলেন,—'যজমানকে সম্বোধন করিয়া ঋকৃটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ; ভগবানের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হউক—যজমানকে সম্বোধন করিয়া ঋত্বিক্ সেই প্রার্থনা করিতেছেন।' ঋকের 'শবঃ' শব্দে 'সৈন্যবল' এবং 'দ্যোঃ' শব্দে 'আকাশ' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া, কেহ কেহ আবার কহিয়াছেন,—'ইন্দ্রের সৈন্যবল আকাশের ন্যায় বিস্তৃত এই কথা প্রচারিত হউক ; তাহাতে শত্রু-দল ভয় পাইবে ; ঋকের ইহাই উদ্দেশ্য।' যাহা হউক, এ ঋকের মধ্যে তদ্রূপ কামনামূলক কোনও বাক্য আছে, অথবা যজমানকে সম্বোধন করিয়া যে ঋক্ বিহিত হইয়াছে, আমরা তাহা মনে করি না। এ ঋক—সাধারণভাবে পরমপিতা পরমেশ্বরের মহিমা-খ্যাপন ও স্তুতিগান-সূচক। (১ম—৮সূ—৫ঋ)।

এই সূত্রদ্বারা অকার লোপ হইয়া ছান্দসপ্রযুক্ত মকারের লোপ হইয়াছে। "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ" এই সূত্রদ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত। "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" সূত্রানুসারে "শবঃ" পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশবর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ।

বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ ॥ ৬ ।

* *

পদ-বিশ্লেষণং।

সং-হে। বা। যে। আশত। নরঃ। তোকস্য

সনিতৌ। বিপ্রাসঃ। বা। ধিয়াঽযবঃ ॥ ৬

* *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সমোহে' (মোহবশতঃ, 'সংগ্রামে বা) 'যে নরঃ' (যে পুরুষাঃ) 'তোকস্য' (পুত্র-পৌত্রাদিকস্য ধনস্য) 'সনিতৌ বা' (লাভে বা) 'বা' (অথবা) যে 'বিপ্রাসঃ' (মেধাবিনঃ পুরুষাঃ) 'ধিয়াযবঃ' (প্রজ্ঞাকামাঃ সন্তঃ), তে 'আশত' (ব্যাপ্তবন্তঃ, প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ) সর্কে লভন্ত ইত্যধ্যাহারঃ। (১ম—৮সূ—৬ঋ)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

যে সকল পুরুষ মোহবশে পুত্রপৌত্রাদি বিত্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, অথবা যে সকল মেধাবী জ্ঞানিজন প্রজ্ঞা-লাভেরই কামনা করেন; তাঁহারা স্ব স্ব অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হন ((১ম—৮সু—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং

যে॰ নরঃ পুরুষাঃ সমোহে সংগ্রামে তোকস্যাপত্যস্য সনিতৌ বা লাভে বাশত। ব্যাপ্তবন্তঃ। ইন্দ্রং স্তবেভিশেষঃ। বা। অথবা। বিপ্রাসো মেধাবিনো ধিয়াযবঃ প্রজ্ঞাকামাঃ সন্ত আশত তে সর্ব্বে লভন্ত ইত্যধ্যাহারঃ।

রণ ইত্যাদিষু ষট্‌চত্বারিংশৎসংগ্রামনামসু সমোহে সমিথ ইতি পঠিতং। পঞ্চদশস্বপত্যনামসু তুক্ তোকমিতি পঠিতং। সমোহে। প্রাতিপদিকান্তোদাত্তত্বং। বা। চাদয়োঽনুদাত্তা ইত্যনুদাত্তঃ। আশত। অশূ ব্যাপ্তৌ। ছান্দসশ্চ্লের্লোপঃ। আড়াগম উদাত্তঃ পা॰ ৬৪৭২। সতিশিষ্টত্বেন সএব শিষ্যতে। নরঃ। প্রাতিপদিকস্বরঃ। সনিতৌ। স্ত্রিয়াং ক্তিন্। তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু চ ইতি প্রাপ্তস্য ইটোঽভাবঃ। তিতুত্রেষ্বগ্রহাদীনামিতি বচনাৎ। পা॰ ৭।২।৯।১। নিগৃহীতিভির্নিপঠিতিভিরিতিবদিড়াগমঃ। বিপ্রাসঃ। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা বিপ্রশব্দো রন্প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ধিয়াযবঃ। ধীধারণে। ধীয়তে ধার্য্যতে অববুধ্যতে শ্রুতমর্থজাতমনয়েতি ধিয়া প্রজ্ঞা। তামাত্মন ইচ্ছতীতি ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসি। পা॰ ৩।২।১৭০। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। অতোলোপঃ। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ॥ ৬॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে পুরুষগণ, অপত্য (সন্ততি) লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রদেবকে স্তব করিয়া যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন; অথবা যে মেধাবিগণ, প্রজ্ঞাকাম (জ্ঞানেচ্ছু) হইয়া (যুদ্ধে) ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই (স্বকীয় অভীপ্সিত বস্তু) লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

"রণঃ" ইত্যাদি ষট্‌চত্বারিংশৎ (ছচল্লিশ) সংখ্যক সংগ্রাম-নামের মধ্যে "সমোহে" "সমিথঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। পঞ্চদশসংখ্যক অপত্যনামের মধ্যে "তুক্" "তোকং" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "সমোহে" এই পদটির প্রাতিপদিক-স্বর হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ" এই সূত্রানুসারে "বা" এই পদটীর অনুদাত্তস্বর হইয়াছে।" "আশত" এই পদটী, ব্যাপ্ত্যর্থ অশূ (অশ্) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ছান্দস্ হেতু 'চ্লি'-এর লোপ, আট্ (আ) আগম (পা॰ ৬।৪.৭২) এবং তাহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। সতি শিষ্টত্ব-হেতু সেই উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "নরঃ" এই পদটীতে, প্রাতিপদিক-স্বর হইয়াছে। "সনিতৌ" এই পদটী, (ষন্ ধাতুর উত্তর) "স্ত্রিয়াং ক্তিন্" সূত্রদ্বারা 'ক্তিন্' (তি) প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তিতুত্রেষ্বগ্রহাদীনাং" (পা॰ ৭।২।৯।১) এই বচনানুসারে "নিগৃহীতিঃ" "নিপঠিতিঃ" শব্দের ন্যায় ইট্ (ই) আগম হইয়াছে। "বিপ্রাসঃ" এই পদটিতে "ঋজ্রেন্দ্র" ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা রন্ (র) প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে 'বিপ্র' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ধিয়াযবঃ" এই পদটিতে ধারণার্থক ধী'ধাতুর উত্তর "ধারিত অববোধিত হয়, শ্রুত অর্থজাত ইহার দ্বারা" এইরূপ ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থে 'ধিয়া' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধিয়া'শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা; 'সেই প্রজ্ঞাকে নিজের ইচ্ছা করিতেছে' এই অর্থে ক্যচ্ (য) প্রত্যয় করিয়া, "ক্যাচ্ছন্দসি" (পা॰ ৩।২।১৭০) এই সূত্রানুসারে উ-প্রত্যয় হইয়াছে। এবং "অতোলোপঃ" এই সূত্রানুসারে উক্ত ক্যচ্ প্রত্যয়ের অ-কারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বর হেতু এস্থলে উদাত্ত-স্বর হইয়াছে॥ ৬॥

ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ

—:•:-

এ ঋকটি অপেক্ষাকৃত জটিল-ভাবাপন্ন। ঋকের অর্থও তাই বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। 'সমোহে' শব্দে সায়ণাচার্য্য (নিঘণ্টু-মতে) 'সংগ্রামে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে, ঐ শব্দে 'সাধারণ যুদ্ধ' অর্থ স্বীকার করিয়া, ঋকের অর্থ করা হয়,—'লোকে যুদ্ধজয়ের জন্য ইন্দ্রদেবের নিকট পুত্রপৌত্র ও জ্ঞান প্রার্থনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হন।' কেহ আবার 'বিপ্রাসঃ' 'ধিয়ায়বঃ' পদদ্বয়কে 'নরঃ' পদের বিশেষণরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে অর্থ হয়—'যাঁহারা মেধাবী বা বুদ্ধিমান্ জন, তাঁহারা পুত্রাদি-লাভে বা সংগ্রামে সমানভাবে তুষ্ট হন।' কেহ কেহ আবার অর্থ করিয়াছেন,—'যাঁহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, অথবা যাঁহারা পুত্রাদির কামনা করেন, অথবা যাঁহারা জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সিদ্ধকাম হন।' সায়ণের মতে—"পুত্র লাভের জন্য যুদ্ধ এবং জ্ঞান-লাভের জন্য যুদ্ধ" এইরূপ অর্থ-সঙ্গতি হয়।

স্থূলতঃ সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যাই প্রথমে মানিয়া লইলাম। কিন্তু পুত্রলাভের জন্য যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকাই (ব্যাপ্তবন্তঃ—সায়ণের অর্থ) বা কি, আর জ্ঞান-লাভের জন্যই বা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা কি? উভয় উদ্দেশ্য-সাধন-পক্ষেই ইন্দ্রদেবের স্তবে ব্যাপ্ত বা রত থাকা অর্থ অসঙ্গত নহে; কিন্তু যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকার তাৎপর্য্য কি? অবশ্য অতি দূর অন্বয়ে একটা অর্থ টানিয়া আনা যাইতে পারে। হতাশের সহিত মানুষের অবিরাম চির-সংগ্রাম চলিয়াছে। আর, সে সংগ্রামে জয়লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছে। যুগপৎ সংগ্রামে ও প্রার্থনায় ব্যাপ্ত আছে—এই একটা ভাব এখানে আসিতে পারে। পুত্রকামী পুত্রলাভের কামনা করিতেছে; তাহার কর্ম্মফল তাহাতে অন্তরায় জন্মাইতেছে; সে তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে। এই এক দিকের দৃশ্য। আর এক দিকের দৃশ্য—

সুবুদ্ধি জন জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন, অজ্ঞান আসিয়া প্রতিবাদী হইতেছে; তখন, অজ্ঞানতাকে দূর করিবার জন্য, জ্ঞানার্থী, শ্রীভগবানের শরণ লইতেছে। উভয়ত্রই যুদ্ধ প্রতীত হইতেছে। এইরূপে দুই দিকের দুই চিত্র, ঋকে অঙ্কিত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। যদিও কেহ এরূপভাবে বিশদ-ব্যাখ্যা করেন নাই, তথাপি বহু কষ্ট-কল্পনায় এইরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিতে পারা যায়।

তবে উহার অপেক্ষা সহজসাধ্য সরল অর্থ যদি প্রাপ্ত হই, তৎপ্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য নহে কি? 'সমোহে' শব্দের প্রতিবাক্যে 'সংগ্রামে' পদ গ্রহণ করিয়াও সে অর্থ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। মুগ্ধতা-বাচক 'মোহ' শব্দযোগে 'সমোহে' পদ উৎপন্ন। সুতরাং যাহাতে মোহ জন্মাইতে পারে—এতাদৃশ সংগ্রামই ঐ শব্দে বুঝাইতেছে। সৎ ও অসৎ বৃত্তির সংগ্রামে যাদৃশ মোহ উপস্থিত করে, জ্ঞান ও অজ্ঞানের দ্বন্দ্বে যে প্রগাঢ় মোহ সঞ্জাত হয়, আর সে মোহ যেমন নিত্য ও সদা-প্রত্যক্ষীভূত; তাহার তুলনায়, বহিঃশত্রুর সহিত অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ ও তজ্জনিত মোহ, কিছুই নয় বলিলেও বলা যায়; অপিচ, সকল মানুষের পক্ষে সেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ও সেরূপ মোহে আক্রান্ত হওয়াও সম্ভবপর নহে। এক্ষেত্রে 'সমোহে' (জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্দ্বন্দ্বে, সদসদ্বৃত্ত্যোর্যুদ্ধে) শব্দে জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের—সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির—দ্বন্দ্ব অর্থই সঙ্গত হয়। তাহাতে সে যুদ্ধে পরাজিত মোহগ্রস্ত জন, আর সে যুদ্ধে জয়যুক্ত বিজ্ঞ জন—এই ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। কোন্ কালে কয় জন যোদ্ধা যুদ্ধ করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন বা হইয়া থাকেন বলিয়া যে ঐ শব্দের সার্থক প্রয়োগ স্বীকার করিতে হইবে,—তাহা মনে করিতে পারি না। যে সংগ্রাম নিত্য চলিয়াছে, যে সংগ্রামে সকলেই সমানভাবে সর্ব্বদা মুহ্যমান হইয়া আছেন, এখানে সেই সংগ্রামকেই বুঝাইতেছে ভিন্ন অন্যরূপ সংগ্রামের কল্পনা আদৌ চিত্তে স্থান পায় না। কেবল কয়েক জন যোদ্ধৃপুরুষই পুত্রাদির ও জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা করেন, আর কেহই যে সেরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন না—তাহাও মনে করিতে পারি না। সুতরাং এখানে বিশ্বজনীন নিত্য-সংগ্রামের বিষয়ই ব্যক্ত হইয়াছে মনে করি।

'সম্মোহে' শব্দের 'মোহবশতঃ' অর্থ অঙ্গীকার করিলে আর এক অতি সঙ্গত ভাব ব্যক্ত হয়। এখানে আমরা 'সম্মোহে' শব্দ 'নর' শব্দের সহিত অন্বিত বলিতে পারি। তাহাতে সহজে সরল অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে,—'যে সকল অজ্ঞানান্ধ-জন্ মোহবশে পুত্র-বিত্ত কামনা করে, তাহারা তাহাই পায়; আর যে সকল জ্ঞানী জন, প্রজ্ঞা কামনা করেন, তাঁহারা তাহাই প্রাপ্ত হন।' ঋকে যখন "ধিয়াযবঃ" পদ রহিয়াছে এবং "বা" শব্দের সহায়তায় উহার অন্বয় হইতেছে, তখন "সম্মোহে" এই পদের অর্থ "মোহবশতঃ" ইহা স্বতঃই উপলব্ধ নহে কি? অপিচ, 'ধিয়াযবঃ' এই পদটি 'বিপ্রাসঃ' পদেরই সঙ্গত বিশেষণ। 'বিপ্রাসঃ' পদের অর্থ যাস্ক-কৃত নিঘণ্টু-গ্রন্থে 'মেধাবী' লিখিত হইয়াছে; এবং 'ধিয়াযবঃ' শব্দের অর্থ 'প্রজ্ঞকামী ব্যক্তিগণ'। সুতরাং ঐ দুই পদের পরস্পর সম্বন্ধ স্বতঃই বোধগম্য হয়।

ঋকে 'নরঃ' শব্দে সাধারণভাবে মোহাভিভূত মানবগণকে বুঝাইতেছে, আর 'বিপ্রাসঃ' শব্দে রিপুদমনে জয়যুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। যাহারা মোহে আক্রান্ত, যাহাদের কামাদি রিপু প্রবল, তাহারা 'ধনং দেহি পুত্রং দেহি' বলিয়া প্রার্থনা করিতেছে; আর, যাঁহারা একটু উন্নত-স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, রিপুদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান-লাভের প্রার্থনাই ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন। যাঁহার যেমন কামনা, তিনি সেই কামনার অনুরূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুত্রবিত্তাদিলাভ-প্রয়াসী জন, পুত্রবিত্তাদি পাইয়া, ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; জ্ঞানার্থী জন, জ্ঞান-সমুদ্রের মধ্যে অবগাহমান হইয়া চিদানন্দে মগ্ন রহিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত মানবের সাধারণতঃ এই দুই অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত হয়। সকাম ও নিষ্কাম যে দুই প্রকারের কর্ম্ম বা প্রার্থনা আছে, দুই শ্রেণীর কর্ম্মী বা প্রার্থী যে সেই দুইরূপ প্রার্থনানুযায়ী ফল-লাভ করিতেছেন; ঋকে তাহাই ব্যক্ত দেখি।

ঋক বলিতেছেন,—'জীব! তুমি সংসারে ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া আছ; কিন্তু হতাশ হইও না। ভগবানের শরণাপন্ন হও; আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফললাভে সমর্থ হইবে; পুত্রবিত্ত চাও, তাহাই পাইবে; জ্ঞান-মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাই তোমার অধিগত হইবে।' (১ম—৮সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে।

উর্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

যঃ। কুক্ষিঃ। সোমऽপাতমঃ। সমুদ্রঃऽইব। পিন্বতে

উর্বীঃ। আপঃ। ন। কাকুদঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা

'যঃ কুক্ষিঃ' (যঃ ইন্দ্রস্য উদরপ্রদেশঃ) 'সোমপাতমঃ' (সোমপানশীলঃ) স কুক্ষিঃ 'সমুদ্র ইব' (অর্ণব ইব) 'পিন্বতে' (বর্দ্ধতে, বিস্তৃতো ভবতীতি শেষঃ), 'কাকুদঃ' (মুখসম্বন্ধিন্যঃ) 'উর্বীঃ' (মহত্যঃ বিস্তীর্ণাঃ) 'আপঃ' (জলানি) 'ন' (ইব) কদাচিদপি ন শুষ্যন্তীতি ভাবঃ। (১ম—৮সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেবের সোমপানরত যে উদর, তাহা সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত; রসনার (মুখসম্বন্ধযুক্ত) জলের ন্যায় তাহা বিস্তীর্ণ অপ্-পূর্ণ (অর্থাৎ, কদাচ বিশুষ্ক হয় না)। (১ম—৮সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ কুক্ষিরস্যেন্দ্রস্যোদরপ্রদেশঃ সোমপাতমোঽতিশয়েন সোমস্য পাতা। স কুক্ষিঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। বর্দ্ধতে। সেচনার্থো ধাতুরৌচিত্যেন বৃদ্ধিং লক্ষয়তি। কাকুদো মুখসংবন্ধিন্য উর্বীর্বহ্ব্যঃ আপো ন। জলানীব। জিহ্বাসংবদ্ধমাস্যোদকং যথা কদাচিদপি ন শুষ্যতি তথেন্দ্রস্য কুক্ষিঃ সোমপূরিতো ন শুষ্যতীত্যর্থঃ।

যদ্যপি শ্লোক ইত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসু বাঙ্নামসু কাকুজ্জিহ্বেতি পঠিতং তথাপ্যুদকসম্বন্ধসিদ্ধ্যর্থমত্র কাকুচ্ছব্দেন মুখমুপলক্ষ্যতে। সম্বন্ধিবাচিনস্তদ্ধিতস্যাত্র ছান্দসলোপো দ্রষ্টব্যঃ। সোমপাতমঃ। সোমং পিবতীতি সোমপাঃ। আকারো ধাতুস্বরেণোদাত্তঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। তমপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। সমুদ্রশব্দঃ প্রাতিপদিকস্বারেণান্তোদাত্তঃ। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি প্রকৃতিস্বরঃ। পিন্বতে। পিবিসেচনে ইদিতোনুম্ধাতোরিতি নুমাগমঃ। শপঃ পিত্ত্বেনানুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। উর্বীঃ। উরুশব্দোঽন্তোদাত্তঃ। বোতোগুণবচনাৎ। পা০ ৪।১।৪৪। ইতি ঙীষ্। যণাদেশঃ। উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ। ৬।১।১৭৪। ইতীকার

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেবের যে উদরপ্রদেশ, অতিশয় সোমপায়ী; সেই উদরপ্রদেশ, সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেচনার্থ পিবি ধাতুর অর্থ উচিতভাবে বৃদ্ধিকেই লক্ষ্য করিতেছে। মুখ-সম্বন্ধী বহুজলের ন্যায় অর্থাৎ মুখমধ্যগত জিহ্বাসংলগ্ন জল যেমন কথনও শুষ্ক হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রদেবের সোমপূরিত উদরপ্রদেশ কথনও শুষ্ক হয় না।

যদিও "শ্লোকঃ" ইত্যাদি সপ্তপঞ্চাশৎ (সাতান্ন) সংখ্যক বাক্ নামের মধ্যে "কাকুৎ" "জিহ্বা" এইরূপ পঠিত হইয়াছে; তবুও এস্থলে উদকের সম্বন্ধ-সিদ্ধির নিমিত্ত 'কাকুৎ' শব্দের দ্বারা মুখই উপলক্ষিত হইতেছে। সম্বন্ধিবাচী তদ্ধিতপ্রত্যয়ের ছান্দস্-প্রযুক্ত লোপ হইয়াছে। "সোমপাতমঃ" এই পদটীতে "যিনি সোমকে পান করেন, তাঁহাকে 'সোমপাঃ'—কহে এই স্থলে ধাতুস্বর-বশতঃ আকারটী উদাত্ত হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে (পরপদে) প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। ('সোমপাঃ' শব্দের উত্তর তমপ্ প্রত্যয় করিয়া 'সোমপাতমঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।) তমপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বনিবন্ধন অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। প্রাতিপদিক স্বর হেতু 'সমুদ্র' শব্দটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ইব শব্দের সহিত নিত্যসমাস হইয়াছে বলিয়া বিভক্তির অলোপ হইয়াছে। "পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ" এই নিয়মে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "পিন্বতে" এই পদটী, সেচনার্থ পিবি (পিন্ব্) ধাতুর উত্তর লটের আত্মনে-পদের প্রথম-পুরুষের একবচনে "ইদিতোনুম্ ধাতোঃ" এইসূত্রদ্বারা নুমাগম করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। শপ্-এর পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর, তিঙ্-এর সার্ব্বধাতুক স্বরহেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "উর্ব্বীঃ" এই পদটীতে উরুশব্দ অন্তোদাত্ত। "বোতোগুণবচনাৎ" (পা০ ৪।১।৪৪) এই সূত্রানুসারে ঙীষ্ (ঈ) প্রত্যয়ে যণাদেশ হইয়াছে। "উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ" (পা০ ৬।১।১৭৪) এই সূত্রানুসারে ইকার

উদাত্তঃ। জস্য সহৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ। ইত্যেকাদেশ উদাত্তঃ। আপঃ প্রাতিপদিকস্বরঃ। কাকুদং প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ ॥ ৭ ॥

সপ্তম ঋকের বিশদার্থ।

মহাভারতে যেমন ব্যাসকূট আছে, এই ঋকটির অর্থ নিষ্কাশনেও সেইরূপ ব্যাসকূট উদ্ধার-সমস্যায় পড়িতে হয়।

'ইন্দ্রদেব এতই সোমপান করেন যে, তাঁহার উদর সমুদ্রবৎ বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে; 'তাঁহার মুখের জল আর শুকায় না।' সাধারণতঃ ঋকের এই রকম একটা অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ইতর লোকের ভাষায়, 'পাঁড়'-মাতালকে লক্ষ্য করিয়া, লোকে যেমন বলে—"বেটা যেন মদের জালা! মদে আর মুখে এক হয়ে আছে।" এও কতকটা যেন সেই ধরণের উক্তি। 'ইন্দ্রদেব ঘোর সোমরসপানশীল অর্থাৎ মদ্যপ; অবিশ্রান্ত সোমরসপানে তাঁহার উদর যেন সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছে; তাঁহার মুখের জল শুকায় না, অর্থাৎ অনবরতই তিনি সোমরস-মাদক-দ্রব্য পান করিতেছেন, মাদক-দ্রব্যের নাম মাত্রে তাঁহার জিহ্বা যেন সরস হয়।' এই ঋকের অনুশীলনে এইরূপ কদর্থ স্বতঃই সাধারণে গ্রহণ করেন। 'কুক্ষিঃ' আছে, 'সোমপাতমঃ' আছে, 'কাকুদঃ' আছে; আর রক্ষা আছে কি?

অথচ, ঋকটি কি গভীর ভাবদ্যোতক, একটু অভিনিবেশ-সহকারে অনুধাবন করিয়া না দেখিলে, তাহা বুঝা যায় না। আশ্বিন সূক্তের চতুর্থ ঋকের (তৃতীয় সুক্ত, চতুর্থ ঋক) আলোচনায়, "সুসংস্কৃত পবিত্র সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে" এই ভাব-মূলক বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছি। এখানে সেই অর্থ সঙ্গত ও দৃঢ়ীকৃত হইতেছে মনে করি।

উদাত্ত হইয়াছে। "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রানুসারে জস্ বিভক্তির সহিত একাদেশ হইয়া উদাত্তস্বর হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রদেবের উদর (কুক্ষিপ্রদেশ) সমুদ্রবৎ বৃদ্ধি পায়। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইন্দ্রদেব—মেঘাধিপতি। তিনি যখন মেঘাধিপতি, বৃষ্টির দেবতা, তখন তাঁহার উদর ঐ 'অনন্ত আকাশ' বলিয়া মনে করিতে পারি। তার পর, 'কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ' বলিতেই বা কি বুঝি? প্রতীত হয় না কি—উহাতে মেঘপুঞ্জ দ্বারা সজ্জিত অন্তরিক্ষকেই বুঝাইতেছে। "সমুদ্রইব পিন্বতে"—এ ক্ষেত্রে অতি সুসঙ্গত উপমা বলিয়াই মনে হয়। মহাসমুদ্রে বৃষ্টির বা নদ-নদীর যত জল আসিয়াই পতিত হউক না কেন, সমুদ্র যেমন তাহাতে স্ফীত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; সেইরূপ, যতই মেঘ সঞ্চিত হউক, যতই মেঘের আয়তন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাঁহার সেই অনন্ত বিশাল উদরের কিছুই আসে যায় না। এখানে 'পিন্বতে' শব্দে 'বৰ্দ্ধতে' অর্থ উৎপ্রেক্ষায় আসিয়াছে। অলঙ্কারে, তাহা দ্বারা বিশালত্ব-ভাব সূচনা করিতেছে। উহার মর্ম্ম এই যে, সমুদ্র যেমন বিশাল ও বিস্তৃত, তাঁহার উদরও সেইরূপ বিশাল ও বিস্তৃত।

এইবার আর একবার 'সোম কি' বুঝিয়া দেখা যাউক। সংসারের ক্লেদরাশি বিশুদ্ধ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া আকাশে মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সাধারণভাবে 'সোম' শব্দে সেই বিশুদ্ধ বাষ্পকে বুঝাইতেছে। অপিচ, এতদ্দ্বারা যজ্ঞধূমের বিষয়ও মনে আসিতে পারে। আহুতি-প্রদত্ত সামগ্রীর বীজাণু, যজ্ঞধূম-সহ আকাশে সংবাহিত হয়। বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হইলে, সেই বীজাণু আশাতীত সুফল প্রদান করে। যজ্ঞকর্ম্মের বিবিধ লক্ষ্যের মধ্যে ইহাও একপ্রকার লক্ষ্য-মূলক বলিতে পারি। সে হিসাবে, এখানে অর্থ হইতে পারে, দেবোদ্দেশে আহুতি-দান যতই অধিক হউক, তাহা গ্রহণ করিবার উপযোগী উদর (শক্তি) দেবতার আছে। সুতরাং 'উদরে স্থান হইবে না' বলিয়া দেবোদ্দেশে দানে বিরত হইও না। যাহা হউক, সে 'জড়বাদের' দিক দিয়া এখন নাই দেখিলাম। বিজ্ঞান-বাদের দিক দিয়াও বুঝা যায়, বাষ্প দ্বারা মেঘসঞ্চারের বিষয়ই এখানে রূপকে বিবৃত হইয়াছে।

"আপো ন কাকুদঃ"—এই বাক্যের অর্থ, সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝি, 'তাঁহার উদর রসনার জলের ন্যায় সদা সিক্ত।' কিন্তু ইহার ভাবার্থ কি? প্রকৃতি-পক্ষে, মেঘাধিপতির উদর-সম্পর্কে, ভাব-গ্রহণ অবশ্যই সহজ-বোধ্য।

আকাশে বা মেঘে জলকণা সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকে; সে জল-কণা কদাচ একেবারে নিঃশেষিত হয় না; এখানে উপমায় সেই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ, আকাশ-রূপ উদরে মেঘ-সঞ্চার-রূপ সোমরস সমুদ্রবৎ বিস্তৃতভাবে সঞ্চিত হয়; তাহা কখনও একেবারে বিশুষ্ক হয় না, পরন্তু রসনার সরসতার ন্যায় তাহা নিত্যই সরস থাকে। সাধারণভাবে ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে।

এখন, এ ঋকে আধ্যাত্মিক পক্ষে কিরূপ অর্থ-সঙ্গতি হয়, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ঋকটি দুই অংশে বিভক্ত; এক অংশে উদরের বিশালত্ব, অন্য অংশে সদা আর্দ্র-ভাব। এক অংশে সোমপানে—ভক্তের পূজা-গ্রহণে—কখনও তাঁহার অরুচি নাই; অন্য অংশে তিনি সদাই স্নেহ-বিগলিত আর্দ্র হইয়া আছেন। অজ্ঞ জন সাধারণ মনে করিতে পারে,—'এক ভগবান, তিনি কত জনের পূজা গ্রহণ করিবেন? বিশেষতঃ, ধনবান জন, কত জাঁক-জমক করিয়া, কত চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় উপাদেয় সামগ্রী দিয়া, তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন; সে পূজা পরিত্যাগ করিয়া, সে অমৃতোপম-ভোগে উপেক্ষা প্রদর্শনে, আমাদের এ সামান্য পূজার প্রতি তিনি কি দৃষ্টিপাত করিবেন?' এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নের উত্তর বলিয়া, এ ঋকের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারি। তাঁহার অনন্ত-বিস্তৃত বিশাল উদর;—অনন্ত কোটী সাধকের পূজা গ্রহণ জন্য সর্ব্বদা প্রসারিত রহিয়াছে। যাহার যাহা সামর্থ্য হয়, তাঁহার উদ্দেশে নিবেদন কর; তিনি আদর করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। বড়লোকের বড়-ঘটার পূজাও তিনি যেভাবে গ্রহণ করেন, গরীবের অতি-সামান্য পূজোপচারও তিনি সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইতর-বিশেষ ভাব তাঁহাতে আদৌ সম্ভবপর নহে। রাজচক্রবর্ত্তী বলির প্রদত্ত ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যও তাঁহার নিকট যেরূপ আদৃত, বিদুরের প্রদত্ত তুচ্ছ তণ্ডুলকণাও তাঁহার নিকট সেইরূপ প্রীতিপ্রদ।

তাঁহার করুণার মন্দাকিনী যে কদাচ বিশুষ্ক হয় না; রসনার জলের ন্যায় তিনি যে সদাই আর্দ্র—এবম্বিধ উক্তিতেই তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। (১ম—৮সূ—৭ঋ)।

—*—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী।

পক্বা শাখা ন দাশুষে ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

এব। হি। অস্য। সূনৃতা। বিঽরপ্শী। গোঽমতী। মহী

পক্বা। শাখা। ন। দাশুষে ॥ ৮

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ইন্দ্রস্য, ভগবতো মুখনিঃসৃতস্য, ভগবদুদ্দেশে প্রযুক্তস্য বা) 'বিরপ্শী' (বৈচিত্র্য-বিশিষ্টা) 'গোমতী' (জ্ঞানপ্রদা) 'মহী' (মহতী, অর্চ্চনীয়া) 'সূনৃতা' (প্রিয়সত্যরূপা বাক্), 'দাশুষে' (দত্তবতে মন্ত্রোচ্চারণপরায়ণায় যাজ্ঞিকায়, অর্চ্চনাকারিণে) 'পক্বা' (বহুপক্বফল-সমন্বিতা) 'শাখা' (বৃক্ষশাখা) 'ন' (ইব) 'এবাহি' (এবং খলু)। (১ম—৮সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের মুখনিঃসৃত, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট, জ্ঞানদ, মহান্, সত্যস্বরূপ যে বাক্য (মন্ত্র), অর্চ্চনাকারীর পক্ষে তাহা বহুপক্বফলসমন্বিত বৃক্ষশাখার ন্যায় আনন্দপ্রদ হয়। (১ম—৮সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিপ্লববড়হগতেষুক্‌থ্যেষু তৃতীয়সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন এবাহ্যস্যসূনৃতেত্যানুরূপস্তৃচঃ। এহ্যূষুব্রবাণিতে। আঃ ৭।৮। ইতি খণ্ডে। অথবা ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন ইত্যুপক্রম্য এবাহ্যসি বীরয়ুরেবাহ্যস্য সূনৃতা। আঃ ৮।৩। ইতি সূত্রিতং। তস্মিংস্তৃচে প্রথমাং সূক্তেষ্টমীমৃগম্যাং।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

অস্যেন্দ্রস্য সূনৃতা প্রিয়সত্যরূপা বাক্ দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় ভবত্যেবাহি। এবং খলু। অনন্তরপদবক্ষ্যমাণগুণোপেতা ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশী। বিরপ্‌শী বিবিধরূপোপেতবাক্যযুক্তা বহুবিধোপচারবাদিনীত্যর্থঃ। গোমতী। বহ্বীভির্গোভিরুপেতা গোপ্রদেত্যর্থঃ। অতএব মহী মহতী পূজ্যা যথোক্তবাচো দৃষ্টান্তঃ। পক্কা শাখা ন। যথা বহুভিঃ পক্কৈঃ ফলৈরুপেতা পনসবৃক্ষাদিশাখা প্রীতিহেতুস্তদ্বৎ।

যদ্যপি মহন্নামসু ত্রাধং বিরপ্‌শীতি পঠিতং তথাপ্যত্র মহীত্যনেন পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাদবয়বার্থো গৃহীতঃ। এবা। এবমাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তঃ। সংহিতায়াং নিপাতস্য চেতি দীর্ঘঃ। হি।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অভিপ্লব বড়হগত উকথ্য মন্ত্রসমূহে, তৃতীয় সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনামক ঋত্বিকের "এবাহ্যস্য সূনৃতা" ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয়াত্মক তৃচ্‌টি অনুরূপ পাঠারূপে নির্দিষ্ট আছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "এহ্যূষুব্রবাণিতে" (আ০ ৭।৮) এই খণ্ডে অথবা "ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ" এই উপক্রম করিয়া এবাহ্যসি বীরয়ুরেবাহ্যস্য সূনৃতা" (আ০ ৮।৩) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই তৃচে প্রথমা, এবং এই সূক্তে অষ্টমী ("এবাহ্যস্য সূনৃতা") ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

এই ইন্দ্রদেবের প্রিয় অর্থাৎ মনোহারী সত্যবাক্য, হবির্দানকারী যজমানের নিমিত্তই হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরবর্ত্তী পদের দ্বারা বক্ষ্যমান গুণযুক্ত হইয়া থাকে। সেই বাক্ (বাক্য) কীদৃশী? "বিরপ্‌শী" নানারূপবচনান্বিত-বাক্যযুক্তা, অর্থাৎ—বহুবিধ উপচারকে (সেবা কিম্বা উপদেশকে) বলিয়া থাকে। "গোমতী"—বহু গোধনযুক্তা অর্থাৎ—বিস্তর গোধন প্রদান করিয়া থাকে। অতএব "মহী" অর্থাৎ মহতী পূজনীয়া। উক্ত গুণবিশিষ্ট বাক্যের দৃষ্টান্ত যথা—বহু পক্কফলযুক্ত পনস (কাঁটাল) বৃক্ষাদির শাখা যেমন প্রীতির কারণ হইয়া থাকে সেইরূপ ইন্দ্রদেবের বাক্যও মনোহারী ও সত্য বলিয়া প্রীতির হেতু হইয়া থাকে।

যদিও মহৎনামের মধ্যে "ত্রাধং" "বিরপ্‌শী" এইরূপ পঠিত হইয়াছে তথাপি এস্থলে 'মহী' এই পদ থাকায় 'বিরপ্‌শী' শব্দের 'মহী' অর্থ করিলে, পুনরুক্তিপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া উক্ত 'বিরপ্‌শী' শব্দের অবয়বার্থই গৃহীত হইয়াছে। "এবমাদীনামন্তঃ" এই সূত্রদ্বারা "এব" পদটির অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে, এবং "নিপাতস্য চ" সূত্রানুসারে সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে।

নিপাত আদ্যুদাত্তঃ। অস্য। প্রকৃতস্যেন্দ্রস্য পরামর্শাদিদমোঽশ্বাদেশ ইত্যাদিনা অশাদেশোঽনুদাত্ত ইতি সর্বানুদাত্তঃ। সূনৃতা। ঊনপরিহাণে। সুতরামূনয়ত্যপ্রিয়মিতি সূন্। সা চাসাবৃতা সত্যা চেতি সূনৃতা প্রিয়সত্যবাক্। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যকার উদাত্তঃ। বিরপ্শী। বিবিধং বিচিত্রং রপণং বিরপ্। রপলপব্যক্তায়াং বাচি। সম্পদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিপ্। তদেষামস্তীতি বিরপ্শানি বাক্যানি। তানি যস্যাং বাচি সন্তি সা বাগ্ বিরপ্শিনী। অত ইনিঠনাবিতীনিঃ। যস্যেতি চেত্যকারলোপঃ। ঋন্নেভ্যো ঙীপ্। পা০ ৪।১।৫। ইতি ঙীপ্। ইকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। নকারলোপশ্ছান্দসঃ। সবর্ণদীর্ঘ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ ইত্যুদাত্তঃ। গাবোঽস্যাং সন্তীতি গোমতী। মতুম্ঙীপৌ পিত্বাদনুদাত্তৌ। প্রাতিপদিকস্বর এব শিষ্যতে। মহী। মহতী। উগিতশ্চ। পা০ ৪।১।৬। ইতি ঙীপ্। তস্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে প্রাপ্তে শতুরনুমো নদ্যজাদী ইত্যত্র বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং। পা০ ৬।১।১৭৩।১। ইত্যুদাত্তত্বং। অচ্ছব্দলোপশ্ছান্দসঃ। পক্বা। ডুপচষ্পাকে। নিষ্ঠেতি ক্তপ্রত্যয়ঃ।

"হি" শব্দটী নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অস্য" এই পদটী, প্রকৃত-ইন্দ্রদেবের পরামর্শক হওয়ায় "ইদমোঽশ্বাদেশে" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ইদম্‌শব্দের স্থানে অশ্ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অনুদাত্তঃ" এই নিয়মে ইহার সর্বস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। "সূনৃতা" এই পদের "সূন্" এই পদটী, সু-পূর্বক পরিহাণার্থ ঊন্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সেই সূন্ এবং এই ঋতা অর্থাৎ সত্যা' এইরূপ কর্মধারয় সমাস করিয়া "সূনৃতা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—প্রিয় ও সত্যবাক্য। "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্রদ্বারা ইহার ('সূনৃতা' পদের) ঋ-কার উদাত্ত হইয়াছে। "বিরপ্শী" এই পদটীতে 'বিচিত্র ব্যক্ত-বাক্য' এই অর্থে বি-পূর্বক ব্যক্তবাচ্-অর্থক রপ্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিত্ব-হেতু ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'বিরপ্'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সেই বিরপ্ ইহাদের আছে' এই অর্থে 'বিরপ্শানি' শব্দে বাক্যসমূহকে বুঝাইতেছে। 'সেই বাক্যসমূহ যে বাক্যে আছে' সেই বাক্ বিরপ্শিনী। "অত ইনিঠনৌ" এই সূত্রদ্বারা ইনি (ইন্) প্রত্যয়, "যস্যেতিচ" এই সূত্রদ্বারা অকারের লোপ ও "ঋন্নেভ্যো ঙীপ্" (পা০ ৪.১.৫) এই সূত্রদ্বারা ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরপ্রযুক্ত ই-কারটী উদাত্ত এবং ছান্দসপ্রযুক্ত ন-কারের লোপ হইয়া সবর্ণদীর্ঘ (দুই ইকারে দীর্ঘ ঈকার) হইয়াছে। এস্থলে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রানুসারে উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'গো-সকল ইহাতে (এইবাক্যে) আছে'—অর্থে মতুপ্ (মৎ) প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া "গোমতী"—পদ সিদ্ধ হইয়াছে। মতুপ্ ও ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ব (প-কার থাকে না) হেতু ইহাদের অনুদাত্তস্বর হইয়া প্রাতিপদিক স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "মহী" অর্থাৎ 'মহতী' এই পদটীতে "উগিতশ্চ" (পা০ ৪.১.৬) এই সূত্রদ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় হইয়াছে। সেই ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বরের প্রাপ্তি-বশতঃ "শতুরনুমো নদ্যজাদী" এই অনুবৃত্তিতে "বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং" (পা০ ৬।১।১৭৩।১) এই নিয়মে উদাত্তস্বর হইয়াছে এবং ছান্দসপ্রযুক্ত 'মহৎ'এর 'অৎ' শব্দের লোপ হইয়াছে। "পক্বা" এই পদটী

পচোবঃ। পা০ ৮।২।৫২। ইতি বত্বং। চোঃ কুঃ। পা০ ৮।২।৩০। ইতি কুত্বং। প্রত্যয়স্বরে-ণান্তোদাত্তঃ। টাপা সহসবর্ণদীর্ঘ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। শাখা। শাখৃ শ্লাখৃ ব্যাপ্তৌ। পচাদ্যচ্। চিত্বাদন্তোদাত্তে প্রাপ্তে বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদ্ বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দাশুষে। দাশৃ দানে। দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চ। পা০ ৬।১।১২। ইতি নিপাতনাৎকসা-বিড়ভাবো দ্বির্বচনাভাবশ্চ। চতুর্থ্যেকবচনে ঘচিভং। পা০ ১।৪।১৮। ইতি ভসংজ্ঞায়াং বসোঃ সংপ্রসারণং। পা০ ৬।৪।১৩১। ইতি সংপ্রসারণং। বকারস্যোকারঃ। পরপূর্বত্বং। শাসিবসি-ঘসীনাং চেতি ষত্বং। প্রত্যয়স্বরেণোকার উদাত্তঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পাকার্থ ডুপচষ্ (পচ্) ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূত্রদ্বারা ক্ত প্রত্যয়, "পচোবঃ" (পা০ ৮।২।৫১) এই সূত্রদ্বারা ক্ত-এর ত-স্থানে ব এবং "চোঃ কুঃ" (পা০ ৮।২।৩০) এই সূত্রানুসারে 'চ'এর স্থানে 'ক' হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর-বশতঃ অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। টাপ্ (আ) প্রত্যয়ের সহিত; সবর্ণদীর্ঘ হইয়া "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ"—সূত্রানুসারে উদাত্তস্বর হইয়াছে। "শাখা" এই পদটী, ব্যাপ্ত্যর্থ শাখৃ (শাখ্) ধাতুর উত্তর পচাদিত্ব-হেতু অচ্-প্রত্যয় করিয়া (স্ত্রীলিঙ্গে) নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে (অচ্-প্রত্যয়ের) চিত্ব-হেতু অন্তোদাত্ত-স্বরের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু বৃষাদির আকৃতি-গণ বলিয়া বৃষাদিত্ব-বশতঃ আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দাশুষে" এই পদটী, "দাশ্বান্সাহ্বান্মীঢ্বাংশ্চ" (পা০ ৬।১।১২) এই সূত্রদ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ক্বসু (বস্) প্রত্যয় পরেতে ইট্ (ই) আগমের ও দ্বির্বচনের (দ্বিত্বের) অভাব হইয়াছে। উক্ত শব্দের উত্তর চতুর্থীর একবচনে "যচিভং" (পা০ ১।৪।১৮) এই সূত্রদ্বারা ভ সংজ্ঞা হইবে "বসোঃ সম্প্রসারণং" (পা০ ৬।৪।১৩১) এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণে বকারের স্থানে উকার হইয়া পরপূর্বত্ব এবং "শাসিবসীঘসিনাঞ্চ" এই সূত্রদ্বারা ষত্ব হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর-বশতঃ উ-কারটী উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

* * *

অষ্টম ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ ভগবদ্বাক্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। ভগবন্মুখবিনিঃসৃত যে বাক্য বা মন্ত্র, তাহার শক্তি অপরিসীম। সে বাক্য 'সূনৃত' অর্থাৎ প্রিয় অথচ সত্য। যাহা সত্য, তাহা সতেরই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; সুতরাং সত্য যে তাঁহার প্রিয় অর্থাৎ সত্য যে তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? সেই জন্যই শাস্ত্রে 'মন্ত্র-ব্রহ্ম' বাণী বিঘোষিত দেখি। মন্ত্রও যে বস্তু, ব্রহ্মও সেই বস্তু; কেন-না, মন্ত্রদ্বারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়,

আবার ব্রহ্ম হইতেই মন্ত্র নিঃসৃত হয়। আমার নাম কি—আমি যদি তোমায় বলিয়া দিই, আর তুমি যদি আমার সেই নামে আমায় আহ্বান কর, আমায় নিশ্চয়ই তোমার আহ্বানে কর্ণপাত করিতে হইবে। আমাকে আহ্বান-পক্ষে আমার নাম-রূপ সঙ্কেত যেমন কার্য্যকরী হয়, ভগবানের সান্নিধ্যলাভ পক্ষে তাঁহার মন্ত্র-রূপ সঙ্কেত সেইরূপ সুফল প্রদান করে। "অস্য সূনৃতা" শব্দদ্বয়ে তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বা তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত সত্যস্বরূপ বাক্যই বুঝাইতেছে। তারপর, সে 'বাক্' (বাক্য) কেমন, বিভিন্ন বিশেষণে তাহা ব্যক্ত হইতেছে। উহা 'বিরপ্শী'—বিবিধ উপচারবতী বা বৈচিত্র্যবিশিষ্টা; 'মহী' অর্থাৎ মহতী শ্রেষ্ঠা সুস্পষ্টবাদিনী বা অর্চ্চনীয়া; এবং 'গোমতী' অর্থাৎ জ্ঞানদায়িনী। এক একটি বিশেষণই সে বাণীর সার্থকতা বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

স্বহস্তে বৃক্ষ রোপণ করিয়া মানুষ যখন সেই বৃক্ষের শাখায় সুপক্ক ফলসমূহ দোদুল্যমান্ দেখিতে পায়, তখন তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এ উপমায় কি সরল সুন্দর ভাবেই নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সেই পবিত্র বিচিত্র জ্ঞানপ্রদ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, যাজ্ঞিক যখন সে মন্ত্র সার্থক প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহার প্রাণে কি অনুপম আনন্দেরই সঞ্চার হয়। অন্যপক্ষে, "পক্কা শাখা ন" এই উপমায়, আর এক মহৎ ভাব উপলব্ধ হইতে পারে। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্যে বা মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধক যখন তন্ময়ত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া ভগবানও পরম আনন্দিত হন। স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষে সুপক্ক ফল দোদুল্যমান্ দেখিলে, বৃক্ষ রোপণ করিয়া রোপণকারীর যে আনন্দ, আনন্দময়েও তখন সেই আনন্দের উৎস উচ্ছ্বরিত হয়—মনে করিতে পারি। তাহাতে, আনন্দ-বিভোর সাধক, সর্ব্বানন্দময়ের সংশ্রব-লাভে সমর্থ হইয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হন।

ঋক্ তাই বলিতেছেন,—'ভগবৎ-বাক্য-রূপ সত্যমন্ত্র গ্রহণ কর; তদনুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও; হৃদয়-বৃক্ষে জ্ঞানরূপ পক্কফল স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখিবে,—চিদানন্দে মগ্ন হইবে।'

এই ঋক! এই অর্থ! অথচ, এ ঋকেরও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে,—'ইন্দ্রদেবের বচন মিষ্ট, আর তিনি গোরুদান করেন।' গো-শব্দের

সম্বন্ধ থাকিলেই গোরুর কথা স্মরণ হয়। ঋকের 'গোমতী' দেখিয়াই ব্যাখ্যাকারগণের মনে এই ভাব জাগিয়া উঠে। যাউক; সরল অন্তরে ঋকে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাই বিবৃত করা গেল। ঔচিত্যানৌচিত্য সুধিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। (১ম—৮সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে।

সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

এব। হি। তে। বিঽভূতয়ঃ। উতয়ঃ। ইন্দ্র। মাঽবতে।

সদ্যঃ। চিৎ। সন্তি। দাশুষে॥ ৯॥

* * *

অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'বিভূতয়ঃ' (ঐশ্বর্য্যাণি) 'মাবতে' (মাদৃশায়) 'দাশুষে' (মত্তবতে অর্চনাকারিণে, যাজ্ঞিকায়) 'এব' (নিশ্চয়ঃ) 'সদ্যশ্চিৎ' (নিত্যকালঃ) 'উতয়ঃ' (রক্ষাস্বরূপাঃ, রক্ষাকারণানি) 'সন্তি' (ভবন্তি)। (১ম—৮সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনার বিভূতি-ঐশ্বর্য্য আমার ন্যায় অর্চ্চনাকারীকেও নিত্য সংরক্ষণ করিয়া থাকে। (১ম—৮সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তে তব বিভূতয় ঐশ্বর্য্যবিশেষা এবা হি। এবং বিধাঃ। খলু। কিংবিধা ইতি তদুচ্যতে। মাবতে মৎসদৃশায় দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায়োতয়স্ত্বদীয়রক্ষারূপাঃ সদ্যশ্চিৎসন্তি। যদা কর্ম্মানুষ্ঠিতং তদৈব ভবন্তি।

মাবতে। মৎসদৃশায়। বতুপ্ প্রকরণে যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং। পা০ ৫।২।৩৯।১। ইত্যস্মচ্ছব্দাদ্বতুপ্। মপর্য্যন্তস্য প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ। পা০ ৭।২।৯৮। ইতি মাদেশঃ। অদ্‌শব্দেন সহাতোগুণে। পা০ ৬।১।৯৭। ইতি পররূপত্বং। দৃগ্‌দৃশবতুষ্বিত্যনুবৃত্তা বা সর্ব্বনাম্নঃ। পা০ ৬।৩।৯১। ইতি দকারস্যাকারঃ। সবর্ণদীর্ঘত্বং। বতুপঃপিত্ত্বাৎ প্রাতিপদিকস্বরএব শিষ্যতে। সদ্যঃ। সমানে স্তবীত্যর্থে সদ্যঃ পরুৎপরার্য্যৈষমঃ। পা০ ৪।৩।২২। ইত্যাদিনা নিপাতিতং। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। চিৎ। চাদয়োঽনুদাত্তা

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনার বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বিশেষ এইরূপই। কিরূপ ঐশ্বর্য্য? তাহা কথিত হইতেছে—আমার ন্যায় হবির্দ্দানকারী যজমানের নিমিত্ত (আপনার ঐশ্বর্য্য-সমূহ) ত্বদীয়রক্ষাস্বরূপ সদ্যঃই হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখনই আমি যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তৎক্ষণাৎ (আপনার বিভূতিসমূহ রক্ষাস্বরূপ) হইয়া থাকে।

"মাবতে"—বতুপ্ প্রত্যয়ের প্রকরণে "যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং" (পা০ ৫।২।৩৯।১) এই সূত্র-দ্বারা অস্মদ্ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। "প্রত্যয়োত্তর-পদয়োশ্চ" (পা০ ৭।২।৯৮) এই সূত্র-দ্বারা ম-পর্য্যন্ত অস্মদ্ শব্দের স্থানে 'ম' আদেশ হইয়াছে। অদ্-শব্দের সহিত "অতোগুণে" (পা০ ৬।১।৯৭) এই সূত্রানুসারে পররূপত্ব হইয়া 'দৃগ্দৃশবতুষু' এই অনুবৃত্তি অধিকারে "আ সর্ব্বনাম্নঃ" (পা০ ৬।৩।৯১) এই সূত্রানুসারে দ-কারের স্থানে আকার আদেশ, সবর্ণদীর্ঘত্ব করিয়া চতুর্থী বিভক্তির একবচনে উক্ত 'মাবতে' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'বতুপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত-হেতু প্রাতিপদিক স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "সদ্যঃ" এই পদটী 'সমান দিবসে' এই অর্থে "সদ্যঃ পরুৎপরার্য্যৈষমঃ" (পা০ ৪।৩।২২) ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরহেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'চিৎ' এই পদটীর "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ" সূত্রানুসারে অনুদাত্তস্বর হইয়াছে।

ইত্যনুবর্ত্ততঃ। সন্তি। অস্ ভুবি। লটঃ স্থানে ঝি। ঝোহন্তঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃশপ ইতি শপোলুক্। ঙিত্ত্ব প্রত্যয়াশ্রয়াদাত্তত্বং। প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণং। পাঃ ১।১।৬২। ইতি শবকারমাশ্রিত্য লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বং ন ভবতি। বর্ণাশ্রয়বিধৌ প্রত্যয়লক্ষণং নাস্তি। পাঃ ৩।১।৫৬। ইতি নিষেধাৎ। বাতবে। গতমন্ত্রে গতং॥ ৯॥

* * *

নবম ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

সাধনার পথে পদার্পণ করিয়া, মানুষ যখন আত্মকৃত অপকর্ম্মের বিষয় অনুধাবন করিতে সমর্থ হয়; সে তখন একটু একটু করিয়া বুঝিতে পারে,—কি অপার করুণায় শ্রীভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন! কাহারও মনের অগোচর পাপ নাই। কিন্তু বুঝিয়াও মানুষ বুঝিতে চাহে না;—জানিয়াও কেহ সে পাপের বিষয় স্বীকার করে না। অপিচ, তোমায় পাপের ভারে ভারাক্রান্ত দেখিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তিনি যে তোমার ভার লাঘব করিবার জন্য প্রযত্নপর রহিয়াছেন; সহসা তাহাও মানুষ স্বীকার করিতে চাহে না। আত্মকৃত পাপের ভোগে—যন্ত্রণার সময়—তাঁহাকেই সে যন্ত্রণার হেতুভূত দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করে বটে; কিন্তু সে যন্ত্রণা-জ্বালার মধ্যে যদি কচিৎ সুখের হিল্লোল প্রবাহিত দেখে, সে সুখ আত্মকৃত বলিয়াই ঘোষণা করে। ইহাই মানুষের প্রকৃতি।

এখানে সাধক এক স্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন,—ভগবানের কি অপার করুণা। বুঝিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। আনন্দ গদগদ-কণ্ঠে কহিতেছেন,—'হে করুণাময়! তোমার অপার

"সন্তি" এই পদটী, ভুবি (হওয়া) অর্থ-বিশিষ্ট অস্ ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তির (পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের বহুবচন) ঝি, "ঝোহন্তঃ" সূত্রানুসারে উক্ত ঝিএর স্থানে 'অন্ত' আদেশ, এবং "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্রানুসারে 'শপ্'এর লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঙিত্ প্রত্যয় হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণং" (পাঃ ১।১।৬২) এই নিয়মানুসারে এস্থলে 'শপ্'এর অকারকে আশ্রয় করিয়া সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তত্ব হয় নাই, কারণ—'বর্ণাশ্রয়বিধৌ প্রত্যয়লক্ষণং নাস্তি' (পাঃ ১।২।৫৬) অর্থাৎ—বর্ণাশ্রয়বিধিতে প্রত্যয়লক্ষণ নাই; এইরূপ নিষেধ আছে। "বাতবে" পদটীর রূপাদি-সাধন প্রণালী গত মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে॥ ৯॥

* * *

করুণা! তুমি যে আমার ন্যায় কদাচারী পাপীকেও সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া আসিতেছ—তোমার এ করুণার তুলনা নাই।'

এ ঋক্, পাপী তাপী অভাজনকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে;—ভগবৎ-পাদপদ্মে ন্যস্তচিত্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে; বলিতেছে,—'মোহান্ধ মানব! অগ্রসর হও; করুণার পরিচয় আপনিই পাইবে।' (১ম-৮সূ-৯ঋ)।

— * —

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থংচ শংস্যা।

ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে॥ ১০॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

এব। হি। অস্য। কাম্যা। স্তোমঃ। উক্থং।

চ। শংস্যা। ইন্দ্রায়। সোমঽপীতয়ে॥ ১০॥

* • *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ঐশ্বর্য্যসম্পন্নস্য ইন্দ্রস্য) 'স্তোমঃ' (সামসাধ্যং স্তোত্রং) 'উক্থং চ' (ঋক্সাধ্যং শস্ত্রং চ, সামগানং মন্ত্রং চ) 'সোমপীতয়ে' (সোমসুধাপায়িনে, ভক্তাধীনায় ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'কাম্যা' (কামনাযোগ্যো) 'এব হি' (এবং খলু) 'শংস্যা' ঋত্বিগ্ভিঃ প্রশংসনীয়ে ভবত ইতি শেষঃ)। (১ম—৮সূ—১০ঋ)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক সেই যে সামমন্ত্র গীত হয় এবং সেই যে ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহা সোমসুধাপায়ী (ভক্তাধীন) ইন্দ্রদেবের কাম্য অর্থাৎ অভিলষিত। (১ম—৮সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যেন্দ্রস্য স্তোমঃ সামসাধ্যং স্তোত্রং উক্থং চ ঋক্‌সাধ্যং শস্ত্রমপ্যেবাহেতে উভে এবংবিধে খলু। কিংবিধে ইতি তদুচ্যতে। কাম্যা। কাময়িতব্যো। শংস্যা। ঋগ্‌ভিঃ শংসনীয়ে কিমর্থং শংসনমিতি তদুচ্যতে। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে। ইন্দ্রস্য সোমপানার্থং।

এবাহস্য। ব্যবহিতমন্ত্রে গতং। কাম্যা। কমের্ণিঙন্তাদচো যৎ। পা০ ৩।১।৯৭। ণেরনিটি। পা০ ৬।৪।৫১। ইতি ণিলোপঃ। তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বে প্রাপ্তে যতোঽনাবঃ। পা০ ৬।১।২১৩। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুপো ডাদেশঃ। স্তোমঃ। অর্তিস্তুসু। উ০ ১।১৩৮। ইত্যাদিনা মন্‌প্রত্যয়ঃ। উক্থং। বচ পরিভাষণে। পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্। উ০ ২।৭। ইতি থক্। কিত্বাৎ সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বগুণাভাবৌ। শংস্যা। শংসু স্তুতৌ। ঋহলোর্ণ্যদচো যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং সুপো ডাদেশঃ। সোমপীতয়ে। সোমস্য পীতিঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। অথবা সোমস্য পীতির্যস্যেন্দ্রস্যেতি সোমপীতিরিন্দ্রঃ। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ষোড়শো বর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেবের সামসাধ্য স্তোত্র ও উক্থমন্ত্র এবং ঋক্‌সাধ্য শস্ত্রমন্ত্র, এই উভয়ই এইরূপ হইয়া থাকে। কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা কথিত হইতেছে। সকলেরই কামনার বিষয়ীভূত, ঋত্বিক্ সমূহদ্বারা শংসনীয় অর্থাৎ স্তুত। কি জন্য ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক স্তুত, তাহা কথিত হইতেছে। ইন্দ্রদেবের সোমপানের নিমিত্ত ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক প্রশংসনীয়।

"এবাহস্য" এবা-হি-অস্য—এই পদত্রয়ের স্বরাদি ও সাধনপ্রণালী ব্যবহিত পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যাতে কথিত হইয়াছে। "কাম্যা"—কামনার্থ ণ্যন্ত কমি (কম্) ধাতুর উত্তর "অচোযৎ" (পা০ ৩।১।৯৭) এই সূত্রানুসারে যৎ (য) প্রত্যয় হইয়া "ণেরনিটি" (পা০ ৬।৪।৫১) সূত্রানুসারে ণি-এর লোপ হইয়াছে। "তিৎস্বরিতং" সূত্রানুসারে স্বরিত-স্বরের প্রাপ্তিতে "যতোঽনাবঃ" (পা০ ৬।১।২১৩) সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সুপ্রের স্থানে ডা (আ) আদেশ হইয়াছে। "স্তোমঃ" এইপদটী, "অর্তিস্তুসু" (উং ১।১৩৮) সূত্রানুসারে মন্ (ম) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "উক্থং"—পরিভাষণার্থ বচি (বচ্) ধাতুর উত্তর "পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্" (উ০ ২।৭) এই সূত্রানুসারে থক্ (থ) প্রত্যয়, কিৎ হেতু সম্প্রসারণ, পর-পূর্ব্বত্ব ও গুণের অভাব হইয়াছে। "শংস্যা" এই পদটী, স্তুতি-অর্থ বিশিষ্ট ণ্যন্ত শংসু ধাতুর উত্তর "অচো যৎ" সূত্রানুসারে যৎ (য) প্রত্যয় করিয়া (পূর্ব্ববৎ) সুপের স্থানে ডা আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "যতোঽনাবঃ" সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সোমপীতয়ে"—'সোমের পীতি' এইরূপ ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তিতে বিনিময়ে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা 'সোমের পীতি (পান) যাঁর' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে ইন্দ্রদেবকে বুঝাইবে; এপক্ষে "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদং" এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইবে ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথমাধ্যায়ে ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

দশম ঋকের বিশদার্থ।

স্তব যে শ্রীভগবানের তুষ্টি সাধিত হয়, সামগানে এবং ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণে তিনি যে প্রীতি লাভ করেন, এ ঋক্ স্পষ্টভাবে তাহাই ঘোষণা করিতেছেন। ঋক বলিতেছেন,—'সামগানে এবং ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণে ভগবানের যে মহিমা কীর্ত্তিত হয়, তাহা তাঁহার অভিলষিত।'

এ ঋকের লক্ষ্য—ধর্ম্ম-কর্ম্মে মানুষের প্রবৃত্তির উন্মেষণ। মানুষ যখন জানিতে পারিবে—ভগবান ইন্দ্রদেব সকলের সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারেন; তার পর যখন বুঝিতে পারিবে—ইন্দ্রদেব সামগানে ও ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন অভিলাষ করেন; তখন মানুষ স্বতঃই ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। মানুষের কামনার অন্ত নাই। কামনার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রতিনিয়ত সে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে। সে কামনা যদি তাহার পূর্ণ হয়, কেন সে যজ্ঞকর্ম্মে পূজারাধনায় প্রবৃত্ত হইবে না? এমন সুবিধা বুঝিলে, প্রবৃত্তি যে আপনিই আসিবে।

এইবার বুঝিয়া দেখুন,—ভগবানে কেন সে কামনার আরোপ করা হইয়াছে। সে কেবল—জীবের মঙ্গলের জন্য। স্তুতি-নিন্দার অতীত তিনি; স্তুতি-নিন্দায় তাঁহার কি আসে-যায়? তবে যে কামনার কথা বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—তোমার চিত্ত তাঁহার প্রতি যেন প্রধাবিত হয়। তাহাই তোমার শ্রেয়ঃ। তাহাই তোমার ইষ্টসাধক। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, মন্ত্রশক্তি তোমাতে সঞ্চিত হইবে। সেই শক্তিই স্বরূপ শক্তি। সেই শক্তির প্রভাবেই তুমি স্বারূপ্য-লাভের অধিকারী হইবে।

'সোমপীতয়ে' শব্দে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য-পানের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া বিশ্বাস করা ভ্রম মাত্র। ভক্তাধীন ভগবান ভক্তিসুধাপানে বিভোর হইয়া আছেন। 'সোমপীতয়ে' শব্দে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে মাত্র। ভক্তের ভক্তিতে তিনি যেমন দ্রবীভূত হন, তেমন আর কিছুতেই নহে। অতএব, ভক্তিপ্লুত-কণ্ঠে জ্ঞানস্বরূপ মন্ত্র গান কর। ভগবানের করুণা তোমার প্রতি সহস্রধারে বর্ষিত হইবে। এরূপে মন্ত্র-ব্রহ্মের অনুস্মরণে ঋক্ তোমায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে। (১ম—৮সূ—১০ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। নবমং সূক্তং

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ। সপ্তদশঃ

অষ্টাদশশ্চ বর্গঃ।

ষষ্ঠৈন্দ্র-সূক্তং।

একই বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইলে 'পুনরুক্তি দোষ ঘটে।' সকল বিষয়েই এ দোষ সম্ভবপর; কিন্তু ভগবন্মহিমা-কীর্ত্তনে পুনরুক্তি দোষ-মধ্যে গণ্য নহে; পরন্তু ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গের পুনরুক্তি সর্ব্বথা শ্রেয়ঃসাধক বলিয়াই পরিগণিত হয়।

ধনৈশ্বর্য্যের প্রার্থনা—শত্রুদমনের প্রার্থনা—কখনও ফুরায় কি? শত্রু নিত্যবর্দ্ধমান, অভাব নিত্য নূতন প্রকারের। শত্রুদমনের জন্য, আর অভাব পূরণের জন্য, শক্তি-সামর্থ্য ও ধনৈশ্বর্য্য প্রতি পদবিক্ষেপে প্রয়োজন। সুতরাং প্রার্থনাও অফুরন্ত। তাই আবারও ইন্দ্রসূক্ত;—আবারও দশটী ঋকে ইন্দ্রদেবের করুণা-প্রার্থনা। ভক্ত ডাকিতেছেন,—"তুমি এস!—আমার শত্রু দমন কর। তুমি এস!—আমার প্রয়োজনাধিক ধন-জন-রূপ-ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।"

"অবিরত বিন্দুপাতে শিলা হয় ভেদ।"

ডাকিতে—ডাকিতে—ডাকিতে, কর্ণে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইবে, না কি? শুনিতে—শুনিতে—শুনিতে, একবার ফিরিয়া চাহিবেন না কি? শাস্ত্র বলিতেছেন—'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই! শ্রবণে, কীর্ত্তনে, স্মরণে, মননে, অনুধ্যানে,—হৃদয়ে একটা প্রতিচ্ছবি পড়িবেই পড়িবে!' আমাদের সেই চেষ্টা যাহাতে হয়, করুণাময়ের করুণায় ধারার বিষয় আমরা যেন বিস্মৃত না হই, এই জন্যই সূক্তগুলি পুনঃপুনঃ আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

কঙ্কর বালুকারাশির অভ্যন্তরে লোক-লোচনের অন্তরে যেমন অন্তঃসলিলবাহিনী ধারা প্রবহমানা, অল্প আয়াস স্বীকারে সামান্য উৎখাতের ফলে সেই শুষ্ক বালুকার মধ্য হইতে যেমন স্বচ্ছ সলিল নির্গত হয়; শ্রীভগবানের করুণাও সেইরূপ আমাদের জন্য অন্তঃসঞ্চিত আছে,—অল্প চেষ্টা করিলেই আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি।

ষষ্ঠেন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

ইন্দ্রেহীত্যাদিকং দশর্চং সূক্তং সুরূপকৃত্নুমিত্যাদিষু ষষ্ঠং। ঋষ্যাদয়স্তু পূর্ব্ববৎ। বিশেষবিনিয়োগস্ত্বতিরাত্রে দ্বিতীয়পর্য্যায়েঽচ্ছাবাকশস্ত্র ইন্দ্রেহীত্যনুরূপস্তৃচঃ। অতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতি খণ্ড ইদং বসো সুতমন্ধ ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসঃ। আ০ ৬।৪। ইতি সূত্রিতং। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

* . *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ।

মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ১ ॥

ষষ্ঠেন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"ইন্দ্রেহি" ইত্যাদি দশটী ঋক্‌বিশিষ্ট সূক্ত, "সুরূপকৃত্নুং" ইত্যাদি সূক্তের মধ্যে ষষ্ঠ সূক্ত। এই সূক্তের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। ইহার বিশেষ বিনিয়োগ উক্ত হইতেছে—অতিরাত্র যাগে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে অচ্ছাবাকের (তন্নামক ঋত্বিকের) শস্ত্রকর্ম্মে এই তৃচটি ('ইন্দ্রেহি' ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয়) অনুরূপ পাঠ্যরূপে বিনিযুক্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "অতিরাত্রে পর্য্যায়াণাং" এই খণ্ডে "ইদং বসো সুতমন্ধ" "ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসঃ (আ০ ৬।৪) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে।

সেই ('ইন্দ্রেহি' ইত্যাদি) সূক্তে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। ইহি। মৎসি। অন্ধসঃ। বিশ্বেভিঃ। সোমপর্ব্বৎভিঃ। মহান্। অভিষ্টিঃ। ওজসা ॥ ১ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব) 'এহি' (আগচ্ছ ইতি শেষঃ) 'বিশ্বেভিঃ' (সর্ব্বৈঃ ভক্তজনৈঃ) 'সোমপর্ব্বভিঃ' (ভবারাধনারূপযজ্ঞোৎসবৈঃ) 'অন্ধসঃ' (ভক্তিসুধারূপৈঃ অন্নৈঃ) 'মহান্' (ঐশ্বর্য্যসম্পন্নঃ) ত্বম্ 'মৎসি' (মাত্সি—হৃষ্টো ভবসি), 'ওজসা' (স্বপ্রভাবেন) 'অভিষ্টিঃ' (শত্রূণাং অভিভবিতা ভব, শত্রূন্ নিপাতয় ইতি শেষঃ)। (১ম—৯সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি আগমন করুন; বিশ্ববাসী ভক্তজন যজ্ঞোৎসবে ভক্তিরূপ অন্নের আয়োজন করিতেছে; মহান্ আপনি, সেই অন্ন গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হউন; আর শত্রুদিগকে নিপাত করুন। (১ম—৯সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে ইন্দ্র এহি। অস্মিন্ কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। আগত্য চ বিশ্বেভিঃ সর্বৈঃ সোমপর্বভিঃ সোমরসরূপৈঃ অন্ধসোঽন্নোভিরন্নৈর্মৎসি। মাদ্য হৃষ্টো ভব। ততঃ ঊর্দ্ধমোজসা বলেন মহান্ ভূত্বাভিষ্টিঃ শত্রূনামভিভবিতা ভবেতিশেষঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি এই (যজ্ঞ) কর্ম্মে আগমন করুন। আগমন করিয়া সোমরসরূপ-অন্নসমূহ দ্বারা হর্ষান্বিত হউন। তাহার পর বলের দ্বারা মহৎ (শ্রেষ্ঠ) হইয়া শত্রুসমূহের অভিভব (পরাভব) কর্ত্তা হউন।

অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামস্বোজঃ পাজ ইতি পঠিতং। আ। ইহি। আদ্‌গুণঃ। পা০ ৬।১।৮৭। ইন্দ্র এহি। ওমাঙোঃ স্থানে .অন্তবদেকবদ্বাপদেশবিভাণ্ড্‌মাঙো-রেকাদেশস্যাঙ্‌ব্যপদেশাদোমাঙোশ্চ। পা০ ৬।১।৯৫। ইতি পররূপত্বং। মৎসি। মাদ্য। মদী হর্ষগ্লপনয়োঃ। লোটঃ সিপ্‌। সর্ব্ববিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি সেৰ্হিরাদেশঃ। পা০ ৩।৪।৮৭। ন ভবতি। দিবাদিভ্যঃ শ্যনিতি শ্যন্‌। বহুলংছন্দসীতি শ্যনো লুক্‌। নলুমতাঙ্গস্য। পা০ ১।১।৬৩। ইতি প্রত্যয়লক্ষণপ্রতিষেধাচ্ছমামষ্টানাং দীর্ঘঃ শ্যনি। পা০ ৭।৩।৭৪। ইত্যুপধাদীর্ঘো ন ভবতি। সিপঃ পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বর এব। অন্ধসঃ। অদেনুম্‌ধশ্চ। উ০ ৪।২০৭। ইত্যসুন্‌। ব্যত্যয়েন তৃতীয়াবহুবচনং কর্ত্তব্যং নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বিশ্বেভিঃ। অশূপ্রুষি। উ০ ১।১৫০। ইত্যাদিনা কন্‌। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঐসাদেশো বহুলংছন্দসীতি ন ভবতি। সোমপর্বভিঃ। লতারূপং সোমং পৃণন্তি পূরয়ন্তীতি সোমপর্বাণঃ সোমরসাঃ।

অষ্টাবিংশতি (আটাইশ) সংখ্যক বলনামের মধ্যে "ওজঃ পাজঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। 'আ' এবং 'ইহি' এই উভয় পদের সন্ধিতে "আদ্‌গুণঃ" (পা০ ৬।১।৮৭) সূত্রানুসারে গুণ হইয়া "এহি"—পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর 'ইন্দ্র' 'এহি' এই উভয় পদে সন্ধি হইয়া "ইন্দ্রেহি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—উক্ত 'ইন্দ্র' ও 'এহি'-পদের সন্ধিতে 'ওমাঙোশ্চ' সূত্রে আঙের নির্দেশ থাকায় 'এ'কারের পররূপ হইতে পারে না অর্থাৎ 'ইন্দ্রেহি' এইরূপ না হইয়া 'ইন্দ্রৈহি' এইরূপ হইতে পারে? উক্ত আশঙ্কায় বলিতেছেন-) 'যাহা উভয়স্থানে ব্যবহৃত হয় তাহা অন্যতরের ব্যপদেশ লাভ করে' এই নিয়ম হেতু 'আঙ্‌' ও 'মাঙ্‌'এর একাদেশে আঙের ব্যপদেশ (ব্যবহার) হয় বলিয়া "ওমাঙোশ্চ" (পা০ ৬।১।৯৫) সূত্রানুসারেই পররূপত্ব হইয়াছে। "মৎসি" অর্থাৎ "মাদ্য" এই পদটী; হর্ষ ও গ্লপন অর্থবিশিষ্ট মদী (মদ্‌) ধাতুর উত্তর লোটবিভক্তির সিপ্‌ (সি) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। (ব্যাকরণ শাস্ত্রের) 'সমস্তবিধিই ছন্দোবিষয়ে বিকল্পিত হয়' এই নিয়মে (উক্ত 'মৎসি' পদের) 'সি' এর স্থানে 'হি' আদেশ হয় নাই। "দিবাদিভ্যঃ শ্যন্‌" এই সূত্রানুসারে শ্যন্‌ (য) আগম এবং "বহুলংছন্দসি" সূত্রদ্বারা সেই 'শ্যন্‌' এর লোপ হইয়াছে। "নলুমতাঙ্গস্য" (পা০ ১।১।৬৩) এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়লক্ষণের নিষেধ বশতঃ "শমামষ্টানাং দীর্ঘঃ শ্যনি" (পা০ ৭।৩।৭৪) এই সূত্রদ্বারা উপধার (অন্ত্যবর্ণের সমীপবর্ত্তীর) দীর্ঘ হয় নাই। 'সিপ্‌' প্রত্যয়ের পিত্ত্বনিবন্ধন ধাতুস্বরই (উদাত্তস্বরই) হইয়াছে। "অন্ধসঃ" এই পদটী, ভক্ষণার্থক অদি (অদ্‌) ধাতুর উত্তর "অদেনুম্‌ধশ্চ" (উ০ ৪।২০৭) এই সূত্রানুসারে অসুন্‌ (অস্‌) প্রত্যয় করিয়া নুম্‌ (ন) আগম ও দ-কারের স্থানে ধ-কার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে পরিবর্ত্তে তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচন করা কর্ত্তব্য। অসুন্‌ প্রত্যয়ের নিৎ-হেতু 'অন্ধসঃ' পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিশ্বেভিঃ" পদটী, বিশ্‌ ধাতুর উত্তর "অশূপ্রুষি" (উ০ ১।১৫০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে কন্‌ (ব) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিৎহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে (তৃতীয়ার বহুবচন 'ভিস্‌' এর স্থানে) 'ঐস্‌' আদেশ হয় নাই। "সোমপর্ব্বভিঃ"—'লতারূপ সোমকে পূরণ করে যাহারা' এই অর্থে 'সোমপর্ব্বন্‌', পদে

পূপালনপূরণয়োঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্। উপপদসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ পুনঃ স এব ভবতি। অভিষ্টিঃ অভিগন্তা। ইষগতৌ। মন্ত্রেবৃষ। পা০ ৩।৩।৯৬। ইত্যাদিনা ক্তিন্ উদাত্তঃ। সহি ভাবপরোঽপি ভবিতারং লক্ষয়তি। তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু চ। পা০ ৭।২।৯। ইতীড়াগমো ন ভবতি। অভিশব্দস্যেকার এমন্নাদিষু পররূপং বক্তব্যং। পা০ ৬।১।৯৪। ইতি পররূপত্বং। প্রাদিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ওজসা। উবুন্দেবর্লোবলোপশ্চেত্যসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ ॥ ১ ॥

প্রথম (৮১ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকটির আলোচনায় অন্তরে ত্রিবিধ ভাবের উদয় হয়। প্রথম, মনে হয়, এ ঋকে প্রার্থনাকারী কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন নাই; বিশ্ববাসী সকলের কিসে মঙ্গল হয়, এই ঋক্ সেই অনু-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত।

'এহি' এই ক্রিয়াপদে, 'তুমি এই যজ্ঞক্ষেত্রে এস' অথবা 'এই

সোমরসকে বুঝাইতেছে। সোম উপপদপূর্বক পালন ও পূরণ অর্থবিশিষ্ট পৃ ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপিদৃশ্যন্তে" সূত্রানুসারে বনিপ্ (বন্) প্রত্যয় করিয়া উক্ত 'সোমপুর্বভিঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বনিপ্ প্রত্যয়ের পিৎ-হেতু ধাতুস্বরই (উদাত্তস্বরই) হইয়াছে। উপপদ-সমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু পুনরায় সেই (উদাত্ত) স্বরই হইয়াছে। "অভিষ্টিঃ" (অর্থাৎ-অভিগন্তা) এই পদটী, 'অভি' পূর্বক গত্যর্থ ইষ্ ধাতুর উত্তর "মন্ত্রেবৃষেষ" (পা০ ৩।৩।৯৬) সূত্রানুসারে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়স্বর উদাত্ত হইয়াছে। সেই ক্তিন্ প্রত্যয় ভাবপর হইলেও (ধাতুর অর্থ মাত্রকে বুঝাইলেও) ভবিতাকে (ভাবী কর্তাকে) লক্ষ্য করিতেছে। ক্তিন্ প্রত্যয়ের কিৎ-হেতু লঘু উপধা-স্বরের গুণ হয় নাই এবং "তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু চ" (পা০ ৭।২।৯) সূত্রানুসারে ইট্ (ই) আগম হয় নাই। 'অভি' শব্দের ই-কার "এমন্নাদিষু পররূপত্বং বক্তব্যং" (পা০ ৬।১।৯৪) এই সূত্রানুসারে পররূপ হইয়াছে। প্রাদি-সমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ওজসা" এই পদটি, বলার্থ উব্জ ধাতুর উত্তর "উব্জেবর্লোবলোপশ্চ" সূত্রানুসারে অসুন্ (অস্) প্রত্যয় (ব-কারের লোপ, উকারের গুণে ও-কার) করিয়া তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অসুন্ প্রত্যয়ের নিৎ-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ভারতবর্ষে এস' ইত্যাদি-রূপ সঙ্কীর্ণ ভাব কেন মনে আসে? 'এহি' পদের অর্থ—'এস।' প্রথম দৃষ্টিতে 'এস' বলিতে 'এই যজ্ঞস্থলে এস'—এই ভাবই মনে হয় বটে। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ঐ ক্রিয়াপদে "তুমি এস—এই পৃথিবীতে এস—বিপদ দূর করিবার জন্য এস" এইরূপ অর্থই প্রতীত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, 'অন্ধসঃ' পদ অন্ন-বিষয়ক। বুঝুন—ঐ অন্ন (অন্ধসঃ) প্রস্তুত হইয়াছে কাহাদের দ্বারা। উত্তর—'বিশ্বেভিঃ'—বিশ্ববাসী জনগণের দ্বারা। 'আমাদের যজ্ঞে এস' এই ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, "বিশ্বেভিঃ অন্ধসঃ" পদদ্বয় কেন থাকিবে? তৎপক্ষে 'অস্মৎ'-শব্দের বা তত্তাৎ-দ্যোতক অন্য কোনরূপ শব্দের ব্যবহার থাকা উচিত ছিল। বিশ্ববাসী জনগণের অন্ন বা পূজা গ্রহণ করিয়া প্রীত হও; আর, শত্রুনাশ কর—আমাদের অর্থাৎ এই কয়েক জন যজ্ঞকারীর;—এরূপ উক্তি অতি অর্ব্বাচীনের মুখেই শোভা পায়। জ্ঞানস্বরূপ বেদে এতদ্রূপ অসঙ্গত নিরর্থক বাক্য প্রয়োগ অসম্ভব। আমরা মনে করি, এখানেও প্রার্থনার বিশ্বজনীন ব্যাপকতা ভাব আসিতেছে। অর্থাৎ, কেবল আমাদের শত্রু নহে, 'বিশ্ববাসীর শত্রুনাশ কর'—প্রার্থনায় ইহাই বুঝা যাইতেছে।

তারপর—"সোমপর্ব্বভিঃ।" সায়ণাদি অর্থ করিয়াছেন—"সোমরস-রূপৈঃ," "অন্ধসঃ অন্নৈঃ" অর্থাৎ,—সোমরস-রূপ অন্নের দ্বারা। কিন্তু 'সোমরস-রূপ অন্নের দ্বারা বিশ্ববাসী জনগণ পূজা করে'—এ এক বিষম প্রহেলিকা! দুই জন, দশ জন, শত জন, সহস্র জন—যাঁহারা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সন্ধান জানিতেন বা সেই রস দিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন; তাঁহাদের পক্ষের কথা হইলে বরং ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না; কিন্তু বিশ্ববাসী জনগণের প্রসঙ্গ যে ক্ষেত্রে উত্থাপিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে 'সোমপর্ব্ব' বলিতে সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের পর্ব্ব কি করিয়া মনে করিতে পারি? পরন্তু এরূপ সমস্যার স্থলে 'সোম'-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণের অবসর প্রাপ্ত হইতে পারি না কি? বিশ্ববাসী সকলের দ্বারা উপহৃত অন্ন—তোমার গ্রহণের উপযোগী অন্ন—সে অন্ন কি প্রকার? আমরা বলি—সে অন্ন 'ভক্তি'। ভক্তি ভিন্ন সে অন্ন অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। ভক্তিই ভগবানের উদ্দেশে প্রদত্ত একমাত্র প্রকৃষ্ট অন্ন। এখানে সেই

অন্নের কথাই বলা হইয়াছে। বিশ্ববাসী সকলেই সে অন্ন তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারে।

'সোম'-শব্দের সহিত 'পর্ব্ব' শব্দের সমাবেশ-বিষয় অনুধাবন করিলেও—সে অর্থের স্বরূপ-তত্ত্ব অবধারণে সহায়তা লাভ করা যায়। পূরণবাচক 'পৄ' ধাতু হইতে 'পর্ব্বন্' শব্দের উৎপত্তি। উহার ভাবার্থ—সংহতি। তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিতেছি। আর, তাহা হইলে, ঋকের অর্থ হয় এই যে—'বিশ্ববাসী সকলের ভক্তি একত্রিত (সংহতিপ্রাপ্ত, মিলিত) হইয়া তোমার যজ্ঞ-পর্ব্বে অন্নরূপে নিবেদিত হইতেছে; তুমি এস; হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ কর; আর তাহাদের—বিশ্ববাসী সকলের—শত্রু বিমর্দ্দন কর।'

এক জন এক স্থলে তোমার পূজায় ব্রতী নয়। এক দেশে এক শ্রেণীর ঋত্বিক তোমার পূজার আয়োজন করিয়া নিশ্চিন্ত নয়। বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ভক্ত তোমায় আহ্বান করিতেছে; দিকে দিকে তোমার পূজার আয়োজন চলিয়াছে। ব্যষ্টিভাবে তাঁহাদের সে পূজার উপচারে পার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু সমষ্টিভাবে তাঁহাদের সে পূজার উপকরণ অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। আর, তাই বলা হইয়াছে—"সোমপর্ব্বভিঃ"। পর্ব্বই তো বটে। সংহতি তো সর্ব্বত্রই। যিনি যে দিকে যে ভাবেই পূজার আয়োজন করুন, ভক্তিরূপ সোমসুধা সর্ব্বত্রই যে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? অতএব, এখানে ভগবানের প্রতি জগদ্বাসীর ভক্তির বিষয়ই উক্ত হইয়াছে—প্রতীত হয়। বিশ্ববাসীর ভক্তি—এই সংহতির ভাব আছে বলিয়াই 'পর্ব্ব'-শব্দের সার্থক প্রয়োগ বুঝিতে পারি। সোমরূপ ভক্তিসুধা সর্ব্বত্র সঞ্চিত হইয়া ভগবানের পূজা-উৎসবের আয়োজনে ব্রতী আছে। তিনি মর্ত্ত-লোকে আবির্ভূত হইয়া মানবের শত্রুনাশ করুন—শ্রেয়ঃসাধন করুন।

ঋকের আর একটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ঐ ভাবই দৃঢ়ীকৃত হয়। ঋকে আছে—'মহান্'; অর্থাৎ, তুমি অশেষ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ইহার ভাবার্থ এই যে,—তোমাকে প্রদানের উপযুক্ত এমন কি সামগ্রী আছে, যদ্দ্বারা তোমার তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে? আছে—আমাদের সম্বল—এক মাত্র ভক্তিসুধা। তুমি তাহা গ্রহণ কর; এবং তাহাতেই হৃষ্ট হও। ঋকে এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি। (১ম—৩সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে।

চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ঈং। এনং। সৃজত। সুতে। মন্দিং। ইন্দ্রায়।

মন্দিনে। চক্রিং। বিশ্বানি। চক্রয়ে ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'এমেনং' (ঈং এনং এবম্ভূতং ভক্ত্যোপহৃতং) 'চক্রিং' (সাধুকরণশীলং, সৎকর্ম্মসহকৃতং) 'মন্দিং' (হর্ষহেতুং, ভগবৎপ্রীতিপ্রদঃ) 'সুতে' (সুতং—সুসংস্কৃতং ভক্তিসুধারূপং সোমং) 'মন্দিনে' (নিত্যহর্ষযুক্তায়, জনানন্দস্বরূপায়) 'বিশ্বানি চক্রয়ে' (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কৃতবতে, সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদনশীলায়, সর্ব্বাভীষ্টসাধকায় ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সৃজতা' (আসৃজত—অর্পয়ত· যূয়মিতিশেষঃ) ; তাদৃশভক্তিসুধারূপঃ সোমস্তস্মিন্ উৎসর্গীকৃতে সতি সুফলপ্রদো ভবতীতি ভাবঃ। (১ম—৯সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ভক্তপ্রদত্ত সৎকর্ম্মসহজাত সুসংস্কৃত (বিশুদ্ধ) যে ভক্তি, তাহা সেই সর্ব্বাভীষ্টসাধক সর্ব্বজনানন্দপ্রদ ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে উৎসর্গ (অর্পণ) কর। তাহাতে সুফল প্রাপ্ত হইবে। (১ম—৯সূ—২ঋ)।

সায়ণ ভাষ্যং।

ঈমিত্যনর্থকঃ। পাদপূরণায় প্রযুক্তঃ। হে অধ্বর্য্যবঃ সুতেঽভিষুতে চমসস্থে সোম এনং সোমমিন্দ্রায়েন্দ্রার্থমাসৃজত। পুনরভ্যুন্নয়ত। শুক্রামন্থিচমসগণে পুনরভ্যুন্নয়নমাপস্তম্বেনোক্তং। হোত্রকানাং চমসাধ্বর্য্যবঃ সকৃৎসকৃদ্ধুত্বা শুক্রস্যাভ্যুন্নীয়োপাবর্ত্তধ্বমিতীতি। কীদৃশমেনং। মন্দিং। হর্ষহেতুং। চক্রিং। সাধুকরণশীলং। কীদৃশায়েন্দ্রায়। মন্দিনে। হর্ষযুক্তায়। বিশ্বানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চক্রয়ে কৃতবতে। সর্ব্বকর্ম্মনিষ্পাদনশীলায়েত্যর্থঃ।

ঈমিত্যস্য পাদপূরণার্থত্বং যাস্ক আহ। যে প্রবৃত্তেঽর্থেঽমিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু বাক্যপূরণা আগচ্ছন্তি পাদপূরণার্থে-মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি। নি০ ১।৯। ইতি। অস্যায়মর্থঃ। অন্যৈরেব পদৈর্বিবক্ষিতেঽর্থে সমাপ্তে সতি যে শব্দা ইমিত্যাদয়ঃ প্রযুক্তাস্তে শব্দা অমিতাক্ষরেষু ছন্দোরাহিত্যেন পরিমিতাক্ষররহিতেষু ব্রাহ্মণাদিবাক্যেষু বাক্যপূরণার্থা দ্রষ্টব্যাঃ। মিতাক্ষরেষু ছন্দোযুক্তেষু গ্রন্থেষু পাদপূরণার্থাঃ। তে চ কমীমিত্যাদয় ইতি। ইমিত্যস্য শব্দস্যানর্থক্যায়েতামৃচমুদাজহার। এমেনং সৃজতা সুতে। আসৃজতৈনং সুত ইতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(ঋকের মধ্যে) ঈং এই পদটির কোন অর্থ নাই। কেবল মাত্র পাদপূরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। হে অধ্বর্য্যুগণ! আপনারা অভিষব সংস্কার দ্বারা (তত্তৎ প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা) পরিশোধিত চমসস্থিত (সোমরসাদি পান করিবার পাত্রবিশেষে অবস্থিত) সোমরসে এই সম্মুখস্থ সোমরস ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত পুনরায় অভ্যুন্নীত করুন। মহর্ষি আপস্তম্ব তাঁহার শুক্রামন্থিচমস নামকগণের মধ্যে পুনরভ্যুন্নয়ন ব্যাপারটি বিশদ করিয়াছেন। যথা "হোত্রকানাং চমসাধ্বর্য্যবঃ সকৃৎসকৃদ্ধুত্বা শুক্রস্যাভ্যুন্নীয়োপাবর্ত্তধ্বমিতি", অর্থাৎ—চমসাধ্বর্য্যুগণ, সেই সেই পাত্র হইতে হবনীয় দেবোদ্দেশে এক একবার আহুতি প্রদান করিয়া শুক্রনামক চমস সমূহে অভ্যুন্নয়ন করতঃ উপাবৃত্ত (প্রত্যাবৃত্ত) হইবেন। কীদৃশ গুণবিশিষ্ট সোমরস অভ্যুন্নীত করিতে হইবে? —"মন্দিং" অর্থাৎ আনন্দের হেতুভূত এবং চক্রিং" অর্থাৎ মঙ্গলকারী। কীদৃশ ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত?—আনন্দিত এবং সর্ব্ববিধকর্ম্মের সম্পাদনকারী।

'ঈং' পদটি যে পাদপূরণার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন;—"অথ যে প্রবৃত্তেঽর্থেঽমিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু বাক্যপূরণা আগচ্ছন্তি পাদপূরণার্থে মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি", নি০ ১৯. ইহার অর্থ এই যে:—ইং-ব্যতীত অন্য সমুদয় পদের দ্বারা বিবক্ষিত অর্থের (যাহা ব'লতে অভিপ্রায় করিয়াছি সেই সমুদায় মনোভাব প্রকাশের) পরিসমাপ্তি হইয়াও উচ্চারিত 'ইং' প্রভৃতি শব্দ যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই শব্দগুলি অমিতাক্ষর অর্থাৎ ছন্দোবন্ধবিরহিত বলিয়া অক্ষর পরিমানের (বর্ণসংখ্যার) নিয়ম বিহীন ব্রাহ্মণ (বেদাংশ) বাক্য সমূহে বাক্য পূরণের হেতুভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এবং মিতাক্ষর অর্থাৎ—ছন্দোনিবদ্ধ গ্রন্থসমূহে পাদ পূরণের নিমিত্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। যেমন কম্ প্রভৃতি। যাস্ক ইং এই শব্দটির নিষ্প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যানের নিমিত্তই এই ঋক্টী উদাহরণ স্বরূপে সন্নিবেশ করিয়াছেন। "এমেনং সৃজতা সুতে। আসৃজতৈনং সুত ইতি।"

এনং ইদমো দ্বিতীয়ায়াং দ্বিতীয়াটৌঃস্বেনঃ। পা০ ২।৪।৩৪। ইত্যেনাদেশোঽনুদাত্ত ইত্যনুবৃত্তেঃ সর্বানুদাত্তঃ। সুজতা। সংহিতায়ামন্ত্রেষামপি দৃশ্যতে। পা০ ৬।৩।১৩৭। ইতি দীর্ঘঃ। মন্দিং। প্রমোদহেতুং। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। ইদিতো নুম্ ধাতোরিতি নুম্। মন্দমানং প্রযুঙ্ক্ত ইত্যর্থে হেতুমতি চ। পা০ ৩।১।২৬। ইতি ণিচ্। ণ্যন্তস্যাজন্তত্বাদচইঃ। উ০ ৪।১৪০। ইতীকারপ্রত্যয়ঃ। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। মন্দিনে। মন্দেঃ পূর্ববৎ। চতুর্থ্যেকবচনেঽনপুংসকস্যাপি। পা০ ৭।১।৭৩। বাত্যয়েন নুমাগমঃ। চক্রিং। ডুকৃঞ্ করণে। আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ। পা০ ৩।২।১৭১। ইতি তচ্ছীলতদ্ধর্মতৎসাধুকারিষু কর্তৃষু কিন্প্রত্যয়ঃ। তস্য কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। যণাদেশঃ। লিড্বদ্ভাবাদ্দ্বির্বচনং দ্বির্বচনেঽচি। পা০ ১।১।৫৯। ইতি যণাদেশস্য স্থানিবদ্ভাবাৎ কৃশব্দস্য দ্বিরুক্তিঃ। অভ্যাসস্যোরদত্বরপরত্বচুত্বহলাদিশেষাঃ। কিনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বিশ্বানি বিশেঃ কন্ নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অস্য চক্রম্ ইতি কৃদন্তেন যোগেঽপি কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি।

'এনং' এই পদটী, ইদম্ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তিতে "দ্বিতীয়াটৌঃ স্বেনঃ" (পা০ ২।৪।৩৪) সূত্রানুসারে উক্ত ইদম্ শব্দ স্থানে এন আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "অনুদাত্তঃ" এইরূপ অনুবৃত্তি থাকায় এনং পদটির সকল স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে। সংহিতাতে (বেদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া) "সুজতা" এই পদটির "অন্যেষামপি দৃশ্যতে।" এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'মন্দিং' অর্থাৎ আনন্দের হেতু। এই পদটি, স্তুতি, মোদ, মদ, স্বপ্ন, কান্তি ও গতি অর্থবিশিষ্ট 'মদি' (মদ্) ধাতুর উত্তর "মন্দমানকে প্রয়োগ (প্রেরণ) করে যে" এই অর্থে "হেতুমতিচ," (পা০ ৩।১।২৬) সূত্রানুসারে ণিচ্ এবং ণ্যন্তধাতু অজন্ত হয় বলিয়া "অচইঃ" (উ০ ৪।১৪০) এই সূত্রানুসারে এই ণিজন্তের উত্তর ই প্রত্যয়, "ণেরনিটি" এই সূত্রানুসারে উক্ত ণিচের লোপ করিয়া নিষ্পাদিত মন্দিশব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর হওয়ায় ইহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইল। 'মন্দিনে' এই পদটি, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিষ্পাদিত মন্দি শব্দের চতুর্থীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে (পা০ ৭।১।৭৩) সূত্রানুসারে নপুংসকলিঙ্গ না হইলেও ব্যত্যয়ে (বিকল্পে) নুম্ আগম হইয়াছে। 'চক্রিং' এই পদটিতে করণার্থক 'ডুকৃঞ্' (কৃ) ধাতুর উত্তর "আদৃগমহনজনঃকিকিনৌলিট্ চ।" (পা০ ৩।২।১৭১) এই সূত্রানুসারে তৎস্বভাব, তদ্ধর্ম্ম এবং তদ্বিষয়েই সাধুকারী কর্তৃবিষয়ে 'কিন্' (ই) প্রত্যয় হইয়াছে এবং ঐ 'কিন্' প্রত্যয়ের কিত্-হেতু (ক থাকে না বলিয়া) গুণ হইল না। পরে যণ্ আদেশ এবং লিড্বদ্ভাব হওয়ায় দ্বিরুক্তি হইয়াছে। এস্থলে "দ্বির্বচনেঽচি" (পা০ ১।১।৫৯) এই নিয়মানুসারে যণ্ আদেশের স্থানিবদ্ভাব হওয়ায় কৃ শব্দটি দ্বিরুক্ত (দুইবার কথিত) হইল। এবং ঐ অভ্যাসের (দ্বিরুক্তের) উরত্ব, রপরত্ব, চুত্ব এবং হলাদিশেষ হইয়াছে। কিন্ প্রত্যয়ের নিত্-হেতু (ন থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিশ্বানি" এই পদটি বিশ্ ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'চক্রং' এই কৃদন্ত পদের সহিত যোগ

পা০ ২।৩।৬৫। ইতি ষষ্ঠী ন ভবতি। কিকিনৌ লিট্‌চেতি কিকিন্প্রত্যয়যোর্লিড্‌বদ্ভাবেন নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাং। পা০ ২।৩।৬৯। ইতি নিষেধাৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৮২ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে। বিশ্ববাসীর হিত-সাধন জন্য তিনি আসিয়া তাহাদের পূজা গ্রহণ করুন,—সাধক এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

এ ঋক সেই প্রার্থনার সাফল্য নির্দ্দেশ করিতেছে। তুমি কি পূজার আয়োজন করিবে? কেমন পূজার আয়োজন করিলে তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইবে? এই ঋকে সেই প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে।

এখানে বলা হইতেছে,—ভক্তিরূপ সোমসুধা তাঁহার পূজার জন্য সঞ্চয় করিতেছ; দেখো, যেন সে ভক্তি সুসংস্কৃত—বিশুদ্ধ হয়। আর দেখো, সে ভক্তি যেন সৎকর্ম্ম-সহ সংশ্লিষ্ট থাকে। তাহা হইলেই সে ভক্তি ভগবানের আনন্দদায়িনী হইবে।

তোমার বিশুদ্ধা ভক্তি যেন সৎকর্ম্মশীলা হয়,—সৎকর্ম্মের সঙ্গে যেন তাহার সংশ্রব থাকে;—এ বড় উদার উচ্চ উপদেশ নহে কি? এই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ সার শিক্ষা নহে কি? আমরা মনে করি, সে ভক্তি ভক্তিই নহে—যে ভক্তি সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নয়।

মূঢ় জন, অসৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভক্তিকেও ভক্তি বলিয়া মনে করিতে পারে। তাহাতে তাহাদের ঘোর-বিভ্রম (মহাপাতক) সঞ্জাত হওয়াও অসম্ভব নহে। সে কেমন? মনে করুন;—দস্যুদল

থাকিলেও "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি"। (পা০ ২।৩।৬৫) সূত্রানুসারে এই বিশ্বানি পদটির উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে পারিল না। যেহেতু "কিকিনৌ লিট্‌ চ", এই সূত্রদ্বারা 'কি' এবং 'কিন্' প্রত্যয়ের লিড্‌বদ্ভাব হেতু (লিট্‌ বিভক্তির মত কার্য্য হওয়ায়) "নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাং" (পা০ ২।৩।৬৯) এই সূত্রানুসারে উক্ত ষষ্ঠী বিভক্তির নিষেধ হইয়াছে॥ ২॥

করিতে চলিয়াছে;—নরহন্তা নরহত্যার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছে; আর, তাহাদের সেই কার্য্যের সিদ্ধি-কামনা করিয়া, তাহারা কালীপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে,—ভক্তিসহকারে মায়ের চরণে জবা-বিল্বদল অর্পণ করিতেছে। তাহাদের সে পূজা, তাহাদের সে ভক্তি, কদাচ সৎসংশ্রব-যুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্যপক্ষে, দেশব্যাপী মহামারী উপস্থিত হইলে অথবা কোনরূপ দৈবনিগ্রহে নরনারী বিপন্ন হইলে, দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য, যে দেবার্চ্চনার ব্যবস্থা হয়, জগজ্জননীর বা জগৎপিতার প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহাকে সৎকর্ম্ম-সম্বন্ধ-যুত ভক্তি বলিতে পারি। অপিচ, ঐ ভক্তি অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক হয়—যদি তাহার সহিত সৎকর্ম্মের আধিক্য থাকে। তাই, মহামারীর বা দুর্ভিক্ষের সময়, দেবার্চ্চনার সঙ্গে, ঔষধ-পথ্যের ও অন্নাদি বিতরণের ব্যবস্থা প্রায়শঃ দেখিতে পাই। আমরা মনে করি, এখানে সেই ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে,—যে ভক্তি ঐরূপ সৎকর্ম্মাদির সহিত সংশ্রববিশিষ্ট হয়। সেই ভক্তি তাঁহাতে অর্পণ কর। তিনি সর্ব্বাভীষ্ট-সাধক, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন; তিনি আনন্দময়, তোমায় আনন্দ বিলাইবেন। এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

এখন, যজ্ঞকর্ম্মে বা উপাসনা-ক্ষেত্রে সে অর্থ যে ভাবে যিনি প্রয়োগ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই উহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞকর্ম্মের প্রকৃতি-পদ্ধতি যখন যেমন প্রচলিত ছিল, সেই সময় উহার সেইরূপ অর্থই হইয়া আসিয়াছে। সায়ণভাষ্যের অনুসরণে ব্যাখ্যাকারগণ ঋকের তাই অর্থ করিয়া থাকেন,—'কাষ্ঠের চমসে (যজ্ঞপাত্রে) যে সোমরস ছিল, তাহা ইন্দ্রদেবকে নিবেদন করার জন্য ঋকে অধ্বর্য্যু নামক পুরোহিতগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে।' ইত্যাদি। যজ্ঞে যে ভাবেই ঐ মন্ত্র ব্যবহার থাকুক, অধুনা-আকাশ-কুসুমবৎ সোমরস যে ভাবেই সঞ্চিত হউক, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু কদর্থকারিগণের গবেষণা, 'চক্রিং' শব্দে 'মদ্যপানে চক্রবৎ ঘূর্ণন' প্রভৃতি অর্থ টানিয়া আনিয়া ঋকটিকে যে অপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে বড়ই মনস্তাপ পাই। (১ম-৯সূ-২ঋ)

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে।

সচৈষু সবনেষ্বা ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

মৎস্ব। সুঽশিপ্র। মন্দিঽভিঃ। স্তোমেভিঃ। বিশ্বঽচর্ষণে।

সচা। এষু। সবনেষু। আ ॥ ৩ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সুশিপ্র' (হে সুশোভন, তেজোময়) 'বিশ্বচর্ষণে' (সর্ব্বেষাং ভক্তানাং আধারভূত হে দেব) 'মন্দিভিঃ' (আনন্দোৎপাদকৈঃ) 'স্তোমেভিঃ' (স্তোত্রৈঃ স্তোত্রৈঃ) 'মৎস্ব' (হৃষ্টো ভব) 'এষু' (ভক্তানুষ্ঠিতেষু) 'সবনেষু' (যজ্ঞেষু, সৎকর্ম্মনিবহেষু) 'আ সচা' (সর্ব্বতোভাবে আগচ্ছ, সংলিপ্তো ভব সুনিশ্চিতেষঃ)। (১ম—৯সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সুশোভন তেজঃস্বরূপ! বিশ্ববাসী ভক্তগণের আধারভূত হে ইন্দ্রদেব! আনন্দবর্দ্ধক স্তুতি-মন্ত্রে তুমি হৃষ্ট হও; ভক্তানুষ্ঠিত যজ্ঞে তুমি আবির্ভূত হও (সৎকর্ম্মনিবহে তুমি সংশ্লিষ্ট থাক)। (১ম—৯সূ—৩ঋ)।

* * *

ঋক্—৪র্থ।

সায়ণভাষ্যং।—

হে সুশিপ্র হে শোভনহনো শোভননাসিক বা। শিপ্রে হনুনাসিকে বা নি॰ ৬।১৭। ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ। তাদৃশ হে ইন্দ্র মন্দিভির্হর্ষহেতুভিঃ স্তোমেভিঃ স্তোত্রৈর্মৎস্ব। হৃষ্টো ভব। হে বিশ্বচর্ষণে সর্ব্বমনুষ্যযুক্ত সর্ব্বৈর্যজমানৈঃ পূজ্যোত্যর্থঃ। তাদৃশেন্দ্র যজ্ঞেষু যাগগতেষু ত্রিষু সবনেষু সচা দেবৈঃসহ সহাগচ্ছেভির্দেবৈঃ।

মদিস্তুতীত্যস্ত লোট্যনিত্যমাগমশাসনমিতি কৃত্বেদিতোনুম্ধাতোরিতি নুম্ ন ভবতি। অনুদাত্তেত্বাত্তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাদিতি লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। ধাতুস্বর এব। সংহিতায়াং দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ। পা॰ ৬।৩।১৩৫। ইতি দীর্ঘত্বং। সুশিপ্রেত্যামন্ত্রিতনিঘাতঃ। মন্দিভিঃ। গতমন্ত্রে ব্যাখ্যাতং। স্তোমেভিঃ। মন্প্রত্যয়ান্ত নিত্যাদাদ্যুদাত্তত্বং বহুলং

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে সুশিপ্র! অর্থাৎ শোভাবিশিষ্ট-সুলক্ষণাক্রান্ত-হনুযুগ (গণ্ডের অপর অংশের) বিশিষ্ট? অথবা সুশ্রী এবং উন্নত নাসিকা পরিশোভিত ইন্দ্রদেব! মহর্ষি যাস্ক "শিপ্রে হনুনাসিকে বা" (নি॰ ৬।১৭) এইরূপ উক্ত করিয়াছেন বলিয়া এস্থলে 'শিপ্র' শব্দে হনু ও নাসিকাকে বুঝাইতেছে। সেই উত্তম হনু কিম্বা নাসিকাযুক্ত হে ইন্দ্রদেব! আপনি এই সমুদয় প্রীতিজনক স্তোত্র-দ্বারা হৃষ্ট অর্থাৎ প্রসন্ন হউন। হে বিশ্বচর্ষণে! সর্ব্বমানব-যুক্ত অর্থাৎ সমগ্রবিশ্বের যজমানবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিপূজিত তাদৃশ ইন্দ্রদেব! আপনি এই সকল যজ্ঞের অঙ্গীভূত ত্রিবিধ সবনে (যজ্ঞক্রিয়াবিশেষে) অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া সমাগত হউন।

"মৎস্বা" এই পদটি, আহ্লাদানার্থ "মদি" (মদ্) ধাতুর উত্তর লোটের 'স্ব' বিভক্তি করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "মদিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু" এইরূপ গণপাঠাধীন মদি ধাতুর লোট বিভক্তি পরে থাকায় 'ইদিতোনুম্ধাতোঃ' এই সূত্রবিধানে নুম্ হইতে পারিত, কিন্তু "অনিত্যমাগমশাসনং" অর্থাৎ আগম শাসন অনিত্য (সর্ব্বত্র সমান নহে) বলিয়া হইল না। এবং ইকার অনুদাত্ত বলিয়া "অস্তানুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাৎ", এই নিয়মানুসারে ল-সার্ব্বধাতুক (ধাতুমাত্র-সাধারণ) অনুদাত্তস্বর হয় সুতরাং এই পদটির ধাতুস্বরই (অনুদাত্ত) গৃহীত হইল। (লৌকিক প্রয়োগে 'মৎস্ব' এইরূপ প্রয়োগ হয় কিন্তু) বৈদিক প্রয়োগে "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" (পা॰ ৬।৩।১৩৫) সূত্রানুসারে দীর্ঘ ('স্ব' বিভক্তির অ-কার স্থানে আকার) হইয়াছে। (সুতরাং "মৎস্বা" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে)। 'সুশিপ্র' এস্থলে আমন্ত্রিত (সম্বুদ্ধ) নিঘাতস্বর হইয়াছে। "মন্দিভিঃ" (এই পদটি মন্দি শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে।) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্ব মন্ত্রে (শ্লোকে) প্রদর্শিত হইয়াছে। "স্তোমেভিঃ" (এই পদটি, স্তু ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত স্তোম শব্দের তৃতীয়ার বহুবচন-"ভিস্" বিভক্তিতে সিদ্ধ হইয়াছে।) এই পদটিতে "মন্" প্রত্যয়ের নিত্যহেতু (ন থাকে না বলিয়া) ইহার (মন্ প্রত্যয়ের) আদিস্বর উদাত্ত

ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশো ন ভবতি। বিশ্বচর্ষণে। নিঘাতঃ। সচা। উক্থং। এমু। উক্থিনমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (৮৩ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

—:*:—

ঋকের অর্থ সরল ও সহজ-বোধ্য। কিন্তু 'সুশিপ্র' ও "বিশ্বচর্ষণে" এই দুই পদে অর্থকে একটু জটিল করিয়া রাখিয়াছে।

'সুশিপ্র' শব্দের অর্থ অধুনা প্রচলিত কোষ-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাস্ক, 'শিপ্র' শব্দে 'হনু' বা 'নাসিকা' অর্থ করিয়া যাঁহার 'উত্তম নাসিকা' বা 'উত্তম হনু' তাঁহারই সম্বোধনে 'সুশিপ্র' হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ হিসাবে 'সুশ্রীসম্পন্ন সুন্দর বদন' অর্থই উপলব্ধ হয়। আমরাও সেই অর্থেরই অনুসরণ করিলাম। তবে রশ্মি বা দ্যুতি-ভাবাত্মক যে 'শি' ধাতু হইতে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন হয়, সেই ধাত্বর্থের অনুসরণ করিলে, তেজঃস্বরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ (সুতরাং দেবপক্ষে সুশোভন বদন-বিশিষ্ট) অর্থ কদাচ অসঙ্গত হয় না। অতএব, 'সুশিপ্র' শব্দে 'হে উত্তম হনুযুক্ত বা হে উত্তম নাসিকাবিশিষ্ট' না বলিয়া, 'হে সুশোভন তেজঃ-স্বরূপ' বিশেষণেই আমরা তাঁহার সম্বোধন করিলাম।

দ্বিতীয় পদ—'বিশ্বচর্ষণে'। সায়ণের অর্থ—'সর্ব্বমনুষ্যযুক্ত'। অপর এক জন ব্যাখ্যাকার 'চর্ষণী' শব্দ দেখিয়া 'কৃষকদের' অর্থ সিদ্ধান্ত করিয়া এবং ঐ পদে ঋকে বিভক্তিব্যত্যয় ঘটিয়াছে মনে করিয়া উহার স্থলে ষষ্ঠ্যন্ত 'চর্ষনীনাং' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে আমরা সায়ণেরই অনুসরণ করিলাম। তবে সায়ণ সাধারণ-ভাবে অর্থ করিয়া গিয়াছেন মাত্র; শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ পক্ষে চেষ্টা করেন

হইয়াছে। এবং "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রদ্বারা 'ভিস্' বিভক্তির স্থানে 'ঐস্' আদেশ হইতে পারিল না। "বিশ্বচর্ষণে" এইপদে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "সচা" এই শব্দটি পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'এমু' এইপদে "উক্থিনং" ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, নিগূঢ় উদ্দেশ্য-সাধনেই ঐ শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ ঘটিয়াছে। 'কর্ষণ'-মূলক 'কৃষ' ধাতু হইতে 'চর্ষণি'-শব্দ উৎপন্ন; তাহারই সম্বন্ধে 'চর্ষণে' পদ সিদ্ধ। উহাতে বুঝা যায়, ঐ শব্দে সাধারণ মনুষ্যমাত্রকে লক্ষ্য করা হয় নাই। 'বিশ্বচর্ষণে' পদ—বিশ্বের মধ্যে যাঁহারা আত্মোৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বা তাঁহাদেরই আধারভূত যিনি, তাঁহারই সম্বোধনে প্রযুক্ত। ভগবান যে ভক্তের আশ্রয়স্থল। ভক্ত যেখানে; তিনিও যে সেখানেই। আমরা মনে করি, বিশেষণ—সেই সত্যই ব্যক্ত করিতেছে।

বিশ্ববাসী ভক্তগণ সকলেই তাঁহার প্রিয়। ভক্তজনের স্তবস্তুতি যুগপৎ ভক্তের ও ভক্তাধীন ভগবানের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। ভক্তের স্তবে ভগবান হৃষ্ট হন, এবং ভক্তানুষ্ঠিত যজ্ঞে ও সৎকর্ম্ম-নিবহে আসিয়া মিলিত হন। বিশ্বের মধ্যে যে কোনও ভক্ত আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বিশ্বের যে প্রান্তে যে ভাবেই অবস্থিত হউন, ভগবান তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছেন। (১ম—৯সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত।

অজোষা বৃষভং পতিং॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অসৃগ্রং। ইন্দ্র। তে। গিরঃ। প্রতি। ত্বাং। উৎ।

অহাসত। অজোষাঃ। বৃষভং। পতিং॥ ৪॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে দেব) 'তে' (তব) 'গিরঃ' (বেদমন্ত্রস্বরূপা বাচঃ) 'অসৃগ্রং' (অসৃজম্‌—প্রকাশিতবানস্মি) 'বৃষভং' (বর্ষণশীলং, অভীষ্টপূরকং) 'পতিং' (পালকং) 'ত্বাং' 'প্রতি' (তব সকাশং) 'উদহাসত' (উদগমন্‌, যাবৎ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ) যং 'অজোষাঃ' (সেবিতবানসি, সাদরেণ গ্রহীতবানসি ইতি ভাবঃ)। (১ম—৯সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! বেদমন্ত্রস্বরূপ আপনার যে বাক্য আমি উচ্চারণ করি (প্রকাশ করি); অভীষ্টপূরক প্রতিপালক আপনার সমীপেই তাহা গমন করিয়া থাকে; এবং আপনি সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। (১ম—৯সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে ইন্দ্র গিরস্ত্বদীয়াঃ স্তুতীরসৃগ্রং। সৃষ্টবানস্মি। তাশ্চ গিরঃ স্বর্গেঽবস্থিতং ত্বাং প্রত্যুদহাসত। উদ্গত্য প্রাপ্নুবন্‌। তাদৃশীর্গিরস্ত্বমজোষাঃ। সেবিতবানসি। কীদৃশং ত্বাং। বৃষভং। কামানাং বর্ষিতারং। পতিং। সোমস্য পাতারং যজমানানাং পালয়িতারং বা। পাতা পালয়িতা বা। নি০ ৪.২৬। ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমি আপনার সম্বন্ধে অর্থাৎ উদ্দেশে যে সমুদয় স্তোত্র করিয়াছি অর্থাৎ প্রয়োগ বা পাঠ করিয়াছি, সেই সমুদয় বাক্যসমষ্টি, স্বর্গলোকস্থিত আপনাকে উদ্গতিতে প্রাপ্ত হইয়াছে; (অর্থাৎ স্বর্গলোকে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া অভি উচ্চগতি লাভ করিয়াছে)। আপনি তথাবিধ স্তোত্র-বাক্যাবলী সেবন (গ্রহণ) করিয়াছেন। কীদৃশগুণ বিশিষ্ট আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে?—'বৃষভং' অর্থাৎ সমগ্র অভিলাষের (অভিলষিতবস্তুর) বর্ষণ (প্রদান) কারী এবং 'পতিং' অর্থাৎ সোমরসের পান কিম্বা যজমানগণের রক্ষাকর্তা অথবা যজমানগণের রক্ষাকর্তা। (এস্থলে পতি শব্দের অর্থ পানকর্তা কিম্বা রক্ষাকর্তা এই উভয়েরই গ্রহণ হইবে), যেহেতু মহর্ষি যাস্ক স্বীয় নিরুক্ত (নিঘণ্টু) গ্রন্থে পতি শব্দের ব্যাখ্যাকল্পে 'পাতা পালয়িতা বা' এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। (নিং ৪.২৬)।

অসৃগ্রং। অসৃজং। সৃজ বিসর্গে। লঙো মিপ্। তুদাদিভ্যঃ শঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।১।৮। ইত্যত্র বিকরণস্য রুডাগমঃ। অন্ত্যস্য রকারঃ। লুঙ্‌লঙ্‌লৃঙ্‌ক্ষ্বডুদাত্ত ইত্যড়াগম উদাত্তঃ। সতিশিষ্টত্বাৎ স এব শিষ্যতে। গিরঃ। প্রাতিপদিকস্বরঃ। অহাসত। হাঙ্ গতৌ লুঙ্। ঝস্যাদাদেশঃ। চ্লেঃ সিচ্। অড়াগমো নিঘাতশ্চ। অজোষাঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। লঙস্থাস্। তুদাদিভ্যঃ শঃ তস্য ছন্দস্যুভয়থা। পা০ ৩।৪।১১৭। ইত্যার্দ্ধধাতুকত্বেন ঙিত্ত্বাভাবাল্লঘূপধগুণঃ। থাসস্থকারলোপশ্ছান্দসঃ। সবর্ণদীর্ঘঃ। অড়াগমঃ। সতি শিষ্টত্বাদুদাত্তঃ শিষ্যতে। বৃষভং। ঋষিবৃষিবৃষুসেচনে। অতজিভাঙ্কৃভ্যাঙ্গিবৃষিভ্যাং কিৎ। উ০ ৩।১২২। ইত্যভচ্‌প্রত্যয়ঃ। কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। পতিং। পা রক্ষণে। পাতেৰ্ডতিঃ। উ০ ৪।৫৮। ডিত্বাট্টিলোপঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৪ ॥

'অসৃগ্রং' অর্থাৎ অসৃজং। এই পদটী, ত্যাগার্থ সৃজ্ ধাতুর উত্তর লঙের মিপ্ বিভক্তি করিয়া "তুদাদিভ্যঃশঃ" এই সূত্রানুসারে শ (অ) আগম "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।৮) সূত্রানুসারে বিকরণের (উক্ত শ আগমের) স্থানে রুট্ (র) আগম করিয়া এবং (সৃজ ধাতুর) জ-কার স্থানে গ্-কার করিয়া সাধিত হইয়াছে। এস্থলে "লুঙ্‌লঙ্‌লৃঙ্‌ক্ষ্বডুদাত্তঃ" এই সূত্রদ্বারা পদের আদিতে উদাত্ত অট্ (অ) আগম হইয়া সতিশিষ্টত্ব-হেতু সেই উদাত্ত-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "গিরঃ" এই পদটিতে প্রাতিপদিকস্বর হইয়াছে। "অহাসত" এই পদটি, গত্যর্থ হাঙ্ ধাতুর উত্তর লুঙের 'ঝি' বিভক্তি করিয়া তাহার স্থানে অৎ আদেশে চ্লি স্থানে সিচ্ করিয়া এবং পদের আদিতে অট্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে নিঘাত-স্বর হইয়াছে। "অজোষাঃ" এই পদটি, প্রীতি এবং সেবনার্থ "জুষী" (জুষ্) ধাতুর উত্তর লঙের 'থাস্' বিভক্তি করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তুদাদিভ্যঃশঃ" সূত্রানুসারে এস্থলে শ (অ) আগম করিয়া তাহার "ছন্দস্যুভয়থা" (পা০ ৩.৪ ১১৭) এই সূত্রানুসারে আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা হওয়ায় ঙিত্ব হয় নাই; অতএব অন্তের সমীপবর্ত্তী লঘু স্বরের (অর্থাৎ 'জুষি' ধাতুর উকারের) গুণ করিয়া, ছান্দসপ্রযুক্ত (অর্থাৎ বেদের প্রয়োগ বলিয়া) 'থাস' বিভক্তির থ-কারের লোপ হইয়াছে। এবং সমান বর্ণে (শ আগমের অকার এবং থাস্ বিভক্তির আকারে) দীর্ঘ (আকার) হইয়া পদের পূর্ব্বে অট্ আগম হইয়াছে। সতিশিষ্টত্ব নিবন্ধন উক্ত অট্ আগমের উদাত্তস্বর অবশিষ্ট হইয়াছে। "বৃষভং" এই পদটি, সেচনার্থ 'বৃষু' ('বৃষ্') ধাতুর উত্তর অভচ্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে "ঋষিবৃষিভ্যাং কিৎ" (উং ৩,১২২) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে 'অভচ্' ('অভ') প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে কিত্বনিবন্ধন (অর্থাৎ 'অভচ্' প্রত্যয়টি কিৎ সংজ্ঞক হয় বলিয়া) গুণ হইল না। এবং চিৎ (অর্থাৎ 'অভচ্' প্রত্যয়ের চ্ থাকে না বলিয়া) ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পতিং" এই পদটি পা ধাতুর উত্তর "পাতেৰ্ডতি" (উ০ ৪.৫৮) সূত্রানুসারে ডতি (অতি) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ডিত্ত্ব নিবন্ধন (ডতি প্রত্যয়ের ড থাকে না বলিয়া) টিএর লোপ হইয়াছে এবং প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

চতুর্থ (৮৪ সংখ্যক) ঋকের বিশুদ্ধার্থ।

এ ঋক্ ভগবদুদ্দেশে বিনিযুক্ত-মন্ত্রাদির সাফল্যের বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে।

বলা হইতেছে—'মন্ত্ররূপ আপনার যে বাক্য, আমরা প্রকাশ করি, উচ্চারণ করি বা আপনার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করি, তাহা আপনার নিকট পৌঁছিয়া থাকে এবং আপনি সাদরে তাহা গ্রহণ করেন।'

আপনি সৎস্বরূপ। আপনার বাক্যও সৎস্বরূপ। সতের সহিত সতের মিলন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সৎস্বরূপ যে আপনার বাক্য (মন্ত্র), সে আপনিই আপনাতে গিয়া সম্মিলিত হয়। বাষ্প যেমন ঊর্দ্ধগামী হয়; বাষ্প যেমন ঊর্দ্ধে আকাশে বাষ্প-সমুদ্রে গিয়া স্বতঃই মিলিত হয়; ঋকের 'উদহাসত' (উদগমন) শব্দে, সতের সহিত সতের মিলন-সম্বন্ধে সেই ভাবই ব্যক্ত হইতেছে। এপক্ষে সহজ-বোধ্য সরল অর্থ সকলেরই বোধগম্য হইয়া থাকে।

তবে ঋকে মতদ্বৈধের হেতুভূত একটী শব্দ আছে—'অসৃগ্রম্'। 'সৃজ' ধাতুর 'লঙ্' বিভক্তি উত্তমপুরুষের একবচনে 'অসৃজম্' পদ হয়। বেদে আর্ষ-প্রয়োগে তাহাই 'অসৃগ্রম্' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাই পূর্ব্ব-সূরিগণের অভিপ্রায়। আমরাও সে মত মান্য করি। তবে ঐ সূত্রে যে অর্থ করা হয়,—"হোতা বলিয়াছেন 'আমি এই মন্ত্র সৃষ্টি (রচনা) করিয়াছি;" এ অর্থ আমরা অনুমোদন করি না। বেদ-মন্ত্র যে ঋষি-বিশেষের রচনা—তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, বেদমন্ত্র যে পুরুষকৃত পৌরুষেয়—এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য, কেহ কেহ 'অসৃগ্রম্' পদ উপলক্ষ করিয়া, ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন বটে; কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। 'সৃজ' ধাতুর অর্থ 'নির্ম্মাণ করা, ত্যাগ করা'। এখানে সে 'নির্ম্মাণ' বা 'ত্যাগ' কি ভাব প্রকাশ করিতেছে? 'তে গিরঃ অসৃগ্রং'—তোমার বাক্য, তব মুখনিঃসৃত বাক্য, আমি যাহা নির্ম্মাণ বা ত্যাগ করিয়াছি; ইহাতে কি ভাব প্রকাশ করে? ইহাতে বুঝায় না কি—তোমার যে

মঘমিত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতিধননামসু রাধো রাধ ইতি পঠিতং। চোদয়। চুদ প্রেরণে। ণ্যন্তাল্লোট্। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। রাধঃ। রাধ্নুবন্ত্যনেনেতি রাধোধনং। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বরেণ্যং। বৃঞ্ এণ্যঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অসৎ। অস ভুবি। লেট্। তিপ্। ইতশ্চলোপ ইতীকারলোপঃ। লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ। ইতি শপো লুক্। আগমা অনুদাত্তা ইতি অটোঽনুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বর এব। বিভু। বিভবতীতি বিভু। ভুব ইত্যনুবৃত্তৌ বিপ্রসংভ্যো ড্বসংজ্ঞায়াং। পা০ ৩।২।১৮০। ইতি ডু প্রত্যয়ঃ। ডিত্বাট্টিলোপঃ। প্রত্যয়স্বরেণোকার উদাত্তঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। এবং প্রভু ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে সপ্তদশোবর্গঃ ॥ ১৭ ॥

* * *

'মঘং' ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি প্রকার ধন বাচক শব্দের মধ্যে 'রাধঃ' 'রাধঃ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "চোদয়" এই পদটি, প্রেরণার্থক চুদ্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ করিয়া লোটের মধ্যম পুরুষের একবচন 'হি' বিভক্তিতে সাধিত হইয়াছে। এস্থলে "তিঙ্ঙতিঙঃ" এই সূত্রানুসারে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "রাধঃ" এই পদটী 'সাধন বা নিষ্পাদন করা যায় ইহা দ্বারা' এই বাক্যে সংসিদ্ধি অর্থ-বিশিষ্ট রাধ্ ধাতুর উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" এই সূত্রানুসারে অসুন্ প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে। এস্থলে নিৎ হেতু (অর্থাৎ অসুন্ প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বরেণ্যং" এই পদটি 'বৃঞ্' ধাতুর উত্তর 'এণ্য' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃষাদিগণের মধ্যে পঠিত হওয়ায় ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অসৎ' এই পদটি, বিদ্যমানার্থক 'অস্' ধাতুর উত্তর লেটের 'তিপ্' (তি) বিভক্তি, "ইতশ্চ লোপঃ" এই সূত্রানুসারে তিপের ই-কারের লোপ, "লেটোঽডাটৌ" এই সূত্রানুসারে অট্ (অ) আগম এবং "অদি প্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্রানুসারে শপের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "আগমা অনুদাত্তাঃ" এই সূত্রানুসারে অট্ আগমটি অনুদাত্তস্বর হওয়ায় ইহা ধাতুস্বরই হইয়াছে। "বিভু" এই পদটি, যিনি বিভব বিস্তার করেন (অথবা যিনি বিশিষ্টভাবে বিদ্যমান আছেন) তিনিই বিভু এই অর্থে বি-পূর্ব্বক ভূধাতুর উত্তর ভুব এই অনুবৃত্তিতে "বিপ্রসংভ্যোড্বসংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩।২।১৮০) সূত্রানুসারে ডু (উ) প্রত্যয় করিয়া এবং ডিৎ নিবন্ধন (অর্থাৎ ডু প্রত্যয়ের ড্ থাকেনা বলিয়া) টি এর লোপ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর (ডু প্রত্যয়ের স্বর) বিদ্যমান থাকায় ঐ ডু প্রত্যয়ের উকারটি উদাত্ত হইয়াছে। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ায় তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে।

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তদশবর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম (৮৫ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবানের নিকট প্রার্থনার সময়, মানুষের হৃদয়ে সাধারণতঃ দ্বিবিধ সুখ-ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হয়। প্রথমতঃ, তাহারা ভোগের উপযোগী পর্য্যাপ্ত ধনৈশ্বর্য্য চায়। দ্বিতীয়তঃ, সেই পর্য্যাপ্তেরও অধিক—পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের অতীত—অন্য ধন (মোক্ষ-ধন) তাহারা পাইবার কামনা করে।

ভোগের আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত প্রকারের। সে আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। সুতরাং ধনাদির প্রকারভেদেরও অবধি দেখি না। 'চাই-অর্থ, চাই—মণি-মাণিক্য-হীরা-জহরত, চাই—ঘর-বাড়ী গাড়ী যুড়ী, চাই—আসবাব-পোষাক-অট্টালিকা, চাই—মনোরমা বনিতা, আজ্ঞাবাহী দাসদাসী, চাই—আরও কত কি? বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষিত ধনেরও বিচিত্রতা। এই ঋকে তাই ধনের বিশেষণ দেখি—'চিত্রং' (বিচিত্রং মণিমুক্তাদিকং)। কেবল কি বৈচিত্র্যে—বিবিধ ধনভোগেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি আছে? তাহা তো নহে! মানুষ চায়—পর্য্যাপ্ত! ঋক তাই ধনের আর এক বিশেষণ দিলেন—'বিভু', অর্থাৎ ভোগের পর্য্যাপ্ত। তুমি কত চাও? কত ভোগ করিবে? পর্য্যাপ্ত পাইবে। কিন্তু কি প্রহেলিকা! তাহাতেও তো আকাঙ্ক্ষা মিটে না! ক্ষুধিত হইয়াছ? উদর পূরিয়া আহার কর। মিষ্টান্ন চাও? এত পাইবে—যে উদরে স্থান হইবে না। কোন্ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-সাধন আকাঙ্ক্ষা কর? তোমার দর্শনেন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চায়? সম্মুখে চাহিয়া দেখ—সৌন্দর্য্যের অনন্ত-পারাবার এই বিশ্ব, তোমার নয়ন-দুটীকে এখনই সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবে। তোমার শ্রোত্র? সেই বা কতটুকু সুস্বর শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে? পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্ত—সকলই তো তোমার পুরোভাগে বিদ্যমান্ রহিয়াছে!

তবু তো আকাঙ্ক্ষা মিটে না? ভোগ্য সামগ্রী পর্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হইলেও তো আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। যতই কামনার পূরণ হয়, ততই

নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। কামনার—তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে? শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—

> "নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মপদং বাঞ্ছতি
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥"

কামনার—তৃষ্ণার কখনই সীমা নাই। যতই প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যবস্তু প্রদত্ত হউক, কামনা কখনই মিটিবে না;—নিত্য-নূতন কামনা আসিয়া মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে।

তবেই চাই—পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন। ঋক্ তাই বলিলেন,—'পর্য্যাপ্তের উপরের ধনও তাঁহার আছে।' 'সে ধনের নাম-'প্রভু'। বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও তো আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না। তখন সেই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে। সে ধন প্রাপ্ত হইলে, তখন আর কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন করিবে না,—তখন সকল কামনার অবসান হইবে, সকল তৃষ্ণায় পরিতৃপ্তি আসিবে। ফলতঃ, প্রার্থী হও—তাঁহার দ্বারে। সকল ধনই তাঁহার নিকট আছে। তোমার যে ধনের প্রয়োজন হয়, তাঁহার নিকট তাহাই প্রাপ্ত হইবে। অসার মণিমুক্তাদি-রূপ ধনের প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি তোমায় সার ধন—শ্রেষ্ঠধন—মোক্ষধন অবধি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন।

সংসারী সাধারণ মানুষ, ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া—ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া, ধনার্জ্জনে প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন তাহারা যে প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। তবে সে ধন যতই প্রাপ্ত হয়, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়ে; আর, সেই আকাঙ্ক্ষা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে। শেষে এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র আপন পৌরুষ-প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে সুখৈশ্বর্য্য-সম্ভোগে প্রয়াস পায়,—বিভব-ঐশ্বর্য্য উপভোগের এই এক দিক। আর এক দিক—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া তাঁহার দান মনে

করিয়া—কর্ম্মফললাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। ঋকে শেষোক্ত-রূপ কর্ম্মাচরণের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বিচিত্র বিবিধ ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু, যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ ও পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে।

দুই দিকে দুই পথ। এক পথ ডাকিতেছে,—'চলিয়া এস! কাহারও অপেক্ষা করিও না! আপন পৌরুষ-প্রভাবেই তুমি ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইবে।' কিন্তু অন্য পথ কহিতেছে,—'না—না, তেমন কাজ করিও না, অজানা অচেনা পথে একাকী অগ্রসর হইও না, পথে কত বিঘ্ন-বিপত্তি আছে; এক জনের আশ্রয় লইয়া অগ্রসর হও।' এ ঋক সেই আশ্রয় লওয়ার কথাই বলিয়াছে।, বলিয়াছে—'তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; আত্ম-পৌরুষ-রূপ অহমিকা পরিত্যাগ কর; তিনি সকল অভিলাষ পূরণ করিবেন।'

একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে—এখানে সকাম নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার ঐ সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি সেই নিষ্কাম মার্গে উপনীত হইবে। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট প্রার্থী হয়;—তিনি সকল ধনের অধিপতি। তোমার ভোগের উপযোগী বিবিধ-বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ধনও তিনি দিতে পারিবেন; আবার, সে পর্য্যাপ্তের অতীত ধনও তাঁহার নিকটই প্রাপ্ত হইবে।'

মনে হয়,—এ ঋকে এখানে যেন একটা স্তর বা ক্রম দেখা যায়, এখানে যেন একটা পর্য্যায়ের ভাব আছে। বিচিত্র চাহিতে চাহিতে, পর্য্যাপ্ত চাহিতে চাহিতে, স্তরে স্তরে চাওয়ার শেষ-সীমায় উপনীত হইবে। সুতরাং যাহা চাহিতে হয়, তাঁহারই নিকট চাও। তোমার সকল কামনাই তিনি পূরণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। (১ম—৯ম-ঋক)।

—*—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

অস্মান্ৎসু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ।

তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

অস্মান্। সু। তত্র। চোদয়। ইন্দ্র রায়ে। রভস্বতঃ।

তুবিদ্যুম্ন। যশস্বতঃ ॥ ৬ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'তুবিদ্যুম্ন' (বহুধন) 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'রভস্বতঃ' (উদ্যোগবন্তঃ) 'যশস্বতঃ' (কীর্ত্তিমতঃ) 'অস্মান্' (যজ্ঞানুষ্ঠাননিরতান্, ভগবদারাধনাপরায়ণান্ জনান্) 'রায়ে' (ধনলাভায়, অভীষ্টধনলাভার্থং ইত্যর্থঃ) 'তত্র' (তস্মিন্ কর্ম্মণি) 'সু' (সম্যক্) চোদয়' (প্রেরয়, উৎসাহিতবান্ কুরু); হে ভগবন্! ত্বমস্তি বহুধনং; তল্লাভায় অস্মান্ উদ্যোগশীলান্ কীর্ত্তিযুক্তান্ উৎসাহিতবান্ কুরু ইতি ভাবার্থ। (১ম—৯সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্রদেব! সেই ধনলাভের জন্য আপনি আমাদিগকে উদ্যোগপরায়ণ কীর্ত্তিমান্ ও কর্ম্মে (ধনলাভোচিত) উৎসাহ-প্রদান করুন। (১ম-৯সূ-৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে তুবিদ্যুম্ন প্রভূতধনেন্দ্র। রায়ে ধনসিদ্ধ্যর্থমস্মানস্মদীয়ান্ যজমানান্ তত্র কর্মণি সুচোদয়। সুষ্ঠু প্রেরয়। কীদৃশানস্মান্। রভস্বতঃ। উদ্যোগবতঃ। যশস্বতঃ। কীর্তিমতঃ।

তত্র। তদ্শব্দাৎ সপ্তম্যাস্ত্রল্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্বস্যোদাত্তত্বং। ইন্দ্র। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। রায়ে। ঊড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রভস্বতঃ। রভ রাভস্যে। রাভস্যং কার্য্যোপক্রমঃ। সর্বধাতুভ্যোঽসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। স্বাদিষ্বসর্বনামস্থানে। পা০ ১।৪।১৭। ইতি পদত্বং তসৌ মত্বর্থে। পা০ ১।৪।১৯। ইতি ভসংজ্ঞয়া বাধিতত্বাৎ। আকড়ারাদেকা সংজ্ঞা। পা০ ১।৪।১। ইতি নিয়মাৎ। তুবিদ্যুম্ন। তুবি বহু দ্যুম্নং ধনং যস্য। ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। যশস্বতঃ। যশোঽস্যাস্তীতি মতুপ্। অস্মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ। পা০ ৫।২।১২১। ইতি বিনিনা ন

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে তুবিদ্যুম্ন! অর্থাৎ প্রচুর ধনশালিন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ধনসিদ্ধির নিমিত্ত মাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণকে সেই কর্ম্মে (অর্থাৎ আমাদিগের অভিপ্রেত ধনরাশির প্রাপ্তিজনক কর্ম্মানুষ্ঠানে) সুন্দরভাবে প্রেরণ (অর্থাৎ পরিচালনা) করুন আমরা কিরূপ? উদ্যোগী ও কীর্ত্তিশালী।

"তত্র" এই পদটি, 'তদ্' শব্দের উত্তর সপ্তমীর স্থানে ত্রল্ (ত্র) করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "লিতি" এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্ব উদাত্ত হইয়াছে। "ইন্দ্র" এই সম্বুদ্ধ পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পদের আদিভূত হইয়াছে বলিয়া ইহা নিঘাতস্বর (অনুদাত্ত) হইতে পারিল না। "রায়ে" এই পদটিতে "ঊড়িদং" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বিভক্তি স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "রভস্বতঃ" এই পদটি "রভ্" ধাতুর উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" এই সূত্রানুসারে অসুন্ প্রত্যয় করিয়া পরে মতুপ্ প্রত্যয়দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। 'রভ' ধাতুর অর্থ রাভস্য অর্থাৎ কার্য্যে উপক্রম বা উদ্যোগ করা।' এস্থলে অসুন্ প্রত্যয়ের নিত্ব হেতু (ন্ থাকেনা বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে এবং মতুপ্ প্রত্যয়ের পিত্বহেতু (প্ থাকে না বলিয়া) ইহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। এই মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত রভস্ শব্দটির স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থানে (পা০ ১।৪।১৭) সূত্রানুসারে পদত্ব হইতে পারিল না যেহেতু "তসৌ মত্বর্থে" (পা০ ১।৪।১৯) এই সূত্রানুসারে ভ-সংজ্ঞাদ্বারা বাধিত হইয়াছে। "আকড়ারাদেকা সংজ্ঞা" (পা০ ১।৪।১) এই সূত্র নিয়মাধীন ('এক সংজ্ঞা হইবে এই নিয়মাধীন) পদ সংজ্ঞা না হইয়া ভ সংজ্ঞাই হইয়াছে। "তুবিদ্যুম্ন" এই পদটি 'তুবি অর্থাৎ বহু পরিমাণ দ্যুম্ন অর্থে ধন যাহার (আছে)' বাক্যে বহুব্রীহি সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই সম্বুদ্ধ পদটির আদিস্বর পাণিনির ষষ্ঠাধ্যায়ে বিহিত আমন্ত্রিত উদাত্ত হইয়াছে। "যশস্বতঃ" এই পদটি 'যশঃ ইহার আছে' এই অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হইয়াছে। এস্থলে "অস্মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ" (পা০ ৫।২।১২১) সূত্র বিহিত 'বিনি' (বিন্) প্রত্যয় দ্বারা

বাধ্যতে। মতুপঃ সর্ব্বত্র সমুচ্চয়াৎ। যশসশব্দো নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। মতুপঃ পিত্বাৎ স এব শিষ্যতে ॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৮৬ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

সাধন-মার্গে অগ্রসর হইবার পক্ষে, এই ঋকে এক অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানুষ যে-কোনরূপ ধনেরই কামনা করুক না কেন, তাহার কর্ম্মের মধ্য দিয়াই সে ধন সে প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহার সে কর্ম্ম যেন ভগবৎ-প্রেরণা অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। ঋকে তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমায় কর্ম্মে উৎসাহ-দান করুন; আমি যেন উদ্যোগ-পরায়ণ হই; আমি যেন কীর্ত্তিমান্ হইতে পারি।'

আমরা মনে করি,—আমরা ইচ্ছা করিলেই আমরা কীর্ত্তিমান্ হইতে পারি, আমরা ইচ্ছা করিলেই আমরা উদ্যোগ-পরায়ণ হইতে পারি। সেটা আমাদের বিষম ভ্রান্তি। কীর্ত্তিমান্ হওয়া তো দূরের কথা, আমরা উদ্যোগপরায়ণও হইতে পারি না। আধিব্যাধি শোক-তাপ কত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আমাদিগের উৎসাহ-উদ্যোগে অন্তরায় হয়। মনে করিলেই কি কাজ করিতে পারা যায়? মনে করিলেই কি কার্য্যসম্পাদনে উদ্যোগী হইতে পারি? কখনই না। পরন্তু একজন অল্প আয়াসে যে কাজ সম্পন্ন করে, অন্য জন সহস্র আয়াসেও তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না। এ দেখিয়াও কি আমরা বুঝিতে পারি না যে, আমরা কেবল নিমিত্ত-মাত্র, অলক্ষ্যে এক অচিন্তনীয় শক্তি আমাদিগকে লইয়া কর্ম্ম করাইতেছে।

'মতুপ্' প্রত্যয়ের বাধ হইতে পারিল না। কারণ, মতুপ্ প্রত্যয়ের সর্ব্বত্রই সমুচ্চয় (অনুবৃত্তি, প্রসক্তি বা মিলন) আছে। "যশস্বতঃ" এই স্থলে 'যশস্' শব্দটি "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের পিত্বহেতু (প্ থাকায় বলিয়া) তাহাই (প্রত্যয়স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬॥

ঋক্ তাই বলিতেছেন,—'আমরা যে উদ্যোগশীল হইব, হে ভগবন্, আপনি তৎপক্ষেও সহায় হউন। আপনি সহায় না হইলে, উদ্যোগ-শীলই হইতে পারিব না; কীর্ত্তিমান্ হওয়া তো দূরের কথা।' ইহাই ধ্রুব সত্য। সকল কর্ম্মেই ভগবানের দয়া একান্ত প্রয়োজন। ঋক্ সেই দয়ার প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত করিতেছে। (১ম—৯সূ—৬ঋ)।

—:—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

সংগোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথুশ্রবো বৃহৎ।

বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। গোঽমৎ। ইন্দ্র। বাজঽবৎ। অস্মেইতি। পৃথু।

শ্রবঃ। বৃহৎ। বিশ্বঽআয়ুঃ। ধেহি। অক্ষিতং ॥ ৭ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে দেব) ত্বং 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'গোমৎ' (প্রভূতগোযুক্তং, জ্ঞানরশ্মিযুক্তং বা) 'বাজবৎ' (বহ্বশ্বোপেতং, অন্নযুক্তং বা) 'পৃথু' (পরিমাণেনাধিকং) 'বৃহৎ' (গুণৈরধিকং) 'অক্ষিতং' (ক্ষয়রহিতং, নিত্যং) 'বিশ্বায়ুঃ' (কৃৎস্নায়ুঃকারণং, প্রাণিনাং আয়ুর্বৃদ্ধিকরং) 'শ্রবঃ' (ধনং) 'সং' (সম্যক্) 'ধেহি' (দেহি, প্রযচ্ছ)। নিত্যানিত্যোভয়বিধধনকামনায় এষা ঋক্ উচ্চার্য্যতে। (১ম—৯সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব ? অশ্বগবাদি-যুক্ত অথবা জ্ঞানরূপ ও অন্নরূপ ধন আমাদিগকে সম্যক্ প্রদান করুন। সে ধন যেন পরিমাণে অধিক হয়, তাহাতে যেন গুণাধিক্য থাকে, আর যেন তাহা আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর ও ক্ষয়-রহিত (নিত্য) হয়। (১ম—৯সূ—৭ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

হে ইন্দ্র প্রবোধনমস্মে সংদেহি। অস্মভ্যং সম্যক্ প্রযচ্ছ। কীদৃশং শ্রবঃ। গোমৎ। বহ্বীভির্গোভিরুপেতং। বাজবৎ। প্রভূতেনান্নেনোপেতং। পৃথু। পরিমাণেনাধিকং। বৃহৎ। গুণৈরধিকং। বিশ্বায়ুঃ। কৃৎস্নায়ুঃকারণং। অক্ষিতং। বিনাশরহিতং।

গোমৎ। বাজবৎ। উভয়ত্র মতুপোঽনুদাত্তত্বাৎ প্রাতিপদিকস্বরএব। বাজশব্দো বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অস্মে। অস্মচ্ছব্দাচ্চতুর্থীবহুবচনস্য সুপাংসুলুগিত্যাদিনা শে আদেশঃ। শিত্বাৎ সর্বাদেশঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তং। শেষেলোপইতিলোপ ইতি পক্ষে উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অন্ত্যলোপপক্ষেঽতোগুণ ইতি পররূপ একাদেশউদাত্তেনো-দাত্ত ইত্যুদাত্তত্বং। পৃথু। প্রথপ্রখ্যানে। প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সংপ্রসারণং সলোপশ্চ। উ০ ১।২৮।

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগকে সম্যক্‌ভাবে ধন বিতরণ করুন। সেই ধন কি প্রকার ?—বহুসংখ্যক গাভী-যুক্ত, প্রভূত অন্নযুক্ত, অধিকপরিমিত, অধিক গুণযুক্ত, সর্ব্ব এবং সমগ্র বিশ্বের জীবিকার হেতুভূত, বিনাশরহিত বা অক্ষয়।

"গোমৎ" এবং 'বাজবৎ' (এই দুইটি পদই 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত, সুতরাং) এতদুভয় স্থলেই 'মতুপ্' প্রত্যয়ের স্বর' অনুদাত্ত হয় বলিয়া প্রাতিপদিক স্বর হইল। 'বাজ' শব্দটি বৃষাদি বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্মে' এই পদটি, 'অস্মদ্' শব্দের উত্তর চতুর্থীর বহুবচন স্থানে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্রানুসারে শে (এ) আদেশ করিয়া সাধিত হইয়াছে ; এস্থলে শিত্বহেতু (অর্থাৎ শে আদেশের শ্ থাকে না বলিয়া) সর্ব্বাদেশ হইয়াছে। "প্রাতিপদিকস্ত" এই নিয়ম অনুসারে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইল। এস্থলে "শেষেলোপঃ" এই নিয়মে টিলোপ পক্ষে (অর্থাৎ অস্মদ্ শব্দের অন্তস্বরাবধি (অদ্) লোপ পক্ষে) বিভক্তি স্বরই উদাত্ত হয় ; অন্তলোপপক্ষে (অর্থাৎ অস্মদ্ শব্দের অন্ত (দ্) লোপ পক্ষে) "অতোগুণে" এই সূত্রনিয়মে পররূপ হইলে (অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত 'অস্ম'র অকারের সহিত পরবর্ত্তি 'এ' আদেশের একারের সন্ধি (গুণ) করিলে) "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রানুসারে (আদিতে) উদাত্তস্বর হইবে। "পৃথু" এই পদটি প্রধান-অর্থক 'প্রথ' ধাতুর উত্তর "প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ" (উ০ ১।২৮) এই ঔণাদিক সূত্রদ্বারা কু (উ) প্রত্যয়

ইতি কুপ্রত্যয়ঃ। রেফস্য সংপ্রসারণমৃকারঃ। পরপূর্ব্বত্বং। কোঃ কিত্বান্ন লঘূপধগুণঃ। প্রবঃ ইতি শ্রবোধনং। অসুন্প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বৃহৎ। প্রাতিপদিকস্বরঃ। বিশ্বায়ুঃ। বিশ্বমায়ুর্যস্মিন্ ধনে। বিশ্বশব্দঃ কন্প্রত্যয়ান্তঃ। তত্র বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। অক্ষিতং। ক্ষিক্ষয় ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। তেন ণ্যদর্থত্বান্নিষ্ঠায়াম-ণ্যদর্থে। পা০ ৬।৪।৬০। ইতি ন দীর্ঘত্বং অতএব ক্ষিয়োদীর্ঘাৎ। পা০ ৮।২।৪৬। ইতি ন নিষ্ঠা নত্বং। নঞ্সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৭ ॥

সপ্তম (৮৭ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের "গোমৎ' এবং 'বাজবৎ' শব্দদ্বয় উপলক্ষ করিয়া, ব্যাখ্যা-কারগণ, সাধারণতঃ 'গোরু ও ঘোড়া-রূপ ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে' সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

করিয়া এবং রেফের (প্রথ ধাতুর র-ফলার) সম্প্রসারণ 'ঋ'কার এবং ইহার পরপূর্ব্বত্ব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে 'কু' প্রত্যয়ের কিত্ত্ব নিবন্ধন (ক থাকে না বলিয়া) অন্তের সমীপবর্ত্তী হ্রস্বস্বরের ('পৃ' র ঋ-কারের) গুণ হইল না। 'শ্রুত (বিখ্যাত) হয় যাহা' এই বাক্যে শ্রু ধাতুর উত্তর অসুন্ (অস্) প্রত্যয় করিয়া 'শ্রবঃ' পদটী সাধিত হইয়াছে। 'শ্রবঃ'-অর্থে ধন। এই পদটিতে নিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ অসুন্ প্রত্যয়ের ন যাওয়ায়) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বৃহৎ' এস্থলে প্রাতিপদিকস্বর হইয়াছে। 'বিশ্ব সম্বন্ধি আয়ুঃ যে ধনে (বিদ্যমান)' এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'বিশ্বায়ুঃ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিশ্ব শব্দটি কন্ (বন্) প্রত্যয়ান্ত। 'বিশ্বায়ুঃ' এই সমস্ত পদটার বহুব্রীহি সমাস জন্য পূর্ব্বপদে প্রকৃতি-স্বরের প্রাপ্তি থাকিলেও "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রানুসারে উদাত্ত হইয়াছে। "অক্ষিতং" এই পদটী, অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ (যাহার মধ্যে "ণিচ্ প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ পায় তাহা)'. 'ক্ষি' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত ক্ষিতপদের সহিত নঞ্ সমাস দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই হেতু—(ক্ষিধাতুটি) অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ হওয়ায়—নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে" (পা০ ৬।৪।৬০) সূত্রবিহিত দীর্ঘ (ক্ষি ধাতুর ই-কার স্থানে ঈ) হইতে পারিল না এবং এই জন্যই—(দীর্ঘ হইল না বলিয়াই) "ক্ষিয়োদীর্ঘাৎ" (পা০ ৮।২।৪৬) এই সূত্র বিহিত নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয়ের স্থানে 'ন' কারও হইল না। এস্থলে নঞ্ সমাস হওয়ায় অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ ৭ ॥

কিন্তু সে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেন-না, ধনের 'অক্ষিতং' 'বিশ্বায়ুঃ' প্রভৃতি যে বিশেষণ রহিয়াছে, তাহাতে ঘোড়া-গরুর অপেক্ষা উচ্চ কোনও ধনের প্রার্থনা আছে বুঝা যায়। বিশেষতঃ 'গোমৎ' ও 'বাজবৎ' শব্দে যখন 'জ্ঞানরূপ' ও 'অন্নরূপ' ধন—অর্থ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন কেন অশ্ব-গবাদির প্রার্থনার বিষয় মনে আসিবে? পূর্ব্বাপর বিশেষণের সঙ্গতি রক্ষা করিতে গেলে, অন্নরূপ ও জ্ঞানরূপ ধনই অর্থ হয়। অন্ন 'আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর', জ্ঞান 'অক্ষয়'; অন্যান্য বিশেষণও উভয়পক্ষেই যথাপ্রযুক্ত বুঝিতে পারি। যদিচ 'গোমৎ' 'বাজবৎ' শব্দদ্বয়-হেতু অশ্বগবাদি-যুক্ত অর্থ সঙ্গত বলিয়া কেহ মনে করেন, কিন্তু ঋকে তাহারও অতিরিক্ত ধনের প্রার্থনা নিশ্চয়ই আছে।

প্রার্থনার কি সীমা আছে? সংসারে যিনি যে অবস্থায় নিপতিত আছেন, তিনি তদুপযোগী প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হন। অশ্ব-গবাদিও মানুষের প্রয়োজন, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর অন্নাদিও প্রয়োজন, আবার জ্ঞানলাভও প্রয়োজন। পরিমাণে অধিক, গুণে অধিক, ক্ষয়রহিত—এমন ধনই তো মানুষ প্রার্থনা করে। ঋক্‌টী সকল মানুষের সকল অবস্থার প্রার্থনা-মূলক। নিত্যানিত্য সর্ব্ববিধ ধনের কামনাই ঋকে পরিস্ফুট। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে; তাঁহার নিকট বিচিত্র ধন আছে, পর্য্যাপ্ত রূপেই আছে, আবার পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন আছে। এ ঋকে, প্রকারান্তরে বিভিন্ন স্তরের লোক বিভিন্নরূপ প্রার্থনায় নিমগ্ন আছেন, ইহাই সূচিত হইতেছে। (১ম-৯সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং সহস্রসাতমং।

ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মেইতি। ধেহি। শ্রবঃ। বৃহৎ। দ্যুম্নং।

সহস্রসাতমং। ইন্দ্র। তাঃ। রথিনীঃ। ইষঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'বৃহৎ' (মহতীং) 'শ্রবঃ' (কীর্ত্তিং) 'সহস্রসাতমং' (বহুদানসামর্থ্যযুক্তং) 'দ্যুম্নং' (ধনং) 'রথিনীঃ' (বহুরথপূর্ণাঃ, বহুরথৈর নীতা ইত্যর্থঃ) 'তাঃ' (তানি) 'ইষঃ' (অন্নানি, যবব্রীহ্যাদীনি) 'ধেহি' (দেহি প্রযচ্ছ) ; অস্মমুচি প্রার্থনাকারিনো বহুদানসামর্থ্যসম্পন্নং অন্নং ধনং মহতীং কীর্ত্তিং অপি প্রার্থয়ন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৯সূ—৮ঋ)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমাদিগকে মহতী কীর্ত্তি, বহুদানসামর্থ্যযুত ধন, এবং বহুশকটপূর্ণ অন্নাদি (শস্যাদি) দান করুন। (১ম—৯সূ-৮ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে ইন্দ্র বৃহচ্ছ্রবো মহতীং কীর্ত্তিমস্মে ধেহি। অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। তথা সহস্রসাতমমতিশয়েন সহস্রসংখ্যাদানোপেতং দ্যুম্নং ধনমস্মে ধেহি। তথা তা ব্রীহিযবাদিরূপেণ প্রসিদ্ধা রথিনীর্বহুরথোপেতা ইষোঽন্নান্যস্মে ধেহি।

অস্মে। সুপাংসুলুগিত্যাদিনা শে আদেশঃ। ধেহি। ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ। পা০ ৬।৪।১১৯। ইত্বোত্বাভ্যাসলোপৌ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবঃ। অসুনোনিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সহস্রং

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগকে অত্যুচ্চ খ্যাতি প্রদান করুন; অবং অতিরিক্তভাবে সহস্রসংখ্যাদানোপযোগী ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। এবং সেই সমুদয়-ধান্য, যব, প্রভৃতি রূপে প্রসিদ্ধ, বহুরথযুক্ত অন্নসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুন।

'অস্মে' এই পদটি, (পূর্ব্বমন্ত্রার) 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'শে' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'ধেহি' এই পদটি, ('ধা'-ধাতুর লোটের মধ্যমপুরুষের একবচন হি বিভক্তি করিয়া) "ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ" (পা০ ৬।৪।১১৯) সূত্রানুসারে অভ্যাসের লোপ এবং 'ধা' ধাতুর আকারস্থানে একার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যাহা শ্রুত হওয়া যায়' এই

সহস্রৈশ্বনাতীতি সহস্রসাঃ। ষণুদানে। জনসনখনক্রমগমোবিট্ পা০ ৩.২.৬৭। বিড্‌বনোরনু-নাসিকস্যাৎ। পা০ ৬.৪.৪১। ইত্যাকারাদেশঃ। ধাতুস্বরেণান্তোদাত্তঃ। পুনঃ কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। রথা আসাং সন্তীতি রথিন্য ইতি প্রত্যয়স্যাদ্যুদাত্তত্বং ঋন্নেভ্যো ঙীপ্ পা০ ৪.১.৫। স চ পিত্ত্বাদনুদাত্তঃ। ইষো যৌগিকত্বে ধাতুস্বরঃ। রূঢ়ত্বে প্রাতিপদিকস্বরঃ॥ ৮৭॥

• • •

অষ্টম (৮৮ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

—‡ • ‡—

এ ঋকে প্রার্থনায় একটু বিশেষত্ব আছে। এখানে সাধকের প্রাণ অপরের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি যেন বহুজনকে দান করিতে পারেন, এখানে সেইরূপ ধন চাহিতেছেন।

তিনি বহুরথপূর্ণ ধান্য-যবাদি অন্নসংস্থান প্রার্থনা করিতেছেন; কেন-না, দরিদ্র জনে বিতরণ করিতে পারিবেন। তিনি মহতী কীর্ত্তির প্রার্থনা করিতেছেন; কেন-না, অতিথি-সেবা, পুষ্করিণী-দান, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কীর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে, দরিদ্র-জনের উপকার বিধান করিতে সমর্থ হইবেন। এ অতি উদার উচ্চভাব। বিশ্ববাসীর উপকারের জন্য যাঁহারা ধনযশঃ কামনা করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ এক স্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন।

অর্থে 'শ্রু' ধাতুর উত্তর (পূর্ব্ববৎ) 'অসুন্' প্রত্যয়ে 'শ্রবঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এবং এই 'অসুন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সহস্রসাতমং' এই পদটি, 'সহস্র (সংখ্যক) দান করে' এই অর্থে (সহস্রশব্দ পূর্ব্বক) দানার্থক 'সন্' ধাতুর উত্তর "জনসনখনক্রমগমোবিট্" (পা০ ৩.২.৬৭) সূত্রানুসারে 'বিট্' প্রত্যয় এবং "বিড্‌বনোরনুনাসিকস্যাৎ" এই সূত্রনিয়মে (অনুনাসিক স্থানে) 'আ' আদেশ করিয়া 'সহস্রসা' এই পদ নিষ্পন্ন হয়; (ইহার উত্তর তমপ্ করিয়া "সহস্রসাতমং"—পদটি সাধিত হইয়াছে।) এস্থলে ধাতুস্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পুনরায় কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু সেইটাই (উদাত্তস্বরটাই) শিষ্ট হইয়াছে। 'রথসমূহ ইহাদিগের আছে' এই অর্থে রথ শব্দের উত্তর ইন্ প্রত্যয় করিয়া "ঋন্নেভ্যোঙীপ্" (পা০ ৪।১।৫) সূত্রানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে (ঈ) প্রত্যয়ে নিষ্পাদিত রথিনী শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে "রথিনীঃ" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ইন্ প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এবং ঙীপ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু ইহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। 'ইষঃ' এই পদটির যৌগিক (প্রকৃতিপ্রত্যয়-লব্ধ) অর্থে ধাতুস্বর গৃহীত হইবে এবং রূঢ় (প্রসিদ্ধ) অর্থে প্রাতিপদিকস্বর গৃহীত হইবে॥ ৮॥

• • •

হে ভগবন! আমায় তেমন ধন দেও; আমি যেন তেমন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারি, যাহাতে জগতের সর্ব্বজনের উপকার হয়। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, আমি যেন সে ঐশ্বর্য্য বহুজনে বিতরণ করিতে সমর্থ হই; মহতী কীর্ত্তির অধিকারী হইয়া, আমি যেন দেশ-হিতে ব্রতী থাকি। যাঁহারা মানুষ, যাঁহারা মনুষ্যত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের নিকট এইরূপ প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। তদ্রূপ মানুষই এ ঋকের লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। (১ম—৯সূ—৮ঋ)

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ং

হোম গন্তারমূতয়ে॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বসোঃ। ইন্দ্রং। বসুঽপতিং। গীঃঽভিঃ। গৃণন্তঃ। ঋগ্মিয়ং।

হোম। গন্তারং। উতয়ে॥ ৯॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'বসুপতিং' (নিখিলধনস্বামিনং) 'ঋগ্মিয়ং' (ঋচাং মাত্মানং, স্তবার্হং) 'গন্তারং (উপাসকানাং রক্ষণায় সর্ব্বত্রগমনশীলং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'বসোঃ' (ধনস্য, ঐহিকপারত্রিক-সুখসাধনযোগ্যস্য ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ-ধনস্য ইতি ভাবঃ) 'উতয়ে' (অস্মার্থং রক্ষণায়, অস্মাকং প্রদানার্থং) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'গৃণন্তঃ' (স্তবন্তঃ বয়মপি) 'হোম' (আহ্বয়ামঃ)। (১ম—৯সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সকল ধনের অধিস্বামী, মন্ত্রস্বরূপ (স্তবনীয়), ভক্তের রক্ষার জন্য সর্ব্বত্রগমনশীল, ভগবান ইন্দ্রদেবকে, আমাদের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখসাধনযোগ্য ধন রক্ষার জন্য, এই স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণে আহ্বান করিতেছি। (১ম—৯সূ—১৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

বসোর্ধনোঽস্মদীয়স্য ধনস্যোতয়ে রক্ষার্থমিন্দ্রং হোম। বয়মাহ্বয়ামঃ। কিং কুর্ব্বন্তঃ। গীর্ভিঃ স্তুতিভির্গৃণন্তঃ। কীদৃশমিন্দ্রং। বসুপতিং। ধনপালকং। ঋগ্মিয়ং। ঋচাং মাতারং। গন্তারং। যাগদেশে গমনশীলং।

বসোঃ। বসনিবাসে। শৄস্বৃস্নিহি। উ০ ১।১০। ইত্যাদিনা উপ্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেনিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বসুপতিং। সমাসান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে পত্যাবৈশ্বর্য্যে। পা০ ৬।২।১৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। গীর্ভিঃ। সাবেকাচ ইতিবিভক্তেরুদাত্তত্বং। গৃণন্তঃ। গৄশব্দে। লটঃ শতৃ। ক্র্যাদিভ্যঃশ্না। শতুঃ সর্ব্বধাতুকমপিদিতি ঙিত্বাৎ শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ। পা০

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা আমাদিগের ধনের রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি। কি করিতে করিতে আহ্বান করিতেছি?—"গীর্ভিঃ", অর্থাৎ স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব করিতে করিতে। কীদৃশ (কিরূপ গুণবিশিষ্ট) ইন্দ্রদেবকে (আহ্বান করিতেছি)?—"বসুপতিং" অর্থাৎ যাবতীয় ধনের পালক, ঋক্ (বেদমন্ত্র) সমূহের মাপক, অর্থাৎ প্রমাণকারী, এবং যজ্ঞক্ষেত্রে গমনশীল ইন্দ্রদেবকে।

"বসোঃ" এই পদটি, নিবাসার্থক "বসি" "বস্" ধাতুর উত্তর "শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসিহনিক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ" (উ০ ১।১০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে উ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত বসু শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে, নিৎ এই অনুবৃত্তিহেতু (অর্থাৎ উক্ত শৄস্বৃ ইত্যাদি সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী "ধান্তেনিৎ" এই সূত্র হইতে নিৎ সংজ্ঞার উপক্রম বা সমন্বয় নিবন্ধন) উ-প্রত্যয়টি (নিৎ না হইলেও) নিৎসংজ্ঞক হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বসুপতিং" এই সমস্ত পদটির অন্তপদে উদাত্ত স্বরের প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু "পত্যাবৈশ্চর্য্যে" (পা০ ৬।২।১৮) সূত্রানুসারে পূর্ব্ব পদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে (অর্থাৎ পূর্ব্বপদের যাহা স্বাভাবিক স্বর তাহাই রহিল।) "গীর্ভিঃ" এই পদটীতে "সাবেকাচঃ" এই সূত্রানুসারে বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "গৃণন্তঃ" এই পদটি শব্দ-অর্থক গৄ-ধাতুর উত্তর লটের স্থানে 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া এবং "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" (পা০ ৩।১।৮১) সূত্রানুসারে শ্না (না) আগম এবং "সার্ব্বধাতুকমপিৎ" এই সূত্র দ্বারা শতৃ প্রত্যয়ের ঙিৎ-সংজ্ঞা হওয়ায়

৬।৪।১১২। ইত্যাকারলোপঃ। শতুরকারস্য প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। ঋগ্মিয়ং। ঋচো মীমতী ইত্যৃগ্মীঃ। তমৃগ্মিয়ং। মাঙ্ মানেশব্দে চ। কিপ্ চেতি কিপ্। ঘুমাস্থেত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৬৬। ইত্বং। চকারস্য চোঃকুঃ। ঝলাংজশোঽন্তে। পা০ ৮।২।৩৯। ইতি জশ্ত্বং। গকারঃ। দ্বিতীয়ৈকবচনেঽচিশ্নুধাত্বিত্যাদিনা। ৬।৪।৭৭ ইয়ঙাদেশঃ। এরনেকাচঃ। পা০ ৬।৪।৯২। ইতি যণাদেশঃ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি ন ভবতি। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণেকার উদাত্তঃ। হোম। আহ্বয়ামঃ। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। লট্। তস্যাস্মদো বহুত্বেঽপি ব্যত্যয়েন মিপ্। ইকারস্য ব্যত্যয়েনাকার। শপো বহুলংছন্দসীতি লুক্। বহুলংছন্দসীতি হ্বঃ সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। গুণঃ। ধাতোরিত্যোকার উদাত্তঃ। মিপঃ পিৎস্বরেণানুদাত্তত্বং। গন্তারং।

"শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ" (পা০ ৬।৪।১১২) সূত্রানুসারে ('শ্না' আগমের) আকারের লোপ করিয়া নিষ্পাদিত গৃণৎ শব্দের প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে শতৃ-প্রত্যয়ের অকারটি প্রত্যয়স্বরে বলিয়া উদাত্ত হইয়াছে। "ঋগ্মিয়ং"—ঋকসমূহকে যিনি গণনা করেন তিনি "ঋগ্মীঃ" তাহাকে এই অর্থে ঋচ্ শব্দের উত্তর, মান (সংখ্যা) এবং শব্দার্থ মাঙ্ (মা) ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্‌চ" এই সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করায় "ঘুমাস্থা" (পা০ ৬।৪।৬৬) ইত্যাদি-সূত্র দ্বারা (মা ধাতুর আকারের স্থানে) ঈকার, "চোঃকুঃ" (পা০ ৮।২।৩০) সূত্রানুসারে 'ঋচ্' শব্দের চ-কার স্থানে ক-কার এবং "ঝলাং জশোঽন্তে" (পা০ ৮।২।৩৯) এই সূত্রদ্বারা (উক্ত ক-কারের) জশ্‌ত্ব (অর্থাৎ বর্গতৃতীয়ত্ব—বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয়বর্ণত্ব) করিয়া নিষ্পাদিত 'ঋগ্মী' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন করিয়া—"অচি শ্নু ধাতু-ভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ" এই সূত্রানুসারে (ঋগ্মী শব্দের ঈকার স্থানে) ইয়ঙ্ (ইয়) আদেশে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে, উক্ত ঋগ্মী শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচন 'অম্' বিভক্তির 'অ' পরে থাকায় ঋগ্মীশব্দের ঈকার স্থানে "এরনেকাচোঽসংযোগপূর্ব্বস্য" (পা০ ৬।৪।৯২) এই সূত্রানুসারে য হইতে পারিত কিন্তু "সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে" অর্থাৎ 'বেদ-প্রয়োগে সকল প্রকার ব্যাকরণবিধি পক্ষান্তরে হয়' এই পরিভাষা অনুসারে হইতে পারিল না। এবং এস্থলে কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে প্রকৃতি স্বর বিহিত বলিয়া ইকারটি উদাত্ত হইয়াছে। "হোম"—এই পদের অর্থ—"আহ্বয়ামঃ", অর্থাৎ (আমরা) আহ্বান করিতেছি। এই পদটি স্পর্দ্ধা এবং শব্দ অর্থবিশিষ্ট হ্বেঞ্ (হ্বে) ধাতুর উত্তর অস্মদের বহুত্ব থাকিতেও (অর্থাৎ এই ক্রিয়ার কর্ত্তা 'আমরা' এইরূপ বহু হইলেও) বিকল্পে (লট্ উত্তম পুরুষের একবচন) মিপ্ (মি) করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। মিপের ইকার স্থানে ব্যত্যয়ে অকার করিয়া "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রানুসারে উক্ত শপের লোপ হইয়াছে ও হ্বেঞ্ (হ্বে) ধাতুর স্থানে সম্প্রসারণে হু এবং পর-পূর্ব্বত্ব ও গুণ ('হু'র উকার স্থানে ওকার) হইয়াছে। এস্থলে "ধাতোঃ" (পা০ ৬।১।১৬২) এই নিয়ম সূত্র দ্বারা ওকার উদাত্ত হইয়াছে এবং মিপ্ বিভক্তির স্বর পিৎ হওয়ায় অনুদাত্ত হইয়াছে। "গন্তারং" এই পদটি, গমনার্থ 'গম্‌ৢ' (গম্) ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্য অর্থে (অর্থাৎ তাহার

গন্ধস্পৃশ্‌গাত্তৌ। তাচ্ছীল্যে তৃন্। নিত্বাদাহ্যুদাত্তঃ। উতয়ে। উতিযুতিজূতীত্যাদিনা ক্তিন্নন্তো নিপাতিতঃ॥ ৯॥

নবম (৮৯সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ

এ ঋকের প্রার্থনা সরল ও সুস্পষ্ট। ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখ-সাধনের উপযোগী ধন তুমি আমাদিগের জন্য রক্ষা কর বা আমাদিগকে প্রদান কর,—এবংবিধ স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ প্রায় সর্ব্বকালে প্রায় সকল লোকেই করিয়া থাকে। সুতরাং এ মন্ত্রে কোনই দ্বিধা ভাব—অর্থব্যত্যয়ের ভাব আসিতে পারে না।

অথচ, কেহ কেহ এই ঋকের অন্তর্গত দুইটী শব্দের স্থানান্তর ঘটাইয়া সামান্যরূপ অর্থ-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পাইয়াছেন। 'বসুপতিং' পদের পূর্ব্বে 'বসোঃ' শব্দটি আনিয়া তাঁহারা অর্থ করেন—'বসোর্বসুপতিং সম্পত্তীনাং স্বামিনং'। কিন্তু এক 'বসুপতিং' পদেই সে অর্থ প্রতীত হয়। সুতরাং 'বসোঃ' পদের নিষ্ফল প্রয়োগ ঘটে। আর, তাহাতে প্রার্থনার বিষয়ও পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং আমাদের ধন-রক্ষার জন্য অর্থে 'বসোঃ উতয়ে' পদদ্বয়ের অন্বয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তার পর, 'গন্তারং' শব্দে 'যজ্ঞক্ষেত্রে গমনশীলং' অর্থও আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। উপাসকগণের রক্ষার জন্য ভগবান সর্ব্বত্র গমনশীল—এরূপ অর্থেই তাঁহার বিশ্বজনীন করুণার ভাব প্রকাশ পায়। পরন্তু 'যজ্ঞক্ষেত্রে গমনশীল' বলিয়া ব্যাখ্যাকারগণ যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন,

---

সেই স্বভাব এইরূপ অর্থে). 'তৃন্' (তৃ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্বহেতু (অর্থাৎ 'তৃন্' প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উতয়ে" এই পদটি (রক্ষণার্থ অব্ ধাতুর উত্তর) "উতিযূতিজূতি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়ে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। এবং উক্ত সূত্রদ্বারা ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৯॥

আমরা তাহার সঙ্গতি দেখি না। যদি 'গন্তারং' শব্দে 'যজ্ঞক্ষেত্রে গমনশীলং' অর্থই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সে যজ্ঞক্ষেত্রের ব্যাপকতা ভাব উপলব্ধ হয়। শাস্ত্রমতে—যজ্ঞ বিবিধ প্রকার। গীতায় শ্রীভগবান "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" বাক্যে যপ-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। * তার পর, নাম-যজ্ঞ আছে; আত্মযজ্ঞ আছে; যজ্ঞ আরও কত প্রকার আছে। সুতরাং কেবল অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞেই যে তিনি গমন করেন, আর কোনও যজ্ঞে গমন করে না, তাহা বলিতে পারি না। যেখানেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ আরম্ভ হয়, সেইখানেই তিনি উপস্থিত হন। ভক্তমাত্রেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তিনি সর্ব্বত্রই গমন করেন। 'গন্তারং' শব্দে তাহাই বুঝায়। (১ম—৯সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্বৃহত এদরিঃ।

ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥ ১০ ॥

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১০ম অধ্যায়, ২১শ—৪০শ প্রভৃতি শ্লোকে পৃথিবীর কোন্ জিনিষের মধ্যে তিনি যে কোনটি, তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেখানেই দেখি, ভগবান বলিতেছেন,—"আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥ বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥ * * * * ।২৩—২৪। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥" ইত্যাদি।

পদ-বিশ্লেষণং।

সুতেঽসুতে। নিঽওকসে। বৃহৎ। বৃহতে। আ। ইৎ।

অরিঃ। ইন্দ্রায়। শূষং। অর্চতি ॥ ১০ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'এদরিঃ' (রিপুদমনশীলঃ সাধকঃ) 'ন্যোকসে' (আশ্রয়স্থানভূতে ভক্তানামিত্যর্থঃ) 'বৃহতে' (মহতে, শ্রেষ্ঠায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সুতে সুতে' (বিশুদ্ধায়াং ভক্তিমিশ্রিতায়াং স্তুত্যাং) 'বৃহৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'শূষং' (ভগবতো বলং, ঐশ্বর্য্য-মাহাত্ম্যং) 'অর্চতি' (প্রশংসতি, কীর্ত্তয়তি); ভক্তানাং স্তুতিমন্ত্রৈঃ ভগবত ঐশ্বর্য্যমাহাত্ম্যং প্রকাশত ইতি ভাবঃ। (১ম-৯সূ-১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুজয়ী ভক্ত সাধক, সেই আশ্রয়-স্থানভূত মহৎ ভগবান ইন্দ্রদেবের প্রতি যে বিশুদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহাতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-মাহাত্ম্যেরই প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (১ম—৯সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

আকার ইচ্ছব্দশ্চ পাদপূরণৌ। যদ্বা ব্যাপ্তিবচন আকারঃ। আ ঈষদর্থেঽভিব্যাপ্তাবিত্যভিধানাৎ। ইচ্ছব্দোঽপিশব্দার্থঃ। ইয়র্ত্তি গচ্ছত্যনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম প্রাপ্নোতীত্যরির্যজমানঃ। এদরিঃ সর্ব্বোঽপি যজমানঃ ইন্দ্রায় সুতে ইন্দ্রার্থমভিষুতে তত্তৎসোমে শূষং বলমর্চ্চতি। স্তৌতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মন্ত্রস্থিত 'আ'-কার ও 'ইৎ'-শব্দ পাদপূরণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা 'আ'-কারের অর্থ ব্যাপ্তি, যেহেতু ঈষৎ-অর্থে ও ব্যাপ্তি-অর্থে 'আ'-কার অভিহিত হইয়া থাকে। এবং ইৎশব্দের অর্থ—'অপি'। 'অনুষ্ঠেয়-কর্ম্মকে প্রাপ্ত হয়' এই অর্থে গতি-অর্থবিশিষ্ট ঋ-ধাতু হইতে "অরিঃ" এই পদ উৎপন্ন। এই অরি শব্দে যজমানকে বুঝাইতেছে; অতএব "এদরিঃ" (আ+ইৎ+অরিঃ) অর্থাৎ সকল যজমানই, ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত

ইন্দ্রস্য পরাক্রমং প্রশংসতীত্যর্থঃ। কীদৃশং শূষং। বৃহৎ। প্রৌঢ়ং। কীদৃশায়েন্দ্রায়। ত্তোকসে। নিয়তস্থানায়। বৃহতে। প্রৌঢ়ায়।

সুতেসুতে। ষুঞ্ অভিষবে। ক্তপ্রত্যয়ঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। নিত্যবীপ্সয়োরিতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ। তস্য পরমাম্রেড়িতমিতি দ্বিতীয়স্যাম্রেড়িতত্বেনানুদাত্তং চ। পা° ৮।১।৩। ইত্যনুদাত্তত্বং। ন্তোকসে। নিয়তমোকো যস্য তস্মৈ। নিশব্দো নিপাতা আদ্যুদাত্তা ইত্যুদাত্তঃ। তস্য যণাদেশ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য। পা° ৮।২।৪। ইত্যোকারঃ স্বরিতঃ। বৃহতে বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং। পা° ৬।১।১৭৩। ইত্যজাদিবিভক্তেরুদাত্তত্বং। অরিঃ। ঋগতৌ। অচইঃ। উ° ৪।১৪০। ইতীকারপ্রত্যয়। গুণো রপরত্বং। প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ। ইন্দ্রায়। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রন্ প্রত্যয় ইকার উদাত্তঃ। শূষং। অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামসু শূষং সহ ইতি পঠিতং। প্রাতিপদিকস্বরঃ। অর্চতি নিঘাতস্বরঃ॥ ১০

ইতি প্রথমস্য প্রথমেঽষ্টাদশোবর্গঃ॥ ১৮॥

* *

অভিষুত (তত্তৎ প্রক্রিয়াদ্বারা সংস্কৃত) সোমে বলকে স্তব করিয়া থাকেন অর্থাৎ ইন্দ্রদেবের পরাক্রমকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। শূষ-(বল) কিরূপ? 'বৃহৎ' অর্থাৎ সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কিরূপ ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত? নিয়ত-স্থিতিশীল, এবং বৃহৎ (প্রৌঢ়)।

"সুতে সুতে"—অভিষবার্থ (ষু) ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া সপ্তমী-বিভক্তির একবচনে 'সুতে' এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু (অন্ত) উদাত্তস্বর হইয়াছে। এস্থলে "নিত্যবীপ্সয়োঃ" সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়াছে। সেই দ্বিত্ব-পদের 'পরমাম্রেড়িতং' সূত্রানুসারে আম্রেড়িত-সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া "অনুদাত্তঞ্চ" (পা° ৮।১।৩) সূত্র দ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "ত্তোকসে" এই পদটী, 'নিয়ত হইয়াছে ওকঃ (স্থিতি) যাঁর, তাঁহার নিমিত্ত' এই অর্থে চতুর্থী-বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। (উক্ত পদের) 'নি' শব্দটী "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" এই সূত্রদ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। তাহার ('নি'-শব্দের') ইকারের স্থানে যন্ (য) আদেশ হইলে "উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" (পা° ৮।২।৪) এই সূত্রানুসারে ('ওকসে' পদের) ও-কার স্বরিত হইয়াছে। "বৃহতে" পদটীর "বৃহন্মহতো রুপসংখ্যানং" (পা° ৬।১।১৭৩) সূত্রানুসারে অজাদিবিভক্তি (চতুর্থীর একবচন) উদাত্ত হইয়াছে। "অরিঃ" এই পদটী, গত্যর্থ ঋ ধাতুর উত্তর "অচ ইঃ" (উ° ৪।১৪০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ই প্রত্যয়, ঋ-এর গুণে অ, রপরত্ব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু এস্থলে ইকারটী উদাত্ত। "ইন্দ্রায়" এই পদটী, "ঋজ্রেন্দ্র" ইত্যাদি সূত্রানুসারে রন্ (র) প্রত্যয় করিয়া চতুর্থী বিভক্তির একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ইকারটী উদাত্ত হইয়াছে। "শূষং" এই পদটীতে প্রাতিপদিক-স্বর হইয়াছে। যাস্ক-নিরুক্তে, অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক বলনামের মধ্যে "শূষং সহঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে, অতএব 'শূষ' শব্দের অর্থ বল। "অর্চ্চতি" এই পদটির নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে॥ ১০॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশবর্গ সমাপ্ত॥ ১৮॥

* * *

দশম (১০ সংখ্যক) ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই ঋক্‌টির বিভিন্ন প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারীর অর্থ—'প্রত্যেক সবনে (যজ্ঞে) যজমানগণ নিত্য-নিবাস ও প্রৌঢ় ইন্দ্রের মহাপরাক্রমের প্রশংসা করেন।' আর এক সম্প্রদায়ের অর্থ—'ভক্তগণ তাঁহার স্তুতি-গান করেন; কেন-না, যেখানে সোমরসের যজ্ঞ হয়, সেখানে ইন্দ্রদেব আসিয়া থাকেন।' এইরূপ বিভিন্ন-শ্রেণীর বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা।

সায়ণের ব্যাখ্যাও এক্ষেত্রে কুহেলিকা আচ্ছন্ন। 'এদরিঃ' শব্দে তিনি 'সর্ব্বোঽপি যজমানঃ' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে 'সোমরস দ্বারা যজমানগণ ইন্দ্রদেবের বলের প্রশংসা করেন' এইরূপ ভাব প্রকাশ পায় মাত্র। তিনি 'অরিঃ' শব্দে 'যজমানঃ', 'আ+ইৎ' পাদপূরণে বা অভিব্যাপ্তি অর্থে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'সুতে সুতে' শব্দ-দ্বয়ে অভিষব-যুত সেই সোমরসের ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। 'বৃহতে' ও 'ন্যোকসে' শব্দদ্বয়ে, তিনি যথাক্রমে 'প্রৌঢ়ং' ও 'নিয়তস্থানায়' বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ঋকের সকল প্রকার অর্থের আলোচনায়, আমরা যে ভাব সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সম্যক্ সমীচীন হয় কি না— বিচার করিয়া দেখুন।

প্রথম—'এদরিঃ'। এই 'এদরিঃ' (আ+ইৎ+অরিঃ) শব্দে 'সর্ব্বোঽপি অনুষ্ঠেয়-কর্ম্মপ্রাপ্তঃ'—অর্থ, কোনও কোনও পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ অর্থ হইতেই আমাদের প্রতিপাদ্য অর্থ সহজেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, সকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রাপ্ত হন—কোন্ জন? যাঁহার রাগ-দ্বেষাভিমানাদি দূর হইয়াছে, যাঁহার আত্মপরভাব তিরোহিত হইয়াছে,

যিনি ভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত-সংন্যস্ত করিতে একাগ্রতা লাভ করিয়াছেন, সকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম তাঁহারই করতলগত নহে কি? অতএব, উহার ভাবার্থ 'রিপুদমনশীল' স্বতঃই প্রতীত হইতেছে। অপিচ, শব্দার্থের সমালোচনায়ও ঐ ভাবই আসিতেছে। 'আ' নিশ্চয়রূপে—সর্ব্বতোভাবে, 'ইৎ' প্রাপ্ত হওয়া, 'অরিঃ' শত্রু—এরূপ অর্থ ধরিয়া, 'এদরিঃ' শব্দে 'যিনি নিশ্চয়রূপে সর্ব্বতোভাবে শত্রুকে প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ বশে আনিতে পারিয়াছেন', তাঁহাকেই বুঝাইতে পারে। এজন্যও 'এদরিঃ' শব্দে 'রিপুদমনশীলঃ' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আর একজন ভাষ্যকার 'এদরিঃ' শব্দে 'দেবেষু ভক্তি-করণ-তৎপরো যজমানঃ'—অর্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। তদনুসারেও 'সাধকের' ভাব আসে। যিনি ভক্তিকরণ-তৎপর, তাঁহাকেই সাধন-সম্পন্ন সাধক বলা যায়। সুতরাং 'এদরিঃ' শব্দে আমরা 'রিপুদমনশীল-সাধকঃ' অর্থই সঙ্গত বলিয়া স্থির করিলাম।

'সুতে সুতে' শব্দ-দ্বয় কখনই সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য বুঝাইবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হয় নাই। তদ্রূপ অর্থসঙ্গতি পক্ষে আমরা আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। ঐ দুই শব্দে, আমরা পূর্ব্বাপর প্রতিপন্ন করিয়াছি, 'বিশুদ্ধা ভক্তি' ভিন্ন অন্যরূপ অর্থ আসিতেই পারে না। শব্দার্থ, ধাত্বর্থ ও বর্ণার্থ কোনরূপ অর্থেই 'সুত' শব্দে সোমরস মাদক-দ্রব্য সঙ্গত হয় না। মাদক-দ্রব্যকে যাঁহারা অমৃত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা যে অর্থ লইয়া তৃপ্ত থাকেন, থাকুন; আমরা কিন্তু ঐ শব্দের উক্ত অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। 'সু' উত্তম সুখপ্রদ আনন্দপ্রদ, 'ত' অমৃত; 'সুত' শব্দের ইহাই বর্ণগত ব্যুৎপত্তি। সে অমৃত, সেই পরমানন্দপ্রদ ভক্তিরসামৃত ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

'ন্যোকসে' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন—'নিয়তস্থানায়'। কিন্তু উহাতে কোনও নির্দ্দিষ্ট ভাব পরিগ্রহ হয় না। তবে ঐ অর্থ হইতেই তাঁহার একটা স্থানের ভাব মনে আসে। মনে আসে—নিয়ত তাঁহার স্থিতি বা স্থান কোথায়? ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আশ্রয়-স্থান; অথবা, ভগবানই ভক্তের আশ্রয়-স্থানভূত। এখানে এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে ঋকে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহাতে সোমরসরূপ মাদক দ্রব্য দানে ভগবান ইন্দ্রদেবের বলের বা পরাক্রমের প্রশংসা করা হয় নাই ; পরন্তু ভক্তের ভক্তিমূলক স্তোত্র দ্বারাই যে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পায়, এইরূপ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান আর কোথায় প্রকাশমান ? ভক্তের ভক্তির মধ্যেই তিনি নিত্য-বিদ্যমান্ নহেন কি ? ঋক সেই কথাই জ্ঞাপন করিতেছেন। (১ম—৯সূ—১০ঋ)।

সপ্তমৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

গায়ন্তীতি সূক্তস্য মন্ত্রসংখ্যাচ্ছন্দোবিশেষশ্চৈবমনুক্রম্যতে। গায়ন্তি দ্বাদশানুষ্টুভং ত্বিতি। তু হি হ বা ইত্যাদি পরিভাষায়াং তুশব্দস্য সূক্তদ্বয়ে পরিভাষিতত্বাদস্য সূক্তস্য বক্ষ্যমাণস্য চানুষ্টুভত্বং দ্রষ্টব্যং। ঋষিদৈবতে পূর্ব্ববৎ। অতিপ্রবষড়হস্যোক্থ্যে তৃতীয়সবনেঽচ্ছাবাকস্য গায়ন্তীতি স্তোত্রিয়স্তৃচঃ। এহ্যূষিতি খণ্ডে গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণ আত্বাগিরো রথীরিব। আ০ ৭.৮। ইতি সূত্রিতং। তস্মিংস্তৃচে প্রথমামৃচমাহ।

* * *

সপ্তমৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"গায়ন্তি" ইত্যাদি দ্বাদশমন্ত্রাত্মক-সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা ও ছন্দোবিশেষের অনুক্রম হইতেছে। (এই) 'গায়ন্তি'-সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা দ্বাদশ এবং ছন্দঃ অনুষ্টুভ্। 'তু-হি-হ-বা' ইত্যাদি পরিভাষাতে 'তু' শব্দের, সূক্তদ্বয়ে (২টী সূক্তে) পরিভাষা আছে বলিয়া, বক্ষ্যমাণ এই সূক্তের অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ হইবে, ইহা জানা উচিত। (এই সূক্তের) ঋষি ও দেবতা পূর্ব্বের ন্যায় (মধুচ্ছন্দা ঋষি, ইন্দ্র দেবতা)।—অতিপ্রব ষড়হযাগের উক্থ্য কর্ম্মে তৃতীয়সবনে অচ্ছাবাক-ঋত্বিকের স্তোত্রিয়রূপে "গায়ন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রবিশিষ্ট তৃচ (ঋক্‌ত্রয়) বিনিযুক্ত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'এহ্যূষু' খণ্ডে "গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ" "আত্বা গিরো রথীরিব" (আ০ ৭।৮) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই ("গায়ন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রবিশিষ্ট) তৃচের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *